১৩৬৭ বঙ্গাব্দে সৌর পৌষে

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশিত

প্রকাশক

শ্রীগৌরীনাথ ভট্টাচার্য্য

শ্রীনাথ ভবন

আঠিলাগড়ি, কাঁথি,

মেদিনীপুর

মুদ্রক

শ্রীফণিভূষণ হাজরা

গুপ্তপ্রেশ

৩৭।৭, বেণিয়াটোলা লেন,

কলিকাতা—৯

মুখবন্ধ

ভারতের এক এক সম্প্রদায়ের মনীষিগণ পৃথিবীর শিক্ষণীয় প্রতিটি বিষয় যুগ যুগ ধরিয়া চিন্তা করিতে করিতে যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর জন্য সযত্নে সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। আজ যদি সেই সমস্ত গ্রন্থ থাকিত, তবে তাহা পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়ের বস্তু হইত। কালের কবল ও যবনাদির অত্যাচার হইতে এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা এখনও বিস্ময় সৃষ্টি করে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের পূর্ব পর্য্যন্ত এই ভারত কাব্যে, নাটকে, সঙ্গীতে, শিল্পে, গণিতে, জ্যোতিষে, কলায়, চিকিৎসায়, নৃত্যে, শাস্ত্রে, জড়-বিজ্ঞানে ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে সকল বিষয়ে পৃথিবীর কোন জাতি অপেক্ষা নগণ্য ছিল না। যখন পৃথিবীতে আধুনিক যন্ত্র বিজ্ঞানের উৎকর্ষ হয় নাই, তখন ভারত ছিল কোন কোন বিষয়ে অগ্রণী। মহারাজ ভোজের **"সমরাঙ্গণ-সূত্রধার"** ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ। এই গ্রন্থখানি 'বরোদা গাইকোবাড় সংস্কৃত সিরিজ' হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এরোপ্লেন বা ব্যোমযান সম্বন্ধে এই গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোক পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিতেছি—"ভূচরাণাং গতির্ব্যোম্নি ভূমৌ ব্যোমচরাগমঃ ॥৩১-৫৯॥ চেষ্টিতান্যপি মর্ত্ত্যানাং তথা ভূমিস্পৃশামিব। জায়ন্তে যন্ত্রনির্মাণাদ্ বিবিধানীপ্সিতানি চ ॥৬০॥ দুষ্করং যদ্ যদন্যচ্চ তত্তদ্ যন্ত্রাৎ প্রসিধ্যতি। যন্ত্রাণাং ঘটনা নোক্তা গুপ্ত্যর্থং নাজ্ঞতাবশাৎ ॥৭৯॥ লঘু-দারুময়ং মহাবিহগং দৃঢ়-সংশ্লিষ্টতনুং বিধায় তস্য। উদরে রসযন্ত্রমাদধীত জ্বলনাধারমধোঽস্য চাগ্নিপূর্ণম্ ॥৯৫॥ তত্রারূঢ়ঃ পুরুষঃ তস্য পক্ষদ্বন্দ্বোচ্চাল-প্রোজ্ঝিতেনাঽনিলেন। সু(ত)প্তস্যান্তঃ-পারদস্যাস্য শক্ত্যা চিত্রং কুর্বন্নম্বরে যাতি দূরম্ ॥৯৬॥

পাঠকগণ দেখুন, পূর্বে ভারত জড় বিজ্ঞানে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কালের প্রভাবে ও যবনের অত্যাচারে জড়-বিজ্ঞানের সম্প্রদায় ভারত হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। আজ জড়-বিজ্ঞানে ভারতের অন্য দেশকে দেয় কিছু নাই। তাই ভারতে অন্য দেশের কেহ জড়-বিজ্ঞান শিখিতে আসে না। যে ভারতের মনীষিবৃন্দ সমস্ত পৃথিবীকে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিতে পারিতেন, আজ তাঁহাদেরই সন্তান দলে দলে জড়-বিজ্ঞানে শিক্ষা-লাভের জন্য পৃথিবীর নানা-দেশে যাইতেছেন!

কালের প্রভাবে ও যবনের অত্যাচারে জড়-বিজ্ঞান নিশ্চিহ্ন হইলেও

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান নিশ্চিহ্ন হয় নাই। নানা প্রকার ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে তাহার ধারক-বাহকগণ তাহাকে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু ইংরাজের কূট কৌশলে ভারতের এই অমূল্য অধ্যাত্ম সম্পদ্ ভারতেই বিলীন হইতে চলিয়াছে। ইংরাজ ও তাহার পৃষ্ঠপোষক ভারতেরই কতিপয় হিন্দু মনীষী এ দেশের অলিতে গলিতে ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন করিয়াছেন; কিন্তু সংস্কৃত-শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করেন নাই; ইংরাজি-শিক্ষিতকে সর্বতোভাবে সম্মান দিয়াছেন; কিন্তু সংস্কৃত-শিক্ষার ধারক-বাহক পণ্ডিতগণকে কোনও সম্মান দেন নাই, দিয়াছেন অসম্মান। তাঁহারা পণ্ডিত সম্প্রদায়কে এবং ভারতের ভাব-ধারাকে নিশ্চিহ্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। তাঁহাদের শাসন ও শিক্ষানীতির কূট কৌশলে ভারতবাসী জন-সাধারণ প্রায় নিজেকে, নিজের দেশকে নিজের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া মনে প্রাণে ফিরিঙ্গী হইতেছেন। তাই ভারতের প্রায় প্রাদেশিক ভাষার জননী, ভারতের ভাষা সংস্কৃতের স্থান ভারতে নাই; তাহার ধারক-বাহক পণ্ডিতের স্থানও নাই, মর্য্যাদাও নাই।

আমরা আশা করিয়াছিলাম, স্বাধীন ভারতে ভারতবাসী শাসক ও মনীষিগণের দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইবে, শিক্ষাধারার পরিবর্ত্তন হইবে, ভারতের একমাত্র গৌরব অধ্যাত্ম জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর সংস্কৃত-শিক্ষা-ধারার পুনরভ্যুত্থান হইবে; কিন্তু তাহা হয় নাই, বরং বিপরীত হইতে চলিয়াছে। ইংরেজ ভারত ও স্বাধীন ভারতের সরকারী সংস্কৃত-শিক্ষা-কমিশনের মনীষিগণ সংস্কৃতের শিক্ষাধারা সহসা পরিবর্ত্তন না করিতে এবং সংস্কৃতের শিক্ষাধারাকে অব্যাহত রাখিবার জন্য[১] তাহার ধারক-বাহক পণ্ডিতগণকে স্কুলে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত করিতে ও শিক্ষক সম্প্রদায়কে অধিকতর সম্মান দানের ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ

১। The Commission, agreeing with the view expressed by an over-whelming majority of witnesses, recommends that the traditional Pāṭhashāla system of Sanskrit education and higher studies should be continued and preserved and recognised as an accepted form of education, like any type of School and College education.

There should be established an equivalence between the various stages in the traditional Sanskrit education on the one hand and the stages in the University education on the other. Report of S, S, C. Page 251, 252.

দিলেও[১] তাহা অরণ্য-রোদনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভারতের কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত-বিভাগে কিছুটা উচ্চমানে কিছু কিছু সংস্কৃত পড়াইবার ব্যবস্থা হইলেও, দর্শন-বিভাগে ভারতীয় দর্শন পড়াইবার বাধ্যতামূলক বা আবশ্যিক ব্যবস্থা অতি নগণ্য—আট শতের মধ্যে প্রায় ১০০ শত।

কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগ পাশ্চাত্ত্য-দর্শনের সহিত তুলনামূলক-ভাবে পাশ্চাত্ত্য লজিক্ ও পাশ্চাত্ত্য তত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতির সমপর্য্যায়ে ভারতীয় লজিক্, ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যা প্রভৃতির অল্প কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ অবশ্য-পাঠ্য করিয়া পথ-প্রদর্শক হইলেও সেখানে বহু বাধা-বিপত্তি উঁকি ঝুঁকি দিতেছে ; না জানি, কখন ইহা উঠিয়া যাইবে। বৈদেশিকগণের কেহ কেহ তাঁহাদের দেশের মনীষিগণের লিখিত ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও সমাজ-ব্যবস্থাদির গৌরব-গাথা পড়িয়া এই দেশে ঐ সমস্ত পড়িতে আসিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের পাঠ্য তালিকা দেখিয়া বিস্ময় ও খেদের সহিত বলিয়াছেন—'এ সব তো আমরা শিখতে আসি নি, এ তো দেশেই পড়ি। তোমাদের দর্শন কোথায়' ? রোম্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তুচ্চি কিছুকাল পূর্বে এ দেশের হিমাচল অঞ্চল হইতে বহু হস্ত-লিখিত সংস্কৃত পুস্তক স্বদেশে চালান দিয়া সখেদে বলিয়াছেন—'তোমাদের দেশে পুস্তক সংগ্রহ ও রক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই, পাঠেরও ব্যবস্থা নাই'। তাঁহার এই শেষ উক্তিটি অনেকেই জানিয়াছেন, অনেকেই শুনিয়াছেন ; তথাপি আমাদের দেশের মনীষিগণের বা তাঁহাদের পার্শ্বচরগণের চৈতন্যের উদয় হয় নাই, হইবার আশাও নাই।

সংস্কৃতজ্ঞ এম্, এ অপেক্ষা ভারতীয় পণ্ডিতের অধ্যাপনা ভাল হইবে বলিয়া কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগ বা দর্শন বিভাগে কখনও কখনও পণ্ডিত নিযুক্ত হইতেন ; কিন্তু এখন ইংরাজি না জানার অজুহাতে সেই সেই স্থলে পণ্ডিতের নিয়োগ বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। অথচ সংস্কৃতজ্ঞ এম্, এ-গণের অনেকেই এই সংস্কৃত গ্রন্থগুলিকে ইংরাজিতে পড়ান না। যদি ঐ গুলিকে ইংরাজিতে পড়ান একান্ত আবশ্যক মনে করিতেন, তবে তাঁহারাই বা ইংরাজিতে পড়ান না কেন ? তাঁহারাই বা নিছক

১। See Report of S.S.C. page 240.

মাতৃভাষায় পড়ান কেন? মাতৃভাষায় প্রশ্নোত্তর লিখিবার ব্যবস্থাই বা করিলেন কেন? যাঁহারা পণ্ডিতগণের নিকট পড়িয়া এম্, এ, উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন, পণ্ডিতগণের নিকট পড়ার ফলে তাঁহাদের পড়াইবার ক্ষমতা কি কমিয়া গিয়াছে? তাঁহারা কি ভাল পড়াইতে পারেন না? সংস্কৃতজ্ঞ এম্, এ-গণ পণ্ডিতের নিকট পড়িয়া পড়াইবেন, কখনও কখনও বা দুই চারিটা ভুল পড়াইবেন, সেও যেন বাঞ্ছনীয়; কিন্তু সুপণ্ডিত পণ্ডিতের নিয়োগ কর্তৃপক্ষের বাঞ্ছনীয় নহে। অপরাধ, তাঁহারা ইংরাজি জানেন না। তাই বলিয়াছি, তদন্ত কমিশনের পরামর্শ অরণ্য-রোদনে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

যে সমস্ত টোল-পণ্ডিতগণ ঝড়-ঝঞ্ঝায়, বিপ্লবে, প্লাবনে, গৃহ-ভঙ্গে, গৃহ-দাহে সমস্ত বিষয়-সম্পদ্ বিসর্জন দিয়া তাঁহাদেরই সযত্ন-সঞ্চিত অতীত ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য-যুক্ত সংস্কৃতের গ্রন্থগুলিকে মাথায় বহিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে পলাইয়া সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা আজ সর্বতোভাবে উপেক্ষিত। তাঁহাদের অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, জীবিকার ব্যবস্থা নাই, মর্য্যাদাও নাই। তাই টোলের পণ্ডিতের নিকট মেধাবী ছাত্রের সংখ্যা দিন দিন বিস্ময়করভাবে হ্রাস পাইতেছে। যদি সংস্কৃতের পঠন-পাঠনা এইভাবে হ্রাস পায়, তাহা হইলে কেবলমাত্র ভারতের এই অমূল্য সম্পদ্‌টি যে নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা নহে; আঞ্চলিক ভাষাগুলিও দুর্বল হইয়া পড়িবে। যদি ইহা অবশ্য-রক্ষণীয় হয়, তবে তাহার ধারক-বাহক পণ্ডিত সম্প্রদায়কে পূর্বের ন্যায় স্বমর্য্যাদায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং অনুবাদাদির সাহায্যে সংস্কৃতের গৌরব প্রচার করিয়া জনসাধারণের সুপ্ত গৌরব-বোধকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। ইহা ছাড়া ইহার রক্ষায় অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না।

আমার একান্ত প্রিয় ছাত্র ও ছাত্রীগণের অনুরোধে আমি এই "বেদান্ত পরিভাষা" গ্রন্থখানির অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি লিখিয়া মুদ্রিত করাইলাম। ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সদসদ্-বোদ্ধা বিবেচক পাঠকগণই বিচার করিয়া দেখিবেন; ত্রুটি লক্ষিত হইলে তাহা অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে জানাইবেন।

ভূমিকা

"তরাত শোকমাত্মবিৎ" ইত্যাদি শ্রুতি আত্ম-স্বরূপের জ্ঞানকে দুঃখ-নিবৃত্তির হেতু বলিয়াছেন; কিন্তু আত্ম-স্বরূপের জ্ঞান সহজ-সাধ্য নহে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের এই আত্মাটি দেহাদি-সংঘাতের সহিত এক হইয়া আছে বলিয়া আমরা আত্মার প্রকৃত স্বরূপকে জানিতে পারি না। অহং বা আমি বলিয়া আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহা যদি প্রকৃত আত্ম-স্বরূপের জ্ঞান হইত; তবে আত্মার স্বরূপ বিষয়ে বিবাদ দেখা যাইত না। চার্বাক দেহকে, বৌদ্ধ বিজ্ঞান বা ইন্দ্রিয়বর্গকে, নৈয়ায়িক প্রভৃতি দেহাদি সংঘাত হইতে অতিরিক্তকে আত্মা বলিয়া পরস্পর বিবাদ করিতেন না। জীবমাত্রেরই অহংজ্ঞান আছে। খর্বাকৃতি দীর্ঘাকৃতিকে দেখিয়া মনে করে—আমি খর্ব। দীর্ঘাকৃতি খর্বাকৃতিকে দেখিয়া মনে করে—আমি দীর্ঘ। একজনের কাছে আত্মার রূপটি খর্ব, আর এক জনের কাছে আত্মার রূপটি দীর্ঘ। তাহা হইলেই তো বুঝা গেল—অহং জ্ঞান প্রকৃত আত্ম-স্বরূপের জ্ঞান নহে; কেননা কোন বস্তুই বিরুদ্ধ-স্বরূপ হয় না। তাই চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই জিজ্ঞাসা হয় আমি কে? ইহাকে জানার উপায়ই বা কি? আর্য্য ঋষিদেরও এই জিজ্ঞাসা হইয়াছিল।

পরম করুণাময় পরমেশ্বর জীবের দুঃখনিবৃত্তির হেতু সেই আত্মজ্ঞানের উপায় নির্দেশ করিতে বলিয়াছেন—"আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। আত্মদর্শনের উদ্দেশ্যে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বিহিত হওয়ায় বুঝা যায়, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই আত্ম-দর্শনের উপায়। মানবোপপুরাণের চতুর্থ অধ্যায়েও উক্ত হইয়াছে —"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ। মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শন-হেতবঃ" ॥

এই শ্রবণের স্বরূপ সম্বন্ধে আচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ আছে। **সংক্ষেপ শারীরক**-কারের মতে উহাপোহরূপ চিত্তের ক্রিয়াবিশেষই শ্রবণ। **ভামতী**কারের মতে আগম বা আচার্য্যের বাক্য হইতে উৎপন্ন জ্ঞানবিশেষই শ্রবণ। **বিবরণ**কারের মতে তাৎপর্য্য নির্ণয়ের অনুকূল বেদান্তবাক্যের বিচার-বিশেষই শ্রবণ। যদি বিচার্য্য বিষয়ে কাহারও কোনরূপ সন্দেহ না হইত, তবে বেদান্ত-বাক্যের শ্রবণমাত্রেই তাহার অর্থের নিশ্চয় হইত। তাহা হইলে তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইত না; কিন্তু সন্দেহ আছে। অতএব সেই সন্দেহের নিবৃত্তির জন্য বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য। কোন কোন বেদান্ত-বাক্যে কিরূপ সন্দেহ এবং তাহার নিবর্ত্তক বিচারই বা কিরূপ হয়, তাহা **ব্রহ্মসূত্রের** প্রতি অধিকরণে অতিসূক্ষ্মভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের ভাষ্যে তাহা স্পষ্টরূপে সবিস্তরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যসমূহের মধ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের ভাষা অতি সরল হইলেও বিষয় গম্ভীর। তাই ঐ সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের মধ্যে ঐ ভাষ্যের তাৎপর্য্য নির্ণয়ে মত-ভেদ হইয়াছে। ঐ মত-ভেদের মূল যুক্তিগুলি অগ্রাহ্য বা উপেক্ষণীয় নহে বলিয়া শাঙ্কর-ভাষ্যের তিনটি প্রস্থান সৃষ্টি হইয়াছে—বিবরণ প্রস্থান, ভামতী প্রস্থান ও সংক্ষেপ-শারীরক প্রস্থান। শঙ্করাবতার ভগবান্ শঙ্করের সাক্ষাৎ শিষ্য পূজ্যপাদ পদ্ম-পাদাচার্য্য ভাষ্যের ব্যাখ্যা পঞ্চপাদিকায় অতি গম্ভীর বা প্রচ্ছন্নভাবে বেদান্তের যে সমস্ত প্রমেয় প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা পঞ্চপাদিকার ব্যাখ্যা বিবরণে সরল ও সুস্পষ্ট হইয়াছে বলিয়া পঞ্চপাদিকা অপেক্ষা বিবরণই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাই তাহা পণ্ডিত সমাজে 'বিবরণ প্রস্থান' নামে প্রচলিত।

যদিও বেদান্ত বাক্য-সমূহের মুখ্য তাৎপর্য্য অদ্বৈতে ঐ প্রস্থানত্রয়ের ঐকমত্যই আছে, কোন বৈমত্য নাই; তথাপি অদ্বৈত তত্ত্বের উপপাদক কতকগুলি ব্যাবহারিক প্রমেয়ে ইঁহাদের পরস্পর বৈমত্য আছে। তাহার কয়েকটী স্থল প্রদর্শিত হইতেছে।

ভামতীকারের মতে বেদান্ত-বাক্যের বিচারটি অধ্যয়ন বিধি-প্রযুক্ত, শ্রোতব্য বিধি প্রযুক্ত নহে; কর্ম বেদনেচ্ছার হেতু, বেদনের হেতু নহে; মনটি ইন্দ্রিয়, অনিন্দ্রিয় নহে; শ্রবণটি জ্ঞান, মানস ক্রিয়ারূপ বিচার-বিশেষ নহে, তাই উহা অবিধেয়, বিধেয় নহে; উহা মনন ও নিদিধ্যাসনের অঙ্গ, অঙ্গী নহে; জীব অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্য নহে; জীবই অজ্ঞানের আশ্রয়, ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় নহে; অজ্ঞান জীবের ন্যায় নানা, এক নহে; উপহিত ব্রহ্ম বৃত্তির বিষয়, অবিষয় নহে; অধ্যয়ন বিধির ফল অর্থের অববোধ, অক্ষরের গ্রহণ নহে; ভূতগুলি ত্রিবৃৎ-কৃত, পঞ্চীকৃত নহে; সাদৃশ্যটি অধ্যাসের কারণ, অকারণ নহে; শব্দ পরোক্ষ জ্ঞানের জনক, অপরোক্ষ জ্ঞানের জনক নহে; স্বাপ্ন প্রপঞ্চ মনের পরিণাম, অবিদ্যার পবিণাম নহে।

বিবরণকার ভামতীকারের এই মতগুলি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে বেদান্ত-বাক্যের বিচার শ্রবণ বিধি-প্রযুক্ত, অধ্যয়ন বিধি-প্রযুক্ত নহে। কর্ম বেদনের হেতু, বেদনেচ্ছার হেতু নহে, মনটী অনিন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় নহে। শ্রবণটি মানসক্রিয়ারূপ বিচার-বিশেষ, জ্ঞান নহে; এই জন্য উহা বিধেয়, অবিধেয় নহে; উহা মনন ও নিদিধ্যাসনের অঙ্গী, অঙ্গ নহে; জীব অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্য, অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য নহে; ব্রহ্মই অজ্ঞানের আশ্রয়, জীব অজ্ঞানের আশ্রয় নহে; অজ্ঞান এক ও অনেক, নানামাত্র নহে; উপহিত ব্রহ্ম বৃত্তির অবিষয়, বিষয় নহে। অধ্যয়ন বিধির ফল অক্ষরের গ্রহণ, অর্থের অববোধ নহে; ভূতগুলি পঞ্চীকৃত, ত্রিবৃৎকৃত নহে; সাদৃশ্যটি অধ্যাসের প্রতি অকারণ, কারণ নহে; শব্দ অপরোক্ষ জ্ঞানেরও জনক, কেবল পরোক্ষ জ্ঞানের জনক নহে; স্বাপ্ন প্রপঞ্চ অবিদ্যার পরিণাম, মনের পরিণাম নহে। এইরূপ অন্যান্য কতকগুলি

বিষয়েও উভয় আচার্য্যের মধ্যে মতভেদ আছে। সংক্ষেপ-শারীরক প্রস্থানের সহিত এই দুই প্রস্থানেরও স্থানে স্থানে মত-বিরোধ হইয়াছে। কিন্তু কোন প্রস্থানেই বেদান্ত-বাক্য বিচারের অপেক্ষিত প্রমাণ ও প্রমেয় সুসম্বদ্ধ-রূপে স্পষ্ট উক্ত হয় নাই। তাই সাধারণ-বুদ্ধি ব্যক্তিগণের বিবরণাদি গ্রন্থ হইতে বেদান্ত সম্মত প্রমাণ, প্রমেয়াদি সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা উৎপন্ন হয় না। এই জন্য সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম-রাজাধ্বরীন্দ্র **বেদান্ত-পরিভাষা** নামক এক অপূর্ব প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি না হইলে আমাদের বেদান্ত সম্মত প্রমাণাদি সম্বন্ধে কোন ধারণাই সুস্পষ্ট হইত না।

এই গ্রন্থের আটটি পরিচ্ছেদের প্রথম ছয়টিতে ছয়টি প্রমাণ, সপ্তমে বিষয় ও অষ্টমে প্রয়োজন স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থের স্থান-বিশেষে ভামতীর মত এবং স্থানবিশেষে বিবরণের মত গ্রহণ করিয়া প্রমাণ, প্রমেয়াদি প্রতি-পাদন করিলেও তাঁহাকে ভামতী পক্ষপাতী বলিয়া বুঝা যায় না। মনের অনিন্দ্রিয়ত্ব, জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্বের ভিন্ন প্রয়োজকত্ব, শব্দের প্রত্যক্ষ জ্ঞান-জনকত্ব, অবিদ্যায় চৈতন্য প্রতিবিম্বের জীবত্ব ও শ্রবণাদির বিধেয়ত্ব বিশেষভাবে সমর্থন করায় বুঝা যায়, গ্রন্থ-কার বিবরণের পক্ষপাতী। কিন্তু কয়েক স্থলে গ্রন্থকার বিবরণের সিদ্ধান্তকে সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাহার কয়েকটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে—

(১) বিবরণকার বিবরণের সপ্তম ও অষ্টম বর্ণকে অনধিগত অর্থ-বিষয়ক বোধত্বকে প্রমাত্ব বলিয়াছেন; কিন্তু পরিভাষাকার অনধিগত অবাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্বকে প্রমাত্ব বলিয়াছেন। (২) বিবরণকার বিবরণের প্রথম বর্ণকে স্মৃতিকে অপ্রমা বলিয়াছেন, পরিভাষাকার উহাকে প্রমা বলিয়াছেন। (৩) বিবরণকার নবম বর্ণকে অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে জীব বলিয়াছেন। পরিভাষাকার অন্তঃকরণের দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকেও জীব বলিয়াছেন। (৪) বিবরণকার বিবরণের প্রথম বর্ণকে অন্তঃকরণকে দুই প্রকার বলিয়াছেন; কিন্তু পরিভাষাকার অন্তঃকরণকে চারি প্রকার বলিয়াছেন। (৫) বিবরণকার বিবরণের প্রথম বর্ণকে সাদৃশ্যকে অধ্যাসের কারণ বলেন নাই; কিন্তু পরিভাষাকার সাদৃশ্যকে অধ্যাসের কারণ বলিয়াছেন। (৬) বিবরণকার বিবরণের প্রথম বর্ণকে প্রাতিভাসিক শুক্তি-রজতাদিকে অবস্থা অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়াছেন; কিন্তু পরিভাষাকার প্রাতিভাসিককে তুলা অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া-ছেন। (৭) বিবরণকার বিবরণের প্রথম বর্ণকে স্ফটিকের লৌহিত্যকে অনির্বচনীয় বলিয়াছেন; কিন্তু পরিভাষাকার উহাকে সত্য বলিয়াছেন। (৮) বিবরণকার বিবরণের প্রথম বর্ণকে ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমিতির কারণ বলেন নাই; কিন্তু পরিভাষা-কার উহাকে অনুমিতির কারণ বলিয়াছেন। (৯) বিবরণকার বিবরণের চতুর্থ

বর্ণকে তাৎপর্য্য-জ্ঞানকে শাব্দবোধের হেতু বলিয়া স্বীকার করেন নাই; পরিভাষাকার তাহা স্বীকার করিয়াছেন। (১০) বিবরণকার বিবরণের প্রথম বর্ণকে অভাবের প্রত্যক্ষত্ব খণ্ডন করিয়াছেন; কিন্তু পরিভাষাকার অভাবের প্রত্যক্ষত্ব সমর্থন করিয়াছেন। (১১) বিবরণকার কোন স্থলেই অন্যথাখ্যাতি স্বীকার করেন নাই; পরিভাষাকার স্থল-বিশেষে অন্যথাখ্যাতিও স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপ আরও কয়েক স্থানে পরিভাষাকার বিবরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। আমি সেই স্থানগুলি "পরিভাষা সংগ্রহে" ও "বিবৃতি"তে নানাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। স্থানাভাবে এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

স্থানে স্থানে এইরূপ মত বৈষম্য থাকিলেও গ্রন্থখানি সুসম্বদ্ধ প্রণালীতে রচিত হওয়ায় উহা সকলের আদরণীয়। বেদান্তের প্রমাণ ও প্রমেয় সম্বন্ধে এই জাতীয় দ্বিতীয় পুস্তকের সন্ধান নাই বলিয়া ইহা ভারতের সর্বত্র বেদান্তের পরীক্ষায় পাঠ্য-স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থখানির ভাষা খুব কঠিন না হইলেও বিষয় বস্তু কঠিন। সম্প্রদায় ক্রমে সদ্-গুরুর নিকট মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন না করিলে ইহার মর্ম্মার্থ অবগত হওয়া যায় না। বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতও সদ্-গুরুর নিকট বেদান্তের কয়েকখানি গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে ইহা অন্যকে পড়াইতে পারিবেন না। আমি এই অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া কলিকাতা রাষ্ট্রিয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে বেদান্তের অধ্যাপনাকালে ছাত্রগণের অনুরোধে সাধারণ পণ্ডিতের অধ্যয়ন অধ্যাপনার উপযোগী করিয়া যথাসাধ্য সরল সংস্কৃতে ইহার একখানি টীকা লিখিয়া বদান্যবর শ্রীযুক্ত **বিভুপদ ঘোষ** মহাশয়ের অর্থানুকুল্যে মুদ্রিত করিয়াছি। দেখিয়াছি, তাহা দ্বারাও ছাত্রগণ পরিভাষার মর্মার্থ বুঝিতে পারিতেছে না। তাই তাহাদেরই অনুরোধে ইহার আমি অনুবাদাদি রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া যথাকালে শেষ করিয়াছি; কিন্তু অর্থাভাবে এতদিন তাহা প্রকাশ করিতে পারি নাই। ধনী ছাত্রগণের নিকট ঋণ চাহিতেও কুণ্ঠিত হই নাই; কিন্তু তাহাতেও মনস্কাম সিদ্ধ হয় নাই। শেষে কয়েক বৎসর পরে জীবনে অস্তিত্বের সংশয় উপস্থিত হইলে সম্প্রতি ঋণ করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম।

এই পুস্তকের মুদ্রণে আমার সংশোধনের ত্রুটিতে কতকগুলি অশুদ্ধ পদ মুদ্রিত হইয়াছে এবং মুদ্রাযন্ত্রের পেষণে অক্ষর বিকল হওয়ায় কতকগুলি নূতন অশুদ্ধির সৃষ্টি হইয়াছে। আমি যথাসাধ্য সেগুলিকে সংকলন করিয়া শুদ্ধিপত্রে সন্নিবেশ করিয়াছি। পাঠকগণ সর্বাগ্রে অশুদ্ধ পাঠগুলিকে সংশোধন করিয়া লইবেন।

এই গ্রন্থের মূল্য সম্বন্ধে কিছু না বলিলে পাঠকের মনে বিরুদ্ধ ধারণার সৃষ্টি হইবে। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন—কলিকাতায় মুদ্রণালয়ের আন্দোলনের ফলে মুদ্রণের ব্যয় প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, কাগজের মূল্য প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদনুপাতে

বাঁধাই প্রভৃতিরও মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার রক্ষায় যেমন ব্যয় আছে, লোকসানের সম্ভাবনাও সেইরূপ আছে। এইজন্য ইহার মূল্য পূর্বের তুলনায় কম করা সম্ভব হয় নাই। আশা করি, সহৃদয় পাঠকগণ ইহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

যিনি আমার প্রাণসংহারক রোগে অর্থ ও চিকিৎসক দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, যাঁহার সুচিকিৎসায় আজও আমি বাঁচিয়া আছি, যিনি অযাচিতভাবে মর্য্যাদা সহকারে আমার কলিকাতায় বাসের ব্যবস্থা করিয়া এই গ্রন্থ সমূহের প্রকাশে সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছেন, যাঁহার অযাচিত করুণায় ও ব্যবস্থায় আমার মুদ্রিত গ্রন্থগুলি সযত্নে রক্ষিত হইতেছে; আমার প্রাণপদ মহামান্য হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত **বিনায়কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**, আমার স্বনামধন্য প্রখ্যাত সুচিকিৎসক শ্রীযুক্ত **জ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়**, সংস্কৃতের ও সংস্কৃত সেবীর একান্ত সুহৃদ্ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত **গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য** ও মহামান্য হাইকোর্টের রিসিভার পরদুঃখ-কাতর পণ্ডিত-প্রিয় শ্রীযুক্ত **মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী** মহাশয়গণের ঋণ অপরিশোধ্য। আমি তাঁহাদের নিকট অন্তরের অন্তরতম স্থল হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

যাঁহার অপার ছাত্র-বাৎসল্যে ও করুণায় বঙ্গদেশে লুপ্ত প্রায় বেদান্তের অধ্যয়ন অধ্যাপনার নির্মল-ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, যাঁহার অনলস বিদ্যার সেবায় ও দানে অনুপ্রাণিত হইয়া আমি এই কার্য্য সমাপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছি. আমার সেই পরমগুরু ও গুরু **দ্রাবিড় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী** ও **যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ** মহাশয়ের শ্রীচরণ-যুগলে পুনঃ পুনঃ প্রণতি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া করযোড়ে সবিনয়ে নিবেদন করি—

"যদত্র সৌষ্টবং কিঞ্চিৎ তদ্ গুরোরেব মে ন হি।
যদত্রাসৌষ্টবং কিঞ্চিৎ তন্মমৈব গুরোর্ন হি" ॥

বিদ্বদ্-ব্রহ্ম-সেবক
শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

বিষয়-সূচী

পাদটীকাধৃত-গ্রন্থ-সংকেত-সূচী

অ, বি, প্র	অন্ধ্রবিশ্ববিদ্যালয়, বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ
আ, ধ	আপস্তম্ব-ধর্মসূত্র
আ, সং, শা	আনন্দাশ্রম-সংস্করণ, সংক্ষেপ শারীরক
ঐ, উ	ঐতরেয় উপনিষদ্
ক, (কা) সং, সি, বি	কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ্, বিবরণ
ক, সং, কা	কলিকাতা সংস্করণ, কাব্যপ্রকাশ
ক, যুক্তি	কলিকাতা সং, যুক্তিদীপিকা
ক,	কলিকাতা সংস্করণ
ক, ঋ	কলিকাতা সং, ঋজুবিবরণ
ক, (কা) সি, বি	কাশী সং, সিদ্ধান্তবিন্দু
ক, প	কলিকাতা সং, পঞ্চপাদিকা
ক, বে	কলিকাতা সং, বেদান্ত-দর্শন
কা, শ্লো	কাশী সং, শ্লোকবার্ত্তিক
কা,	কাঠক (কঠোপনিষদ্)
গা, সি, বি	গাইকোবাড় সং, সিদ্ধান্তবিন্দু
চিৎ	চিৎসুখী (প্রত্যক্তত্ত্ব-প্রদীপিকা)
চৌ, সং, খ, খ	চৌখাম্বা সং, খণ্ডনখণ্ড-খাদ্য
চৌ, সং, শা	চৌখাম্বা সং, সংক্ষেপ শারীরক
চৌ, বাক্যপদীয়	চৌখাম্বা সংস্করণ, বাক্যপদীয়
ছা, উ	ছান্দোগ্যোপনিষদ্
তা, রক্ষা	তার্কিক রক্ষা
নি, ভা	নির্ণয়-সাগর-সংস্করণ, ভামতী
নি, অ (অদ্বৈত)	নির্ণয়সাগর, অদ্বৈতসিদ্ধি
নি, অ, র (রত্ন)	নির্ণয়সাগর, অদ্বৈত রত্ন-রক্ষণ
নি, শা	নির্ণয়সাগর, শাস্ত্রদীপিকা
নি, পঞ্চ	নির্ণয়সাগর, পঞ্চদশী
নি	নির্ণয়সাগর সংস্করণ
নি, ব্র	নির্ণয়সাগর, ব্রহ্মসূত্র

নি, লঘু	নির্ণয়সাগর, লঘুচন্দ্রিকা
নি, বে	নির্ণয়সাগর, বেদান্তদর্শন
ন্যা, বা	ন্যায়-বার্ত্তিক
প,	পঞ্চদশী
প, তত্ত্ব, বি	পঞ্চদশী তত্ত্ব-বিবেক
প্রঃ	প্রমাণমালা
প্র, বি	প্রত্যভিজ্ঞা-বিমর্শিণী
প্র, উ	প্রশ্নোপনিষদ্
প্র, স	প্রমাণ-সমুচ্চয়
ম, পু	মৎস্য পুরাণ
ম, ভা	মহাভারত
মা, গ	মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট
মা, বি, ভা	মান্দ্রাজ, বিবরণ-ভাব-প্রকাশিকা
মি, তত্ত্ব	মিথিলা সংস্করণ, তত্ত্বচিন্তামণি
মী, দ	মীমাংসা দর্শন
মৈ, উ	মৈত্রায়ণী উপনিষদ্
বি, পু	বিষ্ণুপুরাণ
বি, প্র, সং	বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ
বৃ	বৃহদারণ্যক উপনিষদ্
বে,	বেদান্ত-দর্শন (বিবরণ)
বে, নি,	বেঙ্কটেশ্বর, নিরুক্ত
বো, বে	বোম্বাই সংস্করণ, বেদান্ত-পরিভাষা
শা, ভাষ্য	শারীরক ভাষ্য
শু, য, সং	শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতা
শ্লো	শ্লোকবার্ত্তিক
শ্বে	শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদ্

বেদান্ত-পরিভাষা

—:(*):—

প্রত্যক্ষ-পরিচ্ছেদঃ

যদবিদ্যা-বিলাসেন ভূত-ভৌতিক-সৃষ্টয়ঃ।
তং নৌমি পরমাত্মানং সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহম্॥১॥

যাঁহার অবিদ্যার বিলাসের দ্বারা পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত ও মহী, মহীধর প্রভৃতি ভৌতিকের সৃষ্টি [স্থিতি ও লয়] হয়, সেই সৎ, চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ পরমাত্মা ব্রহ্মকে নমস্কার করি॥১॥

বিবৃতি

ঈশ্বর স্মরণের নাম মঙ্গল। শিষ্ট ব্যক্তিগণ বিঘ্নের বিনাশ ও শিষ্টাচার পরিপালনের জন্য গ্রন্থারম্ভের পূর্বে মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন। বিবরণকার উহার শ্রবণকে বিদ্যা লাভের হেতু বলিয়াছেন[১]। তাই গ্রন্থকার গ্রন্থে উহাকে লিপিবদ্ধ করিতেছেন—**যদবিদ্যাবিলাসেন** ইত্যাদি। যস্য অবিদ্যা যদবিদ্যা তস্যা বিলাসেন—এইরূপ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে "যদবিদ্যাবিলাস" পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিবরণকারের মতে যৎ পদের পরবর্ত্তী ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ—আশ্রয়ত্ব ও বিষয়ত্ব[২]। তাঁহার মতে যদবিদ্যা পদের অর্থ হইতেছে যদাশ্রিত ও যদ্বিষয়ক অবিদ্যা। ভামতীকারের মতে অবিদ্যার বিষয় ব্রহ্ম, আশ্রয় কিন্তু জীব[৩]। সুতরাং তাহার মতে যদবিদ্যা পদের অর্থ—যদ্বিষয়ক অবিদ্যা[৪]।

অবিদ্যা শব্দে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যরূপকে বুঝায়[৫]। যখন এই তিনটী

১। অত্র দেবতা-গুরু-বিষয়া পূজা-নমস্কারাদ্যুপবৃংহিতা ভক্তির্বক্তুরুক্তপ্রয়োজন-সম্পাদিন্যপি শ্রোতৃণা-মপি বিদ্যাঙ্গভাবং প্রতিপদ্যতে—কা, সং, সি—বিবরণ ১৮ পৃঃ

২। আত্মাশ্রয়মাত্মবিষয়ঞ্চাজ্ঞানমন্তরেণানাত্মস্থ প্রতিবিষয়ং ভাবরূপাজ্ঞানসদ্ভাবে প্রমাণাভাবাৎ—কা, সং, সি, বিবরণ ১০৮ পৃঃ। আশ্রয়ত্ব-বিষয়ত্ব-ভাগিনী নির্বিভাগ-চিতিরেব কেবলা।

পূর্বসিদ্ধ-তমসো হি পশ্চিমো নাশ্রয়ো ভবতি নাপি গোচরঃ॥ আ, সং, শা, ১।৩১৯

৩। নাবিদ্যা ব্রহ্মাশ্রয়া, কিন্তু জীবে, সা ত্বনির্বচনীয়েত্যুক্তম্—নিঃ ভা,—১২৬ পৃঃ

৪। জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি (যত্ন) ও দ্বেষ—এই চারিটি আশ্রয় ও বিষয়ের দ্বারা নিরূপিত হয় বলিয়াই উহাদের আশ্রয় ও বিষয় আছে। আশ্রয় ও বিষয়ের সহিত বর্ত্তমান বলিয়া উহারা সাশ্রয় ও সবিষয়ক। অজ্ঞানও এইরূপ আশ্রয় ও বিষয় নিরূপ্য বলিয়া উহারও আশ্রয় ও বিষয় আছে। তাই অজ্ঞানও জ্ঞানের ন্যায় সাশ্রয় ও সবিষয়ক।

৫। প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্ব-রজস্তমসাং সাম্যাবস্থা—সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ৩ কারিকা। পরিণামবাদীর মতে সামান্যটি কারণ, বিশেষটি কার্য্য। কারণে যতক্ষণ একটি কার্য্য থাকে, ততক্ষণ সেখানে দ্বিতীয় কার্য্য উৎপন্ন হয় না; কারণ পূর্ব কার্য্যই তাহার প্রতিবন্ধক। যেমন মৃত্তিকা-সামান্যে যতক্ষণ চূর্ণ, পিণ্ড প্রভৃতি কার্য্য বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ সেখানে কপাল, ঘট প্রভৃতি কার্য্য উৎপন্ন হয় না। চূর্ণ প্রভৃতি কার্য্য নিবৃত্ত হইলে

বিবৃতি

গুণ সাম্য অবস্থায় (সম প্রধান) থাকে, তখন তাহাকে অবিদ্যা বলে। এই সাম্যাবস্থায় অবিদ্যা হইতে কোন কার্য্য উৎপন্ন হয় না। যখন এই তিনটী গুণের বৈষম্য অর্থাৎ একটী গুণ প্রধান ও অপর দুইটী গুণ অপ্রধান হয়, তখন ঐ বৈষম্য বা গুণ প্রধানভাবকে অবিদ্যার বিলাস বলে। এই অবিদ্যার বিলাস বিচিত্র। এক হইতে বা এক জাতীয় বস্তু হইতে বিচিত্র ক্রমিক কার্য্যের উৎপত্তি সম্ভব নহে[১]। কিন্তু বিচিত্র সহকারী কারণ থাকিলে এক হইতেও বিচিত্র কার্য্য হইয়া থাকে। ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহার বিচিত্র বিলাসবতী অবিদ্যা সহকারিণী রহিয়াছে। তাই তিনি বিচিত্র ভূত ও ভৌতিক জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টি কর্ত্তা। ইহা প্রকাশ করিতে বলিলেন—**ভূত-ভৌতিক-সৃষ্টয়ঃ**।

এই গ্রন্থের দ্বারা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ সূচিত হইয়াছে। এই স্থলে ভূত, ভৌতিক শব্দে জগৎ প্রপঞ্চ এবং সৃষ্টি শব্দে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বুঝিতে হইবে। যিনি এই জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তা; তিনিই ব্রহ্ম। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্ত্তৃত্বই তাঁহার তটস্থ লক্ষণ। লক্ষ্যের যে ধর্মটী লক্ষ্যের যাবৎ স্থিতিকাল লক্ষ্যে না থাকিয়া লক্ষ্যকে সকল অলক্ষ্য হইতে ভিন্ন করিয়া দেয়, তাহাকে তটস্থ লক্ষণ বলে। ব্রহ্ম নির্ধর্মক বলিয়া তাঁহাতে এই কর্ত্তৃত্ব ধর্মটী বস্তুতঃ নাই; কিন্তু অবিদ্যা দ্বারা তাঁহাতে কর্ত্তৃত্বটী কল্পিত হইয়াছে। উহা লক্ষ্য ব্রহ্মের যাবৎ স্থিতি কাল, তাবৎকাল লক্ষ্য ব্রহ্মে থাকে না, কিছু কাল (সংসার কালমাত্র) থাকে। উহা অলক্ষ্য কোন বস্তুতেও নাই; কারণ ব্রহ্ম ভিন্ন সকল বস্তুই অচেতন। অচেতন বস্তু কাহারও কর্ত্তা হয় না বলিয়া তাহাতে কর্ত্তৃত্ব থাকে না। সুতরাং এই কর্ত্তৃত্ব ব্রহ্ম ভিন্নের ধর্ম না হইয়া ব্রহ্মের কল্পিত ধর্ম হইয়া ব্রহ্মকে অন্য সকল বস্তু হইতে ভিন্ন করিতেছে বলিয়া উহা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ হইয়াছে।

ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ সূচনা করিতে বলিলেন—**সচ্চিদানন্দ**-বিগ্রহম্। বিগৃহ্যতে বিশেষেণ জ্ঞায়তেঽনেন অর্থাৎ যাহার দ্বারা বিশেষরূপে জানা যায়—এইরূপ অর্থে নিষ্পন্ন বিগ্রহ শব্দের অর্থ—লক্ষণ। তাহা স্বরূপও হইয়া থাকে। সচ্চিদানন্দঃ বিগ্রহো যস্য—এইরূপ বিগ্রহে বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শব্দে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বুঝায়। এই সৎ, চিৎ আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। যদিও ব্রহ্ম সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ[২] এবং যদিও এই সৎ, চিৎ ও আনন্দ এক, পরস্পর ভিন্ন নহে। সৎ চিদ্‌ভিন্ন বা আনন্দভিন্ন, চিৎ সদ্‌ভিন্ন বা আনন্দ ভিন্ন এবং আনন্দ চিদ্‌ভিন্ন বা সদ্‌ভিন্ন হইলে তাহারা

ঘট প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। চূর্ণ কার্য্যের নিবৃত্তি এবং পিণ্ডের উৎপত্তির অন্তরালে যে মৃত্তিকা, তাহাই মৃত্তিকা-সামান্য। ফলকথা, কার্য্যাবস্থারহিত যে গুণত্রয়, তাহাই গুণ-সামান্য। সাম্যাবস্থায় গুণত্রয়ের সদৃশ পরিণাম হয়, বিসদৃশ পরিণাম হয় না। তাই বাচস্পতি মিশ্র ১৬শ সাংখ্যকারিকার তত্ত্বকৌমুদীতে বলিয়াছেন—'প্রতিসর্গাবস্থায়াঞ্চ সত্ত্বং রজস্তমশ্চ সদৃশ-পরিণামানি ভবন্তি"।

১। একস্য ন ক্রমঃ কাপি বৈচিত্র্যঞ্চ সমস্য ন। কুসুমাঞ্জলি ৭ম কারিকা

২। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—তৈত্তিরীয় ব্রহ্মবল্লী—১। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম—বৃঃ ৩।৯।২৮

যদন্তেবাসি-পঞ্চাস্যৈর্নিরস্তা ভেদি-বারণাঃ।
তং প্রণৌমি নৃসিংহাখ্যং যতীন্দ্রং পরমং গুরুম্ ॥২॥
শ্রীমদ্-বেঙ্কটনাথাখ্যান্ বেলাঙ্গুড়ি-নিবাসিনঃ।
জগদ্-গুরূনহং বন্দে সর্ব-তন্ত্র-প্রবর্ত্তকান্ ॥৩॥
যেন চিন্তামণৌ টীকা দশটীকা-প্রভঞ্জিনী।

যাঁহার শিষ্যরূপ সিংহগণ কর্ত্তৃক দ্বৈতবাদি-রূপ হস্তিগণ নিরস্ত (পরাজিত) হইয়াছে, সেই যতিশ্রেষ্ঠ নৃসিংহ নামক পরম গুরুকে প্রণাম করি ॥২॥

বেলাঙ্গুড়ি গ্রামবাসী সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের প্রদর্শক শ্রীমান্ বেঙ্কটনাথ নামক জগদ্-গুরুকে অভিবাদন করি ॥৩॥

যাঁহার কর্ত্তৃক গঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের দশটি টীকার মত-খণ্ডিনী

বিবৃতি

প্রত্যেকেই জড় হইয়া যাইবে। যাহা সদ্‌ভিন্ন, চিদ্‌ভিন্ন বা আনন্দ ভিন্ন, তাহাই জড়। তথাপি সৎ, চিৎ ও আনন্দ অন্তঃকরণ বৃত্তিতে আরূঢ় হইলে পরস্পর ভিন্নরূপে ব্রহ্মের ধর্ম বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। যখন উহা ব্রহ্মের ধর্মরূপে প্রতীত হয়, তখন উহা ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ হইয়া থাকে ॥১॥

আচার্য্য (গুরু) ও প্রাচার্য্যের (গুরুর গুরুর) উপস্থিতিতে শিষ্য পরম গুরুকে ভক্তি প্রদর্শন করিয়া পরে গুরুকে ভক্তি প্রদর্শন করিবে। ইহা আপস্তম্ব বলিয়াছেন[১]। তদনুসারে গ্রন্থকার প্রথমে পরম গুরুকে ভক্তি প্রদর্শন করিতে বলিলেন—**যদন্তেবাসি-পঞ্চাস্যৈঃ** ইত্যাদি। গ্রন্থকে প্রকৃত সদ্‌গ্রন্থ বলিয়া না বুঝিলে কাহারও সেই গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি হয় না। গ্রন্থকে সদ্‌গ্রন্থ বলিয়া বুঝিতে হইলে সেই গ্রন্থকর্ত্তার স্বসম্প্রদায়ের সদ্ গুরুর নিকট অধ্যয়নের দ্বারা বিশুদ্ধ বিদ্যা প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে। তাহা না হইলে সদ্-গ্রন্থের রচনা কোনরূপেই সম্ভব নহে। তাই গ্রন্থকার স্বকৃত গ্রন্থের পাঠে পাঠকের প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য এই শ্লোকের দ্বারা নিজের স্বসম্প্রদায়ের সদ্‌গুরুর নিকট অধ্যয়ন, তদ্‌দ্বারা প্রাপ্তবিদ্যার বিশুদ্ধি ও গ্রন্থের নির্দোষত্ব সূচনা করিয়াছেন ॥২॥

যাহার দেবতার প্রতি পরা ভক্তি, দেবতার ন্যায় গুরুর প্রতিও পরা ভক্তি, তাহারই নিকট কথিত শাস্ত্রার্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন[২]। ইহা হইতে বুঝা যায়—গুরু ভক্তি বিদ্যালাভের অন্যতম উপায়। মহাভারত প্রভৃতিতে ইহার বহু উদাহরণ আছে। নীতি শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণও বলিয়া থাকেন—'গুরু শুশ্রূষয়া বিদ্যা'। তাই গ্রন্থকার গুরুভক্তি প্রদর্শন করিতে বলিলেন—**শ্রীমদ্-বেঙ্কটনাথাখ্যান্** ইত্যাদি ॥৩॥

১। আচার্য্য-প্রাচার্য্য-সন্নিপাতে প্রাচার্য্যায়োপসংগৃহ্যোপসংজিঘৃক্ষেদাচার্য্যম্—আ, ধর্ম,—৮।১৯

২। যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ শ্বেঃ ৬।২৩

তর্কচূড়ামণির্নাম কৃতা বিদ্বন্মনোরমা ॥৪॥
তেন বোধায় মন্দানাং বেদান্তার্থাবলম্বিনী।
ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রেণ পরিভাষা বিতন্যতে ॥৫॥

ইহ খলু ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাখ্যেষু চতুর্বিধ-পুরুষার্থেষু মোক্ষ এব পরম-

পণ্ডিতবর্গের মনোরঞ্জিনী তর্কচূড়ামণি নামক টীকা রচিত হইয়াছে, সেই ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র কর্তৃক অল্পমতি বালকগণের সুখে বোধের জন্য বেদান্তের অর্থ-বিষয়ক বেদান্তপরিভাষা [নামক] গ্রন্থ রচিত হইতেছে ॥৪।৫॥

এই জগতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নামক চারি প্রকার পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষই

বিবৃতি

গ্রন্থকার গ্রন্থরচনায় নিজের যোগ্যতা প্রকাশ করিতে বলিলেন—**যেন চিন্তামণৌ** ইত্যাদি। যিনি গঙ্গেশোপাধ্যায় বিরচিত দুরবগাহ তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের পূর্বতন দশটী টীকার মত খণ্ডন করিয়া তর্কচূড়ামণি নামক অভিনব টীকা রচনা করিয়াছেন, তিনি যে গ্রন্থ-রচনায় সুযোগ্য, তাঁহার গ্রন্থ যে নির্দোষ ও উপাদেয়, ইহা এই গ্রন্থের দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় ॥৪

গ্রন্থকার নিজ কীর্ত্তির রক্ষার জন্য নিজেকে গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া প্রকাশ করিতে ও গ্রন্থরচনার প্রয়োজন নির্দেশ করিতে বলিলেন—**তেন বোধায়** ইত্যাদি। যদিও স্মৃতিতে আত্মনামের কীর্ত্তন নিষিদ্ধ[১]; তথাপি আত্মকীর্ত্তির রক্ষার জন্য আত্মনামের কীর্ত্তন দোষাবহ নহে। এই লোকে যতদিন পর্য্যন্ত মানুষের কীর্ত্তি বিদ্যমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তি স্বর্গে বাস করেন—ইহা স্মৃতিতে[২] উক্ত হইয়াছে। যে স্থলে আত্মনাম কীর্ত্তন ব্যতীত আত্মকীর্ত্তি রক্ষার অন্য কোন উপায় নাই। কেবল সেই স্থলে আত্মনাম কীর্ত্তন করা যাইতে পারে ॥৫

ইহ খলু ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা অন্যতম পুরুষার্থ মোক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। পুরুষ যাহার দ্বারা প্রযত্নবান্ হইয়া কর্ম করে, তাহাই পুরুষার্থ। যদিও এই পুরুষার্থ দুই প্রকার—মুখ্য ও গৌণ। সুখ ও দুঃখাভাব—এই দুইটী মুখ্য পুরুষার্থ। যাহা সুখের বা দুঃখাভাবের হেতু, তাহা গৌণ পুরুষার্থ, তথাপি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে পূর্বোক্ত পুরুষার্থের লক্ষণ[৩] আছে বলিয়া তাহারাও পুরুষার্থ। তাই ইতিহাস[৪]

১। আত্মনাম গুরোর্নাম নাম চৈবেশ্বরস্য চ। কৃপণস্যাভিশপ্তস্য পঞ্চৈতানি ন কীর্ত্তয়েৎ ॥

২। রুণদ্ধি রোদসীং চাস্য যাবৎ কীর্ত্তিরনশ্বরী। তাবৎ কিলায়মধ্যাস্তে সুকৃতী বৈবুধং পদম্ ॥

৩। কিং পুনঃ প্রয়োজনমিতি। যেন প্রযুক্তঃ পুরুষঃ প্রবর্ত্ততে, তৎ প্রয়োজনমিতি লৌকিকোঽয়মর্থঃ। কেন প্রযুজ্যতে ? ধর্মার্থকামমোক্ষৈরিতি কেচিৎ। বয়ন্তু ক্রমঃ—সুখদুঃখাপ্তহানিভ্যাং—ন্যাঃ, বাঃ ১।১।২১

৪। ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ—বিষ্ণুপুরাণ ১।১৮।২১
ধর্মে চার্থে চ কামে চ মোক্ষে চ ভরতর্ষভ। যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ ॥ মঃ ভাঃ ১।৫৭।২৮

পুরুষার্থঃ; "ন চ পুনরাবর্ত্ততে" ইত্যাদি-শ্রুত্যা তস্য নিত্যত্বাবগমাৎ। ইতরেষাং ত্রয়াণাং তু প্রত্যক্ষেণ "তদ্ যথেহ কর্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে,

---

পরম পুরুষার্থ। [কি হেতু মোক্ষ পরম পুরুষার্থ ?] যেহেতু "ন চ পুনরাবর্ত্ততে" (অর্থাৎ শরীর গ্রহণের জন্য পুনরাবর্ত্তন করেন না) ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা তাহার অর্থাৎ সেই মোক্ষের নিত্যত্ব বোধ হইয়া থাকে। অন্য তিনটি পুরুষার্থের কিন্তু প্রত্যক্ষের দ্বারা ও "তদ্ যথেহ কর্ম-চিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" (অর্থাৎ তন্মধ্যে এই লোকে সেবাদি কর্মের দ্বারা অর্জিত লোক (ধন সম্পত্তি) যেরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পরলোকে অগ্নিহোত্রাদি পুণ্য কর্মের দ্বারা অর্জিত স্বর্গাদি লোক ক্ষয় প্রাপ্ত

বিবৃতি

পুরাণ প্রভৃতিতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ পুরুষার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং লোকেও ইহারা পুরুষার্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অন্যান্য পুরুষার্থ হইতে মোক্ষ-রূপ পুরুষার্থের উৎকর্ষ খ্যাপনের জন্যই গ্রন্থকার এখানে সুখ ও দুঃখাভাবকে পুরুষার্থরূপে গ্রহণ না করিয়া ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে পুরুষার্থ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন—**ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যেষু চতুর্বিধ-পুরুষার্থেষু।**

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষনামক চারি প্রকার পুরুষার্থের মধ্যে **ধর্ম** হইতেছে—বলবৎ অনিষ্টের অজনক অথচ ইষ্ট (অভীপ্সিত) ফলের জনক বেদ বিহিত যাগ, দান, হোম প্রভৃতি কর্ম্ম[১]। ইষ্টের উৎপত্তিতে যে দুঃখ বা অনিষ্ট অবর্জনীয়রূপে উৎপন্ন হয়, যে দুঃখ না হইলে ইষ্টই উৎপন্ন হয় না, তাহা অনিষ্ট হইলেও বলবৎ অনিষ্ট নহে। তাহা অপেক্ষা অধিক দুঃখই বলবৎ অনিষ্ট। **অর্থ**—লোক প্রসিদ্ধ ধন-সম্পত্তি। এই দুইটী সুখের হেতু বলিয়া গৌণ পুরুষার্থ। **কাম**—বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবশতঃ উৎপন্ন সুখবিশেষ[২]। **মোক্ষ**—অবিদ্যা-নিবৃত্তি-স্বরূপ আনন্দময় ব্রহ্ম[৩]। এই দুইটি সুখ-স্বরূপ বলিয়া মুখ্য পুরুষার্থ। তন্মধ্যে ব্রহ্ম-রূপ মোক্ষ পরম পুরুষার্থ। অন্য কোন পুরুষার্থ পরম পুরুষার্থ নহে।

মোক্ষ কেন পরম পুরুষার্থ? ইহার উত্তরে—**ন চ পুনরাবর্ত্ততে** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা তাহার দুইটী হেতু বলিতেছেন। "ন চ পুনরাবর্ত্তত" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা মোক্ষের নিত্যত্ব বোধ হয়। নিত্য বলিয়াই মোক্ষ পরম পুরুষার্থ। মোক্ষের ন্যায় অন্যান্য পুরুষার্থ যদি নিত্য হয়, তবে মোক্ষ শ্রেষ্ঠ হইবে কেন? তাই অন্যান্য তিনটি

১। ফলতোঽপিচ যৎ কর্ম নানর্থেনানুবধ্যতে। কেবল-প্রীতিহেতুত্বাৎ তদ্ধর্ম ইতি কথ্যতে॥ শ্লোঃ ২।২৬৮

২। ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ পঞ্চানাং মনসো হৃদয়স্য চ। বিষয়ে বর্ত্তমানানাং যা প্রীতিরুপজায়তে॥
স কাম ইতি মে বুদ্ধিঃ কর্মণাং ফলমুত্তমম্॥—মহাভারত

৩। অবিদ্যাস্তময়ো মোক্ষো নিত্যানন্দ-প্রতীতিতঃ। নিঃশেষ-দুঃখোচ্ছেদাচ্চ পুরুষার্থঃ পরো মতঃ॥ প্রঃ ২১ পৃঃ

বিবৃতি

পুরুষার্থের অনিত্যত্ব দেখাইতে বলিলেন—**ইতরেষাং ত্রয়াণাস্তু**। অন্য তিনটি পুরুষার্থ কিন্তু অনিত্য। প্রত্যক্ষের দ্বারা কর্ম-স্বরূপের অনিত্যত্ব বোধ হইলেও শ্রেয়ঃসাধনত্ব-বিশিষ্ট-রূপে যাগাদি কর্ম অতীন্দ্রিয় বলিয়া তদ্দ্বারা তাহার অনিত্যত্ব নিশ্চয় হয় না। কিন্তু "তদ্ যথেহ" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ধর্মের অনিত্যত্ব নিশ্চয় হয়। যাহার উৎপত্তি আছে, সেই বিনাশী, এই যুক্তি দ্বারাও ধর্মের অনিত্যত্ব বোধ হয়। অর্থ ও কামের অনিত্যত্ব প্রত্যক্ষ দ্বারা বোধ হয়। যদিও এই শ্রুতি ধর্ম-ফলের নাশ প্রতিপাদন করে, ধর্মের নাশ প্রতিপাদন করে না, তথাপি ধর্মের নাশ ব্যতীত ধর্ম-ফলের নাশ সম্ভব নহে বলিয়া ধর্মের নাশও অর্থাৎ প্রতিপাদন করে। বস্তুতঃ—এই শ্রুতি সাক্ষাৎ ধর্মের নাশ প্রতিপাদন না

টিপ্পনী

ধর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে আচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ আছে। সাংখ্য মতে যাগাদির অনুষ্ঠান জন্য অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষই ধর্ম। প্রভাকর মতে যাগাদি জন্য অপূর্বই ধর্ম। বৌদ্ধ মতে চিত্তের ভাবনাবিশেষই ধর্ম। জৈন মতে দেহের আরম্ভক সূক্ষ্ম পুদ্‌গলগুলিই ধর্ম। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে যাগাদি জন্য আত্মার অদৃষ্ট নামক বিশেষ গুণই ধর্ম। ভট্ট কুমারিল শ্লোকবার্ত্তিকে এই সকল মতের খণ্ডন করিয়া শবর স্বামীর মতানুসারে বেদ-বিহিত যাগ, দান, হোম প্রভৃতি কর্মকেই ধর্ম বলিয়াছেন। শ্লোকবার্ত্তিক ও তাহার টীকা কাশিকা প্রভৃতি দেখিলে এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যাইবে। ঐ কর্মগুলি স্বরূপতঃ ধর্ম নহে, শ্রেয়ঃ সাধনরূপেই ধর্ম। কর্ম স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষ হইলেও উহার ধর্ম.শ্রেয়ঃ-সাধনত্ব প্রত্যক্ষ নহে। তাই কর্ম বা ধর্ম শ্রেয়ঃ সাধনরূপে অলৌকিক অতীন্দ্রিয়। ভট্ট কুমারিল শ্লোকবার্ত্তিকে ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন—"শ্রেয়ঃসাধনতা হ্যেষাং নিত্যং বেদাৎ প্রতীয়তে। তাদ্রূপ্যেণ চ ধর্মত্বং তস্মান্নেন্দ্রিয়-গোচরঃ"।

"ন চ পুনরাবর্ত্ততে" এই শ্রুতি অন্য শ্রুতির সহিত এক-বাক্যতাবশতঃ ব্রহ্মলোক-গত জীব সমূহের এই কল্পে অনাবৃত্তি প্রতিপাদন করিলেও সর্বথা অনাবৃত্তি প্রতিপাদন করে না। তাহা যদি করিত, তবে শ্রুতিতে পুনঃ পদের গ্রহণ নিরর্থক হইত। ভগবান্ শঙ্করা-চার্য্যও ইহা বলেন নাই। প্রত্যুত তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে ব্রহ্মলোকগত জীবের একান্ততঃ অনাবৃত্তি নিষেধ করিতে বলিয়াছেন—যদ্যেকান্তেনৈব নাবর্ত্তেরন্ ইমং মানবমিহেতি বিশেষণমনর্থকং স্যাৎ অর্থাৎ যদি একান্ততঃই আবর্ত্তন না করিত, তবে 'ইমং মানবং' এবং 'ইহ' এই বিশেষণ নিরর্থক হইত। পঞ্চপাদিকায় ভগবান্ পদ্মপাদাচার্য্য শঙ্কর মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং এই শ্রুতি ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসা প্রতিপাদন করে, মোক্ষের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করে না। "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" "বিদ্যয়াঽমৃত-মশ্নুতে" "ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি" প্রভৃতি শ্রুতি দ্বারা মোক্ষের নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হয়।

এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" ইত্যাদি-শ্রুত্যা চানিত্যত্বাবগমাচ্চ। স চ ব্রহ্মজ্ঞানাদিতি ব্রহ্ম তজ্-জ্ঞানং তৎ-প্রমাণঞ্চ স প্রপঞ্চং নিরূপ্যতে।

তত্র প্রমাকরণং প্রমাণম্। তত্র স্মৃতি-ব্যাবৃত্তং প্রমাত্বমনধিগতাবাধিতার্থ-

---

হয়) ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা অনিত্যত্ব বোধ হইয়া থাকে। সেই মোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হইতে হয়। এই হেতু ব্রহ্ম, ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ব্রহ্ম-প্রমাণ সবিস্তরে নিরূপিত হইতেছে।

তন্মধ্যে অর্থাৎ নিরূপণীয় ব্রহ্মাদি তিনটির মধ্যে প্রমার করণ হইতেছে প্রমাণ। সেই প্রমাণ পদার্থের অন্তর্গত স্মৃতি-ব্যাবৃত্ত (স্মৃতিতে অবৃত্তি বা অবিদ্যমান) প্রমাত্ব

বিবৃতি

করিলেও "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" এই শ্রুতি দ্বারা সাক্ষাদ্ভাবেই ধর্মের অনিত্যত্ব নিশ্চয় হয়। অনিত্য বলিয়াই এই তিনটী পরম পুরুষার্থ নহে।

সেই পরম পুরুষার্থ মোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান হইতে হয়। এই জন্য ব্রহ্ম, তাহার জ্ঞান ও তাহার প্রমাণ বিস্তৃত ভাবে নিরূপিত হইতেছে। এই গ্রন্থে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ব্রহ্ম-প্রমাণ, এই তিনটী নিরূপণীয়। তন্মধ্যে প্রমাণের দ্বারা প্রমেয়ের নিশ্চয় হয় বলিয়া প্রথমে প্রমাণ নিরূপণ করিতে বলিলেন—**তত্র প্রমাকরণং**। প্রমাত্ব যাহাতে থাকে, তাহাই প্রমা। সেই প্রমার করণই প্রমাণ। সুতরাং প্রমাণ বুঝিতে হইলে প্রথমে প্রমা কি, তাহা বুঝিতে হইবে। প্রমা বুঝিতে হইলে প্রমাত্ব কি, বুঝিতে হইবে।

যদিও খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্যের বিদ্যাসাগরী টীকা দেখিলে বুঝা যায়, কোন কোন তার্কিক প্রমাত্বকে জাতি বলিয়া স্বীকার করিতেন।[১] তাই চিৎসুখ মুনি প্রমাত্বকে জাতিবিশেষ বলিয়া সমর্থন করিতে অনেক বিচার করিয়াছেন (চিৎসুখী ২২৬-২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তথাপি বহু বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িকগণ প্রমাত্বকে জাতি বলিয়া স্বীকার করেন নাই।[২] জাতি ব্যক্তির সর্বাংশেই থাকে। এই প্রমাত্ব ভ্রমজ্ঞানের অংশবিশেষে (বিশেষ্যাংশে) থাকে, অংশবিশেষে (বিশেষণাংশে) থাকে না।[৩] সুতরাং আংশিক বলিয়া প্রমাত্বকে জাতি বলা যায় না। তবে প্রমাত্ব কি? ইহা বলিতে হইবে।

ন্যায় বা বেদান্তের মতে স্মৃতিতে প্রমাত্ব থাকে না; তাই স্মৃতি প্রমা নহে। তাঁহা-দের মতে ঐ প্রমাত্বটী স্মৃতিব্যাবৃত্ত অর্থাৎ স্মৃতিতে অবৃত্তি বা অবিদ্যমান প্রমাত্ব। কিন্তু মাধ্ব, বৈশেষিক, জৈন প্রভৃতির মতে স্মৃতিতেও প্রমাত্ব থাকে। তাই তাঁহাদের মতে

১। প্রমাত্বং জাতিরিতি তার্কিক সময়ো নিরস্তঃ (চৌ, সং, খ, খ, ৪৪৮ পৃঃ)

২। নাপি প্রমাত্বং নাম সামান্যবিশেষঃ সমস্তি, জ্ঞানগতস্য সামান্যবিশেষস্য মনোমাত্র-গ্রাহ্যত্বাৎ।...... বিপর্য্যয়জ্ঞানং ধর্মিণ্যপি ন প্রমা স্যাৎ—এ, তাৎ—১৫৮ পৃঃ

৩। অথ কিং তৎ প্রামাণ্যম্? ন তাবজ্জাতিঃ, যোগ্যব্যক্তি-বৃত্তিত্বেন প্রমাত্ব-সংশয়ানুপপত্তেঃ, প্রমাত্ব-স্যানুমেয়ত্বাচ্চ—মি, তত্ত্ব—২৫৬ পৃঃ

কিঞ্চৈবমপ্রমায়া অংশে প্রমাত্বং ন স্যাদ্, জাতের্ব্যাপ্যবৃত্তিতা-নিয়মাৎ—মিঃ তত্ত্ব—২৫৬ পৃঃ

বিবৃতি

ঐ প্রমাত্বটী স্মৃতি সাধারণ প্রমাত্ব। গ্রন্থকার প্রথমে স্মৃতি-ব্যাবৃত্ত প্রমাত্বের স্বরূপ বা প্রমার লক্ষণ নির্দেশ করিতে বলিলেন—**তত্র স্মৃতিব্যাবৃত্তম্।**

যাহার লক্ষণ, সেইটী সেই লক্ষণের লক্ষ্য। অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব-রূপ তিনটি দোষ রহিত লক্ষ্যের অসাধারণ ধর্মই সেই লক্ষ্যের লক্ষণ। প্রমার সেই লক্ষণ হইতেছে—অনধিগত-অবাধিত-অর্থবিষয়ক-জ্ঞানত্ব। অনধিগত (অজ্ঞাত) ও অবাধিত যে অর্থ (বস্তু-ভূত ঘটাদি-বিষয়), সেই অর্থ-বিষয়ক যে জ্ঞান (নিশ্চয়), তাহাই অনধিগত-অবাধিত-অর্থ-বিষয়ক-জ্ঞান। সেই অনধিগত-অবাধিত-অর্থবিষয়ক জ্ঞানে জ্ঞানত্ব, অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব, অবাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব, অনধিগত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব, অনধিগত অবাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব প্রভৃতি ধর্ম সমূহ আছে। তন্মধ্যে কেবল অনধিগত অবাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব ধর্মটী দোষত্রয়-রহিত অসাধারণ ধর্ম বলিয়া উহাই প্রমার লক্ষণ। ঐ লক্ষণ যাহাতে থাকে, তাহাই প্রমা। জ্ঞানমাত্রে জ্ঞানত্ব আছে, কিন্তু অনধিগত অবাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব নাই; কারণ জ্ঞানমাত্রই অনধিগত অবাধিত অর্থ-বিষয়ক নহে। অনধিগত-বিষয়ক জ্ঞানে অনধিগত-বিষয়ক জ্ঞানত্ব আছে; কিন্তু অনধিগত অবাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব নাই। অবাধিত-বিষয়ক জ্ঞানে অবাবিত-বিষয়ক জ্ঞানত্ব আছে, কিন্তু অনধিগত অবাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব নাই। অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানে অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব আছে, অনধিগত অবাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব নাই। উহা একমাত্র অনধিগত অবাধিত অর্থ (যথাভূত বস্তু) বিষয়ক জ্ঞানে থাকে। তাই ঐ বিশেষ জ্ঞানটী প্রমা। অন্য কোন জ্ঞান অর্থাৎ অধিগত-বিষয়ের জ্ঞান বা বাধিত বিষয়ের জ্ঞান বা অনধিগত বাধিত বিষয়ের জ্ঞান বা অধিগত অবাধিত বিষয়ের জ্ঞান, অবস্তুভূত (অলীক বন্ধ্যাপুত্রাদি) বিষয়ের জ্ঞান প্রমা নহে; কারণ ঐ সকল জ্ঞানের কোন একটিতেও অনধিগত অবাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব নাই।

প্রমার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। লক্ষণ যদি লক্ষ্য ব্যক্তি সমূহের এক বা একাধিক ব্যক্তিতে না থাকে, তবে লক্ষণের অব্যাপ্তি, অলক্ষ্যে থাকিলে অতিব্যাপ্তি এবং কোন লক্ষ্য ব্যক্তিতে না থাকিলে অসম্ভব দোষ হয়। প্রমার এই লক্ষণে ঐরূপ কোন দোষ আছে কিনা এবং লক্ষণ বাক্যের ঘটক পদগুলি সার্থক[১] কিনা, ইহা বুঝা আবশ্যক।

জ্ঞানত্বমাত্র প্রমার লক্ষণ হইলে যোগশাস্ত্র সম্মত ভ্রম ও প্রমার বহির্ভূত বিকল্প-জ্ঞানে[২] জ্ঞানত্ব থাকায় অতিব্যাপ্তি হইত। এজন্য জ্ঞানত্বমাত্র প্রমার লক্ষণ নহে।

১। লক্ষণের ফল—লক্ষ্যে অলক্ষ্য ভেদের অনুমিতি। লক্ষণকে হেতু করিয়া লক্ষ্যে অলক্ষ্য ভেদের অনুমিতি হইয়া থাকে। যদি ঐ লক্ষণরূপ হেতুর কোন বিশেষণ ব্যভিচারের নিবর্তক না হয়, তবে ঐ বিশেষণটী ব্যর্থ বিশেষণ। হেতু ব্যর্থ বিশেষণ ঘটিত হইলে হেতুটী প্রকৃত হেতু হয় না। উহা ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস হয়। তাই হেতুর বিশেষণের সার্থকতা দেখাইতে হয়।

২। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনে প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি—এই পাঁচটিকে বৃত্তি (জ্ঞান) বলিয়াছেন। তন্মধ্যে শব্দজ্ঞানের মহিমায় অবস্তুভূত বিষয়ের অবভাসরূপ যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই বিকল্প

বিষয়ক-জ্ঞানত্বম্ । স্মৃতি-সাধারণং ত্ববাধিতার্থ-বিষয়ক-জ্ঞানত্বম্ ।

হইতেছে অনধিগত-অবাধিত-অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব। স্মৃতি সাধারণ প্রমাত্ব কিন্তু অবাধিত-

বিবৃতি

অর্থবিষয়ক জ্ঞানত্বকে প্রমার লক্ষণ বলিলে যদিও বিকল্প জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ উহা অলীকের জ্ঞান হইলেও বস্তুভূত বিষয়ের জ্ঞান না হওয়ায় উহাতে অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব নাই। তথাপি ভ্রমজ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হইত; কারণ ভ্রম জ্ঞানটী বস্তুভূত বিষয়ের জ্ঞান বলিয়া উহাতে অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব আছে। এজন্য অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্বও প্রমার লক্ষণ নহে। অবাধিত অর্থবিষয়ক জ্ঞানত্বকে প্রমার লক্ষণ বলিলে যদিও ভ্রম জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ উহা অর্থ-বিষয়ক জ্ঞান হইলেও বাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞান হওয়ায় উহাতে অবাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব নাই। তথাপি যথার্থ স্মৃতিতে[২] অতিব্যাপ্তি হইত। কারণ যথার্থ স্মৃতি অবাধিত অর্থ-বিষয়ের জ্ঞান হওয়ায় উহাতে অবাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব আছে। এজন্য অবাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্বকে প্রমার লক্ষণ না বলিয়া অনধিগত অবাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্বকেই প্রমার লক্ষণ বলিয়াছেন। যথার্থ স্মৃতিতে অবাধিত অর্থবিষয়ক জ্ঞানত্ব থাকিলেও অনধিগত অবাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব নাই। কারণ স্মৃতি অবাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞান হইলেও অনধিগত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞান নহে; স্মৃতির জনক অনুভবের দ্বারা স্মৃতির বিষয়ীভূত অর্থ পূর্বেই অধিগত হইয়াছে। এজন্য স্মৃতিতে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না। সুতরাং অনধিগত অবাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব ধর্মটী অতিব্যাপ্তি, অব্যাপ্তি ও অসম্ভব দোষ রহিত হইয়া লক্ষ্য প্রমা জ্ঞানের অসাধারণ ধর্ম হওয়ায় উহা প্রমার লক্ষণ হইল। যাঁহাদের মতে স্মৃতিটি প্রমা ও উহাতে প্রমাত্ব থাকে, তাঁহাদের মতে অনধিগত অবাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব ধর্মটী প্রমা স্মৃতিতে না থাকায় অব্যাপ্তি হয়। সুতরাং তাঁহাদের মতে অনধিগত অবাধিত অর্থবিষয়ক জ্ঞানত্বটী প্রমার লক্ষণ হইতে পারে না। তাই স্মৃতি সাধারণ

জ্ঞান। যেমন—রাহুর মস্তক। রাহুর মস্তক—এই বাক্য হইতে রাহু ও মস্তকের যে ভেদ প্রকাশ হয়, ঐ ভেদ বস্তুতঃ নাই। কারণ কেবল মস্তকটীই রাহু। অথচ ঐ রূপ ভেদ ব্যবহার সকলের মধ্যে দেখা যায়। ব্যবহার জ্ঞান ব্যতীত হইতে পারে না বলিয়াই উহাকে একটী জ্ঞান বলা হইয়াছে। ঐ বিকল্প জ্ঞানে যাহা ভাসমান হয়, তাহা কোন বস্তু নহে—অলীক। এই জন্য উহা প্রমা নহে। বিষয়ের বাধবোধ কালেই শব্দের মহিমায় ঐরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে বলিয়া ভ্রমও নহে। ঐরূপ ব্যবহারে কাহারও বিসংবাদও নাই। তাই উহা ভ্রম ও প্রমা-বহির্ভূত তৃতীয় প্রকার জ্ঞান। উহাতে জ্ঞানত্ব থাকায় অতিব্যাপ্তি হয়, এইজন্য অর্থবিষয়ক এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে।

২। যোগসূত্রের ভাষ্যে দুই প্রকার স্মৃতির উল্লেখ আছে। একটি ভাবিত-বিষয়ক ও অপরটি অভাবিত-বিষয়ক। মহামতি বাচস্পতি অভাবিত পদের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—অভাবিতঃ অকল্পিতঃ পারমার্থিক ইতি যাবৎ। এই পারমার্থিক বিষয়ের স্মৃতি প্রমা না হইলেও উহার বিষয় অবাধিত। এই অবাধিত বিষয়ের স্মৃতিই লোকে যথার্থ স্মৃতিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যোগদর্শন ১।১১

নীরূপস্যাপি কালস্যেন্দ্রিয়-বেদ্যত্বাভ্যুপগমেন ধারাবাহিক-বুদ্ধেরপি পূর্ব-পূর্ব-জ্ঞানাবিষয়-তত্তৎ-ক্ষণবিশেষ-বিশিষ্ট-বিষয়কত্বেন ন তত্রাব্যাপ্তিঃ।

অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব। নীরূপ কালেরও ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান-বিষয়ত্ব অঙ্গীকৃত হওয়ায় ধারা-বাহিক বুদ্ধিরও পূর্ব-পূর্ব জ্ঞানের অবিষয় তৎ তৎ ক্ষণ-বিশেষ বিশিষ্ট বিষয়-বিষয়কত্ব হেতু তাহাতে অর্থাৎ ধারাবাহিক দ্বিতীয়াদি বুদ্ধিতে [এই প্রমা-লক্ষণের] অব্যাপ্তি হয় না।

বিবৃতি

প্রমাত্বের স্বরূপ নির্দেশ করিতে বলিলেন—**স্মৃতিসাধারণন্তু**। ঐ লক্ষণের ঘটক বিশেষণ পদের প্রয়োজন পূর্ব্বোক্ত রূপ বুঝিতে হইবে।

প্রমার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। **নীরূপস্যাপি** ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা ধারাবাহিক দ্বিতী-য়াদি জ্ঞানে ঐ প্রমা লক্ষণের অব্যাপ্তির আশঙ্কা ও তাহার সমাধান প্রদর্শিত হইতেছে। এখন ধারাবাহিক জ্ঞানটী কি? কিরূপে উহাতে অব্যাপ্তি হয়, তাহা বুঝিতে হইবে।

অবিচ্ছেদে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে একই বিষয়েব যে জ্ঞানগুলি জন্মে, ঐ জ্ঞানপ্রবাহকে ধারাবাহিক জ্ঞান বলে। নৈয়ায়িক মতে ঐ ধারাবাহিক জ্ঞানের প্রতিটী জ্ঞান প্রমা। কিন্তু উহার দ্বিতীয়াদি জ্ঞানে প্রমার লক্ষণটী নাই; কারণ দ্বিতীয়াদি জ্ঞানের বিষয়টী প্রথম জ্ঞানেব দ্বারা অধিগত। সুতরাং দ্বিতীয়াদি জ্ঞানে অধিগত অবাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব থাকিলেও অনধিগত অবাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব না থাকায় উহাতে অব্যাপ্তি হয়। ইহাতে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, দ্বিতীয়াদি জ্ঞানের বিষয় কেবল ঘটাদি অধিগত হইলেও দ্বিতীয়ক্ষণ বিশিষ্ট বা তৃতীয়ক্ষণ বিশিষ্ট ঘটাদি বিষয় অধিগত নহে। প্রথম জ্ঞানকালে প্রথম ক্ষণ বিশিষ্ট ঘটাদি বিষয় আছে, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষণ না থাকায় দ্বিতীয় ক্ষণ বিশিষ্ট ঘটাদি বিষয় হয় নাই। এজন্য উহা প্রথম জ্ঞানের দ্বারা অধিগত হয় নাই, সুতরাং দ্বিতীয়ক্ষণ-বিশিষ্ট ঘটাদি বিষয়ক দ্বিতীয় জ্ঞানটি অনধিগত অবাধিত বিষয়ের জ্ঞান। উহাতে অনধিগত অবাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব থাকায় অব্যাপ্তি নাই।

দ্রব্যের প্রত্যক্ষে উদ্ভূত রূপ,[১] মহত্ত্ব প্রভৃতি কারণ। কাল-রূপ দ্রব্যে উদ্ভূত রূপ না থাকায় কালের প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং ঘটাদি বিষয়ের বিশেষণ ক্ষণ প্রভৃতি কাল দ্বিতীয়াদি জ্ঞানের বিষয় নহে, ঘটাদি বস্তুমাত্রই বিষয়। উহা প্রথম জ্ঞানের দ্বারা অধিগত। অতএব ধারাবাহিক দ্বিতীয়াদি জ্ঞান অধিগত বিষয়ের জ্ঞান। উহাতে অনধি-গত অবাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব ধর্মটী না থাকায় প্রমা-লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। নৈয়া-

---

১। বৈশেষিক দর্শনের রূপ-প্রত্যক্ষ ৪।১।৯ সূত্রের উপস্কারে শঙ্কর মিশ্র উদ্ভূতত্বকে ব্যাপ্য জাতি বলিলেও চিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায় উদ্ভূতত্বকে জাতি বলেন নাই। তিনি চিন্তামণির প্রত্যক্ষ কারণতা-বাদে নীলত্বাদির ব্যাপ্য অনুদ্ভূতত্বকে নানা বলিয়া সেই অনুদ্ভূতত্বের অভাব সমুদায়কে উদ্ভূতত্ব বলিয়াছেন। বিশ্বনাথ ন্যায়-পঞ্চানন মুক্তাবলীর ইন্দ্রিয় লক্ষণে এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। ফল কথা, প্রত্যক্ষ যোগ্য রূপের নাম উদ্ভূত রূপ। যে রূপ প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা উদ্ভূত নহে।

কিঞ্চ সিদ্ধান্তে ধারাবাহিক-বুদ্ধিস্থলে ন জ্ঞানভেদঃ ; কিন্তু যাবদ্ ঘট-স্ফুরণম্, তাবদ্ ঘটাকারান্তঃকরণ-বৃত্তিরেকৈব, ন তু নানা, বৃত্তেঃ স্ববিরোধি-

আরও কথা, অদ্বৈত সিদ্ধান্তে ধারাবাহিক বুদ্ধিস্থলে জ্ঞানের ভেদ নাই। পরন্তু যাবৎকাল পর্য্যন্ত ঘটের স্ফুরণ (প্রকাশ), তাবৎকাল পর্য্যন্ত ঘটাকার অন্তঃকরণবৃত্তি একই, নানা নহে ; [কেন নানা নহে ?] যেহেতু স্ববিরোধী বৃত্তির অর্থাৎ পূর্ববৃত্তির

বিবৃতি

য়িকের এইরূপ আশঙ্কার সমাধান করিতে বলিলেন—**নীরূপস্যাপি কালস্য** ইত্যাদি।

এই ক্ষণে ঘট দেখিতেছি, এই ক্ষণে শব্দ শুনিতেছি, এই ক্ষণে স্পর্শ করিতেছি, এই জাতীয় প্রত্যক্ষ সকল সকলেরই হইয়া থাকে এবং এই সকল প্রত্যক্ষে ক্ষণ-রূপ কালও বিষয় হইয়া প্রত্যক্ষ হয়। যদি কালের (ক্ষণরূপ সময়ের) প্রত্যক্ষ না হইত, তবে ইদানীং ঘটং পশ্যামি (এতৎকালবৃত্তি ঘটবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞানবান্ অহং) এইরূপ অনুব্যবসায়ে কাল ঘটের বিশেষণরূপে বিষয় হইত না এবং বিষয়টী বর্ত্তমান কিনা—এইরূপ সন্দেহও হইত। কিন্তু ঐরূপ সন্দেহ কাহারও হয় না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে—কাল সমস্ত প্রত্যক্ষের বিষয়—সর্বেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দ্রব্য। দ্রব্য বিশেষের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বা ত্বাচ্ প্রত্যক্ষে রূপ হেতু হইলেও সর্বেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দ্রব্যের প্রত্যক্ষে রূপ হেতু নহে। তাই বেদান্তী[১] ও মীমাংসকগণ[২] নীরূপ কালেরও প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। নৈয়ায়িক বর্দ্ধমানোপাধ্যায়ও সময় বিশেষের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। সুতরাং ধারাবাহিক জ্ঞানের মধ্যে প্রথম জ্ঞানের বিষয়—প্রথম ক্ষণ বিশিষ্ট ঘটাদি। দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয়—দ্বিতীয় ক্ষণ বিশিষ্ট ঘটাদি। কেবল ঘট কোন প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। সমস্ত প্রত্যক্ষেই ক্ষণ ঘটাদি বিষয়ের বিশেষণ-রূপে বিষয় হইয়া থাকে। যদিও দ্বিতীয়াদি জ্ঞানের বিষয় ঘটাদি প্রথম জ্ঞানের দ্বারা অধিগত, তথাপি দ্বিতীয়ক্ষণ-বিশিষ্ট ঘটাদি অধিগত নহে। প্রথম জ্ঞান কালে ঘটাদি বিষয়ের বিশেষণ দ্বিতীয় ক্ষণ বা তৃতীয়াদি ক্ষণ না থাকায় প্রথম জ্ঞানের বিষয় হয় না। এইরূপ দ্বিতীয় জ্ঞানকালে তৃতীয়াদি ক্ষণ না থাকায় তৃতীয় ক্ষণ দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয় হয় না। সুতরাং দ্বিতীয়াদি ক্ষণ পূর্ব পূর্ব জ্ঞানের অবিষয় ও অনধিগত। দ্বিতীয় বা তৃতীয় ক্ষণ অনধিগত বলিয়া সেই অনধিগত ক্ষণ-বিশিষ্ট ঘটাদি বিষয়ও অনধিগত হয়। বিশেষ্য অধিগত হইলেও বিশেষণ যদি অনধিগত হয়, তবে সেই বিশেষণ বিশিষ্ট বিশেষ্যও অনধিগত হইয়া থাকে। সুতরাং ধারাবাহিক দ্বিতীয়, তৃতীয়াদি জ্ঞান

(১) প্রতিনিয়তেন্দ্রিয়-গ্রাহ্যেষ্বেব রূপাদ্যপেক্ষা-নিয়মাৎ, সর্বেন্দ্রিয়-গ্রাহ্যং তু সদ্রূপং ব্রহ্ম, নাতো রূপাদি-হীনত্বেঽপি চাক্ষুষত্বাদ্যনুপপত্তিঃ—নি, অদ্বৈত-৩১৮ পৃঃ। নচ ক্ষণস্যাতীন্দ্রিয়ত্বং, স্থূলোপাধিরপি তব মতেঽতীন্দ্রিয় এব। তথাচ সোঽপি কথং ভাসত ইতি পশ্য—নিঃ, অ, রত্ন ৩[illegible] পৃঃ

(২) কিমত্র ঘটোঽবস্থিত ইতি পৃষ্টঃ কথয়তি—অস্মিন্ ক্ষণে ময়োপলব্ধ ইতি। তথা প্রাতরারভ্যৈতাবৎ কালং ময়োপলব্ধ ইতি। কালভেদে ত্বগৃহীতে কথমেবং বদেৎ। তস্মাদস্তি কালভেদ-পরামর্শঃ—নিঃ, শা, ৪৬ পৃঃ

বৃত্ত্যুৎপত্তি-পর্য্যন্তং স্থায়িত্বাভ্যুপগমাৎ। তথা চ তত্র তৎপ্রতিফলিত-চৈতন্য-রূপং ঘটাদি-জ্ঞানমপি তত্র তাবৎ-কালীনমেকমেবেতি নাব্যাপ্তি-শঙ্কাপি।

বিরোধী অন্যাকার বৃত্তির [ও সুষুপ্তির] উৎপত্তি পর্য্যন্ত [পূর্ব] বৃত্তির স্থায়িত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা হইলে অর্থাৎ ঘটের স্ফুরণ পর্য্যন্ত ঘটাকার বৃত্তি এক হইলে সেস্থলে সেই

বিবৃতি

অনধিগত অবাধিত তৎ তৎ ক্ষণ-বিশিষ্ট ঘটাদি অর্থ-বিষয়ক জ্ঞান হওয়ায় উহাতে পূর্বোক্ত প্রমার লক্ষণটী থাকে বলিয়া প্রমা লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না।

ধারাবাহিক জ্ঞান স্বীকার করিয়া নৈয়ায়িকের আপত্তি খণ্ডিত হইল। সিদ্ধান্তী নিজ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতে বলিলেন—**কিঞ্চ ধারাবাহিক-বুদ্ধি-স্থলে ন জ্ঞানভেদঃ।** প্রকৃতপক্ষে অদ্বৈত সিদ্ধান্তে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি বা জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশে কারণ, প্রয়োজন ও অনুভব না থাকায় প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি বা জ্ঞানের উৎপত্তি বা নাশ হয় না। এইজন্য ধারাবাহিক জ্ঞান স্থলে জ্ঞানের ভেদ নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিরোধী বৃত্তির উদয় না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ বৃত্তি দণ্ডায়মান থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ বৃত্তি থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ বৃত্তি দ্বারা অভিব্যক্ত বিষয়-চৈতন্যরূপ বিষয়-জ্ঞানও ভিন্ন হয় না। সেই জ্ঞান এক ও অনধিগত অবাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞান বলিয়া উহাতে অব্যাপ্তির আশঙ্কাই নাই।

টিপ্পনী

এস্থলে স্ববিরোধী শব্দের অর্থ অন্যাকার বৃত্তি, ইহা গ্রন্থকারের অভিপ্রেত বলিয়া বুঝা যায়। এইমাত্র অর্থ হইলে সুষুপ্তির পূর্বক্ষণে উৎপন্ন বৃত্তির এবং অখণ্ডাকার বৃত্তির বিনাশ হইবে না। সুতরাং স্ববিরোধী শব্দে অন্যাকার বৃত্তি ও সুষুপ্তি বুঝিতে হইবে। অখণ্ডাকার বৃত্তি বিষের ন্যায় নিজের ও পরের নাশক-রূপে উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহার নাশেরও অনুপত্তি নাই। বস্তুতঃ কারণ নাশকে বৃত্তির নাশক কল্পনা করিলে অননুগত বহু নাশক কল্পনা করিতে হয় না।

ধারাবাহিক জ্ঞানগুলির ভেদ ও কালের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিয়াই নৈয়ায়িকের পূর্বোক্ত আশঙ্কার উত্তর প্রদত্ত হইল। বস্তুতঃ কালের প্রত্যক্ষ ও বিশেষণ ভেদে বিশিষ্টের ভেদ স্বীকার না করিলেও ধারাবাহিক দ্বিতীয়াদি জ্ঞানে প্রমা লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। কারণ দ্বিতীয়াদি জ্ঞান জ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপক বলিয়া অনুবাদমাত্র। অনুবাদে প্রমাত্বের প্রয়োজক অজ্ঞাত জ্ঞাপকত্ব নাই বলিয়া অনুবাদ প্রমাই নহে। ইহা স্বীকার না করিলে বৈদিক অনুবাদ বাক্যেরও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়। ইহা কিন্তু কেহ স্বীকার করেন না। তাই আচার্য্য মধুসূদন অদ্বৈতরত্নরক্ষণে (৩২ পৃঃ) বলিয়াছেন—"নচ ধারাবাহিকবুদ্ধ্যব্যাপ্তির্জ্ঞাত-জ্ঞাপকত্বাদিতি বাচ্যম্; অনুবাদকত্ব-লক্ষণস্যাপ্রামাণ্যস্যেষ্টত্বাৎ"।

ননু সিদ্ধান্তে ঘটাদের্মিথ্যাত্বেন বাধিতত্বাৎ তজ্-জ্ঞানং কথং প্রমাণম্ ? উচ্যতে। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারানন্তরং হি ঘটাদীনাং বাধঃ, "যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবা-

ঘটাকার বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যরূপ ঘটাদির জ্ঞানও একই। অতএব সেস্থলে অর্থাৎ ধারাবাহিক বুদ্ধিস্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কাই নাই। আচ্ছা, অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ঘটাদি বিষয় মিথ্যা বলিয়া বাধিত, অতএব তাহাদের জ্ঞান কিরূপে প্রমা হইবে ? [উত্তর] বলিতেছি। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের অনন্তর অবশ্যই ঘটাদির বাধ হয়; [কেন বাধ হয় ?] যেহেতু "যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (অর্থাৎ যে সময়ে ইঁহার অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ পুরুষের [নিকট] সমস্ত প্রপঞ্চই ব্রহ্ম হইয়াছেন, তখন কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন বিষয়কে দেখিবে ? অর্থাৎ তখন কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন বিষয়কে

বিবৃতি

প্রমার লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ পরিহৃত হইয়াছে। সম্প্রতি নৈয়ায়িক অন্যভাবে অব্যাপ্তি দোষ দেখাইতে বলিলেন—**ননু সিদ্ধান্তে** ইত্যাদি। পূর্বপক্ষীর তাৎপর্য্য এই যে, ঘটাদি বিষয়ের জ্ঞান প্রমা বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ। কিন্তু অদ্বৈত সিদ্ধান্তে ব্রহ্ম ভিন্ন যাবতীয় বস্তু মিথ্যা বলিয়া বাধিত। সুতরাং ঘটাদি বিষয়ের জ্ঞান বাধিত বিষয়ের জ্ঞান। উহাতে অনধিগত অবাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্বরূপ প্রমার লক্ষণটী নাই বলিয়া অব্যাপ্তি হয়। সুতরাং উহা প্রমার লক্ষণ হইতে পারে না ?

উচ্যতে—ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা পূর্বোক্ত আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন। সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, লক্ষণোক্ত অবাধিত পদের বিবক্ষিত অর্থ হইতেছে—সংসারকালে অবাধিত। তাহা হইলে প্রমার লক্ষণ হইল—অনধিগত সংসারকালে অবাধিত অর্থ-বিষয়ক জ্ঞানত্ব। যখন ঘটাদি বিষয়ের জ্ঞান হয়, তখন ঘটাদি বিষয়ের বাধ হয় না। আমি ব্রহ্ম, পরিদৃশ্যমান এই সকল বস্তুই ব্রহ্ম, এইরূপ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের অনন্তর ঘটাদি বিষয়ের বাধ হয়—তৎপূর্বে হয় না। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পূর্বে ঘটাদি বিষয়ের বাধ হয় না, ইহাতে প্রমাণ প্রদর্শন করিতে বলিলেন—**যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ**। এই শ্রুতি বলিতেছেন—যে সময়ে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ পুরুষের নিকট সকল বস্তু ব্রহ্মই হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ যে সময়ে সকল বস্তুকে 'এই সকল ব্রহ্ম' এইভাবে সাক্ষাৎকার করিতেছেন, তখন কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কি বিষয় দেখিবে ? এই শ্রুতির তাৎপর্য্য এই যে, লোকে শুক্তির অজ্ঞানাবৃত অংশ যেরূপ রজতরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ বদ্ধ পুরুষের নিকট ব্রহ্মের অজ্ঞানাবৃত ভিন্ন ভিন্ন অংশ ঘটাদি ভিন্ন ভিন্ন বস্তুরূপে প্রকাশমান হয়। শুক্তির সাক্ষাৎকার হইলে যেরূপ রজতের বিলোপ হয়। তদ্রূপ শ্রবণ, মননাদি দ্বারা 'এই সকল ব্রহ্ম' এই আকারে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে ঘটাদি বিষয়ের বিলোপ হয়। তখন এক ব্রহ্ম চৈতন্য প্রকাশমান থাকে ; দ্বিতীয় আর কোন বস্তুই থাকে না। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-

ভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেদি"তি শ্রুতেঃ। ন তু সংসার-দশায়াং বাধঃ, "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতী"তি শ্রুতেঃ। তথা চাবাধিত-পদেন সংসার-দশায়ামবাধিতত্বং বিবক্ষিতমিতি ন ঘটাদি-প্রমায়ামব্যাপ্তিঃ। তদুক্তম্—

দেহাত্ম-প্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ।
লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণং ত্বাত্ম-নিশ্চয়াৎ॥

ইতি। আত্ম-নিশ্চয়াদ্ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-পর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। লৌকিকমিতি। ঘটাদি-জ্ঞানমিত্যর্থঃ।

দেখা যায় না; যেহেতু তখন ইন্দ্রিয়ের সকল বিষয়ই ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিতেছে) এই শ্রুতি আছে অর্থাৎ এই শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অনন্তর ঘটাদির বাধ উক্ত হইয়াছে। সংসার কালে কিন্তু ঘটাদির বাধ হয় না; [কেন বাধ হয় না?] যেহেতু "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি" (অর্থাৎ যে সময়ে বস্তুতঃ দ্বৈত বা দ্বিতীয় না থাকিলেও অজ্ঞানের দ্বারা দ্বৈতের ন্যায় হয় অর্থাৎ কল্পিত ভেদবান্ হয়, তখন ইতর (ব্রহ্মভিন্ন জীব) ইতরকে (ক্রিয়া, কারক, ফল প্রভৃতিকে ভিন্নের ন্যায়) দেখে—এই শ্রুতি আছে অর্থাৎ এই শ্রুতি দ্বারা সংসারকালে ঘটাদি বস্তুর অস্তিত্ব উক্ত হইয়াছে। তাহা হইলে [প্রমালক্ষণের অন্তর্গত] অবাধিত পদের দ্বারা "সংসারকালে অবাধিতত্ব" বিবক্ষিত হইয়াছে। অতএব ঘটাদির প্রমাতে [পূর্বোক্ত প্রমালক্ষণের] অব্যাপ্তি হয় না। তাহা [সুন্দরপাণ্ড্যাচার্য্য কর্তৃক] উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পর্যন্ত দেহাত্ম-প্রত্যয় যেরূপ প্রমা বলিয়া ব্যবহৃত হয়; সেইরূপ এই লৌকিক [ঘটাদির] জ্ঞানও প্রমা বলিয়া ব্যবহৃত হয়। শ্লোকোক্ত "আত্মনিশ্চয়াৎ" এই পদের অর্থ—ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত। "লৌকিকম্" এই পদের অর্থ—ঘটাদির জ্ঞান।

বিবৃতি

কারের পূর্বে যাহাদিগকে কর্ত্তা, কর্ম, করণ প্রভৃতিরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেখিয়াছি। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের অনন্তর তাহারা সকলে যদি এক ব্রহ্মরূপে প্রকাশমান হয়, তবে কর্ত্তা, কর্ম, করণ প্রভৃতি ভেদ জ্ঞান ও ব্যবহার হইতে পারে না। সংসারকালে কাহারও ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় না। এই জন্য ঘটাদি বিষয় বাধিত হয় না। একচন্দ্রে দ্বিতীয় চন্দ্রের ভেদ বস্তুতঃ না থাকিলেও জীবের চক্ষুর দোষে দ্বিতীয় চন্দ্র ও তাহার ভেদ কল্পিত হইলে জীব যেমন দুইটি চন্দ্র দর্শন করে। তদ্রূপ এক ব্রহ্মে বস্তুতঃ কোন রূপ ভেদ না না থাকিলেও অজ্ঞান প্রযুক্ত জীব ও ব্রহ্মের অনাদি ভেদ, কর্ত্তা, কর্ম, ক্রিয়া ও তাহার ভেদ কল্পিত হইলে এবং জীব আর নিজেকে বা জগৎ প্রপঞ্চকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করে না। পরন্তু এইটী কর্ত্তা, এইটি কর্ম, এইটি করণ—এই আকারে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দর্শন করে। তখন কোন বস্তুই বাধিত হয় না। সুতরাং ঘটাদি বিষয়ের জ্ঞান

তানি চ প্রমাণানি ষট্, প্রত্যক্ষানুমানোপমানাগমার্থাপত্ত্যনুপলব্ধি-ভেদাৎ। তত্র প্রত্যক্ষ-প্রমায়াঃ করণং প্রত্যক্ষ-প্রমাণম্। প্রত্যক্ষ-প্রমা চাত্র

প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আগম, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধির ভেদ হেতু সেই প্রমাণ

বিবৃতি

সংসারকালে অবাধিত বিষয়ের জ্ঞান। উহাতে অনধিগত সংসারকালে অবাধিত অর্থ বিষয়ক জ্ঞানত্ব থাকায় ঘটাদি প্রমাতে প্রমা-লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। সুতরাং পূর্বোক্ত প্রমার লক্ষণটি নির্দোষ লক্ষণ।

প্রমাত্ব যাহাতে থাকে, তাহা প্রমা। সেই প্রমার করণই প্রমাণ। প্রমাণের সংখ্যা-বিষয়ে আচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ আছে। চার্বাকমতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। বৌদ্ধ[১] ও বৈশেষিকমতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই দুইটী প্রমাণ। সাংখ্য, যোগ ও কাশ্মীরী

টিপ্পনী

প্রকৃত পক্ষে প্রমার এই লক্ষণটী অদ্বৈত বেদান্তীর সম্মত নহে। কারণ উহা ব্যর্থ বিশেষণ যুক্ত। ঐ লক্ষণে যে অনধিগত ও অবাধিত—এই দুইটী বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার কোন সার্থকতা নাই। স্মৃতি ও ভ্রম জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য এই দুইটী বিশেষণ আবশ্যক, ইহা বলা যায় না। কারণ অদ্বৈতমতে স্মৃতি ও ভ্রম জ্ঞানই নহে। উহাতে জ্ঞানত্বই নাই। যাহা অজ্ঞানকে নিবৃত্তি করে, তাহাই জ্ঞান। স্মৃতি ও ভ্রম—অবিদ্যাবৃত্তি, প্রমাণবৃত্তি নহে। এই জন্য উহারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি করে না। তাই উহাকে জ্ঞান বলা যায় না। তবে উহারা ইচ্ছাদির জনক হওয়ায় উহাতে গৌণ ভাবে জ্ঞান ব্যবহার হয়। আরও কথা, অদ্বৈতমতে প্রমাত্ব স্বতোগ্রাহ্য। যাহা দ্বারা প্রমা গৃহীত হয়, তদ্দ্বারাই তাহার প্রমাত্ব গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু মূলোক্ত এই প্রমাত্ব প্রত্যক্ষের অযোগ্য বহু পদার্থ ঘটিত বলিয়া উহা স্বতোগ্রাহ্য হইতে পারে না। সুতরাং ইহা অদ্বৈতবেদান্তীর সম্মত লক্ষণ নহে। উহা মীমাংসক সম্মত প্রমার লক্ষণ[২]। গ্রন্থকার 'ব্যবহারে ভাট্টনয়' এই নীতি অনুসরণ করিয়া এস্থলে ভট্ট সম্মত প্রমার লক্ষণ গ্রহণ করিয়া বিচার করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীর মতে প্রমার লক্ষণ হইতেছে—অজ্ঞাতার্থ-বিষয়ক-নিশ্চয়ত্ব।[৩] এসম্বন্ধে বিশেষ কথা "অদ্বৈত-রত্ন-রক্ষণ" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

১। বৌদ্ধ নাগার্জুন 'উপায় হৃদয়' গ্রন্থে (১৩শ পৃঃ) "অথ কতিবিধং প্রমাণম্? চতুর্বিধং প্রমাণং—প্রত্যক্ষমনুমানমুপমানমাগমশ্চেতি" বলিয়া চারি প্রকার প্রমাণ বলিলেও বৌদ্ধ দিঙ্‌নাগ 'প্রমাণ সমুচ্চয়' গ্রন্থে (১ পঃ) দুই প্রকার প্রমাণই বলিয়াছেন। যেমন—"প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ প্রমাণং হি দ্বিলক্ষণম্। প্রমেয়ং তত্র সিদ্ধং হি ন প্রমাণান্তরং ভবেৎ"॥ শান্তরক্ষিত "তত্ত্ব-সংগ্রহে" (৪৩৩-৮৫ পৃঃ) প্রমাণান্তর খণ্ডন করিয়া দিঙ্‌নাগের মতই সমর্থন করিয়াছেন।

২। এতচ্চ বিশেষণ-ত্রয়মুপাদদানেন সূত্রকারেণ কারণ-দোষ-বাধকজ্ঞান-রহিতমগৃহীত-গ্রাহি-জ্ঞানং প্রমাণমিতি প্রমাণলক্ষণং সূচিতম্—নি, শা, ৪৫ পৃঃ

৩। কিঞ্চাজ্ঞাতার্থ-নিশ্চয়াত্মকত্বমেব প্রামাণ্যমস্মৎপক্ষে—নি, অ, র, ৩২ পৃঃ

চৈতন্যমেব, "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্মে"তি শ্রুতেঃ। অপরোক্ষাদিত্যস্যা-পরোক্ষমিত্যর্থঃ।

ছয়টী। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমার করণ হইতেছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই অদ্বৈত সিদ্ধান্তে চৈতন্যই প্রত্যক্ষ প্রমা; [কি হেতু চৈতন্যই প্রত্যক্ষ প্রমা?] যেহেতু "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম' (অর্থাৎ যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ অপরোক্ষস্বরূপ) এই শ্রুতি আছে অর্থাৎ এই শ্রুতি ব্রহ্ম-চৈতন্যকে অপরোক্ষরূপ বলিয়াছেন। শ্রুত্যুক্ত 'অপরোক্ষাৎ' পদের অর্থ—অপরোক্ষ।

বিবৃতি

নৈয়ায়িক ভাসর্বজ্ঞের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম, এই তিনটি প্রমাণ। নৈয়ায়িক-মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চারিটি প্রমাণ। মীমাংসক প্রভাকরের মতে পূর্বোক্ত চারিটি ও অর্থাপত্তি, এই পাঁচটি প্রমাণ। মীমাংসক কুমারিল ভট্টের মতে পূর্বোক্ত পাঁচটি ও অনুপলব্ধি, এই ছয়টি প্রমাণ। পৌরাণিকগণের মতে পূর্বোক্ত ছয়টি এবং সম্ভব ও ঐতিহ্য, এই আটটী প্রমাণ। বরদরাজ তার্কিকরক্ষা গ্রন্থে এই সমস্ত মতের উল্লেখ করিয়াছেন।[১]

অদ্বৈত বেদান্তী ভট্ট মতানুসারে ছয়টি প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। সম্ভব ও ঐতিহ্যকে তাঁহারা পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। "ইতি হোচুর্বৃদ্ধাঃ" অর্থাৎ বৃদ্ধগণ এইরূপে বলিতেন—ইত্যাকারক প্রবাদ পরম্পরায় প্রচলিত বাক্যই ঐতিহ্য প্রমাণ। উহা যদি আপ্ত বাক্য হয়। তবে উহা শব্দ প্রমাণের অন্তর্গত। আর যদি আপ্ত বাক্য না হয়, তবে উহা প্রমাণই নহে। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিদ্যার সত্তা বুঝিয়া পরে যদি কেহ ব্রাহ্মণকে দেখে, তবে তাহার সেই ব্রাহ্মণে "ব্রাহ্মণে বিদ্যা সম্ভব" এই আকারে যে বিদ্যার বোধ হয় অথবা বৃহৎ পরিমাণের মধ্যে যে অল্প পরিমাণের বোধ হয়। তাহা সম্ভব প্রমাণ হইতেই হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণত্ব বিদ্যার ব্যাপ্য এবং খারীত্ব দ্রোণত্বের ব্যাপ্য—এইরূপ ব্যাপ্তির জ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়াই সম্ভব প্রমাণ হইতে পূর্বোক্তরূপ বোধ জন্মে বলিয়া সম্ভব প্রমাণ অনুমানের অন্তর্গত; অতিরিক্ত নহে। সুতরাং প্রমাণ ছয়টী। মহাপ্রাচীন শবর স্বামী শাবরভাষ্যে এই ছয়টা প্রমাণই নিরূপণ করিয়াছেন[২]। তদনুসারে পরিভাষাকারও এই ছয়টী প্রমাণ নিরূপণ করিতে বলিলেন—**তানি চ প্রমাণানি ষট্।**

১। প্রত্যক্ষমেকং চার্বাকাঃ কণাদ-সুগতৌ পুনঃ। অনুমানঞ্চ তচ্চাথ সাংখ্যাঃ শব্দঞ্চ তে অপি। ন্যায়েকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন। অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহ প্রভাকরঃ॥ অভাব ষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা। সম্ভবৈতিহ্য-যুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ॥—তার্কিকরক্ষা কা, ৫৬ পৃঃ

১। সৎসম্প্রয়োগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম, তৎ প্রত্যক্ষম্। অনুমানং জ্ঞাতসম্বন্ধস্যৈকদেশ-দর্শনা-দেকদেশান্তরেঽসন্নিকৃষ্টেঽর্থে বুদ্ধিঃ। উপমানমপি সাদৃশ্যমসন্নিকৃষ্টেঽর্থে বুদ্ধিমুৎপাদয়তি। অর্থাপত্তিরপি দৃষ্টো শ্রুতো বার্থোঽন্যথা নোপপদ্যত ইত্যর্থ-কল্পনা। অভাবোঽপি প্রমাণাভাবো নাস্তীত্যস্যার্থস্যাসন্নিকৃষ্টার্থস্য। ইতি শাবরভাষ্য—১।১

নন্থ চৈতন্যমনাদি, তৎ কথং চক্ষুরাদেস্তৎকরণত্বেন প্রমাণত্বমিতি। উচ্যতে চৈতন্যস্যানাদিত্বেঽপি তদভিব্যঞ্জকান্তঃকরণ-বৃত্তিরিন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষাদিনা জায়ত

আচ্ছা, চৈতন্য তো অনাদি (অজন্য) ; অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সেই চৈতন্যরূপ প্রত্যক্ষ প্রমার করণরূপে কিরূপে প্রমাণ হয় ? [উত্তর] বলিতেছি। চৈতন্য অনাদি

বিবৃতি

এই ছয়টী প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ জ্যেষ্ঠ ও অনুমানাদির উপজীব্য[১]। এই হেতু প্রথমে প্রত্যক্ষ নিরূপণীয়। তাই পরিভাষাকার বলিলেন—**তত্র প্রত্যক্ষপ্রমায়াঃ করণং প্রত্যক্ষপ্রমাণম্।** প্রত্যক্ষ প্রমার করণই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই প্রত্যক্ষ প্রমাকে না জানিলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কে ? তাহা জানা যাইবে না। তাই প্রথমে প্রত্যক্ষ প্রমা কি, বলিতে হইবে। নৈয়ায়িক প্রভৃতির মতে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানই প্রত্যক্ষ প্রমা। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলি ঐ প্রত্যক্ষ প্রমার করণ বলিয়া তাঁহাদের মতে ইন্দ্রিয়গুলিই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বেদান্তিগণ কিন্তু ঈশ্বরের নিত্য জ্ঞানে অব্যাপ্তি হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ প্রমা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। "যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম"—এই শ্রুতিতে অপরোক্ষ ও চেতন ব্রহ্মের অভেদ উক্ত হওয়ায় বেদান্তিগণ চৈতন্যকেই (বৃত্তিদ্বারা অভিব্যক্ত চৈতন্য কেই) প্রত্যক্ষ প্রমা বলেন। তাই পরিভাষাকার বলিলেন—**প্রত্যক্ষপ্রমা চাত্র চৈতন্য-মেব**। বেদান্তিমতে বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বা বৃত্তি দ্বারা অভিব্যক্ত চৈতন্যই প্রমা; শুদ্ধ চৈতন্য প্রমা নহে। উহা অজ্ঞানের নিবর্ত্তক নহে বলিয়া উহাতে প্রমাত্ব থাকে না।

নৈয়ায়িকের ইহাতে আপত্তি এই যে, বৃত্তি দ্বারা অভিব্যক্ত চৈতন্য প্রত্যক্ষ প্রমা হইলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাহার করণ হইয়া প্রমাণ হইতে পারে না ; যেহেতু চৈতন্য অনাদি (উৎপত্তি রহিত); তাহার কোন কারণ নাই। যাহার কোন কারণ নাই, তাহার করণও নাই, কেননা কারণবিশেষই করণ হইয়া থাকে। সুতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এই প্রমার করণ না হওয়ায় কিরূপে প্রমাণ হইবে অর্থাৎ কোনরূপেই প্রমাণ হইতে পারে না। এই আশঙ্কা প্রকাশ করিতে বলিলেন—**নন্থ চৈতন্যমনাদি** ইত্যাদি।

পূর্বোক্ত আশঙ্কার সমাধান করিতে সিদ্ধান্তী বলিলেন—**চৈতন্যস্যানাদিত্বেঽপি**। অদ্বৈতমতে বিষয়-চৈতন্য অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত থাকে। ঘটমহং ন জানামি অর্থাৎ আমি ঘটকে জানি না—ঘট-বিষয়ক অজ্ঞানবান্—এই আকারে সেই অজ্ঞানের অনু-ভব হয়। বিষয়াকার বৃত্তি উৎপন্ন হইলে ঐ বৃত্তি ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া বহির্গত হইয়া বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া বিষয় চৈতন্য-গত অজ্ঞানের আবরণকে নিবৃত্ত করে। বিষয়

১। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত অন্য প্রমাণ হইতে পারে না বলিয়া প্রত্যক্ষ সকল প্রমাণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। সুতরাং প্রাথম্যই জ্যেষ্ঠত্ব। প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য প্রমাণের অপেক্ষিত ধর্মী প্রভৃতির জ্ঞান হইতে পারে না বলিয়া প্রত্যক্ষ উপজীব্য। ধর্মী প্রভৃতির গ্রাহকরূপে অপেক্ষণীয়ত্বই তাহার উপজীব্যত্ব।

ইতি বৃত্তি-বিশিষ্টং চৈতন্যমাদিমদুচ্যতে। জ্ঞানাবচ্ছেদকত্বাদ্ বৃত্তৌ জ্ঞানত্বো-পচারঃ। তদুক্তং বিবরণে—"অন্তঃকরণ-বৃত্তৌ জ্ঞানত্বোপচারাদি"তি।

হইলেও তাহার অভিব্যঞ্জক অন্তঃকরণ-বৃত্তি ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ প্রভৃতি দ্বারা জন্মায়। এই হেতু বৃত্তি-বিশিষ্ট (বৃত্ত্যভিব্যক্ত) চৈতন্যকে সাদি (জন্য) বলা হয়। জ্ঞানের (প্রমারূপ চৈতন্যের) অবচ্ছেদকত্ব-হেতু বৃত্তিতে জ্ঞানত্বের (প্রমাত্বের) উপচার (অধ্যাস) হইয়া থাকে। "অন্তঃকরণবৃত্তৌ জ্ঞানত্বোপচারাৎ" (অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তিতে জ্ঞানত্বের অধ্যাসহেতু) এই বাক্যের দ্বারা বিবরণে তাহা উক্ত হইয়াছে।

বিবৃতি

চৈতন্য-গত ঐ আবরণ নিবৃত্তির নাম অভিব্যক্তি। এই অভিব্যক্তিমৎ বা অভিব্যক্ত বিষয় চৈতন্যই বিষয়-প্রমা। শুদ্ধ চৈতন্য প্রত্যক্ষ প্রমা নহে। 'প্রত্যক্ষপ্রমা চাত্র চৈতন্য-মেব'—এই স্থলে চৈতন্যশব্দে বৃত্ত্যভিব্যক্ত চৈতন্যই প্রত্যক্ষ-প্রমারূপে বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। চৈতন্যমাত্র অনাদি হইলেও তাহার বিশেষণ অভিব্যঞ্জক (অভিব্যক্তি-জনক) অন্তঃকরণবৃত্তি ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষাদি দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। অন্তঃকরণের বৃত্তি সাদি বলিয়া বৃত্ত্যভিব্যক্ত চৈতন্যও সাদি হইবে। বিশেষণ সাদি হইলে বিশেষণ-বিশিষ্ট বিশেষ্যও সাদি হইয়া থাকে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় চৈতন্যের বিশেষণ বৃত্তির করণ হইলে বৃত্ত্যভিব্যক্ত চৈতন্যেরও করণ হইবে। স্থতরাং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বৃত্ত্যভিব্যক্ত বিষয়-চৈতন্যরূপ প্রত্যক্ষ প্রমার করণ হওয়ায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে।

বৃত্ত্যভিব্যক্ত বিষয় চৈতন্য-রূপ প্রত্যক্ষ প্রমা সাদি হইলেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাহার করণ হইয়া প্রমাণ হইতে পারে না। যে প্রমাণ হইবে, তাহার ব্যাপারের অব্য-বহিত পরেই প্রমা উৎপন্ন হইবে, ইহাই নিয়ম। মহামতি ভর্তৃহরি বাক্যপদীয় গ্রন্থে করণ নির্ণয় প্রসঙ্গে এই কথাই বলিয়াছেন[১]। এস্থলে কিন্তু ইন্দ্রিয় ব্যাপারের অব্যবহিত পরেই প্রত্যক্ষ প্রমা উৎপন্ন হয় না। ইন্দ্রিয় ব্যাপারের অনন্তর বৃত্তি উৎপন্ন হইলে, সেই উৎপন্ন বৃত্তির বহির্নির্গমন বশতঃ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে সেই বিষয়-সংস্পৃষ্ট বৃত্তি দ্বারা বিষয়-চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়। স্থতরাং অভিব্যক্ত চৈতন্যের প্রতি ইন্দ্রিয় অব্যবহিত কারণ নহে। যাহা প্রমার প্রতি অব্যবহিত কারণ নহে, তাহা প্রমাণ হইতে পারে না। বৃত্তির প্রতি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় অব্যবহিত কারণ হইলেও বৃত্তি প্রমা নহে। অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় কিরূপে প্রমার প্রতি করণ হইয়া প্রমাণ হইবে?

নৈয়ায়িকের এইরূপ আশঙ্কার সমাধান করিতে বলিলেন—**জ্ঞানাবচ্ছেদকত্বাৎ।** সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, চৈতন্যরূপ প্রমাতে ঐ বৃত্তি নিজ ধর্ম অর্পণ করিয়া যেমন ঐ

১। ক্রিয়ায়াঃ পরিনিষ্পত্তির্যদ্ব্যাপারাদনন্তরম্। বিবক্ষ্যতে যদা, তত্র করণত্বং তদাশ্রিতম্॥ চৌঃ, বাক্যপদীয়—৩।২৩৭

ননু নিরবয়বস্যান্তঃকরণস্য পরিণামাত্মিকা বৃত্তিঃ কথম্? ইত্থম্। ন তাবদন্তঃকরণং নিরবয়বম্, স্বাদি-দ্রব্যত্বেন সাবয়বত্বাৎ। সাদিত্বঞ্চ "তন্মনোঽ

আচ্ছা, নিরবয়ব অন্তঃকরণের পরিণাম রূপ বৃত্তি কিরূপে হয়? [উত্তর] এইরূপে হয়। অন্তঃকরণ কিন্তু নিরবয়ব নহে; [কেন নহে?] যেহেতু সাদি দ্রব্য বলিয়া সাবয়ব। "তন্মনোঽকুরুত" (অর্থাৎ সেই মনঃ শব্দবাচ্য সঙ্কল্পাদিলক্ষণ অন্তঃকরণকে

বিবৃতি

প্রমা চৈতন্যের উপাধি হয়, তদ্রূপ ঐ প্রমা চৈতন্যকে অন্য চৈতন্য হইতে ব্যাবৃত্ত (ভিন্ন) করিয়া ব্যাবর্ত্তক বা অবচ্ছেদকও হয়। এজন্য এস্থলে চৈতন্যরূপ জ্ঞানের উপাধি বৃত্তিই জ্ঞানের অবচ্ছেদক। পুরোবর্ত্তী দ্রব্য ইদমে রজতের অভেদ কল্পিত হইলে রজত যেরূপ ইদমের ইদন্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া ইদং হয়। সেইরূপ প্রমাভূত চৈতন্যে ঐ অবচ্ছেদক বৃত্তি অভেদে অধ্যস্ত হইলে ঐ বৃত্তি প্রমার প্রমাত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রমা হয়। বৃত্তিতে প্রমাত্বের অধ্যাস হয়, তাহাতেই বা প্রমাণ কি? তাহার উত্তরে বলিলেন—**তদুক্তং বিবরণে**। বিবরণে বাক্যের অন্তর্গত জ্ঞানত্বোচার শব্দের অর্থ—প্রমাত্বের অধ্যাস, প্রমাত্বের লক্ষণা নহে। তাই কল্পতরুকার (নিঃ—১১ পৃঃ) বলিয়াছেন—"স্বজ্ঞান-প্রকাশন-পরে বাক্যে তদ্-বিরোধাৎ"। সুতরাং চৈতন্যের ন্যায় বৃত্তিও প্রমা। ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের অব্যবহিত পরেই ঐ বৃত্তি প্রমা উৎপন্ন হওয়ায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ঐ বৃত্তিপ্রমার করণ হইয়া প্রমাণ হইতে পারে।

বিষয়-সংশ্লিষ্ট অন্তঃকরণ-বৃত্তি দ্বারা অভিব্যক্ত বিষয়-চৈতন্যই বিষয়-প্রমা, ইহা উক্ত হইয়াছে; ইহাতে নৈয়ায়িক আপত্তি করিতেছেন—**ইন্দ্রিয়স্য পরিণামাত্মিকা বৃত্তিঃ কথম্**? অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের পরিণামবিশেষ-রূপ বৃত্তি হইতে পারে না। কেন হইতে পারে না? তাহার উত্তরে বলিলেন—**নিরবয়বস্য**। ইহা ইন্দ্রিয়ের হেতুগর্ভ বিশেষণ। যেহেতু ইন্দ্রিয় নিরবয়ব, সেই হেতু তাহার পরিণামরূপ বৃত্তি হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, অবয়বের অন্যথাভাবের নাম পরিণাম। ঐ পরিণাম সাবয়ব বস্তুরই হইয়া থাকে। যেহেতু নিরবয়বের বিকার বা পরিণাম হয় না। তাই প্রাচীনগণ বলিয়াছেন—"উদয়ন্নপয়ন্ ধর্ম্মো বিকরোতি হি ধর্ম্মিণম্"। নৈয়ায়িক মতে মনোরূপ অন্তঃকরণ নিরবয়ব। সুতরাং তাহার অবয়ব না থাকায় অবয়বের অন্যথাভাবরূপ পরিণাম হইতে পারে না।

এইরূপ আশঙ্কার সমাধান করিতে বলিলেন—**ন তাবদন্তঃকরণং নিরবয়বম্**। অন্তঃকরণ নিরবয়ব হইলে তাহার পরিণাম হইত না, ইহা সত্য। কিন্তু অন্তঃকরণ নিরবয়ব নহে। কেন অন্তঃকরণ নিরবয়ব নহে? যেহেতু অন্তঃকরণ সাদি দ্রব্য; সাদি দ্রব্য বলিয়াই সাবয়ব। অন্তঃকরণ সাদি দ্রব্য, ইহাতেই বা প্রমাণ কি? যেহেতু "তন্মনোঽকুরুত" ইত্যাদি[১] শ্রুতিতে অন্তঃকরণের উৎপত্তি উক্ত হইয়াছে। অন্তঃকরণ নিরবয়ব হইলে

১। "এতস্মাজ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ" এই স্বতঃপ্রমাণ মুণ্ডকোপনিষদ্ বাক্য (২।২) এবং

কুরুতে"ত্যাদি-শ্রুতেঃ। বৃত্তিরূপ-জ্ঞানস্য মনোধর্মত্বে চ "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রী-র্ধী-র্ভীরিত্যেতৎ সর্বং মন এবে"তি শ্রুতির্মানম্, ধী-শব্দেন বৃত্তিরূপ-জ্ঞানাভিধানাৎ। অত এব কামাদেরপি মনোধর্মত্বম্।

নন্ন কামাদেরন্তঃকরণ-ধর্মত্বেঽহমিচ্ছাম্যহং বিভেমীত্যাদ্যনুভব আত্ম-

---

সৃষ্টি করিয়াছিলেন) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে [তাহার] সাদিত্ব সিদ্ধ হয়। বৃত্তি-রূপ জ্ঞানের মনোধর্মত্বে "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্বং মন এব" (অর্থাৎ কাম (স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়ক ইচ্ছা), সঙ্কল্প (শুক্ল নীলাদিভেদে বিষয় বিকল্প), বিচিকিৎসা (সংশয়), শ্রদ্ধা (আস্তিক্য বুদ্ধি), অশ্রদ্ধা (অনাস্তিক্য বুদ্ধি), ধৃতি (ধারণ—দেহাদির অবসাদে উত্তম্ভন) অধৃতি (ধৃতিবিপরীত অধারণ), হ্রী (লোকলজ্জা), ধী (বৃত্তি) ভী (ভয়)—এই সকলই মনঃ অর্থাৎ মনের রূপ বা ধর্ম)—এই শ্রুতি প্রমাণ। যেহেতু [এই শ্রুতিতে] ধী-শব্দের দ্বারা বৃত্তি-রূপ জ্ঞান অভিহিত হইয়াছে। অতএব কাম প্রভৃতিও মনের ধর্ম।

আচ্ছা, কাম প্রভৃতি অন্তঃকরণের ধর্ম হইলে কাম প্রভৃতির আত্ম-ধর্মত্ব বিষয়-কারী

বিবৃতি

তাহার উৎপত্তি হইত না। অন্তঃকরণের যখন উৎপত্তি আছে, তখন তাহা সাদি দ্রব্য এবং সাদি দ্রব্য বলিয়াই সাবয়ব। স্থতরাং অন্তঃকরণের পরিণামরূপ বৃত্তি হইতে পারে।

অন্তঃকরণ সাবয়ব হউক এবং তাহার পরিণামও হউক, তথাপি ঐ বৃত্তিজ্ঞান যে অন্তঃকরণের ধর্ম, আত্মার ধর্ম নহে ; ইহা কিরূপে বুঝা যায় ? যদি বৃত্তিটী অন্তঃকরণের ধর্ম বলিয়া অনুভব হইত, তবে বৃত্তিকে অন্তঃকরণের ধর্ম বলা যাইত। কিন্তু সেরূপ অনুভব নাই। তাই উহাতে শ্রুতি প্রমাণ দেখাইতে বলিলেন—**বৃত্তিরূপজ্ঞানস্য মনোধর্মত্বে।** ঐ শ্রুতিগত ধীশব্দের অর্থ—বৃত্তিরূপ জ্ঞান। স্থতরাং বৃত্তির মনোধর্মত্বে শ্রুতিই[২] প্রমাণ।

জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণগুলি মনের ধর্ম হইলে "অহং জানামি", অহং ইচ্ছামি" এই সকল প্রতীতি কিরূপে উপপন্ন হইবে ? অহং জানামি (অহং জ্ঞানবান্), অহং ইচ্ছামি (আমি ইচ্ছাবান্) এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভব বৃত্তি-রূপ জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতিকে আত্মার ধর্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে। স্থতরাং জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণগুলি যখন অহমের (আত্মার)

"অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে, তস্য য স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ" ইত্যাদি ছান্দোগ্য (৬।৫।১) বাক্য হইতে মনের উৎপত্তি নিশ্চয় হইয়াছে। স্থতরাং শ্রুতির দ্বারা অন্তঃকরণের সাদিত্ব এবং সাদিত্বের দ্বারা সাবয়বত্ব সিদ্ধ হইলে লাঘবতর্ক সহকৃত মনের সাধক অনুমানের দ্বারা তাহার নিত্যত্ব বা নিরবয়বত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। যেহেতু উহা বাধিত-বিষয়ক বলিয়া প্রকৃত অনুমান নহে, অনুমানাভাস।

২। উপাদান ও উপাদেয়ের অভেদ জ্ঞাপনের জন্য উক্ত শ্রুতিতে মনঃ ও মনঃকার্য্য কামাদির অভেদ উক্ত হইয়াছে। যদিও ধীপদবাচ্য সংশয়াদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি মনের কার্য্য নহে বলিয়া তাহাদের সহিত মনের অভেদ উপদেশ সঙ্গত নয় ; তথাপি ঐ সকল বৃত্তি বিশেষ্যাকার মনোবৃত্তি ঘটিত বলিয়া অভেদ উপদেশ অসঙ্গত নহে।

ধর্মত্বমবগাহমানঃ কথমুপপদ্যতে? উচ্যতে। অয়ঃ-পিণ্ডস্য দগ্ধৃত্বাভাবেঽপি দগ্ধৃত্বাশ্রয়-বহ্নি-তাদাত্ম্যাধ্যাসাদ্ যথাঽয়ো দহতীতি ব্যবহারস্তথা সুখাদ্যা-

---

"অহমিচ্ছামি" (আমি ইচ্ছাবান্), "অহং বিভেমি" (আমি ভয়বান্) ইত্যাদি অনুভব কিরূপে উপপন্ন হয়? [উত্তর] বলিতেছি। লৌহপিণ্ডের দগ্ধৃত্ব (দাহকর্তৃত্ব) না থাকিলেও লৌহপিণ্ডে দগ্ধৃত্বের আশ্রয় বহ্নির তাদাত্ম্যাধ্যাস হেতু যেমন "অয়ো দহতি"

বিবৃতি

বিশেষণরূপে ভাসমান হইতেছে এবং এই অনুভব যখন যথার্থ, তখন উহারা আত্মারই ধর্ম, অন্তঃকরণের ধর্ম নহে। জ্যেষ্ঠ ও শ্রুতির উপজীব্য এই প্রত্যক্ষ অনুভবের সহিত কামাদি শ্রুতির বিরোধ হওয়ায় উক্ত কামাদি শ্রুতির অন্য অর্থ কল্পনা করিতে হইবে। নৈয়ায়িক এইরূপ পূর্বপক্ষ করিতে বলিলেন—**নন্বু কামাদেরন্তঃকরণধর্মত্বে** ইত্যাদি।

উচ্যতে ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা সিদ্ধান্তী পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের সমাধান করিতেছেন। সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, আত্মা ও অন্তঃকরণ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে থাকিলে ও উহাদের পৃথক্ পৃথক্ অনুভব হইলে অন্তঃকরণের ধর্ম আত্মাতে বা আত্মার ধর্ম অন্তঃকরণে প্রতীত হইত না, সত্য। কিন্তু আত্মা ও অন্তঃকরণ পৃথক্ পৃথক্ থাকে না এবং উহাদের পৃথক্ পৃথক্ অনুভবও হয় না। উহারা সর্বদাই পরস্পর মিলিত হইয়া পরস্পরের অসাধারণ ধর্ম পরস্পরে অন্তর্নিহিত করিয়া—এক হইয়া অবস্থান করে। লৌহপিণ্ডে অগ্নি মিলিত হইয়া অবস্থান করিলে অগ্নির দাহকর্তৃত্ব লৌহ পিণ্ডে আরোপিত হইলে যেমন "অয়ো দহতি" এইরূপ প্রতীতি হয়। তদ্রূপ আত্মা ও অন্তঃকরণের পরস্পর ঐক্যাধ্যাসবশতঃ অন্তঃকরণের জ্ঞানাদি গুণগুলি আত্মাতে আরোপিত হইলে 'অহং জানামি, অহং ইচ্ছামি' এইরূপ প্রতীতি হয। ইহা ভ্রান্ত। এই ভ্রান্ত প্রতীতি দ্বারা জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার ধর্ম বলিয়া সিদ্ধ হইতে পারে না। নির্দোষ স্বতঃ-প্রমাণ শ্রুতি আত্মাকে অসঙ্গ ও নির্ধর্মক বলিয়াছেন। আত্মাতে যখন কোন ধর্মই থাকে না, তখন জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতিই বা কিরূপে থাকিবে? সুতরাং জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রভৃতি আত্মার ধর্ম নহে, অন্তঃকরণের ধর্ম।

জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি অন্তঃকরণের ধর্ম, ইহাই বা কিরূপে বুঝিব? লোহ পিণ্ডের ন্যায় কেবল (অনধ্যস্ত) অগ্নিতে "অগ্নির্দহতি" এইরূপে দাহ কর্তৃত্বের জ্ঞান হয় বলিয়া ঐ দাহ-কর্তৃত্বকে অগ্নির গুণ বলিয়া যেমন বুঝা যায়। এইরূপ কেবল অন্তঃকরণে জ্ঞানাদি গুণের জ্ঞান হইলে ঐগুলিকে অন্তঃকরণের ধর্ম বলিয়া বুঝা যাইত। কিন্তু কেবল অন্তঃকরণে ঐগুলির জ্ঞান কখনও হয় না। সুতরাং ঐগুলিকে অন্তঃকরণের ধর্ম বলিয়া কিরূপে বুঝিব? তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, অগ্নি ও লৌহের পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান ও জ্ঞান আছে বলিয়াই কখনও কখনও অগ্নিতেও দাহ-কর্তৃত্বের জ্ঞান হয়। তখন দাহ-কর্তৃত্বকে অগ্নির ধর্ম বলিয়া বুঝা যায়। অন্তঃকরণ ও আত্মার কখনও পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান ও জ্ঞান হয়

কার-পরিণাম্যন্তঃকরণৈক্যাধ্যাসাদহং সুখ্যহং দুঃখীত্যাদি-ব্যবহারো জায়তে। নম্বন্তঃকরণস্যেন্দ্রিয়তয়াঽতীন্দ্রিয়ত্বাৎ কথং প্রত্যক্ষ-বিষয়তেতি। উচ্যতে। ন তাবদন্তঃকরণমিন্দ্রিয়মিত্যত্র মানমস্তি। মনঃ-ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণীতি ভগবদ্-

---

(লৌহ দাহ করে)—এই ব্যবহার হয়। সেইরূপ সুখাদির আকারে পরিণামশীল অন্তঃকরণের [আত্মাতে] ঐক্যাধ্যাসহেতু "অহং সুখী অহং দুঃখী" ইত্যাদি ব্যবহার জন্মে।

আচ্ছা, অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় বলিয়া অতীন্দ্রিয়, অতএব উহা প্রত্যক্ষের বিষয় কিরূপে হইবে ? [উত্তর] বলিতেছি। অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয়, ইহাতে তো কোন প্রমাণ নাই। "মনঃ-ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি" (অর্থাৎ মনঃষষ্ঠ (মনঃ ষষ্ঠ যে ইন্দ্রিয়বর্গের) সেই মনঃষষ্ঠ ইন্দ্রিয়গুলি)

বিবৃতি

না বলিয়া কেবল (অনধ্যস্ত) অন্তঃকরণে জ্ঞানাদি গুণের উৎপত্তি বা জ্ঞান কখনও হয় না। তাহা না হইলেও নির্দোষ শ্রুতি দ্বারা এগুলিকে অন্তঃকরণের ধর্ম বলিয়া বুঝা যায়। ইহা প্রকাশ করিতে বলিলেন—**অয়ঃপিণ্ডস্য দগ্ধৃত্বাভাবেঽপি** ইত্যাদি। কেবল লৌহপিণ্ডের দাহ-কর্ত্তৃত্ব নাই। কিন্তু লৌহপিণ্ড যখন দাহকর্ত্তা বহ্নির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তখন বহ্নির ধর্ম দাহ-কর্ত্তৃত্ব লৌহ পিণ্ডে আরোপিত হয়, মানুষ তখন "অয়ো দহতি" এইরূপ ব্যবহার করে। তদ্রূপ আত্মার সহিত অন্তঃকরণের ঐক্যাধ্যাস হইলে আত্মাতে অন্তঃকরণের ধর্ম সুখাদির অধ্যাস হয়। তাহাতেই লোকে "অহং সুখী" এইরূপ ব্যবহার করে।

জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণগুলি অন্তঃকরণের ধর্ম, ইহা উপপাদিত হইয়াছে। প্রকারান্তরে নৈয়ায়িক ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করিতে বলিলেন—**নম্বন্তঃকরণস্যেন্দ্রিয়তয়া** ইত্যাদি। পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই যে, 'অহং জানামি'—এই প্রত্যক্ষ প্রতীতিতে অহমের প্রত্যক্ষ সকলেরই স্বীকার্য্য। কিন্তু এই অহং যদি আত্মা না হইয়া অন্তঃকরণ তাদাত্ম্যাপন্ন চৈতন্য হয়, তবে অন্তঃকরণেরও প্রত্যক্ষ অবশ্য স্বীকার্য্য ; কারণ বিশিষ্ট বস্তুতে যে ধর্ম থাকে, তাহা তাহার বিশেষণেও থাকে, ইহাই নিয়ম। বিশিষ্ট অহমে এই প্রত্যক্ষত্ব আছে বলিয়া অহমের বিশেষণ অন্তঃকরণেও এই প্রত্যক্ষত্ব থাকিবে। তাহা কিন্তু সম্ভব নহে ; কারণ অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় বলিয়া অতীন্দ্রিয়—প্রত্যক্ষের অযোগ্য। উহাতে প্রত্যক্ষের বিষয়তা কোনরূপেই থাকিতে পারে না। সুতরাং অহং প্রতীতির বিষয় অহং আত্মা, অন্তঃকরণ তাদাত্ম্যাপন্ন চৈতন্য নহে এবং ঐ অহমের প্রত্যক্ষই আত্মার প্রত্যক্ষ। উহা দ্বারা জ্ঞানাদির আত্ম-ধর্মত্বই সিদ্ধ হয়, অন্তঃকরণ-ধর্মত্ব সিদ্ধ হয় না।

উচ্যতে ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা সিদ্ধান্তী এই আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন। সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় হইলে প্রত্যক্ষ হইবে না, ইহা সত্য। কিন্তু অন্তঃকরণ যে ইন্দ্রিয়, ইহাতে কোন প্রমাণ নাই। **মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি**—এই

গীতাবচনং প্রমাণমিতি চেন্ন, অনিন্দ্রিয়েণাপি মনসা ষট্ত্ব-সংখ্যা-পূরণা-বিরোধাৎ। ন হীন্দ্রিয়গত-সংখ্যা-পূরণমিন্দ্রিয়েণৈবেতি নিয়মঃ, যজমান-পঞ্চমা ইড়াং ভক্ষয়ন্তীত্যত্র ঋত্বিগ্-গত-পঞ্চত্ব-সংখ্যায়া অনৃত্বিজাঽপি যজ-

---

—এই ভগবদ্গীতা বাক্য প্রমাণ—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না ; [কেন বলিতে পারি না] যেহেতু অনিন্দ্রিয় মনের দ্বারাও [ইন্দ্রিয়গত] ষট্ত্ব সংখ্যার পূরণে কোন বিরোধ নাই। ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ইন্দ্রিয়-গত সংখ্যার পূরণ করিতে হইবে—এই নিয়ম নাই। [কেন নাই] যেহেতু "যজমান-পঞ্চমা ইড়াং ভক্ষয়ন্তি (অর্থাৎ যজমান পঞ্চম

বিবৃতি

ভগবদ্ গীতা-বাক্য প্রমাণ, এই যদি বলি অর্থাৎ যে বস্তু যে জাতীয় বস্তুর সংখ্যার পূরক হয়, সে বস্তু সেই জাতীয় হইয়া থাকে—ইহাই নিয়ম। বেদে ও গীতাতে মনঃ ইন্দ্রিয়ের সংখ্যার পূরক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে—'মনঃ ইন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রিয়-গত-সংখ্যা-পূরকত্বাৎ, যৎ নৈবং, তৎ নৈবং' অর্থাৎ মনটি ইন্দ্রিয় ; যেহেতু তাহাতে ইন্দ্রিয়গত-সংখ্যার পূরকত্ব আছে, যে এইরূপ নয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নয়, সে এরূপ নয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গত সংখ্যার পূরক নয়, অতএব পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে মনঃ ইন্দ্রিয় জাতীয় ইন্দ্রিয় হইবে। সুতরাং মনের ইন্দ্রিয়ত্বে কোন প্রমাণ নাই বলা চলে না। পূর্ব্বোক্ত বেদ ও ভগবদ্গীতা বাক্য এবং পূর্ব্বোক্ত অনুমানই মনের ইন্দ্রিয়ত্বে প্রমাণ।

পূর্বপক্ষীর এইরূপ বলা উচিত নহে, যেহেতু অনিন্দ্রিয় মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়-গত ষট্ত্ব সংখ্যার পূরণে কোন বিরোধ নাই। যে বস্তু যে জাতীয় বস্তুর সংখ্যার পূরক হইবে, সেই বস্তু সেই জাতীয় হইবে—এইরূপ নিয়ম অব্যভিচারী নহে। যজমান-পঞ্চমা ইড়াং ভক্ষয়ন্তি,—এই স্থলে অ-ঋত্বিক্ যজমানের দ্বারা ঋত্বিক্-গত পঞ্চত্ব সংখ্যার পূরণ দেখা যায়। এই বেদবাক্যে "ঋত্বিজঃ" এই বিশেষ্য পদটী উহ্য আছে। যজমানঃ পঞ্চমো যেষাং ঋত্বিজাং (যজমান পঞ্চম যে ঋত্বিক্ সমূহের) এইরূপ বিগ্রহে বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন "যজমান-পঞ্চমাঃ" পদটী ঋত্বিকের বিশেষণ। এই বাক্যের দ্বারা যজমানের সহিত চারি-জন ঋত্বিকের ইড়াভক্ষণ বিহিত হইয়াছে। যজমান যদি ঋত্বিক্ হইতেন, তবে ঋত্বিগ্-গণের ইড়া ভক্ষণের দ্বারা তাঁহারও ইড়াভক্ষণ প্রাপ্ত হইত এবং 'যজমান-পঞ্চমাঃ' এইরূপ বলাও নিরর্থক হইত। শ্রুতি যখন "যজমান-পঞ্চমাঃ" এইরূপ বলিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে—যজমান ঋত্বিক্ নহে। অথচ এস্থলে অ-ঋত্বিক্ যজমানের দ্বারা ঋত্বিকৃগত পঞ্চত্ব সংখ্যার পূরণ হইয়াছে। এইরূপ অনিন্দ্রিয় মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়-গত সংখ্যার পূরণ হইতে পারে। সুতরাং যে যাহার সংখ্যার পূরক হইবে, সে সেই জাতীয় হইবে—এই নিয়ম বা অনুমান এস্থলে ব্যভিচারী। সুতরাং ইহার দ্বারা মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধি হয় না। মনের ইন্দ্রিয়ত্বে অন্য কোন প্রমাণও নাই। তাই বলিলেন—**অনিন্দ্রিয়েণাপি** ইত্যাদি।

মানেন পূরণ-দর্শনাৎ। "বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারত-পঞ্চমানি"ত্যাদৌ বেদগত-পঞ্চত্ব-সংখ্যায়া অবেদেনাপি মহাভারতেন পূরণ-দর্শনাৎ। "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ" ইত্যাদি-শ্রুত্যা মনসোঽ-নিন্দ্রিয়ত্বা-

---

(যজমান পঞ্চম যে ঋত্বিক্‌বর্গের) সেই ঋত্বিক্‌গণ ইড়া ভক্ষণ করিবে)—এই স্থলে অ-ঋত্বিক্ যজমানের দ্বারাও ঋত্বিক্-গত পঞ্চত্ব সংখ্যার পুরণ (হইতে) দেখা যায়। "বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারত-পঞ্চমান্" (অর্থাৎ মহাভারত পঞ্চম বেদগুলিকে পড়াইয়াছিলেন) ইত্যাদি-স্থলে অবেদ মহাভারতের দ্বারাও বেদগত পঞ্চত্ব সংখ্যার পুরণ দেখা যায় এবং "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থাঃ অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ" (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলি হইতে তাহার আরম্ভক অর্থগুলি পর (সূক্ষ্ম), সেই অর্থগুলি হইতে মনঃ (মনের আরম্ভক সূক্ষ্ম ভূত) সূক্ষ্মতর)—এই শ্রুতি-

বিবৃতি

মীমাংসা-দর্শনের তৃতীয়াধ্যায়ে 'স্বামি-সপ্তদশত্বাধিকরণে' মহর্ষি জৈমিনি ও শবর-স্বামী[১] যজমানকে ঋত্বিক্ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কুমারিল ভট্টও টুপ-টীকায়[২] এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং যজমানও ঋত্বিক্। ঋত্বিকের ইড়াভক্ষণের দ্বারা যদিও যজমানের ইড়াভক্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছে, 'যজমান-পঞ্চমাঃ' এইরূপ বলার কোনই আবশ্যকতা নাই, তথাপি বিশেষ নিয়মের জন্য 'যজমান-পঞ্চমাঃ' পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব পুর্বোক্ত নিয়ম ব্যভিচারী নহে। নৈয়ায়িকের এইরূপ আপত্তির সম্ভাবনায় ব্যভিচারের অন্য একটি স্থল দেখাইতে বলিলেন—**বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্**। মহাভারতং পঞ্চমং যেষাং বেদানাং, তান্ (মহাভারতটী পঞ্চম যে বেদসমূহের, সেই মহাভারতপঞ্চম বেদসমূহকে) এইরূপ বিগ্রহে বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন মহাভারত-পঞ্চম পদটী বেদের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। যদিও যজমানের ঋত্বিকৃত্ব বাক্যসিদ্ধ, তথাপি মহাভারতের বেদত্ব বাক্যসিদ্ধ নহে, লোকসিদ্ধও নহে। উহা ইতিহাস[৩] বলিয়া প্রসিদ্ধ। এস্থলে সেই অ-বেদ মহাভারতের দ্বারা যেমন বেদ-গত সংখ্যার পূরণ হইয়াছে। তদ্রূপ অনিন্দ্রিয় মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়-গত সংখ্যার পূরণ হইতে পারে। সুতরাং পূর্বোক্ত নিয়ম বা অনুমানটি এই স্থলে ব্যভিচারী। অতএব ইহা দ্বারা মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধি হয় না। পূর্বোক্ত গীতাবাক্যও মনের ইন্দ্রিয়ত্বে প্রমাণ নহে।

মনের ইন্দ্রিয়ত্বে কোন সাধক প্রমাণ নাই। ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি মনের ইন্দ্রিয়ত্বে বাধক প্রমাণ দেখাইতে বলিলেন—**ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা** ইত্যাদি।

১। "স্বামী এষাং সপ্তদশ স্যাৎ। কুতঃ? কর্ম-সামান্যাৎ। যজ্ঞে কর্ত্তার ঋত্বিজো ভবন্তি। যজ্ঞে 5 কর্ত্তা গৃহপতিঃ, তস্মাদ্ ঋত্বিক্"। শাবরভাষ্য ৩।৭।৩৮

২। স্বামিনস্তু যদ্যপি বরণং নাস্তি, তথাপ্যন্ত্যৎ সর্বমস্তীতি যুক্তমৃত্বিক্ত্বম্—টুপ্‌টীকা ৩।৭।৩৮

৩। "ভা-রা-শি-বি-ব্রাঃ পঞ্চৈতে ইতিহাসাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ"। "রামায়ণং ভারতঞ্চ তথা শিবরহস্যকম্। ব্রহ্মবিদ্যারহস্যঞ্চ ব্রহ্মবিদ্যাসুখো (শুভো) দয়ঃ॥ মা, গ, লাইব্রেরীর ক্যাটালগ্‌ধৃত বচন।

বগমাচ্ছ।, ন চৈবং মনসোঽনিন্দ্রিয়ত্বে সুখাদি-প্রত্যক্ষস্য সাক্ষাত্ত্বং ন

দ্বারা মনের অনিন্দ্রিয়ত্ব বোধ হইয়া থাকে। মনঃ এইরূপ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় না হইলে সুখাদি

বিবৃতি

যে পদার্থগুলি দ্বারা স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি আরব্ধ, সেই পদার্থগুলি ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে পর অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও মহৎ। সেই পদার্থগুলি হইতেও মনঃ অর্থাৎ মনের আরম্ভক ভূতসূক্ষ্ম পর অর্থাৎ সূক্ষ্মতর ও মহৎ—ইহাই শ্রুতির শ্রৌতার্থ। যদিও এই শ্রুতি বা অন্যান্য শ্রুতি সাক্ষাৎ মনকে অনিন্দ্রিয় বলেন নাই, তথাপি ইন্দ্রিয় ও মনের পৃথক্ নির্দেশবশতঃ মনকে অনিন্দ্রিয় বলিয়া বুঝা যায়। এইরূপ অন্যান্য শ্রুতি[১] ইন্দ্রিয়বর্গের উপদেশ করিয়া পরে মনের উপদেশ করায় বুঝা যায়—মন ইন্দ্রিয় নহে। মনের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদনের জন্য ইন্দ্রিয় হইতে মনের পৃথগ্‌ভাবে উপদেশ হইয়াছে, মনের অনিন্দ্রিয়ত্ব প্রতিপাদনের জন্য পৃথক্ উপদেশ হয় নাই, ইহা বলা যায় না; কারণ আত্মবোধ প্রকরণে মনের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদনে কোন উপযোগিতা নাই। বিশেষ, সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্য যদি পৃথক্ উপদেশের হেতু হইত, তবে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে উপদিষ্ট হইত। তাহা যখন হয় নাই, তখন বৈশিষ্ট্য পৃথক্ উপদেশের হেতু নহে; অনিন্দ্রিয়ত্বই পৃথক্ উপদেশের হেতু। সুতরাং অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় নহে।

মনঃ ইন্দ্রিয় নহে, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সম্প্রতি ইহাতে নৈয়ায়িক আপত্তি

টিপ্পনী

চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন গ্রহণীয় বিষয় আছে। মনের সেরূপ গ্রহণীয় কোন বিষয় নাই। সুখ, দুঃখ প্রভৃতি যাহা মনের বিষয় বলিয়া নৈয়ায়িক সমাজে প্রসিদ্ধ, বেদান্তী মতে সেগুলি মনের বিষয় নহে। উহা সাক্ষাৎ সাক্ষিজ্ঞানের বিষয়। সুতরাং মনের গ্রহণীয় বিষয় না থাকায় মনকে ইন্দ্রিয় বলা যায় না। আরও কথা, মনঃ যদি ইন্দ্রিয় হইত, তবে উহা চক্ষুঃ কর্ণাদির ন্যায় অন্য ইন্দ্রিয়ের সহকারী হইত না। উহা যখন অন্য ইন্দ্রিয়ের সহকারী। তখন উহা ইন্দ্রিয় নহে। বৌদ্ধ দিঙ্‌নাগও মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন নাই।[২] কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র ভামতীতে মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।[৩]

১। আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ"—কা, ১।৩।৩। "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ"—কা, ১।৩।১০। "এতস্মাজ্‌ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ"—মুণ্ডক ২।১।৩

২। "ন সুখাদি প্রমেয়ং বা মনো বাস্তীন্দ্রিয়ান্তরম্। অনিষেধাদুপাত্তঞ্চেদন্যেন্দ্রিয়রুতং বৃথা"—প্র, স, ১ পৃঃ

৩। তস্মান্নির্বিচিকিৎস-বাক্যার্থ-ভাবনা-পরিপাক-সহিতমন্তঃকরণং ত্বংপদার্থস্যাপরোক্ষস্য তত্তদুপাধ্যাকার-নিষেধেন তৎপদার্থতামনুভাবয়তীতি যুক্তম্—নি, ভা, ৫৭ পৃঃ। কল্পতরু পরিমলকার অপ্যয়দীক্ষিত শাব্দাপরোক্ষবাদ খণ্ডন পূর্বক "স্বাবিষয়-বিষয়ক-জ্ঞানাজন্য-জ্ঞানত্বং জ্ঞানাপারোক্ষ্যম্" এইরূপ প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিয়া মনের ইন্দ্রিয়ত্বই সমর্থন করিয়াছেন। কল্পতরু পরিমল—নিঃ ৫৬ পৃঃ

স্যাদিন্দ্রিয়াজন্যত্বাদিতি বাচ্যম্। ন হীন্দ্রিয়-জন্যত্বেন জ্ঞানস্য সাক্ষাত্ত্বম্, অনুমিত্যাদেরপি মনোজন্যতয়া সাক্ষাত্ত্বাপত্তেঃ, ঈশ্বরজ্ঞানস্যানিন্দ্রিয়-জন্যতয়া

প্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষত্ব না হউক; যেহেতু [উহাতে] ইন্দ্রিয়-জন্যত্ব নাই—ইহা বলিতে পার না; কারণ ইন্দ্রিয়-জন্যত্ব হেতু জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব নহে; যেহেতু অনুমিতি প্রভৃতি

বিবৃতি

করিতে বলিলেন—**ন চৈবং মনসোঽনিন্দ্রিয়ত্বে**। যে জ্ঞান ইন্দ্রিয় হইতে জন্মে, সেই জ্ঞানই আমাদের মতে প্রত্যক্ষ। বেদান্তীর মতে মনঃ ইন্দ্রিয় না হইলে মনোজন্য সুখ, দুঃখাদির জ্ঞান ইন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন না হওয়ায় প্রত্যক্ষ না হউক? তাহার হেতু বলিলেন—**ইন্দ্রিয়াজন্যত্বাৎ**। যেহেতু সুখ দুঃখাদির জ্ঞান ইন্দ্রিয়-জন্য নহে। সেই হেতু তাহাতে ইন্দ্রিয়-জন্যত্ব নাই। প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক ইন্দ্রিয়-জন্যত্ব না থাকায় উহাতে প্রত্যক্ষত্বও থাকিবে না, প্রত্যক্ষত্ব না থাকিলে উহা প্রত্যক্ষও হইবে না। অথচ ঐগুলি প্রত্যক্ষ। সুতরাং উহাতে প্রত্যক্ষত্ব ও তাহার প্রয়োজক ইন্দ্রিয়জন্যত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য। মনকে ইন্দ্রিয় বলিলেই উহাতে ইন্দ্রিয়-জন্যত্ব থাকে, নচেৎ নহে। অতএব মনঃ ইন্দ্রিয়।

নৈয়ায়িক এইভাবে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব উপপাদন করিলে সিদ্ধান্তী তাহার উত্তরে বলিলেন—**ন হীন্দ্রিয়জন্যত্বেন জ্ঞানস্য সাক্ষাত্ত্বম্**। ইন্দ্রিয়-জন্যত্ব নিবন্ধন জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব নহে অর্থাৎ প্রত্যক্ষত্বের প্রতি ইন্দ্রিয়-জন্যত্ব প্রয়োজক নহে। কেন প্রয়োজক নহে, তাহার উত্তরে বলিলেন—**অনুমিত্যাদেরপি** ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়জন্যত্ব প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক হইলে অনুমিতি প্রভৃতি জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হইবে। কেন এইরূপ আপত্তি হইবে, তদুত্তরে বলিলেন—**মনোজন্যতয়া**। মনঃ সমস্ত জ্ঞানের প্রতি কারণ বলিয়া সমস্ত জ্ঞানই মনোজন্য। মনঃ নৈয়ায়িক মতে ইন্দ্রিয়। সুতরাং অনুমিতি প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞান ইন্দ্রিয়জন্য হওয়ায় উহাতে ইন্দ্রিয়-জন্যত্ব থাকিবে। উহা থাকিলেই প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হইবে। অথচ অনুমিতি প্রভৃতি জ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে। অতএব প্রত্যক্ষত্বের প্রতি ইন্দ্রিয়-জন্যত্ব প্রয়োজক নহে।

ইন্দ্রিয়-জন্যত্ব প্রয়োজক না হইলেও ইন্দ্রিয়ত্বাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়জন্যত্ব[১] প্রয়োজক হইতে

১। চক্ষুঃ প্রভৃতি ছয়টি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের কারণ। তাই ছয়টী ইন্দ্রিয়ে প্রত্যক্ষের কারণতা আছে। আত্ম-মনঃ-সংযোগ প্রভৃতিতেও প্রত্যক্ষেব কারণতা আছে। কিন্তু ঐ কারণতাগুলি এক নহে; পরস্পর ভিন্ন। কারণতার আশ্রয় কারণের যে ভেদক ধর্মের দ্বারা কারণতাগুলি ভিন্ন হয়, সেই ভেদক ধর্মই কারণতার অবচ্ছেদক। ভেদক বা ব্যাবর্ত্তক ধর্মকেই অবচ্ছেদক বলে। উহার কারণতার সমানাধিকরণ। কারণতা যেখানে থাকে, সেইখানে সে থাকে; তদাপেক্ষা ন্যূনদেশে বা অধিক দেশে থাকে না। ইন্দ্রিয় ও মনঃ—উভয়ে প্রত্যক্ষের কারণতা আছে। মনে আবার অনুমিতি প্রভৃতিরও কারণতা আছে। মনোগত ঐ দুইটী কারণতার দুইটী ব্যাবর্ত্তক—মনস্ত্ব ও ইন্দ্রিয়ত্ব। মনোরূপ ইন্দ্রিয় গত ঐ কারণতা যখন মনস্ত্বের দ্বারা ভিন্ন হয়, তখন মনঃটি মনস্ত্বাবিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়। যখন ইন্দ্রিয়ত্বের দ্বারা ভিন্ন হয়, তখন মনঃটি ইন্দ্রিয়ত্বাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়। উহা মাত্র প্রত্যক্ষের হেতু। অনুমিত্যাদি তথাবিধ ইন্দ্রিয়-জন্য নহে বলিয়া উহাতে প্রত্যক্ষত্বের প্রসক্তি নাই।

সাক্ষাত্ত্বানাপত্তেশ্চ। সিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষত্ব-প্রয়োজকং কিমিতি চেৎ? কিং জ্ঞান-গতস্য প্রত্যক্ষত্বস্য প্রয়োজকং পৃচ্ছসি, কিংবা বিষয়গতস্য? আদ্যে

জ্ঞানের মনোরূপ ইন্দ্রিয়জন্যত্ব হেতু প্রত্যক্ষত্বের প্রসক্তি হইবে এবং ঈশ্বর জ্ঞানে ইন্দ্রিয়-জন্যত্ব নাই বলিয়া প্রত্যক্ষত্বাভাবের প্রসক্তি হইবে।

[তবে] অদ্বৈতসিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক কি? এই যদি প্রশ্ন করি। জ্ঞান-গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক কি, জিজ্ঞাসা করিতেছ অথবা বিষয়-গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক

বিবৃতি

পারে। যে জ্ঞানের প্রতি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়ত্বরূপেই হেতু, চক্ষুষ্ট্বাদিরূপে নহে। সেই জ্ঞান ইন্দ্রিয়ত্বাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়জন্য বলিয়া উহাতে ইন্দ্রিত্বাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়জন্যত্ব থাকে। অনুমিতি প্রভৃতির প্রতি মনঃ মনস্ত্বরূপে হেতু হইলেও ইন্দ্রিয়ত্বরূপে হেতু নহে। এজন্য উহাতে মনস্ত্বাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়-জন্যত্ব থাকিলেও ইন্দ্রিয়ত্বাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়-জন্যত্ব নাই। অতএব অনুমিতি প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হইবে না। তাই প্রকারান্তরে আপত্তি দেখাইতে বলিলেন—**ঈশ্বরজ্ঞানস্য**। ইন্দ্রিয়ত্বাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়-জন্যত্বকে প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক বলিলে ঈশ্বর জ্ঞানে প্রত্যক্ষত্বাভাবের আপত্তি হইবে অর্থাৎ ঈশ্বরের জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইবে না। নৈয়ায়িকমতে ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য, জন্য নহে। উহাতে সামান্যতঃ জন্যত্বই নাই। যেখানে জন্যত্বই নাই, সুতরাং সেখানে ইন্দ্রিয়ত্বাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়জন্যত্বও নাই। প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক ইন্দ্রিয়ত্বাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়ত্ব-জন্যত্ব না থাকিলে প্রত্যক্ষত্ব থাকিতে পারে না। অথচ উহাতে প্রত্যক্ষত্ব আছে। অতএব ইন্দ্রিয়ত্বাবচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়-জন্যত্বও প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক নহে।

যদি ইন্দ্রিয়-জন্যত্ব প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক না হয়, তবে প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক কি? ইহা জানিতে নৈয়ায়িক প্রশ্ন করিলেন—**সিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষত্বপ্রয়োজকং কিম্?** প্রত্যক্ষত্ব যাহাতে থাকে, তাহাই প্রত্যক্ষ। প্রমাণে, জ্ঞানে ও বিষয়ে প্রত্যক্ষত্ব থাকে বলিয়া এই তিনটিতে যথাক্রমে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ বিষয়—এইরূপ প্রত্যক্ষ ব্যবহার হয়। প্রমাণে যে প্রত্যক্ষত্ব, তাহা প্রমাণগত প্রত্যক্ষত্ব, জ্ঞানে যে প্রত্যক্ষত্ব, তাহা জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্ব। বিষয়ে যে প্রত্যক্ষত্ব, তাহা বিষয়গত প্রত্যক্ষত্ব। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ-প্রমা-করণত্বই প্রমাণগত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক, ইহা সকলেই জানে। এজন্য প্রমাণ-গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক কি? এই জিজ্ঞাসা হইতে পারে না। তবে জ্ঞানগত ও বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক কি? এই জিজ্ঞাসা হইতে পারে। এই মনে করিয়া সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—**কিং জ্ঞানগতস্য প্রত্যক্ষত্বস্য** ইত্যাদি।

ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-জন্য জ্ঞান, ব্যাপ্তির জ্ঞান-জন্য জ্ঞান, সাদৃশ্যের জ্ঞান-জন্য জ্ঞান, পদের জ্ঞান-জন্য জ্ঞান—এইরূপ বহু প্রকার জ্ঞান আছে। তন্মধ্যে কেবল ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-জন্য জ্ঞানেই প্রত্যক্ষত্ব থাকে। অন্য কোন জ্ঞানে প্রত্যক্ষত্ব থাকে না। কেন

প্রমাণ-চৈতন্যস্য বিষয়াবচ্ছিন্ন-চৈতন্যাভেদ ইতি ব্রূমঃ। তথাহি—ত্রিবিধং

কি, জিজ্ঞাসা করিতেছ ? প্রথমপক্ষে প্রমাণ চৈতন্য-গত বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভেদকে [জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক] বলি। তাহা এইরূপ :—চৈতন্য তিন প্রকার—

বিবৃতি

থাকে না, এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে। এইরূপ প্রতি জ্ঞানের এক একটী বিষয় আছে। তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়েই প্রত্যক্ষত্ব থাকে। অন্য কোন জ্ঞানের বিষয়ে প্রত্যক্ষত্ব থাকে না। কেন থাকে না, এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে।

প্রত্যক্ষ প্রমার করণ হইলেই ঐ করণটি যেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়, তদ্রূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইলেই ঐ বিষয়টী প্রত্যক্ষ হয়। প্রত্যক্ষ প্রমা-করণত্বটী যেমন প্রমাণগত প্রত্যক্ষত্বের প্রযোজক ; তদ্রূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান বিষয়ত্বই বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক, ইহা তো সর্বজন-বিদিত। সুতরাং বিষয়-গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক কি ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে না। একমাত্র জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক কি ? এই জিজ্ঞাসা হইতে পারে—এইরূপ মনে করা উচিত নহে, কারণ প্রত্যভিজ্ঞা প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়াও তত্তাংশ প্রত্যক্ষ হয় নাই ; প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় না হইয়াও সাক্ষী[১] প্রত্যক্ষ হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইলেই বিষয়টি প্রত্যক্ষ হয় না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিষয়ত্বই বিষয়-গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক—এইরূপ নিয়ম নাই। অতএব বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক কি ? এই জিজ্ঞাসা হইতে পারে।

এই দুই প্রকার জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া সিদ্ধান্তী নৈয়ায়িককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তুমি কি জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক জিজ্ঞাসা করিতেছ অথবা বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক জিজ্ঞাসা করিতেছ ?

দুই প্রকার জিজ্ঞাসা হইতে পারে বুঝিয়া নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক কি ? সিদ্ধান্তী তদুত্তরে বলিলেন—**আদ্যে প্রমাণ-চৈতন্যস্য বিষয়াবচ্ছিন্নচৈতন্যাভেদঃ**। জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্বের প্রতি প্রমাণ চৈতন্য-গত বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভেদই প্রয়োজক।

১। অদ্বৈত বেদান্তীর মতে অন্তঃকরণোপহিত চৈতন্যকে সাক্ষী বলে। উহা সর্বদা প্রকাশমান প্রত্যক্ষ স্বরূপ। ঐ সাক্ষী ঘটাদির ন্যায় কোন জ্ঞানের বিষয় হইয়া প্রকাশিত হয় না। যদি হইত, তবে উহা ঘটাদির ন্যায় জড় হইত এবং যতক্ষণ সাক্ষীর প্রকাশক জ্ঞানের আবির্ভাব না হইত, ততক্ষণ উহা অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া অপ্রকাশমান থাকিত। যতক্ষণ অপ্রকাশমান থাকিত, ততক্ষণ উহা কাহারও প্রকাশক হইত না। যে নিজে অপ্রকাশমান, সে অন্যকে প্রকাশ করিতে পারে না। যে জ্ঞানের দ্বারা সাক্ষী প্রকাশমান হইয়া অন্যকে প্রকাশ করিবে, সেই প্রকাশক জ্ঞানটীকেও সাক্ষীর ন্যায় অন্য জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশমান হইতে হইবে। নচেৎ সে সাক্ষীকে প্রকাশ করিতে পারিবে না। এইরূপ জ্ঞানের প্রকাশক অন্য জ্ঞানটীকেও অন্যের দ্বারা প্রকাশমান হইতে হইবে। তাহা হইলে অপ্রামাণিক অনবস্থা হইবে। উহা স্বীকার্য্য নহে। তাই সাক্ষী স্বপ্রকাশ, কোন জ্ঞানের বিষয় নহে।

চৈতন্যং বিষয়-চৈতন্যং প্রমাণচৈতন্যং প্রমাতৃ-চৈতন্যঞ্চেতি। তত্র ঘটাদ্যবচ্ছিন্নং চৈতন্যং বিষয়-চৈতন্যম্, অন্তঃকরণ-বৃত্ত্যবচ্ছিন্নং চৈতন্যং প্রমাণ-চৈতন্যম্,

---

বিষয়-চৈতন্য, প্রমাণ-চৈতন্য ও প্রমাতৃ-চৈতন্য। এই তিন প্রকার চৈতন্যের মধ্যে ঘটাদি বিষয়ের দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য হইতেছে বিষয়-চৈতন্য। অন্তঃকরণ বৃত্তি

টিপ্পনী

বস্তুতঃ প্রমাণ-চৈতন্যের সহিত বিষয়-চৈতন্যের অভেদ প্রত্যক্ষ প্রমা-গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক হইলেও ভ্রমজ্ঞান-গত বা সুখাদি জ্ঞান-গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক নহে। কারণ সে স্থলে প্রমাণ চৈতন্যের সহিত বিষয়চৈতন্যের অভেদ সম্ভব নহে। কেননা সেই সকল স্থলে সেই সেই বিষয়ে কেবল অবিদ্যা বৃত্তি উৎপন্ন হয়, কোন প্রমাণ বৃত্তি উৎপন্ন হয় না। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক হইতেছে—বৃত্তি চৈতন্যের সহিত বিষয়-চৈতন্যের অভেদ। প্রমাপ্রত্যক্ষ স্থলে প্রমাণ চৈতন্যের সহিত এবং ভ্রম প্রত্যক্ষ বা সুখাদির প্রত্যক্ষ স্থলে অবিদ্যাবৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিত বিষয় চৈতন্যের অভেদ হওয়ায় উভয় স্থলেই বৃত্তি চৈতন্যের সহিত বিষয় চৈতন্যের অভেদ হইয়া থাকে।

বিবৃতি

প্রমা প্রত্যক্ষ-গত প্রত্যক্ষত্বের প্রতি প্রমাণ চৈতন্য-গত বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভেদকে প্রয়োজক বলা হইয়াছে। কিন্তু "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইত্যাদি শ্রুতি চৈতন্যকে এক বলিয়াছেন এবং চৈতন্যে স্বগত ভেদ; সজাতীয় ভেদ ও বিজাতীয়ভেদ[১] নাই, ইহাও বলিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে ঐ প্রমাণ চৈতন্য ও বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য কি? কিরূপেই বা তাহাদের অভেদ হয়, তাহা বুঝিতে হইবে। তাই সিদ্ধান্তী প্রথমে চৈতন্যের বিভাগ দেখাইতে বলিলেন—**ত্রিবিধং চৈতন্যম্**।

অদ্বৈত বেদান্তীর মতে চৈতন্য তিন প্রকার—বিষয়-চৈতন্য, প্রমাণ-চৈতন্য ও প্রমাতৃ-চৈতন্য। যদিও ঐ মতে চৈতন্য এক, স্বভাবতঃ উহাতে কোনরূপ ভেদ নাই। তথাপি ভিন্ন ভিন্ন উপাধিগুলি চৈতন্যে অভেদে অধ্যস্ত হইলে ঐ চৈতন্য আকাশের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রতীত ও ব্যবহৃত হয়। আকাশের উপাধি গৃহ ও ঘটাদি বিনষ্ট হইলে যেমন আকাশ এক হইয়া যায়, আকাশের মধ্যে কোনরূপ ভেদ থাকে না। তদ্রূপ চৈতন্যের উপাধিগুলি বিনষ্ট হইলে চৈতন্য এক হইয়া যায়, চৈতন্যে আর কোনরূপ ভেদ থাকে না। আকাশে গৃহ বা ঘটাদি উপাধির সম্বন্ধ হইলে "এইটী গৃহাকাশ",

১। অবিদ্যানবন্ধন ব্রহ্মচৈতন্যে যে জড়ের ভেদ প্রতীয়মান হয়, তাহা বিজাতীয় ভেদ, প্রমাতৃচৈতন্যের যে ভেদ প্রতীত হয়, তাহা সজাতীয় ভেদ; আনন্দাদি ধর্মের যে ভেদ বোধ হয়, তাহা স্বগতভেদ। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই শ্রুতির একপদ, এবকার ও অদ্বিতীয়-পদের দ্বারা এই তিনটি ভেদ নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাই প্রাচীনগণ বলেন—"বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদো পত্র-পুষ্প-ফলাদিভিঃ। বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ। তথা সদ্বস্তুনো ভেদত্রয়ং প্রাপ্তং নিবার্য্যতে। একাবধারণাদ্বৈত-প্রতিষেধৈস্ত্রিভিঃ ক্রমাৎ॥"

অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নং চৈতন্যং প্রমাতৃ-চৈতন্যম্। তত্র যথা তড়াগোদকং ছিদ্রা-

দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য হইতেছে প্রমাণ চৈতন্য, অন্তকরণের দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য হইতেছে প্রমাতৃ-চৈতন্য। তন্মধ্যে তড়াগের জল যেমন ছিদ্র হইতে নির্গত হইয়া

বিবৃতি

"এইটী ঘটাকাশ" এইরূপে আকাশে যে ভেদ প্রতীত হয়, তাহা যেমন কল্পিত। তদ্রূপ চৈতন্যে অন্তঃকরণ প্রভৃতি উপাধির সম্বন্ধ হইলে "এইটী অন্তঃকরণ চৈতন্য" "এইটি বৃত্তি চৈতন্য" ইত্যাদিরূপে চৈতন্যে যে ভেদ প্রতীত হয়, তাহাও কল্পিত, বাস্তব নহে। যে বস্তু চৈতন্যে সম্বদ্ধ হইয়া নিজ ধর্মের আরোপ করিয়া চৈতন্যে ভেদ সৃষ্টি করে, তাহাই চৈতন্যের উপাধি বা অবচ্ছেদক। রঙ্গের অজ্ঞান দূরবর্ত্তী রঙ্গের বিশেষাংশ রঙ্গত্বকে আবৃত করিয়া দোষের দ্বারা বিক্ষুব্ধ (বিষম) হইয়া রজতরূপে পরিণত হইয়া রঙ্গের সামান্যাংশে (ইদং অংশে) অভেদে আশ্রিত হইলে ঐ রঙ্গ যেমন রঙ্গরূপে প্রকাশমান না হইয়া রজত-রূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। তদ্রূপ বিশ্বব্যাপক অজ্ঞান চৈতন্যকে আবৃত করিয়া অংশতঃ মৃত্তিকাদিক্রমে বা কপালাদিক্রমে ঘটাদিরূপে পরিণত হইয়া ঐ চৈতন্যে অভেদে আশ্রিত হইলে ঐ চৈতন্য চৈতন্যরূপে প্রকাশমান না হইয়া ঘটাদি বিষয়রূপেই প্রকাশিত হইতে থাকে। যখন ঐ অজ্ঞানের পরিণাম ঘট, পট প্রভৃতি বিষয়গুলি চৈতন্যে অভেদে আশ্রিত হইয়া ঐ চৈতন্যের উপাধি বা অবচ্ছেদক হইয়া ঐ এক চৈতন্যকে ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, পটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য—এইরূপে পৃথক্ করে, তখন ঐ ঘটসম্বদ্ধ চৈতন্যই ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, ঘট-চৈতন্য বা ঘট নামে এবং পট-সম্বদ্ধ চৈতন্যই পটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, পট চৈতন্য বা পট নামে ব্যবহৃত হয়। ঐ ঘট, পট প্রভৃতি বিষয়ের সহিত অভেদে অধ্যস্ত অভিন্ন চৈতন্যই বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য, বিষয় চৈতন্য বা বিষয়। এইরূপ অন্তঃকরণ-বৃত্তি ঐ অজ্ঞানাবৃত চৈতন্যে অভেদে আশ্রিত হইলে অন্তঃকরণ-বৃত্তির সহিত অভিন্ন ঐ চৈতন্য অন্তঃকরণ-বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য, প্রমাণ চৈতন্য বা প্রমাণ নামে ব্যবহৃত হয়। এইরূপ অন্তঃকরণ অজ্ঞানাবৃত চৈতন্যে অভেদে আশ্রিত হইলে অন্তঃকরণ বৃত্তির সহিত অভিন্ন ঐ চৈতন্য অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, প্রমাতৃচৈতন্য, প্রমাতা বা অহং নামে ব্যবহৃত হয়। অজ্ঞানের যে যে কার্য্যের সহিত চৈতন্য ঐ ভাবে অভিন্ন হয়, সেই চৈতন্য তদবচ্ছিন্ন চৈতন্য নামে ব্যবহৃত হয় এবং ঐ কার্য্য চৈতন্যের উপাধি হয়।

অন্তঃকরণবৃত্তি না বুঝিলে অন্তঃকরণ বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য বুঝা যায় না। এইজন্য প্রথমে অন্তঃকরণবৃত্তি নিরূপণ করিতে বলিলেন—**তত্র যথা তড়াগোদকং** ইত্যাদি। জল যখন জলাশয়ের মধ্যে থাকে, তখন সেই জল জলাশয়ের আকার প্রাপ্ত হইয়া জলাশয়ে থাকে। আবার ঐ জলাশয়ের জল যখন নালার মধ্য দিয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন ঐ জল ক্ষেত্রের আকার প্রাপ্ত হয়। ক্ষেত্রের যে আকার, জলেরও সেই আকার হইয়া

র্নির্গত্য কুল্যাত্মনা কেদারান্ প্রবিশ্য তদ্বদেব চতুষ্কোণাদ্যাকারং ভবতি। তথা তৈজসমন্তঃকরণমপি চক্ষুরাদি দ্বারা নির্গত্য ঘটাদি-বিষয়-দেশং গত্বা ঘটাদি-বিষয়াকারেণ পরিণমতে। স এব পরিণামো বৃত্তিরিত্যুচ্যতে। অনুমিত্যাদি-

---

কুল্যার আকারে কুল্যার মধ্য দিয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ক্ষেত্রের ন্যায় চতুষ্কোণাকার বা ত্রিকোণাকার হয়, তদ্রূপ তৈজস অন্তকরণও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নির্গত হইয়া ঘটাদি বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া ঘটাদি বিষয়ের আকারে পরিণত হয়। [অন্তঃকরণের] সেই বিষয়াকার পরিণামই বৃত্তি বলিয়া কথিত হয়। অনুমিতি প্রভৃতি স্থলে কিন্তু অনুমেয়

বিবৃতি

থাকে। তদ্রূপ তৈজস অন্তঃকরণ যখন শরীরের মধ্যে থাকে, তখন ঐ অন্তঃকরণ শরীরের আকারেই শরীরের মধ্যে থাকে। ঐ অন্তঃকরণের কোন অংশ যখন দীর্ঘপ্রভার আকারে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া বিষয় দেশে গমন করিয়া বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ হয়, তখন শরীরের মধ্যবর্তী ঐ অন্তঃকরণাংশ মুষানিক্ষিপ্ত গলিত ধাতুর মুষাকার প্রাপ্তির ন্যায় বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়, বিষয়েব যে আকার, অন্তঃকরণেরও সেই আকার প্রাপ্তি হয়, অন্তঃকরণের এই যে বিষয়াকার পরিণাম, উহাই অন্তঃকরণবৃত্তি।

যদিও রূপ, রসাদি গুণ ; গমন, ভোজন প্রভৃতি কর্ম ; ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি সামান্যের নিজস্ব কোন আকার নাই। তথাপি উহাদের দ্রব্য হইতে অত্যন্ত ভেদ নাই বলিয়া দ্রব্যের আকারই উহাদের আকার। উহারা সম্পূর্ণ নিরাকার নহে। স্থতরাং অন্তঃকরণের দ্রব্যাকার বৃত্তির ন্যায় গুণাকার বা কর্মাকার বৃত্তি হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে শরীরান্তর্গত অন্তঃকরণের অস্তিত্বাদি ব্যবহারের প্রতিবন্ধক অজ্ঞানের নিবৃত্তিযোগ্য অবস্থাবিশেষই বৃত্তি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিষয় অজ্ঞানাবৃত থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত "বিষয় আছে, বিষয় দেখা যাইতেছে" এইরূপ বিষয়ের অস্তিত্বাদি ব্যবহার হয় না। স্থতরাং ঐ অজ্ঞান অস্তিত্বাদি ব্যবহারের প্রতিবন্ধক। অন্তঃকরণ-সম্বদ্ধ ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলেই অন্তঃ-করণের এমন একটি অবস্থা জন্মে, যাহাতে ঐ বিষয়ের অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় এবং "বিষয় আছে" এইরূপ অস্তিত্বাদি ব্যবহারও জন্মে। স্থতরাং অন্তঃকরণের ঐ অবস্থা হইতেছে আস্তত্বাদি ব্যবহারের প্রতিবন্ধক অজ্ঞানের নিবৃত্তি যোগ্য অবস্থা। ঐ অবস্থাবিশেষই বৃত্তি। অন্তঃকরণের যে অবস্থা দ্বারা যে বিষয়ের অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া অস্তিত্বাদি ব্যবহার জন্মে, অন্তঃকরণের ঐ অবস্থাই ঐ বিষয়ক বৃত্তি বা ঐ বিষয়াকার বৃত্তি। ইহা আচার্য্য মধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধিতে (নি, ৪৮৩ পৃঃ) বলিয়াছেন। স্থতরাং গুণাদির বা অতীত অনাগতাদির আকার না থাকিলেও তদাকার বৃত্তি হইতে পারে।

অন্তঃকরণের পরিণামবিশেষ বা অবস্থাবিশেষই বৃত্তি। এই বৃত্তি দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যই প্রমাণ চৈতন্য। প্রত্যক্ষস্থলে প্রমাণ চৈতন্যের সহিত বিষয় চৈতন্যের অভেদ হয়,

স্থলে তু নান্তঃকরণস্য বহ্ন্যাদি-দেশ-গমনম্, বহ্ন্যাদেশ্চক্ষুরাদ্যসন্নিকর্ষাৎ। তথা চায়ং ঘট ইত্যাদি-প্রত্যক্ষ-স্থলে ঘটাদেস্তদাকার-বৃত্তেশ্চ বহিরেকত্র দেশে

বহ্নি প্রভৃতির সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের অভাবহেতু অন্তঃকরণের বহ্ন্যাদি বিষয় দেশে গতি নাই। তাহা হইলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্তঃকরণ বৃত্তির বহির্গমন হইলে "অয়ং ঘটঃ" (এইটী ঘট) ইত্যাদি প্রত্যক্ষ স্থলে ঘটাদি বিষয় ও তদাকার বৃত্তির

বিবৃতি

পরোক্ষস্থলে হয় না। কেন হয় না, তাহার কারণ নির্দেশ করিতে বলিলেন—**অনু-মিত্যাদিস্থলে তু** ইত্যাদি। প্রমাণ চৈতন্যের সহিত বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভেদের প্রয়োজক—প্রমাণ চৈতন্যের উপাধি বৃত্তি ও বিষয় চৈতন্যের উপাধি বিষয়ের একদেশস্থত্ব বা একদেশে অবস্থান। বৃত্তি ও বিষয়ের এই একদেশ-স্থিতি বৃত্তির বহির্গমন (বিষয়দেশে গমন) ব্যতীত উপপন্ন হয় না। এইজন্য বিষয়াকার বৃত্তির বিষয়দেশে গমন আবশ্যক।

আরও কথা—যজ্ঞদত্তের ঘট-বিষয়ক জ্ঞান হইলে যজ্ঞদত্তের ঘট-বিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়; অন্য বিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না, অন্য ব্যক্তিরও অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে—জ্ঞান ও অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় এক হইলেই জ্ঞান অজ্ঞানকে নিবৃত্তি করে, নচেৎ করে না। বিষয়-গত বিষয়-বিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক জ্ঞান যদি বিষয়-গত ও বিষয়-বিষয়ক না হয়, তবে ঐ জ্ঞান বিষয়-গত অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইবে না। অন্তঃকরণ-গত বিষয়াকার বা বিষয়-বিষয়ক বৃত্তির বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ না হইলে উহা বিষয়-গত হইবে না। বৃত্তির বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ বৃত্তির বিষয়দেশে গমন ব্যতীত উপপন্ন হয় না। তাই বৃত্তির বিষয়দেশে গমন আবশ্যক। অনুমিত্যাদি জ্ঞান স্থলে বৃত্তি বিষয়দেশে গমন করে না। কেন করে না? তাহার উত্তরে বলিলেন—**বহ্ন্যাদে-শ্চক্ষুরাদ্যসন্নিকর্ষাৎ**। বৃত্তির বহির্গমনের হেতু হইতেছে—অন্তঃকরণ সংযুক্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ। অনুমিত্যাদি পরোক্ষ জ্ঞান স্থলে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ না থাকায় বৃত্তির বহির্গমনের ঐ হেতু অন্তঃকরণ সংযুক্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া বৃত্তি বহির্দেশে নির্গত হয় না। প্রত্যক্ষস্থলে অন্তঃকরণসংযুক্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ থাকে বলিয়া বৃত্তি বহির্গত হয়।

বৃত্তি বহির্গত হইলে প্রমাণ চৈতন্যের সহিত বিষয় চৈতন্যের অভেদ কিরূপে হয়, তাহা প্রকাশ করিতে বলিলেন—**তথাচায়ং ঘট** ইত্যাদি। আকাশের উপাধি গৃহ ও ঘট ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিলে ঐ আকাশ গৃহাকাশ ও ঘটাকাশরূপে দুইটী আকাশ বলিয়া ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ঐ ঘটকে গৃহের মধ্যে আনিলে ঐ ঘটাকাশটী গৃহাকাশের অন্তর্গত হইয়া গৃহাকাশের সহিত এক হইয়া যায়, পূর্বের ন্যায় ভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয় না। এইরূপ চৈতন্যের উপাধিগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশে থাকিলে ঐ উপাধিগুলি চৈতন্যে ভেদ কল্পনা

সমবধানাৎ তদুভয়াবচ্ছিন্নং চৈতন্যমেকমেব, বিভাজকয়োরপ্যন্তঃকরণ-বৃত্তি-ঘটাদি-বিষয়য়োরেকদেশস্থত্বেন ভেদাজনকত্বাৎ। অত এব মঠান্তবর্ত্তি-ঘটাবচ্ছিন্নাকাশো ন মঠাবচ্ছিন্নাকাশাদ্ ভিদ্যতে। তথা চায়ং ঘট ইতি প্রত্যক্ষ-স্থলে ঘটাকার-বৃত্তের্ঘট-সংযোগিতয়া ঘটাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যস্য তদ্বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-

---

একত্র বহির্দেশে সহাবস্থান হেতু তদুভয়ের দ্বারা অর্থাৎ ঘটাদি বিষয়ের দ্বারা ও তদাকার বৃত্তি দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য একই হয়; [কেন এক হয়?] যেহেতু চৈতন্যের বিভাজক (ভেদক উপাধি) অন্তকরণ-বৃত্তি ও ঘটাদি বিষয়ের একদেশস্থত্ব হেতু ভেদজনকত্ব নাই। এইজন্যই অর্থাৎ একদেশস্থ উপাধিদ্বয় অভেদ ব্যবহারের প্রয়োজক হয় বলিয়াই মঠের অন্তর্বর্ত্তী ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশটি মঠাবচ্ছিন্ন আকাশ হইতে ভিন্ন হয় না। তাহা হইলে "অয়ং ঘট" এই প্রত্যক্ষ স্থলে ঘটাকার বৃত্তির ঘটের সহিত সংযোগ হেতু ঘটা-

বিবৃতি

করিয়া ভেদ ব্যবহারের হেতু হয়। কিন্তু ঐ উপাধিগুলি এক স্থানে অবস্থিত হইলে চৈতন্যকে পূর্ব্বের ন্যায় ভিন্ন করে না বা চৈতন্যে ভেদ ব্যবহারের হেতু হয় না। চৈতন্যে ভেদ ব্যবহারের হেতু হইতেছে—উপাধির ভিন্ন-দেশতা বা ভিন্ন দেশে অবস্থিতি। অন্তঃ-করণ, বৃত্তি ও বিষয়—এই তিনটি চৈতন্যোপাধি যখন ভিন্ন ভিন্ন দেশে থাকে, তখন ঐ উপাধিগুলি চৈতন্যকে ভিন্ন করিয়া প্রমাতৃ-চৈতন্য, প্রমাণ-চৈতন্য ও বিষয়-চৈতন্য নামে ভেদ ব্যবহারের হেতু হয়। কিন্তু উহারা যখন এক দেশে অবস্থিত হয়; তখন চৈতন্যের মধ্যে ভেদ বা ভেদ ব্যবহার হয় না। পরন্তু তখন চৈতন্যে অভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে। চৈতন্যে এই অভেদ ব্যবহারের হেতু হইতেছে—উপাধির একদেশস্থত্ব। যদিও মঠান্তর্বর্ত্তী ঘটাকাশ স্থলে ঘট ও মঠরূপ উপাধিদ্বয়ের একদেশস্থত্ব নাই। কারণ ঘটটী মঠে থাকিয়া মঠদেশস্থ হইলেও মঠটী মঠদেশে থাকে না, অন্য দেশে থাকে, তথাপি একদেশস্থত্ব শব্দে উপাধি দুইটির উপাধি দুইটি অপেক্ষা অন্য দেশস্থত্বের অভাবই বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। এস্থলে ঘট ও মঠরূপ উপাধি দুইটীর মধ্যে মঠরূপ উপাধিটী উপাধি অপেক্ষা অন্যদেশস্থ হইলেও ঘটরূপ উপাধিটী উপাধি অপেক্ষা অন্যদেশস্থ নহে। উহা মঠরূপ উপাধিদেশস্থ। সুতরাং উক্ত উপাধি দুইটির উপাধি দুইটি অপেক্ষা অন্যদেশস্থত্ব না থাকায় ঘটাকাশটি মঠাকাশ হইতে ভিন্ন হয় না।

অয়ং ঘটঃ (এইটি ঘট) ইত্যাদি প্রত্যক্ষ স্থলে ঘটাকার বৃত্তি ইন্দ্রিয় দ্বারা নির্গত হইয়া ঘটে সম্বদ্ধ হইলে বিভেদ-জনক চৈতন্যের উপাধি ঐ বৃত্তি ও ঘট ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত না হইয়া এক ঘটদেশে (কপালাদিতে) অবস্থিত হওয়ায় ঐ দুইটী উপাধি (ঘটাকার বৃত্তি ও ঘট) চৈতন্যকে অর্থাৎ ঘটাকারবৃত্তি দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে ভিন্ন করে না। তখন প্রমাণ-চৈতন্য ও বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য (ঘটাকার বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন

চৈতন্যস্য চাভিন্নতয়া তত্র ঘট-জ্ঞানস্য ঘটাংশে প্রত্যক্ষত্বম্। সুখ-দুঃখাদ্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যস্য তদ্বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যস্য চ নিয়মেনৈকদেশ-স্থিতোপাধি-দ্বয়াবচ্ছিন্ন-

বচ্ছিন্ন চৈতন্য ও তদাকার বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভিন্নত্ব নিবন্ধন সে স্থলে ঘটের জ্ঞানটি ঘট-বিষয়ক অংশে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সুখাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও তদাকার বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন

বিবৃতি

ও ঘটাবচ্ছিন্ন চৈতন্য) এক হইয়া যায়। সুতরাং 'অয়ং ঘট' ইত্যাকার জ্ঞান স্থলে প্রমাণ-চৈতন্য ও বিষয়চৈতন্যের অভেদ হওয়ায় ঘটবিষয়ক জ্ঞানটী ঘটবিষয়কাংশে প্রত্যক্ষ হয়।

অনুমিতি প্রভৃতি স্থলে অনুমিতি, উপমিতি প্রভৃতি জ্ঞান ব্যক্তিগুলি সদাই সাক্ষীর সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষরূপে, অনুমিতি অনুমিতিরূপে প্রত্যক্ষ হইলেও অনুমিতি, উপমিতি প্রভৃতির বিষয়গুলি সাক্ষীর সহিত সম্বদ্ধ না হওয়ায় প্রত্যক্ষ নহে। এজন্য বহ্ন্যাদি বিষয়ের অনুমিতি, উপমিতি প্রভৃতি জ্ঞান ব্যক্তিগুলি সাক্ষীর নিকট স্বাংশে (নিজে) প্রত্যক্ষ হইলেও বহ্ন্যাদি-বিষয়কাংশে প্রত্যক্ষ নহে। প্রত্যক্ষস্থলে কিন্তু জ্ঞানের বিষয়টী সাক্ষি-চৈতন্যের সহিত সম্বদ্ধ বলিযা প্রত্যক্ষ জ্ঞানটী যেমন প্রত্যক্ষ; সেইরূপ তাহার বিষয়টিও প্রত্যক্ষ। তাই ঘটাংশে অর্থাৎ ঘট বিষয়ক অংশে জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে।

বাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ স্থলে বাহ্য বিষয়গুলি বহির্দেশে থাকে, বাহ্য বিষয়াকার বৃত্তি অন্তঃকরণে থাকে। তাই বাহ্য বিষয ও তদাকার বৃত্তি সর্বদা এক-দেশস্থ নহে। যখন বাহ্যাকার বৃত্তি ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া বহির্গত হইয়া বাহ্য বিষয়ে সংযুক্ত হয়, তখনই ঐ দুইটী উপাধি এক-দেশস্থ হয়। যখন উপাধি দুইটী এক-দেশস্থ হয়, তখনই বাহ্য বিষয়ের জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ হয, অন্য সময়ে ঐ এক-দেশস্থত্ব নাই বলিয়া প্রত্যক্ষ হয না। সুতরাং চৈতন্যের উপাধি বৃত্তি ও বিষয়ের এক-দেশস্থত্ব নির্বাহেব জন্য বৃত্তির বহির্গমন আবশ্যক। আন্তর বস্তু বা প্রাতিভাসিক বস্তুর প্রত্যক্ষ স্থলে চৈতন্যের উপাধি বৃত্তি ও বিষব সর্বদাই একদেশে অবস্থিত। এজন্য সে স্থলে বৃত্তির ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্গমন অপেক্ষিত (আবশ্যক) নহে। সেস্থলে উপাধিগুলি সর্বদাই একদেশস্থ বলিয়া উপধেয় বৃত্তি-চৈতন্য ও বিষয়ের-চৈতন্যের সর্বদা অভেদ আছে। এই অভেদ সর্বদাই আছে বলিয়া স্বকীয় আন্তর সুখ, দুঃখাদি বস্তু ও প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদি বস্তুব জ্ঞান সর্বদাই প্রত্যক্ষ, কখনও পরোক্ষ হয় না। ইহা একটি উদাহরণের দ্বারা প্রকাশ করিতে বলিলেন—**সুখদুঃখাদ্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যস্য** ইত্যাদি।

অহং সুখী, অহং দুঃখী ইত্যাকার অন্তকরণ ধর্মের প্রত্যক্ষ স্থলে চৈতন্যের উপাধি সুখ ও সুখাকার বৃত্তি, দুঃখ বা দুঃখাকার বৃত্তি একসঙ্গে উৎপন্ন হইয়া সর্বদাই এক অন্তঃকরণে থাকে। উপাধিগুলি সর্বদাই একদেশে অবস্থিত হইলে উপধেয় চৈতন্যের

স্বান্তিয়মেনাহং সুখীত্যাদি-জ্ঞানস্য প্রত্যক্ষত্বম্। নন্বেবং স্ববৃত্তি-সুখাদি-স্মরণস্যাপি সুখাদ্যংশে প্রত্যক্ষত্বাপত্তিরিতি চেৎ, ন; তত্র স্মর্য্যমাণ-সুখস্যাতীতত্বেন স্মৃতিরূপান্তঃকরণ-বৃত্তের্বর্তমানত্বেন তত্রোপাধ্যোর্ভিন্নকালিকতয়া তদবচ্ছিন্ন-চৈতন্যয়োর্ভেদাৎ। উপাধ্যোরেক-দেশস্থত্বে সত্যেক-কালিকত্বস্যৈবোপধেয়া-

---

চৈতন্যের নিয়মতঃ (সর্বদাই) একদেশস্থিত উপাধিদ্বয়ের দ্বারা অবচ্ছিন্নত্ব হেতু নিয়মতঃ (সর্বদাই) অহং সুখী ইত্যাদি জ্ঞান [সুখাদি বিষয়ক অংশে] প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

আচ্ছা, তাহা হইলে অর্থাৎ একদেশস্থিত উপাধিসমূহ উপধেয় চৈতন্যের অভেদ ব্যবহারের হেতু হইলে নিজ অন্তঃকরণ-গত সুখাদির স্মরণে প্রত্যক্ষত্বের প্রসঙ্গ হইবে—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না , [কেন বলিতে পারি না ?] যেহেতু সে স্থলে স্মর্য্যমাণ সুখে অতীতত্ব এবং স্মৃতিরূপ অন্তকরণ-বৃত্তিব বর্ত্তমানত্ব নিবন্ধন সেস্থলে উপাধি দুইটি ভিন্ন কালীন বলিযা সেই উপাধিদ্বয়ের দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য ভিন্ন হইয়া থাকে , [কেন ভিন্ন হয ?] যেহেতু উপাধিদ্বয়ের একদেশস্থত্ব সমানাধিকবণ এককালীনত্বই

বিবৃতি

সর্বদাই অভেদ হইবে। সুখাকার বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও সুখাবচ্ছিন্ন চৈতন্য সর্বদাই অভিন্ন হওয়ায় স্বগত আন্তর সুখ, দুঃখাদি বিষয় ও তাহার জ্ঞানগুলি সর্বদাই প্রত্যক্ষ, বাহ্য বিষয়ের ন্যায় সুখ-দুঃখাদি কখনও প্রত্যক্ষ, কখনও বা অপ্রত্যক্ষ হয় না।

উপাধি দুইটির একদেশস্থত্ব উপধেয চৈতন্যের অভেদের প্রযোজক হইলেও প্রমাণ চৈতন্যের সহিত বিষয়-চৈতন্যের অভেদ জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্বেব প্রয়োজক নহে। স্বগত অতীত সুখাদির স্মৃতি স্থলে চৈতন্যের উপাধি অতীত সুখ ও তদাকার বৃত্তির একদেশস্থত্ব হেতু উপধেয বৃত্তি-চৈতন্য ও বিষয়-চৈতন্যেব অভেদ থাকিলেও সুখের স্মৃতি প্রত্যক্ষ হয় নাই। অতএব প্রমাণ-চৈতন্যের অভেদ প্রত্যক্ষত্বের প্রযোজক নহে। এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করিতে বলিলেন—**নন্বেবং সুখাদি-স্মরণস্যাপি** ইত্যাদি।

স্বগত অতীত সুখাদির স্মবণ স্থলে চৈতন্যের উপাধি অতীত সুখাদি ও তদাকাব বৃত্তি সর্বদাই এক অন্তঃকরণে অবস্থিত হওয়ায় উপাধিদ্বয়ের একদেশস্থ হেতু বৃত্তি-চৈতন্য ও বিষয়-চৈতন্যের সর্বদাই অভেদ আছে। প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক ঐ অভেদ সুখাদির স্মৃতিতে আছে বলিয়াই সুখাদি স্মৃতির সুখাদ্যংশে প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হইতে পারে।

অতীত সুখাদির স্মরণকালে সুখাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের উপাধি সুখটী অতীত এবং সুখাকার বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের উপাধি সুখাকার বৃত্তিটী বর্ত্তমান হওয়ায় এই দুইটি উপাধি একদেশস্থ হইলেও উপধেয় চৈতন্যদ্বয়ের অভেদ হয় না, ভেদই থাকে। অভেদের প্রয়োজক উপাধিদ্বয়ের একদেশস্থত্ব থাকিতেও চৈতন্যের ভেদ থাকিবে কেন ? তাহাব হেতু প্রকাশ করিতে বলিলেন—**উপাধ্যোরেকদেশস্থত্বে** ইত্যাদি।

ভেদ-প্রয়োজকত্বাৎ। যদি চৈকদেশস্থত্বমাত্রমুপধেয়াভেদ-প্রয়োজকম্, তদা পূর্বমহং সুখীত্যাদিস্মৃতাবতিব্যাপ্তিবারণায় বর্ত্তমানত্বং বিষয়বিশেষণং দেয়ম্।

উপধেয় চৈতন্যের অভেদের প্রয়োজক। যদি একদেশস্থ মাত্রকেই উপধেয় চৈতন্যের অভেদের প্রয়োজক বল। তাহা হইলে "পূর্বমহং সুখী" (পূর্বে আমি সুখী ছিলাম)

বিবৃতি

উপাধির এক-দেশস্থত্বমাত্রই অভেদের প্রয়োজক নহে। একদেশস্থত্ব সমানাধিকরণ এককালীনত্বই অভেদের প্রয়োজক। অতীত সুখাদির স্মৃতি স্থলে উপাধিদ্বয়ের এক-দেশস্থত্ব থাকিলেও অতীত সুখাদি বিষয়ক স্মৃত্যাকার বৃত্তি বর্ত্তমান ও বিষয় সুখাদি অতীত বলিয়া উপাধিদ্বয়ের এককালীনত্ব নাই। সুতরাং সুখাদির স্মৃতিস্থলে অভেদের প্রয়োজক উপাধির একদেশস্থ-সমানাধিকরণ এককালীনত্ব না থাকায় উপধেয় চৈতন্য-দ্বয়ের অভেদ হয় না। এজন্য সুখাদির স্মৃতিতে প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হইতে পারে না।

একদেশস্থত্ব সমানাধিকরণ এককালীনত্বটি যদি অভেদের প্রয়োজক হয়, তবে ভিন্ন-কালীন একদেশস্থ উপাধিদ্বয় অভেদের প্রয়োজক হইবে না। অথচ আকাশের উপাধি গৃহের একদেশে স্থিত ঘটের বিনাশ হইলে তৎস্থলে আনীত অন্য ঘটের দ্বারা আকাশ অবচ্ছিন্ন হইলে আকাশের উপাধিদ্বয়ের (বিনষ্ট ঘট ও তৎস্থলে স্থাপিত বর্ত্তমান ঘটের) এককালীনত্ব না থাকিলেও বিনষ্ট ঘটের দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশের সহিত বর্ত্তমান ঘটের দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশের অভেদ হইয়া থাকে। যদি অভেদ না হইত, তবে "যে আকাশটী বিনষ্ট ঘটের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়াছিল, সেই আকাশটী বর্ত্তমান ঘটের দ্বারা অবচ্ছিন্ন"—এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইত না ; কিন্তু এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। আরও কথা, একদেশস্থত্ব অপেক্ষা একদেশস্থত্ব সমানাধিকরণ এককালীনত্ব ধর্মটী গুরু। লঘু ধর্মের প্রয়োজকত্ব সম্ভব হইলে গুরু ধর্মের প্রয়োজকত্ব স্বীকার্য্য নহে। সুতরাং এক-দেশস্থত্বের ন্যায় এক-দেশস্থত্ব সমানাধিকরণ এককালীনত্বকেও অভেদের প্রয়োজক বলা যায় না। পূর্বোক্ত সমাধানে এইরূপ অরুচি আছে বলিয়া গ্রন্থকার প্রকারান্তরে পূর্বোক্ত আপত্তির সমাধান করিতে বলিলেন—**যদি চৈকদেশস্থমাত্রম্।**

এক-দেশস্থত্বমাত্র অভেদের প্রয়োজক হইলে অতীত সুখের স্মৃতিতে প্রত্যক্ষত্ব প্রসঙ্গের বারণের জন্য বিষয়ে বর্ত্তমানত্ব বিশেষণ দিতে হইবে। তাহা হইলে প্রমাণ-চৈতন্যের সহিত বিষয়-চৈতন্যের অভেদ প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক হইবে না। কিন্তু প্রমাণ-চৈতন্যের সহিত বর্ত্তমান বিষয়চৈতন্যের অভেদই জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক হইবে। অতীত সুখাদির স্মৃতিস্থলে বিষয় সুখাদি অতীত, বর্ত্তমান নহে। সুতরাং সে স্থলে প্রমাণ চৈতন্যের সহিত সুখাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভেদ থাকিলেও বর্ত্তমান বিষয় চৈতন্যের অভেদ নাই। এজন্য অতীত সুখাদির স্মৃতিতে প্রত্যক্ষত্বের প্রসঙ্গ হয় না।

নম্বেবমপি স্বকীয়-ধর্মাধর্মৌ বর্ত্তমানৌ যদা শব্দাদিনা জ্ঞায়েতে, তদা তাদৃশ-শাব্দজ্ঞানাদাবতিব্যাপ্তিঃ, তত্র ধর্মাদ্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্য-তদ্-বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যয়োরেকত্বাদিতি চেৎ, ন, যোগ্যত্বস্যাপি বিষয়-বিশেষণত্বাৎ। অন্তঃ-

---

ইত্যাদি স্মৃতিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'বর্ত্তমানত্ব'কে বিষয়ে বিশেষণ দিতে হইবে।

আচ্ছা, এই হইলেও অর্থাৎ বিষযে বর্ত্তমানত্ব বিশেষণ প্রদত্ত হইলেও যখন স্বকীয় বর্ত্তমান ধর্মাধর্ম শব্দাদি দ্বারা জ্ঞাযমান হয়। তখন তাদৃশ ধর্মাধর্ম বিষয়ক শাব্দজ্ঞানে অতি-ব্যাপ্তি হয ; যেহেতু সেস্থলে ধর্মাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও তদাকার বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের [এক-দেশস্থত্ব হেতু] একত্ব আছে—এই যদি বলি, না—তাহা বলিতে পার না ; [কেন বলিতে

বিবৃতি

প্রমাণ চৈতন্যের সহিত বর্ত্তমান বিষয় চৈতন্যের অভেদ প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক। ইহা উক্ত হইয়াছে। ইহাতে নৈয়ায়িকের আপত্তি প্রকাশ করিতে বলিলেন—**নম্বেবমপি** ইত্যাদি। কোন ব্যক্তি স্বকীয় ধর্মের বিদ্যমানতা দশায় শুনিলেন—তুমি ধার্মিক। এই বাক্য হইতে তাঁহার ধর্ম-বিষয়ক যে জ্ঞান জন্মে, তাহা ধর্ম-বিষযক শাব্দবোধ—পরোক্ষ জ্ঞান। উহা প্রত্যক্ষ নহে ; কারণ শব্দ বা বাক্য হইতে কখনও প্রত্যক্ষ জন্মে না এবং ধর্মেরও প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু বক্তার বাক্য হইতে শ্রোতার অন্তঃকরণে যেমন ধর্মাকার বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া বর্ত্তমান। তদ্রূপ বিষয় ধর্মও বর্ত্তমান। চৈতন্যের উপাধি ঐ বৃত্তি ও বিষয় বর্ত্তমান ধর্ম একদেশে অবস্থিত হওয়ায় প্রমাণ চৈতন্য ও বর্ত্তমান বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভেদ হইবে। প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক ঐ অভেদ বর্ত্তমান ধর্মের শাব্দ জ্ঞান স্থলে থাকায় ধর্মের শাব্দ জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ জ্ঞান হউক—এই আপত্তি হইতে পারে।

এই আপত্তির সমাধান করিতে বলিলেন—**যোগ্যত্বস্যাপি বিষয়বিশেষণত্বাৎ।** প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক শরীরে যোগ্যত্বটী বিষয়ের বিশেষণরূপে বিবক্ষিত হইয়াছে। তাৎ-পর্য্য এই যে, প্রমাণ চৈতন্যের সহিত বর্ত্তমান বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভেদ প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক নহে। কিন্তু প্রমাণ-চৈতন্যের সহিত প্রত্যক্ষ-যোগ্য বর্ত্তমানবিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভেদই প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক। ধর্মাধর্মাদি অতীন্দ্রিয বিষয়ক শাব্দজ্ঞান বা অনুমিতি জ্ঞানস্থলে ধর্মাধর্মাদি বর্ত্তমান হইলেও প্রত্যক্ষযোগ্য বর্ত্তমান বিষয় নহে। ধর্মাধর্মাদি স্বভাবতঃই প্রত্যক্ষের অযোগ্য। সুতরাং সে স্থলে প্রমাণ চৈতন্যের সহিত বর্ত্তমান বিষয়-চৈতন্যের অভেদ থাকিলেও প্রত্যক্ষযোগ্য বর্ত্তমান বিষয়চৈতন্যের অভেদ হয় নাই। এজন্য ধর্মাধর্মাদি অতীন্দ্রিয় বিষয়ের শাব্দজ্ঞানে বা অনুমিতিজ্ঞানে প্রত্যক্ষত্বের প্রসঙ্গ হয় না।

ধর্মাধর্ম প্রভৃতি যখন তোমার মতে অন্তঃকরণের ধর্ম, তখন সুখ দুঃখাদির ন্যায় উহারাও প্রত্যক্ষযোগ্য। সুতরাং ধর্মাধর্মাদির শাব্দ জ্ঞানস্থলে প্রমাণ চৈতন্যের সহিত যোগ্য বর্ত্তমান বিষয় চৈতন্যের অভেদ আছে। অতএব ধর্মাধর্মের শাব্দজ্ঞান কেন প্রত্যক্ষ

করণ-ধর্মত্বাবিশেষেঽপি কিঞ্চিদ্ যোগ্যং কিঞ্চিদযোগ্যমিত্যত্র ফলবলকল্প্যঃ স্বভাববিশেষ এব শরণম্, অন্যথা ন্যায়মতেঽপ্যাত্মধর্মত্বাবিশেষেঽপি সুখাদি-বদ্ ধর্মাদেঃ প্রত্যক্ষত্বাপত্তির্দুর্বারা। ন চৈবমপি সুখস্য বর্ত্তমানতা-দশায়াং ত্বং

পারি না] যেহেতু যোগ্যত্বটি বিষয়ে বিশেষণ আছে। সুখ-দুঃখাদি ও ধর্মাধর্মাদির অন্তঃকরণ-ধর্মত্বে কোন বিশেষ না থাকিলেও কোনটি যোগ্য ও কোনটী অযোগ্য—এই স্থলে কার্য্যবলে অনুমেয় স্বভাববিশেষই (উদ্ভূতত্ব ও অনুদ্ভূতত্বরূপ ধর্মবিশেষই) আশ্রয় অর্থাৎ প্রয়োজক হইবে। ইহা স্বীকার না করিলে ন্যায়মতেও সুখাদি এবং ধর্মাধর্মাদির আত্ম-ধর্মত্বে কোন বিশেষ না থাকায় সুখাদির ন্যায় ধর্মাধর্মাদির প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি দুর্বার হইবে। আচ্ছা, এই হইলে অর্থাৎ যোগ্য বর্ত্তমান বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভেদ প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক হইলে সুখের বিদ্যমানতা-দশায় "ত্বং সুখী" ইত্যাদি বাক্য-জন্য

বিবৃতি

জ্ঞান হইবে না ? এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলিলেন—**অন্তঃকরণ-ধর্মত্বাবিশেষেঽপি**। সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি গুণগুলি অবিশেষে অন্তঃকরণের ধর্ম হইলেও সকলেই প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। তাহার মধ্যে কোন কোনটী যোগ্য, কোনটী বা অযোগ্য। কেন কোন কোনটী অযোগ্য ? তাহার উত্তরে বলিলেন—**ফলবলকল্প্যঃ স্বভাববিশেষ এব শরণম্**। ফলবল-কল্প্য কথাটির অর্থ—ফলবলে অর্থাৎ কার্য্যবলে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-রূপ কার্য্য দ্বারা কল্প্য অর্থাৎ অনুমেয়। স্বভাববিশেষ কথার অর্থ—উদ্ভূতত্ব ও অনুদ্ভূতত্বরূপ ধর্মবিশেষ। আশ্রয়ার্থক শরণ শব্দটী এস্থলে প্রয়োজক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুখ, দুঃখাদি অবিশেষে অন্তঃকরণের ধর্ম হইলেও অর্থাৎ সুখ, দুঃখের ও ধর্মাধর্মের অন্তঃকরণ-ধর্মত্বে কোন বিশেষ না থাকিলেও সুখ, দুঃখের প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রত্যক্ষের দ্বারা সুখ, দুঃখাদিতে উদ্ভূতত্ব ধর্ম অনুমিত হয়। সুখ, দুঃখাদিতে এই উদ্ভূতত্ব আছে বলিয়াই সুখ, দুখাদির প্রত্যক্ষ হয়। তাই সুখ, দুঃখাদি যোগ্য। ধর্মাধর্মের প্রত্যক্ষ হয় না। এই অপ্রত্যক্ষের দ্বারা তাহাতে অনুদ্ভূতত্ব ধর্ম অনুমিত হয়। ধর্মাধর্মে এই অনুদ্ভূতত্ব আছে বলিয়াই তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। তাই ধর্মাধর্ম অযোগ্য।

প্রমাণ চৈতন্যের সহিত যোগ্য বর্ত্তমান বিষয় চৈতন্যের অভেদ প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক, ইহা উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি ইহাতেও আপত্তি প্রকাশ করিতে বলিলেন—**ন চৈবমপি**। অন্তঃকরণে সুখের বিদ্যমানতা কালে 'তুমি সুখী' বা 'তুমি দুঃখী' ইত্যাদি বাক্য শুনিয়া শ্রোতার সুখ বা দুঃখ-বিষয়ক যে জ্ঞান জন্মে, তাহা পরোক্ষ শাব্দজ্ঞান, প্রত্যক্ষ নহে। কিন্তু ঐ শাব্দবোধ স্থলে বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের উপাধি সুখাকার বা দুঃখাকার বৃত্তি এবং বিষয় সুখ বা দুঃখ এক অন্তঃকরণে অবস্থিত হওয়ায় এবং বিষয় সুখ বা দুঃখটী যোগ্য ও বর্ত্তমান হওয়ায় বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিত যোগ্য বর্ত্তমান বিষয় চৈতন্যের

সুখীত্যাদি-বাক্য-জন্য-জ্ঞানস্য প্রত্যক্ষতা স্যাদিতি বাচ্যম্, ইষ্টত্বাৎ, দশমস্ত্বমসীত্যাদৌ সন্নিকৃষ্ট-বিষয়ে শব্দাদপ্যপরোক্ষ-জ্ঞানাভ্যুপগমাৎ। অত এব

সুখাদি-বিষয়ক শাব্দজ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব হউক—ইহা বলিতে পার না; [কেন বলিতে পারি না] যেহেতু [ইহা] ইষ্ট অর্থাৎ ইহা আমাদের অভিপ্রেত; কারণ "দশমস্ত্বমসি"

বিবৃতি

অভেদ হইয়াছে। প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক পূর্বোক্ত অভেদ এস্থলে আছে বলিয়া সুখ বা দুঃখ-বিষয়ক শাব্দ-জ্ঞানে প্রত্যক্ষত্বের প্রসঙ্গ হয়।

নৈয়ায়িকের এইরূপ আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিলেন—**ইষ্টত্বাৎ**।[১] সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, 'ত্বং সুখী, ইত্যাদি বাক্য হইতে উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান,[২] ইহা সিদ্ধান্তীর ইষ্ট (অভিপ্রেত)। যাহা সিদ্ধান্তীর নিকট প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হউক, এইরূপ আপত্তি হয় না।

শব্দ হইতে পরোক্ষ জ্ঞান জন্মে, ইহা বেদান্তীর সম্মত হইলে সুখাদি-বিষয়ক শাব্দ-জ্ঞানে প্রত্যক্ষের আপত্তি ইষ্টাপত্তি কিরূপে হয়? তাহার উত্তরে বলিলেন—**দশমস্ত্বমসীত্যাদৌ**।[৩] শব্দ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হইলে পরোক্ষই হইবে, প্রত্যক্ষ হইবে না—

১। আপত্তি দুই প্রকার—ইষ্টাপত্তি ও অনিষ্টাপত্তি। যাহার যাহা অভিপ্রেত বা সিদ্ধান্ত, তাহার আপত্তিই ইষ্টাপত্তি। জগৎ অনিত্য—এই যাঁহাদের মত বা সিদ্ধান্ত। তাঁহার নিকট 'জগৎ অনিত্য হউক',—এই আপত্তি ইষ্টাপত্তি। ইহা কোন দোষ নহে। যাঁহার যাহা অনভিপ্রেত বা সিদ্ধান্ত নয়, তাহার আপত্তিই অনিষ্টাপত্তি। ঈশ্বর অশরীর—ইহা যাঁহার মত, তাঁহার নিকট "ঈশ্বর সশরীর হউন"—এই আপত্তি অনিষ্টাপত্তি। ইহা দোষ। ইহা স্বীকার করিলে সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয়।

২। নৈয়ায়িক বলেন—করণ মহিমায় জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ প্রমার করণ—প্রত্যক্ষ প্রমাণ। উহা হইতে যে বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, তাহা প্রত্যক্ষ। বেদান্তী বলেন—বিষয় মহিমাতেই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়। বিষয় প্রত্যক্ষ হইলে ঐ প্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞান যে প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হউক, তাহা প্রত্যক্ষ হইবে, পরোক্ষ হইবে না। সুখ সর্বদাই অনাবৃত সাক্ষিচৈতন্যের সহিত অভিন্ন বলিয়া সর্বদাই অনাবৃত ও প্রত্যক্ষ। তাই সুখের জ্ঞান শব্দ হইতে উৎপন্ন হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবে। যদি উহা পরোক্ষ হইত, তবে ঐ পরোক্ষ জ্ঞান প্রত্যক্ষ বিষয়কে পরোক্ষরূপে গ্রহণ করে বলিয়া ভ্রম হইত। উহা কিন্তু ভ্রম নহে। এই জন্য বেদান্তী যে কোন প্রমাণ হইতে উৎপন্ন প্রত্যক্ষ-বিষয়ক জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলেন।

৩। এস্থলে এরূপ একটি আখ্যায়িকা প্রসিদ্ধ আছে:—কোন এক সময়ে দশজন লোক বহু লোকের সহিত নদী পার হইল। পর পারে গিয়া একজন নিজেকে বাদ দিয়া অন্য নয়জনকে লক্ষ্য করিয়া প্রথম হইতে নবম পর্য্যন্ত গুনিল, দশমকে পাইল না। দশজনের মধ্যে সে নিজে দশম, ইহা তাহার জ্ঞান নাই। তাহার আছে দশমের অজ্ঞান। এই অজ্ঞান জন্য 'দশম নাই' বলিয়া হায় হায় করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া কোন বিজ্ঞ পুরুষ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তুমিই তো দশম। এই বাক্য শ্রবণমাত্রেই গণনাকারী আমি দশম—এইরূপে নিজেকে দশম বলিয়া জ্ঞান করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার শোক দুঃখও নিবৃত্ত হইল। তাহার দশম জ্ঞান শব্দ হইতে উৎপন্ন হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান; কারণ দশম পদার্থটি স্বয়ং প্রমাতা। উহা সর্বদাই প্রত্যক্ষ স্বরূপ। প্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞান যে প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হউক, তাহা প্রত্যক্ষ হইবে। উহা যদি প্রত্যক্ষ না হইত, তবে তাহার দশম বিষয়ক প্রত্যক্ষ ভ্রম ও তাহার কার্য্য শোক দুঃখাদি নিবৃত্ত হইত না। কেননা পরোক্ষ জ্ঞান প্রত্যক্ষ ভ্রম ও তাহার কার্য্যের নিবর্ত্তক নহে। এই দশম জ্ঞান হইতে যখন দশম-বিষয় প্রত্যক্ষ ভ্রম ও তাহার কার্য্য নিবৃত্ত হইয়াছে, তখন ঐ দশম জ্ঞানকে অবশ্যই প্রত্যক্ষ বলিতে হইবে। শব্দ হইতে এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তিকে "শাব্দাপরোক্ষবাদ" বলে।

পর্বতো বহ্নিমানিত্যাদি জ্ঞানমপি বহ্ন্যংশে পরোক্ষম্, পর্বতাংশেঽপরোক্ষম্, পর্বতাদ্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যস্য বহির্নিঃসৃতান্তঃকরণ-বৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যস্য চ পরস্পরং ভেদাভাবাৎ। বহ্ন্যংশে ত্বন্তঃকরণ-বৃত্তি-নির্গমাভাবেন বহ্ন্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যস্য

(তুমি দশম) ইত্যাদি শব্দ-জন্য জ্ঞান স্থলে সন্নিকৃষ্ট (প্রমাতার সহিত অভিন্ন) বিষয়ে শব্দ হইতেও অপরোক্ষ জ্ঞান অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এইজন্যই "পর্বতো বহ্নিমান্" ইত্যাদি জ্ঞানও বহ্ন্যংশে পরোক্ষ এবং পর্বতাংশে অপরোক্ষ, কারণ পর্বতাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও বহির্নির্গত পর্বতাদ্যাকার অন্তঃকরণ-বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের পরস্পরের ভেদ নাই। বহ্ন্যংশে কিন্তু বহ্ন্যাকার অন্তঃকরণ-বৃত্তির বহির্নির্গমন না হওয়ায় বহ্ন্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও প্রমাণ চৈতন্যের

বিবৃতি

এরূপ নিয়ম নাই। শব্দ হইতেও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এস্থলে শব্দ হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করিলে অন্যত্রও কি শব্দ হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইবে? ইহার উত্তরে বলিলেন—**সন্নিকৃষ্ট-বিষয়ে**। এস্থলে সন্নিকৃষ্ট শব্দের ইন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্ট অর্থ গ্রহণ করিলে বাক্যোৎপন্ন সুখাদি-বিষয়ক জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি সঙ্গত হইবে না; কারণ সুখাদি ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট নহে। সুতরাং এস্থলে সন্নিকৃষ্ট বিষয় শব্দের অর্থ—প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত অভিন্ন বিষয়। অসন্নিকৃষ্ট বিষয়ে শব্দাদি হইতে উৎপন্ন জ্ঞান পরোক্ষ হইলেও সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ প্রমাতৃচৈতন্যের সহিত অভিন্ন বিষয়ে শব্দ হইতে উৎপন্ন জ্ঞান প্রত্যক্ষই হয়। সুতরাং পূর্বোক্ত আপত্তি অনিষ্টাপত্তি নহে, ইষ্টাপত্তি।

সন্নিকৃষ্ট বিষয়ে শব্দ ব্যতীত অন্য প্রমাণও প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মায়—ইহার অন্য একটি উদাহরণ দিতে বলিলেন—**অতএব পর্বতো বহ্নিমান্** ইত্যাদি। পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া ও ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি স্মরণ করিয়া লোকে 'পর্বত বহ্নিমান্' এইরূপ অনুমিতি করে। ব্যাপ্তির স্মরণরূপ অনুমান প্রমাণ হইতে উৎপন্ন এই অনুমিতি জ্ঞানটী এক; কিন্তু উহার বিষয়—পর্বত ও বহ্নি ভিন্ন। তাই জ্ঞানটী পর্বত-বিষয়ক জ্ঞান ও বহ্নি-বিষয়ক জ্ঞান। ঐ জ্ঞানে পর্বত-বিষয়ক অংশে পর্বত-বিষয়কত্ব এবং বহ্নি-বিষয়ক অংশে বহ্নি-বিষয়কত্ব ধর্ম আছে। পর্বত-বিষয়কত্ব অংশে জ্ঞানটি প্রত্যক্ষ। বহ্নি-বিষয়কত্ব অংশে জ্ঞানটী পরোক্ষ।

পর্বত-বিষয়কত্ব অংশে জ্ঞানটী কেন প্রত্যক্ষ? তাহার হেতু নির্দেশ করিতে বলিলেন—**পর্বতাদ্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যস্য**। পর্বতাকার-বৃত্তি ইন্দ্রিয় দ্বারা নির্গত হইয়া বিষয় পর্বতের সহিত সংসৃষ্ট হওয়ায় চৈতন্যোপাধি বৃত্তি ও বিষয়ের একদেশে স্থিতি হেতু প্রমাণ-চৈতন্যের সহিত বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভেদ হইয়াছে। প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক এই অভেদ আছে বলিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞানরূপ অনুমান প্রমাণোৎপন্ন পর্বত-বিষয়ক জ্ঞানটি পর্বত-বিষয়কত্ব অংশে প্রত্যক্ষ। বহ্নি-বিষয়কত্ব অংশে জ্ঞানটী কিন্তু প্রত্যক্ষ নহে। কেন প্রত্যক্ষ নহে? তাহার হেতু নির্দেশ করিতে বলিলেন—**বহ্ন্যংশে তু**। বহ্ন্যাকার বৃত্তির

প্রমাণ-চৈতন্যস্য চ পরস্পরং ভেদাৎ। তথা চানুভবঃ পর্বতং পশ্যামি বহ্নিমনু-মিনোমীতি। ন্যায়মতে পর্বতমনুমিনোমীত্যনুব্যবসায়াপত্তিঃ। অসন্নিকৃষ্ট-

(বহ্ন্যাকার-বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের) পরস্পর ভেদ আছে। তাই এই অনুভব হয়—পর্বত দেখিতেছি এবং বহ্নির অনুমিতি করিতেছি। ন্যায়মতে পর্বতের অনুমিতি করিতেছি—

বিবৃতি

বহির্দেশে গমনের কারণ বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধ না থাকায় উহা অন্তঃকরণেই থাকে, বহির্দেশে নির্গত হয় না। বিষয়টী কিন্তু বহির্দেশে থাকে। চৈতন্যের উপাধি ঐ বৃত্তি ও বিষয় বহ্নির ভিন্ন-দেশস্থত্ব হেতু প্রমাণচৈতন্য ও বহ্ন্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য (বিষয় চৈতন্য) ভিন্নই থাকে, অভিন্ন হয় না। প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক ঐ অভেদ না থাকায় বহ্নি-বিষয়কত্ব অংশে ঐ জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ হয় না। সেই জন্য বহ্নি-বিষয়কত্ব অংশে জ্ঞানটী পরোক্ষ।

জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ ? ইহার নির্ণয়ের উপায় দেখাইতে বলিলেন—**তথাচা-নুভবঃ**। জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ—এ বিষয়ে জ্ঞানের দ্রষ্টা সাক্ষী বা অনুব্যবসায়ই একমাত্র প্রমাণ। ব্যবসায় (বিষয়ের সাক্ষাৎকার) দ্বারা যেমন বিষয়টির স্বরূপ জানা যায়। সাক্ষী বা অনুব্যবসায় (জ্ঞানের সাক্ষাৎকার) দ্বারা সেইরূপ জ্ঞানের স্বরূপ জানা যায়। জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ হইলে সাক্ষী বা অনুব্যবসায় তাহাকে পশ্যামি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি —এই আকারে প্রত্যক্ষ বলিয়া দেখে। পর্ব্বত বিষয়ক অংশে জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ বলিয়া "পর্ব্বতং পশ্যামি (পর্বত-বিষয়ক জ্ঞানটিকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি) এইরূপ জ্ঞান-সাক্ষাৎকার হয়। বহ্নিবিষয়ক অংশে জ্ঞানটী পরোক্ষ বলিয়া বহ্নিম্ অনুমিনোমি (বহ্নি-বিষয়ক জ্ঞানটিকে অনুমিতি দেখিতেছি) এইরূপ অনুভব বা জ্ঞানের সাক্ষাৎকার হয়। যদি ন্যায়মতে পর্বত-বিষয়ক অংশেও জ্ঞানটি পরোক্ষ হইত, তবে তাঁহাদের মতে "পর্বতম্ অনুমিনোমি" (পর্বত-বিষয়ক জ্ঞানটীকে অনুমিতি দেখিতেছি) এইরূপ অনুব্যবসায়ের আপত্তি হইত। কিন্তু এইরূপ অনুব্যবসায় হয় না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে—সর্বাংশে জ্ঞানটী পরোক্ষ নহে ; পর্বত-বিষয়ক অংশে জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ, বহ্নি-বিষয়ক অংশে জ্ঞানটী অনুমিতি।

যদি পূর্বোক্ত অনুমিতিস্থলে পর্বতাংশে জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ, সাধ্যাংশে জ্ঞানটী পরোক্ষ হয়, তবে পৃথিবী পরমাণুতে গন্ধের অনুমিতিস্থলে জ্ঞানটী পক্ষ পরমাণু অংশে প্রত্যক্ষ হউক, এই আশঙ্কা নিবৃত্তি করিতে বলিলেন—**অসন্নিকৃষ্ট-পক্ষকানুমিতৌ তু**। যে অনু-মিতির পক্ষটী অসন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ, সেই অসন্নিকৃষ্ট পক্ষক অনুমিতি-স্থলে কিন্তু পক্ষ বিষয়ক অংশে জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ নহে। যেমন—যদি কেহ 'পৃথিবী-পরমাণুঃ গন্ধবান্ পৃথিবীত্বাৎ'—এইরূপ অনুমিতি করে, তবে পরমাণু বিষয়কাংশে অনুমিতিটী প্রত্যক্ষ হইবে না। কারণ সেস্থলে জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক প্রমাণ-চৈতন্যের সহিত বিষয়-চৈতন্যের অভেদ হয় নাই। বিষয় পরমাণুর সহিত ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ-হেতু সম্বন্ধ না হওয়ায় অনুমান

পক্ষকানুমিতৌ তু সর্বাংশেঽপি জ্ঞানং পরোক্ষম্। সুরভি চন্দনমিত্যাদি-জ্ঞানমপি চন্দনাংশেঽপরোক্ষম্। সৌরভাংশে পরোক্ষম্, সৌরভস্য চক্ষুরিন্দ্রিয়া-

এই অনুব্যবসায়ের আপত্তি হইবে। অসন্নিকৃষ্ট-পক্ষক অনুমিতি স্থলে কিন্তু সর্বাংশেই (পক্ষাংশে ও সাধ্যাংশে) জ্ঞান পরোক্ষ। "সুরভি চন্দনম্" ইত্যাদি জ্ঞানও চন্দনাংশে

বিবৃতি

প্রমাণোৎপন্ন পরমাণ্বাকার বৃত্তির বহির্দেশে নির্গমন[১] হয় নাই। সুতরাং চৈতন্যের উপাধি বৃত্তি ও বিষয় পরমাণু একদেশস্থ নহে। চৈতন্যের উপাধি দুইটী একদেশস্থ না হওয়ায় উপধেয় চৈতন্যদ্বয়ের অভেদ হয় না। তাই অসন্নিকৃষ্ট পক্ষ-বিষয়ক অংশে জ্ঞানটী পরোক্ষ। ফল কথা, জ্ঞানের যে অংশে জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক তাদৃশ অভেদ থাকিবে, সেই অংশে জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ হইবে, যে অংশে থাকিবে না, সে অংশে জ্ঞানটী পরোক্ষ হইবে। অসন্নিকৃষ্ট পক্ষক অনুমিতি স্থলে কোন অংশেই প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক ঐ অভেদ থাকে না বলিয়া সর্বাংশেই জ্ঞানটী পরোক্ষ।

নৈয়ায়িকমতে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ (সংযোগ) হইতে চন্দনের লৌকিক-প্রত্যক্ষ ও অলৌকিক জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ[২] হইতে সৌরভের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং তাহাদের মতে "সুরভি চন্দন" এই জ্ঞানটী সর্বাংশেই প্রত্যক্ষ। কিন্তু বেদান্তি-মতে সৌরভাংশের জ্ঞানে প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক প্রমাণ চৈতন্যের সহিত যোগ্য বর্ত্তমান বিষয় চৈতন্যের অভেদ নাই। কারণ সৌরভ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যোগ্য নয়। সুতরাং উক্তরূপ অভেদ প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক নহে—এই আপত্তি খণ্ডন করিতে বলিলেন—**সুরভি চন্দনম্**। নৈয়ায়িকমতে 'সুরভি চন্দন' এই জ্ঞান সর্বাংশে প্রত্যক্ষ হইলেও অদ্বৈত মতে এই জ্ঞান সর্বাংশে প্রত্যক্ষ নহে। তাঁহাদের মতে চন্দনাংশে জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ। যেহেতু চন্দনাকার বৃত্তি বিষয় সংযুক্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্গত হইয়া যোগ্য বর্ত্তমান বিষয় চন্দনের সহিত সংযুক্ত হইলে চৈতন্যের উপাধি ঐ বৃত্তি ও বিষয় চন্দনের একদেশস্থত্ব হেতু বৃত্তি চৈতন্য ও যোগ্য বর্ত্তমান বিষয় চৈতন্যের অভেদ হয়। সৌরভাংশে জ্ঞানটী কিন্তু পরোক্ষ।

১। নৈয়ায়িক বা বেদান্তীর মতে চক্ষুঃ সংযোগমাত্র বৃত্তি বা প্রত্যক্ষের হেতু নহে। উদ্ভূতরূপ, মহত্ত্ব ও আলোক সংযোগ সমানাধিকরণ চক্ষুসংযোগই হেতু। পরমাণুতে চক্ষুঃ সংযোগ থাকিলেও মহত্ত্ব না থাকায় প্রত্যক্ষের হেতু মহত্ত্ব সমানাধিকরণ চক্ষুঃ সংযোগ নাই। তাই বৃত্তির বহির্গমন হয় না।

২। ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ হইতে যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা লৌকিক প্রত্যক্ষ। অলৌকিক সন্নিকর্ষ হইতে যে প্রত্যক্ষ জন্মে, তাহা অলৌকিক প্রত্যক্ষ। নৈয়ায়িক মতে লৌকিক সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার :—সংযোগ, সংযুক্ত-সমবায়, সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়, সমবায়, সমবেত-সমবায় ও বিশেষণতা বা বিশেষ্যতা। অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিন প্রকার :—সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ। তন্মধ্যে জ্ঞানলক্ষণ হইতেছে—স্বসংযুক্ত-মনঃ-সংযুক্ত আত্ম-সমবেত-জ্ঞান-বিষয়ত্ব। যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ জন্য প্রত্যক্ষ হইবে, স্বপদে সেই ইন্দ্রিয়ই গ্রাহ্য। সৌরভের প্রত্যক্ষটী চক্ষুঃ দ্বারা হইতেছে। সুতরাং এস্থলে স্বপদে চক্ষুঃ বুঝিতে হইবে। সৌরভের জ্ঞানকালে চক্ষুঃ-সংযুক্ত মনের সহিত আত্মার সংযোগ থাকে এবং ঐ আত্মায় পূর্বে সৌরভের জ্ঞান হইয়াছে। তাহার বিষয় সৌরভ। সুতরাং সৌরভের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ হইল—স্ব-সংযুক্ত-মনঃ-সংযুক্ত আত্ম-সমবেত-জ্ঞান-বিষয়ত্ব। ইহাই এস্থলে চক্ষুর জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ। এই সন্নিকর্ষের দ্বারা চক্ষুঃ সৌরভের প্রত্যক্ষ জন্মায়।

যোগ্যতয়া যোগ্যত্ব-ঘটিতস্য নিরুক্ত-লক্ষণস্যাভাবাৎ। ন চৈবমেকত্র জ্ঞানে পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বয়োরভ্যুপগমে তয়োর্জাতিত্বং ন স্যাদিতি বাচ্যম্, ইষ্টত্বাৎ,

অপরোক্ষ এবং সৌরভাংশে পরোক্ষ; যেহেতু সৌরভ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যোগ্য নহে বলিয়া [উহাতে] যোগ্যত্ব-ঘটিত পূর্বোক্ত জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্ব লক্ষণের অভাব আছে।

আচ্ছা, এইরূপ হইলেও একটি জ্ঞানে পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব স্বীকার করিলে সেই পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্বের জাতিত্ব না হউক—ইহা বলিতে পার না, যেহেতু [ইহা] ইষ্ট

বিবৃতি

সৌরভাংশে জ্ঞানটী কেন প্রত্যক্ষ নয়? তাহার উত্তরে বলিলেন—**যোগ্যত্ব-ঘটিতস্য নিরুক্ত-লক্ষণস্যাভাবাৎ**। সৌরভের সহিত চক্ষুর অলৌকিক জ্ঞান-লক্ষণ সন্নিকর্ষ থাকিলেও উহা প্রত্যক্ষের হেতু বলিয়া স্বীকার্য্য নহে। প্রত্যক্ষের হেতু হইতেছে—প্রমাণ চৈতন্যের সহিত যোগ্য বর্ত্তমান বিষয় চৈতন্যের অভেদ। সৌরভের জ্ঞান স্থলে প্রত্যক্ষের ঐ লক্ষণ নাই। কেন নাই? তাহার হেতু বলিলেন—**চক্ষুরিন্দ্রিয়াযোগ্যতয়া**। সৌরভ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যোগ্য নহে। তাই প্রমাণ চৈতন্যের সহিত যোগ্য বর্ত্তমান বিষয়-চৈতন্যের অভেদ হয় না। এজন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সৌরভের প্রত্যক্ষ হয় না। তবে চন্দন দেখিলে উহাতে সৌরভের স্মৃতি বা অনুমিতি জন্মে। যে চন্দন কাঠ পূর্বে আঘ্রাত হইয়াছে, তাহাতে সৌরভের জ্ঞান স্মৃতি। যেচন্দন পূর্বে আঘ্রাত হয় নাই, তাহাতে সৌরভের জ্ঞান অনুমিতি। সুতরাং 'সুরভি চন্দন' এই জ্ঞান চন্দনাংশে প্রত্যক্ষ, সৌরভাংশে পরোক্ষ।

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে অন্য প্রকার আপত্তি দেখাইতে নৈয়ায়িক বলিলেন—**ন চৈবমেকত্র জ্ঞানে**। 'পর্বতো বহ্নিমান্' 'সুরভি চন্দনম্'—ইত্যাকার একটি জ্ঞানে পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব ধর্মের সমাবেশ স্বীকার করিলে পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব জাতি না হউক। যেহেতু পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্বের সাঙ্কর্য্য[১] হইয়াছে। উহা জাতির বাধক। সুতরাং একই জ্ঞানে প্রত্যক্ষত্ব ও পরোক্ষত্ব স্বীকার্য্য নহে। নৈয়ায়িকের এই আপত্তি খণ্ডন করিতে বলিলেন—**ইষ্টত্বাৎ**। অদ্বৈত মতে জাতি নামক কোন বস্তু থাকিলে এবং পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব সেই জাতি হইলে 'জাতি না হউক'—এই আপত্তি অনিষ্টাপত্তি হইতে পারিত, কিন্তু অদ্বৈতমতে জাতি নামক কোন বস্তু নাই এবং প্রত্যক্ষত্ব ও পরোক্ষত্ব সেই জাতি নহে। সুতরাং 'জাতি না হউক'—এই আপত্তি ইষ্টের আপত্তি।

১। দুইটি ধর্মের মধ্যে প্রথম ধর্মটি দ্বিতীয় ধর্মের অভাবের সমানাধিকরণ এবং দ্বিতীয় ধর্মটী প্রথম ধর্মের অভাবের সমানাধিকরণ হইয়া অর্থাৎ প্রথম ধর্মটি দ্বিতীয় ধর্মের অভাবের সহিত কোন স্থলে একত্র অবস্থান করে এবং দ্বিতীয় ধর্মটী প্রথম ধর্মের অভাবের সহিত কোন স্থলে একত্র অবস্থান করে। আবার অন্য কোন স্থলে যদি উভয়ে একত্র অবস্থান করে, তবে পরস্পরের অভাবের সমানাধিকরণ ঐ ধর্মদ্বয়ের একত্র অবস্থিতিকে সঙ্কর বলে। 'অয়ং ঘটঃ' এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পরোক্ষত্বাভাবের সহিত প্রত্যক্ষত্ব আছে। পৃথিবী পরমাণুর্গন্ধবান্—এইরূপ অনুমিতি জ্ঞানে প্রত্যক্ষত্বাভাবের সহিত পরোক্ষত্ব আছে। আবার পর্বতো বহ্নিমান্—এই অনুমিতি জ্ঞানে পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব একত্র থাকায় উভয়ের সাঙ্কর্য্য হইয়াছে। উহা জাতির বাধক।

জাতিত্বোপাধিত্ব-পরিভাষায়াঃ সকলপ্রমাণাগোচরতয়াঽপ্রামাণিকত্বাৎ। ঘটোঽয়মিত্যাদি-প্রত্যক্ষং হি ঘটত্বাদি-সদ্ভাবে মানম্, ন তু তস্য জাতিত্বেঽপি, জাতিত্ব-রূপ-সাধ্যাপ্রসিদ্ধৌ তৎ-সাধ্যকানুমানস্যাপ্যনবকাশাৎ, সমবায়া-

---

অর্থাৎ আমরা প্রত্যক্ষত্ব ও পরোক্ষত্বকে জাতি বলি না; যেহেতু জাতিত্ব ও উপাধিত্ব পরিভাষা কোন প্রমাণের বিষয় নহে বলিয়া অপ্রামাণিক। 'ঘটোঽয়ং' ইত্যাদি [অনুগত] প্রত্যক্ষ ঘটত্বাদির অস্তিত্বে প্রমাণ; কিন্তু তাহার জাতিত্বেও প্রমাণ নহে। জাতিত্বরূপ সাধ্যের প্রসিদ্ধি না থাকায় জাতিত্ব সাধ্যক অনুমানেরও অবকাশ নাই এবং সমবায়ের

বিবৃতি

প্রত্যক্ষত্ব ও পরোক্ষত্ব জাতি না হইলে এই আপত্তি ইষ্টের আপত্তি হইত। কিন্তু উহারা অজাতি নহে, জাতি। প্রমাণের দ্বারাই উহাদের জাতিত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। লোকেও উহারা জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং উহা ইষ্টাপত্তি হইবে কেন? তাহার উত্তরে বলিলেন—**জাতিত্বোপাধিত্ব-পরিভাষায়া** ইত্যাদি। জাতি ও উপাধি—এই দুইটী পরিভাষামাত্র (শব্দমাত্র)। উহার প্রতিপাদ্য জাতি বা উপাধি পদার্থ কোন প্রমাণের বিষয় হয় না। এজন্য উহা অপ্রামাণিক।

জাতি অপ্রামাণিক—ইহা উক্ত হইয়াছে। ইহাতে প্রদর্শিত আপত্তি খণ্ডন করিতে বলিলেন—**ঘটোঽয়মিত্যাদি**। জাতি বা উপাধি অপ্রামাণিক নহে। সবিকল্পক প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই জাতি ও উপাধি সিদ্ধ হয়। বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধ বিষয়ক-জ্ঞানকে সবিকল্পক জ্ঞান বলে। সবিকল্পক জ্ঞানে বিশেষ্য, বিশেষণ ও তাহাদের সম্বন্ধ অবশ্যই বিষয় হয়। 'অয়ং ঘটঃ'—এইরূপ সবিকল্পক জ্ঞানে ঘটের বিশেষণরূপে যে বস্তুটী বিশেষণ হয়, তাহাই ঘটত্ব। জাতিবাধক[১] না থাকিলে সবিকল্পক জ্ঞান ঐ ঘটত্বকেই জাতিরূপে বিষয় করে। এইরূপ 'ইদং পরোক্ষং, ইদমপরোক্ষম্'—এইরূপ সবিকল্পক জ্ঞানে পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব জাতিরূপে জ্ঞানের বিশেষণ হইয়া থাকে। সুতরাং সবিকল্পক জ্ঞানই ঘটত্বাদির জাতিত্বে প্রমাণ। ইহা বলা সঙ্গত নহে; কারণ সবিকল্পক জ্ঞান দ্বারা বিশেষ্যে বিশেষণমাত্র সিদ্ধ হয়। কিন্তু ঐ বিশেষণ যে জাতি, উহা সিদ্ধ হয় না; কারণ জাতি ভিন্ন পদার্থও বিশেষ্যে বিশেষণ হইয়া থাকে। এইরূপ অনুগত প্রতীতি দ্বারা বিশেষ্যে অনুগত ধর্ম সিদ্ধ হয়। কিন্তু ঐ অনুগত ধর্ম যে জাতি, উহা তদ্দ্বারা সিদ্ধ হয় না।

জাতিতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না হয়, না হউক। অনুমান তো প্রমাণ হইতে পারে—

১। উদয়নাচার্য্য কিরণাবলীতে ছয়টী জাতিবাধকের উল্লেখ করিয়াছেন—"ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোঽথানবস্থিতিঃ। রূপহানিরসম্বন্ধো জাতিবাধক-সংগ্রহঃ"॥ (১) ব্যক্তির অভেদ অর্থাৎ ঐক্য আকাশত্বের জাতিত্বে বাধক (২) তুল্যত্ব অর্থাৎ স্বভিন্ন জাতি সমনিয়তত্ব কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বের জাতিত্বে বাধক (৩) সঙ্কর—ভূতত্ব ও মূর্ত্তত্বের জাতিত্বে বাধক (৪) অনবস্থা জাতির জাতিমত্ত্বে বাধক (৫) রূপহানি বিশেষের জাতিমত্ত্বে বাধক (৬) অসম্বন্ধ সমবায়ত্বের জাতিত্বে বাধক। এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা মুক্তাবলী ও কিরণাবলীতে জ্ঞাতব্য।

সিদ্ধ্যা ব্রহ্মভিন্নাখিল-প্রপঞ্চস্যানিত্যতয়া চ নিত্যত্ব-সমবেতত্ব-ঘটিত-জাতিত্বস্য ঘটত্বাদাবসিদ্ধেশ্চ। এবমেবোপাধিত্বং নিরসনীয়ম্। পর্বতো বহ্নি-

অসিদ্ধি এবং ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত প্রপঞ্চের অনিত্যত্ব-হেতু নিত্যত্ব ও সমবেতত্ব ঘটিত জাতিত্বের ঘটত্বাদি পক্ষে সিদ্ধি নাই অর্থাৎ বাধ আছে। এই যুক্তিতেই উপাধিত্ব খণ্ডনীয়।'পর্বতো

বিবৃতি

এই আশঙ্কা খণ্ডন করিতে বলিলেন—**জাতিত্বরূপসাধ্যাপ্রসিদ্ধৌ**। অনুগত প্রতীতি[১] দ্বারা অনুগত ধর্ম সিদ্ধ হইলে, পরে "অঙ্গুলিত্বাদিকং জাতিঃ উপাধি-ভিন্নত্বে সতি সামান্য-ধর্মত্বাৎ—এইরূপ অনুমানপ্রয়োগ করিয়া তদ্‌দ্বারাও ঐ অনুগত ধর্ম অঙ্গুলিত্বাদির জাতিত্ব সিদ্ধ হয় না। দেখ, এইরূপ অনুমান প্রয়োগে পক্ষ হইতেছে—অঙ্গুলিত্বাদি ধর্ম। হেতু হইতেছে—উপাধি ভিন্নত্ব সমানাধিকরণ সামান্য-ধর্মত্ব। সাধ্য হইতেছে—জাতিত্ব। নৈয়ায়িকমতে উহা নিত্যত্ব-সমানাধিকরণ অনেক-সমবেতত্ব। বেদান্তীর মতে ব্রহ্ম ব্যতীত কোন বস্তু নিত্য নহে, সমবায়ও নাই। সুতরাং বেদান্তীর নিকট কোন স্থলেই সাধ্য প্রসিদ্ধ নহে। যাঁহার কোন স্থলে সাধ্য প্রসিদ্ধ আছে, তাঁহার নিকট অন্যত্র সেই সাধ্যের সিদ্ধির জন্য বাদী অনুমানের প্রয়োগ করেন। কিন্তু যাঁহার কোন স্থলে সাধ্যের প্রসিদ্ধি নাই। তাঁহার নিকট অনুমানের প্রয়োগ করা যায় না। বিশেষ, সাধ্যের প্রসিদ্ধি না থাকিলে প্রযুক্ত হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তি-জ্ঞান না হওয়ায় ঐ হেতু প্রকৃত হেতু হয় না। উহা ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ নামক হেত্বাভাস[২] হয়।

জাতিত্ব সাধক পূর্বোক্ত অনুমানে দোষান্তর দেখাইতে বলিলেন—**সমবায়াসিদ্ধ্যা**।

১। বিভিন্নাকার পাঁচটী অঙ্গুলির সহিত পর পর ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে 'অঙ্গুলি, অঙ্গুলি' এইরূপ একাকার পাঁচটী প্রত্যক্ষ জন্মে। ঐ একাকার জ্ঞানের নাম অনুগত প্রতীতি। ঐ অনুগত প্রতীতির বিষয় ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গুলি মাত্র হইলে প্রতীতি ভিন্নাকার হইত। বিষয় ভিন্ন হইলে প্রতীতি অবশ্যই ভিন্নাকার হইয়া থাকে। এস্থলে কিন্তু প্রতীতিগুলি একাকার হইতেছে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে অঙ্গুলিমাত্র এই সকল প্রতীতির বিষয় নহে, সমস্ত অঙ্গুলিতে অনুগত কোন একটী ধর্ম ঐ প্রতীতির বিষয়। যে অনুগত একটি ধর্ম বিষয় হওয়ায় প্রতীতিগুলি একাকার হইয়াছে, অঙ্গুলিগত সেই এক অনুগত ধর্মই অঙ্গুলিত্ব। জাতির বাধক না থাকিলে ঐ অনুগত ধর্মই জাতি বলিয়া ব্যবহৃত হয়। তাই নৈয়ায়িকমতে অনুগত প্রতীতি হইতেছে জাতির সাধক প্রমাণ।

২। হেতুবদাভাসন্তে যে অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ প্রকৃত হেতু নহে; কিন্তু হেতুর সাদৃশ্যবশতঃ হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে নিষ্পন্ন হেত্বাভাস শব্দে দুষ্ট হেতুকে বুঝায়। নৈয়ায়িকমতে এই হেত্বাভাস পাঁচপ্রকার ঃ—(১) অনৈকান্তিক (ব্যভিচারী), (২) বিরুদ্ধ, (৩) অসিদ্ধ, (৪) সৎপ্রতিপক্ষিত ও (৫) বাধিত। হেতুরূপে প্রযুক্ত যে পদার্থ সাধ্যাভাবের অধিকরণে থাকে, তাহা অনৈকান্তিক। যে পদার্থ সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য, তাহা বিরুদ্ধ। অসিদ্ধ তিন প্রকার ঃ—স্বরূপাসিদ্ধ, আশ্রয়াসিদ্ধ ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। হেতুরূপে প্রযুক্ত যে পদার্থ পক্ষে অবর্ত্তমান, তাহা স্বরূপাসিদ্ধ। হেতুরূপে প্রযুক্ত যে পদার্থের পক্ষ অপ্রসিদ্ধ, তাহা আশ্রয়াসিদ্ধ। হেতুরূপে প্রযুক্ত যে পদার্থে সাধ্যের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় নাই অথবা ব্যর্থবিশেষণ (ব্যভিচারের অনিবারক বিশেষণ) আছে, তাহা ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। হেতুরূপে প্রযুক্ত যে পদার্থের পক্ষে সাধ্যব্যাপ্য হেতুর পরামর্শকালে সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য হেতুর পরামর্শ হয়, তাহা সৎপ্রতিপক্ষিত। যে পদার্থের পক্ষে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় আছে, তাহা বাধিত।

মানিত্যাদৌ পর্বতাংশে বহ্ন্যংশে চান্তঃকরণবৃত্তি-ভেদাঙ্গীকারেণ তত্তদবচ্ছেদক-ভেদেন পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বয়োরেকত্র চৈতন্যে বৃত্তৌ ন কশ্চিদ্ বিরোধঃ।

বহ্নিমান্' ইত্যাদি অনুমিতি স্থলে পর্বতাংশে ও বহ্ন্যংশে অন্তঃকরণ-বৃত্তির ভেদ অঙ্গীকৃত হওয়ায় তৎ-তদ্-বৃত্তিরূপ অবচ্ছেদকভেদে এক প্রমাচৈতন্যে পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্বের

বিবৃতি

সমবায়ের লক্ষণও নাই, প্রমাণও নাই। তাই বেদান্তী সমবায় স্বীকার করেন না। সমবায় না থাকিলে ঘটত্বাদি ধর্ম অনেকে সমবায় সম্বন্ধে না থাকায় অনেক সমবেত হয় না। তাই উহাতে অনেক সমবেতত্ব নাই। বেদান্তীর মতে ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত পদার্থই অনিত্য, সুতরাং ঘটত্বাদি ধর্মও অনিত্য। উহাতে নিত্যত্বও নাই। অতএব বেদান্তীর ঘটত্বাদিতে নিত্যত্ব সমানাধিকরণ অনেক সমবেতরূপ জাতিত্বের অভাবেরই নিশ্চয় আছে। বেদান্তীর নিকট ঘটত্বাদি পক্ষে সাধ্যের অভাব নিশ্চয় আছে বলিয়া প্রযুক্ত হেতুটী বাধিত। উহা দ্বারা ঘটত্বাদি পক্ষে জাতিত্বের যথার্থ অনুমিতি হইতে পারে না।

টিপ্পনী

ঘটত্বাদি যদি জাতি বা উপাধি না হয়, তবে বেদান্তী মতে তাহা কি? জাতি বা উপাধি ব্যতীত কি রূপেই বা অনুগত প্রতীতি নির্বাহ হয়, তাহা এখানে বলা আবশ্যক। ব্রহ্মের যে সৎ-রূপ সামান্য অংশে ঘটাদি তাদাত্ম্যে (অভেদে) অধ্যস্ত। তাহাই ঘটাবচ্ছিন্ন চিৎ বা চৈতন্য। এই ঘটাবচ্ছিন্ন চিৎ বা চৈতন্যের তাদাত্ম্য অধ্যস্ত সকল ঘটেই রহিয়াছে। তাই উহা সকল ঘটেই অনুগত। এই অনুগত ঘটাবচ্ছিন্ন চিৎ-তাদাত্ম্যই ঘটত্ব। এইরূপ পটাবচ্ছিন্ন চিৎতাদাত্ম্যই পটত্ব। এই অনুগত চিৎতাদাত্ম্য দ্বারাই অনুগত প্রতীতি নির্বাহ হয়। তাই বেদান্তী নিত্য ও অনেক সমবেতরূপ জাতি স্বীকার করেন না। কিন্তু সৎ-তাদাত্ম্য বা চিৎ-তাদাত্ম্য-রূপ জাতি স্বীকার করেন।

বিবৃতি

পরোক্ষত্বাদি জাতি নয়। অথচ উহারা এক জ্ঞানে থাকে, ইহা উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি ইহাতে আশঙ্কিত দোষান্তর খণ্ডন করিতে বলিলেন—**পর্বতো বহ্নিমান্** ইত্যাদৌ।

প্রত্যক্ষত্ব ও পরোক্ষত্ব জাতি না হইলেও উহারা যে পরস্পর বিরুদ্ধ, তাহা সর্বসম্মত। 'পর্বতো বহ্নিমান্'—এই অনুমিতির পর্বতাংশে জ্ঞানটি প্রত্যক্ষ এবং বহ্ন্যংশে জ্ঞানটি পরোক্ষ হইলে একই জ্ঞানে পরস্পর বিরুদ্ধ প্রত্যক্ষত্ব ও পরোক্ষত্বের অবস্থান স্বীকার করিতে হয়। তাহা কিন্তু কোনরূপেই সম্ভব নহে। বিরুদ্ধ ধর্মের একত্র অবস্থান স্বীকার করিলে জগৎ হইতে বিরোধ কথাই উঠিয়া যাইবে—কেহ কাহারও বিরুদ্ধ হইবে না। সুতরাং পর্বতাংশেও জ্ঞানটিকে পরোক্ষ বলাই উচিত। নৈয়ায়িকের এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে, 'পর্বতো বহ্নিমান্'—এই প্রকার জ্ঞান স্থলে

তথাচ তত্তদিন্দ্রিয়-যোগ্য-বর্ত্তমান-বিষয়াবচ্ছিন্ন-চৈতন্যাভিন্নত্বং তত্তদাকার-বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-জ্ঞানস্য তত্তদংশে প্রত্যক্ষত্বম্।

বৃত্তিতে কোন বিরোধ নাই। অতএব তত্তদাকার-বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যনিষ্ঠ তত্তদিন্দ্রিয়যোগ্য বর্ত্তমান বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যাভিন্নত্ব হইতেছে তত্তদ্ বিষয়াংশে [জ্ঞানগত] প্রত্যক্ষত্ব।

বিবৃতি

পর্বতাংশে পর্বতাকার প্রত্যক্ষবৃত্তি এবং বহ্ন্যংশে বহ্ন্যাকার পরোক্ষবৃত্তি ও ঐ বৃত্তিদ্বয়ের পরস্পর ভেদ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এই দুই প্রকার বৃত্তিই জ্ঞানের (বৃত্ত্যভিব্যক্ত বিষয়-চৈতন্যের) অবচ্ছেদক। একস্থানে এক অবচ্ছেদে (অংশে) পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম না থাকিলেও এক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অবচ্ছেদে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম থাকিতে পারে। একই বৃক্ষে অগ্রাংশে বা অগ্রাবচ্ছেদে সংযোগ, মূলাবচ্ছেদে বা মূলাংশে সংযোগাভাব থাকে, উহাতে যেমন কাহারও বিরোধ নাই। তদ্রূপ 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্'—এই প্রকার এক জ্ঞানে প্রত্যক্ষ বৃত্ত্যবচ্ছেদে (প্রত্যক্ষবৃত্ত্যংশে) প্রত্যক্ষত্ব এবং পরোক্ষবৃত্ত্যবচ্ছেদে পরোক্ষত্বের অবস্থানে কোন বিরোধ নাই। *

টিপ্পনী

প্রকৃত পক্ষে 'পর্বতো বহ্নিমান্'—ইত্যাদি জ্ঞান স্থলে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ সহকারে ব্যাপ্তি সংস্কার প্রভৃতি হইতে বহ্নি-বিশিষ্ট পর্বতাকার একটি বৃত্তি হয়, ইহা স্বীকার করিলে কোন ক্ষতি নাই। পরন্তু ভিন্ন ভিন্ন দুইটী বৃত্তির উৎপত্তি স্বীকার করিলে ক্ষতি আছে। ঘট ও পটের সহিত যুগপৎ ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হইলে যেমন ঘটাকার ও পটাকার ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া 'ঘট-পটৌ'—এইরূপ সমুচ্চয় জ্ঞান হইয়া থাকে। উহাতে যেমন ঘট ও পটের কোন সম্বন্ধ জ্ঞান হয় না। তদ্রূপ পর্বতাকার ও বহ্ন্যাকার ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি হইলে 'বহ্নি-পর্বতৌ'—এইরূপ সমুচ্চয় জ্ঞান হইবে, 'পর্বতো বহ্নিমান্'—এইরূপ বহ্নি ও পর্বতের সম্বন্ধ-বিষয়ক বিশিষ্ট জ্ঞান হইবে না। অথচ অনুমিতি স্থলে পক্ষের সহিত সাধ্যের সম্বন্ধ জ্ঞান সকলেরই স্বীকার্য্য। সুতরাং অনুমিতি স্থলে বিশিষ্টাকার একটি বৃত্তিই স্বীকার করা উচিত। পদ্মপাদাচার্য্যও বিশিষ্টাকার একটি বৃত্তিই স্বীকার করিয়াছেন (ক, পঞ্চপাদিকা—৪০৩ পৃঃ)। উহাতে বিশিষ্ট-বিষয়ক জ্ঞানটীও এক হইবে এবং ঐ জ্ঞানে প্রত্যক্ষত্ব ও পরোক্ষত্বের সমাবেশও উপপন্ন হইবে। একটি বিশিষ্ট বিষয়ের দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য বিশিষ্টাকার এক বৃত্তি দ্বারা অভিব্যক্ত হওয়ায় জ্ঞানটী এক হইবে। ঐ এক জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক বহ্নিবিশিষ্ট পর্বতাকার বৃত্তির পর্বত-বিষয়ক অংশটী ইন্দ্রিয়-দ্বারা বহির্গত হইয়া পর্বতের সহিত সম্বন্ধ হইলে চৈতন্যের উপাধি ঐ পর্বতাকার বৃত্তি ও বিষয়ের একদেশস্থত্ব নিবন্ধন উপধেয় পর্বতাকার বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও বিষয়চৈতন্যের অভেদহেতু পর্বতাকার বৃত্ত্যবচ্ছেদে জ্ঞানে প্রত্যক্ষত্ব থাকিবে। ঐ বহ্নিবিশিষ্ট পর্বতা-

ঘটাদের্বিষয়স্য প্রত্যক্ষত্বং তু প্রমাত্র-ভিন্নত্বম্। ননু কথং ঘটাদেরন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যাভেদঃ; অহমিমং পশ্যামীতি ভেদানুভব-বিরোধাদিতি চেৎ।

ঘটাদি বিষয়নিষ্ঠ প্রত্যক্ষত্ব কিন্তু প্রমাতৃচৈতন্যাভিন্নত্ব। আচ্ছা, অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যরূপ প্রমাতৃচৈতন্যের সহিত ঘটাদি বিষয়ের অভেদ কিরূপে হইবে? যেহেতু "অহমিমং পশ্যামি" (আমি ইহাকে দেখিতেছি) এই ভেদানুভবের সহিত বিরোধ আছে—

টিপ্পনী

কার বৃত্তির বহ্নি-বিষয়ক অংশটী ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ না হওয়ায় অন্তঃকরণ হইতে বহির্গত হইয়া বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হয় না। ফলে চৈতন্যের উপাধি বহ্নিবিষয়ক বৃত্ত্যংশ ও বিষয় বহ্নি একদেশস্থ না হওয়ায় উপধেয় বহ্নিবিশিষ্ট পর্বতাকার বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অংশবিশেষ বহ্নিবিষয়ক বৃত্তির সহিত বহ্ন্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভেদ হয় না। এইজন্য বহ্নি-বিষয়ক বৃত্ত্যবচ্ছেদে (বৃত্ত্যংশে) জ্ঞানে পরোক্ষত্ব থাকিবে।

বিবৃতি

জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক নিরূপণে যাবতীয় আপত্তি খণ্ডিত হইয়াছে। সম্প্রতি জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক সঙ্কলন করিয়া দেখাইতে বলিলেন—তথাচ **তত্তদিন্দ্রিয়যোগ্য** ইত্যাদি। এস্থলে ইন্দ্রিয়যোগ্য শব্দের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে জ্ঞান-সুখাদির প্রত্যক্ষে, প্রাতিভাসিক রজতাদির প্রত্যক্ষে ও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষে অব্যাপ্তি হয়। যেহেতু ঐ সকল প্রত্যক্ষের বিষয়গুলি ইন্দ্রিয়-যোগ্য নহে, কারণ উহারা কখনও ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। সুতরাং ইন্দ্রিয়-যোগ্য শব্দের অর্থ—প্রত্যক্ষ-যোগ্য। তাহা হইলে জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক হইল—প্রত্যক্ষ-যোগ্য বর্তমান বিষয়-চৈতন্যের সহিত অভিন্ন তত্তদ্-বিষয়াকার বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যত্ব।

জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক নিরূপিত হইয়াছে। সম্প্রতি বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক নিরূপণ করিতে বলিলেন—**ঘটাদের্বিষয়স্য প্রত্যক্ষত্বং তু**। 'প্রত্যক্ষো বিষয়ঃ'—এইরূপ ব্যবহার হইতে বুঝা যায়, জ্ঞানের ন্যায় বিষয়টিও প্রত্যক্ষ। উহাতেও প্রত্যক্ষত্ব আছে। বিষয়গত সেই প্রত্যক্ষত্ব হইতেছে—প্রমাত্রভিন্নত্ব অর্থাৎ প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত বিষয় চৈতন্যের অভেদ।

প্রমাত্রভিন্নত্ব শব্দের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া নৈয়ায়িক ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করিতে বলিলেন—**ননু কথং ঘটাদেঃ**। ঘটাদি বিষয়ের সহিত প্রমাতার অভেদ কিরূপে হয়? 'অহম্ ইমং পশ্যামি'—আমি ইহাকে (ঘটকে) দেখিতেছি—ইত্যাকার অনুভবে ঘটাদি বিষয়ের সহিত প্রমাতার ভেদই অনুভূত হয়। পূর্বোক্ত অনুভবে 'অহং' প্রমাতা কর্তৃরূপে এবং 'ইমং' কর্মরূপে প্রকাশমান। কর্তা ও কর্ম কখনও অভিন্ন হয় না। সুতরাং এইরূপ ভেদানুভবের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া বিষয়-চৈতন্যের সহিত প্রমাতৃ-চৈতন্যের অভেদ হইতে পারে না। অতএব প্রমাতৃ-চৈতন্যাভিন্নত্ব প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক নহে।

উচ্যতে। প্রমাত্রভেদো নাম ন তাবদৈক্যম্। কিন্তু প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্ত-সত্তাকত্বাভাবঃ। তথা হি ঘটাদেঃ স্বাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যাধ্যস্ততয়া বিষয়-চৈতন্য-সত্তৈব

এই যদি বলি। [উত্তর] বলিতেছি। প্রমাতৃ-চৈতন্যের অভেদ বলিতে প্রমাতৃ-চৈতন্যের ঐক্য নহে; কিন্তু প্রমাতৃ-চৈতন্যের সত্তা হইতে অতিরিক্ত সত্তা-শূন্যত্ব। তাহা এইরূপ :— ঘটাদি বিষয়ের ঘটাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অধ্যাসহেতু বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সত্তাই ঘটাদি

বিবৃতি

প্রমাত্রভিন্নত্ব শব্দের তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ পূর্বক সিদ্ধান্তী এইরূপ আপত্তির সমাধান করিতে বলিলেন—**প্রমাত্রভেদো নাম**। প্রমাতার সহিত ঐক্য প্রমাত্রভেদ নহে। প্রমাত্রভেদ হইতেছে—প্রমাতৃ-সত্তারিক্ত সত্তাকত্বাভাব। প্রমাতার সত্তা—এইরূপ ষষ্ঠী-তৎপুরুষসমাসে নিষ্পন্ন প্রমাতৃ-সত্তা শব্দের অর্থ—প্রমাতৃ-চৈতন্যের সত্তা। প্রমাতৃসত্তা-তোঽতিরিক্তা সত্তা যস্য অর্থাৎ প্রমাতৃ-চৈতন্যের সত্তা হইতে অতিরিক্ত সত্তা আছে যাহার—এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে ক প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্ত-সত্তাক শব্দের অর্থ—প্রমাতৃ-চৈতন্যের সত্তা হইতে অতিরিক্ত সত্তা আছে যে বিষয়ের, সেই বিষয়টী হইতেছে—প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্ত-সত্তাক। তাহার ধর্ম হইতেছে—প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্ত-সত্তাকত্ব। সেই প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্ত-সত্তাকত্ব ধর্মের অভাব হইতেছে—প্রমাত্রভিন্নত্ব বা প্রমাতৃ-চৈতন্যের অভেদ। উহাই বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক।

স্বরূপই সত্তা। প্রমাতার স্বরূপ ও বিষয়ের স্বরূপ ভিন্ন বলিয়া বিষয়ে প্রমাতৃ সত্তার অতিরিক্ত স্বরূপসত্তা আছে। তাই বিষয় প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্ত-সত্তাক। উহাতে প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্ত-সত্তাকত্বধর্ম আছে। সুতরাং তাহার অভাব তাহাতে কিরূপে থাকিবে? এই এই আশঙ্কা খণ্ডন পূর্বক বিষয়ে প্রমাতৃসত্তাতিরিক্ত-সত্তাকত্ব ধর্মের অভাব সমর্থন করিতে বলিলেন—**তথা হি** ইত্যাদি। অদ্বৈতমতে অধ্যস্ত বস্তুমাত্রই মিথ্যা বলিয়া তাহাদের নিজস্ব কোন সত্তা নাই। অধিষ্ঠানের সত্তা দ্বারাই উহারা সত্তাবান্। ব্রহ্ম ভিন্ন ঘটাদি যাবতীয় বস্তুই স্বাবচ্ছিন্ন চৈতন্যে (অবিদ্যোপহিত ঘটাদি-বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যে) অধ্যস্ত। এই অবিদ্যোপহিত স্বাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই ঘটাদি বিষয়ের অধিষ্ঠান। উহার সত্তাই ঘটাদি বিষয়ের সত্তা। অধিষ্ঠানের সত্তা দ্বারাই ঘটাদি বিষয়ে সদ্ ব্যবহার উপপন্ন হয় বলিয়া ঘটাদি বিষয়ে অধিষ্ঠানের সত্তা ব্যতীত আর কোন সত্তা—স্বরূপরূপ সত্তা, সত্তাজাতি-রূপ সত্তা, কালসম্বন্ধিত্ব-রূপ সত্তা বা অর্থক্রিয়াকারিত্ব-রূপ সত্তা স্বীকৃত হয় নাই।

অধিষ্ঠানের সত্তাই ঘটাদি বিষয়ের সত্তা—ইহা স্বীকার করিলেও ঘটাদি বিষয়ে প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্ত সত্তার অভাব কিরূপে থাকিবে? যদি প্রমাতৃ-চৈতন্য ঘটাদি বিষয়ের অধিষ্ঠান হইত, তবে ঘটাদি বিষয়ে প্রমাতৃ সত্তা হইতে অতিরিক্ত সত্তা থাকিত না। কিন্তু প্রমাতৃ-চৈতন্য ঘটাদির অধিষ্ঠান নহে, ঘটাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যই ঘটাদির অধিষ্ঠান।

ঘটাদি-সত্তা, অধিষ্ঠান-সত্তাতিরিক্তায়া আরোপিত-সত্তায়া অনঙ্গীকারাৎ। বিষয়-চৈতন্যঞ্চ পূর্বোক্ত-প্রকারেণ প্রমাতৃচৈতন্যমেবেতি প্রমাতৃ-চৈতন্যস্যৈব ঘটাদ্যধিষ্ঠানতয়া প্রমাতৃ-সত্তৈব ঘটাদি-সত্তা নান্যেতি সিদ্ধং ঘটাদেরপরোক্ষত্বম্। অনুমিত্যাদি-স্থলেঽন্তঃকরণস্য বহ্ন্যাদি-দেশ-নির্গমনাভাবেন বহ্ন্য-

---

বিষয়ের সত্তা; যেহেতু আরোপিত বস্তুতে অধিষ্ঠানের সত্তার অতিরিক্ত কোন সত্তা স্বীকৃত হয় নাই। বিষয়-চৈতন্যটি পূর্বোক্ত প্রকারে প্রমাতৃ-চৈতন্যই। অতএব প্রমাতৃ-চৈতন্যই ঘটাদি বিষয়ের অধিষ্ঠান হওয়ায় প্রমাতৃ-চৈতন্যের সত্তাই ঘটাদির সত্তা, [ঘটাদির] অন্য সত্তা নাই, এইজন্য ঘটাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষত্ব সিদ্ধ হইল। অনুমিতি প্রভৃতি [পরোক্ষ জ্ঞান] স্থলে অন্তঃকরণের বহ্ন্যাদি বিষয়-দেশে গমন না হওয়ায় বহ্ন্যাদি বিষয়াবচ্ছিন্ন

বিবৃতি

তাহার সত্তাই ঘটাদির সত্তা। তাহা প্রমাতৃ সত্তা হইতে অতিরিক্ত। সুতরাং ঘটাদি প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্ত-সত্তাক। উহাতে প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্ত সত্তাকত্বই আছে, তাহার অভাব নাই। এইরূপ আশঙ্কার সমাধানপূর্বক ঘটাদি বিষয়ে প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্ত-সত্তাকত্বের অভাব সমর্থন করিতে বলিলেন—**বিষয়চৈতন্যঞ্চ।**

ঘটাদি বিষয়াকার অন্তঃকরণবৃত্তি ইন্দ্রিয় দ্বারা নির্গত হইয়া ঘটাদি বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে প্রমাতৃ-চৈতন্য, প্রমাণ-চৈতন্য ও বিষয়-চৈতন্য এক হইয়া যায়। চৈতন্যত্রয়ের উপাধি তিনটি একদেশে অবস্থিত হওয়ায় চৈতন্যের ভেদ হয় না। এইরূপে প্রমাতৃ-চৈতন্য ও ঘটাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য এক হইলে ঘটাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের ন্যায় প্রমাতৃ-চৈতন্যও ঘটাদি বিষয়ের অধিষ্ঠান হয়। তখন ঘটাদি বিষয়ে প্রমাতৃ-সত্তার অতিরিক্ত আর কোন সত্তা থাকে না। যখন ঘটাদি বিষয়ে প্রমাতৃ-সত্তা হইতে অতিরিক্ত আর কোন সত্তা থাকে না; তখনই ঘটাদি বিষয়ে প্রমাতৃ সত্তাতিরিক্ত সত্তাকত্বের অভাব থাকে। তাহাতেই ঘটাদি বিষয় প্রত্যক্ষ হয়।

যে স্থলে অনুমেয় বহ্ন্যাদি বিষয় প্রত্যক্ষ নহে, সেস্থলে বিষয়-গত প্রত্যক্ষত্বের এই প্রয়োজক না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না. ইহা দেখাইতে বলিলেন—**অনুমিত্যাদি-স্থলে** ইত্যাদি। অনুমিতি প্রভৃতি স্থলে ব্যাপ্তি-সংস্কার প্রভৃতি হইতে বহ্ন্যাদ্যাকার অন্তঃকরণবৃত্তি হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সহিত বহ্ন্যাদি বিষয়ের সম্বন্ধ না থাকায় ঐ অন্তঃকরণ-বৃত্তির বহির্গমন হয় না। অন্তঃকরণবৃত্তি বহির্গত হইয়া বিষয়ে সম্বন্ধ না হইলে চৈতন্যের উপাধিগুলি একদেশস্থ হয় না। চৈতন্যের উপাধি একদেশস্থ না হওয়ায় প্রমাতৃ-চৈতন্য ও বিষয়-চৈতন্য এক হয় না। উহারা এক না হইলে প্রমাতৃ-চৈতন্য বিষয়-চৈতন্যের অধিষ্ঠান হয় না। তখন কেবল বহ্ন্যাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যই বহ্ন্যাদি বিষয়ের অধিষ্ঠান হয় এবং তাহার সত্তাই বহ্ন্যাদি বিষয়ের সত্তা। ঐ সত্তা প্রমাতৃ-সত্তা হইতে অতিরিক্ত। সুতরাং প্রমাতৃ-

বচ্ছিন্ন-চৈতন্যস্য প্রমাতৃ-চৈতন্যানাত্মকতয়া বহ্ন্যাদি-সত্তা প্রমাতৃ-সত্তাতো ভিন্নেতি নাতিব্যাপ্তিঃ। নন্বেবমপি ধর্মাধর্মাদি-গোচরানুমিত্যাদি-স্থলে ধর্মাধর্ময়োঃ প্রত্যক্ষত্বাপত্তিঃ, ধর্মাধর্মাদ্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যস্য প্রমাতৃ-চৈতন্যাভিন্নতয়া ধর্মাদি-সত্তায়াঃ প্রমাতৃ-সত্তানতিরেকাদিতি চেৎ, ন, যোগ্যত্বস্যাপি বিষয়-

---

চৈতন্য প্রমাতৃ-চৈতন্য-স্বরূপ না হওয়ায় বহ্ন্যাদির সত্তা প্রমাতৃ-সত্তা হইতে ভিন্ন ; এইজন্য [বিষয়গত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের বহ্ন্যাদি বিষয়ে] অতিব্যাপ্তি হয় না।

আচ্ছা, এই হইলেও অর্থাৎ বহ্ন্যাদি বিষয়ে অতিব্যাপ্তি না হইলেও ধর্মাধর্মাদি বিষয়ক অনুমিতি প্রভৃতি স্থলে ধর্ম ও অধর্মের প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হয় ; যেহেতু ধর্মাধর্মাদি দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও প্রমাতৃচৈতন্য [পরস্পর] অভিন্ন হওয়ায় ধর্মাধর্মাদির সত্তা প্রমাতৃসত্তা হইতে অতিরিক্ত নহে—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না ; যেহেতু

বিবৃতি

চৈতন্যের সত্তা হইতে বহ্ন্যাদি বিষয়ের সত্তা অতিরিক্ত হওয়ায় বহ্ন্যাদি বিষয়ে প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্ত সত্তাকত্বই আছে, তাহার অভাব নাই। প্রত্যক্ষত্বের এই প্রয়োজক বহ্ন্যাদি পরোক্ষ বিষয়ে না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না এবং বহ্ন্যাদি বিষয়ও প্রত্যক্ষ হয় না।

বিষযগত প্রমাতৃ-সত্তারিক্ত-সত্তাকত্বের অভাব বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক, ইহা উক্ত হইয়াছে। ইহাতে আপত্তি দেখাইতে বলিলেন—**নন্বেবমপি ধর্মাধর্মাদি**। পরকীয় ধর্মাধর্মের অনুমিতি স্থলে প্রমাতৃ-চৈতন্য ও বিষয়-চৈতন্যের উপাধি অন্তঃকরণ ও ধর্মাধর্মাদি একদেশস্থ না হওয়ায় উপধেয় চৈতন্য-দ্বয়ের অভেদ হয় না। উপধেয় চৈতন্য-দ্বয় অভিন্ন না হইলে পরকীয় ধর্মাধর্মে প্রত্যক্ষত্বের প্রযোজক সম্ভব না হওয়ায় প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং স্বগত ধর্মাধর্মের অনুমিতি স্থলে এই আপত্তি বুঝিতে হইবে।

প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্ত-সত্তাকত্বের অভাব প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক হইলে স্বকীয় অন্তঃকরণগত ধর্ম ও অধর্মের অনুমিতি স্থলে সেই অনুমেয় ধর্ম ও অধর্মে প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হয়। কেন প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হয়? তাহার উত্তরে নৈয়ায়িক আপত্তির হেতু দেখাইতে বলিলেন—**ধর্মাধর্মাদ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যস্য**। প্রমাতৃচৈতন্যের উপাধি অন্তঃকরণ ও ধর্মাবচ্ছিন্ন এবং অধর্মাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের উপাধি ধর্মাধর্ম একদেশে অবস্থিত হওয়ায় প্রমাতৃ-চৈতন্য ও ধর্মাধর্মাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভেদ হয়। প্রমাতৃচৈতন্য ও ধর্মাধর্মাবচ্ছিন্ন চৈতন্য এক হইলে ধর্মাধর্মাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের ন্যায় প্রমাতৃচৈতন্যও ধর্মাধর্মের অধিষ্ঠান হয়। তাহা হইলে ধর্মাধর্মের সত্তা প্রমাতৃসত্তা হইতে অতিরিক্ত না হওয়ায় ধর্ম ও অধর্মে প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্ত-সত্তাকত্বের অভাব আছে বলিয়া প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হয়। অথচ ধর্মাধর্ম অতীন্দ্রিয় বলিয়া প্রত্যক্ষ নহে। অতএব প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্ত-সত্তাকত্বের অভাব বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক নহে।

বিশেষণত্বাৎ। নম্বেবমপি রূপী ঘট ইতি প্রত্যক্ষস্থলে ঘটগত-পরিমাণাদেঃ

যোগ্যত্বটী বিষয়ে বিশেষণ রহিয়াছে। আচ্ছা, এই হইলেও অর্থাৎ যোগ্যত্বটি বিষয়ের বিশেষণ হইলেও "রূপবান্ ঘট" এই প্রত্যক্ষ স্থলে ঘট-গত পরিমাণ প্রভৃতির প্রত্যক্ষত্বের

বিবৃতি

এই আপত্তির সমাধানে বলিলেন—**যোগ্যত্বস্যাপি বিষয়বিশেষণত্বাৎ**। যোগ্যত্বকে বিষয়ে বিশেষণ দিলে এই আপত্তি হইবে না অর্থাৎ বিষয়গত প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্ত সত্তাকত্বের অভাবমাত্রই প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক নহে। কিন্তু প্রত্যক্ষ-যোগ্য বিষয়গত প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্ত সত্তাকত্বের অভাবই প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক। ধর্ম ও অধর্ম অতীন্দ্রিয়, প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। তাহাতে প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্ত সত্তাকত্বের অভাব থাকিলেও তাহা প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়গত না হওয়ায় প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক হয় না এবং ধর্ম ও অধর্মে তাহা না থাকায় প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হয় না।

যোগ্যত্বের ন্যায় বর্ত্তমানত্বকেও বিষয়ের বিশেষণ বলিতে হইবে। তাহা না বলিলে স্বকীয় অতীত সুখের অনুমিতি স্থলে সেই অতীত সুখে প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হইবে। যেহেতু চৈতন্যের উপাধি সুখাকার বৃত্তি এবং অতীত সুখ এক অন্তঃকরণ দেশে অবস্থিত হওয়ায় প্রমাতৃ-চৈতন্য ও সুখাবচ্ছিন্ন চৈতন্য এক হইবে। এই দুইটী চৈতন্য এক হইলে সুখাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের ন্যায় প্রমাতৃচৈতন্যও সুখের অধিষ্ঠান হইবে এবং প্রমাতৃ-চৈতন্যের সত্তাই সুখের সত্তা, সুখে আর অতিরিক্ত সত্তা থাকিবে না। তাহা হইলে সেই অতীত অনুমেয় সুখে প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়গত প্রমাতৃসত্তাতিরিক্ত সত্তাকত্বের অভাব থাকায় প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হয়। বর্ত্তমানত্বকে বিষয়ের বিশেষণ বলিলে বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক হয়—প্রত্যক্ষযোগ্য ও বর্ত্তমান বিষয়গত প্রমাতৃসত্তাতিরিক্ত সত্তাকত্বের অভাব অর্থাৎ প্রত্যক্ষযোগ্যত্ব ও বর্ত্তমানত্ব সমানাধিকরণ প্রমাতৃসত্তাতিরিক্ত সত্তাকত্বের অভাব। অতীত অনুমেয় সুখ বর্ত্তমান না হওয়ায় উহাতে উক্ত-প্রয়োজক না থাকায় প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হইবে না।

পূর্বোক্ত বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক সম্বন্ধে অন্য একটি আপত্তি দেখাইতে বলিলেন—**নম্বেবমপি রূপী ঘট** ইতি। রূপবিশেষ নীল, পীত প্রভৃতিকে বিষয় না করিয়া শুদ্ধ রূপ বা রূপ-সামান্যের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা সকলেরই অনুভব বেদ্য। উদয়নাচার্য্যও **তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধিতে** ইহা বলিয়াছেন[১]। সুতরাং 'রূপী ঘটঃ' শব্দের অর্থ—নীলো ঘটঃ বা পীতো ঘটঃ। প্রত্যক্ষযোগ্যত্ব ও বর্ত্তমানত্ব সমানাধিকরণ প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্ত সত্তাশূন্যত্ব বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক হইলে 'নীলো ঘটঃ' ইত্যাকার ঘট-গত নীলাদি রূপের প্রত্যক্ষ কালে ঘটগত পরিমাণ, স্থৌল্য প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষত্বের

১। "চাক্ষুষ-প্রতীতৌ শুক্লত্ব-সামান্যানবভাসে তদাধারস্য রূপ-স্বলক্ষণস্য ভাসনাযোগাৎ"—কা, ৩৯১ পৃঃ

প্রত্যক্ষত্বাপত্তিঃ, রূপাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যস্য পরিমাণাদ্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যস্য চৈকতয়া রূপাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যস্য প্রমাতৃ-চৈতন্যাভেদে পরিমাণাদ্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যস্যাপি প্রমাত্রভিন্নতয়া পরিমাণাদি-সত্তায়াঃ প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্তত্বাভাবাদিতি চেৎ, ন; তত্তদাকার-বৃত্ত্যুপহিতত্বস্যাপি প্রমাতৃ-বিশেষণত্বাৎ। রূপাকার-বৃত্তি-

আপত্তি হয়; যেহেতু প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত রূপাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভেদ হইলে রূপাবচ্ছিন্ন-চৈতন্য ও পরিমাণাদ্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্য এক হওয়ায় পরিমাণাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যও প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত অভিন্ন হইবে। অতএব পরিমাণাদির সত্তা প্রমাতৃ-সত্তা হইতে অতিরিক্ত নহে—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না; যেহেতু তত্তদাকার বৃত্ত্যুপ-

বিবৃতি

আপত্তি হইবে। কেন আপত্তি হইবে? তাহার উত্তরে হেতু বলিতেছেন—**রূপাবচ্ছিন্নচৈতন্যস্য**। নীলরূপাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের উপাধি নীল রূপ এবং পরিমাণাদ্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যের উপাধি পরিমাণাদি এক ঘটদেশে অবস্থিত হওয়ায় নীলরূপাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও পরিমাণাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য অভিন্ন হয়। নীলরূপাবচ্ছিন্ন চৈতন্য পূর্বোক্ত প্রকারে প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত অভিন্ন হইলে তাহার সহিত অভিন্ন পরিমাণাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যও প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত অভিন্ন হয়। তাহা হইলে প্রমাতৃচৈতন্য নীলরূপাদির ন্যায় পরিমাণাদিরও অধিষ্ঠান হইবে এবং প্রমাতৃ-চৈতন্যের সত্তাই পরিমাণাদির সত্তা হইবে, পরিমাণাদিতে আর অতিরিক্ত সত্তা থাকিবে না। সুতরাং নীল রূপের প্রত্যক্ষ কালে পরিমাণাদিতে প্রত্যক্ষত্বের প্রযোজক প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্ত সত্তা-শূন্যত্ব থাকায় প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হয়।

এই আশঙ্কা খণ্ডন করিতে বলিলেন—**তত্তদাকারবৃত্ত্যুপহিতত্বস্যাপি**। তত্তদাকার বৃত্তি শব্দের অর্থ—যে যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইবে, সেই বিষয়াকার বৃত্তি। বিষয়ে যেরূপ প্রত্যক্ষ-যোগ্যত্ব ও বর্ত্তমানত্ব বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। সেইরূপ প্রমাতৃ-চৈতন্যে তত্তদাকার বৃত্ত্যুপহিতত্ব বিশেষণ দিতে হইবে। এইরূপ বিশেষণ প্রদত্ত হইলে বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক হইবে—প্রত্যক্ষযোগ্যত্ব ও বর্ত্তমানত্ব সমানাধিকরণ তত্তদাকার (তৎতৎ বিষয়াকার) বৃত্ত্যুপহিত প্রমাতৃ-চৈতন্য-সত্তাতিরিক্ত সত্তা-শূন্যত্ব। যে বিষয়টী প্রত্যক্ষ হইবে, সেই বিষয়টী প্রত্যক্ষযোগ্য, বর্ত্তমান ও তদাকার বৃত্ত্যুপহিত প্রমাতৃ-চৈতন্যের সত্তা হইতে অতিরিক্ত সত্তাশূন্য হইলে তবেই তাহা প্রত্যক্ষ হইবে, নচেৎ হইবে না। নীল ঘটের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকালে নীল রূপের সহিত ইন্দ্রিয়ের যেরূপ সংযুক্ত-তাদাত্ম্য সম্বন্ধ আছে, পরিমাণ বা গন্ধাদি-গুণের সহিত ইন্দ্রিয়ের সেইরূপ সংযুক্ত তাদাত্ম্য সম্বন্ধ আছে। বিষয়-সম্বদ্ধ ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্তঃকরণের সম্বন্ধও তুল্য। তথাপি নীল রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কালে ইন্দ্রিয়, বিষয় ও সম্বন্ধের স্বভাববশতঃ পরিমাণাকার বা গন্ধাকার বৃত্তি উৎপন্ন হয় না; কিন্তু নীলরূপাকার বৃত্তি উৎপন্ন হয় এবং প্রমাতৃচৈতন্যও তখনই ঐ বৃত্তি

বিবৃতি

দ্বারা উপহিত হয়। পূর্বোক্ত প্রকারে ঐ নীলরূপ ও তদাকার বৃত্ত্যুপহিত প্রমাতৃ-চৈতন্য অভিন্ন হইলে নীলরূপাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের ন্যায় প্রমাতৃ-চৈতন্যও ঐ নীল রূপের অধিষ্ঠান হয়। তখন নীলরূপে প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক নীলরূপাকার বৃত্ত্যুপহিত প্রমাতৃসত্তাতিরিক্ত সত্তা শূন্যত্ব থাকে বলিয়া নীল রূপ প্রত্যক্ষ হয়।

কিন্তু নীলরূপের প্রত্যক্ষকালে পরিমাণাকার বা গন্ধাকার বৃত্তি না হওয়ায় প্রমাতৃ-চৈতন্য পরিমাণাকার বা গন্ধাকার বৃত্তি দ্বারা উপহিত হয় না। শুদ্ধ প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত পরিমাণ-চৈতন্য বা গন্ধচৈতন্য অভিন্ন হইলেও পরিমাণাকার বা গন্ধাকার বৃত্ত্যু-পহিত প্রমাতৃচৈতন্যের সহিত অভিন্ন না হওয়ায় তদাকার বৃত্ত্যুপহিত প্রমাতৃ-চৈতন্য পরিমাণ বা গন্ধাদি গুণের অধিষ্ঠান হয় না। সুতরাং পরিমাণ বা গন্ধাদি গুণে তদাকার বৃত্ত্যুপহিত প্রমাতৃচৈতন্যের সত্তা হইতে অতিরিক্ত সত্তা থাকায় তাহাতে তদাকার বৃত্ত্যুপহিত প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্ত-সত্তাকত্বই থাকে, তাহার অভাব থাকে না। সুতরাং পরিমাণ বা গন্ধাদি গুণে প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক তাদৃশ সত্তাকত্বের অভাব না থাকায় প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি বা বিষয়গত প্রত্যক্ষ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না।

টিপ্পনী

যদিও রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি ঘটের যাবতীয় গুণে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সংযুক্ত-তাদাত্ম্য সম্বন্ধ তুল্য; তথাপি ইন্দ্রিয়, বিষয় ও সম্বন্ধ নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে কোন কোন বিষয়ে তদাকার বৃত্তি উৎপন্ন করে, কোন কোন বিষয়ে তদাকার বৃত্তি উৎপন্ন করে না। নীল রূপের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ কালে গন্ধাকার বৃত্তির উৎপাদন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের স্বভাব নহে বলিয়া চক্ষুঃ গন্ধাকার বৃত্তি উৎপাদন করে না। ইহা স্বীকার না করিলে নীলরূপের প্রত্যক্ষ-কালে গন্ধাকার বৃত্তি ও গন্ধ প্রত্যক্ষ হইত। তথাপি পরিমাণাকার বৃত্তির উৎপাদন বিষয়, সম্বন্ধ ও ইন্দ্রিয়ের স্বভাব বলিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয় হইতে যখন নীলরূপাকার বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তখন পরিমাণাকার বৃত্তিও উৎপন্ন হয় এবং নীলরূপের ন্যায় পরিমাণও প্রত্যক্ষ হয়। তাহা অভিলাপের যোগ্য হইলেও তাহার ইচ্ছা না থাকায় তখন তাহার অভিলাপ হয় না। যাহার প্রত্যক্ষ হইবে, তখনই তাহার অভিলাপ হইবে—এইরূপ নিয়ম নাই। ইক্ষু, ক্ষীর, গুড় ও চিনির মাধুর্য্যের ভেদ প্রত্যক্ষ হইলেও তাহার অভিলাপ হয় না[১]। ঘটগত রূপের প্রত্যক্ষকালে তদ্গত পরিমাণ, একত্ব, বক্রত্ব প্রভৃতির সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ও অন্তঃ-করণের প্রণিধান থাকিলে তাহাদেরও 'নীলো মহান্ একো ঘটঃ'—এই আকারে প্রত্যক্ষ হয়। যদি অন্তঃকরণের প্রণিধান না থাকে, তবে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ থাকিলেও তদাকার

১। সর্বমেব হি বাক্যং নেদন্তয়া বস্তুভেদং বোধয়িতুমর্হতি। ন হীক্ষু-ক্ষীর-গুড়াদীনাং মধুররস-ভেদঃ শক্য আখ্যাতুম্"—নি, ভা, ১২৫ পৃঃ

দশায়াং পরিমাণাত্মাকার-বৃত্ত্যভাবেন পরিমাণাত্মাকার-বৃত্ত্যুপহিত-প্রমাতৃ-চৈতন্যাভিন্ন-সত্তাকত্বাভাবেনাঽতিব্যাপ্ত্যভাবাৎ। নন্বেবং বৃত্তাবব্যাপ্তিঃ, অনবস্থা-ভিয়া বৃত্তি-গোচর-বৃত্ত্যনঙ্গীকারেণ তত্র স্বাকার-বৃত্ত্যুপহিতত্ব-ঘটিতোক্ত-লক্ষণাভাবাদিতি চেৎ, ন, অনবস্থাভিয়া বৃত্তের্বৃত্ত্যন্তরাবিষয়ত্বেঽ-

---

হিতত্বটী প্রমাতৃ-চৈতন্যে বিশেষণ রহিয়াছে। রূপাকার বৃত্তিকালে পরিমাণাত্মাকার বৃত্তির অভাব আছে বলিয়া [ঘটগত পরিমাণ প্রভৃতিতে] পরিমাণাত্মাকার বৃত্ত্যুপহিত প্রমাতৃ-চৈতন্যের সত্তা হইতে ভিন্ন-সত্তাকত্ব না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না।

আচ্ছা, এই হইলেও অর্থাৎ প্রমাতৃ-চৈতন্যে তত্তদাকার বৃত্ত্যুপহিতত্ব বিশেষণ দিলেও বৃত্তিতে [বিষয়গত প্রত্যক্ষ লক্ষণের] অব্যাপ্তি হয়; যেহেতু অনবস্থাভয়ে বৃত্ত্যাকার বৃত্তি স্বীকার না করায় বৃত্তিতে বৃত্ত্যাকার বৃত্ত্যুপহিতত্ব ঘটিত উক্ত লক্ষণের অভাব আছে—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না; যেহেতু অনবস্থাভয়ে বৃত্তি বৃত্ত্য-

টিপ্পনী

বৃত্তি ও তাহাদের প্রত্যক্ষ হয় না। তাই লোকে তদ্‌বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া কিছু বলিতে পারে না। পরে সেই আবার তাহাতে প্রণিধান সহকারে চক্ষুঃ সংযুক্ত করিয়া তদাকার বৃত্তি দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়া থাকে। সুতরাং এস্থলে পরিভাষাকার ঘটগত গন্ধাদি গুণে প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি না করিয়া পরিমাণাদি গুণে প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি কেন করিলেন, তাহা সুধিগণ চিন্তা করিবেন।

বিবৃতি

প্রত্যক্ষযোগ্যত্ব ও বর্ত্তমানত্ব সমানাধিকরণ তদাকারবৃত্ত্যুপহিত প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্ত সত্তাশূন্যত্বটী বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক, ইহা উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি ইহাতে অব্যাপ্তির আশঙ্কা প্রদর্শন করিতে বলিলেন—**নন্বেবং বৃত্তাবব্যাপ্তিঃ।** যখন বিষয় প্রত্যক্ষ হয়, তখন তদাকার বৃত্তিও প্রত্যক্ষ হয়। তাই আমরা "এইটী ঘট, আমি ঘটকে জানি"—এইরূপে ঘট ও তদাকার বৃত্তির যুগপৎ অনুভব করি। সুতরাং ঘটের ন্যায় তদাকার বৃত্তিও প্রত্যক্ষ। কিন্তু বৃত্তিতে প্রাগুক্ত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক না থাকায় অব্যাপ্তি হয়। কেন অব্যাপ্তি হয়? তাহার হেতু দেখাইতে বলিলেন—**অনবস্থাভিয়া।** ঘটের প্রত্যক্ষের জন্য ঘটাকার বৃত্তি যেরূপ স্বীকৃত হইয়াছে। তদ্রূপ বৃত্তির প্রত্যক্ষের জন্য বৃত্ত্যাকার অপর বৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে। সেই বৃত্ত্যাকার বৃত্তির প্রত্যক্ষের জন্য তদাকার অন্য বৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে অপ্রামাণিক অনবস্থা স্বীকার করিতে হয়। ইহা কিন্তু স্বীকার্য্য নহে। অতএব বৃত্ত্যাকার অপর বৃত্তি হয় না। তাহা না হইলে বৃত্তিতে প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক বৃত্ত্যাকার বৃত্ত্যুপহিত প্রমাতৃসত্তাতিরিক্ত সত্তা-শূন্যত্ব না থাকায় অব্যাপ্তি হয়।

পি স্ববিষয়ত্বাভ্যুপগমেন স্ববিষয়-বৃত্ত্যুপহিত-প্রমাতৃ-চৈতন্যাভিন্ন-সত্তাকত্বস্য তত্রাপি সম্ভবাৎ। এবঞ্চান্তঃকরণ-তদ্ধর্মাদীনাং কেবল-সাক্ষিবিষয়ত্বেঽপি

ন্তরের বিষয় না হইলেও অর্থাৎ বৃত্ত্যাকার বৃত্তি স্বীকার না করিলেও [স্বাকারবৃত্ত্যুপহিতত্ব শব্দের অর্থ] স্ববিষয়-বৃত্ত্যুপহিতত্ব স্বীকার করায় বৃত্তিতেও স্ববিষয়-বৃত্ত্যুপহিত প্রমাতৃ-চৈতন্যের সত্তা হইতে অভিন্ন সত্তাকত্ব সম্ভব হইয়া থাকে। এইরূপ অন্তঃকরণ ও

বিবৃতি

সিদ্ধান্তী এই অব্যাপ্তি পরিহারের হেতু দেখাইতে বলিলেন—**অনবস্থাভিয়া**। বৃত্ত্যাকার যদি বৃত্তি হয়, তবে প্রথম বৃত্তিটি দ্বিতীয় বৃত্তির বিষয় হইবে। এই দ্বিতীয় বৃত্তির প্রত্যক্ষত্বের জন্য যদি তদাকার তৃতীয় বৃত্তি হয়, তবে দ্বিতীয় বৃত্তিটি তৃতীয় বৃত্তির বিষয় হইবে। এইরূপ বৃত্ত্যাকার অপর বৃত্তি, তদাকার অন্য বৃত্তি—এইরূপ বৃত্তি পরম্পরা স্বীকার করিলে অনবস্থা হইবে। এই অনবস্থার ভয়ে বৃত্ত্যাকার অপর বৃত্তি এবং ঐ বৃত্তিতে অপর বৃত্তির বিষয়ত্ব স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু বৃত্তির স্ববিষয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে অর্থাৎ স্বাকার বৃত্ত্যুপহিত শব্দের স্ববিষয়ক বৃত্ত্যুপহিত অর্থ বিবক্ষিত হইয়াছে। যাহা প্রত্যক্ষ হইবে, এস্থলে স্বশব্দে তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। যে জ্ঞান বা বৃত্তি দ্বারা যাহার ব্যবহার হয়, সেই জ্ঞান বা সেই বৃত্তি সেই বিষয়ক হয়—ইহাই নিয়ম। ঘটজ্ঞান বা ঘটবৃত্তি উৎপন্ন হইলে ঘটেরই ব্যবহার জন্মে, অন্য কাহারও ব্যবহার জন্মে না বলিয়া ঐ ঘটজ্ঞান বা ঘটবৃত্তি যেমন স্ব-বিষয়ক অর্থাৎ ঘট-বিষয়ক। এস্থলে স্বশব্দে ঘটই গ্রহণীয়। তদ্রূপ বৃত্তিরও ব্যবহার জন্মে বলিয়া ঐ বৃত্তিও স্ববিষয়ক অর্থাৎ বৃত্তি-বিষয়ক। এস্থলে স্বশব্দে বৃত্তি গ্রহণীয়। বৃত্তির এই স্ববিষয়ত্বটী স্বব্যবহার জননযোগ্যত্ব অর্থাৎ বৃত্তিব্যবহার জনন-যোগ্যত্ব, বৃত্তিকর্মত্ব-রূপ বৃত্তি-বিষয়ত্ব নহে। তাহা হইলে ঐ একই বৃত্তি ক্রিয়া ও কর্ম হওয়ায় বিরোধ অপরিহার্য্য হইবে। অন্তঃকরণে বিষয়াকার বৃত্তি হইলেই ঐ বৃত্তি স্ববিষয়ক হইবে। বৃত্তি স্ববিষয়ক হইলেই প্রমাতৃ-চৈতন্য স্ববিষয়ক বৃত্তি দ্বারা উপহিত হইবে এবং তাদৃশ উপহিত-চৈতন্য পূর্বোক্ত প্রকারে ঐ বৃত্তির অধিষ্ঠান হইলে ঐ বৃত্তির সত্তা ও প্রমাতৃ-চৈতন্যের সত্তা অভিন্ন হইবে। তাহা হইলে বৃত্তিটী প্রমাতৃ সত্তা হইতে অভিন্ন সত্তাক হওয়ায় উহাতে প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক স্ববিষয়ক বৃত্তি দ্বারা উপহিত প্রমাতৃ-চৈতন্যের সত্তা হইতে অভিন্ন-সত্তাকত্ব বা তাদৃশ প্রমাতৃসত্তারিক্ত সত্তাশূন্যত্ব থাকায় অব্যাপ্তি হয় না।

বৃত্তিতে অব্যাপ্তি পরিহৃত হইয়াছে। সপ্রতি স্থলান্তরে অব্যাপ্তি খণ্ডন করিতে বলিলেন—**এবঞ্চ**। আবরণ নিবৃত্তির[১] জন্য বা প্রকাশক সাক্ষিচৈতন্যের সহিত বিষয়ের প্রকাশ প্রয়োজক সম্বন্ধের জন্য বিষয়াকার প্রমাণ বৃত্তি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু অন্তঃ-

---

১। "বৃত্তিজীব-চৈতন্যস্য বিষয়োপরাগার্থা। দ্বিতীয়ে ত্বাবরণাভিভবার্থা"—নিঃ অঃ, ৪১৯ পৃঃ।

বিবৃতি

করণ ও তাহার ধর্ম সুখ, দুঃখাদি বিষয়ে বা প্রাতিভাসিক রজতাদি বিষয়ে কখনও কাহারও আবরণ কার্য্য সংশয় ও বিপর্য্যয় দেখা যায় না বলিয়া ঐ সকল বস্তুতে অজ্ঞানের আবরণ স্বীকার করা হয় নাই। উহারা সর্বদাই আবরণ রহিত এবং উহারা সাক্ষি-চৈতন্যে আশ্রিত বলিয়া সর্বদাই সাক্ষি-চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ। অতএব অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণের ধর্ম সুখ, দুঃখাদি বা প্রাতিভাসিক রজতাদি বিষয়ে আবরণ নিবৃত্তির জন্য বা সাক্ষি-চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধবিশেষের জন্য বৃত্তি স্বীকার করা যায় না। এ সকল বিষয়ের বৃত্তি না হইলে ঐ সকল বস্তুতে প্রত্যক্ষের প্রয়োজক স্ববিষয়ক বৃত্ত্যুপহিত প্রমাতৃ-চৈতন্য সত্তাতিরিক্ত সত্তাশূন্যত্ব সম্ভাবিত না হওয়ায় ঐ সকল বস্তু প্রত্যক্ষ হইবে না। অথচ ঐ সকল বস্তু সকলের নিকট প্রত্যক্ষ। সুতরাং প্রত্যক্ষ সুখ দুঃখাদি বা প্রাতিভাসিক রজতাদিতে পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক না থাকার অব্যাপ্তি হয়।

বিষয়-চৈতন্য অজ্ঞানের আবরণ দ্বারা আবৃত হইয়া আছে। যতক্ষণ ঐ আবরণ থাকে, ততক্ষণ "জানামি" (জানি)—এইরূপে বিষয়ের জ্ঞান বা প্রকাশ হয় না। পরন্তু 'ন জানামি' (জানি না—অজ্ঞানবান্)—এইরূপে অজ্ঞানের বোধ হয়। সুতরাং বিষয়ের জ্ঞান বা প্রকাশের জন্য ঐ আবরণের নাশ আবশ্যক। বিষয়ের আবরণ বিনষ্ট হইলেও যদি ঐ বিষয় প্রকাশক চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ না হয়, তবে ঐ বিষয় প্রকাশিত হইবে না। সুতরাং প্রকাশক চৈতন্যের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধও আবশ্যক। ঘটাদি বাহ্য বিষয়ের সহিত বিষয় প্রকাশক আন্তর সাক্ষি-চৈতন্যের সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ নাই, সম্ভবও নহে। অতএব প্রকাশক সাক্ষি-চৈতন্যের সহিত বাহ্য ঘটাদি বস্তুর সম্বন্ধ সম্পাদক কোন বস্তু অবশ্য স্বীকার্য্য। প্রমাণ-বৃত্তির পূর্বে বিষয়-চৈতন্যের আবরণ নাশ ও প্রকাশক চৈতন্যে সম্বন্ধ হয় নাই। প্রমাণবৃত্তি হইলেই যখন ঐ দুইটী হয়, তখন প্রমাণবৃত্তিই আবরণের নাশক ও সম্বন্ধ কারক স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যে সমস্ত বিষয়ের কোন আবরণ নাই বা যাহারা প্রকাশক চৈতন্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, তাহাদের আবরণ নাশ বা সম্বন্ধের জন্য প্রমাণ বৃত্তি স্বীকার করিতে হয় না; কিন্তু চৈতন্যের তদাকারত্ব সম্পাদনের জন্য অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে অন্তঃকরণ ও তাহার ধর্মাদিতে পূর্বোক্ত স্ববিষয়ক বৃত্ত্যুপহিতত্ব ঘটিত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক থাকায় অব্যাপ্তি হইবে না। সিদ্ধান্তী ইহা প্রকাশ করিতে বলিলেন—**অন্তঃকরণ-তদ্ধর্মাদীনাম্**।

যদিও সকল বস্তুই সাক্ষিবেদ্য, তথাপি যে সকল বস্তুর প্রত্যক্ষে সাক্ষী বৃত্তিকে অপেক্ষা করে না, তাহাদিগকে কেবল সাক্ষিবেদ্য বলে। যে সকল বস্তুর প্রত্যক্ষে সাক্ষী বৃত্তিকে অপেক্ষা করে, তাহাদিগকে সাক্ষিবেদ্য বলে। অন্তঃকরণ ও তাহার ধর্ম সুখ দুঃখাদি বা প্রাতিভাসিক রজতাদি বিষয়ক যদি বৃত্তি হয় এবং ঐ বৃত্তির সাহায্যে ঐগুলি যদি সাক্ষীর গ্রাহ্য হয়; তবে ঐ বিষয়গুলি বৃত্তি-নিরপেক্ষ সাক্ষীর গ্রাহ্য না হওয়ায় কেবল সাক্ষিবেদ্য

তত্তদাকার-বৃত্ত্যভ্যুপগমেনোক্ত-লক্ষণস্য তত্রাপি সত্ত্বান্নাব্যাপ্তিঃ। ন চান্তঃকরণ-তদ্ধর্মাদীনাং বৃত্তি-বিষয়ত্বাভ্যুপগমে কেবল-সাক্ষিবেদ্যত্বাভ্যুপগম বিরোধ ইতি বাচ্যম্। ন হি বৃত্তিং বিনা সাক্ষি-বিষয়ত্বং কেবল-সাক্ষিবেদ্যত্বম্। কিন্তি-

তাহার ধর্ম প্রভৃতি কেবল সাক্ষীর বিষয় হইলেও তত্তদাকার বৃত্তি স্বীকার করায় সেই অন্তঃকরণ ও তাহার ধর্ম প্রভৃতিতেও পূর্বোক্ত লক্ষণ আছে বলিয়া অব্যাপ্তি হয় না। অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণ ধর্মাদির বৃত্তিবিষয়ত্ব স্বীকার করিলে কেবল সাক্ষিবেদ্যত্ব সিদ্ধান্তের বিরোধ হয়—ইহা বলিতে পার না; কারণ বৃত্তি বিনা সাক্ষি-বিষয়ত্বটি কেবল সাক্ষিবেদ্যত্ব

বিবৃতি

হইবে না। অথচ ঐগুলি কেবল সাক্ষিবেদ্য—ইহা সিদ্ধান্তীর সিদ্ধান্ত। অন্তঃকরণাদি বিষয়ক বৃত্তি স্বীকার করিলে এই সিদ্ধান্ত নষ্ট হইবে, বৃত্তি স্বীকার না করিলে অন্তঃকরণাদির প্রত্যক্ষ হইবে না, পরন্তু অন্তঃকরণাদিতে লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে।

পূর্বপক্ষীর এই অভিপ্রায় বুঝিয়া সিদ্ধান্তী নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে বলিলেন—**কেবল সাক্ষিবিষয়ত্বেঽপি।** অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণের ধর্ম সুখ দুঃখাদি বা প্রাতিভাসিক রজতাদি কেবল সাক্ষিবেদ্য হইলেও যে, তদ্‌বিষয়ক বৃত্তি হইবে না বা বৃত্তি হইলে তাহাদের কেবল সাক্ষিবেদ্যত্ব ভঙ্গ হইবে, তাহা নহে। কিরূপে ইহা সম্ভব হয়, তাহা পরে স্ফুট হইবে। অন্তঃকরণ প্রভৃতি আবরণশূন্য ও অনাবৃত চৈতন্যে সাক্ষাৎ আশ্রিত। সুতরাং ঐ সকল বস্তুর আবরণ নাশের জন্য বা চৈতন্যের সম্বন্ধবিশেষের জন্য যদিও বৃত্তি অনাবশ্যক। তথাপি সংস্কারের জন্য বা চেতন্যের তদাকারত্ব সম্পাদনের জন্য বৃত্তি আবশ্যক। এই জন্যই আচার্য্যগণ অন্তঃকরণাকার (অহমাকার) সুখ-দুঃখাকার ও প্রাতিভাসিক রজতাকার অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন। অন্তকরণাদির প্রত্যক্ষকালে স্ববিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি উৎপন্ন হইলে প্রমাতৃ-চৈতন্য স্ববিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি দ্বারা উপহিত হইয়া থাকে এবং অন্তঃকরণ প্রভৃতিতে স্ববিষয়ক বৃত্ত্যুপহিত প্রমাতৃ-চৈতন্যের সত্তা হইতে অতিরিক্ত সত্তা থাকে না। সুতরাং অন্তঃকরণ প্রভৃতির প্রত্যক্ষকালে অন্তঃকরণ প্রভৃতিতে পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক তাদৃশ সত্তাশূন্যত্ব থাকে বলিয়া অব্যাপ্তি হয় না।

অন্তঃকরণাদিবিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার্য্য—ইহা উক্ত হইয়াছে। পূর্বপক্ষী ইহাতে আপত্তি করিতে বলিলেন—**অন্তঃকরণ-তদ্ধর্মাদীনাম্।** অন্তঃকরণ ও তাহার ধর্ম প্রভৃতি অবিদ্যাবৃত্তির বিষয় হইলে বৃত্তিনিরপেক্ষ সাক্ষীর বেদ্য না হওয়ায় কেবল সাক্ষিবেদ্য বলিয়া যে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ হইবে। সিদ্ধান্তী উক্ত আপত্তি খণ্ডন করিতে বলিলেন—**নহি বৃত্তিং বিনা।** পূর্বপক্ষী এস্থলে কেবল সাক্ষি-বেদ্যত্ব কথার তাৎপর্য্য না বুঝিয়াই পূর্বোক্তরূপ আপত্তি করিয়াছেন। বস্তুতঃ যাহা বৃত্তিনিরপেক্ষ

ন্দ্রিয়ানুমানাদি-প্রমাণ-ব্যাপারমন্তরেণ সাক্ষি-বিষয়ত্বম্। অত এবাহঽঙ্কার-টীকায়ামাচার্য্যৈরহমাকারান্তঃকরণ-বৃত্তিরঙ্গীকৃতা। অতএব প্রাতিভাসিক-

---

নহে। কিন্তু ইন্দ্রিয়, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ-ব্যাপার বিনা সাক্ষি-বিষয়ত্ব হইতেছে কেবল সাক্ষি-বেদ্যত্ব। এইজন্যই অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও তাহার ধর্মাদি বৃত্তির বিষয় হয় বলিয়াই [পদ্মপাদাচার্য্যের পঞ্চপাদিকা] গ্রন্থের অহঙ্কার টীকাতে বিবরণাচার্য্য কর্তৃক অহমাকার

বিবৃতি

সাক্ষীর বেদ্য, তাহা কেবল সাক্ষী-বেদ্য নহে। যাহা ইন্দ্রিয়, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ ব্যাপার নিরপেক্ষ সাক্ষীর বেদ্য, তাহাই কেবল সাক্ষীবেদ্য। অন্তঃকরণ ও তাহার ধর্মাদির প্রত্যক্ষে সাক্ষী অবিদ্যাবৃত্তিকে অপেক্ষা করিয়া উহা দিগকে প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু প্রমাণের কোন ব্যাপার বা বৃত্তিকে অপেক্ষা করে না। সুতরাং অন্তঃকরণ ও তাহার ধর্মাদি অবিদ্যাবৃত্তির বিষয় হইলেও এবং অবিদ্যাবৃত্তি সাপেক্ষ সাক্ষীর গ্রাহ্য হইলেও কেবল সাক্ষিবেদ্যত্ব সিদ্ধান্তের কোন হানি হয় নাই।

সাক্ষী যাহার আকার প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই প্রত্যক্ষ করে। নিরাকার সাক্ষীর অন্তঃকরণাকারত্ব বা সুখাকারত্ব স্বতঃ সম্ভব নহে, প্রমাণ বৃত্তি দ্বারাও সম্ভব নহে; কারণ অন্তঃকরণ বা তাহার ধর্মবিষয়ক কোন প্রমাণ বৃত্তি উৎপন্ন হয় না। সুতরাং তৎতৎ বিষয়াকার অবিদ্যাবৃত্তি দ্বারাই সাক্ষীকে তদাকার হইতে হইবে। তাই অন্তঃকরণাদি-বিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি অঙ্গীকৃত হইয়াছে। বিবরণাচার্য্যও পঞ্চপাদিকার অহঙ্কার গ্রন্থের ব্যাখ্যায় অহমাকার অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করিয়া জাগ্রদ্ দশায় অন্তঃকরণবৃত্তিকে তাহার অন্তরঙ্গ বলিয়াছেন। যদিও নৃসিংহাশ্রম প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদি বিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করেন নাই। তথাপি সাক্ষিচৈতন্যের তদাকারত্ব সম্পাদনের জন্য প্রাতিভাসিকাদি বিষয়কও অবিদ্যাবৃত্তি অবশ্য স্বীকার্য্য। তাই বিবরণ সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ প্রাতিভাসিকের প্রত্যক্ষস্থলে রজতাদ্যাকার অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন। অন্তঃকরণ ও তাহার ধর্ম সুখদুঃখাদি এবং প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদি সেই অবিদ্যাবৃত্তির বিষয়ও হয়। সুতরাং কেবল সাক্ষিবেদ্য অন্তঃকরণ ও তাহার ধর্মাদিতে এবং প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদিতে স্ববিষয়ক বৃত্ত্যুপহিতত্ব ঘটিত পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক থাকায় অব্যাপ্তি হয় না।

টিপ্পনী

বিবরণের উক্তি দ্বারা নিজ বক্তব্য সমর্থন করিতে পরিভাষাকার বলিয়াছেন—আচার্য্যৈরহমাকারান্তঃকরণ-বৃত্তিরঙ্গীকৃতা। ইহা পড়িলে সহজেই মনে হয়—বিবরণকার অহমাকার অন্তঃকরণবৃত্তি অঙ্গীকার করেন। বস্তুতঃ তিনি অহমাকার অন্তঃকরণবৃত্তি স্বীকার করেন নাই। ইন্দ্রিয়াদি প্রমাণের ব্যাপার হইতেই অন্তঃকরণ-বৃত্তি জন্মে।

রজত-স্থলে রজতাকারাঽবিদ্যাবৃত্তিঃ সাম্প্রদায়িকৈরঙ্গীকৃতা। তথা চান্তঃকরণ-তদ্ধর্মাদিষু কেবল-সাক্ষিবেদ্যেষু বৃত্ত্যুপহিতত্ব-ঘটিত-লক্ষণস্য সত্বান্নাব্যাপ্তিঃ।

অন্তঃকরণবৃত্তি অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এই কারণেই প্রাতিভাসিক রজতস্থলে রজতাকার অবিদ্যাবৃত্তি সাম্প্রদায়িকগণ (বিবরণানুবর্ত্তিগণ) কর্ত্তৃক অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সুতরাং কেবল সাক্ষিবেদ্য অন্তঃকরণ ও তাহার ধর্মাদিতে বৃত্ত্যুপহিতত্ব ঘটিত [বিষয়গত

টিপ্পনী

বিবরণমতে অন্তঃকরণ ইন্দ্রিয় নহে বলিয়া প্রমাণ নহে। সুতরাং স্বীয় অন্তঃকরণ ও তাহার ধর্ম এবং প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদি বিষয়ে ইন্দ্রিয়াদি প্রমাণের কোন ব্যাপার নাই বলিয়া ঐ সকল বিষয়ে অন্তঃকরণবৃত্তি হইতেই পারে না। আরও কথা—যদি সংসার কালে জীবের প্রমাতৃ-বিষয়ক অহমাকার অন্তঃকরণ-বৃত্তি হইত, তবে তৎক্ষণাৎ তাহা হইতেই প্রমাতৃ-বিষয়ক চরম বৃত্তি নিবর্ত্তনীয় অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইত এবং জীবও তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইয়া যাইত। তাহা কিন্তু হয় না। এইজন্য অহমাকার অন্তঃকরণবৃত্তি স্বীকৃত হয় নাই। আচার্য্য মধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধির অবিদ্যাবিষয় নিরূপণ প্রকরণে উক্ত বিবরণ গ্রন্থের ব্যাখ্যা[১] করিয়া জীব-বিষয়ক অহমাকার বৃত্তিকে অবিদ্যাবৃত্তি বলিয়াছেন, প্রমাণবৃত্তি বলেন নাই। তবে জাগ্রদ্দশায় অন্তঃকরণবৃত্তি অবিদ্যাবৃত্তির সহকারিণী, ইহা বুঝাইবার জন্য অহমাকার অবিদ্যা-বৃত্তি না বলিয়া অহমাকার অন্তঃকরণ বৃত্তি উক্ত হইয়াছে। জাগ্রৎকালে সাক্ষী অহমাকার কেবল অবিদ্যাবৃত্তি দ্বারা অহঙ্কারকে প্রত্যক্ষ করেন না, ঘটাদ্যাকার অন্তঃকরণ-বৃত্তির সাহায্যে অবিদ্যাবৃত্তি দ্বারা অহঙ্কারকে প্রত্যক্ষ করেন। তাই জাগ্রৎ কালে অন্তঃকরণ-বৃত্তি অবিদ্যা-বৃত্তির সহকারিণী।

নৃসিংহাশ্রমের মতে প্রাতিভাসিক রজতাদির প্রত্যক্ষে অবিদ্যা-বৃত্তির অপেক্ষা নাই। ইদমাকার বৃত্তি দ্বারা ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভিব্যক্তি হইয়া প্রকাশ হইলে তদভিন্ন রজতও অবশ্যই প্রকাশিত হইবে। শুক্তিরজতাদির আবরণ নিবৃত্তির জন্যও তাহারও অপেক্ষা নাই। শুক্তিরজতাদি বিষয়ে কাহারও কখনও সংশয় বা বিপর্য্যয় দেখা যায় না বলিয়া তাহাদের আবরণ নাই। উহারা সর্বদাই অনাবৃত। প্রকাশক সাক্ষি-চৈতন্যে সম্বন্ধের জন্যও অবিদ্যা-বৃত্তি অপেক্ষণীয় নহে। কারণ উহারা সাক্ষি-চৈতন্যে অধ্যস্ত বলিয়া সর্বদাই সম্বদ্ধ। রজত সংস্কারের জন্যও অবিদ্যাবৃত্তি অপেক্ষণীয় নহে। কারণ রজতাকার অবিদ্যা-বৃত্তির নাশ রজতের সংস্কার নহে। পরন্তু রজতাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের নাশই রজতের সংস্কার। সুতরাং রজতাদ্যাকার অবিদ্যা-বৃত্তি স্বীকারে কোন প্রয়োজন না থাকায় তাহা স্বীকার্য্য নহে।

১। জীবাকারাঽহমুপ্রকরিকাঽবিদ্যাবৃত্তিঃ, তয়া পরিণতান্তঃকরণেন অন্তঃকরণপরিণাম-ভূত-জ্ঞানরূপ-বৃত্তিসংসর্গেণ জীবোঽভিব্যজ্যতে ইতি।—নি, অদ্বৈতসিদ্ধি ৫৯০ পৃঃ

তদয়ং নির্গলিতোঽর্থঃ—স্বাকার-বৃত্ত্যুপহিত-প্রমাতৃ-চৈতন্য-সত্তাতিরিক্ত-সত্তা-কত্ব-শূন্যত্বে সতি যোগ্যত্বং বিষয়স্য প্রত্যক্ষত্বম্।

তত্র সংযোগ-সংযুক্ত-তাদাত্ম্যাদীনাং সন্নিকর্ষাণাং চৈতন্যাভিব্যঞ্জক-বৃত্তি-

---

প্রত্যক্ষের] লক্ষণ বিদ্যমান থাকায় অব্যাপ্তি হয় না। অতএব [লক্ষণবাক্যের] এইটি নিষ্কৃষ্ট অর্থ—স্ববিষয়ক-বৃত্ত্যুপহিত প্রমাতৃ-চৈতন্য-সত্তা হইতে অতিরিক্ত সত্তা-শূন্যত্ব সমানাধিকরণ যোগ্যত্ব হইতেছে বিষয়-গত প্রত্যক্ষত্ব।

সেই দ্বিবিধ প্রত্যক্ষে চৈতন্যের অভিব্যঞ্জক বৃত্তির উৎপত্তিতে সংযোগ, সংযুক্ত-

বিবৃতি

প্রথমোক্ত বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজকে অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি বারণের জন্য যে সমস্ত বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। অভ্যাসের জন্য সেইগুলিকে সঙ্কলন করিয়া সম্পূর্ণ প্রয়োজক শরীর দেখাইতে বলিলেন—**তদয়ং নির্গলিতোঽর্থঃ**। বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক হইল—স্ববিষয়ক বৃত্ত্যুপহিত-প্রমাতৃ-চৈতন্য-সত্তাতিরিক্ত-সত্তা-শূন্যত্ব সমানাধিকরণ ও বর্ত্তমানত্ব সমানাধিকরণ যোগ্যত্ব। অথবা যোগ্যত্ব ও বর্ত্তমানত্ব সমানাধিকরণ স্ববিষয়ক বৃত্ত্যুপহিত প্রমাতৃচৈতন্য-সত্তাতিরিক্ত সত্তাকত্বাভাব বা সত্তাশূন্যত্ব।

প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক পূর্বোক্ত রূপ হইলে জ্ঞানগত বা বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের প্রতি

টিপ্পনী

কিন্তু জড় বস্তুর জ্ঞানের প্রতি অনাবৃত চৈতন্যে অধ্যাসমাত্র প্রয়োজক নহে। বিবরণ মতে পরোক্ষ বৃত্তি দ্বারা বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরণ নিবৃত্ত হয় না। চৈতন্য-গত আবরণ নিবৃত্ত না হইলে অনুমেয় বহ্ন্যাদি বিষয় অনাবৃত চৈতন্যে অধ্যস্ত না হওয়ায় তাহার জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং যাবতীয় বস্তুর জ্ঞানের প্রতি একটি অনুগত প্রয়োজক আবশ্যক। অন্য কোন বস্তু অনুগত প্রয়োজক হইতে পারে না বলিয়া চৈতন্যের তদাকারত্বকেই[১] অনুগত প্রয়োজক বলিতে হইবে। চৈতন্য যদাকার হইবে, তাহারই জ্ঞান হইবে, অন্যের হইবে না। অসঙ্গ চৈতন্যের ঐ তদাকারত্ব স্বতঃ হইতে পারে না। কেহ কেহ প্রতিবিম্বকে, কেহ কেহ বা তদাকার বৃত্তির সম্বন্ধকে তদাকারত্বের হেতু বলিয়া থাকেন। অন্তঃকরণাদি সাত্ত্বিক কার্য্যের প্রত্যক্ষস্থলে চৈতন্যের তদাকারত্ব প্রতিবিম্ব নিবন্ধন হইলেও প্রাতিভাসিক তামস রজতাদির প্রত্যক্ষে চৈতন্যের তদাকারত্ব তদাকার অবিদ্যাবৃত্তির সম্বন্ধ নিবন্ধনই বলিতে হইতে হইবে। কোন স্থলে অবিদ্যাবৃত্তির সম্বন্ধ তদাকারত্বের হেতু হইলে লাঘববশতঃ সর্বত্র উহাকেই হেতু বলা উচিত। তাই বিবরণকার অহঙ্কারাদি বিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন।

১। "অয়ঃপিণ্ডেনেব চতুষ্কোণত্বাদ্যবস্থাবিশেষমাপদ্যমানেন কৃশানুরিতি বিষয়-সংসৃষ্টান্তঃকরণাবচ্ছিন্নং চৈতন্যং তদাকারমবভাসতে"—ক, বি, ৩৬৯ পৃঃ "প্রমাতৃচৈতন্যস্যাপি বিষয়াকারতা ব্যাখ্যাতা"—ভা, ৪৪৬পৃঃ

জননে বিনিযোগঃ। সা বৃত্তিশ্চতুর্বিধা—সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্বঃ স্মরণমিতি। এবং সতি বৃত্তিভেদেনৈকমপ্যন্তঃকরণং মন ইতি বুদ্ধিরিত্যহঙ্কার ইতি চিত্তমিতি চাখ্যায়তে। তদুক্তম্—

তাদাত্ম্য প্রভৃতি সন্নিকর্ষের উপযোগ আছে। সেই বৃত্তি চারিপ্রকার—সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব ও স্মরণ। এইরূপ চারিপ্রকার বৃত্তি হইলে বৃত্তিভেদে একই অন্তঃকরণ মনঃ বলিয়া বুদ্ধি বলিয়া অহঙ্কার বলিয়া ও চিত্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাহাই [প্রাচীন

বিবৃতি

ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ উপযোগী না হওয়ায় ব্যর্থ হউক, এই আপত্তি খণ্ডন করিতে বলিলেন—**তত্র সংযোগ-সংযুক্ততাদাত্ম্যাদীনাং**। বিবরণ মতে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ প্রমার করণ না হইলেও বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ, সংযুক্ত-তাদাত্ম্য ও সংযুক্তাভিন্ন-তাদাত্ম্য সন্নিকর্ষ নিরর্থক নহে। চৈতন্যের অভিব্যঞ্জক প্রমাণবৃত্তির উৎপত্তিতে উহাদের প্রয়োজন আছে। বাহ্য বিষয়ের সহিত অন্তঃকরণের সম্বন্ধ না হইলে অন্তঃকরণে বিষয়াকার বৃত্তি উৎপন্ন হয় না। সুতরাং ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ দ্বারাই বিষয়ের সহিত অন্তঃকরণের সম্বন্ধ করিতে হইবে। দ্রব্যাকার বৃত্তির উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সন্নিকর্ষই কারণ। যেহেতু দ্রব্যেরই সংযোগ হয়; বিষয় ও ইন্দ্রিয় উভয়ই দ্রব্য। অদ্বৈত মতে দ্রব্যের সহিত গুণ কর্ম, সামান্য প্রভৃতির অত্যন্ত ভেদ বা অভেদ নাই। এজন্য দ্রব্যের সহিত গুণ-কর্মাদির তাদাত্ম্যই স্বীকৃত হইয়াছে। ইন্দ্রিয় সংযুক্ত দ্রব্যে রূপ, রসাদি গুণ বা গমন, ভোজন প্রভৃতি কর্মের তাদাত্ম্য আছে বলিয়া গুণাকার বা কর্মাকার বৃত্তির উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়ের সংযুক্ত-তাদাত্ম্য সম্বন্ধই কারণ। ইন্দ্রিয় সংযুক্ত দ্রব্যের সহিত অভিন্ন রূপ বা রসাদি গুণে বা গমন, ভোজনাদি কর্মে গুণত্বের বা কর্মত্বের তাদাত্ম্য আছে বলিয়া রূপত্বাকার, গুণত্বাকার বা কর্মত্বাকার বৃত্তির উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়ের সংযুক্তাভিন্ন তাদাত্ম্য সন্নিকর্ষই কারণ। অদ্বৈত মতে অভাব প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং অভাবাকার বৃত্তির উৎপত্তিতে অনুপলব্ধি কারণ; ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ কারণ নহে।

পরিভাষাকারের মতে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ তিনটী—সংযোগ, সংযুক্ত-তাদাত্ম্য ও সংযুক্তাভিন্ন-তাদাত্ম্য। শিখামণিকারও ইহা সমর্থন করিয়াছেন।[১] কিন্তু ভাষ্যকার ও বিবরণকারের মতে[২] গুণ, কর্ম যেরূপ দ্রব্য হইতে অভিন্ন, তদ্রূপ দ্রব্যত্ব, কর্মত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়ও দ্রব্য হইতে অভিন্ন। সুতরাং তাঁহাদের মতে সংযুক্তাভিন্ন-তাদাত্ম্য নিষ্প্রয়োজন।

১। "এবং ঘটাদেঃ প্রত্যক্ষত্বে সিদ্ধে সংযোগ-সংযুক্ত-তাদাত্ম্য-সংযুক্তাভিন্ন-তাদাত্ম্যানামিন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষাণামিন্দ্রিয়স্য চ ঘট-তদ্গতরূপ-তদ্ধর্ম-রূপত্বাদ্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যাভিব্যঞ্জক-বৃত্তি-জননে বিনিযোগঃ"—বো, বে, ৮৭ পৃঃ

২। "তস্মাদ্ দ্রব্যাত্মকতা গুণস্য। এতেন কর্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং দ্রব্যাত্মকতা ব্যাখ্যাতা—নি, ব্র, ৫১৭ পৃঃ। "সংযুক্ত-সমবায়াৎ সংযোগাদ্ বা গুণ গ্রহণে দ্রব্যমপি সংযুক্তম্"—ক, বি, ৩৩৪ পৃঃ

মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্।
সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে॥

তচ্চ প্রত্যক্ষং দ্বিবিধম্, সবিকল্পক-নির্বিকল্পক-ভেদাৎ। তত্র সবিকল্পকং বৈশিষ্ট্যাবগাহি-জ্ঞানম্। যথা ঘটমহং জানামীত্যাদি-জ্ঞানম্। নির্বিকল্পকং তু

আচার্য্য কর্তৃক] উক্ত হইয়াছে যে, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই চারিটি অন্তঃকরণ। সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব ও স্মরণ—এইগুলি [যথাক্রমে] তাহাদের বিষয় অর্থাৎ কার্য্য।

সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক ভেদে সেই প্রত্যক্ষ দুই প্রকার। তন্মধ্যে সবিকল্পক জ্ঞান হইতেছে বৈশিষ্ট্য (সম্বন্ধ) বিষয়ক জ্ঞান। যেমন "আমি ঘট জানি" ইত্যাদি জ্ঞান।

বিবৃতি

বৃত্তির স্বরূপ উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি বৃত্তির ভেদ ও বৃত্তিভেদে অন্তঃকরণের ভেদ নির্দেশ করিতে বলিলেন—**সা চ বৃত্তিশ্চতুর্বিধা।** সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব ও স্মরণ—এই চারি প্রকার বৃত্তি এবং তাহার ভেদে চারি প্রকার অন্তঃকরণ—মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। সংশয়াকার বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণ মনঃ, নিশ্চয়াকার বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণ বুদ্ধি, গর্বাকার বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণ অহঙ্কার এবং স্মরণাকার বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণ চিত্তনামে প্রসিদ্ধ। বেদান্তসারেও[৩] এইরূপ বৃত্তির ভেদে অন্তঃকরণের ভেদ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু উহা বিবরণ সম্মত নহে। যাঁহাদের মতে সংশয় প্রভৃতি অন্তঃকরণ বৃত্তি, তাঁহাদের মতে বৃত্তিভেদে অন্তঃকরণের ভেদ হইলেও বিবরণ মতে সংশয়, স্মরণ প্রভৃতি অন্তঃকরণের বৃত্তি নহে। উহা অবিদ্যার বৃত্তি। সুতরাং ঐ মতে বৃত্তিভেদে অন্তঃকরণের ভেদ হইতে পারে না। উহা অন্য সম্প্রদায়ের মত। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে তাহা উক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

প্রত্যক্ষের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিভাগ নির্দেশ করিতে বলিলেন—**তচ্চ প্রত্যক্ষং দ্বিবিধম্।** বৈশিষ্ট্যং অবগাহতে বিষয়ীকরোতি অর্থাৎ বৈশিষ্ট্যকে অবগাহ অর্থাৎ বিষয় করে যে জ্ঞান, তাহাকে বৈশিষ্ট্যাবগাহী বা বৈশিষ্ট্য-বিষয়ক জ্ঞান বলে। দুই প্রকার প্রত্যক্ষের মধ্যে বৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞানটী সবিকল্পক জ্ঞান। বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধের নামই বৈশিষ্ট্য। যে প্রত্যক্ষে এই বৈশিষ্ট্যটী বিষয় হয়, তাহাই সবিকল্পক প্রত্যক্ষ। যথা—ঘটমহং জানামি অর্থাৎ আমি ঘটবিষয়ক জ্ঞানবান্—এইরূপ প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষটী ঘটজ্ঞানবিশিষ্ট আত্মার প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষে অহং (জীব) বিশেষ্যরূপে, ঘটজ্ঞান তাহার বিশেষণরূপে, অহমের সহিত ঘটজ্ঞানের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ সংসর্গরূপে বিষয় হইয়াছে। তাই এই প্রত্যক্ষটী সবিকল্পক প্রত্যক্ষ।

সংসর্গং ন অবগাহতে অর্থাৎ সংসর্গকে বিষয় করে না যে জ্ঞান, তাহাই নির্বিকল্পক জ্ঞান। যে প্রত্যক্ষে বিশেষ্য ও বিশেষণের সংসর্গ (সম্বন্ধ) বিষয় হয় না, সেই প্রত্যক্ষই

৩। "মনো-বুদ্ধ্যহঙ্কার-চিত্তাখ্যোনান্তরিন্দ্রিয়-চতুষ্কেন ক্রমাৎ সঙ্কল্প-নিশ্চয়াহঙ্কার্য্য-চৈত্তাংশ্চ"—ক, ৮৯ পৃঃ

সংসর্গা-নবগাহি জ্ঞানম্। যথা সোঽয়ং দেবদত্তস্তত্ত্বমসীত্যাদি-বাক্য-জন্যং

নির্বিকল্পক জ্ঞান কিন্তু সংসর্গ অবিষয়ক জ্ঞান। যেমন "সেই এই দেবদত্ত", "তুমি সেই

বিবৃতি

নিবিকল্পক প্রত্যক্ষ। যেমন—'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' অর্থাৎ 'এই সেই দেবদত্ত'—এইরূপ বাক্য-জন্য দেবদত্তের স্বরূপমাত্র বিষয়ক প্রত্যক্ষ, কিম্বা 'তৎ-ত্বমসি" অর্থাৎ 'সেই ঈশ্বরই তুমি'—এইরূপ মহাবাক্য জন্য চৈতন্যের স্বরূপমাত্র-বিষয়ক প্রত্যক্ষ। "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" এই বাক্য-জন্য প্রত্যক্ষ সংসর্গকে অবগাহ (বিষয়) করে না, মাত্র দেবদত্তের স্বরূপকে বিষয় করে। তাই এই প্রত্যক্ষ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। সাধারণতঃ বাক্যজন্য জ্ঞান পরোক্ষ ও সংসর্গ-বিষয়ক হয়। পূর্বোক্ত জ্ঞানটী বাক্য-জন্য হইয়াও কেন পরোক্ষ হয় নাই, কেনই বা সংসর্গ-বিষয়ক হয় নাই; তাহা জানা আবশ্যক। বক্তা প্রত্যভিজ্ঞায় দেবদত্তের ঐক্য অবগত হইয়া 'এই সেই কিনা' বা 'এই সেই নয়'—এইরূপ সন্দিগ্ধ ও ভ্রান্ত শ্রোতার নিকট নিজের অনুভূত ঐ ঐক্য প্রতিপাদনের জন্য বলিলেন—**সোঽয়ং দেবদত্তঃ**। এই বাক্য শ্রবণের পর শ্রোতার প্রথমে তৎপদ ও ইদং পদের সামানাধিকরণ্যের (সমান-বিভক্তিকত্বের) জ্ঞান জন্মে। পরে তৎ শব্দ হইতে তদ্দেশ-কাল-বিশিষ্টের, ইদংশব্দ হইতে এতদ্দেশ-কালবিশিষ্টের, দেবদত্ত শব্দ হইতে দেবদত্ত ব্যক্তির এবং প্রথমা বিভক্তি হইতে অভেদের উপস্থিতি হয়। পরে তাহার উপস্থিত পদার্থসমূহের পরস্পর অন্বয় (সম্বন্ধ) ক্রমে তদ্দেশ-কালবিশিষ্টাভিন্ন এতদ্দেশ-কালবিশিষ্টাভিন্ন দেবদত্ত—এইরূপ বাক্যার্থের বোধ হয়। পরে তাহার মনে হয়—এস্থলে তদ্ দেশ ও কাল এবং এতদ্ দেশ ও কালরূপ বিশেষণ দ্বয়ের ভেদ আছে। বিশেষণ ভিন্ন হইলে বিশিষ্ট ভিন্ন হয়। সুতরাং এস্থলে বিশিষ্টের অভেদ হইতে পারে না। এইরূপে মুখ্যার্থ বিশিষ্টাভেদের বাধ বোধ হয়। শ্রোতার দেবদত্তের স্বরূপমাত্রের বোধে তাৎপর্য্য। তাই এই বাক্য লক্ষণাদ্বারা দেবদত্তের স্বরূপমাত্রকে উপস্থিত করিলে শ্রোতার ঐ বাক্য হইতে দেবদত্তের স্বরূপমাত্রেরই জ্ঞান হয়। এই জ্ঞান শব্দ-জন্য হইলেও সংসর্গকে বিষয় করে না বলিয়া নির্বিকল্পক এবং সন্নিকৃষ্ট দেবদত্ত বিষয়ক বলিয়া প্রত্যক্ষ। সন্নিকৃষ্ট বিষয়ের জ্ঞান যে প্রমাণ হইতে হউক, তাহা প্রত্যক্ষ হইবে। ইহা শাব্দা-পরোক্ষবাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাই এই বাক্যজন্য জ্ঞানটী নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ।

টিপ্পনী

বিশেষণ-যুক্ত বিশেষ্যই বিশিষ্ট পদার্থ। নীলরূপ বিশিষ্ট বলিয়া নীল-ঘট যেরূপ একটি বিশিষ্ট পদার্থ। এইরূপ ঘটত্ব-বিশিষ্ট বলিয়া ঘটটীও একটি বিশিষ্ট পদার্থ। বিশিষ্ট পদার্থের বিশেষণের জ্ঞানটী প্রথম না হইলে বিশিষ্ট পদার্থের জ্ঞান প্রথমে হয় না। বিশে-ষণ নীলরূপকে বা ঘটত্বকে প্রথমে না জানিলে চক্ষুঃসংযোগমাত্রে 'নীল ঘট' বা ঘট' এই রূপে নীলঘট বা ঘটের প্রত্যক্ষ হয় না। তাই বিশেষণের জ্ঞানটী বিশিষ্ট জ্ঞানের কারণ।

বিবৃতি

শ্বেতকেতু পিতা উদ্দালকের নিকট নয় বার 'তত্ত্বমসি' বাক্য শ্রবণ করিলে প্রথমে তাঁহার তৎপদ ও ত্বংপদের সামানাধিকরণ্যের জ্ঞান জন্মে। পরে তাঁহার তৎশব্দ হইতে সর্বজ্ঞত্ব-বিশিষ্ট চেতন, ত্বংশব্দ (যুষ্মদ্ শব্দ) হইতে অসর্বজ্ঞত্ব-বিশিষ্ট চেতন এবং প্রথমা বিভক্তি হইতে অভেদের উপস্থিতি হইয়া পরস্পর সম্বন্ধ-ক্রমে সর্বজ্ঞত্ব-বিশিষ্ট চেতনাভিন্ন অসর্বজ্ঞত্ব-বিশিষ্ট চেতন—এইরূপ বিশিষ্ট চেতনদ্বয়ের অভেদ বোধ জন্মে। পরে বিরুদ্ধ

টিপ্পনী

যদি কেবল বিশেষণের জ্ঞানটী পূর্বে উৎপন্ন না হইত, তবে উহা বিশিষ্ট-জ্ঞানের পূর্ববর্ত্তী না হওয়ায় বিশিষ্ট-জ্ঞানের কারণ হইত না। সুতরাং প্রথমে বিশেষণ পদার্থের জ্ঞান আবশ্যক। এই বিশেষণের জ্ঞানটী যদি বিশিষ্টের জ্ঞান হয়, তবে তাহাও বিশেষণ-জ্ঞান পূর্বক হইবে। এইরূপ প্রতি বিশেষণের জ্ঞানটী বিশিষ্ট জ্ঞান হইলে যাবৎ বিশেষণের জ্ঞান না হইবে, তাবৎ বিশিষ্টের জ্ঞান হইতে পারিবে না। তাই বিশেষণের প্রাথমিক জ্ঞানটীকে নির্বিকল্পক বলিতে হইবে। বিশিষ্ট পদার্থের জ্ঞানকালে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে প্রথমে "নীল ও নীলত্ব" বা "ঘট ও ঘটত্ব" এই আকারে কেবল নীল ও নীলত্ব স্বরূপ বা ঘট ও ঘটত্ব স্বরূপের যে পৃথক পৃথক্ প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে নীলকে নীলত্বের বা ঘটকে ঘটত্বের বিশেষ্য বলিয়া, নীলত্ব বা ঘটত্বকে নীল ও ঘটের বিশেষণ বলিয়া এবং নীলকে নীলত্বের বা ঘটকে ঘটত্বের সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। তাই এই প্রত্যক্ষ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ। পরে ঐ সন্নিকর্ষ প্রযুক্ত 'নীল' বা 'ঘট' এই আকারে যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে নীলকে নীলত্ব বা ঘটটীকে ঘটত্বের বিশেষ্য বলিয়া, নীলত্ব বা ঘটত্বকে নীল বা ঘটের বিশেষণ বলিয়া এবং নীল বা ঘটটীকে নীলত্ব বা ঘটত্বের সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। তাই এই প্রত্যক্ষটী সবিকল্পক প্রত্যক্ষ। উহারই নামান্তর বিশিষ্ট প্রত্যক্ষ। ইহারই কারণরূপে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের সিদ্ধি হয়। ইহা নৈয়ায়িক মত।

কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তীর মতে বিশিষ্ট-জ্ঞানের প্রতি বিশেষণের জ্ঞান কারণ নহে। কারণ তাহাতে কোন প্রমাণ নাই। কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে বিশেষ্য, বিশেষণ ও তাহাদের সম্বন্ধের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলেও বিলম্বে বিশিষ্ট-জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, ইহাতে কোন যুক্তি নাই। যদি বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রতি বিশেষণের জ্ঞান কারণ হইত, তাহা হইলে অভাবের সবিকল্পক প্রত্যক্ষের পূর্বে অভাবের নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হইত। তাহা কিন্তু নৈয়ায়িক স্বীকার করেন নাই। পরন্তু অভাবজ্ঞানে পূর্বাজ্ঞাত প্রতিযোগিত্বের বিশেষণরূপে ভান স্বীকার করেন। সুতরাং বিশিষ্ট প্রত্যক্ষের কারণরূপে এইরূপ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকার্য্য নহে। তাই পরিভাষাকার এইরূপ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষকে উদাহরণরূপে গ্রহণ না করিয়া বাক্য-জন্য নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষকে উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

জ্ঞানম্। নন্নু শাব্দমিদং জ্ঞানম্, ন প্রত্যক্ষমিন্দ্রিয়াজন্যত্বাদিতি চেৎ, ন; ন হীন্দ্রিয়-জন্যত্বং প্রত্যক্ষত্বে তন্ত্রম্, দূষিতত্বাৎ। কিন্তু যোগ্য-বর্ত্তমান-বিষয়কত্বে

ঈশ্বর" ইত্যাদি বাক্য-জন্য জ্ঞান। আচ্ছা, এই জ্ঞানটি তো শাব্দজ্ঞান, প্রত্যক্ষ নহে, যেহেতু [উহাতে] ইন্দ্রিয়-জন্যত্বের অভাব আছে—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না; যেহেতু ইন্দ্রিয়-জন্যত্ব প্রত্যক্ষত্বের তন্ত্র (ব্যাপ্য বা ব্যাপক) নহে। কারণ [উহা] পূর্বেই খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু যোগ্য বর্ত্তমান বিষয়কত্বের সমানাধিকরণ

বিবৃতি

বিশেষণদ্বয়ের ভেদ হেতু বিশিষ্ট চেতন-দ্বয়ের ভেদ প্রতিসন্ধান হইলে তাহাদের অভেদ বোধ বাধিত হয়। তখন তত্ত্বমসি বাক্য লক্ষণা দ্বারা বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ পূর্বক মাত্র চেতন স্বরূপের উপস্থিতি করিলে শ্বেতকেতুর চেতন-স্বরূপ মাত্রের বোধ জন্মে। এই জ্ঞান বাক্যজন্য হইলেও সংসর্গকে বিষয় করে না বলিয়া নির্বিকল্পক, সন্নিকৃষ্ট প্রমাতৃ-চেতন বিষয়ক বলিয়া প্রত্যক্ষ। তাই এই বাক্য-জন্য জ্ঞানটীকে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের উদাহরণ দিয়াছেন।

সিদ্ধান্তী নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে বাক্য-জন্য নির্বিকল্পক জ্ঞানকে উদাহরণ দিলে পূর্বপক্ষী ইহাতে আপত্তি করিতে বলিলেন—**নন্নু শাব্দমিদং জ্ঞানম্**। উদাহৃত দুইটি জ্ঞান শব্দ প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় উহারা পরোক্ষ শাব্দজ্ঞান, প্রত্যক্ষ নহে। যেহেতু উহাতে প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক ইন্দ্রিয়-জন্যত্ব নাই। যাহা ইন্দ্রিয়জন্য, তাহাই প্রত্যক্ষ হয়। উহারা যখন ইন্দ্রিয়জন্য নহে, তখন উহারা প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। তদুত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, ইন্দ্রিয়-জন্যত্বটী প্রত্যক্ষত্বের তন্ত্র (ব্যাপ্য বা ব্যাপক) নহে। ইহা পূর্বেই খণ্ডিত হইয়াছে। যদি ইন্দ্রিয়-জন্যত্বটী প্রত্যক্ষত্বের ব্যাপ্য হইত, তবে যেখানে যেখানে ইন্দ্রিয়-জন্যত্ব, সেখানে প্রত্যক্ষত্ব থাকিত। কিন্তু অনুমিতি প্রভৃতিতে মনোরূপ ইন্দ্রিয়-জন্যত্ব থাকিলেও প্রত্যক্ষত্ব নাই। সুতরাং ইন্দ্রিয়-জন্যত্বটী প্রত্যক্ষত্বের ব্যাপ্য নহে। এইরূপ ব্যাপকও নহে। যদি ইন্দ্রিয়-জন্যত্বটী প্রত্যক্ষত্বের ব্যাপক হইত, তবে যেখানে যেখানে প্রত্যক্ষত্ব, সেখানে ইন্দ্রিয়-জন্যত্ব থাকিত। কিন্তু ঈশ্বরের প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষত্ব থাকলেও ইন্দ্রিয়-জন্যত্ব নাই। সুতরাং উহা প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক হইতে পারে না।

যদি ইন্দ্রিয়-জন্যত্ব প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক না হয়, তবে প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক কি? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী স্মরণ করাইয়া দিতে বলিলেন—**কিন্তু যোগ্য-বর্ত্তমান** ইত্যাদি। প্রমাণচৈতন্যের সহিত যোগ্য বর্ত্তমান বিষয়চৈতন্যের অভেদই প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক, ইহা তো উক্ত হইয়াছে। 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ'—এই বাক্যজন্য জ্ঞানের বিষয় হইতেছে—যোগ্য বর্ত্তমান দেবদত্তের স্বরূপ মাত্র। উহা ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হওয়ায় ঐ বাক্য-জন্য দেবদত্তাকার বৃত্তিটি ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া বহির্গত হইয়া বিষয় দেবদত্ত স্বরূপে সম্বদ্ধ হইলে বৃত্তি ও

সতি প্রমাণ-চৈতন্যস্য বিষয়-চৈতন্যাভিন্নত্বমিত্যুক্তম্। তথাচ সোঽয়ং দেবদত্ত ইতি বাক্য-জন্য-জ্ঞানস্য সন্নিকৃষ্ট-বিষয়তয়া বহির্নিঃসৃতান্তঃকরণ-বৃত্ত্যভ্যুপগমেন দেবদত্তাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যস্য বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যাভেদেন সোঽয়ং দেবদত্ত ইতি বাক্য-জন্য-জ্ঞানস্য প্রত্যক্ষত্বম্। এবং তত্ত্বমসীত্যাদি-বাক্য-জন্য-জ্ঞানস্যাপি, তত্র প্রমাতুরেব বিষয়তয়া তদুভয়াভেদস্য সত্ত্বাৎ।

প্রমাণ চৈতন্যনিষ্ঠ বিষয়চৈতন্যাভিন্নত্বই প্রত্যক্ষত্বের তন্ত্র—ইহা উক্ত হইয়াছে। সুতরাং "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" এই বাক্য-জন্য জ্ঞান সন্নিকৃষ্ট বিষয়ক হওয়ায়, বহির্নির্গত [দেবদত্তাকার] অন্তঃকরণ-বৃত্তি স্বীকার করায় দেবদত্তাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও [দেবদত্তাকার] বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য অভিন্ন হওয়ায় "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" এই বাক্যজন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্য-জন্য জ্ঞানও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ; যেহেতু সে স্থলে প্রমাতৃ-চৈতন্যের (প্রমাতৃত্বোপলক্ষিত স্বরূপচৈতন্যের) ["অহম্ ব্রহ্ম" ইত্যাকার] বৃত্তির বিষয়ত্বহেতু তাঁহাদের উভয়ের অর্থাৎ প্রমাতৃত্বোপলক্ষিত স্বরূপচৈতন্য ও তদাকার বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভেদ বিদ্যমান আছে।

বিবৃতি

দেবদত্ত-রূপ চৈতন্যের উপাধি দুইটী একদেশস্থ হয়। ঐ হেতু প্রমাণ-চৈতন্যের সহিত দেবদত্তাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভেদ হইলে প্রমাণ-চৈতন্যে (স্বরূপাকার বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যে) প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক যোগ্য বর্ত্তমান দেবদত্তাবচ্ছিন্ন চৈতন্যাভিন্নত্ব থাকে বলিয়া উক্ত-বাক্য-জন্য দেবদত্ত বিষয়ক জ্ঞানটী প্রত্যক্ষ। 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ'—এইবাক্য-জন্য জ্ঞানের ন্যায় 'তত্ত্বমসি' এই বাক্য-জন্য জ্ঞানও প্রত্যক্ষ। সে স্থলে বাক্যজন্য জ্ঞানের বিষয়—প্রমাতৃত্বোপলক্ষিত স্বরূপ চৈতন্য। উহা প্রত্যক্ষ যোগ্য ও বর্ত্তমান। স্বরূপচৈতন্যের উপাধি[১] স্বরূপ ও স্বরূপাকার বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের উপাধি বৃত্তির ভিন্ন-দেশত্ব না থাকায় প্রমাণ-চৈতন্যে যোগ্য বর্ত্তমান বিষয়-চৈতন্যাভিন্নত্ব (স্বরূপচৈতন্যাভিন্নত্ব) আছে। তাই তত্ত্বমসি বাক্য জন্য জ্ঞানটীও প্রত্যক্ষ।

এস্থলে বাক্য-জন্য জ্ঞানের বিষয় স্বরূপ-চৈতন্যটী নিরুপাধিক এবং বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যটী সোপাধিক। যদিও সোপাধিক ও নিরুপাধিক চৈতন্যের অভেদ হয় না। তথাপি স্বরূপে যেরূপ ধর্ম-ধর্মিভাব কল্পিত হয়, তদ্রূপ উপাধিত্ব কল্পিত হইলে স্বরূপ চৈতন্য সোপাধিক হয়। তখন উভয়েই সোপাধিক বলিয়া তাহাদের অভেদ হইয়া থাকে।

১। যদিও স্বরূপ ও চৈতন্যের মধ্যে ভেদ নাই বলিয়া স্বরূপটি চৈতন্যের উপাধি হয় না ; তথাপি সৎ ও ব্রহ্মের ন্যায় চৈতন্য ও স্বরূপের বৃত্তির ভেদ নিবন্ধন আকারের ভেদ হইলে অর্থাৎ বৃত্তির আকারের ভেদবশতঃ তদুপহিতরূপে তাহাদের আকার ভিন্ন হইলে ভিন্নভাবে ধর্মরূপে প্রতীত হইয়া চৈতন্যের উপাধি হয়। তাই আচার্য্য মধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধিতে (৬৭৭ পৃঃ) বলিয়াছেন—"অন্তঃকরণনিবন্ধনাকারভেদেনোভয়োপপত্তেঃ"

নম্নু বাক্য-জন্য-জ্ঞানস্য পদার্থ-সংসর্গাবগাহিতয়া কথং নির্বিকল্পকত্বম্ ? উচ্যতে। বাক্য-জন্য-জ্ঞান-বিষয়ত্বে হি ন পদার্থ-সংসর্গবত্ত্বং তন্ত্রম্, অনভিমত-

আচ্ছা, বাক্যজন্য জ্ঞান তো পদার্থের সংসর্গ বিষয়ক হইয়া থাকে। অতএব উহা কিরূপে নির্বিকল্পক হইবে ? [উত্তর] বলিতেছি। পদার্থ সংসর্গবত্ত্বটি বাক্য-জন্য জ্ঞান-বিষয়ত্বের তন্ত্র (ব্যাপ্য বা ব্যাপক) নহে ; যেহেতু [পদার্থ সংসর্গবত্ত্বটি বাক্য-জন্য

বিবৃতি

উদাহৃত বাক্যজন্য জ্ঞান দুইটীর প্রত্যক্ষত্ব উপপাদিত হইয়াছে। পূর্বপক্ষী ইহা স্বীকার করিলেও তাহার নির্বিকল্পকত্ব স্বীকার করেন নাই। পরন্তু ইহাতে আপত্তি করিতে বলিলেন—**নম্নু বাক্য-জন্য-জ্ঞানস্য**। তত্ত্বমসি বাক্য-জন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইলেও নির্বিকল্পক হইতে পারে না। যেহেতু বাক্য-জন্য জ্ঞান-মাত্রই সংসর্গ-বিষয়ক হইয়া থাকে। ইহা স্বীকার না করিলে "ঘটোঽস্তি" এই বাক্যজন্য জ্ঞানকেও সংসর্গ অবিষয়ক বলিতে হয়। কিন্তু তাহা যখন বলা যায় না, তখন অন্যান্য বাক্যজন্য জ্ঞানের ন্যায় "তত্ত্বমসি" বাক্য-জন্য জ্ঞানকেও সংসর্গ-বিষয়ক বলিতে হইবে। তাহা হইলে উহা নির্বিকল্পক হইবে কিরূপে ?

তদুত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, পদার্থ-সংসর্গবত্ত্বটী বাক্য-জন্য জ্ঞান বিষয়ত্বের তন্ত্র অর্থাৎ ব্যাপ্য বা ব্যাপক নহে। যদি উহা বাক্য-জন্য জ্ঞান-বিষয়কত্বের তন্ত্র হয়, তাহা হইলে অনভিপ্রেত সংসর্গও বাক্য-জন্য জ্ঞানের বিষয় হইয়া পড়িবে। পদার্থ-সংসর্গবত্ত্বটী বাক্য-জন্য জ্ঞান-বিষয়ত্বের ব্যাপ্য হইলে যেখানে যেখানে পদার্থ-সংসর্গবত্ত্ব, সেখানে বাক্য-জন্য জ্ঞান-বিষয়ত্ব স্বীকার করিতে হয়। তাহা করিলে ভোজন কালে "সৈন্ধবমানয়" (সৈন্ধব আন)—এই বাক্য প্রযুক্ত হইলে বক্তার অনভিপ্রেত অশ্বে আনয়ন পদার্থের সংসর্গবত্ত্ব থাকায় অশ্ব সংসর্গও উক্ত বাক্য-জন্য জ্ঞানের বিষয় হইত। তাহা কিন্তু হয় না। অশ্বে আনয়নের সংসর্গ থাকিলেও তৎকালে অশ্ব সংসর্গ উক্ত বাক্য-জন্য জ্ঞানের বিষয় হয় না, বক্তার তাৎপর্য্যানুসারে লবণ সংসর্গই উক্ত বাক্যজন্য জ্ঞানের বিষয় হয় অর্থাৎ লবণানয়নেরই জ্ঞান হয়। সুতরাং অশ্বে পদার্থসংসর্গবত্ত্ব থাকিলেও বাক্যজন্য জ্ঞান-বিষয়ত্ব না থাকায় পদার্থ-সংসর্গবত্ত্বটী বাক্যজন্য জ্ঞান-বিষয়ত্বের ব্যাপ্য নহে। উহা বাক্য-জন্য জ্ঞান-বিষয়ত্বের ব্যাপকও নহে। যদি পদার্থসংসর্গবত্ত্বটী জ্ঞান-বিষয়ত্বের ব্যাপক হইত, তবে যেখানে যেখানে বাক্যজন্য জ্ঞান-বিষয়ত্ব, সেখানে সংসর্গবত্ত্ব স্বীকার করিতে হইত। তাহা কিন্তু স্বীকার্য্য নহে। সংসর্গে বাক্যজন্য জ্ঞান-বিষয়ত্ব থাকিলেও সংসর্গবত্ত্ব নাই। সংসর্গে সংসর্গবত্ত্ব স্বীকার করিলে অনবস্থা হইবে। অতএব পদার্থসংসর্গবত্ত্বটী বাক্য-জন্য জ্ঞান-বিষয়ত্বের ব্যাপকও নহে। সুতরাং পদার্থ-সংসর্গবত্ত্বটী বাক্যজন্য জ্ঞান-বিষয়ত্বের তন্ত্র নহে। পরন্তু তাৎপর্য্য-বিষয়ত্বটী বাক্য-জন্য জ্ঞান-বিষয়ত্বের ব্যাপ্য ও ব্যাপক বলিয়া উহাই বাক্যজন্য জ্ঞান-বিষয়ত্বের তন্ত্র।

সংসর্গস্যাপি বাক্যজন্য-জ্ঞান-বিষয়ত্বাপত্তেঃ, কিন্তু তাৎপর্য্য-বিষয়ত্বম্। প্রকৃতে চ "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদি"ত্যুপক্রম্য "তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইত্যুপসংহারেণ বিশুদ্ধে ব্রহ্মণি বেদান্তানাং তাৎপর্য্যমবসিত-মিতি কথং তাৎপর্য্যাবিষয়ং সংসর্গমববোধয়েৎ? ইদমেব তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যা-

---

জ্ঞান বিষয়ত্বের তন্ত্র হইলে] অনভিপ্রেত সংসর্গটী বাক্যজন্য জ্ঞানের বিষয় হইয়া পড়িবে। কিন্তু তাৎপর্য্য-বিষয়ত্বই বাক্য-জন্য জ্ঞান-বিষয়ত্বের তন্ত্র। প্রকৃত (বিচার্য্য) তত্ত্বমস্যাদি বাক্যস্থলে "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (হে সৌম্য! এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে সদ্ ব্রহ্মস্বরূপই ছিল) এই উপক্রম (আরম্ভ) করিয়া "তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"! (সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মই পরমার্থ সত্য; তিনি জগতের স্বরূপ, হে শ্বেতকেতু! সেই নির্বিশেষ ব্রহ্মই তুমি) এই উপসংহারের দ্বারা অর্থাৎ উপক্রম ও উপ-সংহার বাক্যের একার্থকত্ব দ্বারা বেদান্ত বাক্য-সমূহের বিশুদ্ধ ব্রহ্মেই তাৎপর্য্য নিশ্চিত হইয়াছে। অতএব [তত্ত্বমস্যাদি বেদান্তবাক্য] তাৎপর্য্যের অবিষয় সংসর্গকে কিরূপে বুঝাইবে? তত্ত্বমস্যাদি বেদান্ত বাক্যের যে সংসর্গ অবিষয়ক যথার্থ জ্ঞানজনকত্ব, ইহাই

বিবৃতি

তাৎপর্য্য বিষয়ত্বটী বাক্যজন্য জ্ঞান-বিষয়ত্বের তন্ত্র হইলেও 'তস্মৈ ত্বং, তস্মাৎ ত্বং, তস্য ত্বং, তস্মিন্ ত্বং' ইত্যাদি বিগ্রহে নিষ্পন্ন তত্ত্বংপদ ঘটিত তত্ত্বমসি বাক্যজন্য জ্ঞানস্থলে তৎ-পদার্থ ও ত্বংপদার্থের সংসর্গে তাৎপর্য্য-বিষয়ত্ব থাকায় ঐ বাক্যজন্য জ্ঞানটি কিরূপে নির্বি-কল্পক হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিলেন—**প্রকৃতে চ সদেব**। উদাহৃত 'তত্ত্বমসি' বাক্য-জন্য জ্ঞানস্থলে "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (হে সৌম্য! এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে সৎস্বরূপই ছিল) এইরূপ উপক্রম (আরম্ভ) ও "তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকতো!" (সেই সৎ নির্বিশেষ ব্রহ্ম পরমার্থ সৎ, তিনি আত্মা অর্থাৎ জগতের স্বরূপ, হে শ্বেতকেতু! তুমি সেই সৎ নির্বিশেষ ব্রহ্ম) এইরূপ উপসংহার বাক্য দ্বারা অর্থাৎ উপক্রম ও উপসংহার বাক্যের একার্থ-নিষ্ঠত্ব দ্বারা এবং অভ্যাস, অপূর্বত্ব (অজ্ঞাতত্ব), ফলবত্ত্ব, অর্থবাদ (প্রশংসা) ও উপপত্তি দ্বারা বেদান্ত বাক্য সমূহের সংসর্গ-রহিত বিশুদ্ধ ব্রহ্মেই (স্বরূপচৈতন্যেই) তাৎপর্য্য নিশ্চয় হইয়াছে। সুতরাং তাৎপর্য্যের বিষয় হইতেছে—স্বরূপচৈতন্য, তাৎপর্য্য-বিষয়ত্ব স্বরূপচৈতন্যেই আছে। অত-এব উহাতেই বাক্যজন্য জ্ঞান-বিষয়ত্ব থাকিবে অর্থাৎ তত্ত্বমসি বাক্য উহাকেই বুঝাইবে, তাৎপর্য্যের অবিষয় সংসর্গকে কি প্রকারে বুঝাইতে পারে অর্থাৎ কোন রূপেই পারে না।

তত্ত্বমস্যাদি বাক্যসমূহের অখণ্ডার্থত্বই প্রসিদ্ধ, তাই তাহাতে তাৎপর্য্য গৃহীত হইতে পারে। কিন্তু নির্বিকল্পক জ্ঞান-জনকত্ব তো অপ্রসিদ্ধ, তাহাতে কিরূপে তাৎপর্য্য গৃহীত হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন—**ইদমেব চ তত্ত্বমস্যাদিবাক্যানাম্**।

টিপ্পনী

"উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে"॥ অর্থাৎ উপক্রম ও উপসংহার বাক্যের ঐক্য, অভ্যাস, অপূর্বত্ব, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ছয়টি বাক্যের তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে হেতু, ইহা সর্ববাদি-সম্মত। তন্মধ্যে বিচার্য্য বাক্যের আদি ও অন্ত বাক্যের একার্থকত্ব বা একার্থ-নিষ্ঠত্বই উপক্রম ও উপ-সংহারের ঐক্য। উপক্রম বাক্যের যে অর্থ, উপসংহার বাক্যের সেই অর্থ হইলে উপক্রম ও উপসংহার বাক্যের একার্থকত্ব বা একার্থ-নিষ্ঠত্ব হয়। ইহা দ্বারা জানা যায়—এই বিচার্য্য বাক্যের 'এই অর্থে তাৎপর্য্য বা ঐ অর্থে তাৎপর্য্য'—এইরূপে সন্দিগ্ধ বহু বিষয়ের মধ্যে যে অর্থে উপক্রম ও উপসংহারের পর্য্যবসান, সেই অর্থেই ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য। অন্যথা উপক্রম ও উপসংহারের একার্থে পর্য্যবসান ব্যর্থ। তাই উপক্রম উপসংহারের ঐক্য তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে একটী হেতু। দ্বিতীয় হেতু অভ্যাস। উপক্রম ও উপসংহারের যে অর্থ, সেই অর্থবোধক পদের অনন্য-পর পুনঃ পুনঃ শ্রবণই অভ্যাস। পুনঃ পুনঃ শ্রুত পদ সমূহের মধ্যে যদি কোন শ্রুত পদ অন্যার্থ-তাৎপর্য্যক হয়, তবে তাহার শ্রবণ অনন্যপর শ্রবণ নহে। উপক্রমোক্ত অর্থে যদি সমস্ত শ্রুত পদের তাৎপর্য্য হয়, তবে তাহার শ্রবণই অনন্যপর শ্রবণ। ইহা যখন তাৎপর্য্য-বিষয়রূপে সন্দিগ্ধ উৎকৃষ্ট ও অনুৎকৃষ্ট বহু অর্থের মধ্যে উপক্রম ও উপসংহারের প্রতিপাদ্য অভ্যস্যমান অর্থেরই আদর জ্ঞাপন দ্বারা উৎকৃষ্টত্বরূপ প্রাশ-স্ত্যকে বুঝায়, তখন জানা যায়—ঐ অর্থেই ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য। অন্যথা ইহার অভ্যাস ও প্রাশস্ত্য কীর্ত্তন নিরর্থক। অথচ উহা নিরর্থক নহে। তাই অভ্যাস তাৎপর্য্য নির্ণয়ে দ্বিতীয় হেতু। তৃতীয় হেতু অপূর্বত্ব বা অজ্ঞাতত্ব। বিচার্য্য বাক্যের দ্বারা অর্থ-নির্ণয়ের পূর্বে ঐ অর্থ প্রমাণান্তরের দ্বারা জ্ঞাত না হইলে ঐ অর্থে যে অজ্ঞাতত্ব থাকে, তাহারই নাম অপূর্বত্ব। সন্দিগ্ধ, উৎকৃষ্ট, অনুৎকৃষ্ট, জ্ঞাত, অজ্ঞাত বহু অর্থের মধ্যে অভ্যস্যমান উৎকৃষ্ট অর্থেই যখন অজ্ঞাতত্ব রহিয়াছে, তখন ঐ অর্থেই ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিবে। জ্ঞাত অর্থে ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য হইলে জ্ঞাত-জ্ঞাপকত্বহেতু ঐ বাক্য ঐ অর্থে অনুবাদমাত্র হইবে, প্রমাণ হইবে না। তাই অপূর্বত্ব তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে তৃতীয় হেতু। চতুর্থ হেতু ফল বা প্রয়োজনবত্ত্ব। সন্দিগ্ধ, উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, জ্ঞাত, অজ্ঞাত, প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত বহু অর্থের মধ্যে অভ্যস্যমান অজ্ঞাত অর্থেই যখন প্রয়োজনবত্ত্ব আছে, অন্য অর্থে নাই, তখন ঐ অর্থেই ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিবে। নিষ্ফল অর্থে বাক্যের তাৎপর্য্য হইলে ঐ নিষ্ফল অর্থের জ্ঞানের জন্য বেদের অধ্যয়নে ও তদর্থের অনুষ্ঠানে কাহারও প্রবৃত্তি হইবে না। তাহা হইলে ঐ বাক্য অপ্রমাণ হইয়া যাইবে। তাই ফলবত্ত্ব তাৎপর্য্য নির্ণয়ে চতুর্থ হেতু। পঞ্চম হেতু অর্থবাদ। স্তুতি বা নিন্দার বোধক বাক্যই অর্থবাদ। ইহা হইতে জানা যায়—জ্ঞাত, অজ্ঞাত, উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, সফল, নিষ্ফল বহু অর্থের মধ্যে অভ্যস্যমান

নামখণ্ডার্থত্বং যৎ সংসর্গানবগাহি-যথার্থ-জ্ঞান-জনকত্বমিতি। তদুক্তম্—
সংসর্গাসঙ্গি-সম্যগ্-ধী-হেতুতা যা গিরামিয়ম্।

তত্ত্বমস্যাদি বেদান্ত বাক্যের অখণ্ডার্থত্ব। চিৎসুখাচার্য্য কর্ত্তৃক তাহা উক্ত হইয়াছে যে, অপর্য্যায় শব্দসমূহের যে সংসর্গ অবিষয়ক যথার্থ জ্ঞানজনকত্ব, তাহাই অখণ্ডার্থত্ব

বিবৃতি

ঋগ্ যজুঃ, সাম ও অথর্ব—এই চারিবেদের 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি ও অয়মাত্মা ব্রহ্ম'—এই চারিটি যথাক্রমে মহাবাক্য। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ইহা মঠাম্নায়ে বলিয়াছেন। অখণ্ড অর্থ মহাবাক্যের আছে বলিয়া প্রতিটি মহাবাক্য অখণ্ডার্থ। তাই উহার ধর্ম অখণ্ডার্থত্ব। তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্যে যে সংসর্গ অবিষয়ক যথার্থজ্ঞান-জনকত্ব আছে, ইহাই তাহার অখণ্ডার্থত্ব। মহাবাক্য সমূহের অখণ্ডার্থত্ব প্রসিদ্ধ হইলে তদভিন্ন স্বরূপ-চৈতন্যও প্রসিদ্ধ বুঝিতে হইবে।

সংসর্গানবগাহি-যথার্থজ্ঞানজনকত্বই যে অখণ্ডার্থত্ব, ইহাতে প্রমাণ দেখাইতে বলিলেন —**তদুক্তম্**। সংসর্গ অসঙ্গ অর্থাৎ অবিষয় আছে যাহার—এইরূপ বিগ্রহে নিষ্পন্ন সংসর্গা-সঙ্গি শব্দের অর্থ—সংসর্গ অবিষয়ক। গির্ শব্দের অর্থ—অপর্য্যায় শব্দ। তৎ [সেই= সংসর্গরাহিত্যহেতু এক] প্রাতিপদিক অর্থাৎ প্রাতিপদিকার্থ বা নামার্থ অর্থাৎ এক অর্থ অর্থ (প্রতিপাদ্য) যে অপর্য্যায় শব্দসমূহের, সেই অপর্য্যায় শব্দগুলি তৎপ্রাতিপদিকার্থ। তাহারধর্ম তৎপ্রাতিপদিকার্থতা। বাক্যসমূহের অর্থাৎ অপর্য্যায় শব্দসমূহের যে সংসর্গাসঙ্গি অর্থাৎ সংসর্গ অবিষয়ক যথার্থ জ্ঞান-জনকত্ব, ইহাই প্রাচীনগণ কর্ত্তৃক অখণ্ডার্থত্ব উক্ত

টিপ্পনী

উৎকৃষ্ট অজ্ঞাত অর্থেরই যখন বলবদনিষ্টের অজনকত্বরূপ প্রাশস্ত্য বুঝাইতেছে, তখন ঐ অর্থেই ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিবে। অন্যথা ঐ প্রাশস্ত্য কীর্ত্তন নিরর্থক। তাই অর্থবাদ তাৎপর্য্য নির্ণয়ে পঞ্চম হেতু। ষষ্ঠ হেতু উপপত্তি। বাক্যার্থ-বিষয়ের অবাধই উপপত্তি। ইহা দ্বারা জানা যায়—সন্দিগ্ধ, জ্ঞাত, অজ্ঞাত, উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, সফল, নিষ্ফল বহু অর্থের মধ্যে অভ্যস্যমান, উৎকৃষ্ট, অজ্ঞাত, সফল অর্থেই যখন অবাধিতত্ব, তখন ঐ অর্থেই ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য। বাধিত অর্থে ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য হইলে ঐ বাক্য অবাধিত অর্থের বোধক না হওয়ায় প্রমাণ হইত না। অথচ ঐ বাক্য প্রমাণ। অত-এব অবাধিত অর্থেই ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। তাই উপপত্তি বা অবাধিতত্ব তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে ষষ্ঠ হেতু। তন্মধ্যে উপক্রম ও উপসংহারের ঐক্য, অভ্যাস ও অর্থবাদ —এই তিনটি শব্দনিষ্ঠ। অবশিষ্ট তিনটী অর্থনিষ্ঠ। সমস্ত উপনিষদেই এই তাৎপর্য্য-গ্রাহক ছয়টি লিঙ্গ আছে। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর নবীন টীকা 'তত্ত্ববিভাকরে' (২২ কারিকার ব্যাখ্যায়) তাহা দ্রষ্টব্য।

উক্তাঽখণ্ডার্থতা যদ্বা তৎপ্রাতিপদিকার্থতা ॥
প্রাতিপদিকার্থমাত্রপরত্বমখণ্ডার্থত্বমিতি চতুর্থ-পাদার্থঃ ।

[প্রাচীনগণ কর্তৃক] উক্ত হইয়াছে অথবা অপর্য্যায় শব্দসমূহের যে প্রাতিপদিকার্থকত্ব (নামার্থকত্ব), তাহাই [তাহার] অখণ্ডার্থত্ব। প্রাতিপদিকার্থমাত্র পরত্বই অখণ্ডার্থত্ব, ইহাই [শ্লোকোক্ত] চতুর্থ পাদের অর্থ।

বিবৃতি

হইয়াছে। অথবা অপর্য্যায় শব্দসমূহের যে তৎপ্রাতিপদিকার্থতা, ইহাই অখণ্ডতার্থতা উক্ত হইয়াছে। অখণ্ডার্থের এই দ্বিতীয় লক্ষণটী সঙ্গত নহে। যেহেতু "গাম্ আনয়" এই বাক্য অখণ্ডার্থক নহে, কিন্তু তাহাতে ঐ লক্ষণ আছে। সুতরাং ঐ বাক্যে ঐ লক্ষণের অতি-ব্যাপ্তি হয়। এই আশঙ্কা খণ্ডন করিবার জন্য উক্ত লক্ষণ বাক্যের চিৎসুখ সম্মত অর্থ প্রকাশ করিতে বলিলেন—**প্রাতিপদিকার্থমাত্রপরত্বম্**। প্রাতিপদিকার্থত্ব শব্দের বিবক্ষিত অর্থ হইতেছে—প্রাতিপদিকার্থমাত্রপরত্ব। যে বাক্য হইতে প্রাতিপদিকের অর্থের ন্যায় সংসর্গরহিত এক পদার্থও প্রতীয়মান হয়, তদতিরিক্ত পদার্থ এবং তাহার সংসর্গও প্রতীয়মান হয় ; সে বাক্য প্রাতিপদিকার্থমাত্র-পর নহে। যে বাক্য হইতে প্রাতিপদিকের অর্থের ন্যায় সংসর্গরহিত এক অর্থ বোধ হয়, তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় অর্থ প্রতীয়-মান হয় না। সেই বাক্যই প্রাতিপদিকার্থমাত্র-পর। তদ্গত প্রাতিপদিকার্থমাত্র-পরত্বই অখণ্ডার্থের লক্ষণ। "গামানয়" এই বাক্য প্রাতিপদিকার্থমাত্র-পর নহে ; যেহেতু এই বাক্য যেমন এক প্রাতিপদিকার্থ গোস্বরূপকে প্রতিপাদন করে, তদ্রূপ তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ আনয়ন এবং সংসর্গকেও প্রতিপাদন করে। অতএব "গামানয়" এই বাক্যে প্রাতিপদিকার্থত্ব থাকিলেও প্রাতিপদিকার্থমাত্র-পরত্ব না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না।

টিপ্পনী

আচার্য্য মধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধি-গ্রন্থে অখণ্ডার্থের লক্ষণ প্রকরণে চিৎসুখোক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্ত্যাদি দোষ খণ্ডন করিয়া বিশদ লক্ষণ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—'সম্ভূয়ৈকার্থ-প্রতিপাদকত্বে সতি অপর্য্যায়ানেক-নাম-ঘটিতত্বে সতি স্ব-ঘটক-পদবৃত্তি-স্মারিতান্যা-বিষয়ক-প্রমাজনকত্বম্ অখণ্ডার্থত্বম্।

যে বাক্যের পদগুলি মিলিতভাবে একটি অর্থকে প্রতিপাদন করে, সেই বাক্য সম্ভূয় একার্থ প্রতিপাদক। তাহার ধর্ম—সম্ভূয়ৈকার্থ-(সম্ভূয়+একার্থ) প্রতিপাদকত্ব। যে বাক্য অপর্য্যায় অনেক নাম দ্বারা গঠিত, সেই বাক্য অপর্য্যায় অনেক নাম-ঘটিত। তাহার ধর্ম —অপর্য্যায়ানেক-নাম-ঘটিতত্ব। যে বাক্য স্বঘটক পদের বৃত্তি (শক্তি বা লক্ষণা) দ্বারা স্মারিত (উপস্থাপিত) পদার্থের অতিরিক্ত পদার্থ অবিষয়ক প্রমার জনক হয়, সেই বাক্য স্বঘটক-পদবৃত্তি-স্মারিতান্য অবিষয়ক প্রমার জনক। তাহার ধর্ম—স্বঘটকপদবৃত্তি-

টিপ্পনী

স্মারিতান্যাবিষয়ক প্রমাজনকত্ব। যে বাক্যে এই তিনটি একত্র থাকে, সেখানে শেষোক্ত ধর্মটী অন্য দুইটি ধর্মের সমানাধিকরণ হয়। যে বাক্যে একটী বা দুইটী থাকে বা কোনটীই থাকে না, সেই বাক্যে ধর্মদ্বয় সমানাধিকরণ ধর্মটী না থাকায় সেই বাক্য অখণ্ডার্থক হয় না। যেমন তত্ত্বমসি বাক্য। এই বাক্যের ঘটক তৎ ও ত্বং পদ মিলিতভাবে একটি অর্থকে (চৈতন্য-স্বরূপমাত্রকে) প্রতিপাদন করে, কোন একটি পদ ঐ অর্থকে প্রতিপাদন করে না। তাই এই বাক্যটী সম্ভূয়ৈকার্থপ্রতিপাদক। উহাতে সম্ভূয়ৈকার্থ-প্রতিপাদকত্ব আছে। এই বাক্যটী অনেক পর্য্যায় শব্দদ্বারা গঠিত নহে, অপর্য্যায় অনেক (তৎ ও ত্বং) শব্দ দ্বারা গঠিত। তাই এই বাক্যটী অপর্য্যায় অনেক নাম-ঘটিত। তাই উহাতে অপর্য্যায়ানেক-নাম-ঘটিতত্ব আছে। এই তত্ত্বমসি বাক্য স্ব-ঘটক তৎ ও ত্বং পদের বৃত্তি (লক্ষণা) দ্বারা স্মারিত স্বরূপচৈতন্যের অতিরিক্ত পদার্থ অবিষয়ক (মাত্র স্বরূপচৈতন্য-বিষয়ক) প্রমার জনক। তাই উহা স্ব-ঘটক পদবৃত্তি স্মারিতান্যাবিষয়ক প্রমাজনক। তাই উহাতে স্ব-ঘটকপদবৃত্তি-স্মারিতান্যাবিষয়ক প্রমাজনকত্ব আছে। এই বাক্যে তিনটী ধর্ম একত্র আছে। তাই এখানে স্বঘটক পদবৃত্তিস্মারিতান্যাবিষয়ক প্রমাজনকত্বটি সম্ভূয়ৈকার্থ-প্রতি-পাদকত্ব ও অপর্য্যায়ানেক-নাম-ঘটিতত্বের সমানাধিকরণ। এই সম্ভূয়ৈকার্থপ্রতিপাদকত্ব ও অপর্য্যায়ানেকনামঘটিতত্ব সমানাধিকরণ স্বঘটক-পদবৃত্তি-স্মারিতান্যাবিষয়ক প্রমাজনকত্ব-রূপ বিশিষ্ট ধর্মটী অখণ্ডার্থের লক্ষণ। যে বাক্যে কোন একটি বা দুইটী ধর্ম বা তাহার বিশেষণ থাকিবে না। তাহাতে এই বিশিষ্ট ধর্মটী থাকিবে না। বিশেষ্য ও বিশেষণের মধ্যে কোন একটি বা উভয় না থাকিলে বিশিষ্ট থাকে না। ঐ বিশিষ্ট ধর্ম না থাকিলে ঐ বাক্য অখণ্ডার্থক হইবে না।

এখন এইরূপ একটি বৃহৎ বিশিষ্ট ধর্মকে অখণ্ডার্থের লক্ষণ না বলিয়া উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশবিশেষকে লক্ষণ বলিলে কি দোষ হয়, তাহা বুঝিতে হইবে।

প্রমাজনকত্বমাত্রকে লক্ষণ বলিলে "গামানয়" এই বাক্যে অতিব্যাপ্তি হয়। ঐ বাক্য গো-সংসর্গের বোধক বলিয়া অখণ্ডার্থক নহে; কিন্তু উহাতে প্রমাজনকত্ব আছে। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য প্রমাতে পদবৃত্তি স্মারিতান্যাবিষয়ককে বিশেষণ দিতে হইবে। তাহা হইলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না; কারণ এই বাক্য পদের বৃত্তি দ্বারা স্মারিত গো, কর্মত্ব ও আনয়নের অতিরিক্ত সংসর্গ বিষয়ক প্রমার জনক হওয়ায় উহাতে প্রমাজনকত্ব বা পদবৃত্তি-স্মারিতান্য-বিষয়ক প্রমাজনকত্ব থাকিলেও পদবৃত্তি-স্মারিতান্যা-বিষয়ক প্রমাজনকত্ব নাই। সংসর্গ আকাঙ্ক্ষা-লভ্য বা বৃত্তিলভ্য হইলেও স্ব-ঘটক পদের শক্তি উহাতে না থাকায় উহা পদবৃত্তি স্মারিতান্য—পদবৃত্তি স্মারিত হইতে অন্য।

পদবৃত্তি-স্মারিতান্যাবিষয়ক প্রমাজনকত্বকে লক্ষণ না বলিয়া পদবৃত্তিস্মারিত-বিষয়ক

টিপ্পনী

প্রমা-জনকত্বকে লক্ষণ বলিলে পূর্বোক্ত সংসর্গ-প্রমার জনক "গামানয়" বাক্যে অতিব্যাপ্তি হয়। এই বাক্য পদবৃত্তি স্মারিত-বিষয়ক প্রমার জনক হওয়ায় উহাতে পদবৃত্তি স্মারিত-বিষয়ক প্রমা-জনকত্ব আছে। পদবৃত্তিস্মারিতান্যাবিষয়ক প্রমাজনকত্বকে লক্ষণ বলিলে এই অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ এই বাক্য পদবৃত্তিস্মারিতান্য সংসর্গ বিষয়ক প্রমার জনক হওয়ায় উহাতে পদবৃত্তি স্মারিতান্যাবিষয়ক প্রমাজনকত্ব নাই।

পদবৃত্তিস্মারিত স্থলে পদবৃত্তিজ্ঞাপ্য নিবেশ করিলে অর্থাৎ পদবৃত্তিজ্ঞাপ্যান্যাবিষয়ক প্রমাজনকত্বকে লক্ষণ বলিলে সংসর্গ-বোধক সমস্ত প্রমাণ বাক্যে অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ ঐ সমস্ত প্রমাণ বাক্য পদবৃত্তিজ্ঞাপ্য সংসর্গ বিষয়ক প্রমার জনক হওয়ায় এবং পদবৃত্তিজ্ঞাপ্যান্য বিষয়ক প্রমার জনক না হওয়ায় উহাতে পদবৃত্তিজ্ঞাপ্যান্যাবিষয়ক প্রমা-জনকত্ব আছে। সংসর্গটি বৃত্তি স্মারিত না হইলেও বৃত্তিজ্ঞাপ্য। বৃত্তিজ্ঞাপ্যান্য যাহা আছে, ঐ বাক্য তদ্‌বিষয়ক প্রমার জনক হয় নাই। এইজন্য বৃত্তিজ্ঞাপ্য না বলিয়া বৃত্তি স্মারিত বলা হইয়াছে। ইহাতে যেরূপে অতিব্যাপ্তি খণ্ডিত হয়, তাহা পুর্বেই উক্ত হইয়াছে।

পদবৃত্তিস্মারিতান্য না বলিয়া পদজ্ঞাপ্যান্যাবিষয়ক প্রমাজনকত্বকে লক্ষণ বলিলে 'বিষং-ভুঙ্‌ক্ষ্ব'—এইরূপ সখণ্ডার্থক বাক্যে অতিব্যাপ্তি হয়; কারণ এই বাক্য পদজ্ঞাপ্যান্য বিষয়ক প্রমার জনক না হওয়ায় উহাতে পদজ্ঞাপ্যান্যাবিষয়ক প্রমাজনকত্ব আছে। পদবৃত্তি-স্মারিতান্য বলিলে অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ ঐ বাক্য পদবৃত্তি স্মারিতান্য অনিষ্ট সাধনত্ব বিষয়ক প্রমার জনক হওয়ায় উহাতে পদবৃত্তি স্মারিতান্যাবিষয়ক প্রমাজনকত্ব নাই।

পদবৃত্তিস্মারিতান্যাবিষয়ক প্রমাজনকত্বমাত্রকে লক্ষণ বলিলে কোন অখণ্ডার্থক বাক্যে এই লক্ষণ না থাকায় অসম্ভব হয়; কারণ সমস্ত পদার্থেরই বাচকপদ আছে, সমস্ত পদার্থ ই তাহার বাচক পদের বৃত্তি দ্বারা স্মারিত, অতএব পদবৃত্তি স্মারিতান্য পদার্থ ই অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং সমস্ত অখণ্ড বাক্যেই পদবৃত্তি স্মারিত-বিষয়ক প্রমাজনকত্ব আছে। পদবৃত্তিস্মারি-তান্য না থাকায় তৎ-অবিষয়ক প্রমাজনকত্ব নাই। এজন্য পদ শব্দে স্বঘটককে বিশেষণ দিতে হইবে। স্বঘটক শব্দের অর্থ—লক্ষ্য অখণ্ডার্থক বাক্যের ঘটক। তাহা হইলে আর অসম্ভব হইবে না। কারণ সংসর্গটি সংসর্গাদি পদের বৃত্তি দ্বারা স্মারিত হইলেও অখণ্ডার্থক বাক্যের ঘটক কোন পদের বৃত্তি দ্বারা স্মারিত নহে। সুতরাং উহা স্ব-ঘটক পদবৃত্তি স্মারিতান্য। তত্ত্বমসি বাক্য তাহাকে বিষয় না করিয়া প্রমাজনক হওয়ায় উহাতে স্ব-ঘটক-পদবৃত্তি-স্মারিতান্যাবিষয়ক প্রমাজনকত্ব আছে। এজন্য অসম্ভব হয় না।

পূর্বোক্ত তাদৃশ প্রমা-জনকত্বমাত্রকে লক্ষণ বলিলে লক্ষণ-বাক্য জন্য[১] বাক্যার্থ-জ্ঞানের

১। বহু উজ্জ্বল নক্ষত্র ও চন্দ্র শোভিত আকাশের দিকে তাকাইয়া চন্দ্র স্বরূপানভিজ্ঞ বালক চন্দ্রের স্বরূপ জানিতে চাহিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—কশ্চন্দ্রঃ ? অর্থাৎ ঐ গুলির মধ্যে চন্দ্র কোনটী। পিতা উত্তর দিলেন—প্রকৃষ্ট-প্রকাশশ্চন্দ্রঃ। এই বাক্যটী চন্দ্রের লক্ষণ বাক্য। এই বাক্য দ্বারা প্রকৃষ্ট প্রকাশ-

টিপ্পনী

বিষয়ীভূত সন্নিকৃষ্ট পদার্থ-বিষয়ক নির্বিকল্পক জ্ঞানের জনক ইন্দ্রিয়ে অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ উক্ত ইন্দ্রিয় স্বঘটক পদবৃত্তিস্মারিতান্য কোন পদার্থবিষয়ক প্রমার জনক না হওয়ায় উহাতে স্বঘটক পদবৃত্তি-স্মারিতান্যাবিষয়ক প্রমাজনকত্ব আছে। এইজন্য তাদৃশ প্রমাজনকত্বে নাম-ঘটিতত্ব-সমানাধিকরণকে বিশেষণ দিতে হইবে। তাহা হইলে আর ইন্দ্রিয়ে অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ ইন্দ্রিয় নাম ঘটিত না হওয়ায় উহাতে তাদৃশ প্রমাজনকত্ব থাকিলেও নাম-ঘটিতত্ব-সমানাধিকরণ তাদৃশ প্রমাজনকত্ব নাই।

নাম-ঘটিতত্ব সমানাধিকরণ-তাদৃশ-প্রমাজনকত্বমাত্র লক্ষণ হইলে প্রকৃতি-প্রত্যয় সমুদায়াত্মক 'ঘটঃ' এই বাক্যে অতিব্যাপ্তি হয়। "প্রতিপদিকার্থমাত্রে প্রথমা" এই পাণিনি সূত্রানুসারে এস্থলে প্রকৃতি ও প্রত্যয়—উভয়ই প্রাতিপদিকার্থ ঘটস্বরূপমাত্রকে উপস্থিতি করে। সুতরাং 'ঘটঃ' এই বাক্য স্বঘটক পদবৃত্তি স্মারিতান্য পদার্থ বিষয়ক প্রমার জনক না হওয়ায় এবং নাম-ঘটিত হওয়ায় উহাতে নাম-ঘটিতত্ব-সমানাধিকরণ স্বঘটক-পদবৃত্তি স্মারিতান্যাবিষয়ক প্রমাজনকত্ব থাকায় অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য নামে 'অনেক' বিশেষণ দিতে হইবে। তাহা হইলে অতিব্যাপ্তি হয় না; কারণ 'ঘটঃ' এই বাক্য অনেক নাম ঘটিত না হওয়ায় উহাতে তাদৃশ প্রমা-জনকত্ব থাকিলেও অনেক-নাম-নাম-ঘটিতত্ব-সমানাধিকরণ তাদৃশ প্রমা-জনকত্ব নাই।

অনেক-নাম-ঘটিতত্ব-সমানাধিকরণ তাদৃশ প্রমা-জনকত্বমাত্র লক্ষণ হইলে "ঘটঃ কলসঃ" এই বাক্যে অতিব্যাপ্তি হয়; কারণ এই বাক্য অনেক নাম ঘটিত এবং স্বঘটক পদের বৃত্তি দ্বারা স্মারিত পদার্থের অতিরিক্ত কোন পদার্থ বিষয়ক প্রমার জনক না হওয়ায় ঐ বাক্যে অনেক-নাম-ঘটিতত্ব-সমানাধিকরণ তাদৃশ প্রমা-জনকত্ব আছে। তাই নামে 'অপর্য্যায়' বিশেষণ দিতে হইবে। তাহা হইলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ এই বাক্য অনেক পর্য্যায় নাম ঘটিত হইলেও অপর্য্যায় অনেক নাম ঘটিত না হওয়ায় উহাতে অনেক-নাম-ঘটিতত্ব-সমানাধিকরণ তাদৃশ প্রমা-জনকত্ব থাকিলেও অপর্য্যায় অনেক-নাম-ঘটিতত্ব-সমানাধিকরণ তাদৃশ প্রমাজনকত্ব নাই।

অপর্য্যায়ানেক-নাম-ঘটিতত্ব-সমানাধিকরণ তাদৃশ-প্রমাজনকত্বমাত্র লক্ষণ হইলে "ধব-খদির-পলাশাঃ" এই বাক্যে অতিব্যাপ্তি হয়। এই বাক্যটী অপর্য্যায় অনেক নাম ঘটিত

বিশিষ্ট চন্দ্রের বোধ হইলে প্রশ্নের অনুরূপ উত্তর হয় না: কেননা প্রশ্নকর্ত্তার চন্দ্রের স্বরূপ বিষয়ক প্রশ্ন। পিতার উত্তর বাক্য যদি স্বরূপমাত্রের বোধক না হইয়া প্রকাশ-বিশিষ্ট চন্দ্রের বোধক হয়, তবে প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের অনুরূপ উত্তর না হওয়ায় বৈষম্য হইবে, তাহার জিজ্ঞাসাও নিবৃত্ত হইবে না। তাই এই বাক্য লক্ষণা দ্বারা চন্দ্রের স্বরূপমাত্রকে উপস্থিত করিয়া তাহার বোধক হয়। তাই লক্ষণ বাক্যমাত্রই অখণ্ডার্থক বাক্য। এই বাক্যোপস্থিত চন্দ্র স্বরূপের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ সহকারে ঐ লক্ষণ বাক্য হইতে চন্দ্র স্বরূপের নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হইলে ইন্দ্রিয়ে উক্ত প্রমাজনকত্ব আছে বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয়। তাই প্রমাজনকত্বে নাম ঘটিতত্ব-সমানাধিকরণকে বিশেষণ দিতে হইবে।

তচ্চ প্রত্যক্ষং পুনর্দ্বিবিধম্—জীবসাক্ষীশ্বরসাক্ষি চেতি। তত্র জীবো

সেই প্রত্যক্ষ পুনরায় দুই প্রকার—জীবসাক্ষি প্রত্যক্ষ ও ঈশ্বরসাক্ষি প্রত্যক্ষ। তন্মধ্যে

বিবৃতি

সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক ভেদে প্রত্যক্ষ দুই প্রকার উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি প্রকারান্তরে অন্য দুই প্রকার প্রত্যক্ষ নিরূপণ করিতে বলিলেন—**তচ্চ প্রত্যক্ষং পুনর্দ্বিবিধম্।** জীবসাক্ষী ও ঈশ্বরসাক্ষী ভেদে সাক্ষী দুই প্রকার বলিয়া পূর্বোক্ত সেই প্রত্যক্ষ পুনরায় দুই প্রকার—জীবসাক্ষি প্রত্যক্ষ ও ঈশ্বরসাক্ষি প্রত্যক্ষ।

বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ আট প্রকার—(১) জীব সবিকল্পক (২) জীব নির্বিকল্পক (৩) জীব সাক্ষি সবিকল্পক (৪) জীবসাক্ষি নির্বিকল্পক (৫) ঈশ্বর সবিকল্পক (৬) ঈশ্বর নির্বিকল্পক (৭) ঈশ্বরসাক্ষি সবিকল্পক (৮) ঈশ্বরসাক্ষি নির্বিকল্পক। ঘটাদি বিষয়ক প্রত্যক্ষ বৃত্তি দ্বারা প্রমাতৃচৈতন্য ও বিষয়চৈতন্যের আবরক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে প্রমাতৃচৈতন্য ও বিষয়চৈতন্য অভিব্যক্ত হয়। চৈতন্যের আবরক অজ্ঞানের নিবৃত্তিই চৈতন্যের অভিব্যক্তি। যে সময়ে চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়, সেই সময়ে বৃত্তির একদেশস্থত্বহেতু চৈতন্য সমূহ পরস্পর অভিন্ন হইলে "অহং ঘটং জানামি" এইরূপে ঘটাদি বিষয়, ঘটাদি বিষয়ের জ্ঞান ও প্রমাতা জীবের যুগপৎ অনুভব (প্রকাশ) হয়। নৈয়ায়িকের তুল্য প্রথমে "অয়ং ঘটঃ" ইত্যাকার ঘটানুভবরূপ ব্যবসায়, পরে "ঘটং জানামি" (ঘটজ্ঞানবান্) ইত্যাকার জ্ঞানানুভবরূপ অনুব্যবসায় হয় না। অপ্রকাশমান অনুব্যবসায় বিষয়জ্ঞানকে প্রকাশ করিতে পারে না। অনুব্যবসায়ের (বিষয়জ্ঞানের অনুভবের) প্রকাশের জন্য অনুভবান্তর স্বীকার করিলে সেই অনুভবান্তরের প্রকাশের জন্য অন্য অনুভব স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে অনবস্থা হয়। অনুব্যবসায়কে স্বপ্রকাশ বলিলে এই অনবস্থা হয় না, বিষয়জ্ঞানের প্রকাশও হইতে পারে। কিন্তু নৈয়ায়িক মতে অনুব্যবসায়

টিপ্পনী

এবং তাদৃশ পদবৃত্তি-স্মারিতের অতিরিক্ত কোন পদার্থ বিষয়ক প্রমার জনক না হওয়ায় উহাতে অপর্য্যায়'নেক-নাম-ঘটিত্ব সমানাধিকরণ তাদৃশ প্রমাজনকত্ব আছে। তাই তাদৃশ প্রমা-জনকত্বে সম্ভূয়ৈকার্থ-প্রতিপাদকত্ব সমানাধিকরণ বিশেষণ দিতে হইবে। তাহা হইলে আর অতিব্যাপ্তি হইবে না; কারণ ঐ বাক্য নানা পদার্থের প্রতিপাদক, মিলিতভাবে একটী পদার্থের প্রতিপাদক নহে। তাই তাহাতে সম্ভূয়ৈকার্থ-প্রতিপাদকত্ব না থাকায় সম্ভূয়ৈকার্থপ্রতিপাদকত্ব-সমানাধিকরণ অপর্য্যায়ানেক-নাম ঘটিতত্ব-সমানাধিকরণ স্বঘটক পদবৃত্তি-স্মারিতান্যাবিষয়ক প্রমা-জনকত্ব নাই। তাই অতিব্যাপ্তি হয় না। ঐ বিশিষ্ট প্রমাজনকত্ব ধর্মটি অখণ্ডার্থক বাক্যের অতিব্যাপ্তি, অব্যাপ্তি ও অসম্ভব দোষ রহিত অসাধারণ ধর্ম। তাই ঐ ধর্মটী অখণ্ডার্থের লক্ষণ।

নামাঽন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যম্। তৎসাক্ষি ত্বন্তঃকরণোপহিত-চৈতন্যম্। অন্তঃ-করণস্য বিশেষণত্বোপাধিত্বাভ্যামনয়োর্ভেদঃ।

জীব হইতেছে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য। জীবসাক্ষী হইতেছে অন্তঃকরণোপহিত চৈতন্য। অন্তঃকরণের বিশেষণত্ব ও উপাধিত্ব নিবন্ধন ইহাদের (জীব ও জীবসাক্ষীর) ভেদ হয়।

বিবৃতি

স্বপ্রকাশ নহে। ফলে অনুব্যবসায়ের দ্বারা বিষয়-জ্ঞানের প্রকাশ হইতে পারে না। পরিশেষে স্বপ্রকাশ সাক্ষী দ্বারাই বিষয়জ্ঞানের প্রকাশ স্বীকার্য্য। প্রকাশক প্রমাতা বা সাক্ষীতে ঘটাদি বিষয় ও তাহার জ্ঞান যুগপৎ সম্বন্ধ হইলে বিলম্বে বিষয় ও তাহার জ্ঞানের প্রকাশ হইতে পারে না। তাই "অহং ঘটং জানামি" এই আকারে যুগপৎ বিষয় ও বিষয়-জ্ঞানের অনুভব হয়। চিৎ অভিব্যক্তিযোগ্য যে অন্তঃকরণের দ্বারা যখন যে বিষয়টী প্রমাতাতে সম্বন্ধ হয়, তদবচ্ছিন্ন জীব তখন সেই বিষয়টীকে অনুভব করে, তদতিরিক্ত কাহাকেও অনুভব করে না ; কারণ অন্যের সহিত প্রমাতৃচৈতন্যের সম্বন্ধ নাই এবং তাহার নিকট প্রমাতৃচৈতন্যও আবৃত। এই জীবানুভবই জীব প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষই 'অয়ং ঘটঃ' ইত্যাদি ব্যবহারের হেতু। 'ঘটং জানামি' ইত্যাকার যে ঘটজ্ঞানের অনুভব বা 'অহং' ইত্যাকার যে জীবানুভব, তাহা জীব প্রত্যক্ষ নহে ; কারণ ঘটজ্ঞান বা অহঙ্কারের নিকট জীব আবৃত। উহাদের গ্রহীতা জীব নহে। পরন্তু উহাদের গ্রহীতা সাক্ষী। তাই উহাদের প্রত্যক্ষ সাক্ষিপ্রত্যক্ষ। কারণ সাক্ষী সর্বদাই অনাবৃত। ইহা স্বীকার না করিলে ঘটজ্ঞানের বা অহঙ্কারের অনুভব হইবে না। এই যে ঘট-জ্ঞানের বা অহঙ্কারের অনুভব, ইহাই সাক্ষিপ্রত্যক্ষ। ঈশ্বর প্রত্যক্ষ স্থলেও এই প্রকার বিভাগ বুঝিতে হইবে।

জীবসাক্ষী ও ঈশ্বরসাক্ষীভেদে প্রত্যক্ষের ভেদ উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে সাক্ষীতে বিবাদ থাকিলেও জীবে কাহারও বিবাদ নাই বলিয়া প্রথমে জীব স্বরূপ নিরূপণ করিতে বলিলেন—**তত্র জীবো নাম**। জীব ও জীব সাক্ষীর মধ্যে জীব হইতেছে—অন্তঃ-করণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য। জীব সাক্ষী হইতেছে—অন্তঃকরণোপহিতচৈতন্য। যখন অন্তঃ-করণটী অজ্ঞান-তাদাত্ম্যাপন্ন চৈতন্যে অভেদে অধ্যস্ত হইয়া অন্য চৈতন্য হইতে নিজ অধিষ্ঠান চৈতন্যকে ভিন্ন করে এবং নিজ অধিষ্ঠানের বিধেয়ে অন্বিত হয়, তখন ঐ অন্তঃকরণটি চৈতন্যের অবচ্ছেদক, চৈতন্যটী ঐ অবচ্ছেদক অন্তঃকরণের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়। ঐ অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন—অন্তঃকরণ-তাদাত্ম্যাপন্ন—অন্তঃকরণের সহিত মিশ্রিত চৈতন্যই জীব। ইহাই লোকে অহংনামে প্রসিদ্ধ। যখন ঐ অন্তঃকরণটী চৈতন্যে অধ্যস্ত হইয়া নিজের অধিষ্ঠান চৈতন্যকে অন্য হইতে ভিন্ন করে ; কিন্তু অধিষ্ঠানের বিধেয়ে অন্বিত হয় না, তখন ঐ অন্তঃকরণটী অধিষ্ঠান চৈতন্যের উপাধি হয়। ঐ উপাধিভূত

বিশেষণঞ্চ কার্য্যান্বয়ি ব্যাবর্ত্তকং বর্ত্তমানম্। উপাধিশ্চ কার্য্যানন্বয়ী ব্যাবর্ত্তকো।

কার্য্যান্বয়ী অর্থাৎ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর (বিশেষ্যের) বিধেয়ের সহিত অন্বয়বান্ (সম্বন্ধবান্), বর্ত্তমান ও ব্যাবর্ত্তক (ভেদক) ধর্ম হইতেছে বিশেষণ। কার্য্যানন্বয়ী অর্থাৎ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর (বিশেষ্যের) বিধেয়ের সহিত অন্বয়রহিত, বিদ্যমান ও ব্যাবর্ত্তক ধর্ম হইতেছে উপাধি।

বিবৃতি

অন্তঃকরণের দ্বারা ঐ চৈতন্যটী উপহিত হয়। ঐ অন্তঃকরণোপহিত চৈতন্যই জীব-সাক্ষী। অন্তঃকরণটী চৈতন্যের বিশেষণ হইলেই জীব, উপাধি হইলেই সাক্ষী। অন্তঃকরণের বিশেষণ ও উপাধির ভেদনিবন্ধন জীব ও জীবসাক্ষীর ভেদ হয়। ইহা বাচস্পতির মত। বিবরণমতে অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত ব্রহ্ম চৈতন্যই জীব[১]।

উপাধি ও বিশেষণের ভেদ নির্দেশ করিবার জন্য তাহার লক্ষণ নির্দেশ করিতে বলিলেন—**বিশেষণঞ্চ কার্য্যান্বয়ি**। যে পদার্থটী বিশেষ্যের বিধেয় অংশে অন্বয়যোগ্য, ইতর হইতে বিশেষ্যের ভেদক ও বিশেষ্যে বর্ত্তমান, তাহাই বিশেষণ। এই বিশেষণের লক্ষণ হইতেছে—স্বান্বিতাংশ-বিধেয়ান্বয়িত্বে সতি বর্ত্তমানত্বে সতি ব্যাবর্ত্তকত্বম্ বিশেষণ-ত্বম্। স্বশব্দের অর্থ—বিশেষণ। স্বান্বিতাংশ—বিশেষণান্বিত বিশেষ্যাংশ। বিশেষণান্বিত বিশেষ্যের বিধেয়ে অন্বয়িত্ব সমানাধিকরণ ও বর্ত্তমানত্ব-সমানাধিকরণ ব্যাবর্ত্তকত্বই বিশে-ষণের লক্ষণ। যদি ব্যাবর্ত্তকত্বমাত্রই লক্ষণ হইত, তবে উপলক্ষণে অতিব্যাপ্তি; কারণ উপলক্ষণটী ব্যাবর্ত্তক (ইতরভেদক) বলিয়া উহাতে ব্যাবর্ত্তকত্ব আছে, কিন্তু বিশেষণত্ব নাই। এইজন্য ব্যাবর্ত্তকত্বে বর্ত্তমানত্ব সমানাধিকরণ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। বর্ত্ত-মানত্ব সমানাধিকরণ ব্যাবর্ত্তকত্বমাত্রকে লক্ষণ বলিলে উপাধিতে অতিব্যাপ্তি হইত। কারণ উপাধিটী ব্যাবর্ত্তক ও বর্ত্তমান হওয়ায় উহাতে বর্ত্তমানত্ব সমানাধিকরণ ব্যাবর্ত্তকত্ব আছে, কিন্তু বিশেষণত্ব নাই। এই জন্য ব্যাবর্ত্তকত্বে স্বান্বিতাংশ-বিধেয়ান্বয়িত্ব সমানাধি-করণ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা বলিলে আর অতিব্যাপ্তি হয় না। উপাধি স্বান্বিত-বিশেষ্যের বিধেয়ে অন্বয়যোগ্য না হওয়ায় উহাতে বর্ত্তমানত্ব সমানাধিকরণ ব্যাবর্ত্তকত্ব থাকিলেও স্বান্বিতাংশ-বিধেয়ান্বয়িত্ব সমানাধিকরণ ও বর্ত্তমানত্ব সমানাধিকরণ ব্যাবর্ত্তকত্ব নাই। বিশেষ্য ব্যাবর্ত্তকত্বকে লক্ষণ না বলিলে “ঘট-পটৌ পশ্য” এই স্থলে ঘটটী পটের বিশেষণ হইয়া পড়িত। কারণ ঘটটী স্বান্বিত পটের বিধেয় দর্শনক্রিয়ায় অন্বয়যুক্ত ও বর্ত্তমান। এজন্য ব্যাবর্ত্তকত্বকেও লক্ষণ বলিতে হইবে। ঘটটী পটের ব্যাবর্ত্তক নহে। সুতরাং উহাতে স্বান্বিতাংশ-বিধেয়ান্বয়িত্ব-সমানাধিকরণ বর্ত্তমানত্ব থাকিলেও ব্যাবর্ত্তকত্ব নাই। এই জন্য ঘটটী পটের বিশেষণ হয় না। “পণ্ডিতপুত্রো মূর্খঃ” ও ‘বহ্নিমান্ পর্বতো

১। ননু কোঽয়ং জীবো নাম? যস্য স্বরূপং ত্বং পদেন লক্ষ্যমাণং ব্রহ্মৈব বাক্যার্থঃ সম্পদ্যতে। ব্রহ্মৈ-বাঽবিদ্যাপ্রতিবিম্বিতমিতি বদামঃ। ক, বিবরণ নবমবর্ণক ১১৩৩ পৃঃ

বর্ত্তমানশ্চ। যথা রূপবিশিষ্টো ঘটোঽনিত্য ইত্যত্র রূপং বিশেষণম্। কর্ণশঙ্কুল্যবচ্ছিন্নং নভঃ শ্রোত্রমিত্যত্র কর্ণশঙ্কুল্যুপাধিঃ। অয়মেবোপাধির্নৈয়ায়িকৈঃ

যেমন "রূপবিশিষ্ট ঘট অনিত্য"—এই স্থলে রূপটি বিশেষণ। কর্ণশঙ্কুলী (কর্ণরন্ধ্র) দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশ শ্রোত্র—এই স্থলে কর্ণশঙ্কুলীটি উপাধি। এই উপাধিই নৈয়ায়িক-

বিবৃতি

ধূমবান্' প্রভৃতি স্থলে পণ্ডিত ও বহ্নি পুত্র ও পর্বতের বস্তুতঃ বিশেষণ নহে—উপাধি।

বিশেষণের স্বরূপ ও লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি উপাধির স্বরূপ ও লক্ষণ নির্দেশ করিতে বলিলেন—**উপাধিশ্চ কার্য্যানন্বয়ী**। যে পদার্থটী স্বান্বিত বিশেষ্যের বিধেয়ে অন্বয়ের অযোগ্য, বর্ত্তমান ও ব্যাবর্ত্তক, তাহাই উপাধি। উপাধির লক্ষণ হইতেছে—স্বান্বিতাংশ-বিধেয়ানন্বয়িত্বে সতি বর্ত্তমানত্বে সতি ব্যাবর্ত্তকত্বম্। এস্থলে স্ব হইতেছে—উপাধি। ব্যাবর্ত্তকত্ব মাত্র লক্ষণ হইলে ব্যাবর্ত্তক উপলক্ষণে অতিব্যাপ্তি হইত। এইজন্য ব্যাবর্ত্তকত্বে বর্ত্তমানত্ব সমানাধিকরণ বিশেষণ দিতে হইবে। তাহা হইলে অতিব্যাপ্তি হয় না। "কাকৈর্গৃহং পশ্য" এই স্থলে উপলক্ষণ কাক ব্যাবর্ত্তক হইলেও বর্ত্তমান নহে। বর্ত্তমানত্ব-সমানাধিকরণ ব্যাবর্ত্তকত্বমাত্রকে লক্ষণ বলিলে বিশেষণে অতিব্যাপ্তি হইত। এইজন্য ব্যাবর্ত্তকত্বে স্বান্বিতাংশ-বিধেয়ানন্বয়িত্ব সমানাধিকরণ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্যাবর্ত্তকত্বকে লক্ষণ না বলিলে "ধবং ছিন্ধি, খদিরং পশ্য" এই তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত "ধবখদিরৌ ছিন্ধি পশ্য" ইত্যাদি স্থলে ধব খদিরের উপাধি হইয়া পড়ে। কারণ ধবটী বর্ত্তমান এবং স্বান্বিত খদিরের বিধেয় দর্শনে অন্বয়-রহিত। তাদৃশ ব্যাবর্ত্তকত্বকে লক্ষণ বলিলে ধবটী খদিরের ব্যাবর্ত্তক নহে বলিয়া উপাধি হয় না।

বিশেষণ ও উপাধির উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিলেন—**যথা নীল রূপবিশিষ্টো**। রূপবিশিষ্ট ঘটটী অনিত্য—এইরূপ ব্যবহারে রূপবিশিষ্ট ঘটটী উদ্দেশ্য, রূপটী উদ্দেশ্য ঘটের বিশেষণ এবং অনিত্যটী ঘটের বিধেয়। এই বিধেয় অনিত্যত্বে ঘটের যেমন অন্বয় আছে, তদ্রূপ রূপেরও আছে; কারণ ঘটটি যেরূপ অনিত্য, রূপটীও সেইরূপ অনিত্য। ঐ রূপটী ঘটে বর্ত্তমান এবং উহা অন্য হইতে ঘটটিকে ভিন্ন করিতেছে। সুতরাং রূপটী স্বান্বিত ঘটের বিধেয়ে অন্বয়ী, বর্ত্তমান ও ব্যাবর্ত্তক হওয়ায় উহা ঘটের বিশেষণ।

'কর্ণশঙ্কুলীদ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশটী শ্রোত্র' এইরূপ ব্যবহারে কর্ণশঙ্কুলী দ্বারা ব্যাবৃত্ত আকাশটী উদ্দেশ্য, শ্রোত্রত্বটী তাহার বিধেয়। কেবলমাত্র এই ব্যাবৃত্ত আকাশটী ইন্দ্রিয়ের যোগ্য, কর্ণশঙ্কুলীটি ইন্দ্রিয়ের যোগ্য নয়। তাই বিধেয় শ্রোত্রত্বে আকাশের অন্বয় হয়, কিন্তু কর্ণরন্ধ্রের অন্বয় হয় না। যদি তাহাই হয়, তবে "নভঃ শ্রোত্রং" এই বলা উচিত। "নভঃ শ্রোত্রং"—এই বলিলে আকাশ সামান্য অর্থাৎ যে কোন আকাশ শ্রোত্র হইত এবং তদ্দ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ হইত। কিন্তু তাহা হয় না। সুতরাং একটি বিশেষ

পরিচায়ক ইত্যুচ্যতে। প্রকৃতে চান্তঃকরণস্য জড়তয়া বিষয়-ভাসকত্বাযোগেন

গণ কর্তৃক পরিচায়ক বিশেষণ বলিয়া কথিত হয়। প্রকৃত স্থলে (জীবসাক্ষী স্থলে) অন্তঃকরণের জড়ত্বহেতু বিষয় প্রকাশকত্ব সম্ভব নহে বলিয়া (অন্তঃকরণটী) বিষয়-ভাসক

বিবৃতি

আকাশকেই শ্রোত্র বলিতে হইবে। এই বিশেষ আকাশের বোধের জন্য 'কর্ণশঙ্কুল্যবচ্ছিন্নং নভঃ' উক্ত হইয়াছে। এই কর্ণশঙ্কুলীটি যে আকাশে অন্যান্য আকাশের ভেদ বুদ্ধি জন্মাইয়া তাহাকে অন্য আকাশ হইতে ভিন্ন করিয়া শ্রোত্রত্বে অন্বয়ের যোগ্য করিয়াছে। সেই বিশেষ আকাশটিতেই শ্রোত্রত্বের অন্বয় হয়। কিন্তু কর্ণশঙ্কুলীটি ব্যাবর্তক ও বিদ্যমান হইলেও ভেদবুদ্ধিকালে বিশেষ্য আকাশের বিশেষণরূপে ভাসমান না হওয়ায় উহা শ্রোত্রত্বে অন্বয়ের যোগ্য হয় না। এইজন্য উহা বিধেয় শ্রোত্রে অন্বিত হয় না। সুতরাং এস্থলে কর্ণরন্ধ্রটী বিধেয়ে অনন্বয়ী, বর্তমান ও ব্যাবর্তক হওয়ায় আকাশের উপাধি হয়, বিশেষণ হয় না। বিধেয়ে অন্বিত হইলে বিশেষণ, বিধেয়ে অন্বিত না হইলেই উপাধি; ইহাই বিশেষণ ও উপাধির ভেদ। এই উপাধিকে নৈয়ায়িকগণ পরিচায়ক বলেন। উপাধি ও পরিচায়ক এক বলিয়া পরিচায়কে উপাধি লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না।

যে পদার্থটী বিশেষ্য-গত ভেদক ধর্মের উপস্থাপন দ্বারা ভেদ-বুদ্ধির জনক অথচ ভেদবুদ্ধিকালে ব্যাবর্তনীয় বিশেষ্যে বিদ্যমানও নহে, বিশেষণরূপে ভাসমানও নহে, তাহাই উপলক্ষণ। যেমন কাকাদি। "কাকৈঃ গৃহং"—এই স্থলে কাকাদি বিশেষ্য গৃহগত ভেদের ব্যাপ্য উত্তৃণত্ব (উদ্‌গত তৃণত্ব) ধর্মের উপস্থাপন দ্বারা গৃহান্তর হইতে কাকোপবিষ্ট গৃহের ভেদ বুদ্ধি জন্মায় অথচ ভেদবুদ্ধিকালে বিশেষ্যে বিদ্যমান নহে, বিশেষণরূপে ভাসমানও নহে। তাই কাকাদি গৃহের উপলক্ষণ। যে ধর্মটী যাহার বিশেষণ, সেই ধর্মটী সময়ান্তরে অবর্তমান ও অবিশেষণ দশায় তাহার উপলক্ষণ। বিশেষণ ও উপলক্ষণের ইহাই ভেদ।

বিশেষণ ও উপাধি ভিন্ন হইলেও একই অন্তঃকরণ জীবপক্ষে বিশেষণ, সাক্ষিপক্ষে উপাধি কেন হয়? তাহার উত্তরে বলিলেন—**প্রকৃতে চান্তঃকরণস্য**। "অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নং চৈতন্যং জীবঃ"—এইস্থলে শুদ্ধ চৈতন্য নির্বিকার বলিয়া, চৈতন্যের দ্বারা অনধিষ্ঠিত কেবল অন্তঃকরণ জড় বলিয়া উহার কোনটীতেই কর্তৃত্বরূপ জীবত্বের অন্বয় সম্ভব না হইলেও এই দুইটী পরস্পর তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া অহংরূপে এক হইলে উহা জীবত্বের অন্বয় যোগ্য হয়। এই জন্য এস্থলে অন্তঃকরণ ও চৈতন্য—উভয়েই জীবত্বের অন্বয় হইয়াছে। সুতরাং অন্তঃকরণটি বিধেয় জীবত্বের অন্বয়ী, বর্তমান ও চৈতন্যের ব্যাবর্তক হওয়ায় জীবপক্ষে অন্তঃকরণটি চৈতন্যের বিশেষণ হইবে। অন্তঃকরণোপহিত চৈতন্যটী সাক্ষী—এইস্থলে চৈতন্য-তাদাত্ম্যাপন্ন অন্তঃকরণটী বস্তুতঃ জড় বলিয়া উহাতে বিষয়াবভাসকত্বের অর্থাৎ সাক্ষিত্বের যোগ্যতা নাই। এই হেতু উহাতে বিষয়াবভাসকত্ব

বিষয়-ভাসক-চৈতন্যোপাধিত্বম্। অয়ঞ্চ জীব-সাক্ষী প্রত্যাত্মং নানা, একত্বে চৈত্রাবগতে মৈত্রস্যাপ্যনুসন্ধান-প্রসঙ্গঃ।

ঈশ্বর-সাক্ষী তু মায়োপহিতং চৈতন্যম্। তচ্চৈকম্, তদুপাধি-ভূতায়া মায়ায়া একত্বাৎ, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ইত্যাদি শ্রুতৌ মায়াভি-

চৈতন্যের উপাধি। এই জীবসাক্ষী প্রতি শরীরে ভিন্ন; এক হইলে চৈত্রের জ্ঞাত বিষয়ে মৈত্রেরও স্মরণের আপত্তি হইত।

ঈশ্বর সাক্ষী কিন্তু মায়োপহিত চৈতন্য। সেই ঈশ্বর সাক্ষী এক, যেহেতু তাঁহার উপাধিভূত মায়া এক। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" (ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর মায়াগত শক্তিসমূহের দ্বারা বহুরূপ প্রাপ্ত হন) ইত্যাদি শ্রুতিতে "মায়াভিঃ" এই বহু বচনটি মায়া-

বিবৃতি

রূপ সাক্ষিত্বের অন্বয় হয় না। উহা বর্ত্তমান এবং ব্যাবর্ত্তক হইলেও বিধেয় সাক্ষিত্বে অন্বিত না হওয়ায় সাক্ষিপক্ষে বিষয়-ভাসক চৈতন্যের উপাধি হয়, বিশেষণ হয় না।

জীবসাক্ষীর স্বরূপ উক্ত হইযাছে। সম্প্রতি সেই জীবসাক্ষী প্রতি শরীরে এক অথবা ভিন্ন? এই সন্দেহ দূর করিতে বলিলেন—**অয়ঞ্চ জীবসাক্ষী**। এই জীবসাক্ষী প্রতি শরীরে ভিন্ন। যদি সমস্ত শরীরে একটি মাত্র জীবসাক্ষী হইত; তাহা হইলে এক ব্যক্তি কিছু দর্শন করিলে অন্য সকলেই তাহা স্মরণ করিত; এক ব্যক্তি কর্ম করিলে অন্য সকলেই তাহার ফল ভোগ করিত। যে দর্শন করে, সেই স্মরণ করে। যে কর্ম করে, সেই ফল ভোগ করে, ইহাই নিয়ম। সকল শরীরে দর্শন ও কর্মের কর্ত্তা যখন এক, তখন অন্য সকলেই দর্শন ও কর্মের কর্ত্তা হওয়ায় সকলেই স্মরণ ও কর্মফল ভোগ করুক। তাহা কিন্তু করে না। সুতরাং প্রতি শরীরে সাক্ষী ভিন্ন, ইহা স্বীকার্য্য।

জীবসাক্ষী নিরূপিত হইয়াছে। সম্প্রতি ঈশ্বর সাক্ষী নিরূপণ করিতে বলিলেন—**ঈশ্বরসাক্ষী তু**। যে চৈতন্যের উপাধি মায়া, সেই মায়োপহিত চৈতন্যই ঈশ্বরসাক্ষী। তাঁহার উপাধিভূত মায়া এক বলিয়া তিনিও এক। মায়া যদি এক হয়, উহাতে যদি একত্ব থাকে, তবে "মায়াভিঃ" এই বহু-বচনের দ্বারা যে বহুত্বের উপস্থিতি হয়, তাহা সেই বহু-বচনের প্রকৃতি মায়াতেই অন্বিত হইবে; কারণ প্রত্যয় প্রকৃতির অর্থের সহিত অন্বিত স্বার্থের বোধক হয়—এইরূপ নিয়ম আছে। ইহা কিন্তু কোন-রূপেই হইতে পারে না। একত্বের অধিকরণে কখনই বহুত্বের অন্বয় হয় না। সুতরাং "মায়াভিঃ" এই বহুবচনের উপপত্তি কিরূপে হইবে? তদুত্তরে বলিলেন—**মায়াভিরিতি বহুবচনস্য**। যদিও "মায়াভিঃ" এই শ্রুতিতে বহু-বচনান্ত মায়া শব্দের প্রয়োগ আছে। তথাপি এই বহু-বচন মায়া-গত বহুত্বের বোধক নহে। উহা মায়া-গত শক্তির বোধক। বহু এক-বচন শ্রুতি দ্বারা মায়ার একত্ব নিশ্চিত হইলে বহু-বচন

রিতি বহুবচনস্ত মায়া-গত-শক্তিবিশেষাভিপ্রায়কতয়া মায়াগত-সত্ত্ব-রজস্তমো-গুণাভিপ্রায়কতয়া চোপপত্তেঃ।

গত শক্তিবিশেষ তাৎপর্য্যক বলিয়া অথবা মায়াগত (মায়াঘটক) সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-

বিবৃতি

শ্রুতি আর মায়ার বহুত্বকে বুঝাইবে না; কারণ উহাতে দুইটী শ্রুতি বিরুদ্ধ অর্থের বোধক হইয়া অপ্রমাণ হইয়া যাইবে। অপৌরুষেয় বেদের কোন অংশই কিন্তু অপ্রমাণ নহে। অতএব বহু এক-বচন শ্রুতির অনুরোধে বহু-বচনের প্রকৃতি মায়া-শব্দ মায়াকে উপস্থিত না করিয়া লক্ষণ দ্বারা মায়া-শক্তিকে উপস্থাপিত করে। বহু-বচনের অর্থ বহুত্ব মায়াশক্তির সহিত অন্বিত হইলে "মায়াভিঃ" এই বহু-বচন শ্রুতি মায়া-শক্তি বিষয়ক হইয়া উপপন্ন হইতে পারে। মায়া এক হইলেও তাহার শক্তি বহু। মায়া-শক্তির বহুত্বেই বহু-বচন শ্রুতির তাৎপর্য্য কল্পনা করিলে কোন শ্রুতি বিরুদ্ধার্থক হয় না, বহুবচনও উপপন্ন হয়।

বহু একবচন শ্রুতির অনুরোধে মায়াশব্দের লক্ষণা দ্বারা মায়াশক্তি উপস্থিত হইলেও তাহাতে বহুত্বের অন্বয় উপপন্ন হয় না। কারণ মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ নামক দুইটি শক্তি। উহাতে যখন দ্বিত্ব আছে, তখন উহাতে বহুত্বের অন্বয় কিরূপে হইবে? সিদ্ধান্তীর পূর্বোক্ত সমাধানে পূর্বপক্ষী এইরূপ অস্বরস জ্ঞাপন করিলে সিদ্ধান্তী প্রকারান্তরে বহুবচন শ্রুতি উপপন্ন করিতে বলিলেন—**মায়াগতসত্ত্বরজস্তমোগুণাভিপ্রায়কতয়া**। এক হইতে বা একজাতীয় হইতে যেরূপ বিজাতীয় কার্য্যের উৎপত্তি দেখা যায় না। তদ্রূপ এক পরমেশ্বর হইতে বহু রূপের (কার্য্যের) উদ্ভব হইতে পারে না। তাই

টিপ্পনী

পঞ্চদশীকার পরম পূজ্যপাদ বিদ্যারণ্য মুনি ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব-যুক্তা সত্ত্ব-রজস্তমো-গুণাত্মিকা প্রকৃতিকে মায়া ও অবিদ্যাভেদে দুই প্রকার বলিয়াছেন[১]। তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধান প্রকৃতিকে মায়া ও অবিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধান প্রকৃতিকে অবিদ্যা বলিয়া মায়া ও অবিদ্যার কিঞ্চিদ্ ভেদ স্বীকার করিলেও পূজ্যপাদ বিবরণকার মায়া ও অবিদ্যার ভেদ স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে মায়া ও অবিদ্যার লক্ষণের ভেদ নাই এবং ব্যবহারেরও ভেদ নাই। বহু স্থলে মায়া তাৎপর্য্যে অবিদ্যা ও অবিদ্যা তাৎপর্য্যে মায়া-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সুতরাং মায়া ও অবিদ্যা এক। তবে একই প্রকৃতি বিক্ষেপ-প্রধান হইলে মায়া এবং আবরণ-প্রধান হইলে অবিদ্যা বলিয়া লোকে ব্যবহৃত হয়[২]।

১। চিদানন্দময়-ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব-সমন্বিতা। তমোরজঃ-সত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা॥ সত্ত্ব-শুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াঽবিদ্যে চ তে মতে।'—প, তত্ত্ববিবেক ১৫-১৬ শ্লোক

২। "তস্মাল্লক্ষণৈক্যাদ্ বৃদ্ধ-ব্যবহারে চৈকত্বাবগমাদেকস্মিন্নপি বস্তুনি বিক্ষেপ-প্রাধান্যেন মায়া, আচ্ছাদন-প্রাধান্যেনাঽবিদ্যেতি ব্যবহারভেদঃ। ইচ্ছাধীনত্ব-তদ্বৈপরীত্যেন বা ব্যবহারভেদ ইতি"—ক, বি,—২১১ পৃঃ

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তরত্যবিদ্যাং বিততাং হৃদি যস্মিন্ নিবেশিতে।
যোগী মায়ামমেয়ায় তস্মৈ বিদ্যাত্মনে নমঃ॥
অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥

তাৎপর্য্যক বলিয়া উপপন্ন হইতে পারে। "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্। তরত্যবিদ্যাং বিততাং হৃদি যস্মিন্ নিবেশিতে। যোগী মায়ামমেয়ায় তস্মৈ বিদ্যাত্মনে নমঃ"॥ (মায়াকে প্রকৃতি জানিবে, মায়ীকে (মায়াবান্‌কে) মহেশ্বর জানিবে। যে ব্রহ্ম হৃদয়ে নিবেশিত হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মাকার বৃত্তির বিষয় হইলে যোগী বিততা (বিশ্বব্যাপিনী) মায়া অবিদ্যাকে নিবর্ত্তন করে, সেই স্বয়ংপ্রকাশ চিদাত্মক ব্রহ্মকে নমস্কার) এবং "অজামেকাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ। অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ। (একজন অজ অর্থাৎ জন্মরহিত বদ্ধ জীব স্বসমানাকার (উপাদানের সদৃশ) তেজঃ, জল ও পৃথিবীরূপ কার্য্যের উৎপাদয়িত্রী এক প্রকৃতিকে সেবা (ভোগ) করিতে করিতে অনুবর্ত্তন করে। অন্য অজ অর্থাৎ মুক্ত জীব

বিবৃতি

"মায়াভিঃ" এই শ্রুতি তাঁহার বহু রূপের সহকারীর নাম নির্দেশ করিতেছেন। তৃতীয়া দ্বারা সেই সহকারীর হেতুত্বও উক্ত হইয়াছে। মায়া সত্ত্ব-রজস্তমো-গুণাত্মক বলিয়া বহু রূপ এবং পরমেশ্বরের বহু রূপের প্রাপ্তিতে হেতু। পরমেশ্বরের সাত্ত্বিক রূপ প্রাপ্তিতে সত্ত্ব, রজোরূপ প্রাপ্তিতে রজঃ এবং তমোরূপ প্রাপ্তিতে তমঃ প্রধানতঃ হেতু, ইহাই উক্ত শ্রুতি দ্বারা বুঝা যায়। অতএব এস্থলে মায়া শব্দের দ্বারা গুণ সমষ্টিভূত এক মায়ার উপস্থিতি হয় না; কিন্তু মায়ার ঘটক ব্যষ্টিভূত তিনটী গুণ উপস্থিত হয় এবং তাহাতেই বহুত্বের অন্বয় হয়। সুতরাং উক্ত "মায়ভিঃ" এই শ্রুতির মায়ার ঘটক গুণত্রয়ে তাৎপর্য্য স্বীকার করিলে বহুবচন উপপন্ন হয়, শ্রুতি সমূহেরও পরস্পর বিরোধ হয় না।

মায়ার একত্ব প্রমাণ-সিদ্ধ হইলে তদ্বিরোধে মায়াশ্রুতির অর্থ মায়াশক্তি বা গুণত্রয় হইতে পারে, কিন্তু মায়ার একত্ব প্রমাণ-সিদ্ধ নহে। এই আপত্তির উত্তরে মায়ার একত্ব প্রমাণ সিদ্ধ করিতে প্রমাণ দেখাইতেছেন—**মায়াং তু প্রকৃতিং**। উদাহৃত শ্রুতিতে যে মায়া, অবিদ্যা বা অজা শব্দ আছে। তাহা স্বশক্তি দ্বারা মায়াকে এবং একবচন একত্বকে উপস্থিত করিলে প্রকৃত্যর্থ মায়াতে প্রত্যয়ার্থ একত্বের অন্বয়বশতঃ মায়াতে একত্বের নিশ্চয় হইবে।

শ্রুতিতে একবচনান্ত মায়াশব্দ যেমন আছে, বহুবচনান্ত মায়াশব্দও আছে। একবচনান্ত শ্রুতিদ্বারা যেমন মায়ার একত্ব নিশ্চয় হয়, বহুবচনান্ত শ্রুতি দ্বারা সেইরূপ

ইত্যাদি-শ্রুতিষ্বেকবচন-বলেন লাঘবানুগৃহীতেন মায়ায়া একত্বং নিশ্চীয়তে। ততশ্চ তদুপহিতং চৈতন্যমীশ্বর-সাক্ষি। তচ্চানাদি, তদুপাধে-

---

এই ভুক্তভোগা প্রকৃতিকে ত্যাগ করে অর্থাৎ ভোগ করে না।) ইত্যাদি শ্রুতি সমূহে বর্ত্তমান লাঘবতর্কানু গৃহীত একবচন বলে মায়ার একত্ব নিশ্চয় হয়। অতএব মায়োপহিত চৈতন্যই ঈশ্বর সাক্ষী, তিনি এক এবং অনাদি ; যেহেতু তাঁহার উপাধিভূত মায়া অনাদি।

বিবৃতি

বহুত্বও নিশ্চয় হইতে পারে। দুইটি শ্রুতি যখন তুল্য প্রমাণ, তখন একবচনের দ্বারা একত্ব নিশ্চয় হইবে, বহুবচন শ্রুতি দ্বারা বহুত্ব নিশ্চয় হইবে না কেন? তাহার উত্তরে বলিলেন—**একবচন-বলেন**। শ্রুতিতে একবচনান্ত মায়া বা তদ্বাচক শব্দ বহু আছে। বহু-বচনান্ত মায়াশব্দ একটি আছে। একের সহিত বহুর বিরোধে লাঘবশতঃ একের অন্যথাকরণই সঙ্গত। মায়াকে বহু স্বীকার করিলে বহু একবচন প্রত্যযের এক-জাতীয়ত্ব অর্থ কল্পনা অপেক্ষা একটী প্রকৃতির অন্য অর্থ কল্পনাই উচিত। তাহা হইলে শ্রুতি-দ্বয়ের পরস্পর বিরোধ হইবে না। তখন একবচন শ্রুতির সামর্থ্যেই মায়ার একত্ব নিশ্চয় হইবে।

শ্রুতিতে একবচনান্ত মায়াশব্দের প্রয়োগ বহু আছে, বহুবচনান্ত মায়াশব্দের প্রয়োগ বহু নাই, ইহা সত্য ; কিন্তু তাই বলিয়া বহুবচনান্ত শ্রুতি একবচনান্ত শ্রুতির অনুবর্ত্তন করিবে, একবচন শ্রুতির অবিরোধে বহুবচনান্ত মায়া-শ্রুতির অন্য অর্থ কল্পনা করিতে হইবে, ইহা বলা যায় না। কারণ একের দ্বারা বহুর অন্যথাভাব হইতেও দেখা যায়। এক বিধিবাক্যের অনুরোধে বহু অর্থবাদ বাক্যের অন্য অর্থ কল্পিত হয়। এক বাধক জ্ঞানের দ্বারা বহু ভ্রমের বাধ হয়। এইরূপ এক "মায়াভি" শ্রুতির অনুরোধে বহু এক-বচনান্ত শ্রুতির অন্য অর্থ কেন হইবে না? তদুত্তরে বলিলেন—**লাঘবানুগৃহীতেন।**

দুইটী বিরুদ্ধ প্রমাণের মধ্যে অনুগ্রাহক তর্ক যাহার আছে, সেইটী প্রবল। এক-বচন শ্রুতির অনুগ্রাহক লাঘব তর্ক আছে। যদি মায়া বহু হইত, তবে তদবচ্ছিন্ন চৈতন্য-রূপ ঈশ্বরও বহু হইতেন। কিন্তু বহু ঈশ্বর স্বীকার্য্য নহে। বহু ঈশ্বরের মধ্যে কোন ঈশ্বরের বিরুদ্ধ কার্য্যের ইচ্ছা হইলে বিরুদ্ধ কার্য্যের উৎপত্তির আপত্তি হইবে। কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা অব্যর্থ। যদি তাঁহার ইচ্ছা ব্যর্থ হয়, তবে তিনি ঈশ্বরই নহেন। বহু ঈশ্বরের মধ্যে সকলেরই একরূপ ইচ্ছা হইবে, ইহা বলা যায় না। যদি তাহাই হয়, তবে একের ইচ্ছা দ্বারা সমস্ত কার্য্য নির্বাহ হইতে পারে বলিয়া অন্যের তাদৃশ ইচ্ছা নিরর্থক। এইরূপ তর্ক একত্বের সমর্থক, বহুত্বের সমর্থক কোন তর্ক নাই। নৈয়ায়িক প্রভৃতির মতেও এইরূপ তর্কসহকৃত অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের একত্ব নিশ্চয় হয়। যাঁহারা ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে ঈশ্বরের একত্বে কোন বিবাদ নাই। সুতরাং লাঘবতর্ক সমর্থিত প্রবল একবচন শ্রুতি দ্বারাই মায়ার একত্ব নিশ্চয় হয় এবং তদ্বিরোধে বহুবচনান্ত

মায়ায়া অনাদিত্বাৎ। মায়াবচ্ছিন্নং চৈতন্যং পরমেশ্বরঃ। মায়ায়া বিশেষণত্বে ঈশ্বরত্বম্, উপাধিত্বে সাক্ষিত্বমিতীশ্বরত্ব-সাক্ষিত্বয়োর্ভেদঃ, ন তু ধর্মিণোরীশ্বর-সাক্ষিণোর্ভেদঃ। স চ পরমেশ্বর একোঽপি স্বোপাধিভূত-মায়ানিষ্ঠ-সত্ত্ব-রজস্তমো-গুণভেদেন ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদি-শব্দ-বাচ্যতাং ভজতে।

মায়া-বিশিষ্ট চৈতন্য হইতেছেন পরমেশ্বর। মায়া [চৈতন্যের] বিশেষণ হইলে ঈশ্বর; উপাধি হইলে সাক্ষী। এইরূপে ঈশ্বরত্ব ও সাক্ষিত্বের ভেদ হয়; কিন্তু ধর্মী ঈশ্বর ও সাক্ষীর ভেদ হয় না। সেই পরমেশ্বর এক হইলেও তাঁহার উপাধিভূত মায়ার ঘটক সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণের ভেদ-নিবন্ধন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর শব্দের বাচ্য হইয়া থাকেন।

বিবৃতি

শ্রুতির অন্য অর্থ কল্পিত হইবে। অতএব মায়োপহিত চৈতন্যই ঈশ্বর সাক্ষী। মায়া-বচ্ছিন্ন-চৈতন্যই পরমেশ্বর। মায়া চৈতন্যের বিশেষণ হইলে ঈশ্বর, চৈতন্যের উপাধি হইলে সাক্ষী। ঈশ্বরত্ব ও সাক্ষিত্ব ধর্মের ভেদ আছে; কিন্তু ঈশ্বর ও ঈশ্বর সাক্ষীর ভেদ নাই। এক দেবদত্ত ধর্মীতে পাচকত্ব, পাঠকত্ব প্রভৃতি ধর্ম ভিন্ন হইলেও যেমন ধর্মী দেবদত্ত ভিন্ন হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বরত্ব ও সাক্ষিত্ব ধর্ম ভিন্ন হইলেও তদাশ্রয় ধর্মী ঈশ্বর ও ঈশ্বর-সাক্ষী ভিন্ন হয় না। ঐ মায়া এক ও অনাদি বলিয়া ঈশ্বর ও ঈশ্বর সাক্ষী এক ও অনাদি। ঈশ্বর ও ঈশ্বর সাক্ষী কার্য্য হইলে তাহার কারণ অবশ্য স্বীকার্য্য। যে কারণ হইতে ঈশ্বর ও ঈশ্বর সাক্ষীর উৎপত্তি হইবে, তাহা হইতেই জগতের উৎপত্তি হউক, আর মধ্যবর্ত্তী জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের কি প্রয়োজন? সুতরাং ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব নির্বাহের জন্য তাঁহাকে অনাদি বলিতে হইবে। বেদান্তীর মতে ঈশ্বরের উৎপত্তি না থাকিলেও বিনাশ আছে। চরম জীবের মুক্তিকালে জগতের উপাদান মায়ার নিবৃত্তি হইলে ঈশ্বর শুদ্ধ ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি করেন। তখন তাঁহার ঈশ্বরত্বের বিলোপ হয়।

ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও রুদ্র—এই তিনটী পদ ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বরের বাচক পদ। ঈশ্বর অনেক হইলে কোন ঈশ্বর ব্রহ্ম-পদের বাচ্য, কোন ঈশ্বর বিষ্ণু পদের বাচ্য, কোন ঈশ্বর বা রুদ্র পদের বাচ্য হইতে পারেন; কিন্তু এক হইলে হইতে পারেন না। কারণ এক বস্তু কখনও ভিন্ন ভিন্ন অর্থবাচক পদসমূহের বাচ্য হয় না। ঈশ্বর হইতে ভিন্ন তিনটি মূর্ত্তি আছেন। ঐ পদগুলি তাঁহাদেরই বাচক, ঈশ্বরের বাচক নহে, ইহা বলা যায় না। কারণ "ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাম্" ইত্যাদি শ্রুতি ইঁহাদিগকে ঈশ্বর বলিয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বর অনেক। এই আশঙ্কা খণ্ডন করিতে বলিলেন—**স চ পরমেশ্বরঃ একোঽপি।** পরমেশ্বরের উপাধিভূত ঐ মায়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক। এই মায়াগুণের গুণ-প্রধান-ভাব হয়। কখনও সত্ত্ব প্রধান, রজঃ ও তমঃ অপ্রধান। কখনও রজঃ প্রধান, সত্ত্ব ও তমঃ অপ্রধান, কখনও তমঃ প্রধান, সত্ত্ব ও রজঃ অপ্রধান। একই ঈশ্বর চৈতন্য সত্ত্ব-প্রধান

নন্বীশ্বরসাক্ষিণোরনাদিত্বে "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদিনা সৃষ্টি-পূর্ব-সময়ে পরমেশ্বরস্যাগন্তুকমীক্ষণমুচ্যমানং কথমুপপদ্যতে ? উচ্যতে। যথা বিষয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষাদি-কারণ-বশেন জীবোপাধ্যন্তঃকরণস্য বৃত্তি-ভেদা জায়ন্তে। তথা সৃজ্যমান-প্রাণিকর্ম-বশেন পরমেশ্বরোপাধি-ভূত-মায়ায়া

আচ্ছা, ঈশ্বর ও ঈশ্বর সাক্ষী অনাদি হইলে "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (সেই সর্বজ্ঞ ব্রহ্ম ঈক্ষণ (আলোচনা) করিয়াছিলেন—বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হইব) ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা কথ্যমান সৃষ্টির পূর্বকালে পরমেশ্বরের আগন্তুক (জন্য) ঈক্ষণ কিরূপে উপপন্ন হয় ? [উত্তর] বলিতেছি। যেমন বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ, ব্যাপ্তির জ্ঞান প্রভৃতি কারণবশে জীবের উপাধি অন্তঃকরণের বৃত্তি বিশেষগুলি জন্মে, সেইরূপ সৃজ্যমান প্রাণিবর্গের কর্মবশে (অদৃষ্টবশে) পরমেশ্বরের উপাধিভূত মায়ার "এখন এইটী

বিবৃতি

মায়াবচ্ছিন্ন হইলে বিষ্ণু পদবাচ্য, রজঃ-প্রধান মায়াবচ্ছিন্ন হইলে ব্রহ্ম পদবাচ্য, তমঃ-প্রধান মায়াবচ্ছিন্ন হইলে রুদ্র পদবাচ্য[১] হন। পরমেশ্বর এক হইলেও তাঁহার উপাধি-ভূত মায়া-গুণের এই ভেদবশতঃ তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি শব্দের বাচ্য হইয়া থাকেন।

শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যে সমস্ত কারণ হইতে জ্ঞান জন্মে, ঈশ্বরের তাহা নাই। তাই ন্যায়-বৈশেষিক মতে ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য ও এক। কিন্তু বেদান্তি মতে ঈশ্বরের জ্ঞান জন্য। ইহা সমর্থন করিতে প্রথমে আপত্তি প্রকাশ করিতেছেন—**নন্বীশ্বর-সাক্ষিণোরনাদিত্বে**। "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব সময়ে পরমেশ্বরের ঈক্ষণ-রূপ আলোচনাত্মক জ্ঞান আগন্তুক অর্থাৎ জন্য উক্ত হইয়াছে। ঈশ্বর অনাদি ও অশরীর হইলে তাঁহার এই অনিত্য জ্ঞান কিরূপে উপপন্ন হয়, তাহা বলিতে হইবে। বেদান্তী বলেন—ঈশ্বর অনাদি হইলেও এবং তাঁহার শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি না থাকিলেও জ্ঞান জন্মিতে পারে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ, ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি হইলে জীবের উপাধি অন্তঃকরণের যেরূপ নানা বিষয়ক বৃত্তি ও তজ্জন্য নানাবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ সৃষ্টির পূর্বকালে সৃজ্যমাণ জীবের অদৃষ্টবশে পরমেশ্বরের উপাধিভূত মায়ার স্রষ্টব্য ও পালয়িতব্য বস্তু-বিষয়ক 'এখন ইহা স্রষ্টব্য,' 'এখন ইহা পালয়িতব্য' ইত্যাকার আলোচনাত্মক এবং সংহারের পূর্বে সংহর্তব্য বস্তু-বিষয়ক 'এখন ইহা সংহর্তব্য' ইত্যাকার আলোচনাত্মক বৃত্তিবিশেষ জন্মে। সেই বৃত্তিগুলি সাদি বলিয়া সেই বৃত্ত্যভিব্যক্তচৈতন্য-রূপ জ্ঞানও সাদি বলিয়া কথিত হয়। এইরূপ ঈশ্বরের সর্ব-বিষয়ক একটি বৃত্তি বা একটি জ্ঞান জন্মে, তাহা নহে ; ভবিষ্যদ্ বিষয়ে অনুমিতি বৃত্তি, অতীত বিষয়ে স্মৃতি-বৃত্তি এবং

১। অথ যো হ খলু বাবাস্য রাজসোঽংশোঽসৌ স যোঽয়ং ব্রহ্মা। অথ যো হ খলু বাবাস্য তমসোঽংশোঽসৌ স যোঽয়ং রুদ্রঃ। অথ যো হ খলু বাবাস্য সাত্ত্বিকোঽংশোঽসৌ স যোঽয়ং বিষ্ণুরিতি। মৈ, উ ৬৪।৫

সর্গস্থিত্যন্তকরণাদ্ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্। স সংজ্ঞাং যাতি ভগবানেক এব জনার্দনঃ ॥ —বি, পুঃ ২।৬২

বৃত্তি-বিশেষা ইদমিদানীং স্রষ্টব্যমিদমিদানীং পালয়িতব্যমিদমিদানীং সংহর্ত্তব্যমিত্যাকারা জায়ন্তে। তাসাঞ্চ বৃত্তীনাং সাদিত্বাৎ তৎপ্রতিবিম্বিত-চৈতন্যমপি সাদীত্যুচ্যতে। এবং সাক্ষি-দ্বৈবিধ্যেন প্রত্যক্ষজ্ঞান-দ্বৈবিধ্যম্।

স্রষ্টব্য" "এখন এইটি পালয়িতব্য", "এখন এইটী সংহর্ত্তব্য"—এই আকার বৃত্তিবিশেষগুলি জন্মে। সেই বৃত্তিগুলির সাদিত্ব-হেতু সেই বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত বা সেই বৃত্তি দ্বারা অভিব্যক্ত চৈতন্যরূপ ঈক্ষণও সাদি বলিয়া কথিত হয়। এইরূপ সাক্ষীর দ্বৈবিধ্যবশতঃ প্রত্যক্ষ জ্ঞান দুই প্রকার হইয়া থাকে।

বিবৃতি

বর্ত্তমান বিষয়ে প্রত্যক্ষ বৃত্তি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে[১]। বিবরণে (ক, বি ৯০০ পৃঃ) ও লঘুচন্দ্রিকাতে (নি ৭৮৩ পৃঃ) ইহা উক্ত হইয়াছে। সাক্ষির দ্বৈবিধ্য-হেতু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বৈবিধ্য নিরূপিত হইল।

টিপ্পনী

প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমিতি ও প্রমেয়—এই চারিটি দ্বারা সমস্ত ব্যবহার উপপন্ন হইয়া যায়। এই জন্য নৈয়ায়িক প্রভৃতি প্রমাতা জীবের অতিরিক্ত সাক্ষী স্বীকার করেন নাই। কেবল বেদান্তিগণ ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন, তাহা এখানে বলিতে হইবে। জ্ঞান, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি গুণগুলি আন্তর। চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয় ইহার গ্রাহক হইতে পারে না; কেননা বাহ্যেন্দ্রিয়ের আন্তর-গ্রহণে সামর্থ্য নাই। মনের দ্বারাও ইহাদের জ্ঞান হইতে পারে না; কারণ মনঃ ইন্দ্রিয় নহে। বিশেষ, মনঃ যখন জড় ও অপ্রকাশমান, তখন উহা কাহারও প্রকাশক হইতে পারে না। তাই তত্ত্বশুদ্ধিকার তত্ত্বশুদ্ধিতে সাক্ষি-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"প্রতিভাসমানস্যৈব জ্ঞানস্য তৎসাধকত্বং বক্তব্যম্"। মনঃ-সংযুক্ত আত্মা দ্বারাও তাহাদের গ্রহণ হইতে পারে না; যেহেতু নৈয়ায়িকাদির মতে আত্মা অপ্রকাশমান। যে নিজে অপ্রকাশমান, সে অন্যের প্রকাশক বা গ্রাহক হইতে পারে না। অনুব্যবসায়রূপ জ্ঞানান্তরের দ্বারাও জ্ঞানাদি গুণের গ্রহণ হইতে পারে না; কারণ তাহাও নৈয়ায়িকাদির মতে অপ্রকাশমান। চক্ষুরাদির ন্যায় অপ্রকাশমান থাকিয়াই উহা জ্ঞানাদির গ্রাহক হইলে অপ্রকাশমান বিষয়াদিও প্রকাশক হইয়া পড়িবে। হানাদি ব্যবহারের দ্বারাও জ্ঞানাদির গ্রহণ হইতে পারে না; কারণ জ্ঞানের অবগতির পূর্বে হানাদি ব্যবহারই সিদ্ধ হয় না। যাঁহারা জীবকে চেতন বলেন, তাঁহাদের মতে জীবও জ্ঞানাদির গ্রাহক হইতে পারে না; কারণ জীব অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত অপ্রকাশমান। সহকারী প্রমাণের সম্বন্ধ ব্যতিরেকে তাহার

১। "নৈকা বৃত্তিঃ সর্ববিষয়িকা, কিন্তু ভবিষ্যেত্বনুমিতিঃ, ভূতেষু স্মৃতিঃ, বিদ্যমানেষু প্রত্যক্ষরূপা।"

২। "এবং তত্তৎকালেঽতীত-সর্ব-বিষয়াবগমাদনুভূত-বিষয়াঽসম্প্রোষা স্মৃতিঃ স্বমায়া-পরিণামোপাধি-রনাবরণা সর্ব-বিষয়া কল্প্যতে। তথা সৃষ্টেঃ প্রাগপি সৃজ্যমান-পদার্থাবধারণস্য কুলালাদিষু দৃষ্টত্বাদ্ আগামি-সর্ববিষয়ং জ্ঞানং স্বমায়াপরিণামোপাধি বর্ত্ততে"—ক, বি ৯০০ পৃঃ

প্রত্যক্ষত্বং জ্ঞেয়গতং জ্ঞপ্তিগতঞ্চ নিরূপিতম্। তত্র জ্ঞপ্তিগত-প্রত্যক্ষত্বস্য

জ্ঞেয়গত ও জ্ঞপ্তিগত প্রত্যক্ষত্ব নিরূপিত হইল। তন্মধ্যে চিত্ব বা চেতনত্বই জ্ঞান-

বিবৃতি

প্রত্যক্ষকালে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষ। সেই প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইলে তাহার বিষয় ঘটাদি যেমন সাক্ষী কর্তৃক গৃহ্যমাণ হইয়া প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানটীও সাক্ষী কর্তৃক গৃহ্যমাণ হইয়া প্রত্যক্ষ হয়। প্রত্যক্ষ না হইয়া জ্ঞান কখনও থাকে না। যদি থাকিত, তবে জ্ঞান হইয়াছে কিনা ? এরূপ সন্দেহ হইত। কিন্তু এইরূপ সন্দেহ কাহারও হয় না। সুতরাং জ্ঞানের উৎপত্তিকালেই তাহার প্রত্যক্ষ অবশ্য স্বীকার্য্য। ঐ প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইলে "ঘটং পশ্যামি" আমি (আমি ঘট-বিষয়ক প্রত্যক্ষবান্) এই আকারে তাহার অভিলাপ হয়।

অনুমিত্যাদি পরোক্ষ জ্ঞান কালে ব্যাপ্তি-জ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা বহ্ন্যাদি-বিষয়ক অনুমিত্যাদি-রূপ যে পরোক্ষ জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞান বিষয়তঃ পরোক্ষ। সেই অনুমিত্যাদি জ্ঞান উৎপন্ন হইলে যদিও অনুমেয় বহ্ন্যাদি বিষয় প্রত্যক্ষ হয় না, তথাপি তাহাদের জ্ঞান অনুমিতি, উপমিতি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ বিষয়ের ন্যায় সাক্ষী কর্তৃক গৃহ্যমাণ হইয়া প্রত্যক্ষ হয়। অনুমিতিটি প্রত্যক্ষ হইলে "বহ্নিম্ অনুমিনোমি"—এই আকারে তাহার অভিলাপ হয়। উপমিতি প্রভৃতির প্রত্যক্ষ স্থলে "উপমিনোমি" ইত্যাদি আকারে তাহাদের অভিলাপ হইয়া থাকে।

যদিও নৈয়ায়িকের মতে জ্ঞানের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় না। তাঁহাদের মতে উৎপন্ন জ্ঞান অজ্ঞাতই থাকে, পরে অনুব্যবসায় উৎপন্ন হইলে তদ্ দ্বারা সেই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়, তথাপি অদ্বৈতবাদীর মতে জ্ঞানের অজ্ঞাত সত্তা নাই। জ্ঞানের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহা প্রত্যক্ষ হয়। "সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তৎপ্রভো পুরুষস্যাপরিণামিত্বাৎ" এই যোগসূত্রও জ্ঞানকে সদা জ্ঞাত বলিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যক্ষের বিষয় এবং প্রত্যক্ষাদি ছয়টী জ্ঞান সাক্ষী কর্তৃক প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া এই সাতটিতে প্রত্যক্ষত্ব থাকে। ঐ প্রত্যক্ষত্ব সাধারণতঃ দ্বিবিধ—বিষয়-গত প্রত্যক্ষত্ব ও জ্ঞান-গত প্রত্যক্ষত্ব। জ্ঞান-গত প্রত্যক্ষত্ব

টিপ্পনী

আবরণ নিবৃত্ত হয় না। জ্ঞানাদির গ্রহণকালে চক্ষুরাদি বাহ্য প্রমাণের জ্ঞানাদির গ্রহণে প্রবৃত্তি হয় না ; মনঃ তো প্রমাণই নহে। সুতরাং আন্তর জ্ঞানাদি গুণগুলির প্রমাণ গ্রাহক নহে ; অতএব অন্য কাহাকে উহাদের গ্রাহক বলিতে হইবে। যিনি উহাদের গ্রাহক, তিনিই সাক্ষী। ইনি সর্বদা অনাবৃত ও প্রকাশমান। এই সাক্ষী ব্যতীত জ্ঞানাদির গ্রহণ অন্য কোন প্রকারে উপপন্ন হয় না বলিয়া সাক্ষী অবশ্য স্বীকার্য্য। অন্যথা জ্ঞানাদি ব্যবহারের বিলোপ হইয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে অধিক কথা তত্ত্বশুদ্ধিতে দ্রষ্টব্য।

বিবৃতি

আবার দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ জ্ঞান-গত প্রত্যক্ষত্ব, পরোক্ষ জ্ঞান-গত প্রত্যক্ষত্ব। তন্মধ্যে বিষয়-গত প্রত্যক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান-গত প্রত্যক্ষত্বের লক্ষণ (স্বরূপ) পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু সাক্ষীর পরোক্ষ-জ্ঞান দর্শনকালে পরোক্ষ জ্ঞান-গত প্রত্যক্ষত্ব বা সামান্যতঃ জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্বের স্বরূপ উক্ত হয় নাই। সম্প্রতি তাহা নিরূপণ করিতে বলিলেন—**তত্র জ্ঞপ্তিগত-প্রত্যক্ষত্বস্য**। চিত্ত্ব বা চেতনত্বটি যদি বিষয়-গত প্রত্যক্ষত্বের লক্ষণ (স্বরূপ) হইত, তবে তাহা বিষয়ে থাকিত। কিন্তু বিষয় জড় বলিয়া উহাতে চিত্ত্ব থাকে না। সুতরাং উহা বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের লক্ষণ নহে। পূর্বোক্ত জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্বের লক্ষণ প্রত্যক্ষ জ্ঞান-গত প্রত্যক্ষত্বের লক্ষণ হইলেও সমস্ত জ্ঞান-গত প্রত্যক্ষত্বের লক্ষণ হইতে পারে না। যদি অনুমেয় বহ্ন্যাদ্যাকার বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের (প্রমাণ চৈতন্যের) সহিত বিষয় বহ্ন্যাদি চৈতন্যের অভেদ হইত, তবে অনুমিতি জ্ঞানটীও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ন্যায় প্রত্যক্ষ হইত। কিন্তু অনুমিত্যাদি স্থলে প্রমাণ চৈতন্যের সহিত বিষয় চৈতন্যের অভেদ হয় না। যদি অনুমিত্যাকার বা উপমিত্যাকার অর্থাৎ অনুমিতি বা উপমিতি প্রভৃতিকে বিষয় করিয়া প্রমাণ বৃত্তি হইত এবং ঐ প্রমাণ চৈতন্যের সহিত বিষয় অনুমিত্যাদি চৈতন্যের অভেদ হইত। তবে অনুমিতি বা উপমিতি প্রভৃতি জ্ঞান প্রত্যক্ষ বিষয়ের ন্যায় প্রত্যক্ষ হইত। কিন্তু অনুমিতি প্রভৃতি জ্ঞান সাক্ষিমাত্র গ্রাহ্য বলিয়া তদ্-বিষয়ক প্রমাণ বৃত্তি হয় না। সুতরাং পূর্বোক্ত জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্বের লক্ষণটি সমস্ত জ্ঞান-গত প্রত্যক্ষত্বের লক্ষণ নহে।

"পর্বতো বহ্নিমান্" ইত্যাদি জ্ঞান স্থলে অনুমিতি প্রভৃতির বিষয় বহ্ন্যাদি স্বপ্রকাশ সাক্ষিচৈতন্যের সহিত অভিন্ন হয় নাই বলিয়া প্রত্যক্ষ না হইলেও অনুমিতি প্রভৃতি জ্ঞান গুলি অনাবৃত স্বপ্রকাশ সাক্ষিচৈতন্যের সহিত অভিন্ন বলিয়া সাক্ষিচৈতন্যের নিকট সর্বদাই প্রত্যক্ষ। সুতরাং প্রত্যক্ষাদি যাবতীয় জ্ঞানে যে প্রত্যক্ষত্ব আছে, তাহা একটি বিশেষ প্রত্যক্ষত্ব। সেই বিশেষ প্রত্যক্ষত্বের লক্ষণ (স্বরূপ) হইতেছে চিত্ত্ব বা চেতনত্ব। উহা অপরোক্ষ চৈতন্যাভিন্নত্ব হইতে অতিরিক্ত নহে। "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম ও অপরোক্ষের চেতনত্ব ও প্রত্যক্ষত্বের অনৌপাধিক ঐক্য উক্ত হইয়াছে। সুতরাং চিত্ত্ব বা চেতনত্বই প্রত্যক্ষত্ব। পর্বতো বহ্নিমান্ ইত্যাদি জ্ঞান স্থলেও বহ্ন্যাদ্যাকার বৃত্তি দ্বারা অভিব্যক্ত[১] বহ্ন্যাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ অনুমিতি বা উপমিতি

১। অজ্ঞানের আবরণ শক্তি দুই প্রকার—অসত্ত্বাপাদক (অসত্ত্বের আপাদক) ও অভানাপাদক (অভানের (অপ্রকাশের) আপাদক) এই দুই প্রকার আবরণ শক্তি-বিশিষ্ট অজ্ঞানই বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যে থাকে। প্রত্যক্ষ প্রমা জ্ঞানের দ্বারা দুই প্রকার আবরণ নিবৃত্ত হয়। তাই বিষয়টি আছে ও প্রকাশিত হইতেছে, এই বোধ হয়। কিন্তু পরোক্ষ প্রমা জ্ঞানের দ্বারা অভানাপাদক অজ্ঞানের আবরণ নিবৃত্ত হয় না। কেবল বিষয়গত অসত্ত্বাপাদক অজ্ঞানের আবরণ নিবৃত্ত হয়; তাই পরোক্ষ প্রমা স্থলে 'বহ্নি আছে; কিন্তু কি প্রকার, তাহা দেখা যাইতেছে না'—এই বোধ হয়।

সামান্যলক্ষণং চিত্ত্বমেব, পর্বতো বহ্নিমানিত্যাদাবপি বহ্ন্যাদ্যাকার-বৃত্ত্যুপহিত-চৈতন্যস্য স্বাত্মাংশে স্বপ্রকাশতয়া প্রত্যক্ষত্বাৎ। তত্তদ্-বিষয়াংশে প্রত্যক্ষত্বং তু পূর্বোক্তমেব। তস্য চ ভ্রান্তিরূপ-প্রত্যক্ষে নাতিব্যাপ্তিঃ, ভ্রম-প্রমা-সাধারণ-প্রত্যক্ষ-সামান্য-নির্বচনেন তস্যাপি লক্ষ্যত্বাৎ। যদা তু প্রত্যক্ষ-

---

গত প্রত্যক্ষত্বের সামান্যলক্ষণ। 'পর্বতো বহ্নিমান্' ইত্যাদি [পরোক্ষ] জ্ঞানেও বহ্ন্যাদ্যাকার বৃত্ত্যুপহিত অর্থাৎ বহ্ন্যাদ্যাকার বৃত্ত্যভিব্যক্ত চৈতন্যও স্বস্বরূপাংশে (স্ববিষয়কাংশে) প্রকাশস্বরূপ বলিয়া প্রত্যক্ষ। তত্তদ্-বিষয়াংশে প্রত্যক্ষত্বের সামান্যলক্ষণ কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে। সেই লক্ষণের ভ্রান্তিরূপ প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি হয় না ; কারণ ভ্রম ও প্রমা সাধারণ বিষয়-গত প্রত্যক্ষ সামান্যের লক্ষণ নির্বচনের দ্বারা তাহারও (ভ্রমীয় বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বেরও) লক্ষ্যত্ব আছে। যখন কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাজ্ঞানের লক্ষণ বলিব, তখন পূর্বোক্ত

বিবৃতি

প্রভৃতির স্বপ্রকাশ সাক্ষিচৈতন্যের সহিত অভিন্নত্ব হেতু প্রত্যক্ষ হয়। অতএব চিত্ত্ব বা অপরোক্ষ চৈতন্যাভিন্নত্বই জ্ঞানগত প্রত্যক্ষত্বের সামান্য লক্ষণ।

প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান-গত প্রত্যক্ষত্বের যেমন একটী লক্ষণ হইল। সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়-গত প্রত্যক্ষত্বের একটী সামান্য লক্ষণ কেন বলা হইল না ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন—**তৎ-তদ্বিষয়াংশে প্রত্যক্ষত্বন্তু**। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়-গত প্রত্যক্ষত্বের লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন হইলেও যে লক্ষণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে ; তাহা বিষয়গত প্রত্যক্ষত্বের সামান্য লক্ষণই, বিশেষ লক্ষণ নহে। তাই এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ হয় নাই।

ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ জন্য ঘটাদি বিষয়ের জ্ঞানে যে প্রত্যক্ষত্ব আছে। সাক্ষি-গ্রাহ্য অনুমিত্যাদি জ্ঞানে তাহা নাই। উহাতে অন্য প্রত্যক্ষত্ব আছে। এইরূপ প্রমেয়ভূত বিষয়ে যে প্রত্যক্ষত্ব আছে, ভ্রমীয় রজতাদিতে সে প্রত্যক্ষত্ব নাই। সেখানে অন্য প্রত্যক্ষত্ব আছে। কিন্তু প্রমেয় বিষয়-গত প্রত্যক্ষত্বের লক্ষণ ভ্রমীয় রজতাদি বিষয়ে থাকায় উহা লক্ষণই হয় না, সুতরাং সামান্য লক্ষণ কিরূপে হইবে ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন—**তস্য চ ভ্রান্তিরূপ-প্রত্যক্ষে**। পূর্বোক্ত বিষয়-গত প্রত্যক্ষত্বের লক্ষণটি উভয়-বিধ বিষয়-গত উভয়-বিধ প্রত্যক্ষত্বেরই লক্ষণ। উহা বিশেষ লক্ষণ নহে। ভ্রমীয় বিষয়-গত প্রত্যক্ষত্বও সেই লক্ষণের লক্ষ্য। উহাতে সেই লক্ষণ থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না। যখন প্রমেয় বিষয়-গত প্রত্যক্ষত্ব-বিশেষের লক্ষণ বলিতে হইবে, তখন পূর্বোক্ত লক্ষণে বিষয়ে অবাধিতত্বকে বিশেষণ দিতে হইবে। তাহা হইলে সেই বিশেষ প্রত্যক্ষত্বের লক্ষণ হইবে—যোগ্যত্ব, বর্ত্তমানত্ব ও অবাধিতত্ব সমানাধিকরণ স্ববিষয়-বৃত্ত্যুপহিত প্রমাতৃ-সত্তাতিরিক্ত-সত্তাশূন্যত্ব। শুক্তিরজাদি-বিষয়ক ভ্রমটি বাধিত প্রাতিভাসিক রজতাদি-বিষয়ক বলিয়া উহাতে অবাধিতত্ব সমানাধিকরণ ঘটিত পুর্বোক্ত লক্ষণ না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না।

প্রমায়া এব লক্ষণং বক্তব্যম্, তদা পূর্বোক্তলক্ষণেঽবাধিতত্বং বিষয়-বিশেষণং দেয়ম্। শুক্তিরূপ্যাদি-ভ্রমস্য সংসার-কালীন-বাধবিষয়-প্রাতিভাসিক-রজতাদি-বিষয়কত্বেনোক্ত-লক্ষণাভাবান্নাতিব্যাপ্তিঃ।

নন্থ বিসংবাদি-প্রবৃত্ত্যা ভ্রান্তিজ্ঞান-সিদ্ধাবপি তস্য প্রাতিভাসিক-তৎ-

---

লক্ষণে অবাধিতত্বকে বিষয়ে বিশেষণ দিব। শুক্তিরজতাদি বিষয়ক ভ্রমটি সংসার-কালীন বাধিত প্রাতিভাসিক রজতাদি বিষয়ক বলিয়া [উহাতে] উক্ত প্রমালক্ষণ না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না।

আচ্ছা, বিসংবাদিনী প্রবৃত্তি দ্বারা ভ্রম জ্ঞান সিদ্ধ হইলেও সেই ভ্রম জ্ঞানের প্রাতি-

বিবৃতি

ভ্রম প্রত্যক্ষটি তৎকালোৎপন্ন বাধিত বিষয়ক বলা হইয়াছে। ইহাতে নৈয়ায়িক আপত্তি করিতে বলিলেন—**নন্থ বিসংবাদি-প্রবৃত্ত্যা**। বিসংবাদিনী[১] প্রবৃত্তি দ্বারা ভ্রমজ্ঞান সিদ্ধ হইলেও উহা যে তৎকালোৎপন্ন প্রাতিভাসিক রজতাদি বিষয়ক, তাহাতে কোন প্রমাণ নাই। দেশান্তরীয় প্রসিদ্ধ সত্য রজতই তাহার বিষয় হইতে পারে—ইহা বলা যায় না। কারণ সেই দেশান্তরীয় রজতটী ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট নহে বলিয়া প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। সেই দেশান্তরীয় রজতে ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ না থাকিলেও অলৌকিক জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ[২] আছে। সেই সন্নিকর্ষ নিবন্ধনই

১। জ্ঞান হইতে ইচ্ছা, ইচ্ছা হইতে প্রবৃত্তি (যত্ন) জন্মে। সেই প্রবৃত্তি দুই প্রকার—সংবাদিনী প্রবৃত্তি (সফল প্রবৃত্তি) ও বিসংবাদিনী প্রবৃত্তি (বিফল প্রবৃত্তি)। যে প্রবৃত্তি হইতে জ্ঞান-বিষয়ের প্রাপ্তি হয়, তাহাই সংবাদি-প্রবৃত্তি। যে প্রবৃত্তি হইতে জ্ঞান-বিষয়ের প্রাপ্তি হয় না, তাহাই বিসংবাদি-প্রবৃত্তি। ভ্রম জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই তাহাকে ভ্রম বলিয়া বুঝা যায় না, পরন্তু তখন তাহাকে যথার্থ জ্ঞান বলিয়াই বুঝা যায়। ভ্রমজ্ঞানের অনন্তর বিষয় প্রাপ্তির ইচ্ছায় যত্নবান্ হইয়া বিষয়ের নিকট গিয়া সেই বিষয়কে না পাইয়া অন্য বিষয়কে পাইলে তখন সেই প্রবৃত্তিকে বিসংবাদিনী বলিয়া বুঝা যায়। পরে সেই বিসংবাদিনী প্রবৃত্তি দ্বারা জ্ঞানের ভ্রমত্ব নিশ্চয় হয়। যেমন -এই জ্ঞানটি ভ্রম; যেহেতু উহাতে বিসংবাদি-প্রবৃত্তি-জনকত্ব আছে। যে ভ্রম নয়, সে বিসংবাদি প্রবৃত্তির জনক নয়। যেমন—প্রমা। এই জ্ঞানটী যখন বিসংবাদি প্রবৃত্তির জনক হইয়াছে, তখন উহা ভ্রম—এইরূপে জ্ঞানের ভ্রমত্ব নিশ্চয় হয়।

২। শুক্তিতে রজতের জ্ঞানটী নৈয়ায়িকাদির মতে ভ্রম। তাহার বিষয় প্রাতিভাসিক রজত নহে; কিন্তু দেশান্তরীয় সত্য রজত। সেই সত্য রজতের সহিত ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ না থাকিলেও অলৌকিক সন্নিকর্ষ আছে। প্রাচীনগণের কেহ সংস্কারকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ বা দোষকে অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলিতেন। অদ্বৈতসিদ্ধির অন্যথাখ্যাতিভঙ্গ গ্রন্থ দেখিলে ইহা বুঝা যায়। দোষ প্রতিবন্ধক বা কার্য্যান্তরের হেতু হইলেও জ্ঞানের হেতু নহে, সংস্কার সন্নিকর্ষ হইলে তজ্জন্য রজত-প্রত্যক্ষের স্মৃতিত্ব প্রসঙ্গ হয়। এই জন্য নব্যগণ সংস্কার ও দোষকে সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা স্ব-সংযুক্ত মনঃ-সংযুক্ত-আত্মসমবেত জ্ঞানকেই অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলিয়াছেন। যাঁহার রজতানুভব হইয়াছে। তাহার কালান্তরে শুক্তিতে রজতজ্ঞানকালে রজত-সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইয়া আত্মাতে রজত-স্মৃতি উৎপন্ন করিয়াছে। উহাই স্ব-সংযুক্ত-মনঃ-সংযুক্ত আত্ম-সমবেত রজতজ্ঞান। উহাই ইন্দ্রিয়ের অলৌকিক সন্নিকর্ষ। উহা বিষয়তা সম্বন্ধে দেশান্তরীয় রজতাদি বিষয়ে থাকায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইতে দেশান্তরীয় সত্য রজতের প্রত্যক্ষ হয়। তাই নৈয়ায়িকাদির মতে 'ইদং রজতম্' এই জ্ঞানটি ইদং অংশে লৌকিক এবং রজতাংশে অলৌকিক প্রত্যক্ষ।

কালোৎপন্ন-রজতাদি-বিষয়কত্বে ন প্রমাণম্, দেশান্তরীয়-রজতস্য কৢপ্তস্যৈব তদ্-বিষয়ত্বসম্ভবাদিতি চেৎ, ন, তস্যাসন্নিকৃষ্টতয়া প্রত্যক্ষ-বিষয়ত্বাযোগাৎ। ন চ জ্ঞানং তত্র প্রত্যাসত্তিঃ, জ্ঞানস্য প্রত্যাসত্তিত্বে তত এব বহ্ন্যাদেঃ প্রত্যক্ষত্বাপত্তাবনুমানাদ্যুচ্ছেদাপত্তেঃ।

ভাসিক তৎকালোৎপন্ন রজতাদি বিষয়কত্বে কোন প্রমাণ নাই ; কারণ কৢপ্ত (প্রসিদ্ধ) দেশান্তরীয় রজতই সেই ভ্রম জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না ; যেহেতু সেই দেশান্তরীয় রজত ইন্দ্রিয়ের সহিত অসন্নিকৃষ্ট বলিয়া প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ সেই দেশান্তরীয় রজতাদিতে প্রত্যাসত্তি (সন্নিকর্ষ) হয় না ; [যেহেতু] জ্ঞানলক্ষণটী প্রত্যাসত্তি হইলে তাহা হইতেই বহ্ন্যাদির প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি নিবন্ধন অনুমিতি প্রভৃতির উচ্ছেদের আপত্তি হইবে।

বিবৃতি

ভ্রমে দেশান্তরীয় রজতের প্রত্যক্ষ হয়। তবে দোষবশে দেশান্তরে ঐ রজতের প্রত্যক্ষ না হইয়া সম্মুখীন দ্রব্যে প্রত্যক্ষ হয়, ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। সেই দেশান্তরীয় সত্য রজতে ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ সম্ভব নহে। জ্ঞান-লক্ষণকে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকার করিলে অনুমিতি স্থলে অনুমেয় বহ্ন্যাদির সহিত ইন্দ্রিয়ের সেই জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ আছে বলিয়' অনুমেয় বহ্ন্যাদির প্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে, অনুমিতির সামগ্রী থাকিলেও অনুমিতি হইবে না ; কারণ সমান বিষয়ে[১] অনুমিতি সামগ্রী অপেক্ষা প্রত্যক্ষ সামগ্রী প্রবল। প্রত্যক্ষ সামগ্রীর এই প্রাবল্যবশতঃ সর্বত্র অনুমিতি স্থলে অনুমেয় বহ্ন্যাদির প্রত্যক্ষ হইলে আর অনুমিতি হইবে না। তাহাতে অনুমানাদি প্রমাণের উচ্ছেদের আপত্তি হইবে। ইহা কিন্তু কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব দেশান্তরীয় রজতে ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ সম্ভব নহে ; অবিদ্যমানের প্রত্যক্ষও হয় না। সুতরাং তৎকালোৎপন্ন প্রাতিভাসিক রজতকেই ভ্রম জ্ঞানের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

১। 'স্থাণুর্বা পুরুষো বা'—এইরূপ সংশয়ের পরে পুরুষ-বিষয়ক 'অয়ং পুরুষত্ব-ব্যাপ্য-করচরণাদিমান্—এই-রূপ বিশেষ দর্শন হইলে "অয়ং পুরুষ" ইত্যাকার প্রত্যক্ষ জন্মে, ইহা বহু-সম্মত। কিন্তু প্রত্যক্ষ সামগ্রী অপেক্ষা অনুমিতির সামগ্রী প্রবল হইলে সংশয়ের অনন্তর অনুমিতি হইবে, প্রত্যক্ষ হইবে না। কারণ পূর্বোক্ত বিশেষ দর্শনটী পরামর্শ-স্বরূপ। উহা অনুমিতিরও সামগ্রী। প্রবল অনুমিতি সামগ্রী হইতে যখন এই জ্ঞান হইয়াছে, তখন ইহা অনুমিতি হইবে। তাহা হইলে সংশয়ের অনন্তর প্রত্যক্ষের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। ইহা কিন্তু সর্বসম্মত নহে। তাই সমান বিষয়ে অনুমিতি সামগ্রী অপেক্ষা প্রত্যক্ষ সামগ্রী প্রবল। তাহা হইলে অনুমিতি স্থলে অনুমেয় বহ্ন্যাদিতে ইন্দ্রিয়ের স্বসংযুক্ত-মনঃসংযুক্ত-আত্মসমবেত জ্ঞানবিষয়ত্বরূপ জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ আছে। উহা প্রত্যক্ষের সামগ্রী বলিয়া প্রবল। সুতরাং তাহা হইতে বহ্নি-বিষয়ক প্রত্যক্ষই উৎপন্ন হইবে, অনুমিতি হইবে না। প্রত্যক্ষের পরক্ষণেও অনুমিতি হইতে পারে না। কারণ অনুমিতির পূর্বে পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞান নাই ; যেহেতু পরামর্শের উৎপত্তিকালে ও পরামর্শের প্রত্যক্ষ কালেই তাহাদের নাশ হইয়াছে। সুতরাং অনুমিতির উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। তাই বেদান্তিগণের মতে জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষের হেতু সন্নিকর্ষ হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে বহু সূক্ষ্ম বিচার আছে। তাহা মৎকৃত বেদান্ত-পরিভাষার টীকায় দ্রষ্টব্য।

নন্বু রজতোৎপাদকানাং রজতাবয়বাদীনামভাবে শুক্তৌ কথং তবাপি রজতমুৎপদ্যতে ইতি চেৎ, উচ্যতে। ন হি লোকসিদ্ধ-সামগ্রী প্রাতিভাসিক-রজতোৎপাদিকা, কিন্তু বিলক্ষণৈব। তথাহি—কাচাদি-দোষ-দূষিত-লোচনস্য

আচ্ছা, রজতের উৎপাদক রজতের অবয়ব প্রভৃতি শুক্তিতে না থাকিলে তোমার মতেও কিরূপে শুক্তিতে রজত উৎপন্ন হইবে—এই যদি বলি। [উত্তর] বলিতেছি। লোক প্রসিদ্ধ রজতের সামগ্রী প্রাতিভাসিক রজতের উৎপাদিকা নহে। কিন্তু বিলক্ষণ (ভিন্ন) সামগ্রীই প্রাতিভাসিক রজতের উৎপাদিকা। তাহা এইরূপ—কাচাদি ইন্দ্রিয়দোষে

বিবৃতি

তৎকালোৎপন্ন প্রাতিভাসিক রজতই ভ্রমজ্ঞানের বিষয়, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রতিভাসকালে শুক্তিতে রজঁতের উৎপাদক সামগ্রী না থাকায় রজতের উৎপত্তি কিরূপে হইবে? এই আশঙ্কা খণ্ডন করিবার জন্য প্রাতিভাসিকের সামগ্রীভেদ দেখাইতে বলিলেন—**নন্বু রজতোৎপাদকানাং**। রজতের উৎপাদক সামগ্রী হইতে রজতের উৎপত্তি হয়, ইহা সর্ববাদী সিদ্ধান্ত। শুক্তিরজত যদি সত্যই রজত হয়, তবে তাহাও রজতের সামগ্রী হইতে উৎপন্ন হইবে। কিন্তু শুক্তিতে যখন রজতের উৎপাদক রজতের অবয়ব প্রভৃতি নাই, তখন শুক্তিতে তোমার মতেই বা রজতের উৎপত্তি কিরূপে হইবে? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, লোকসিদ্ধ ব্যাবহারিক রজত হইতে প্রাতিভাসিক রজত ভিন্ন। সুতরাং লোকসিদ্ধ রজতের সামগ্রী প্রাতিভাসিক রজতের উৎপাদিকা নহে। কিন্তু অন্য সামগ্রীই তাহার উৎপাদিকা; কারণ এক বা এক-জাতীয় সামগ্রী হইতে বিভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না।

শুক্তিরজত যদি ব্যাবহারিক সত্য রজত হইতে ভিন্নই হয়, তবে তাহার ব্যাবহারিক রজতের ন্যায় জ্ঞান হয় কেন? ঘটভিন্ন পটের কি ঘটরূপে জ্ঞান বা ব্যবহার হয়? এই আশঙ্কা খণ্ডন করিবার জন্য প্রথমে প্রাতিভাসিকের অসাধারণ কারণ নির্দেশ করিতে বলিলেন—**তথা হি**। প্রাতিভাসিক রজতাদি কার্য্যের অসাধারণ কারণ হইতেছে—(১) কাচাদি দোষ[১]। (২) ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা অধিষ্ঠানের সামান্য জ্ঞান (৩) উদ্‌বুদ্ধ সংস্কার (৪) উপাদান অবিদ্যা (৫) অধিষ্ঠান ও অধ্যস্তের ভেদাগ্রহ। **কাচাদিদোষদূষিতলোচনস্য** এই গ্রন্থের দ্বারা দোষ, **পুরোবর্ত্তিদ্রব্যসংযোগাৎ** এই গ্রন্থের দ্বারা অধিষ্ঠানের সামান্য জ্ঞানের হেতু ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ, **চাক্‌চিক্যাকারা** এই গ্রন্থের দ্বারা সংস্কারোদ্বোধের হেতু সাদৃশ্য, **তস্যাঞ্চ** বৃত্তৌ—ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা অধিষ্ঠানের সামান্য অংশের

১। দোষ তিনপ্রকার—(১) বিষয়গত দূরত্ব, নিকটত্ব প্রভৃতি (২) প্রমাতৃগত দোষ—রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি। (৩) ইন্দ্রিয়গত দোষ—কাচ, কামল প্রভৃতি রোগ এবং মণ্ডুক বসাঞ্জন প্রভৃতি। কাচ এক প্রকার চক্ষুরোগ। এই রোগ উৎপন্ন হইলে আকাশস্থ সূর্য্য, চন্দ্রাদি গ্রহ, তৈজস অগ্নি ও বিদ্যুৎ ও উজ্জ্বল সুবর্ণাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু অন্যান্য পদার্থ ও বিশেষ ধর্মের প্রত্যক্ষ হয় না। সুশ্রুত সংহিতায় ইহা দ্রষ্টব্য।

পুরোবর্ত্তি-দ্রব্য-সংযোগাদিদমাকারা চাক্‌চিক্যাকারা চ কাচিদন্তঃকরণবৃত্তি-রুদেতি। তস্যাঞ্চ বৃত্তাবিদমংশাবচ্ছিন্নং চৈতন্যং প্রতিবিম্বতে। তত্র পূর্বোক্ত-রীত্যা বৃত্তের্বহির্নির্গমনেনেদমংশাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যং বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যং প্রমাতৃ-চৈতন্যঞ্চাভিন্নং ভবতি। ততশ্চ প্রমাতৃ-চৈতন্যাভিন্ন-বিষয়চৈতন্য-নিষ্ঠা শুক্তিত্ব-প্রকারিকাঽবিদ্যা চাকচিক্যাদি-সাদৃশ্য-সন্দর্শন-সমুদ্বোধিত-রজত-

---

দূষিত-লোচন পুরুষের সম্মুখীন শুক্তি দ্রব্যের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হেতু ইদমাকার ও চাক্‌চিক্যাকার (রজতের সাদৃশ্যাকার) কোন একটী অন্তঃকরণ-বৃত্তি জন্মে। সেই [বহির্গত বিষয় সম্বন্ধ] বৃত্তিতে ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের (বিষয় চৈতন্যের) প্রতিবিম্ব অর্থাৎ সেই বৃত্তি দ্বারা ইদং বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়। সেস্থলে পূর্বোক্ত রীতিতে বৃত্তির বহির্নির্গমনের দ্বারা ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, ইদমাকার বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও প্রমাতৃ-চৈতন্য অভিন্ন হয়। তাহার পর প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত অভিন্ন ইদমংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্য-গত শুক্তিত্ব-প্রকারক [শুক্তি] বিষয়ক অবিদ্যা চাক্‌চিক্যাদি সাদৃশ্যজ্ঞান দ্বারা

বিবৃতি

জ্ঞান এবং **ততশ্চ** ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা উপাদান ও সংস্কার প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দোষ—অধিষ্ঠানের বিশেষাংশ শুক্তি ও শুক্তিত্বাদির জ্ঞানে এবং অধিষ্ঠান ও অধ্যস্যমানের ভেদ-জ্ঞানে প্রতিবন্ধক। ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ—অধিষ্ঠানের সামান্যাংশ-মাত্রের জ্ঞান-জনক। অধিষ্ঠানের সামান্য ধর্মের জ্ঞান—ইদমে রজত-তাদাত্ম্যের উৎপত্তি জনক। সাদৃশ্য—হেতুভূত সংস্কারের উদ্বোধক। উদ্‌বুদ্ধ সংস্কার—ত্রিগুণাত্মক অবিদ্যার প্রাতিভাসিক বস্তুর উৎপত্তি অনুকূল গুণের বিক্ষোভক (বৈষম্য-কারক)।

পূর্বোক্ত পাঁচটি অসাধারণ কারণ হইতে রজত ও রজত-জ্ঞানাদি প্রাতিভাসিকের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়, তাহা প্রকাশ করিতে বলিলেন—**কাচাদিদোষদূষিত-লোচনস্য**। কাচাদি-দোষে দূষিত-লোচন কোন পুরুষের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সম্মুখীন দ্রব্যের সংযোগ হইলে সেই দ্রব্যের সামান্যাংশ বিষয়ক ইদমাকার, ইদত্ব ধর্মাকার ও চাক্‌চিক্যাকার একটি অন্তঃকরণ বৃত্তি জন্মে। ঐ সম্মুখীন দ্রব্যের বিশেষাংশ শুক্তি ও বিশেষ ধর্ম শুক্তিত্বাদির সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ থাকিলেও দোষরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ বিশেষাংশ শুক্তি ও বিশেষ ধর্ম শুক্তিত্বাদি বিষয়ক তৎতৎ আকার অন্তঃকরণ বৃত্তি জন্মে না। পরে পূর্বোক্ত প্রকারে সেই ইদমাকার, ইদত্বাকার ও চাক্‌চিক্যাকার বৃত্তি ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া বহির্গত হইয়া সম্মুখীন ইদং বস্তুতে সংযুক্ত হইলে ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্য, ইদত্বাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও চাক্‌চিক্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভিব্যক্তি বা আবরণ নাশ হয় এবং ঐ তিনটি চৈতন্যের উপাধি একদেশস্থ হওয়ায় ইদমবচ্ছিন্ন ও চাক্‌চিক্যাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিত প্রমাতৃচৈতন্য ও প্রমাণচৈতন্যের অভেদ হয়। তখন ইদত্ব ও চাক্‌চিক্য-

সংস্কার-সধ্রীচীনা কাচাদি-দোষ-সমবহিতা রজতরূপার্থাকারেণ রজত-জ্ঞানাভাসাকারেণ চ পরিণমতে। পরিণামো নামোপাদান-সমসত্তাক-কার্য্যাপত্তিঃ।

উদ্বুদ্ধ রজত সংস্কার সহকারে কাচাদি দোষের সহিত মিলিত হইয়া রজতরূপ বিষয়াকারে ও রজত-জ্ঞানাভাসাকারে পরিণত হয়।

পরিণাম হইতেছে উপাদান-সমসত্তাক আপদ্যমান (উৎপদ্যমান) কার্য্য। বিবর্ত্ত

বিবৃতি

বিশিষ্ট ইদংদ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়। এই চাকচিক্য-রূপ রজত সাদৃশ্যের প্রত্যক্ষ হইলে পূর্বোৎপন্ন রজত-সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য বিষয়ক ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্যাশ্রিত অবিদ্যার গুণগুলিকে বিক্ষুব্ধ করে। তখন সেই ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্যাশ্রিত শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য-বিষয়ক অবিদ্যা চাকচিক্যাদি সাদৃশ্য জ্ঞানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ রজতসংস্কার ও কাচাদি দোষের সহযোগিতায় রজতাকারে ও রজত-জ্ঞানাভাসাকারে পরিণত হয়।

টিপ্পনী

যে জ্ঞান অজ্ঞানকে নিবৃত্তি করে, তাহাই মুখ্য জ্ঞান। যে জ্ঞান অজ্ঞানকে নিবৃত্তি করে না, কিন্তু জ্ঞানের ন্যায় ইচ্ছা প্রভৃতিকে উৎপন্ন করে, তাহা মুখ্য জ্ঞান না হইলেও গৌণ জ্ঞান। প্রাতিভাসিকের জ্ঞানই গৌণ জ্ঞান। ঐ গৌণ জ্ঞানই জ্ঞানাভাস।

পরিভাষাকার রজত ও রজতজ্ঞান-উভয়কেই ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্যাশ্রিত অবিদ্যার কার্য্য বলিয়াছেন। তন্মধ্যে রজত তাদৃশ অজ্ঞানের কার্য্য হইলেও রজতজ্ঞান তাদৃশ অজ্ঞানের কার্য্য নহে। তাহা যদি হইত, তবে রজতের ন্যায় রজত জ্ঞানটী ইদমের সহিত অভেদে ভাসমান হইত; কারণ অধ্যস্ত বস্তুমাত্রই অজ্ঞানের আধারতার অবচ্ছেদকের সহিত অভেদে ভাসমান হয়, এইরূপ নিয়ম আছে। কিন্তু জ্ঞান কখনও বিষয়ের সহিত অভেদে ভাসমান হয় না। সুতরাং উহা ইদমবচ্ছেদে চৈতন্যাশ্রিত অবিদ্যার কার্য্য নহে; উহা ইদংবৃত্ত্যবচ্ছেদে চৈতন্যাশ্রিত অবিদ্যার কার্য্য। ইদং বৃত্তিতে জ্ঞানত্বের অধ্যাসহেতু ইহা জ্ঞানতুল্য বলিয়া তদভিন্ন রজতজ্ঞানাভাস জ্ঞানতুল্য। ঋজুবিবরণ ও বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহে[১] ইহা উক্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা সেই সেই স্থলে দ্রষ্টব্য।

সম্মুখীন শুক্তি দ্রব্যে 'ইদং রজতং' এইরূপ রজত প্রকারক ইদং-বিশেষ্যক প্রত্যক্ষ যেরূপ হয়, তদ্রূপ "রজতমিদং" এইরূপ ইদংপ্রকারক রজত-বিশেষ্যক প্রত্যক্ষও হয়। ইহা অনুভব সিদ্ধ। এই দুই প্রকার প্রত্যক্ষে যে যে পদার্থ ভাসমান হয়, তন্মধ্যে যেগুলি অবিদ্যমান ও অসন্নিহিত; সে সমস্তই প্রতিভাসকালে অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হয়। নচেৎ

১। রূপ্যজ্ঞানসংস্কারবশাদ্ বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যস্থাবিদ্যা তু রূপ্যজ্ঞানাভাসাকারেণ পরিণমতে ক,ঋ, ১৯৮পৃঃ বৃত্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যস্থাবিদ্যা তু রূপ্যগ্রাহিবৃত্তিসংস্কারসহকৃতা বৃত্তিরূপেণ বিবর্ত্ততে। অ, বিবরণ প্র. ৪২পৃঃ

২। ইদমাদ্যবচ্ছেদেন রজতাদিকং তৎতাদাত্ম্যং রজতত্বাদেঃ সংসর্গশ্চ রজতাদ্যবচ্ছেদেনেদমাদেস্তাদাত্ম্যমিদন্ত্বাদেঃ সংসর্গশ্চেতি জায়তে। ভ্রমস্থলে ভ্রমকালে বাধ্যস্যোৎপত্তিস্বীকারাদিতি। নি, লঘু ৩৯ পৃঃ

বিবর্ত্তো নামোপাদান-বিষম-সত্তাক-কার্য্যাপত্তিঃ। প্রাতিভাসিক-রজতং চাবিদ্যাপেক্ষয়া পরিণামঃ, চৈতন্যাপেক্ষয়া বিবর্ত্ত ইতি চোচ্যতে। অবিদ্যা-পরি-

হইতেছে উপাদান-বিষম-সত্তাক আপদ্যমান (উৎপদ্যমান) কার্য্য। প্রতিভাসিক রজত অবিদ্যার অপেক্ষায় পরিণাম, চৈতন্যের অপেক্ষায় বির্বত্ত বলিয়া কথিত হয়। অবিদ্যার

বিবৃতি

প্রাতিভাসিক বস্তু যদি অবিদ্যার পরিণাম হয়, তবে উহা ব্রহ্মের বিবর্ত্ত হইবে না। যেহেতু পরিণাম ও বিবর্ত্তের ভেদ নাই। এই আশঙ্কা খণ্ডন পূর্বক প্রাতিভাসিকের ব্রহ্ম-বিবর্ত্ততা সমর্থন করিতে প্রথমে পরিণাম ও বিবর্ত্তের লক্ষণ নির্দেশ করিতে বলিলেন —**পরিণামো নাম**। উপাদান-সমা সত্তা যস্য কার্য্যস্য—এইরূপ বিগ্রহে নিষ্পন্ন উপাদান-সম-সত্তাক শব্দের অর্থ—যে কার্য্যে উপাদান সত্তার তুল্য সত্তা আছে, সেই কার্য্যই উপাদান সম-সত্তাক কার্য্য। বেদান্তিমতে এই সত্তা তিন প্রকার —(১) পারমার্থিক সত্তা (২) ব্যাবহারিক সত্তা (৩) প্রাতিভাসিক সত্তা। যাহার তিনকালে নিষেধ হয় না, যে ত্রৈকালিক নিষেধের (অত্যন্তাভাবের) প্রতিযোগী নহে, তাহাই পারমার্থিক। যেমন ব্রহ্ম। তাহাতে যে সত্তা থাকে, তাহাই পারমার্থিক সত্তা। উহা ত্রৈকালিক নিষেধের অপ্রতিযোগিত্ব স্বরূপ অর্থাৎ ত্রৈকালিক নিষেধের অপ্রতিযোগিত্বই পারমার্থিক সত্ত্ব। যাহা ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় না, কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়, তাহাই ব্যাবহারিক। যেমন আকাশাদি ও ঘটাদি। তাহাদিগেতে যে সত্তা থাকে, তাহাই ব্যাবহারিক সত্তা। উহা ব্রহ্মজ্ঞানেতর-জ্ঞানাবাধ্যত্ব স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানেতর জ্ঞানাবাধ্যত্বই ব্যাবহারিক সত্ত্ব। যাহা ব্রহ্মজ্ঞানেতর জ্ঞান বাধ্য, তাহাই প্রাতিভাসিক। যেমন শুক্তিরজত। উহা ব্রহ্মজ্ঞানেতর শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়। উহাতে যে সত্তা আছে, তাহাই প্রাতিভাসিক সত্তা। উহা ব্রহ্মজ্ঞানেতর জ্ঞানবাধ্যত্ব স্বরূপ। এই ত্রিবিধ

টিপ্পনী

তাহাদের প্রত্যক্ষ হইত না। শুক্তিরজতের প্রত্যক্ষ কালে রজত, রজতত্ব, ইদমে রজতত্বের সম্বন্ধ, রজতের তাদাত্ম্য ; রজতে ইদমের তাদাত্ম্য, ইদন্তের সংসর্গ, ব্যাবহারিক রজতত্ব ও তৎতৎবিষয়ক জ্ঞানাভাস অবিদ্যমান অসন্নিকৃষ্ট হইয়াও ভাসমান হয়। অতএব এই সকলেরও অবিদ্যা হইতে উৎপত্তি অবশ্য স্বীকার্য্য। লঘুচন্দ্রিকায় বাধ্যমাত্রেরই ভ্রমকালে উৎপত্তি[২] সমর্থিত হইয়াছে। সংক্ষেপ-শরীরক-কার অনধ্যস্ত কোন বস্তুরই[৩] ভ্রমে ভান স্বীকার করেন নাই। আচার্য্য মধুসূদনেরও এই মত[৪] বুঝা যায়। এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা সেই সেই স্থলে দ্রষ্টব্য।

৩। "অধ্যস্তমেব হি পরিস্ফুরতি ভ্রমেষু নান্যৎ কথঞ্চন পরিস্ফুরতি ভ্রমেষু।" চৌ. সং, শা ১।৩৬

৪। "যদা পুনরিদং রজতমিত্যেকৈবাবিদ্যাবৃত্তিরিদমংশমপি কল্পিতং রজগতমেব গৃহ্ণাতি ন শুক্তিগতমিতি" নি, অ,রত্ন, ৩৩ পৃঃ

বিবৃতি

সত্তার মধ্যে উপাদান ও উপাদেয়ের সত্তা এক হইলে উপাদেয় কার্য্যটি পরিণাম নামে ব্যবহৃত হয়। পরিণামের লক্ষণ—স্বোপাদানসত্তা-সমসত্তাকত্বে সতি কার্য্যত্বং পরিণামত্বম্। এস্থলে স্বশব্দের অর্থ—কার্য্য ও উপাদান শব্দের অর্থ—অবিদ্যা। কেবল কার্য্যত্বমাত্র লক্ষণ হইলে বিবর্ত্ত কার্য্যে অতিব্যাপ্তি হইত। এই জন্য কার্য্যত্বে 'সত্যন্ত' বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। বিবর্ত্তে কার্য্যত্ব থাকিলেও 'স্বোপাদান-সত্তা সম-সত্তাকত্ব' নাই বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয় না। বস্তুতঃ উপাদান সত্তা-সম-সত্তাকত্ব-মাত্রই পরিণামের লক্ষণ। বহু-ব্রীহি সমাস-লভ্য অন্য পদার্থের প্রদর্শনের জন্য কার্য্যত্ব প্রযুক্ত হইয়াছে; ইহা লক্ষণের ঘটক নহে। যখন উপাদানের সত্তা অপেক্ষা উপাদেয়ের সত্তা বিষম হইবে, তখন সেই উপাদেয় কার্য্যকে বিবর্ত্ত বলে। বিবর্ত্তের লক্ষণ—স্বোপাদান-সত্তা-বিষম-সত্তাকত্বে সতি কার্য্যত্বং বিবর্ত্তত্বম্। এস্থলে স্বশব্দের অর্থ—কার্য্য ও উপাদান শব্দের অর্থ—চেতন।

যে বস্তু যাহার সহিত অন্বিত হইয়া অভেদে ভাসমান হয়, সে বস্তুর তাহাই উপাদান। ঘট মৃত্তিকার সহিত অন্বিত হইয়া মৃত্তিকার সহিত অভেদে প্রতীত হয় বলিয়া মৃত্তিকা যেরূপ ঘটের উপাদান কারণ। তদ্রূপ এই জগৎ প্রপঞ্চ অবিদ্যার জড় রূপের সহিত এবং চেতন ব্রহ্মের সদ্ রূপের সহিত অন্বিত হইয়া অভেদে ভাসমান হয় বলিয়া জড় অবিদ্যা ও সদ্ ব্রহ্ম উভয়ই জগৎ প্রপঞ্চের উপাদান কারণ। কার্য্য-তাদাত্ম্য-সমানাধিকরণ কার্য্যজনকত্বই উপাদানত্ব। অবিদ্যা ও চেতন—এই উভয়ের ধর্ম জগৎ প্রপঞ্চে অনুবর্ত্তমান বলিয়া এবং কার্য্য-তাদাত্ম্য ও কার্য্যজনকত্ব ঐ উভয়ে আছে বলিয়া উভয়ই এই জগতের উপাদান কারণ। প্রাতিভাসিক রজত স্বোপাদান অবিদ্যার অপেক্ষায় পরিণাম, চেতন ব্রহ্ম অপেক্ষায় বিবর্ত্ত। অবিদ্যা প্রাতিভাসিকের প্রতি পরিণামী উপাদান কারণ। চেতন ব্রহ্ম বিবর্ত্তোপাদান কারণ।

পরস্পর বিরুদ্ধ অবিদ্যা ও চেতন একরূপে উপাদান হইলে কার্য্যটী বিরুদ্ধাকার (চিদ্ জড়াকার) হইত। এই জন্য উহারা একরূপে উপাদান নহে। অবিদ্যা যখন উপাদান হয়, তখন তন্নিষ্ঠ উপাদান-কারণতার অবচ্ছেদক হয় পরিণামিত্ব; কারণ অবিদ্যার পরিণাম হইলে কার্য্য হয়, না হইলে কার্য্য হয় না। অবিদ্যার এই পরিণাম আছে বলিয়াই অবিদ্যা পরিণামী। পরিণামী হইয়া কারণ হওয়ায় সে পরিণামী উপাদান কারণ। সুতরাং অবিদ্যা পরিণামিত্ব-রূপেই উপাদান কারণ। নিরবয়ব চেতনের অন্যথাভাব নাই। তাই চেতন পরিণামিত্ব-রূপে উপাদান নহে। কিন্তু চেতন অজ্ঞানের বিষয় না হইলে অর্থাৎ অজ্ঞানের বিষয় হইয়া আবৃত না হইলে কার্য্য জন্মে না, আবৃত হইলে কার্য্য জন্মে। সুতরাং চেতন অজ্ঞানের বিষয় হইয়াই উপাদান কারণ হয়। তাই চেতন-নিষ্ঠ উপাদান কারণতার অবচ্ছেদক অজ্ঞান-বিষয়ত্ব বা অধি-

ণাম-রূপঞ্চ তদ্ রজতমবিদ্যাধিষ্ঠান ইদমবচ্ছিন্ন-চৈতন্যে বর্ত্ততে, অস্মন্মতে *সর্বস্যাপি কার্য্যস্য স্বোপাদানাবিদ্যাধিষ্ঠানাশ্রিতত্ব-নিয়মাৎ।*

পরিণাম-রূপ সেই রজত অবিদ্যার অধিষ্ঠান (আধার) ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্যে থাকে। যেহেতু আমাদের মতে সমস্ত কার্য্যেরই নিজ উপাদান অবিদ্যার অধিষ্ঠান (আধার) চৈতন্যে আশ্রিতত্ব নিয়ম আছে অর্থাৎ সমস্ত কার্য্যই নিজ নিজ উপাদানের অধিষ্ঠানে আশ্রিত।

বিবৃতি

ষ্ঠানত্ব। অতএব চেতন অধিষ্ঠানত্বরূপে উপাদান-কারণ। অবিদ্যা ও চেতনের ধর্ম সত্তাদি কার্য্যে অন্বিত হইলেও উহারা বিরুদ্ধ নহে বলিয়া কার্য্য বিরুদ্ধাকার হয় না।

শুক্তিচৈতন্য-বিষয়ক অজ্ঞান প্রাতিভাসিক রজত প্রভৃতির উপাদান। ঐ উপাদান অজ্ঞান ও প্রাতিভাসিক রজত—উভয়ই ব্রহ্ম-জ্ঞানেতর শুক্তি-জ্ঞানের বাধ্য। উভয়েই ব্রহ্ম-জ্ঞানেতর-জ্ঞান-বাধ্যত্ব-রূপ প্রাতিভাসিক সত্ত্ব থাকায় উভয়ই সমানসত্তাক। তাই শুক্তি-রজতটী অবিদ্যার অপেক্ষায় পরিণাম। কিন্তু শুক্তিরজতের অন্যতর উপাদান শুক্তি-চৈতন্যের ব্যাবহারিক পারমার্থিক সত্তা এবং শুক্তিরজতের প্রাতিভাসিকসত্তা। সুতরাং শুক্তিচৈতন্য অপেক্ষায় উহা বিষম-সত্তাক। অতএব শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য অপেক্ষায় শুক্তি-রজতটী বিবর্ত্ত। তাই বেদান্তসিদ্ধান্তে চেতন বিবর্ত্তোপাদান, মায়া পরিণামী উপাদান।

কার্য্য উপাদান কারণে আশ্রিত হয়, ইহাই নিয়ম। অবিদ্যা ও চেতন যদি প্রাতি-ভাসিক কার্য্যের উপাদান হইত, তবে প্রাতিভাসিক বস্তুটি অজ্ঞান ও চৈতন্যে আশ্রিত হইত এবং প্রাতিভাসিকে অজ্ঞানের তাদাত্ম্য ও চেতনের তাদাত্ম্য প্রতীত হইত। তাহা কিন্তু হয় না। অতএব অজ্ঞান ও চৈতন্য কিরূপে প্রাতিভাসিকের উপাদান হইবে? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিলেন—**অবিদ্যাপরিণামরূপঞ্চ**। অবিদ্যার পরিণাম-রূপ শুক্তি-রজতটি অবিদ্যার আধার[১] ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্যে থাকে; কারণ বেদান্তিমতে সমস্ত কার্য্যই নিজ উপাদান অবিদ্যার আধারে আশ্রিত হয়, এইরূপ নিয়ম আছে। যদিও অবিদ্যা-পরি-ণামের অবিদ্যা ও চৈতন্য—উভয়ই উপাদান। তথাপি চৈতন্যই তাহার আশ্রয়, অজ্ঞান আশ্রয় নহে। কারণ অজ্ঞান দোষরূপে নিজ আশ্রয়েই কার্য্য উৎপন্ন করে, ইহাই নিয়ম।

১। ভ্রমোপাদানাজ্ঞান-বিষয়ত্বম্ অর্থাৎ ভ্রমের উপাদান অজ্ঞানের বিষয়ই:অর্থাৎ বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যই ভ্রমের অধিষ্ঠান। উহার দুইটী অংশ—সামান্যাংশ ও বিশেষাংশ। যাহা অনুবর্ত্তমান, তাহাই সামান্যাংশ; যাহা ব্যাবৃত্ত, তাহাই বিশেষাংশ। অয়ং ঘটঃ, অয়ং পটঃ (এইটী ঘট, এইটী পট) এইরূপে প্রতি বস্তু ইদমের সহিত অভিন্ন হইয়া প্রতীত হয়, প্রতি বস্তুতে ইদন্ত্বের অনুবৃত্তি আছে। তাই ইদংটী সামান্য অংশ,ইদন্ত্বটা তাহার সামান্য ধর্ম। শুক্তি প্রতি বস্তুতে অনুবৃত্ত নহে ও প্রতি বস্তুতে শুক্তিত্বের অনুবৃত্তি নাই, তাই শুক্তিটী বিশেষ অংশ, শুক্তিত্বটী তাহার বিশেষ ধর্ম। এই বিশেষ অংশাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যই ভ্রমোপাদান অজ্ঞানের বিষয় বলিয়া অধিষ্ঠান। ঐ চৈতন্যের অবচ্ছেদক শুক্ত্যাদি বিষয়ই অধিষ্ঠানতার অবচ্ছেদক। সামান্য অংশাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া আধার। ঐ আধার-চৈতন্যের অবচ্ছেদক সামান্যটী আধারতার অবচ্ছেদক। আধার ও অধিষ্ঠানের এইরূপ ভেদ থাকিলেও শাস্ত্রে বহু স্থলে আধার অর্থে অধিষ্ঠান শব্দের বহু প্রয়োগ দেখা যায়।

নমু চৈতন্য-নিষ্ঠ-রজতস্য কথমিদং রজতমিতি পুরোবর্ত্তি-দ্রব্যতাদাত্ম্যম্ ? উচ্যতে। যথা ন্যায়মতে আত্মনিষ্ঠস্য সুখাদেঃ শরীরনিষ্ঠত্বেনোপলম্ভঃ, শরীরস্য সুখাদ্যধিকরণতাবচ্ছেদকত্বাৎ। তথা চৈতন্যমাত্রস্য রজতং প্রত্যনধিষ্ঠানত্বয়ে-

আচ্ছা, চৈতন্য-নিষ্ঠ রজতের 'ইদং রজতং (এইটি রজত) এইরূপে সম্মুখীন দ্রব্যের সহিত তাদাত্ম্য কিরূপে হয় ? [উত্তর] বলিতেছি। যেমন ন্যায়-মতে আত্মনিষ্ঠ সুখাদির শরীর-নিষ্ঠত্ব-রূপে উপলব্ধি হয়, যেহেতু শরীর সুখাদির অধিকরণতার অবচ্ছেদক।

বিবৃতি

/ বস্তুতঃ অজ্ঞানও প্রাতিভাসিক কার্য্যের আশ্রয়। অজ্ঞান যদি প্রাতিভাসিকের আশ্রয় না হইত। তবে উপাদান অজ্ঞানের নাশে কার্য্যের নাশ হইত না। যাহারা উপাদানে আশ্রিত, তাহাদেরই উপাদানের নাশে নাশ হয়, অন্যের হয় না, ইহাই নিয়ম। আরও কথা, অজ্ঞান যদি অজ্ঞান-কার্য্যের আশ্রয় না হইত, তবে অজ্ঞান-কার্য্যে অজ্ঞানের জড় রূপের অনুবৃত্তি ও প্রাতিভাস হইত না। অথচ অজ্ঞানের কার্য্যে অজ্ঞানের জড় রূপের অনুবৃত্তি ও প্রতিভাস আছে। সুতরাং অজ্ঞানকেও আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। উপাদেয়ে উপাদানের সমস্ত রূপের অনুবৃত্তির নিয়ম না থাকায় অজ্ঞান-কার্য্যে অজ্ঞান-তাদাত্ম্যের অনুবৃত্তি হয় না; কিন্তু জড়-তাদাত্ম্যের অনুবৃত্তি হয়।

যে বস্তু যাহাতে অভেদে উৎপন্ন হয়, সে বস্তু তাহাতে আশ্রিত হয় ও তাহার সহিত অভিন্ন হইয়া প্রতীয়মান হয়, ইহাই নিয়ম। যেমন—মৃদ্-ঘট ও মৃত্তিকায় ঘট। প্রাতি-সিক বস্তু যদি চৈতন্যে আশ্রিত হইয়া অভেদে উৎপন্ন হয়, তবে চৈতন্যের সহিত অভেদে "চৈতন্যং রজতং" বা "চৈতন্যে রজতং" এইরূপে প্রতীয়মান হউক, ইদমের সহিত অভেদে 'ইদং রজতম্' এইরূপে প্রতীয়মান হয় কেন ? এই আশঙ্কা খণ্ডন করিতে বলিলেন—**যথা ন্যায়মতে**। ন্যায়মতে বিভু আত্মা শরীরের মধ্যে ও শরীরের বাহিরে সর্বত্র থাকিলেও শরীরাবচ্ছেদেই (শরীরাংশেই) আত্মা সুখদুঃখাদির সমবায়িকারণ হইয়া অধিকরণ হয়, অন্যাবচ্ছেদে (অন্যত্র) আত্মা সুখ-দুঃখাদির সমবায়িকারণও হয় না, অধিকরণও হয় না। শরীরাবচ্ছেদে আত্মা সুখ-দুঃখাদির অধিকরণ হয় বলিয়া শরীরা-বচ্ছেদেই আত্মাতে সুখ-দুখাদির অধিকরণতা থাকে, অন্যাবচ্ছেদে থাকে না। এই জন্য শরীরই ঐ অধিকরণতার অবচ্ছেদক হয়, অন্য কেহ অবচ্ছেদক হয় না। শরীর এই সুখাধিকরণতার অবচ্ছেদক বলিয়া আত্মনিষ্ঠ সুখাদি যেরূপ "শরীরে মে সুখং" এইরূপে শরীরনিষ্ঠরূপে বোধ হয়। তদ্রূপ চৈতন্যমাত্র রজতের অধিষ্ঠান (আশ্রয়) না হওয়ায়,[১] ইদম্

১। যদি শুদ্ধ চৈতন্য রজতের অধিষ্ঠান হইত, তবে সংসারকালে অজ্ঞান ও রজতের বাধ হইত না। অধিষ্ঠান সাক্ষাৎকারই অজ্ঞানের নাশ দ্বারা অধ্যস্তের নাশক হইয়া থাকে। সংসারকালে অধিষ্ঠান শুদ্ধ-চৈতন্যের সাক্ষাৎকার সম্ভবই নহে। আরও কথা, রজতে ইদং-তাদাত্ম্যেরও বোধ হইত না; কারণ শুদ্ধ চৈতন্যের অধিষ্ঠানত্ব পক্ষে ইদং অধিষ্ঠান নহে, অধিষ্ঠানতার অবচ্ছেদকও নহে। এই হেতু নিরবচ্ছিন্ন শুদ্ধচৈতন্য রজতের অধিষ্ঠান হয় না।

দমবচ্ছিন্ন-চৈতন্যস্য তদধিষ্ঠানত্বেনেদমোঽবচ্ছেদকতয়া রজতস্য পুরোবর্ত্তি-সংসর্গ-প্রত্যয়-উপপদ্যতে। তস্য চ বিষয়-চৈতন্যস্য তদন্তঃকরণ-চৈতন্যাভিন্নতয়া বিষয়-চৈতন্যাধ্যস্তমপি রজতং সাক্ষিণ্যধ্যস্তং কেবল-সাক্ষিবেদ্যং সুখাদিবদ-নন্যবেদ্যমিতি চোচ্যতে। ননু সাক্ষিণ্যধ্যস্তত্বেঽহং রজতমিত্যহং রজত-

সেইরূপ চৈতন্যমাত্র রজতের প্রতি অধিষ্ঠান (আধার) নহে বলিয়া ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্য রজতের অধিষ্ঠান বলিয়া ইদং দ্রব্য [রজতের আধারতার] অবচ্ছেদক হয়। এই হেতু পুরোবর্ত্তী ইদং দ্রব্যের সহিত রজতের তাদাত্ম্য প্রত্যয় উপপন্ন হয়। সেই [সম্মুখীন ইদংরূপ] বিষয় চৈতন্যের সহিত সেই অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন প্রমাতৃ-চৈতন্যের অভেদ হেতু রজত বিষয়-চৈতন্যে অধ্যস্ত হইলেও সাক্ষীতেও অধ্যস্ত—কেবল সাক্ষিবেদ্য ও সুখাদির ন্যায় অনন্যবেদ্য বলিয়া কথিত হয়।

আচ্ছা, সাক্ষিচৈতন্যে শুক্তিরজত অধ্যস্ত হইলে "অহং সুখী" এই প্রত্যয়ের ন্যায়

বিবৃতি

অবচ্ছেদে চৈতন্যটি রজতের অধিষ্ঠান হওয়ায় ইদম্‌টি রজতের অধিকরণ চৈতন্যের অবচ্ছেদক হয়। এইজন্য রজতে 'ইদং রজতং' এইরূপে ইদমের তাদাত্ম্য সংসর্গের বোধ হয়।

প্রকৃত পক্ষে ইদং দ্রব্যটি রজতোপাদান অধিষ্ঠান চৈতন্যের অবচ্ছেদক হইয়াছে বলিয়া যে রজতে ইদং-তাদাত্ম্যের বোধ হয়, তাহা নহে। তাহা হইলে সুখাদিতে যেরূপ অবচ্ছেদক শরীরের ভেদ প্রত্যয় হয়, রজতেও সেইরূপ অবচ্ছেদক ইদং দ্রব্যের ভেদ বোধ হইত। পরন্তু ইদংতাদাত্ম্যাপন্ন চৈতন্যে রজতের এবং রজতে ইদংতাদাত্ম্যাপন্ন চৈতন্যের পরস্পর তাদাত্ম্যাধ্যাস হওয়ায় রজতে ইদংতাদাত্ম্য ও সৎতাদাত্ম্যের বোধ হইয়া থাকে।

রজতটি ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অধ্যস্ত হইলেও সাক্ষিচৈতন্যে অধ্যস্ত না হওয়ায় রজতের সহিত সাক্ষিচৈতন্যের সম্বন্ধ হয় না। প্রকাশক সাক্ষিচৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ না হইলে রজতের প্রত্যক্ষ কিরূপে হইবে? এই আশঙ্কা খণ্ডন পূর্বক রজতের প্রত্যক্ষ উপপাদন করিতে বলিলেন—**তস্য চ বিষয়চৈতন্যস্য**। যে পুরুষের শুক্তি-বিষয়ক অবিদ্যা দ্বারা ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্যে রজত অধ্যস্ত হয়। সেই পুরুষের ইদমাকার বৃত্তিটি বহির্গত হইয়া বিষয়ের সহিত সংসৃষ্ট হইলে চৈতন্য সমূহের উপাধিগুলি একদেশস্থ হওয়ায় ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্যটী অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিত অভিন্ন হয়। ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্যটি অন্তঃ-করণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিত অভিন্ন হইলে অন্তঃকরণোপহিত সাক্ষিচৈতন্যের সহিতও অভিন্ন হয়; যেহেতু অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও অন্তঃকরণোপহিত চৈতন্য অভিন্ন। ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও সাক্ষী-চৈতন্য পরস্পর অভিন্ন হইলে ইদমবচ্ছিন্ন-চৈতন্যে অধ্যস্ত ও সম্বদ্ধ রজত সাক্ষিচৈতন্যেও অধ্যস্ত ও সম্বদ্ধ বলিতে হইবে। রজত এইরূপে সাক্ষি-চৈতন্যের সহিত সম্বদ্ধ হইলে সাক্ষী সুখাদির ন্যায় অন্তঃকরণ বৃত্তি বিনাই রজতকে

বানিতি বা প্রত্যয়ঃ স্যাদহং সুখীতিবদিতি চেৎ, উচ্যতে। নহি সুখাদীনামন্তঃ-

'অহং রজতং' অথবা 'অহং বজতবান্' এইরূপ প্রত্যয হউক—এই যদি বলি। [উত্তব]

বিবৃতি

প্রত্যক্ষ করে। এই জন্য উহা কেবল সাক্ষিবেদ্য। শুক্তিতে ইন্দ্রিয়েব সংযোগ হইলে সকলেই যে রজত দেখে, তাহা নহে। যাহাব দোষ আছে, সেই কেবল বজত দেখে। যাহাব দোষ নাই, সে শুক্তি দেখে, বজত দেখে না। পবন্ত তাহাবও রজত প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। কাবণ দুষ্টেন্দ্রিয় ব্যক্তির সাক্ষিচৈতন্যের সহিত অভিন্ন ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্যে যেমন বজত অধ্যস্ত ও সাক্ষিতে সম্বদ্ধ। তদ্রূপ অদুষ্টেন্দ্রিয় ব্যক্তিব ঐ ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্যটি তাহাব সাক্ষিচৈতন্যেব সহিত অভিন্ন হওযায় বজতটি তাহাব সাক্ষীতে অধ্যস্ত এবং সম্বদ্ধ। অতএব অদুষ্টেন্দ্রিয় ব্যক্তিবও দুষ্টেন্দ্রিয ব্যক্তিব ন্যায শুক্তিতে রজতপ্রত্যক্ষেব আপত্তি হয। কিন্তু শুক্তিতে সকল পুরুষের বজত প্রত্যক্ষ হয় না। যে পুরুষেব দোষেব দ্বাবা অবিদ্যা বিক্ষুব্ধ হইয়া শুক্তিতে বজতকে উৎপন্ন করে, সেই পুরুষই বজতকে প্রত্যক্ষ কবে। অন্য ব্যক্তিব অধ্যাস বিরোধী শুক্তিব জ্ঞান থাকায় তাহাব সাক্ষিচৈতন্যে বজত অধ্যস্ত না হওয়ায বজতেব প্রত্যক্ষ হয না। তাই প্রাতিভাসিক বজত সুখাদিব ন্যায় অন্য-বেদ্য (অদুষ্টেন্দ্রিয় ব্যক্তিব বেদ্য) নহে বলিয়া অনন্যবেদ্য।

সুখ দুঃখাদি যদি অহঙ্কাবোপহিত সাক্ষি চৈতন্যে ধর্মরূপে অধ্যস্ত হইযাছে বলিয়া 'অহং সুখী' এইরূপ অহমাকাব প্রতীতিব বিষয় হয। তবে শুক্তিবজতও অহংকাবোপহিত সাক্ষিচৈতন্যে অধ্যস্ত বলিযা 'অহং বজতং' বা 'অহং বজতবান্, এইরূপ অহমাকাব প্রতীতিব বিষয় হউক। ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্যটি শুক্তি-বজতের উপাদান অজ্ঞানের আধাব হওযায ইদংটী যেমন ঐ ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্য নিষ্ঠ আধাবতার অবচ্ছেদক হয় এবং অবিদ্যাকার্য্য শুক্তিবজতে ঐ আধারতাব অবচ্ছেদক ইদমেব তাদাত্ম্য সম্বন্ধ বোধ হয। তদ্রূপ ইমবচ্ছিন্ন চৈতন্যেব সহিত অভিন্ন অহঙ্কাবোপহিত সাক্ষিচৈতন্য বজতোপাদান অজ্ঞানের আধাব হইলে অহংকাবটিও সাক্ষিচৈতন্যনিষ্ঠ আধাবতাব অবচ্ছেদক হইবে। তাহা হইলে সুখাদিব ন্যায় অবিদ্যাকার্য্য শুক্তিবজত 'অহং বজতং' বা 'অহং বজতবান্' এইরূপ

১। যদিও 'অহং রজতম্' এইরূপ প্রতীতির আপত্তিতে 'অহং সুখী' এই দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয না, কারণ দৃষ্টান্তে সুখ ও অহঙ্কারের ভেদ ভাসমান হয়, দার্ষ্টান্তিক রজতে ভেদ ভাসমান হয় না, তথাপি সুখাদি সাক্ষী চৈতন্যে অধ্যস্ত হওযায় যেরূপ অহমাকার প্রতীতির বিষয় হয়, তদ্রূপ বজতাদি অহমাকার প্রতীতির বিষয় হউক, এই তাৎপর্য্যে পূর্বপক্ষীর এইরূপ দৃষ্টান্ত বুঝিতে হইবে।

বস্তুতঃ প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদি সাক্ষি-চৈতন্যে অধ্যস্ত হইলেও অহমাকার প্রতীতির বিষয় হইবে না, কেননা অবিদ্যার কার্য্যসমূহ অবিদ্যার আধারতাবচ্ছেদকেরই সহিত অভেদে ভাসমান হয়, আধার চৈতন্যের সহিত অভেদে ভাসমান হয় না, ইহাই নিয়ম। অহঙ্কার শুক্তিরজতাদির আধারত্বের অবচ্ছেদক নহে। ইদম্‌ই অবচ্ছেদক। তাই শুক্তি-রজতাদি ইদমাকার প্রতীতি বিষয় হয়। এই জন্য আচার্য্য মধুসূদন সিদ্ধান্তবিন্দুতে বলিযাছেন—"অহঙ্কারস্য শুক্তিবদধিষ্ঠানতানবচ্ছেদকত্বাচ্ছুক্তিরজতমিতিবদহং গজ ইতি ন ভ্রমাকারপ্রসঙ্গঃ" (কা, সি, বিঃ ৪০২ পৃঃ)

করণাবচ্ছিন্ন-চৈতন্য-নিষ্ঠাবিদ্যাকার্য্যত্ব-প্রযুক্তমহং সুখীতি জ্ঞানম্, সুখাদীনাং ঘটাদিবচ্ছুদ্ধ-চৈতন্য এবাধ্যাসাৎ। কিন্তু যস্য যদাকারানুভবাহিত-সংস্কার-সহকৃতাবিদ্যাকার্য্যত্বম্, তস্য তদাকারানুভববিষয়ত্বমিত্যেবানুগতং নিয়ামকম্। তথাচেদমাকারানুভবাহিত-সংস্কার-সহকৃতাবিদ্যাকার্য্যত্বাদ্ ঘটাদেরিদমাকারানুভব-বিষয়ত্বম্। অহমাকারানুভবাহিত-সংস্কার-সহকৃতাবিদ্যাকার্য্যত্বাদন্তঃকরণাদেরহমনুভব-বিষয়ত্বম্। শরীরেন্দ্রিয়াদেরুভয়বিধানুভবাহিত-সংস্কার-

---

বলিতেছি। সুখ-দুঃখাদি অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যনিষ্ঠ অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া যে 'অহং সুখী' এই জ্ঞান হয়, তাহা নহে; কারণ ঘটাদির ন্যায় সুখ-দুঃখাদির শুদ্ধ চৈতন্যেই অধ্যাস হইয়া থাকে। কিন্তু যে বিষয়টি যদাকার অনুভব-জনিত সংস্কার সহকৃত অবিদ্যার কার্য্য, সে বিষয়টী তদাকার অনুভবের বিষয় হয়—ইহাই অনুগত নিয়ামক। তাহা এইরূপ :—ঘটাদি ইদমাকার অনুভব-জনিত সংস্কার সহকৃত অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া ইদমাকার অনুভবের (এইটী ঘট—এইরূপ অনুভবের) বিষয় হয়। অন্তঃকরণাদি অহমাকার অনুভব-জনিত সংস্কার সহকৃত অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া অহমাকার অনুভবের বিষয় হয়। শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি উভয়বিধ (ইদমাকার ও অহমাকার) অনুভব জনিত সংস্কার সহকৃত

বিবৃতি

অহমাকার প্রতীতির বিষয় অবশ্যই হইবে। এইরূপ আশঙ্কার সমাধান করিতে বলিলেন—**ন হি সুখাদীনাম্**। সুখ-দুঃখাদিতে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য-নিষ্ঠ অবিদ্যার কার্য্যত্ব আছে বলিয়া যে সুখ-দুঃখাদি অহমাকার প্রতীতির বিষয় হইয়াথাকে, তাহা নহে। কারণ সুখ-দুঃখাদি অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য-নিষ্ঠ অবিদ্যার কার্য্য নহে। উহারা ঘটাদির ন্যায় শুদ্ধ ব্রহ্ম চৈতন্য-নিষ্ঠ অবিদ্যার কার্য্য এবং শুদ্ধ ব্রহ্ম চৈতন্যেই অধ্যস্ত। উহাতে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য-নিষ্ঠ অবিদ্যার কার্য্যত্ব নাই, কিন্তু অহমাকার প্রতীতির বিষয়ত্ব আছে। অতএব তদবচ্ছিন্ন চৈতন্যনিষ্ঠ অবিদ্যার কার্য্যত্ব তদাকার প্রতীতি-বিষয়ত্বের প্রয়োজক নহে।

সম্প্রতি তদাকার প্রতীতি-বিষয়ত্বের প্রয়োজক নির্দেশ করিতে বলিলেন—**কিন্তু যস্য যদাকারা** ইত্যাদি। যাহাতে যদাকার অনভব-জনিত সংস্কার সহকৃত অবিদ্যার কার্য্যত্ব থাকে। সে বস্তু তদাকার অনুভবের বিষয় হয়, ইহাই অনুগত নিয়ম। ঘটাদি বস্তু ইদমাকার অনুভব-জনিত সংস্কার সহকৃত অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া ইদমাকার অনুভ'বর বিষয় হয়। অন্তঃকরণ (অহঙ্কার) ও তাহার ধর্ম সুখ, দুঃখ প্রভৃতি এবং মায়া ও মায়া-ধর্ম অহমাকার অনুভব-জনিত সংস্কার সহকৃত অবিদ্যা বা মায়ার কার্য্য বলিয়া অহমাকার অনুভবের বিষয় হয়। শরীর ও শরীর ধর্ম ব্রাহ্মণত্বাদি এবং ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় ধর্ম কাণত্বাদি উভয়বিধ সংস্কার অর্থাৎ অহমাকার-অনুভব জনিত সংস্কার এবং ইদমাকার অনুভব-জনিত সংস্কার সহকৃত অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া উহারা উভয়বিধ অর্থাৎ অহমনু-

সহকৃতাবিদ্যাকার্য্যত্বাদুভয়বিধানুভব-বিষয়ত্বম্। তথা চোভয়বিধানুভবঃ—ইদং শরীরমহং দেহঃ, অহং মনুষ্যঃ, অহং ব্রাহ্মণঃ, ইদং চক্ষুরহং কাণঃ, ইদং শ্রোত্রমহং বধির ইতি। প্রকৃতে চ প্রাতিভাসিক-রজতস্য প্রমাতৃ-চৈতন্যা-ভিন্নেদমবচ্ছিন্ন-চৈতন্য-নিষ্ঠাঽবিদ্যাকার্য্যত্বেঽপীদং রজতমিতি সত্যস্থলীয়ে-দমাকারানুভবাহিত-সংস্কার-জন্যত্বাদিদমাকারানুভব-বিষয়তা, ন ত্বহং রজত-

---

অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া উভয়বিধ অনুভবের (ইদমাকার ও অহমাকার অনুভবের) বিষয় হয়। সেই উভয় প্রকার অনুভব :—এইটি শরীর, আমি দেহ, আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, এইটি চক্ষুঃ, আমি কাণ, আমি বধির। প্রকৃতস্থলে প্রাতিভাসিক রজত প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত অভিন্ন ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্য-নিষ্ঠ অবিদ্যার কার্য্য হইলেও ইদং রজতং, (এইটি রজত) এইরূপ সত্যস্থলীয় অর্থাৎ ভ্রমাত্মক ইদমাকার অনুভব জনিত সংস্কার

বিবৃতি

ভবের ও ইদং অনুভবের বিষয় হয়। ইহার প্রতিটি উদাহরণ মূলে প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ইদমাকার প্রতীতির বিষয় দেহাধ্যাসের উদাহরণ—'ইদং শরীরং, অহং দেহঃ'। এইরূপ ইন্দ্রিয়াধ্যাসের উদাহরণ—'ইদং চক্ষুঃ' ইত্যাদি। "অহং স্থূল" এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুসারে দেহের অবান্তর ধর্ম স্থৌল্যাদি যুক্ত দেহের অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অধ্যাস অঙ্গীকৃত হইয়াছে। কিন্তু 'অহং দেহ' এইরূপ প্রতীতি কাহারও হয় না বলিয়া দেহত্ব-রূপ সামান্যধর্ম-বিশিষ্ট দেহের অধ্যাস অঙ্গীকৃত হয় নাই। আচার্য্য মধুসূদন[১] ও পদ্ম-পাদাচার্য্য ইহা বলিয়াছেন। সুতরাং এস্থলে মূলোক্ত দেহ শব্দের অর্থ—স্থৌল্যাদি ধর্ম-বিশিষ্ট দেহ অর্থাৎ স্থূল বা মনুষ্য প্রভৃতি। এইরূপ প্রত্যক্ষ ধর্মীতে অপ্রত্যক্ষ চক্ষুরাদির তাদাত্ম্যাধ্যাস হয় না[২] বলিয়া এস্থলে চক্ষুঃশব্দের অর্থ—চক্ষুর্বিশিষ্ট দেহ বা চক্ষুরাদির ধর্ম চক্ষুষ্ট্ব বা কানত্ব প্রভৃতি। 'ইদং শ্রোত্রং' এই স্থলেও এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

পূর্বোক্ত তদাকার অনুভব-বিষয়ত্বের প্রয়োজক দৃষ্টান্তে উপপাদান করিয়া দার্ষ্টান্তিক প্রাতিভাসিক রজতে উপপাদন করিতে বলিলেন—**প্রকৃতে চ প্রাতিভাসিক** ইত্যাদি। 'সত্যস্থলে সত্যাশ্রয়ে ভব' এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে নিষ্পন্ন সত্যস্থলীয় শব্দের অর্থ—ভ্রম; কারণ ভ্রমের প্রতি ভ্রম-সংস্কার হেতু, প্রমা-সংস্কার হেতু নহে। মহামতি বাচস্পতি[৩] বিবর্ত্তমাত্রের প্রতি ভ্রম-সংস্কারকেই হেতু বলিয়াছেন। পূজ্যপাদ নারায়ণ তীর্থ 'ভাষ্য-বার্ত্তিকে'[৪] ইহা সমর্থন করিয়াছেন। প্রাতিভাসিক রজতটী প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত

১। "দেহাধ্যাসো ধর্মি-পুরস্কারেণৈবাহং মনুষ্য ইত্যাদ্যাকারঃ, নতু স্বরূপতোঽহং দেহ ইত্যধ্যাসঃ, তথা প্রতীত্যভাবাৎ"—ক, সি, বি, ২০১ পৃঃ। "দেহ-শব্দেন সশিরস্কো মনুষ্যত্বাদি-জাতি-লিঙ্গিয়োঽবয়ব্যভিমতঃ, ন শরীরমাত্রম্, দেহোঽহমিতি প্রতীত্যভাবাৎ"—ক, প, ৪৩৫ পৃঃ ২। "ইন্দ্রিয়াণাস্তু পরোক্ষত্বান্নাপরোক্ষ-ধর্ম্যধ্যাসঃ"—ক, সি, ১৯৯পৃঃ। ৩। "অনির্বাচ্যাঽবিদ্যা-দ্বিতীয়-সচিবস্য প্রভবতো। বিবর্ত্তা যস্যৈতে" নি, বে, ১ পৃঃ। ৪। "পূর্ব-পূর্ব-দেহাদি-ভ্রম-সংস্কারস্যোত্তরোত্তর-তদ্‌ভ্রম-হেতুত্বাভ্যুপগমাৎ" ক, বে ২০১ পৃঃ

মিত্যহমাকারানুভববিষয়তেত্যনুসন্ধেয়ম্। নন্বেবমপি মিথ্যারজতস্য সাক্ষাৎ সাক্ষি-সম্বদ্ধতয়া ভান-সম্ভবে রজত-গোচর-জ্ঞানভাসরূপাঽবিদ্যাবৃত্তেরভ্যুপ-

---

হইতে জন্মে বলিয়া ইদমাকার অনুভবের বিষয় হয়, 'অহং রজতং'—এইরূপ অহমাকার অনুভবের বিষয় হয় না, ইহা স্মরণ করিবেন। আচ্ছা, এই হইলেও অর্থাৎ শুক্তি-রজত ইদমাকার অনুভবের বিষয় হইলেও মিথ্যা রজতের সাক্ষাৎ সাক্ষীর সহিত সম্বন্ধ-হেতু প্রত্যক্ষ সম্ভব হইলে মিথ্যা রজত-বিষয়ক জ্ঞানাভাসরূপ অবিদ্যা-বৃত্তি কি হেতু

বিবৃতি

অভিন্ন ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্য-নিষ্ঠ অবিদ্যার কার্য্য হইলেও এবং ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিত অভিন্ন সাক্ষিচৈতন্যে অধ্যস্ত হইলেও সত্যস্থলীয় অর্থাৎ ভ্রমাত্মক ইদমাকার অনুভব-জনিত সংস্কার সহকৃত অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া ইদমাকার অনুভবের বিষয় হয়, অহমাকার অনুভবের বিষয় হয় না।

প্রাতিভাসিক বস্তু ও তদাকার অবিদ্যাবৃত্তি সাক্ষিচৈতন্যে উৎপন্ন হয়, ইহা উক্ত হই-য়াছে। সম্প্রতি অবিদ্যাবৃত্তির প্রয়োজন দেখাইতে আশঙ্কা করিতেছেন—**নন্বেমপি মিথ্যারজতস্য**। প্রাতিভাসিক রজতাদি অহমাকার প্রতীতির বিষয় না হয়, না হউক। কিন্তু তদ্‌বিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তির প্রয়োজন কি? বাহ্য সত্য রজত সাক্ষাদ্ভাবে সাক্ষীর সহিত সম্বন্ধ নহে। উহা সত্য রজতাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ। সত্য রজত বিষয়ক-বৃত্তি দ্বারা সত্য রজতাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও সাক্ষিচৈতন্য অভিন্ন হইলে সত্য রজত স্বপ্রকাশ

টিপ্পনী

বস্তুতঃ প্রাতিভাসিক রজত সাক্ষিচৈতন্যে অধ্যস্ত হইলেও অহমাকার প্রতীতির বিষয় হইবে না; কারণ অবিদ্যার কার্য্য অবিদ্যার আধারতার অবচ্ছেদকের সহিত অভেদে প্রতীয়মান হয়—ইহাই নিয়ম। জাগ্রৎকালে যখন সাক্ষিচৈতন্যের উপাধি অহঙ্কার ইদংরূপে পরিণত হয়, তখন ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্যাশ্রিত অজ্ঞান সাক্ষিচৈতন্যে আশ্রিত সাক্ষি-নিষ্ঠ হইয়া ইদংভাবাপন্ন অহংকারাবচ্ছেদে শুক্তিবিষয়ক অজ্ঞানের অব-ভাসক সাক্ষীতে রজতরূপে এবং ইদমাকার বৃত্তিভাবাপন্ন অহঙ্কারাবচ্ছেদে রজতজ্ঞানরূপে পরিণত হয়। ইদমবচ্ছেদে চৈতন্যাশ্রিত অজ্ঞান রজত হয় বলিয়া ইদম্‌ই অবিদ্যার আধারতার অবচ্ছেদক হয়। তাই প্রাতিভাসিক রজতে ইদমের অভেদ প্রতীতি হয়। অবচ্ছেদকাংশে অহং স্বস্বরূপে নাই বলিয়া উহা অবিদ্যার আধারতার অবচ্ছেদক হয় না। এইজন্য প্রাতিভাসিক রজতে 'অহং রজতম্' এইরূপে অহমের অভেদ প্রতীতি হয় না। রজত ভ্রমটি সাক্ষি চৈতন্যে আশ্রিত হইলেও অন্তঃকরণ-বৃত্তি-ভাবাপন্ন অহং অবচ্ছেদে সাক্ষি চৈতন্যে আশ্রিত বলিয়া "অহং রজতং জানামি" (আমি রজত জ্ঞানবান্) এইরূপে রজত ভ্রমের অহংকারাশ্রয়ত্বও উপপন্ন হয়।

গমঃ কিমর্থ ইতি চেৎ, উচ্যতে। স্বগোচরবৃত্ত্যুপহিত-চৈতন্যভিন্ন-সত্তাকত্বা-ভাবস্য বিষয়াপরোক্ষত্বরূপতয়া রজতস্যাপরোক্ষত্বসিদ্ধয়ে তদভ্যুপগমাৎ।

নন্বিদং বৃত্তেরজতাকার-বৃত্তেশ্চ প্রত্যেকমেকৈক-বিষয়কত্বে গুরুমতবদ্

স্বীকার করা হয়—এই যদি বলি। [উত্তর] বলিতেছি। স্ববিষয়ক-বৃত্ত্যুপহিত প্রমাতৃ-চৈতন্যসত্তা হইতে ভিন্ন সত্তার অভাবটি অপরোক্ষত্বস্বরূপ বলিয়া রজতের অপরোক্ষত্ব সিদ্ধির জন্য তাহা (রজত-বিষয়ক অবিদ্যা-বৃত্তি) স্বীকার করা হইয়াছে।

আচ্ছা, ইদমাকার বৃত্তি ও রজতাকার বৃত্তির প্রত্যেকটি এক এক বিষয়ক হইলে গুরু

বিবৃতি

সাক্ষীর সহিত সম্বন্ধ হয়। বৃত্তি ব্যতীত এই সম্বন্ধ কোন প্রকারে হয় না এবং সম্বন্ধ না হইলে প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া সত্য-বিষয়ক বৃত্তি স্বীকার্য্য। কিন্তু প্রাতিভাসিক মিথ্যা রজতাদি সাক্ষাদ্ভাবেই স্বপ্রকাশ সাক্ষীতে সম্বদ্ধ বলিয়া প্রত্যক্ষ হইতে পারে। সুতরাং তদ্-বিষয়ক জ্ঞানাভাসরূপ অবিদ্যাবৃত্তি স্বীকারের প্রয়োজন কি ? বলিতে হইলে।

এই আশঙ্কা খণ্ডন করিতে পরিভাষাকার বলিলেন—**উচ্যতে। স্বগোচর** ইত্যাদি এ স্থলে স্বগোচর-বৃত্ত্যুপহিতটী চৈতন্যের অর্থাৎ সাক্ষিচৈতন্যের বিশেষণ। 'চৈতন্য-ভিন্না অর্থাৎ সাক্ষিচৈতন্য-সত্তা ভিন্না সত্তা যস্য' এইরূপ বিগ্রহে নিষ্পন্ন চৈতন্যভিন্ন-সত্তাক শব্দের অর্থ—সাক্ষিচৈতন্যের সত্তা হইতে যাহার অতিরিক্ত সত্তা আছে, সেই হইতেছে চৈতন্য-ভিন্ন সত্তাক, তাহাতে চৈতন্যভিন্ন-সত্তাকত্ব আছে। যে সাক্ষিচৈতন্যে অধ্যস্ত, তাহাতে সাক্ষিচৈতন্যের সত্তা হইতে অতিরিক্ত সত্তা না থাকায় সে চৈতন্যভিন্ন-সত্তাক নহে। সুতরাং তাহাতে তাদৃশ সাক্ষিচৈতন্য সত্তা-ভিন্ন-সত্তাকত্বের অভাব আছে। এতাদৃশ অভাবই প্রত্যক্ষত্ব স্বরূপ। প্রতিভাসিক রজত সাক্ষিচৈতন্যে অধ্যস্ত। উহাতে সাক্ষি-চৈতন্যের সত্তা হইতে অতিরিক্ত সত্তা নাই। এ জন্য উহা চৈতন্যভিন্ন-সত্তাক নহে। সুতরাং উহাতে যে স্ববিষয়-বৃত্ত্যুপহিত সাক্ষিচৈতন্য সত্তা ভিন্ন সত্তাকত্বের অভাব ; উহাই তদ্‌গত প্রত্যক্ষত্ব। যদি রজত-বিষয়ক অবিদ্যা-বৃত্তি না হয়, তবে স্ববিষয়-বৃত্তি ঘটিত তাদৃশ ভিন্ন সত্তাকত্বের অভাব না থাকায় রজত প্রত্যক্ষ হইবে না। সুতরাং রজত-গত প্রত্যক্ষত্বের সিদ্ধির জন্য রজতাকার অবিদ্যাবৃত্তি আবশ্যক।

প্রত্যক্ষ লক্ষণের সিদ্ধির জন্যই অবিদ্যাবৃত্তির কল্পনা, ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। কারণ প্রত্যক্ষের অন্যরূপ লক্ষণও হইতে পারে। মহামতি অপ্পয়দীক্ষিত বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রের পরিমলে অভিব্যক্ত চৈতন্যাভিন্নত্বকেই বিষয়গত প্রত্যক্ষত্ব বলিয়াছেন। পূজ্য-পাদ ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী লঘুচন্দ্রিকায় শাব্দাপরোক্ষবাদে অনাবৃত-বিষয়জ্ঞানত্বকেই বিষয়গত প্রত্যক্ষত্ব বলিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যক্ষত্বের প্রয়োজক সিদ্ধির জন্য অবিদ্যাবৃত্তি কল্পিত হয় নাই। চৈতন্যের তদাকারত্ব সম্পাদনের জন্যই অবিদ্যাবৃত্তি কল্পিত হইয়াছে।

বিশিষ্ট-জ্ঞানানভ্যুপগমে কুতো ভ্রমজ্ঞান-সিদ্ধিরিতি চেৎ, ন, বৃত্তিদ্বয়-

প্রভাকরের মতের ন্যায় বিশিষ্ট জ্ঞান স্বীকার না করিলে কিরূপে ভ্রমজ্ঞান সিদ্ধি হয়, এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না ; যেহেতু [ইদমাকার ও রজতাকার] বৃত্তি-

বিবৃতি

একটি বস্তুতে অন্য বস্তুর যে তাদাত্ম্য জ্ঞান, তাহাই ভ্রমজ্ঞান। ভ্রমস্থলে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের দুইটী বৃত্তি স্বীকার করিলে ভিন্ন ভিন্ন দুইটী জ্ঞান হইবে। তাহাতে একটি বস্তুতে অন্য বস্তুর তাদাত্ম্য বিষয় হইবে না। তাহা না হইলে ভ্রমজ্ঞান কিরূপে সিদ্ধ হইবে ? এই আশঙ্কা প্রকাশ করিতে বলিলেন—**নন্বিদং-বৃত্তে রজতাকার-বৃত্তেশ্চ**।

যদি ভ্রমস্থলে ইদমাকার ও রজতাকার দুইটী বৃত্তি হয়, ইদমভিন্ন রজত-বিষয়ক একটি বৃত্তি না হয়, তবে শুক্তিতে 'ইদং রজতং' এই জ্ঞানটী ভ্রম হইবে না। কারণ এস্থলে ইদমাকার ও রজতাকার—দুইটী বৃত্তি হইয়াছে। ইদমাকার বৃত্তি ইদংমাত্র বিষয়ক, রজতাকার বৃত্তি রজতমাত্র-বিষয়ক। কোন বৃত্তি ইদমভিন্ন রজত-বিষয়ক নহে। যদি ইদমভিন্ন রজত-বিষয়ক একটি বৃত্তি না হয়, তবে ইদমভিন্ন রজত-বিষয়ক একটি জ্ঞান হইবে না। যদি গুরু প্রভাকর মতের ন্যায় বিশিষ্ট-বিষয়ক একটি জ্ঞান না হয়, তবে ভ্রম জ্ঞান কিরূপে সিদ্ধ হইবে ? ইহাই পূর্বপক্ষীর বক্তব্য।

পূর্বপক্ষীর গূঢ় প্রাভিপ্রায় এই যে, যে জ্ঞানে কোন ব্যধিকরণ ধর্ম্ম প্রকার হইয়া ভাসমান হয়, তাহাকে ভ্রম জ্ঞান বলে। ভ্রমস্থলে যদি ইদমাকার ও রজতাকার দুইটী বৃত্তি হয় এবং বৃত্তিভেদে যদি ইদং জ্ঞান ও রজতজ্ঞান ভিন্ন হয়, তবে কোন জ্ঞানই ভ্রম হইবে না। কারণ ইদংজ্ঞানে ইদমের ধর্ম্ম ইদন্ত্ব প্রকার। উহাতে কোন ব্যধিকরণ ধর্ম্ম প্রকার হয় নাই। রজত জ্ঞানে রজতের ধর্ম্ম রজতত্ব প্রকার, উহাতেও কোন ব্যধিকরণ ধর্ম্ম প্রকার হয় নাই। সুতরাং 'ইদং রজতং' এই জ্ঞান কিরূপে ভ্রম হইবে ?

সিদ্ধান্তী বৃত্তিভেদেও জ্ঞানের একত্ব সমর্থন পূর্বক ভ্রমজ্ঞান সিদ্ধি করিতে বলিলেন—**বৃত্তি-দ্বয়-প্রতিবিম্বিত-চৈতন্যস্য**। বেদান্তিমতে বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য অনাদি অবিদ্যা দ্বারা আবৃত থাকে। বৃত্তি দ্বারা ঐ আবরণের নাশে বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের যে স্ফুরণ বা প্রকাশ, তাহারই নাম বিষয় জ্ঞান। এই চৈতন্য-প্রকাশের স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। পরন্তু যখন চৈতন্য ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া প্রকাশমান হয় ; তখন চৈতন্য-প্রকাশ বা জ্ঞানের ভেদ হয়। যখন চৈতন্যটী ঘটের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া প্রকাশ হয়, তখন উহা ঘট জ্ঞান। যখন পটের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া প্রকাশ হয়, তখন উহা পট জ্ঞান। ঘট-জ্ঞান স্থলে চৈতন্যটি ঘটের সহিত সম্বদ্ধ, পটের সহিত নহে। পটজ্ঞান স্থলে চৈতন্যটী পটের সহিত সম্বদ্ধ, ঘটের সহিত নহে। এই জন্য ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞান ভিন্ন। এই চিৎপ্রকাশটী বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া ভাসমান হয়, বৃত্তি দ্বারা অবচ্ছিন্ন

প্রতি-বিম্বিতস্য চৈতন্যস্যৈকস্য সত্য-মিথ্যা-বস্তু-তাদাত্ম্যাবগাহিত্বেন ভ্রমত্ব-স্বীকারাৎ। অতএব সাক্ষিজ্ঞানস্য সত্যাসত্য-বিষয়তয়া প্রামাণ্যানিয়মাদ-প্রামাণ্যোক্তিঃ সাম্প্রদায়িকানাম্।

দ্বয়ের দ্বারা অভিব্যক্ত এক চৈতন্যরূপ অনুভব সত্য ও মিথ্যা বস্তুর তাদাত্ম্য-বিষয়ক হইয়া থাকে। ঐ চৈতন্যরূপ অনুভবের ঐ তাদাত্ম্য-বিষয়কত্ব-হেতু ভ্রমত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এইজন্যই অর্থাৎ সত্যাসত্য-বিষয়ক অনুভবের ভ্রমত্ব-প্রসিদ্ধি আছে বলিয়াই সাক্ষি-জ্ঞানের সত্যাসত্য-বিষয়কত্ব-নিবন্ধন প্রমাত্ব না থাকায় বেদান্ত সম্প্রদায়বিৎ আচার্য্যগণের সাক্ষিজ্ঞানসম্বন্ধে অপ্রামাণ্য উক্তি (ব্যবহার) আছে।

বিবৃতি

হইয়া ভাসমান হয় না। এই জন্য বৃত্তির ভেদে চিৎপ্রকাশ বা জ্ঞানের ভেদ হয় না। ভ্রম স্থলে ইদমবচ্ছেদে চৈতন্যাশ্রিত অবিদ্যা রজতরূপে পরিণত হওয়ায় ইদং ও রজত যেমন এক হইয়াছে। তদ্রূপ ইদং বৃত্ত্যবচ্ছেদে ঐ অবিদ্যা রজতবৃত্তিরূপে পরিণত হওয়ায় ইদং বৃত্তি ও রজতবৃত্তি এক হইয়া গিয়াছে। যখন অন্য বৃত্তি নিরপেক্ষ কেবল ইদমাকার বৃত্তি দ্বারা বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরণ নিবৃত্তি হয়, তখন ঐ অনাবৃত চৈতন্য সত্য ও মিথ্যা বস্তুর তাদাত্ম্যের সহিত অর্থাৎ ইদমভিন্ন রজতরূপ একটি বিশিষ্ট বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া প্রকাশমান হয় বলিয়া জ্ঞানটী এক হয় এবং ঐ প্রকাশমান চৈতন্যে রজতত্ব বিশিষ্ট ইদং এবং ইদত্ব বিশিষ্ট রজত বিশেষ্যরূপে সম্বদ্ধ হওয়ায় জ্ঞানে ব্যধিকরণ ধর্ম্মও প্রকার হয়। এইজন্য জ্ঞানটী ভ্রম হইয়া থাকে।

ভ্রমস্থলে সাক্ষিজ্ঞানটী যদি সত্য ও অসত্য বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া ভাসমান হয়, তাহা হইলে উহা সত্য (অবাধিত) বিষয়ক বলিয়া যেমন প্রমা হইতে পারে, তদ্রূপ অসত্য (বাধিত) বিষয়ক বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু একটি জ্ঞান কখনও বিরুদ্ধ রূপ হইতে পারে না। তাই সিদ্ধান্তী উহার ভ্রমত্ব উপপাদন করিতে বলিলেন—**অত এব সাক্ষিজ্ঞানস্য**। এই সাক্ষিজ্ঞানটী যদি প্রমাত্বের ব্যাপ্য হইত অর্থাৎ যেখানে যেখানে সাক্ষি-জ্ঞানত্ব, সেখানেই প্রামাণ্য বা প্রমাত্ব—এইরূপ নিয়ম যদি থাকিত, তবে সাক্ষি-জ্ঞান প্রমা হইত ; কিন্তু এইরূপ নিয়ম নাই। কেন এইরূপ নিয়ম নাই ? তাহার উত্তরে বলিলেন—**অত এব**। এই হেতু অর্থাৎ সত্যাসত্য-বিষয়ত্ব হেতু। যেহেতু সাক্ষি-জ্ঞান সত্যাসত্য-বিষয়ক, সেই হেতু সাক্ষি-জ্ঞানে প্রমাত্বের ব্যাপ্তি নাই। তাৎপর্য্য এই যে, এই সাক্ষি-জ্ঞানের বিষয় ইদংটী সংসৃষ্ট-রূপে মিথ্যা হইলেও স্বরূপতঃ সত্য। সাক্ষি-জ্ঞান উহার সহিত এবং প্রাতিভাসিক রজতের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া সত্যাসত্য-বিষয়ক হইয়াছে। সুতরাং উহাতে সত্যাসত্য-বিষয়কত্ব আছে। যেখানে সত্যাসত্য-বিষয়কত্ব থাকে, সেখানে প্রমাত্ব থাকে না। সাক্ষি-জ্ঞানেও যখন সত্যাসত্য-বিষয়কত্ব

নমু সিদ্ধান্তে দেশান্তরীয়-রজতমপ্যবিদ্যাকার্য্যমধ্যস্তং চেতি কথং শুক্তি-রূপ্যাস্য ততো বৈলক্ষণ্যমিতি চেৎ, ন, ত্বন্মতে সত্যত্বাবিশেষেঽপি কেষাঞ্চিৎ ক্ষণিকত্বং কেষাঞ্চিৎ স্থায়িত্বমিত্যত্র যদেব স্বভাব-বিশেষাদিকং নিয়ামকম্, তদেব মমাপি। যদ্বা ঘটাদ্যধ্যাসেঽবিদ্যৈব দোষত্বেনাপি হেতুঃ, শুক্তিরূপ্যা-

---

আচ্ছা, অদ্বৈতসিদ্ধান্তে দেশান্তরীয় ব্যাবহারিক সত্য রজত অবিদ্যার কার্য্য ও অধ্যস্ত। অতএব তাহা হইতে শুক্তিরজতের বৈলক্ষণ্য (ভেদ) কিরূপে সিদ্ধ হয় ? এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ তোমার মতে জ্ঞান-সুখাদি কোন কোন বস্তুর সত্যত্বে কোন বিশেষ না থাকিলেও জ্ঞান, সুখাদি কোন কোন বস্তুর ক্ষণিকত্ব এবং গো ঘটাদি কোন কোন বস্তুর স্থায়িত্ব—এ বিষয়ে তোমার মতে যে স্বভাববিশেষ নিয়ামক। আমার মতেও [উভয় রজতের ভেদে] সেই স্বভাববিশেষই নিয়ামক। অথবা ঘটাদির অধ্যাসে অবিদ্যাই দোষরূপেও হেতু। শুক্তিরজতাদির অধ্যাসে কিন্তু

বিবৃতি

আছে, তখন উহাতে প্রমাত্ব নাই। এইজন্যই বেদান্ত সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ উহাকে অপ্রমা বলিয়া থাকেন।

বস্তুতঃ শুদ্ধ ইদং কখনও অবিদ্যাবৃত্তির সাহায্যে সাক্ষিজ্ঞানের বিষয় হয় না, রজত-তাদাত্ম্যাপন্ন ইদংই সাক্ষিজ্ঞানের বিষয় হয়। উহা পূর্বে ছিল না, প্রতিভাস-কালে অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হয়। এজন্য উহাও প্রাতিভাসিক। প্রাতিভাসিক বা সুখ-দুঃখাদি বিষয়ে কখনও সংশয় বা বিপর্য্যয় দেখা যায় না বলিয়া উহারা কখনও অজ্ঞাত হয় না। সুতরাং সুখ-দুঃখাদি বা প্রাতিভাসিক রজতাদি বিষয়ের সাক্ষি-জ্ঞান অজ্ঞাতার্থের নিশ্চয় নহে। উহাতে অজ্ঞাতার্থ-নিশ্চয়ত্ব নাই। এইজন্যই বেদান্তসম্প্রদায়ে প্রাতিভাসিকাদি-বিষয়ক সাক্ষি-জ্ঞান প্রমা বলিয়া প্রসিদ্ধ নহে। যদি বাধিত-বিষয়ক বলিয়া উহা অপ্রমা হইত, তবে সুখ-দুঃখাদির সাক্ষি-জ্ঞান অপ্রমা হইত না ; কারণ সুখাদি বাধিত নহে।

দেশান্তরীয় সত্যরজত ও শুক্তিরজত—উভয় যদি অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অবিদ্যার কার্য্য ও অধ্যস্ত হয়, তবে কি হেতু ঐ দুইটীর মধ্যে বৈলক্ষণ্য দেখা যায় ? দেশান্তরীয় সত্য রজত ব্যাবহারিক এবং শুক্তিরজত প্রাতিভাসিক বলিয়া কেন ব্যবহৃত হয় ? ইহাতে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, নৈয়ায়িক মতে গো, ঘট, জ্ঞান, সুখ প্রভৃতির সত্যত্বে কোন বিশেষ না থাকিলেও যে স্বভাববিশেষ-প্রযুক্ত বা উপলব্ধির তারতম্য প্রযুক্ত গো, ঘট প্রভৃতি কতকগুলি বস্তু স্থির বলিয়া এবং জ্ঞান, সুখ প্রভৃতি কতকগুলি বস্তু ক্ষণিক বলিয়া ব্যবহৃত হয়, সেই স্বভাব-বিশেষ প্রযুক্তই দেশান্তরীয় রজত ব্যাবহারিক এবং শুক্তিরজত প্রাতিভাসিক বলিয়া ব্যবহৃত হয়। নৈয়ায়িকমতে এই বৈলক্ষণ্যের যে হেতু ; আমাদের মতেও সেই হেতু।

ধ্যাসে তু কাচাদয়োঽপি দোষাঃ। তথা চাগন্তুক-দোষ-জন্যত্বং প্রাতিভাসিকত্বে প্রয়োজকম্। অতএব স্বপ্নোপলব্ধ-রথাদীনামাগন্তুক-নিদ্রাদি-দোষ-জন্যত্বাৎ প্রাতিভাসিকত্বম্। নন্বু স্বপ্নস্থলে পূর্বানুভূত-রথাদেঃ স্মরণমাত্রেণৈব প্রাতিভাসিকত্ব-ব্যবহারোপপত্তৌ ন রথাদি-সৃষ্টি-কল্পনম্, গৌরবাদিতি

কাচ, কামলাদি দোষও হেতু। সুতরাং আগন্তুক দোষজন্যত্ব হইতেছে প্রাতিভাসিকত্বের প্রয়োজক (ব্যাপ্য ও ব্যাপক)। এই জন্যই স্বপ্নোপলব্ধ রথাদি আগন্তুক নিদ্রাদি দোষ-জন্য বলিয়া প্রতিভাসিক।

আচ্ছা, স্বপ্নস্থলে পূর্বাপুভূত রথাদির স্মরণমাত্রের দ্বারা প্রতিভাসিকত্ব ব্যবহার (এইটি রথ, ইত্যাদি ব্যবহার) উপপন্ন হইলে রথাদির সৃষ্টি কল্পনা উচিত নহে ; যেহেতু

বিবৃতি

দুই পক্ষে দোষ ও তাহার পরিহার সমান হইলে প্রতিবন্দী হয়। ইহাতে বাদী ও প্রতিবাদী নিরুত্তর হইলেও পূর্বপক্ষের প্রকৃত উত্তর হয় না। তাই সিদ্ধান্তী পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষের প্রকৃত উত্তর প্রদান করিতে বলিলেন—**যদ্বা** ইত্যাদি। অথবা ব্যাবহারিক ঘটাদি বস্তুর অধ্যাসে অবিদ্যাতিরিক্ত কোন দোষ নাই বলিয়া অবিদ্যাই উপাদানরূপে এবং দোষরূপে হেতু। কিন্তু প্রাতিভাসিকের অধ্যাসে অবিদ্যার অতিরিক্ত বিষয়-গত দূরত্বাদি অথবা ইন্দ্রিয়-গত কাচাদি অথবা প্রমাতৃ-গত রাগাদি দোষরূপে হেতু। অবিদ্যা উপাদানরূপে হেতু হইলেও দোষরূপে হেতু নহে। যেখানে অবিদ্যার অতিরিক্ত কোন দোষ নাই, সেখানে অবিদ্যাই দোষরূপেও হেতু হয়। সুতরাং আগন্তুক দোষ জন্যত্বই প্রাতিভাসিকত্বের প্রয়োজক (ব্যাপ্য ও ব্যাপক)। যে অবিদ্যার অতিরিক্ত আগন্তুক দোষ-জন্য, সে প্রাতিভাসিক। যে আগন্তুক দোষ-জন্য নহে, সে ব্যাবহারিক। আগন্তুক দোষ-জন্যত্বটী প্রাতিভাসিকত্বের প্রয়োজক হওয়ায় স্বপ্নোপলব্ধ রথাদি বস্তুগুলিও নিদ্রাদি দোষজন্য বলিয়া প্রাতিভাসিক। ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক অবিদ্যার কার্য্য এবং অধ্যস্ত হইলেও হেতুর ভেদ-নিবন্ধন উভয়ের ভেদ হইয়া থাকে।

স্বপ্নে যে সকল রথাদি বস্তুর জ্ঞান হয়, সে সকল বস্তু তৎকালেই নিদ্রাদি দোষ সহকৃত চৈতন্যাশ্রিত অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হয়। এজন্য সে সকল বস্তুও প্রাতিভাসিক, ইহা অদ্বৈতসিদ্ধান্ত। ইহাতে নৈয়ায়িক আপত্তি করিতে বলিলেন—**নন্বু স্বপ্ন-স্থলে** ইত্যাদি। স্বপ্ন স্থলে যে সকল বস্তুর জ্ঞান জন্মে, তাহা স্মরণ। দূরত্বাদি দোষবশে শুক্তি যেরূপ রজতরূপে প্রতিভাত হয়, নিদ্রাদি দোষবশে স্মরণ প্রত্যক্ষরূপে প্রতিভাত হয়। প্রকৃত পক্ষে উহা প্রত্যক্ষ নহে। স্বপ্নে যে সকল অভূত-পূর্ব বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহার অনুভব তো কখনও হয় নাই। সুতরাং তাহার স্মরণ কিরূপে হইবে ? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, সেই অভূতপূর্ব বস্তুটী প্রাতিভাসিক হইলে তাহার উৎপত্তির প্রতি

চেৎ, ন, রথাদেঃ স্মৃতিমাত্রাভ্যুপগমে 'রথং পশ্যামি, স্বপ্নে রথমহদ্রাক্ষম্'-ত্যাত্মনুভব-বিরোধাপত্তেঃ, "অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" ইতি

[তাহাতে] গৌরব হয়—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না; যেহেতু রথাদির স্মৃতিমাত্র স্বীকার করিলে 'রথ দেখিতেছি' 'স্বপ্নে রথ দেখিয়াছিলাম' ইত্যাদি জ্ঞানানুভবের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইবে এবং "অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" (স্বাপ্ন ভোগ-প্রদ কর্মের অভিব্যক্তির অনন্তর রথ, রথযোগ (রথের উপকরণ অশ্বাদি

বিবৃতি

ভ্রম-সংস্কার এবং সেই সংস্কারের প্রতি ভ্রমানুভব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে স্বপ্নে তাহারও স্মরণ হইতে পারে এবং দোষবশে তাহা প্রত্যক্ষরূপে প্রতিভাত হয়। এইরূপে স্বপ্ন স্থলে পূর্বানুভূত রথাদির স্মরণমাত্রের দ্বারাই যদি প্রাতিভাসিকত্ব ব্যবহার নির্বাহ হয়, তবে স্বপ্নে রথাদির সৃষ্টি কল্পনা অনুচিত। কারণ তাহাতে রথাদির উপাদান অজ্ঞান এবং তাহার উৎপাদ ও বিনাশ প্রভৃতি কল্পনায় গৌরব হয়। সুতরাং স্বপ্নে কোন বস্তুর সৃষ্টি হয় না এবং তাহার জ্ঞানও প্রত্যক্ষ নহে, স্মরণমাত্র।

সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষীর এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে বলিলেন—**রথাদেঃ স্মৃতিমাত্রাভ্যুপগমে**। রথাদি বস্তুর জ্ঞান স্মরণ হইলে "স্মরামি" এইরূপে তাহার অনুভব হইত, 'পশ্যামি' এইরূপে অনুভব হইত না। কিন্তু 'পশ্যামি' এইরূপই জ্ঞানানুভব হয়। স্বাপ্ন জ্ঞানকে স্মৃতি বলিলে উক্ত জ্ঞানানুভবের সহিত স্বাপ্ন জ্ঞানের বিরোধ উপস্থিত হইবে। সুতরাং স্বাপ্ন জ্ঞান স্মৃতি নহে।

স্বপ্নে নিদ্রাদি দোষবশে স্মরণই প্রত্যক্ষরূপে প্রতিভাত হয়। সেই জন্য সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির 'পশ্যামি' এইরূপ জ্ঞানানুভব হয়। স্বপ্নে যাহা ভাসমান, জ্ঞানানুভবে তাহা ভাসমান হইলে বিরোধের কোনই প্রসঙ্গ নাই। পূর্বপক্ষীর এইরূপ বক্তব্যে সিদ্ধান্তী পক্ষান্তরে বলিলেন—**স্বপ্নে রথমহদ্রাক্ষম্**। যদি স্বাপ্ন জ্ঞান স্মরণ হইত এবং নিদ্রাদি দোষবশে প্রত্যক্ষরূপে প্রতিভাত হইত, তবে সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির নিদ্রাদি দোষের নিবৃত্তি এবং রথাদি জ্ঞানের বাধ হইলে "স্বপ্নে স্মরণকে প্রত্যক্ষ বলিয়া দেখিয়াছিলাম" এইরূপ স্মরণের পরামর্শ হইত, "অদ্রাক্ষম্" এইরূপ দর্শনের পরামর্শ হইত না। অথচ সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির "অদ্রাক্ষম্" এইরূপই দর্শনের পরামর্শ হয়, স্মরণের পরামর্শ হয় না। স্বাপ্ন জ্ঞানকে স্মৃতি বলিলে উক্তরূপ জ্ঞানানুভবের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইবে। অতএব স্বাপ্ন জ্ঞান পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ নহে। উহা প্রত্যক্ষ।

স্বপ্নে স্মরণ উৎপন্ন হয় নাই। নিদ্রাদি দোষবশে স্মরণই প্রত্যক্ষরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। সেইজন্য সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির "অদ্রাক্ষম্" এইরূপ জ্ঞানানুভব হইয়া থাকে। সুতরাং স্বাপ্ন জ্ঞানের সহিত জ্ঞানানুভবের বিরোধ হয় নাই। পূর্বপক্ষীর এই অভিপ্রায়

রথাদি-সৃষ্টি-প্রতিপাদক-শ্রুতি-বিরোধাপত্তেশ্চ। তস্মাচ্ছুক্তি-রূপ্যাদিবৎ স্বপ্নোপলব্ধ-রথাদয়োঽপি প্রাতিভাসিকা যাবৎ প্রতিভাসমবতিষ্ঠন্তে।

নমু স্বপ্নে রথাদ্যধিষ্ঠানতয়োপলভ্যমান-দেশবিশেষস্যাপি তদাঽসন্নিকৃষ্ট-

---

ও রথগমন যোগ্য পথ) উৎপন্ন হয়) এইরূপ রথাদির সৃষ্টি-প্রতিপাদক শ্রুতির সহিতও বিরোধ উপস্থিত হইবে। সেই হেতু স্বপ্নোপলব্ধ রথাদিও শুক্তিরজতাদির ন্যায় প্রাতি-ভাসিক—প্রতিভাস কাল পর্য্যন্ত অবস্থান করে।

আচ্ছা, স্বপ্নকালে রথাদির অধিষ্ঠান (আধার) রূপে উপলভ্যমান দেশ (বস্তু)-

বিবৃতি

বুঝিয়া সিদ্ধান্তী পক্ষান্তরে বলিলেন—**অথ রথান্ রথযোগান্**। যদি স্বাপ্ন জ্ঞান স্মরণ হয় এবং প্রাতিভাসিক রথাদির সৃষ্টি না হয়, তবে যে সমস্ত শ্রুতি স্বপ্নে রথাদি সৃষ্টির উপদেশ করিয়াছেন, সেই সমস্ত নির্দোষ সৃষ্টি-প্রতিপাদক শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইবে। অতএব স্বাপ্ন জ্ঞান স্মৃতি নহে এবং তাহার বিষয় রথাদি স্মর্য্যমাণও নহে। উহা শুক্তিরজতের ন্যায় প্রতিভাস কালে উৎপন্ন প্রাতিভাসিক। যত কাল প্রতিভাস থাকে, ততকালই তাহা থাকে। প্রতিভাসের নিবৃত্তি হইলে তাহারও নিবৃত্তি হয়।

স্বপ্নে রথাদি স্মর্য্যমাণ নহে। উহা তৎকালে উৎপন্ন, প্রত্যক্ষ ও অধ্যস্ত, ইহা উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি পূর্বপক্ষী ইহাদের অধিষ্ঠান নাই মনে কয়িয়া অধ্যাসে আপত্তি প্রকাশ করিতে বলিলেন—**নমু স্বপ্নে** ইত্যাদি। যদি স্বপ্নোপলব্ধ রথাদি বস্তু প্রাতি-ভাসিক হয়, তবে তাহা কোন অধিষ্ঠানে অধ্যস্ত হইবে? যদি উহারা ব্রহ্মচৈতন্যে অধ্যস্ত হইত, তবে তাহারা আকাশাদির ন্যায় সর্ব সাধারণ হইত এবং সংসার কালে তাহাদের নিবৃত্তি হইত না। অধিষ্ঠানের সাক্ষাৎকারই অধ্যস্তের নিবৃত্তির হেতু। সংসারকালে অধিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্যের প্রত্যক্ষ হয় না। অধিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ না হইলে অধ্যস্ত রথাদির নিবৃত্তি কিরূপে হইবে? সুতরাং উহারা ব্রহ্মচৈতন্যে অধ্যস্ত হইতে পারে না।

অহঙ্কারাবচ্ছিন্ন চৈতন্যেও উহা অধ্যস্ত হইতে পারে না। কারণ অহঙ্কাকারাবচ্ছিন্ন চৈতন্য অনাবৃত—সর্বদা সর্বরূপে প্রকাশমান। যাহা সামান্যরূপে প্রকাশমান এবং বিশেষরূপে অপ্রকাশমান, তাহাতেই প্রতিভাসিক অধ্যস্ত হয়। অহঙ্কারাবচ্ছিন্ন চৈতন্য যখন বিশেষরূপেও প্রকাশমান, তখন তাহাতে রথাদির অধ্যাস কিরূপে হইবে? "অহং গজঃ, অহং রথঃ" ইত্যাদি আপত্তিই বা কিরূপে নিবৃত্ত হইবে?

স্বপ্নে "অয়ং রথঃ" ইত্যাদি স্থলে ইদংরূপে যে দেশবিশেষ (বস্তু বিশেষ) রথাদির অধিষ্ঠান-রূপে পরিদৃশ্যমান হইতেছে, সেই দেশবিশেষ বা বস্তুবিশেষ সেখানে নাই। তাহা তৎকালে অবিদ্যা হইতে অধিষ্ঠানরূপে উৎপন্ন হইয়া অবিদ্যাবৃত্তি দ্বারা প্রকাশমান হইলেও বস্তুতঃ তাহা অসন্নিকৃষ্ট ও অপ্রত্যক্ষ। কারণ তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই লয়

তস্মাদনির্বচনীয়-প্রাতিভাসিক-দেশোঽভ্যুপগন্তব্যঃ। তথাচ রথাদ্যধ্যাসঃ কুত্রেতি চেৎ, ন, চৈতন্যস্য স্বয়ংপ্রকাশস্য রথাদ্যধিষ্ঠানত্বাৎ। প্রতীয়মানো

বিশেষও তখন অসন্নিকৃষ্ট বলিয়া অনির্বচনীয় প্রাতিভাসিক দেশও (আধারও) স্বীকার্য্য।

বিবৃতি

হইয়া গিয়াছে। অতএব তাহাও অনির্বচনীয় প্রাতিভাসিক স্বীকার করিতে হইবে। কোন প্রাতিভাসিক বস্তুতে অপর কোন বস্তু অধ্যস্ত হয় না। আপেক্ষিক কোন সত্য বস্তুতেই অপর প্রাতিভাসিক অধ্যস্ত হয়। সুতরাং অধিষ্ঠানরূপে প্রতীয়মান দেশবিশেষ প্রাতিভাসিক বলিয়া তাহাতেও স্বাপ্ন রথাদি অধ্যস্ত হইতে পারে না। অন্য কোনও অধিষ্ঠান-যোগ্য বস্তু নাই। অতএব স্বাপ্ন রথাদির অধ্যাস কোথায় হইবে ?

সিদ্ধান্তী পূর্বপক্ষীর উক্তরূপ আশঙ্কা খণ্ডন পূর্বক জীবচৈতন্যে স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠানত্ব উপপাদন করিতে বলিলেন—**চৈতন্যস্য স্বয়ং-প্রকাশস্য।** যদিও শুদ্ধ ব্রহ্ম স্বপ্না-ধ্যাসের অধিষ্ঠান হইলে কোন দোষ নাই। পূর্বপক্ষী যে যে দোষ দিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। স্বপ্নাধ্যাসের হেতুগুলি সাধারণ নহে। যাহার দোষ, তাহার নিকটই স্বাপ্ন বস্তুর সৃষ্টি হয়, অন্যের নিকট হয় না। এই জন্য উহা সাধারণ নহে। রজ্জুতে দণ্ড ভ্রম হইলে যেমন সর্পভ্রমের নিবৃত্তি হয়। তদ্রূপ জাগ্রদ্ জ্ঞান হইলে স্বাপ্ন ভ্রমের নিবৃত্তি হয়। এজন্য জাগ্রতে স্বাপ্ন ভ্রমের অনুবৃত্তি হয় না। সুতরাং শুদ্ধ ব্রহ্মও স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান হইতে পারেন। স্বয়ংপ্রকাশ অর্থাৎ স্বতঃ অপরোক্ষ সৎ, চিৎ, আনন্দময় জীবচৈতন্যও স্বাপ্ন রথাদির অধিষ্ঠান হইতে পারেন। প্রতীয়মান স্বাপ্ন রথাদি "অস্তি" এইরূপে অর্থাৎ সদ্রূপে প্রতীত হয়, চিদ্রূপে বা আনন্দরূপে প্রতীয়মান হয় না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে—সৎ, চিৎ, আনন্দময় জীবের সর্বরূপ সর্বদা প্রকাশমান নহে। স্বপ্নাধ্যাস স্থলে জীবের চিৎ ও আনন্দ অংশটী অবস্থা অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত এবং সৎ অংশটি অনাবৃত থাকে। এইজন্যই স্বাপ্ন রথাদি সতের সহিত অভেদে 'সৎ রথ' এইরূপে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং সদ্রূপে প্রকাশমান এবং চিৎ ও আনন্দরূপে অপ্রকাশমান মনোবচ্ছিন্ন জীবচৈতন্য স্বাপ্ন রথাদির অধিষ্ঠান বুঝিতে হইবে। পঞ্চপাদিকাকার অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকেই স্বপ্নাধ্যাসের অধিষ্ঠান বলিয়াছেন।[১] পূজ্যপাদ নৃসিংহাশ্রম অন্তকরণোপহিত চৈতন্যকে বলিয়াছেন।[২] শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্য ও জীবচৈতন্য স্বাপ্ন প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান হইতে পারে, ইহাতে কোন দোষ নাই, ইহা আচার্য্য মধুসূদন সিদ্ধান্ত বিন্দুতে বিচার করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।[৩]

১। "তদিহ নিদ্রাদি-দোষোপপ্লুতং মনোঽদৃষ্টাদি-সমুদ্বোধিত-সংস্কার-বিশেষং সহকার্য্যনুরূপং জ্ঞানমুৎ-পাদয়তি"। তস্য চ তদবচ্ছিন্নাপরোক্ষ চৈতন্যস্থাবিদ্যাশক্তিরালম্বনতয়া বিবর্ত্ততে" ক, বে, ২১৮পৃঃ

২। "অন্তঃকরণোপহিত-চৈতনমেব স্বপ্নাধিষ্ঠানম্"—মা, বি ভা পৃঃ। ৩। "কিমধিষ্ঠানং স্বপ্নাধ্যাসস্য ? মনোবচ্ছিন্নং জীবচৈতন্যমিত্যেকে। মূলাজ্ঞানাবচ্ছিন্নং ব্রহ্ম চৈতন্যমিত্যপরে"—কা, সি, বি, ৪০৩ পৃঃ।

হি রথাদিরস্তীত্যেব প্রতীয়তে ইতি সদ্রূপেণ প্রকাশমানং চৈতন্যমেবাধিষ্ঠানম্। দেশবিশেষোঽপি চিদধ্যস্তঃ প্রাতিভাসিকঃ। রথাদাবিন্দ্রিয়-গ্রাহ্যত্বমপি প্রাতিভাসিকম্, তদা সর্বেন্দ্রিয়াণামুপরমাৎ। অহং গজ ইতি প্রতীত্যা-

---

তাহা হইলে রথাদির অধ্যাস কোথায় হইবে—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না; যেহেতু স্বয়ং প্রকাশমান চৈতন্যই রথাদির অধিষ্ঠান। প্রতীয়মান রথাদি 'সৎ' এই রূপেই প্রতীয়মান হয়। অতএব সদ্-রূপে প্রকাশমান চৈতন্যই [স্বাপ্ন রথাদির] অধিষ্ঠান (আধার)। দেশবিশেষও চৈতন্যে অধ্যস্ত প্রাতিভাসিক। রথাদিতে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বও প্রাতিভাসিক; কারণ তখন (স্বপ্নকালে) সকল ইন্দ্রিয়েরই উপরম (ব্যাপার

বিবৃতি

স্বপ্নে 'অয়ং রথঃ' (এইটী রথ) এইরূপেই স্বাপ্ন রথাদির প্রতীতি হয়। উক্ত প্রতীতিতে পূরাবর্ত্তী কোন বস্তুই অধিষ্ঠানরূপে প্রকাশমান হয়। জীবচৈতন্যই যদি স্বাপ্ন রথাদির অধিষ্ঠান হয়, তবে পুরোবর্ত্তী বস্তুবিশেষ কিরূপে রথাদির অধিষ্ঠানরূপে প্রকাশমান হয়? তাহার উত্তরে বলিলেন—**দেশবিশেষোঽপি**। এস্থলে দেশবিশেষ শব্দে রথাদির অধিষ্ঠানরূপে প্রতীয়মান পুরোবর্ত্তী বস্তুবিশেষই বুঝিতে হইবে। 'অয়ং রথঃ' এই প্রতীতিতে যে বাহ্য বস্তুটি রথের অধিষ্ঠানরূপে প্রকাশমান। ঐ বস্তুটি ব্যাবহারিক পারমার্থিক নহে এবং অধ্যাসের পূর্বে সামান্যরূপে প্রকাশমানও নহে; কারণ স্বপ্নকালে কোন ইন্দ্রিয়েরই ব্যাপার নাই। সুতরাং উহা স্বাপ্ন রথাদির অধিষ্ঠান নহে। উহা রথাদির ন্যায় অবিদ্যা কল্পিত। জীবচৈতন্যে কেবল রথটি কল্পিত হয় নাই, ইদমভিন্ন রথই কল্পিত হইয়াছে। তাই ইদংটী রথাদির অধিষ্ঠানরূপে প্রতীত হয়।

অধিষ্ঠানে ভাসমান ধর্মই অধ্যস্ত বস্তুতে ভাসমান হয়, ইহাই নিয়ম। জীবচৈতন্য যদি স্বাপ্ন রথাদির অধিষ্ঠান হইত, তবে উহাতে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যত্বের প্রতীতি হইত না; কারণ জীব-চৈতন্যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যত্ব নাই। সুতরাং রথাদিতে কাহার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যত্ব প্রতীত হয়? তদুত্তরে বলিলেন—**রথাদাবিন্দ্রিয়-গ্রাহ্যত্বমপি**। রথাদিতে প্রতীয়মান ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যত্ব ও ইদন্ত্ব প্রতিভাসকালে অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হয় এবং প্রতিভাসকাল পর্য্যন্ত থাকে। অতএব এইগুলিও রথাদির ন্যায় প্রাতিভাসিক। ইহা রথাদি-গত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যত্বও নহে। যেহেতু স্বপ্নকালে সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই ব্যাপার নিবৃত্ত হইয়াছে। তৎকালে রথাদিতে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যত্বই নাই। সুতরাং উহা প্রাতিভাসিক। অহঙ্কারাবচ্ছিন্ন জীবচৈতন্য স্বাপ্ন রথাদির অধিষ্ঠান হইলে স্বাপ্ন রথাদিতে অহঙ্কারের অভেদ প্রতীত হউক; কারণ অধ্যাসের উপাদান অজ্ঞানের আধারতার অবচ্ছেদকের সহিত অধ্যস্তের অভেদে প্রতীতির নিয়ম আছে। এই আপত্তির উত্তরে বলিলেন—**অহং গজঃ** ইত্যাদি। পূর্বোক্ত প্রকারে এই আপত্তি খণ্ডন করিতে হইবে। এসম্বন্ধে বিশেষ কথা পুর্বেই উক্ত হইয়াছে।

পাদনন্তু পূর্ববন্নিরসনীয়ম্। স্বাপ্ন-গজাদয়ঃ সাক্ষান্মায়া-পরিণামা ইতি কেচিৎ। অন্তঃকরণ-দ্বারা তৎপরিণামা ইত্যন্যে।

নিবৃত্তি) হইয়াছে। "অহং গজ"—এই প্রতীতির আপাদন কিন্তু পূর্বের ন্যায় খণ্ডনীয়। স্বাপ্ন হস্তী প্রভৃতি সাক্ষাৎ মায়ার পরিণাম, ইহা কেহ কেহ (নৃসিংহাশ্রম) বলেন। অন্তঃকরণ বৃত্তিদ্বারা মায়ার পরিণাম, ইহা অন্য (ভারতীতীর্থ প্রভৃতি) আচার্য্যগণ বলেন।

বিবৃতি

স্বাপ্ন রথাদির অধিষ্ঠান নিরূপিত হইয়াছে। সম্প্রতি উহার পরিণামী উপাদান নিরূপণ করিতে বলিলেন—**স্বাপ্ন-গজাদয়ঃ সাক্ষাৎ**। এস্থলে সাক্ষাৎ পদের একটী অর্থ—অবয়বাদি পরিণাম ব্যতীত। অপর অর্থ—অন্তঃকরণ বৃত্তি ব্যতীত। আত্মা স্বাপ্ন রথাদির পরিণামী উপাদান নহে, যেহেতু আত্মা অপরিণামী। অন্তঃকরণও উপাদান নহে; যেহেতু উহা অধ্যস্ত রথাদি অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও আন্তর। আন্তর বস্তু কোন বাহ্য বস্তুর উপাদান হয় না; অতএব মায়াই উহার সাক্ষাৎ উপাদান। ব্যাবহারিক ঘটাদির সৃষ্টিতে মায়া যেরূপ ঘটাবয়ব কপালাদি পরিণামকে অপেক্ষা করে। স্বাপ্ন রথাদির সৃষ্টিতে মায়া সেরূপ অবয়ব পরিণামকে অপেক্ষা করে না। ঘটাদির নাশে কপালাদির যেরূপ নিয়মতঃ উপলব্ধি হয়, স্বাপ্ন গজাদির নাশে তদবয়বের নিয়মতঃ উপলব্ধি হয় না। যদি বা কখনও তাহার অবয়বের উপলব্ধি হয়, তবে তাহাও তৎকালেই উৎপন্ন প্রাতিভাসিক। সুতরাং মায়ার অবয়ব পরিণাম বিনাই গজাদ্যাকার পরিণাম হয়। অবয়ব পরিনাম বিনা মায়ার যে পরিণাম, তাহাই তাহার সাক্ষাৎ পরিণাম।

যদিও দেহমধ্যস্থ অহঙ্কারাদি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যই স্বাপ্ন প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান, তথাপি তাহা অনভিব্যক্ত হইলে অধিষ্ঠান হইবে না। কারণ অভিব্যক্তই অধিষ্ঠান হয়, ইহাই নিয়ম। তাহার সেই অভিব্যক্তি অন্তঃকরণ বৃত্তি ব্যতীত স্বতঃই হইয়াছে। যেহেতু অহঙ্কারাদি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যে অজ্ঞানের আবরণ স্বীকৃত হয় নাই। 'সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহে' মহামতি অপ্পয় দীক্ষিতও ইহা বলিয়াছেন।[১] সুতরাং স্বতঃ অভিব্যক্ত চৈতন্যাশ্রিত মায়ার গজাদি পরিণামে অন্তঃকরণ বৃত্তির অপেক্ষা নাই। অন্তঃকরণ বৃত্তির সাহায্য বিনাই মায়ার যে পরিণাম, তাহাই মায়ার সাক্ষাৎ পরিণাম। ইহা পূজ্যপাদ নৃসিংহাশ্রমের মত।

সম্প্রতি এ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ ভারতী তীর্থের মত ব্যক্ত করিতে বলিলেন—**অন্তঃকরণ-দ্বারা**। শরীর মধ্যস্থ অহঙ্কারের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য স্বাপ্ন গজাদির অধিষ্ঠান হইলে এবং উহাতে স্বাপ্ন গজাদির অধ্যাস স্বীকার করিলে ঐ স্বাপ্ন গজাদির প্রকাশ হইবে না; যেহেতু ঐ অধিষ্ঠান চৈতন্য অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত। অধিষ্ঠান চৈতন্য আবৃত

১। "তস্মাৎ স্বতোঽপরোক্ষমহঙ্কারাদ্যনবচ্ছিন্নং চৈতন্যং তদধিষ্ঠানম্"—কা, সি ৩৩৯ পৃঃ

নমু গজাদেঃ শুদ্ধ-চৈতন্যাধ্যস্তত্বে ইদানীং তৎসাক্ষাৎকারাভাবেন জাগরণেঽপি স্বপ্নোপলব্ধ-গজাদয়োঽনুবর্ত্তেরন্‌। উচ্যতে। কার্য্য-বিনাশো দ্বিবিধঃ, কশ্চিত্তুপাদানেন সহ, কশ্চিৎ তু বিদ্যমান এবোপাদানে। আদ্যো বাধঃ, দ্বিতীয়স্তু নিবৃত্তিঃ। আদ্যস্য কারণমধিষ্ঠান-সাক্ষাৎকারঃ, তেন বিনোপাদান-ভূতায়া অবিদ্যায়া অনিবৃত্তেঃ। দ্বিতীয়ে বিরোধি-বৃত্ত্যুৎপত্তির্দোষ-

---

আচ্ছা, স্বাপ্ন হস্তী প্রভৃতি শুদ্ধ চৈতন্যে অধ্যস্ত হইলে এখন (জাগ্রতে) সেই শুদ্ধ চৈতন্যের সাক্ষাৎকার না হওয়ায় (থাকায়) জাগ্রতেও স্বপ্নোপলব্ধ রথাদি অনুবৃত্ত হউক। [বলিতেছি] কার্য্যের বিনাশ দুই প্রকার হয়। কোন কার্য্যের বিনাশ উপাদানের সহিত হয়। কোন কার্য্যের বিনাশ বা উপাদান বিদ্যমানেও হইয়া থাকে। প্রথমটি বাধ। দ্বিতীয় বিনাশটি নিবৃত্তি। প্রথম বিনাশের কারণ অধিষ্ঠানের সাক্ষাৎকার; যেহেতু তদ্ব্যতীত (অধিষ্ঠানের সাক্ষাৎকার ব্যতীত) উপাদান-ভূত অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না। দ্বিতীয় বিনাশের (নিবৃত্তির) কারণ—বিরোধী বৃত্তির উৎপত্তি অথবা দোষের নিবৃত্তি। অত

বিবৃতি

হইয়া অপ্রকাশ থাকিলে তদভিন্ন স্বাপ্ন গজাদির প্রকাশ কোনরূপেই সম্ভব নহে। সুতরাং স্বাপ্ন গজাদির অবভাসের অনুরোধে অধিষ্ঠান চৈতন্যকে অভিব্যক্ত হইতে হইবে। শরীরের অন্তর্গত স্বতন্ত্র অন্তঃকরণের ইন্দ্রিয়াদির সাহায্য বিনাই বৃত্তি হয় এবং সেই বৃত্তি দ্বারাই অধিষ্ঠান চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়। তখন সেই অভিব্যক্ত চৈতন্যে আশ্রিত মায়া স্বাপ্ন গজাদিরূপে পরিণত হয়। অন্তঃকরণের বৃত্তি এইরূপে সহকারী হয় বলিয়া পূজ্যপাদ ভারতী তীর্থ স্বাপ্ন গজাদিকে অন্তঃকরণ বৃত্তি দ্বারা মায়ার পরিণাম বলিয়াছেন।

পূর্বপক্ষী প্রকারান্তরে অহঙ্কারাদি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন শুদ্ধ চৈতন্যে স্বাপ্ন গজাদির অধ্যাসে আপত্তি করিতে বলিলেন—**গজাদেঃ শুদ্ধচৈতন্যাধ্যস্তত্বে**। অধিষ্ঠান-বিষয়ক অজ্ঞান অধ্যস্তের উপাদান। অধিষ্ঠানের সাক্ষাৎকারই সেই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক, ইহা সিদ্ধান্ত। অহঙ্কারাদি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন শুদ্ধ চৈতন্যে স্বাপ্ন গজাদি অধ্যস্ত হইলে জাগ্রৎ কালে ঐ অধিষ্ঠানের সাক্ষাৎকার হয় না বলিয়া সেই উপাদান অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য স্বাপ্ন গজাদির নিবৃত্তি হইবে না। তাহা হইলে জাগ্রতেও স্বাপ্ন গজাদির অনুবৃত্তি ও প্রত্যক্ষ হউক ?

সিদ্ধান্তী ইহার সমাধানে বলিলেন—**কার্য্যবিনাশো দ্বিবিধঃ**। কার্য্যের বিনাশ দুই প্রকার—বাধ ও নিবৃত্তি। উপাদানের নাশের সহিত কোন কার্য্যের যে নাশ, তাহার নাম—বাধ। ইহার কারণ—অধিষ্ঠান সাক্ষাৎকার। ইহা উৎপন্ন হইলেই অধিষ্ঠান বিষয়ক উপাদান অজ্ঞানের নাশ হয়। উপাদান অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই তাহার কার্য্যও বিনষ্ট হয়। উপাদানের বিদ্যমানদশাতে কোন কার্য্যের যে বিনাশ, তাহার নাম নিবৃত্তি। তাহার কারণ—বিরোধী বৃত্তির উৎপত্তি অথবা দোষের নিবৃত্তি। জাগ্রৎকালে অধিষ্ঠানের

নিবৃত্তির্বা। তদিহ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারাভাবাৎ স্বাপ্ন-প্রপঞ্চো মা বাধিষ্ট। মুষল-প্রহারেণ ঘটাদেরিব বিরোধি-বৃত্ত্যন্তরোদয়েন স্বজনকীভুত-নিদ্রাদি-

---

এব জাগ্রতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের অভাববশতঃ স্বাপ্ন প্রপঞ্চ বাধিত না হউক ; মুদ্গর প্রহারে ঘটাদির নিবৃত্তির স্থায় বিরোধী অন্য বৃত্তির উৎপত্তি দ্বারা অথবা নিজের জনকীভূত

বিবৃতি

সাক্ষাৎকার হয় নাই বলিয়া স্বাপ্ন গজাদির বাধ না হয়, নাই হউক। কিন্তু মুদ্গর প্রহারে ঘটের নিবৃত্তির ন্যায় বিরোধী জাগ্রদ্ বৃত্তির উদয়ে অথবা স্বাপ্ন গজাদির জনক নিদ্রাদি দোষের নাশে স্বাপ্ন গজাদির নিবৃত্তিতে কোনই বিরোধ বা অনুপত্তি নাই। জাগ্রতের প্রথম ক্ষণে অহমাকার বিরোধী বৃত্তির উদয় হইলে স্বাপ্ন গজাদির নিবৃত্তি হইবে। তাহা হইলে জাগ্রতে তাহার অনুবৃত্তি ও অবভাস হইবে না।

স্বপ্নকালে যখন একটি স্বাপ্নের নিবৃত্তি হইয়া স্বাপ্নান্তরের উদয় হয়, তখন ঐ স্বাপ্ন-নিবৃত্তির প্রতি দোষনিবৃত্তি হেতু নহে ; কারণ তৎকালে স্বাপ্নান্তরের হেতু নিদ্রা-রূপ দোষ আছে। সুতরাং সে স্থলে বিরোধী বৃত্তির উৎপত্তিকেই স্বাপ্ন নিবৃত্তির হেতু বলিতে হইবে। বিরোধী বৃত্তির উৎপত্তিমাত্রকে স্বাপ্ন-নিবৃত্তির হেতু বলিলে জাগ্রতের অব্যবহিত পর ক্ষণে বিরোধী বৃত্তির উৎপত্তি না হওয়ায় স্বাপ্ন বস্তুর অনুবৃত্তি হইবে। এই জন্য দোষ-নিবৃত্তিকেও স্বাপ্ন-নিবৃত্তির হেতু বলিতে হইবে। ইহা মূলের দ্বারা বুঝা যায়।

বস্তুতঃ স্বপ্নকালে বিরোধী অন্য বৃত্তিকে এবং জাগ্রৎকালে নিদ্রাদি দোষের বিনাশকে স্বাপ্ন-নিবৃত্তির হেতু বলিলে অননুগত দুইটীকে হেতু বলিতে হয়। তদপেক্ষা অনুগত একমাত্র বিরোধী বৃত্তির উৎপত্তিকে হেতু বলাই সঙ্গত। তাহাতে কোনও দোষ নাই। সুষুপ্তিতে উৎপন্ন সাক্ষ্যাকার ও সুখাকার বিরোধী বৃত্তি, জাগ্রতের উৎপত্তি-কালে উৎপন্ন অহমাকার বৃত্তি স্বাপ্ন প্রপঞ্চকে নিবৃত্তি করে। স্বপ্নোৎপন্ন অহমাকার বৃত্তি যদি স্বাপ্ন ইন্দ্রের নিবর্ত্তক না হয়, তবে জাগ্রতে উৎপন্ন অহমাকার বৃত্তি স্বাপ্ন নিবৃত্তির হেতু হইবে কেন? ইহা বলা যায় না, কারণ স্বপ্নস্থলে অহমাকার ও ইন্দ্রাকার দুইটি বৃত্তি হয় নাই। ইন্দ্র-তাদাত্ম্যাপন্ন অহং-বিষয়ক একটিই অবিদ্যাবৃত্তি হইয়া থাকে। বিরোধী অন্য বৃত্তি নাই বলিয়া স্বপ্নে ইন্দ্রাদির নিবৃত্তি হয় না। স্বপ্নে যে সকল বৃত্তির উদয়ে পূর্ব বৃত্তির নিবৃত্তি হয়, কেবল সেই বৃত্তিগুলিকেই বিরোধী বলিতে হইবে। যাহার উদয়ে যাহার নিবৃত্তি হয় না, সে তাহার বিরোধী নহে, ইহা ফলানুসারে কল্পনা করিতে হইবে। সুতরাং অনুগত বিরোধী বৃত্তির উৎপত্তিই স্বাপ্ন-নিবৃত্তির হেতু, দোষ-নিবৃত্তি হেতু নহে। অনাস্থা-সূচক 'বা" শব্দের প্রয়োগ করিয়া গ্রন্থকার দ্বিতীয় পক্ষে অনাস্থাই প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বাপ্ন প্রপঞ্চের দুই প্রকার বিনাশ উপপাদিত হইয়াছে। জাগৎকালোৎপন্ন প্রাতি-

দোষনাশেন বা গজাদি-নিবৃত্তৌ কো বিরোধঃ ? এবং শুক্তিরূপ্যস্য শুক্ত্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্য-নিষ্ঠ-তুলাবিদ্যা-কার্য্যত্ব-পক্ষে শুক্তিরিতি জ্ঞানেন তদজ্ঞানেন সহ রজতস্য বাধঃ। মূলাবিদ্যা-কার্য্যত্ব-পক্ষে তু মূলাবিদ্যায়া ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-মাত্র-নিবর্ত্ত্যতয়া শুক্তি-তত্ত্ব-জ্ঞানেনাঽনিবর্ত্ত্যতয়া তত্র শুক্তিজ্ঞানান্ নিবৃত্তি-মাত্রং মুদ্গর-প্রহারেণ ঘটস্যেব।

নিদ্রাদি দোষের নিবৃত্তি দ্বারা স্বাপ্ন গজাদির নিবৃত্তিতে বিরোধ কি ? অর্থাৎ কোন বিরোধ নাই। এইরূপ শুক্তিরজত শুক্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যনিষ্ঠ তূলা অবিদ্যার কার্য্য—এই পক্ষে (মতে) "শুক্তি" এই জ্ঞানের দ্বারা সেই উপাদানভূত তূলাবিদ্যার সহিত রজতের বাধ হয়। মূলা অবিদ্যার কার্য্য—এই পক্ষে (মতে) কিন্তু মূলাবিদ্যা কেবল ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় বলিয়া এবং শুক্তিতত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় নহে বলিয়া শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা শুক্তিতে [রজতের] নিবৃত্তিমাত্র হইয়া থাকে। যেমন মুদ্গর প্রহারের দ্বারা [কপালে] ঘটের নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

বিবৃতি

ভাসিকের সেইরূপ দুই প্রকার বিনাশ প্রতিপাদন করিতে বলিলেন—**এবং শুক্তি-রূপ্যস্য**। ইষ্টসিদ্ধি-কারের মতে শুক্তি-রজত তূলাঽবিদ্যার কার্য্য।[১] বিবরণ-কারের মতে এক সত্তা পক্ষে শুক্তিরজত মূলাঽবিদ্যার কার্য্য ; কিন্তু সত্তাত্রৈবিধ্য পক্ষে অবস্থা-অবিদ্যার কার্য্য। শুক্তিরজত শুক্তি-বিষয়ক তূলাবিদ্যার কার্য্য—এই মতে "ইয়ং শুক্তিঃ" এইরূপে অধিষ্ঠান শুক্তির সাক্ষাৎকার হইলে তূলাবিদ্যার সহিত শুক্তিরজতের নাশ হয়। এই পক্ষে উপাদান তূলাবিদ্যার সহিত শুক্তিরজতের নাশ হওয়ায় শুক্তি-রজতের বাধ হয়, নিবৃত্তি হয় না। শুক্তিরজত মূলাবিদ্যার কার্য্য—এই মতে মূলাবিদ্যার বিষয় ব্রহ্মই শুক্তি রজতের অধিষ্ঠান। মূলাবিদ্যা এই অধিষ্ঠান ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার মাত্রের দ্বারাই নিবর্ত্তনীয়, শুক্তি-বিষয়ক বা অন্য-বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয় নহে ; কারণ ভিন্ন বিষয়ক-জ্ঞান ভিন্ন-বিষয়ক অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয় না। জাগ্রৎকালে অধিষ্ঠান ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার কাহারও হয় না বলিয়া শুক্তিরজতের উপাদান মূলাবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না। তবে জাগ্রৎকালীন শুক্তি-জ্ঞান বিরোধী বলিয়া মুদ্গর প্রহারে ঘটের নিবৃত্তির ন্যায় শুক্তি-সাক্ষাৎকারের দ্বারা প্রাতিভাসিক শুক্তি-রজতের নিবৃত্তিমাত্র হয়, বাধ হয় না। এইজন্য শুক্তি সাক্ষাৎকারের পর শুক্তিরজতের অবভাস হয় না।

১। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অবিদ্যা তিন প্রকার—মূলাবিদ্যা, অবস্থাবিদ্যা ও তূলাবিদ্যা। আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি-যুক্ত, ব্রহ্ম-জ্ঞানমাত্র-নাশ্য, ব্রহ্মাশ্রয় ও ব্রহ্ম-বিষয়ক, অনাদি ভাবভূত অবিদ্যাই মূলাবিদ্যা। আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিযুক্ত, ব্রহ্ম-জ্ঞান-ভিন্ন জ্ঞানের দ্বারা নাশ্য, মূলাজ্ঞানের সহিত অভিন্ন সোপাধিক চৈতন্যাশ্রিত ও সোপাধিক চৈতন্য-বিষয়ক অবিদ্যাই অবস্থাবিদ্যা। আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি-যুক্ত ব্রহ্ম-জ্ঞান ভিন্ন জ্ঞানের দ্বারা নাশ্য মূলাজ্ঞান হইতে ভিন্ন সোপাধিক চৈতন্যাশ্রিত ও সোপাধিক চৈতন্য-বিষয়ক অবিদ্যাই তূলাবিদ্যা। বিবরণ-কার মূলাবিদ্যা ও অবস্থাবিদ্যা এবং ইষ্টসিদ্ধিকার মূলাবিদ্যা ও তূলাবিদ্যা স্বীকার করিয়া সমস্ত নির্বাহ করেন।

নমু শুক্তৌ রজতস্য প্রাতিভাসিক-সত্ত্বাভ্যুপগমে নেদং রজতমিতি ত্রৈকালিক-নিষেধ-জ্ঞানং ন স্যাৎ, কিন্ত্বিদানীমিদং ন রজতমিতি, ইদানীং ঘটঃ শ্যামো নেতিবদিতি চেৎ, ন, ন হি তত্র রজতত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাবো

আচ্ছা, শুক্তিনিষ্ঠ রজতের প্রাতিভাসিক সত্তা স্বীকার করিলে "নেদং রজতং" (এইটি রজত নয়) অর্থাৎ "নাত্র রজতং" (এই শুক্তিতে রজত নাই) এইরূপ ত্রৈকালিক নিষেধের (অত্যন্তাভাবের) জ্ঞান না হউক। কিন্তু 'এখন ঘটটি শ্যাম নয়' এই জ্ঞানের ন্যায় 'এখন এইটি রজত নয়' এইরূপ জ্ঞান হউক—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে

বিবৃতি

প্রাতিভাসিক রজত সেই সেই অবিদ্যার কার্য্য, ইহা উপপাদিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্বপক্ষী ইহাতে আপত্তি করিতে বলিলেন—**নমু শুক্তৌ রজতস্য** ইত্যাদি। এস্থলে পূর্বপক্ষী সিদ্ধান্তীর নিকট শুক্তিতে রজতের ত্রৈকালিক নিষেধজ্ঞানের অভাব উপপাদন করিতে "নেদং রজতম্" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন। এই বাক্য হইতে অত্যন্তাভাবের বোধ হইলে তবেই তাহার নিষেধ উপপন্ন হয়। কিন্তু শ্রোতার এই বাক্য হইতে অত্যন্তাভাবের বোধ হইবে না, অন্যোন্যাভাবেরই বোধ হইবে; কারণ সমানবিভক্তি যুক্ত পদদ্বয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নঞ্ অন্যোন্যাভাবেরই বোধক হয়—এই নিয়ম আছে। এস্থলে ইদং ও রজতং দুইটি সমানবিভক্তি-যুক্ত পদ। ঐ পদের দ্বারা উপস্থাপিত একটি বিশেষ্যে নঞ্ "ইদং রজতভেদবান্" এইরূপে অন্যের অন্যোন্যাভাব বুঝাইবে। সুতরাং এস্থলে "নেদং" বাক্যটি "নাত্র" তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত বুঝিতে হইবে। প্রাগভাব ও ধ্বংসের ব্যাবৃত্তির জন্য নিষেধে ত্রৈকালিক বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। ত্রৈকালিক নিষেধের অর্থ—অত্যন্তাভাব।

শুক্তিতে প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদির প্রাতিভাসিক সত্তা স্বীকার করিলে "নাত্র রজতম্" (এই শুক্তিতে রজত নাই) এইরূপে রজতের ত্রৈকালিক নিষেধের অর্থাৎ অত্যন্তাভাবের জ্ঞান হইবে না। কোন বস্তু কোনকালে প্রতিযোগীর অধিকরণ হইলে আর সেই বস্তু সেই কালে তাহার অত্যন্তাভাবের অধিকরণ হয় না; যেহেতু উহারা পরস্পর বিরোধী। শুক্তি যখন শুক্তিরজতের কিছুকাল অধিকরণ হইয়াছে, তখন তৎকালে তাহাতে তাহার অত্যন্তাভাবের জ্ঞান হইবে না। তবে "সেখানে এখন রজত নাই" এইরূপে কোনও কালবিশেষে তাহার অত্যন্তাভাবের জ্ঞান হইবে। যেমন "এখন ঘটে শ্যামরূপ নাই" এইরূপে ঘটে কদাচিৎ শ্যাম রূপের অত্যন্তাভাবের জ্ঞান হয়। কিন্তু তাহাতে শ্যাম রূপ যেমন মিথ্যা হয় না; তদ্রূপ শুক্তিরজতও মিথ্যা হইবে না। যে বস্তু নিজ অধিকরণে ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী, সেই মিথ্যা। শুক্তিরজত যখন শুক্তিতে ত্রৈকালিক নিষেধের প্রতিযোগী হইতেছে না, তখন সে কিরূপে মিথ্যা হইবে?

নিষেধ-ধী-বিষয়ঃ, কিন্তু লৌকিক-পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্ন-প্রাতিভাসিক-রজত-প্রতিযোগিতাকঃ, ব্যধিকরণ-ধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাবাভ্যুপগমাৎ।

পার না ; যেহেতু শুক্তিরজতের ত্রৈকালিক নিষেধ স্থলে রজতত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক রজতের অভাব নিষেধ জ্ঞানের বিষয় নহে ; কিন্তু ব্যধিকরণ-ধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব অঙ্গীকৃত হওয়ায় লৌকিক পারমার্থিকত্ব-ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রাতিভাসিক রজত-প্রতি-যোগিতাক রজতের অভাবই নিষেধ জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে।

বিবৃতি

সিদ্ধান্তী এই আপত্তি খণ্ডন করিতে বলিলেন—**ন হি তত্র** ইত্যাদি। রজতত্বেন অবচ্ছিন্না প্রতিযোগিতা যস্য (রজতত্ব ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়াছে প্রতিযোগিতা যে অভাবের) এই বিগ্রহে নিষ্পন্ন রজতত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক শব্দের অর্থ—যে অভাবের প্রতিযোগিতাটী রজতত্ব ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন, সেই অভাবের নাম—রজতত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক রজতাভাব। ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক হইলেও যাহা লোকে পার-মার্থিক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই এই স্থলে লৌকিক পারমার্থিক। তাহারই ধর্ম লৌকিক পারমার্থিকত্ব। উহারই নাম—ব্যাবহারিকত্ব। সেই নিষেধ স্থলে অর্থাৎ "এই শুক্তিতে তিনকালে রজত নাই" এই নিষেধ স্থলে রজতত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক রজতাভাব[১] অর্থাৎ যে রজতাভাবের প্রতিযোগিতাটী রজতত্ব ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন, তাদৃশ রজতাভাব পূর্বোক্ত নিষেধ জ্ঞানের বিষয় নহে। কিন্তু লৌকিক পারমার্থিকত্ব ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতি-যোগিতাক রজতের অভাব অর্থাৎ যে রজতাভাবের প্রতিযোগিতাটী লৌকিক পরমা-র্থিকত্ব ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন ; তাদৃশ রজতাভাবই উক্ত নিষেধ জ্ঞানের বিষয়।

১। যাহার অভাব, তাহা সেই অভাবের প্রতিযোগী। যে প্রতিযোগী, তাহাতে প্রতিযোগিতা নামে একটি ধর্ম থাকে। সেই প্রতিযোগিতাটি অভাবের প্রতিযোগিতা বা অভাবীয় প্রতিযোগিতা নামে প্রসিদ্ধ। এই অভাবীয় প্রতিযোগিতাটি ধর্ম ও সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন (ব্যাবৃত্ত বা বিশেষিত) হয়। ধ্বংস এবং প্রাগভাবের প্রাতিযোগিতা সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় না। যে রূপে বস্তুর নিষেধ হয়, সেই রূপ বা ধর্মটী সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম। ঐ ধর্মের দ্বারা ঐ প্রতিযোগিতাটি অবচ্ছিন্ন হয়। যে সম্বন্ধে প্রতিযোগীর নিষেধ হয়, সেই সম্বন্ধটি সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ। ঐ সম্বন্ধের দ্বারাও ঐ প্রতিযোগিতাটি অবচ্ছিন্ন হয়। ভূতলে সংযোগ সম্বন্ধে ঘটত্বরূপে ঘট নাই—এইরূপ জ্ঞানে ঘটের অভাব বিষয় হয়। ঘটটি ঐ অভাবের প্রতিযোগী হওয়ায় উহাতে যে প্রতিযোগিতা আছে, তাহা ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতা। এস্থলে সংযোগ সম্বন্ধে ও ঘটত্বরূপে ঘটের নিষেধ হওয়ায় ঐ প্রতিযোগিতাটি সংযোগ সম্বন্ধের দ্বারা ও ঘটত্বের দ্বারা বচ্ছিন্ন হইল। এজন্য এই ঘটাভাবকে সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক ঘটাভাব বলা হয়। ইহাতে রজত নাই—এইরূপে শুক্তিতে যে প্রাতিভাসিক রজতের নিষেধ হয়, তাহা প্রাতি-ভাসিক রজতত্বরূপে নহে। কেননা সেইরূপে প্রাতিভাসিক রজত সেখানে রহিয়াছে। পরন্তু লৌকিক পারমার্থিকত্বরূপে প্রাতিভাসিক রজত সেখানে নাই। সুতরাং লৌকিক পারমার্থিকত্ব-রূপেই রজতের নিষেধ হইয়াছে। তাই এই রজতাভাবকে লৌকিক পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক রজতাভাব বলা হয়। প্রাতিভাসিকত্বরূপে প্রাতিভাসিক রজত কিছুকাল শুক্তিতে থাকিলেও লৌকিক পারমার্থিকত্ব-রূপে কোন কালে না থাকায় তিন কালে তাহার নিষেধ হয় এবং প্রাতিভাসিক রজত ঐ নিষেধের প্রতিযোগী হওয়ায় মিথ্যা হয়।

বিবৃতি

তাৎপর্য্য এই যে, সমান ধর্ম-বিশিষ্ট প্রতিযোগী ও তাহার অভাব পরস্পর বিরোধী। অন্য ধর্মবিশিষ্ট সেই প্রতিযোগীর অভাব তাহার বিরোধী নহে। যেখানে যে ধর্ম-বিশিষ্ট প্রতিযোগী থাকে, সেখানে তাহার অভাব অর্থাৎ সেই ধর্মবিশিষ্ট প্রতিযোগীর অভাব বিরোধী বলিয়া থাকে না। কিন্তু অন্য ধর্মবিশিষ্ট সেই প্রতিযোগীর অভাব বিরোধী নহে বলিয়া থাকিতে পারে। প্রতিভাসিক রজতত্ব ধর্ম-বিশিষ্ট প্রতিভাসিক রজত প্রতিভাসকালে শুক্তিতে আছে বলিয়া সেখানে তাহার অভাব না থাকিলেও লৌকিক পারমার্থিকত্ব ধর্ম বিশিষ্ট প্রাতিভাসিক রজতের অভাব বিরোধী নহে বলিয়া থাকিতে পারে। "এই শুক্তিতে তিন কালে রজত নাই"—এইরূপে যে রজতের নিষেধ, তাহা প্রাতিভাসিক রজতত্ব ধর্ম-বিশিষ্ট প্রাতিভাসিক রজতের নিষেধ নহে। কেননা সেখানে বিরোধী প্রাতিভাসিক রজতত্ব-বিশিষ্ট প্রাতিভাসিক রজত আছে। এজন্য উহাতে তাহার অভাব থাকে না। কিন্তু প্রাতিভাসিক রজতত্ব-বিশিষ্ট প্রাতিভাসিক রজতের সহিত লৌকিক পারমার্থিকত্ব ধর্ম-বিশিষ্ট প্রাতিভাসিক রজতের অভাব বিরোধী নহে এবং প্রাতিভাসিক রজত লৌকিক পারমার্থিকত্বরূপে কোন কালে শুক্তিতে থাকে না। সুতরাং "এখানে রজত নাই" এই প্রতীতির বিষয় কেবল রজতের অভাব বা প্রাতিভাসিক রজতত্ব-বিশিষ্ট প্রাতিভাসিক রজতের অভাব নহে। কিন্তু লৌকিক পারমার্থিকত্ব-বিশিষ্ট প্রাতিভাসিক রজতের অভাব। প্রাতিভাসিক রজত লৌকিক পারমার্থিকত্বরূপে শুক্তিতে কোন কালে নাই বলিয়া তিনকালে তদ্রূপে তাহার অভাবের জ্ঞান হইতে পারে। প্রাতিভাসিক রজত এইরূপে স্বাধিকরণ শুক্তিনিষ্ঠ স্বাভাবের প্রতিযোগী হওয়ায় মিথ্যাও হইবে।

"এই শুক্তিতে রজত নাই'—এইরূপ রজতাভাব জ্ঞানের বিষয় লৌকিক পারমার্থিকত্ব ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক রজতের অভাব, ইহা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু লৌকিক পারমার্থিকত্ব ধর্মটী ব্যাবহারিক সত্য রজতের ধর্ম, প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতের ধর্ম নহে। অতএব উহা প্রাতিভাসিক রজতনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক কিরূপে হইবে? প্রতিযোগীর ধর্মই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়। যাহা প্রতিযোগীর ধর্ম নহে, তাহা প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় না। এইরূপ আশঙ্কার সমাধানে বলিলেন—**ব্যধিকরণ-ধর্মাবচ্ছিন্ন** ইত্যাদি। বি—বিভিন্নং প্রতিযোগি-ভিন্নং অধিকরণং যস্য—এইরূপ বিগ্রহে নিষ্পন্ন ব্যধিকরণ শব্দের অর্থ হইতেছে—বিভিন্ন অর্থাৎ প্রতিযোগী ভিন্ন অধিকরণ যে ধর্মের, এইরূপ ধর্মই ব্যধিকরণ ধর্ম। প্রাতিভাসিক রজতাভাবের প্রতিযোগী প্রাতিভাসিক রজত হইতে ভিন্ন ব্যবহারিক সত্য রজত হইতেছে—লৌকিক পারমার্থিকত্বের অধিকরণ। তাই লৌকিক পারমার্থিকত্বটী প্রাতিভাসিক রজতের ব্যধি-

বিবৃতি

করণ ধর্ম। ব্যধিকরণ ধর্ম প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইবে না, ইহাতে কোন প্রমাণও নাই, বাধকও নাই। পরন্তু যেরূপে প্রতিযোগীর নিষেধ হইবে, সেই রূপই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইবে। ঘটত্বরূপে ঘটের যেরূপ নিষেধ হয়, পটত্বরূপেও ঘটের নিষেধ হয়। ঘটত্বরূপে ঘটের নিষেধ স্থলে ঘটত্ব যেরূপ ঘট-গত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক, পটত্বরূপে ঘটের নিষেধ স্থলে পটত্ব সেইরূপ ঘট-গত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক। প্রকৃতস্থলে শুক্তিতে লৌকিক পারমার্থিকত্ব-রূপে প্রাতিভাসিক রজতের নিষেধ হওয়ায় লৌকিক পারমার্থিকত্বই প্রাতিভাসিক রজত-গত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ ব্যধিকরণধর্ম-রূপে প্রতিযোগীর নিষেধ হইতে পারিবে না।

টিপ্পনী

বস্তুতঃ এই নিষেধটি ব্যধিকরণ ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব নহে। যদি এই অভাবটি তাহা হইত, তবে শুক্তিতে লৌকিক পারমার্থিকত্ব বিশিষ্ট রজতের নিষেধ হইলে তাহার সহিত প্রাতিভাসিক রজতত্ববিশিষ্ট রজতের বিরোধ না থাকায় শুক্তিতে তাহার নিষেধ হইবে না। তাহা না হইলে তাহার মিথ্যাত্ব সিদ্ধি হইবে না। পূজ্যপাদ নারায়ণ তীর্থও ভাষ্যবার্ত্তিকে এই কথা বলিয়াছেন।[১] সুতরাং শুক্তিতে যেরূপে রজতাদি প্রসক্ত, সেইরূপেই তাহার নিষেধ বলিতে হইবে। শুক্তিতে প্রাতিভাসিকত্ব রূপে যেরূপ রজতের প্রসক্তি হইয়াছে, ব্যাবহারিকত্ব বা লৌকিক পারমার্থিকত্ব-রূপেও রজতের প্রসক্তি হইয়াছে। তাহা না হইলে ঐ রজতকে ব্যাবহারিক সত্য-রজতরূপে বুঝে নাই বলিয়া রজত প্রত্যক্ষের অনন্তর ব্যাবহারিক সত্য রজতার্থীর রজতের অভিমুখে প্রবৃত্তি হইত না। অথচ এই প্রবৃত্তি সকলের হইয়া থাকে। সুতরাং এই প্রবৃত্তির অনুরোধে শুক্তিরজতে রজতত্বের ন্যায় অনির্বচনীয় লৌকিক পারমার্থিকত্বেরও উৎপত্তি ও প্রতীতি স্বীকার করিতে হইবে। লঘুচন্দ্রিকাকার অদ্বৈতসিদ্ধির মিথ্যাত্ব-নিরুক্তিতে ইহা সুস্পষ্ট-ভাবে বলিয়াছেন।[২] লৌকিক পরমার্থিকত্বরূপে রজতের নিষেধকালে প্রাতিভাসিকত্ব-রূপে রজতের নিষেধ না হওয়ায় রজত প্রত্যক্ষ হউক? এইরূপ আপত্তিও হয় না। কারণ 'এইটি শুক্তি'—এইরূপ অধিষ্ঠানের জ্ঞানের দ্বারা শুক্তিরজতের উপাদান অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে তৎকার্য্য শুক্তিরজতের নিবৃত্তি হইয়া যায়। তখন সে থাকে না বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় না। যদি কাহারও অধিষ্ঠান জ্ঞান না হইয়া প্রথমে পূর্বোক্তরূপ নিষেধ-জ্ঞান হয়, তবে উপাদান অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হওয়ায় শুক্তিরজতের নিবৃত্তি হইবে না। তাহা হইলে সে সময়ে রজত প্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে, ইহা বলা যায় না; কারণ অধিষ্ঠান

১। "তচ্চ ব্যধিকরণ-ধর্মাবচ্ছিন্ন-বিশেষ্যক-জ্ঞানমিত্যপাস্তম্, নেদং রজতমিতি স্বরূপ-বাধানুপপত্তেঃ" —ক, বে, ৮৩ পৃঃ। ২। "প্রাতিভাসিক-রূপ্যে ব্যাবহারিকরূপ্যস্থ সদ্রজতত্ব-স্বরূপেণ তাদাত্ম্যং প্রসক্তমেব, অন্যথা প্রাতীতিক-রূপ্যে ব্যবহারিক-রূপ্য লিপ্সোঃ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ"—নি, অ, ১২৫ পৃঃ

নন্থ প্রাতিভাসিকে রজতে পারমার্থিকত্বমবগতং ন বা ? অনবগতে প্রতি-যোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-জ্ঞানাভাবাদভাব-প্রত্যক্ষানুপপত্তিঃ। অবগতেঽপ-রোক্ষাবভাসস্য তৎকালীন-বিষয়-সত্তা-নিয়তত্বাদ্ রজতে পারমার্কিকত্বমপ্য-

আচ্ছা, প্রাতিভাসিক রজতে পারমার্থিকত্ব ধর্মটি অবগত অথবা অবগত নয় ? [পারমার্থিকত্ব ধর্মটি] অবগত না হইলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্মবিশিষ্ট প্রতিযোগীর জ্ঞান না থাকায় প্রাতিভাসিক রজতা-ভাবের প্রত্যক্ষ উপপন্ন হয় না। [পারমার্থিকত্ব ধর্মটী] অবগত হইলে অপরোক্ষ অবভাসের তৎকালীন (প্রত্যক্ষজ্ঞানকালীন) বিষয়সত্তার নিয়তত্ব (ব্যাপ্যত্ব) হেতু অর্থাৎ যখন প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়, তখন তাহার বিষয় বিদ্যমান—এই নিয়মহেতু প্রাতিভাসিক রজতে

বিবৃতি

পূর্বোক্ত অভাবটি ব্যধিকরণ ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হয়—হউক ; তথাপি তাহার জ্ঞান সম্ভব নহে। ইহা প্রতিপাদন করিতে বলিলেন—**নন্থ প্রাতিভাসিকে** ইত্যাদি। প্রাতিভাসিক রজতের প্রত্যক্ষকালে তাহাতে লৌকিক পারমার্থিকত্বের প্রত্যক্ষ হইয়াছে কিনা ? যদি লৌকিক পারমার্থিকত্বের প্রত্যক্ষ না হইয়া থাকে, তবে অভাব-জ্ঞানের কারণ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বিশিষ্ট প্রতিযোগীর জ্ঞান না হওয়ায় শুক্তিতে রজতাভাবের প্রত্যক্ষ উপপন্ন হইবে না। আর যদি প্রাতিভাসিক রজতে লৌকিক পারমার্থিকত্বের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তবে সেই প্রাতিভাসিক রজতে বাস্তব লৌকিক

টিপ্পনী

জ্ঞানের পূর্বে কখনই শুক্তিতে রজতভেদ বা রজতাভাবের জ্ঞান হইবে না। প্রথমে "এইটি শুক্তি' এইরূপ জ্ঞান হইলে, পরে 'এইটী রজত নয়' বা 'এখানে রজত নাই'— এইরূপ জ্ঞান হয়। তাই পঞ্চপাদিকাকার এইরূপ জ্ঞানকে অনুবাদ বলিয়াছেন।[১] সুতরাং রজত ও রজতত্বের ন্যায় লৌকিক পারমার্থিকত্বও রজতে উৎপন্ন হয়। তদবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক যে রজতাভাব, তাহা ব্যধিকরণ ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব নহে। উহা সমানাধিকরণ ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব। এই অভাব ব্যাবহারিক। উহাই নিষেধজ্ঞানের বিষয়। প্রতিযোগির ব্যাবহারিক সত্বটি ব্যাবহারিক অত্যন্তাভাবের বিরোধী হইলেও প্রাতিভাসিক সত্ব বা আরোপিত সত্ব ব্যাবহারিক অত্যন্তাভাবের বিরোধী নহে। সুতরাং রজতের প্রতিভাসকালে শুক্তিতে তাহার ব্যবহারিক অভাব থাকে। কিন্তু যে কোন প্রতিযোগীর প্রতীতি অভাব প্রতীতির বিরোধী বলিয়া তৎ-কালে তাহার অভাব থাকিলেও তাহার প্রতীতি হয় না। প্রতিযোগী প্রতীতির নিবৃত্তি হইলে তাহার অভাবের প্রতীতি হয়। তাহাতে প্রাতিভাসিক রজত প্রতি-যোগিরূপে বিষয় হইলে তাহার মিথ্যাত্বও সিদ্ধ হয়।

১। "শুক্তিকেয়মিত্যেব নিরাকাঙ্ক্ষং বাক্যম্, নেদং রজতমিত্যনুবাদঃ"—ক, বে, ৪৯৭ পৃঃ

নির্বচনীয়ং রজতবদেবোৎপন্নমিতি তদবচ্ছিন্ন-রজতসত্ত্বে তদবচ্ছিন্নাভাবস্তত্র কথং বর্ত্তত ইতি চেৎ, ন, পারমার্কিকত্বস্যাধিষ্ঠান-নিষ্ঠস্য রজতে প্রতিভাস-সম্ভবেন রজত-নিষ্ঠ-পারমার্থিকত্বোৎপত্ত্যনভ্যুপগমাৎ। যত্রারোপ্যমসন্নি-

---

অনির্বচনীয় পারমার্থিকত্বও রজতের ন্যায় [তৎকালে] উৎপন্ন বলিতে হইবে। অতএব সেই শুক্তিতে পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্ন রজত বিদ্যমান থাকিলে তাহাতে পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্ন রজতের অভাব কিরূপে থাকে? অর্থাৎ কোনরূপেই থাকিতে পারে না—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না; রজতে অধিষ্ঠান-নিষ্ঠ পারমার্থিকত্বের অবভাস সম্ভব বলিয়া রজতে পারমার্থিকত্বের উৎপত্তি স্বীকৃত হয় নাই। যে স্থলে 'আরোপ্যটি অসন্নিকৃষ্ট, সেই

বিবৃতি

পারমার্থিকত্ব থাকে না বলিয়া তাহাতে তৎকালে রজতের ন্যায় অনির্বচনীয় লৌকিক পরমার্থিকত্বও উৎপন্ন হইয়াছে বলিতে হইবে; যেহেতু প্রত্যক্ষ অবভাস তৎকালীন বিষয় সত্তার ব্যাপ্য। যখন যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, তখন সে বিষয় সেখানে অবশ্যই থাকে। বিষয় না থাকিলে তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং লৌকিক পার মার্থিকত্বের প্রত্যক্ষের অনুরোধে রজতে লৌকিক পারমার্থিকত্বের উৎপত্তি অবশ্য স্বীকার্য্য। যদি প্রাতিভাসিক রজতে লৌকিক পারমার্থিকত্ব উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকে এবং তাহা যদি শুক্তিতে থাকে, তবে তাহাতে লৌকিক পারমার্থিকত্ব বিশিষ্ট রজতের অভাব কিরূপে থাকিবে? পরস্পর বিরোধী দুইটী কোনরূপেই একত্র থাকিতে পারে না। যদি শুক্তিতে সেই অভাব না থাকে, তবে সেখানে তাহার প্রত্যক্ষই বা কিরূপে হইবে?

সিদ্ধান্তী এই আপত্তির উত্তরে বলিলেন—**পারমার্থিকত্বস্যাধিষ্ঠাননিষ্ঠস্য** ইত্যাদি। প্রাতিভাসিক রজতের উপাদানীভূত অজ্ঞানের আশ্রয় ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অবচ্ছেদক ইদং দ্রব্যের সহিত এক হইয়া রজত উৎপন্ন হওয়ায় রজতে যেমন ইদত্বের সম্বন্ধ প্রতীতি হয়। তদ্রূপ রজতে ঐ অধিষ্ঠানতার অবচ্ছেদক ইদং দ্রব্য-নিষ্ঠ লৌকিক পারমার্থিকত্বেরও সম্বন্ধ প্রতীতি সম্ভব বলিয়া রজতে অনির্বচনীয় লৌকিক পরমার্থিকত্বের উৎপত্তি স্বীকৃত হয় নাই। যদি তাহাই হয়, তবে ইদং দ্রব্যে রজতত্বের সংসর্গও উৎপন্ন না হউক। ইদমের সহিত অভিন্ন হইয়া রজত যখন আছে, তখন লৌকিক পারমার্থিকত্বের ন্যায় তদ্গত রজতত্ব সংসর্গেরও ঐরূপে প্রত্যক্ষ হইতে পারে। তাই বলিলেন—**যত্রারোপ্যমসন্নিকৃষ্টম্**। যেস্থলে ভ্রমের বিষয়ীভূত আরোপ্য বস্তুটি অসন্নিকৃষ্ট, সেই স্থলে আরোপ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ নির্বাহের জন্য তাহার উৎপত্তি স্বীকার্য্য। রজতত্ব বা তাহার সংসর্গ প্রত্যক্ষের পুর্বে নাই। সেইজন্য তাহাদের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। ইদত্ব বা লৌকিক পারমার্থিকত্ব রজতের ন্যায় অসন্নিকৃষ্ট বা অবিদ্যমান নহে। উহা চক্ষুঃ সন্নিকৃষ্ট ও বিদ্যমান।

কৃষ্টম্, তত্রৈব প্রাতিভাসিক-বস্তূৎপত্তেরঙ্গীকারাৎ। অত এবেন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্টতয়া জবাকুসুম-গত-লৌহিত্যস্য স্ফটিকে ভান-সম্ভবান্ন স্ফটিকেঽনির্বচনীয়-লৌহিত্যোৎপত্তিঃ। নন্বেবং যত্র জবাকুসুমং দ্রব্যান্তর-ব্যবধানাদসন্নিকৃষ্টম্, তত্র লৌহিত্য-প্রতীত্যা প্রাতিভাসিকং লৌহিত্যং স্বীক্রিয়তামিতি চেৎ, ন;

স্থলেই প্রাতিভাসিক বস্তুর উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। এইজন্যই অর্থাৎ আরোপ্য সন্নিকর্ষ স্থলে আরোপ্যের প্রতিভাস সম্ভব বলিয়াই ইন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্টত্ব-হেতু স্ফটিকে জবাকুসুমগত লৌহিত্যের প্রত্যক্ষ সম্ভব বলিয়া স্ফটিকে অনির্বচনীয় লৌহিত্যের উৎপত্তি হয় নাই। আচ্ছা, এই হইলেও যে স্থলে জবাকুসুম দ্রব্যান্তরের ব্যবধানহেতু অসন্নিকৃষ্ট, সে স্থলে লৌহিত্যের প্রতীতি-নিবন্ধন প্রাতিভাসিক লৌহিত্য স্বীকার করুন—এই যদি বলি। না

বিবৃতি

রজতে তাহার উৎপত্তি না হইলেও দোষবশে রজতে তাহার প্রত্যক্ষ হইতে পারে। এইজন্য তাহার উৎপত্তি স্বীকার্য্য নহে। রজতাভাবের প্রতিযোগী রজতে যে অধিষ্ঠানগত লৌকিক পারমার্থিকত্বের প্রত্যক্ষ; তাহাই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-বিশিষ্ট প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষ। উহা পূর্বে হইয়াছে। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক লৌকিক পারমার্থিকত্বরূপে প্রতিযোগী রজত শুক্তিতে কোন কালে নাই। প্রাতিভাসিক রজতত্ব-বিশিষ্ট রজত লৌকিক পারমার্থিকত্ব বিশিষ্ট রজতাভাবের বিরোধী নহে। সুতরাং শুক্তিতে লৌকিক পারমার্থিকত্ব-বিশিষ্ট রজতের অভাব থাকিতে পারে এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগীর জ্ঞান পূর্বে থাকায় তাহার প্রত্যক্ষও হইতে পারে।

আরোপ্য সন্নিকর্ষ-স্থলে আরোপ্যের উৎপত্তি নাই। ইহার উদাহরণান্তর দেখাইতে বলিলেন—**অত এবেন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্টতয়া**। আরোপ্যের সন্নিকর্ষ স্থলে আরোপ্যের উৎপত্তি বিনাই প্রত্যক্ষ হইতে পারে। "অরুণঃ স্ফটিকঃ" এই ভ্রম স্থলে জবাকুসুম-গত লৌহিত্যের সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ-হেতু স্ফটিকে জবাকুসুম-গত লৌহিত্যের প্রতিভাস সম্ভব বলিয়া স্ফটিকে অনির্বচনীয় লৌহিত্যের উৎপত্তি হয় নাই। সে স্থলে জবাকুসুম ও স্ফটিকের অভেদ না থাকিলেও উভয়ই দুষ্ট ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট বলিয়া স্ফটিকে জবাকুসুমগত লৌহিত্যের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু যে স্থলে স্ফটিকটি সন্নিকৃষ্ট, জবাকুসুমটি দ্রব্যান্তরের ব্যবধান নিবন্ধন অসন্নিকৃষ্ট, কেবল সে স্থলে সিদ্ধান্তী স্ফটিকে লৌহিত্য প্রত্যক্ষ নির্বাহের জন্য অনির্বচনীয় লৌহিত্যের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন।

টিপ্পনী

প্রাতিভাসিক রজতে অনির্বচনীয় লৌকিক পারমার্থিকত্বের উৎপত্তি অনাবশ্যক, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ইদং দ্রব্য-গত লৌকিক পারমার্থিকত্বের প্রাতিভাসিক রজতে প্রতিভাস নিবন্ধন প্রাতিভাসিককে পারমার্থিক বলিয়া বুঝিলেও তাহাকে যদি সত্য

ইষ্টত্বাৎ। এবং প্রত্যক্ষ-ভ্রমান্তরেষপি প্রত্যক্ষ-সামান্যলক্ষণাভ্যুপগমো যথার্থ-প্রত্যক্ষ-লক্ষণাসদ্ভাবশ্চ দর্শনীয়ঃ।

উক্তং প্রত্যক্ষং প্রকারান্তরেণ দ্বিবিধম্—ইন্দ্রিয়জন্যং তদজন্যঞ্চেতি। তত্রে-

—তাহা বলিতে পার না; যেহেতু [তাহা আমাদের] ইষ্ট অর্থাৎ এরূপ স্থলে আমরা অনির্বচনীয় লৌহিত্যের উৎপত্তি স্বীকার করি। এইরূপ অন্য ভ্রম প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষের সামান্য লক্ষণের অনুগতি এবং যথার্থ প্রত্যক্ষ লক্ষণের অভাব দেখাইতে হইবে।

উক্ত প্রত্যক্ষ প্রকারান্তরে দুই প্রকার—ইন্দ্রিয়জন্য ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অজন্য। তন্মধ্যে

বিবৃতি

প্রত্যক্ষের দুই প্রকার ভেদ উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি প্রকারান্তরে তাহার দুই প্রকার ভেদ নিরূপণ করিতে বলিলেন—**উক্তং প্রত্যক্ষম্**। প্রত্যক্ষ দুই প্রকার ইন্দ্রিয়-জন্য অর্থাৎ অন্তঃকরণ-বৃত্তি-জন্য প্রত্যক্ষ এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অজন্য অর্থাৎ অবিদ্যাবৃত্তি-জন্য প্রত্যক্ষ। যদিও ফলভূত প্রত্যক্ষের প্রতি ইন্দ্রিয় সাক্ষাৎ কারণ নহে;

টিপ্পনী

রজত বলিয়া না বুঝে, তবে সত্য রজতার্থীর ইদং অভিমুখী প্রবৃত্তি হইবে কেন? ইদং বা প্রাতিভাসিক রজত সত্য রজত নহে। উহারা প্রত্যেকেই সত্য রজত বিলক্ষণ (ভিন্ন)। অতএব উক্ত প্রবৃত্তির অনুরোধে সত্য রজতত্বের অধ্যাসও অবশ্য স্বীকার্য্য। প্রাতিভাসিক রজত রজতই, অরজত নহে। তাহাতে পারমার্থিকত্ব-মাত্রের অধ্যাস হইলেই যদি ইদম্ অভিমুখী প্রবৃত্তি হয়, তবে রজতাদিতে ইদন্ত্ব-সংসর্গের শঙ্খাদিতে পীততা-সংসর্গের এবং আত্মাতে অন্তঃকরণ ধর্ম সংসর্গের লৌকিক পারমার্থিকত্বের ন্যায় প্রত্যক্ষ হইতে পারে বলিয়া তাহাদের তৎতৎস্থলে অধ্যাস হয় নাই বলিতে হইবে। কিন্তু বেদান্ত সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ[১] ইহাদের এবং স্ফটিকে লৌহিত্যের অধ্যাস স্বীকার করিয়াছেন। আরও কথা, যেখানে যাহা সন্নিকৃষ্ট, সেইখানে তাহার প্রতিভাস হউক। অন্যত্র তাহার প্রতিভাস হইবে কেন। ইদমেই লৌকিক পারমার্থিকত্ব, জবাকুসুমেই লৌহিত্য চক্ষুঃসান্নিকৃষ্ট; রজতে বা স্ফটিকে ইহারা চক্ষুঃ-সন্নিকৃষ্ট নহে, তথাপি রজতে লৌকিক পারমার্থিকত্বের এবং স্ফটিকে লৌহিত্যের প্রতিভাস হয় কেন? যদি দুষ্টেন্দ্রিয়ের মহিমায় অন্যত্র তাহাদের প্রত্যক্ষ হইতে পারে, তবে দুষ্টেন্দ্রিয়ের মহিমায় দেশান্তরায় সত্য রজতেরও শুক্তিতে প্রত্যক্ষ হইতে পারে। তাহা হইলে অনির্বচনীয়-খ্যাতির বিলোপ হইবে। পরিভাষাকার কেন সেই স্থলে অনির্বচনীয়ের উৎপত্তি স্বীকার না করিয়া অনির্বচনীয়-খ্যাতির মূলে কুঠারাঘাত করিলেন, তাহা সুধিগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

১। "তেনান্তঃকরণোপরাগ-নিমিত্তং মিথ্যৈবাহঙ্কর্তৃত্বমাত্মনঃ স্ফটিক-মণেরিবোপধাননিমিত্তো লোহিতিমা" "মিথ্যাত্বং স্ফটিক-লৌহিত্যস্য ক্লপ্ত-প্রতীতি-সত্ত্বয়োঃ কারণাভাবাৎ"—ক, বে. ৩৩১ পৃঃ

ন্দ্রিয়াজন্যং সুখাদি-প্রত্যক্ষম্, মনস ইন্দ্রিয়ত্ব-নিরাকরণাৎ। ইন্দ্রিয়াণি পঞ্চ ঘ্রাণরসনচক্ষুঃশ্রোত্রত্বগাত্মকানি। সর্বাণি চেন্দ্রিয়াণি স্বস্ববিষয়-সংযুক্তান্যেব

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জন্য প্রত্যক্ষ হইতেছে সুখাদি প্রত্যক্ষ; যেহেতু মনের ইন্দ্রিয়ত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, চক্ষুরিন্দ্রিয়, শ্রোত্রেন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয়রূপ ইন্দ্রিয়গুলি পাঁচটি। সমস্ত ইন্দ্রিয়ই নিজ নিজ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়াই প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মায়।

বিবৃতি

তথাপি বৃত্তির উৎপত্তি দ্বারা পরম্পরায় কারণ হয়, এই জন্য প্রত্যক্ষকে ইন্দ্রিয়-জন্য বলা হয়। যদিও নৈয়ায়িকাদির মতে সমস্ত জন্য প্রত্যক্ষই ইন্দ্রিয়-জন্য, ইন্দ্রিয়ের অজন্য কোন জন্য প্রত্যক্ষ নাই, তথাপি বেদান্তির মতে মনঃ ইন্দ্রিয় নহে। প্রাতিভাসিক, অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণ ধর্ম সুখ-দুঃখাদির প্রত্যক্ষ কোন ইন্দ্রিয়-জন্য নহে, উহা অবিদ্যাবৃত্তি-জন্য। সুতরাং ইন্দ্রিয়াজন্য প্রত্যক্ষও আছে, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে।

বেদান্তিমতে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব নাই। তাই ইন্দ্রিয় পাঁচটী। বৌদ্ধমতে ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ না হইয়াই প্রত্যক্ষ জন্মায়। কিন্তু ন্যায় বেদান্তিদের মতে ইন্দ্রিয়গুলি বিষয় সম্বন্ধ ব্যতীত প্রত্যক্ষের হেতু হয় না। ইহা প্রতিপাদন করিতে বলিলেন—**সর্বাণি চেন্দ্রিয়াণি**। ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়-সম্বন্ধ বিনাই যদি জ্ঞানের জনক হইত, তবে অতিদূরবর্তী গন্ধাদিরও প্রত্যক্ষ হইত। তাহা কিন্তু হয় না। সুতরাং বলিতে হইবে—সমস্ত ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়াই প্রত্যক্ষ জন্মায়। যখন যে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয়, তখন সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। অতিদূরবর্তী গন্ধাদির সহিত ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয় নাই বলিয়া তাহাদের প্রত্যক্ষ হয় না।

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ কি বিষয়ের ইন্দ্রিয়দেশ প্রাপ্তি-জন্য অথবা ইন্দ্রিয়ের বিষয়দেশ প্রাপ্তি-জন্য? ইহার উত্তরে বলিলেন—**তত্র ঘ্রাণ-রসন** ইত্যাদি। ঘ্রাণ, রসনা ও ত্বক্—এই তিনটি ইন্দ্রিয় নিজ নিজ অধিকরণে থাকে। বিষয় আসিয়া ইহাদের সহিত সম্বন্ধ হইলে ইহাদের প্রত্যক্ষ হয়। চক্ষুঃ ও শ্রোত্র কিন্তু নিজ নিজ অধিকরণে থাকিয়া নিজ নিজ সামর্থ্যবলে বিষয়দেশে গমন করিয়া বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে স্ব স্ব বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মায়। তন্মধ্যে তৈজস চক্ষুঃ নিজের বিষয় দ্রব্যের সহিত সংযোগ সম্বন্ধে, দ্রব্য-সমবেত গুণাদির সহিত সংযুক্ত-তাদাত্ম্য সম্বন্ধে এবং গুণাদি-সমবেত গুণত্বাদির সহিত সংযুক্তাভিন্ন-তাদাত্ম্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইলে তাহাদের প্রত্যক্ষ হয়। শ্রোত্রের কিন্তু শব্দের অবচ্ছেদক দেশের সহিত সংযোগ হইলে শব্দের সহিত স্ব-সংযুক্তাবচ্ছিন্নত্ব নামক সম্বন্ধ হয়। যে শ্রোত্র-সংযুক্ত দেশে বা আকাশে শব্দ উৎপন্ন হয়। সেই দেশ বা আকাশই শব্দের অবচ্ছেদক দেশ। এই শ্রোত্র-সংযুক্ত দেশের দ্বারা শব্দটি অবচ্ছিন্ন। সুতরাং শব্দটি স্ব-সংযুক্তাবচ্ছিন্ন। উহাতে যে

প্রত্যক্ষ-জ্ঞানং জনয়ন্তি। তত্র ঘ্রাণ-রসন-ত্বগাত্মকানীন্দ্রিয়াণি স্বস্থান-স্থিতান্যেব গন্ধ-রস-স্পর্শোপলম্ভান্ জনয়ন্তি। চক্ষুঃ-শ্রোত্রে তু স্বত এব বিষয়-দেশং গত্বা স্ব-স্ববিষয়ং গৃহ্লীতঃ, শ্রোত্রস্যাপি চক্ষুর্বৎ পরিচ্ছিন্নতয়া ভের্য্যাদি-দেশ গমন-সম্ভবাৎ। অত এবানুভবো ভেরীশব্দো ময়া শ্রুত ইতি। বীচি-তরঙ্গাদি

তন্মধ্যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয়রূপ ইন্দ্রিয়গুলি নিজ নিজ স্থানে থাকিয়াই গন্ধ, রস ও স্পর্শের উপলব্ধি জন্মায়। চক্ষুঃ ও শ্রোত্র কিন্তু স্বতঃই অর্থাৎ স্বসামর্থ্যেই বা নিজ নিজ স্থানে থাকিয়াই বিষয়দেশে গমন করিয়া নিজ নিজ বিষয় গ্রহণ (প্রত্যক্ষ) করে, যেহেতু চক্ষুর ন্যায় শ্রোত্রেরও পরিচ্ছিন্নত্বহেতু ভেরী প্রভৃতি দেশে গমন সম্ভব হইয়া থাকে। এই হেতুই অর্থাৎ শ্রোত্র বিষয়দেশে যায় বলিয়াই 'আমার কর্তৃক ভেরী শব্দ

বিবৃতি

স্ব-সংযুক্তাবচ্ছিন্নত্ব আছে, তাঁহাই শব্দের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ। শ্রোত্র স্বসংযুক্তাবচ্ছিন্নত্ব সম্বন্ধে শব্দের সহিত সম্বদ্ধ হইলেই শব্দের প্রত্যক্ষ হয়।

পরিচ্ছিন্ন তৈজস চক্ষুর অতিদ্রুতগতি-মত্তা-নিবন্ধন বা বাহ্য আলোকের সহিত একত্র প্রাপ্তি-নিবন্ধন অতিদূরবর্ত্তী গ্রহ নক্ষত্রাদির সহিত ঝটিতি সম্বন্ধ হইতে পারে। কিন্তু নিষ্ক্রিয় আকাশাত্মক শ্রোত্রের বিষয়দেশে গতি কিরূপে হইবে? ইহার উত্তরে বলিলেন—**শ্রোত্রস্যাপি চক্ষুর্বৎ**। তৈজস ভূত হইতে উৎপন্ন চক্ষুঃ যেমন একটি পরিচ্ছিন্ন বস্তু চক্ষুর্গোলকে অবস্থান করে। তদ্রূপ আকাশ হইতে উৎপন্ন শ্রোত্র একটী পরিচ্ছিন্ন বস্তু কর্ণশষ্কুলীদেশে অবস্থান করে। মহামতি কুমারিল ভট্ট শ্লোকবার্ত্তিকে[১] প্রথমে শ্রোত্রকে আকাশের একদেশ বলিয়া পরে উহাকে পরিচ্ছিন্ন ভিন্ন বস্তুই বলিয়াছেন। অপরিচ্ছিন্ন তেজঃ নিষ্ক্রিয় হইলেও পরিচ্ছিন্ন তেজঃ সক্রিয় বলিয়া যেমন বিষয়দেশে গমন করে। তদ্রূপ আকাশোৎপন্ন পরিচ্ছিন্ন শ্রোত্র সক্রিয় বলিয়া বিষয় দেশে গমন করে। বিবরণ প্রভৃতি পরিচ্ছিন্নত্ব নিবন্ধন চক্ষুঃ ও শ্রোত্রের প্রাপ্যকারিত্ব সমর্থন করিয়াছেন[২]। সুতরাং চক্ষুর ন্যায় শ্রোত্রের ভের্য্যাদিদেশে গতি সম্ভব। শ্রোত্রের ভের্য্যাদিদেশে গতি হয় বলিয়াই 'আমি ভেরীশব্দ শুনিয়াছি'—এইরূপ অনুভব হয়। শ্রোত্রের ভের্য্যাদি দেশে গমন স্বীকার না করিলে এইটি 'ভেরী শব্দ,' 'এইটী মৃদঙ্গ শব্দ' এইরূপে ভেরী শব্দ বা মৃদঙ্গাদি-শব্দের প্রত্যক্ষ হইত না; কারণ শব্দের অবচ্ছেদক ভেরী প্রভৃতির শ্রোত্রদেশে গতি নাই বলিয়া তদবচ্ছিন্ন শব্দেরও শ্রোত্রদেশে গতি হয় না।

ভেরী দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশে ভেরীদণ্ড সংযোগ নিবন্ধন যে একটি বিজাতীয় শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাই ভেরী শব্দ। ঐ শব্দ হইতে তজ্জাতীয় শব্দান্তর; তাহা হইতে

১। "তেনাকাশৈক-দেশো বা যদ্বা বস্ত্বন্তরং ভবেৎ"—কা, শ্লো, ৭৪৭ পৃঃ। ২। "চক্ষুঃ-শ্রোত্রয়োরপি *প্রাপ্যকারিত্বমনুমীয়তে, তস্মাদ্ ভৌতিকানি পরিচ্ছিন্নানি প্রাপ্যকারিণীন্দ্রিয়াণি*'—ক, বে, ৮৪৫ পৃঃ। "চক্ষুর্বৎ শ্রোত্রস্যাপি পঞ্চভূত-কার্য্যত্বেন ক্রিয়াশক্তিমত্ত্বাদ্ দূরদেশ-গমন-সামর্থ্যমেতো গত্বৈব"—গা, সি, বি-৫৭ পৃঃ

ন্যায়েন কর্ণশষ্কুলী-প্রদেশেঽনন্ত-শব্দোৎপত্তি-কল্পনা-গৌরবং ভেরী-শব্দো ময়া শ্রুত ইতি প্রত্যক্ষস্য ভ্রমত্ব-কল্পনা-গৌরবঞ্চ স্যাৎ। তদেবং ব্যাখ্যাতং প্রত্যক্ষম্॥

শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র-বিরচিতায়াং
বেদান্ত-পরিভাষায়াং প্রত্যক্ষ-পরিচ্ছেদঃ

শ্রুত হইয়াছে'—এই অনুভব হয়। বীচি-তরঙ্গন্যায়ে কর্ণচ্ছিদ্রদেশে অনন্ত শব্দের উৎপত্তি কল্পনায় গৌরব এবং 'আমার কর্তৃক ভেরী শব্দ শ্রুত' হইয়াছে—এই প্রত্যক্ষের ভ্রমত্ব কল্পনায়ও গৌরব হয়। এইরূপে প্রকৃত অর্থাৎ প্রস্তাবিত প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যাখ্যাত হইল।

শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য-বিরচিত প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

বিবৃতি

তজ্জাতীয় শব্দান্তর উৎপন্ন হইতে হইতে যখন কর্ণরন্ধ্র দেশে সেই বিজাতীয় শব্দ উৎপন্ন হইয়া প্রত্যক্ষ হয়, তখন 'আমি ভেরী শব্দ শুনিতেছি'—এইরূপ অনুভব হয়। মৃদঙ্গাদি শব্দ স্থলেও এইরূপ জানিবে। এইরূপে যদি শব্দের প্রত্যক্ষ উপপন্ন হয়, তবে শ্রোত্রের বিষয়দেশে গমনের কল্পনা কেন? ইহার উত্তরে বলিলেন—**বীচিতরঙ্গাদিন্যায়েন।** প্রথমতঃ বায়ুর দ্বারা একটি বীচি উৎপন্ন হয়, পরে তাহা হইতে অপর বীচি, তাহা হইতে আবার অন্য বীচি—এইভাবে তীর পর্য্যন্ত যে বীচিতরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম বীচি-তরঙ্গ-ন্যায়। এস্থলে আদি শব্দের দ্বারা কদম্ব-কোরক ন্যায়ও গ্রহণীয়। বীচিতরঙ্গ ন্যায়ে বা কদম্ব-কোরক ন্যায়ে কর্ণশষ্কুলী প্রদেশ পর্য্যন্ত শব্দ হইতে শব্দান্তরের উৎপত্তি স্বীকার করিলে অসংখ্য শব্দের উৎপত্তি ও বিনাশ কল্পনা প্রযুক্ত গৌরব হয়। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে শব্দের এইরূপ উৎপত্তি-বিনাশ কল্পনা করিলে কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে মহাপ্রান্তরের এক প্রান্তে উচ্চারিত শব্দ অন্য প্রান্তীয় ব্যক্তি স্পষ্ট ভাবে শুনিতে পাইত। কখনও স্পষ্ট, কখনও অস্পষ্ট শুনা যাইত না। সকল সময়েই প্রতিবন্ধক আছে, এরূপ কল্পনায়ও কোন প্রমাণ নাই। এজন্য বেদান্তিগণ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে শব্দের উৎপত্তি ও বিনাশ কল্পনা করেন নাই। তাঁহাদের মতে শব্দ সৃষ্টিকালে উৎপন্ন এবং প্রলয়কালে বিনষ্ট হয়। ঐ শব্দ সর্বত্র বিদ্যমান। অভিব্যঞ্জকের দ্বারা যেখানে যেরূপ অভিব্যক্ত হয়, সেখানে সেইরূপ শুনা যায়। শব্দের উৎপত্তি ও বিনাশ কল্পনা করিলে ভেরীশব্দের প্রত্যক্ষকে অবশ্যই ভ্রম বলিতে হইবে; কারণ ভেরী কর্ণদেশে আসে না বলিয়া তদ-বচ্ছিন্ন শব্দও কর্ণদেশে আসে না। যে শব্দ কর্ণদেশে আসে, তাহা শব্দমাত্র, ভেরী শব্দ নহে। শব্দমাত্রকে ভেরী শব্দ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিলে তাহা ভ্রম হইবে। কিন্তু ভেরী শব্দের প্রত্যক্ষকে ভ্রম বলা উচিত নহে; কারণ তাহার বাধ নাই। সুতরাং শ্রোত্র বিষয়দেশে গমন করিয়া শব্দের প্রত্যক্ষ জন্মায়—বেদান্তিগণের এই সিদ্ধান্তই যুক্তি-সঙ্গত।

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যকৃত বেদান্ত পরিভাষার প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদের বিবৃতি সমাপ্ত।

বেদান্ত-পরিভাষা

——:(*):——

অনুমান-পরিচ্ছেদঃ

অথানুমানং নিরূপ্যতে। অনুমিতি-করণমনুমানম্। অনুমিতিশ্চ ব্যাপ্তি-

---

প্রত্যক্ষ নিরূপণের অনন্তর অনুমান প্রমাণ নিরূপিত হইতেছে। অনুমিতির

বিবৃতি

ব্যভিচারের অদর্শন ও সহচারের দর্শনের দ্বারা দৃষ্টান্ত-সমূহে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হইলে, পরে পক্ষে হেতু দর্শনের অনন্তর সেই হেতুতে পূর্ব গৃহীত ব্যাপ্তির স্মৃতি জন্মে এবং সেই ব্যাপ্তি স্মৃতি হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হয়। এই হেতু প্রত্যক্ষ অনুমানের অপেক্ষণীয় উপজীব্য। উপজীব্যের নিরূপণ প্রথম কর্ত্তব্য। তাই প্রথমে প্রত্যক্ষ নিরূপণ করিয়া প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধির জন্য অনুমান প্রমাণ নিরূপণ করিতে বলিলেন —**অথানুমানং নিরূপ্যতে।** যদিও বেদের দ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধি হয়, তথাপি যাঁহারা বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু অনুমানকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের নিকট অনুমানের দ্বারাই প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতে হইবে। তাই প্রত্যক্ষের অনন্তর ও আগমের পূর্বে অনুমান নিরূপিত হইতেছে।

টিপ্পনী

এই অনুমান দুই প্রকার—স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। যে অনুমানের দ্বারা নিজের সন্দিগ্ধ বিষয়ে নিশ্চয় হয়, তাহার নাম স্বার্থানুমান। উহাতে কোন অবয়ব বাক্যের প্রয়োগ হয় না। যেমন কোন ব্যক্তির যাবতীয় প্রত্যক্ষ ধূমে বহ্নির ব্যভিচার অর্থাৎ বহ্নি শূন্য স্থানে ধূমের বিদ্যমানত্ব দর্শন হয় নাই, অথচ বহ্নির সহচার (বহ্নি ও ধূমের একত্র অবস্থান) দর্শন হইয়াছে। তাহার ঐ ব্যভিচারের অদর্শন ও সহচারের দর্শন হইতে কোনও স্থানে ধূম হেতুতে 'ধূম বহ্নির ব্যাপ্য' এইরূপে বহ্নির ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হয়। ইহার নাম ব্যাপ্তিজ্ঞান। পরে সেই ব্যক্তি পর্বতাদিতে 'এই পর্বতটী ধূমবান্' এইরূপে ধূম দর্শন করে। ইহার নাম পক্ষধর্মতা-জ্ঞান। উহা অনুমিতির একটী কারণ। এই পক্ষধর্মতাজ্ঞানের অনন্তর সেই ব্যক্তির ধূমদর্শন জন্য ব্যাপ্তি-সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়। উহা অনুমিতির দ্বিতীয় কারণ। এই ব্যাপ্তিসংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলেই সেই ব্যক্তির "এই পর্বতটী বহ্নিমান্" এইরূপে পর্বতে যে বহ্নির নিশ্চয় হয়, তাহার নাম অনুমিতি। উহা কেবল নিজেরই হইয়া থাকে বলিয়া উহাকে স্বার্থানুমিতি এবং উহার করণকে স্বার্থানুমান বলে।

যে স্থলে কোন প্রতিবাদী ব্যক্তির কোন বিষয়ে সংশয় আছে জানিয়া সেই প্রতিবাদীর সন্দিগ্ধ দুইটী বিষয়ের মধ্যে বাদীর নিজের নিশ্চিত বিষয়ের নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে সেই

জ্ঞানত্বেন ব্যাপ্তিজ্ঞান-জন্যা। ব্যাপ্তিজ্ঞানানুব্যবসায়াদেস্তত্বেন তজ্জন্যত্বাভাবা-

---

করণ হইতেছে অনুমান প্রমাণ। ব্যাপ্তিজ্ঞানত্ব-রূপে ব্যাপ্তিজ্ঞান-জন্য জ্ঞানই অনুমিতি। ব্যাপ্তি-জ্ঞানের অনুব্যবসায়ে ও ব্যাপ্তি-জ্ঞানের স্মরণে ব্যাপ্তিজ্ঞানত্ব-রূপে ব্যাপ্তিজ্ঞান-জন্যত্ব

বিবৃতি

অনুমিতির করণকে অনুমান বলে। অনুমিতিকে না জানিলে অনুমিতির করণ অনুমানকে জানা যায় না। তাই অনুমান নিরূপণের পূর্বে অনুমিতির স্বরূপ ও লক্ষণ প্রকাশ করিতে বলিলেন—**অনুমিতিশ্চ** ইত্যাদি। ব্যাপ্তিজ্ঞানত্ব-রূপে ব্যাপ্তিজ্ঞান যে জ্ঞানকে জন্মায়, সেই জ্ঞানই অনুমিতি। এস্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞানটী অনুমিতি জন্মায় বলিয়া অনুমিতির জনক। অনুমিতিটি ব্যাপ্তিজ্ঞান-জন্য। জনকমাত্রেই জনকতা

টিপ্পনী

সন্দিগ্ধ প্রতিবাদীর নিকট বাদী অবয়ব বাক্য প্রয়োগ দ্বারা নিজ নিশ্চিত বিষয়ের সাধক অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করেন, তাহার নাম পরার্থানুমান। উহা হইতে ঐ প্রতিবাদীর ঐ বিষয়ে যে নিশ্চয় জন্মে, তাহার নাম পরার্থানুমিতি। যেমন কোন ব্যক্তির পর্বতে বহ্নি-নিশ্চয় আছে। কিন্তু অন্য ব্যক্তির "পর্বত বহ্নিমান্ কিনা" এইরূপ সংশয় আছে। ইহা বুঝিয়া প্রথম ব্যক্তি সন্দিগ্ধ দ্বিতীয় ব্যক্তির বহ্নি-নিশ্চয়ের উদ্দেশ্যে বলিলেন—"পর্বতটী বহ্নিমান্"। এই বাক্যের দ্বারা সাধনীয় পদার্থের নির্দেশ হওয়ায় এই বাক্যকে প্রতিজ্ঞা-বাক্য বলে। এই প্রতিজ্ঞা-বাক্য হইতে শ্রোতার সন্দিগ্ধ বহ্নিবিশিষ্ট পর্বতের যে নিশ্চয় হইল। তাহার নাম পক্ষ জ্ঞান। এই পক্ষজ্ঞান না হইলে পক্ষে হেতুজ্ঞানরূপ পক্ষ-ধর্মতা-জ্ঞান হইতে পারে না বলিয়া পক্ষজ্ঞান পক্ষধর্মতা-জ্ঞানের প্রয়োজক। "পর্বতটী বহ্নিমান্" এইরূপ পক্ষজ্ঞান হইলে শ্রোতা "পর্বতটী কেন বহ্নিমান্" এইরূপ বাক্যের দ্বারা হেতু জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। তখন বক্তা তাহার নিকট "ধূমবত্বাৎ" এইরূপ হেতু বাক্য প্রয়োগ করেন। এই বাক্য হইতে শ্রোতার "পর্বতটী ধূমবান্" এইরূপ পক্ষে যে হেতুর জ্ঞান হয়, তাহার নাম পক্ষধর্মতা-জ্ঞান। এইরূপ পক্ষধর্মতা-জ্ঞান হইলেও শ্রোতার "ধূম থাকিলে বহ্নি থাকে কেন? ইহার উদাহরণ কি?" এইরূপ জিজ্ঞাসা জন্মে। বক্তা ইহা বুঝিতে পারিয়া শ্রোতার ব্যাপ্তিজ্ঞান বা ব্যাপ্তিসংস্কারের উদ্‌বোধের জন্য "যথা মহানসম্" এইরূপ উদাহরণ বাক্যের প্রয়োগ করেন। এই উদাহরণ বাক্য হইতে শ্রোতার পূর্ব গৃহীত সাধ্য-সামানাধিকরণ্য-রূপ ব্যাপ্তির স্মৃতি বা ব্যাপ্তিসংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হয়। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ—এই তিনটি বাক্য হইতে শ্রোতার যথাক্রমে পক্ষজ্ঞান, পক্ষ-ধর্মতা-জ্ঞান, ব্যাপ্তি-জ্ঞান বা ব্যাপ্তি-সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইলে শ্রোতার "পর্বতো বহ্নিমান্" এইরূপ যে নিশ্চয় জন্মে, তাহার নাম পরার্থানুমিতি। ইহার করণের নাম পরার্থানুমান। এই দ্বিবিধ অনুমানই এস্থলে নিরূপিত হইতেছে।

বিবৃতি

নামে একটি ধর্ম আছে। জনক ভিন্ন ভিন্ন হইলে এই জনকতাটী ভিন্ন ভিন্ন হয়। অনুমিতি জ্ঞানটী জন্মে বলিয়া জন্য। জন্যমাত্রে জন্যতা নামে একটী ধর্ম আছে। জন্য ভিন্ন ভিন্ন হইলে জন্যতাও ভিন্ন ভিন্ন হইবে। এই জন্যতাটী জনকতা-নিবন্ধন বলিয়া জনকতাটী জন্যতার নিরূপক এবং জন্যতাটি জনকতা-নিরূপিত বলিয়া ব্যবহৃত হয়। জনকতাটী ভিন্ন ভিন্ন হইলে জনকতা-নিরূপিত জন্যতাটী ভিন্ন ভিন্ন হইবে। যে জন্যতাটী যদ্-গত জনকতা-নিবন্ধন হইবে, সেই জন্যতাটী তদ্-গত জনকতা-নিরূপিত হইয়া থাকে। ব্যাপ্তি-জ্ঞান যখন জনক হয়, তখন তাহাতে জনকতা থাকে, তদ্গত সেই জনকতা-নিরূপিত জন্যতা তজ্জন্য পদার্থমাত্রে আছে অর্থাৎ ব্যাপ্তি-জ্ঞান হইতে যে যে জ্ঞান ও ধ্বংস জন্মায়, সেই সেই জ্ঞান ও ধ্বংসের প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞান জনক হওয়ায় সেই সেই জ্ঞান ও ধ্বংসে ব্যাপ্তিজ্ঞান-গত জনকতা-নিরূপিত জন্যতা আছে। ব্যাপ্তি-জ্ঞানের অনুব্যবসায় (প্রত্যক্ষ), ব্যাপ্তিজ্ঞানের স্মৃতি, অনুমিতি ও ব্যাপ্তিজ্ঞানের ধ্বংস—এই চারিটি ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে জন্মায়। এই চারিটীর প্রতি ব্যাপ্তি-জ্ঞান জনক। ঐ ব্যাপ্তিজ্ঞানে যে জনকতা রহিয়াছে; তাহা চারিটি সাধারণ জনকতা অর্থাৎ ঐ চারিটীর প্রতি একই জনকতা। এই জনকতা-নিরূপিত জন্যতা ঐ চারিটিতেই আছে। সুতরাং এই চারিটিই ব্যাপ্তিজ্ঞান গত জনকতা-নিরূপিত জন্যতাবান্। ব্যাপ্তিজ্ঞান-গত জনকতা-নিরূপিত জন্যতাবান্ জ্ঞান বলিলে ধ্বংস ব্যতীত ঐ তিনটী জ্ঞানকে বুঝাইবে। কিন্তু ব্যাপ্তিজ্ঞানটী যদি এক-রূপে জনক না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে জনক হয়। যেমন অনুব্যবসায়ের প্রতি বিষয়ত্ব-রূপে, স্মৃতির প্রতি স্বসমান-বিষয়ক অনুভবত্ব-রূপে, অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তি-জ্ঞানত্ব-রূপে ও ধ্বংসের প্রতি প্রতিযোগিত্ব-রূপে জনক হয়। তাহা হইলে যে রূপে ব্যাপ্তিজ্ঞান জনক হইবে। সেই রূপ অর্থাৎ সেই ধর্ম্মটী তদ্-গত জনকতার অবচ্ছেদক (ব্যাবর্ত্তক বা ভেদক) এবং জনকতাটী সেই ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন (ব্যাবৃত্ত বা ভিন্ন) হয়। ব্যাপ্তিজ্ঞান-গত জনকতাটী যখন চারিটী ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইতেছে, তখন ঐ জনকতাটী চারিটী অবচ্ছেদক ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা ভিন্ন হইয়া চারিটি হইবে। অতএব ব্যাপ্তি-জ্ঞানে বিষয়ত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন জনকতা, অনুভবত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন জনকতা, ব্যাপ্তিজ্ঞানত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন জনকতা ও প্রতিযোগিত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন জনকতা— এই চারিটী জনকতা আছে। এই জনকতা চারিটি হওয়ায় জনকতা-নিরূপিত জন্যতাও চারিটি হইবে। যেমন—বিষয়ত্বাবচ্ছিন্ন জনকতা-নিরূপিত জন্যতা, অনুভবত্বাবচ্ছিন্ন জনকতা-নিরূপিত জন্যতা, ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন জনকতা-নিরূপিত জন্যতা ও প্রতি-যোগিত্বাবচ্ছিন্ন জনকতা-নিরূপিত জন্যতা। ব্যাপ্তিজ্ঞান-জন্য অনুব্যবসায়-গত জন্যতার প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞান-গত বিষয়ত্বাবচ্ছিন্ন জনকতা প্রয়োজক হওয়ায়, অন্য তিনটি জনকতা

বিবৃতি

প্রয়োজক না হওয়ায় বিষয়ত্বাবচ্ছিন্ন জনকতা-নিরূপিত জন্যতা অনুব্যবসায়েই থাকিবে, অন্য কোন জ্ঞানে বা ধ্বংসে থাকিবে না। এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান-জন্য ব্যাপ্তিজ্ঞান-স্মৃতি-গত জন্যতার প্রতি কেবল ব্যাপ্তিজ্ঞান-গত অনুভবত্বাবচ্ছিন্ন জনকতা প্রয়োজক হওয়ায় অনুভবত্বাবচ্ছিন্ন জনকতা-নিরূপিত জন্যতা কেবল ব্যাপ্তিজ্ঞানের স্মৃতিতেই থাকিবে, অনুব্যবসায়ে বা অনুমিতিতে থাকিবে না। এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান-জন্য অনুমিতি-গত জন্যতার প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞান-গত ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন জনকতা প্রয়োজক হওয়ায় ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন জনকতা-নিরূপিত জন্যতা অনুমিতিতেই থাকিবে, অনুব্যবসায়ে বা স্মৃতিতে বা ধ্বংসে থাকিবে না। এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য ব্যাপ্তিজ্ঞান-ধ্বংস-গত জন্যতার প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞান-গত প্রতিযোগিত্বাবচ্ছিন্ন জনকতা প্রয়োজক হওয়ায় প্রতিযোগিত্বাবচ্ছিন্ন জনকতা-নিরূপিত জন্যতা ব্যাপ্তিজ্ঞানের ধ্বংসেই থাকিবে, অন্য কোথাও থাকিবে না। যে বস্তু যে কার্য্যের প্রতি যে রূপে অর্থাৎ যে ধর্ম বিশিষ্ট হইয়া জনক হইবে, সেই জনক বস্তুগত তদ্ধর্মাবচ্ছিন্ন জনকতা-নিরূপিত জন্যতা সেই কার্য্যেই থাকিবে, অন্য কার্য্যে থাকিবে না। ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির প্রতি কেবল ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বরূপে জনক হওয়ায় ব্যাপ্তিজ্ঞানগত ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন জনকতা-নিরূপিত জন্যতা কেবল অনুমিতিজ্ঞানে থাকিবে, অন্য কোথাও থাকিবে না। তাই ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন জনকতানিরূপিত জন্যতাবৎ জ্ঞানটি অনুমিতি এবং ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন জনকতা-নিরূপিত জন্যতাবদ্ জ্ঞানত্বই অনুমিতির লক্ষণ বা অনুমিতিত্ব।

অনুমিতির এই লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ নাই, ইহা প্রতিপাদন করিতে বলিলেন—**ব্যাপ্তিজ্ঞানানুব্যবসায়াদেঃ** ইত্যাদি। এই স্থলে আদি পদের দ্বারা ব্যাপ্তি স্মৃতি গ্রহণ করিতে হইবে। জ্ঞানত্ব-মাত্রকে অনুমিতিত্ব বা অনুমিতির লক্ষণ বলিলে ব্রহ্মরূপ জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি হয়; যেহেতু তাহাতেও জ্ঞানত্ব রহিয়াছে। এই জন্য জ্ঞানত্বমাত্রকে অনুমিতির লক্ষণ না বলিয়া জন্যতাবদ্ জ্ঞানত্বকে লক্ষণ বলিতে হইবে। নিত্য ব্রহ্মে জ্ঞানত্ব থাকিলেও জন্যতাবদ্ জ্ঞানত্ব না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না। জন্যতাবদ্ জ্ঞানত্বমাত্রকে অনুমিতির লক্ষণ বলিলে জন্য প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তি হয়, যেহেতু তাহাতে জন্যতাবদ্ জ্ঞানত্ব রহিয়াছে। এইজন্য জন্যতাবদ্ জ্ঞানত্বকে লক্ষণ না বলিয়া ব্যাপ্তি জ্ঞানগত জনকতা-নিরূপিত জন্যতাবদ্ জ্ঞানত্বকে লক্ষণ বলিতে হইবে। জন্য প্রত্যক্ষগত জন্যতা ইন্দ্রিয়-গত জনকতানিবন্ধন, ব্যাপ্তিজ্ঞান-গত জনকতা নিবন্ধন নহে। এইজন্য উহাতে ইন্দ্রিয়-গত জনকতা-নিরূপিত জন্যতাবদ্ জ্ঞানত্ব থাকিলেও ব্যাপ্তি-জ্ঞানগত জনকতা-নিরূপিত জন্যতাবদ্ জ্ঞানত্ব না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না। ব্যাপ্তিজ্ঞান-গত জনকতা-নিরূপিত জন্যতাবদ জ্ঞানত্বকে লক্ষণ বলিলে ব্যাপ্তিজ্ঞানের অনুব্যবসায়ে ও ব্যাপ্তিজ্ঞানের

ষানুমিতিত্বম্। অনুমিতি-করণঞ্চ ব্যাপ্তি-জ্ঞানম্। তৎ-সংস্কারোঽবান্তর-

নাই বলিয়া অনুমিতিত্ব নাই। অনুমিতির করণ হইতেছে ব্যাপ্তি-জ্ঞান। তাহার সংস্কার

বিবৃতি

স্মৃতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান-গত জনকতা-নিরূপিত জন্যতাবদ্ জ্ঞানত্ব থাকায় অতিব্যাপ্তি হয়। এইজন্য ব্যাপ্তিজ্ঞান-গত ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন জনকতা-নিরূপিত জন্যতাবদ্ জ্ঞানত্বকে অনুমিতির লক্ষণ বলিলেন। ব্যাপ্তিজ্ঞানের অনুব্যবসায়ে ব্যাপ্তিজ্ঞান বিষয়ত্বরূপে জনক হওয়ায় ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বরূপে জনক না হওয়ায় ব্যাপ্তিজ্ঞানগত বিষয়ত্বাবচ্ছিন্ন জনকতা-নিরূপিত জন্যতাবদ্ জ্ঞানত্ব থাকিলেও ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন জনকতা-নিরূপিত জন্যতাবদ্ জ্ঞানত্ব না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না। এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের স্মৃতির প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুভবত্বরূপে জনক হওয়ায়, ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বরূপে জনক না হওয়ায় উহাতে ব্যাপ্তিজ্ঞানগত অনুভবত্বাবচ্ছিন্ন জনকতা-নিরূপিত জন্যতাবদ্ জ্ঞানত্ব থাকিলেও ব্যাপ্তিজ্ঞান-গত ব্যাপ্তি-জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন জনকতা-নিরূপিত জন্যতাবদ্ জ্ঞানত্ব না থাকায় উহাতেও অতিব্যাপ্তি হয় না। এইরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের ধ্বংসে তাদৃশ জন্যতাবদ্ জ্ঞানত্ব না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না।

অনুমিতির স্বরূপ ও লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। এখন অনুমিতির করণ অনুমান প্রমাণের স্বরূপ নির্দেশ করিতে বলিলেন—**অনুমিতি-করণঞ্চ ব্যাপ্তিজ্ঞানম্**।[১] পরিভাষাকারের মতে ব্যাপ্তি-নিশ্চয় অনুমিতির করণ বলিয়া অনুমান প্রমাণ। ব্যাপ্তি-নিশ্চয় করণ হইলে তাহার একটি ব্যাপার আবশ্যক। কেননা ব্যাপারবৎ কারণই করণ হইয়া থাকে। ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের সেই ব্যাপার নির্দেশ করিতে বলিলেন—**তৎ-সংস্কারোঽবান্তর-ব্যাপারঃ**। ব্যাপ্তিজ্ঞান ও অনুমিতির মধ্যবর্ত্তী ব্যাপার হইতেছে ব্যাপ্তিসংস্কার। অনুমিতির কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যাপ্তিসংস্কার-রূপ ব্যাপারবান্ হওয়ায় অনুমিতির করণ হইল। সুতরাং ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমান প্রমাণ হইতে পারে।

ব্যাপ্তির জ্ঞানটী অনুমিতির জনক সংস্কারের জনক হইয়াছে বলিয়া জনকের জনক হওয়ায় যে অন্যথাসিদ্ধ হইবে, তাহা নহে; কারণ যেখানে প্রথমে জন্যের পূর্ববর্ত্তিত্বের জ্ঞান হইয়া পরে তাহার জনকে পূর্ববর্ত্তিত্বের জ্ঞান হয়, সেখানে জন্যের দ্বারা জনক অন্যথাসিদ্ধ হয়। কিন্তু যেখানে প্রথমে জনকে পূর্ববর্ত্তিত্বের জ্ঞান হইয়া পরে তজ্জন্যে পূর্ববর্ত্তিত্বের জ্ঞান হয়, সেখানে জন্যের দ্বারা জনক অন্যথাসিদ্ধ হয় না; পরন্তু ঐ জন্য দ্বারা তাহার জনকত্ব সিদ্ধ হয়। যেমন—অপূর্বের জনক যাগ। "দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" এই স্থলে তৃতীয়া শ্রুতি দ্বারা দর্শপৌর্ণমাস নামক যাগের স্বর্গের

১। সংশয়াত্মক ব্যাপ্তি-জ্ঞান অনুমিতির করণ নহে। ব্যাপ্তির নিশ্চয়ই অনুমিতির করণ। প্রত্যক্ষ ব্যাপ্তি নিশ্চয় অনুমিতির বহু পূর্বে বিনষ্ট হইয়াছে। উহা অনুমিতির পূর্বে না থাকায় অনুমিতির করণ হইতে পারে না। সুতরাং এস্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞান শব্দে ব্যাপ্তি স্মৃতিরূপ ব্যাপ্তি জ্ঞান বুঝিতে হইবে।

বিবৃতি

প্রতি কারণত্ব বা পূর্ববর্ত্তিত্ব নিশ্চয় প্রথমে হয়। কিন্তু ক্ষণিক যাগ স্বর্গের অব্যবহিত পূর্বে নাই বলিয়া স্বর্গের কারণ হইতে পারে না। তাই তাহার স্বর্গ-কারণত্ব নির্বাহের জন্য যে একটি অপূর্ব কল্পিত হয়, তাহাও স্বর্গের জনক বলিয়া তখন তাহাতে স্বর্গের পূর্ববর্ত্তিত্ব নিশ্চয় হয়। সুতরাং এস্থলে জনক যাগের পূর্ববর্ত্তিত্ব নিশ্চয়ের পরে তজ্জন্য অপূর্বের পূর্ববর্ত্তিত্ব নিশ্চয় হওয়ায় জন্য অপূর্বের দ্বারা জনক যাগ যেরূপ অন্যথাসিদ্ধ হয় না; তদ্রূপ অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞানে পূর্ববর্ত্তিত্ব-জ্ঞানের পরে তজ্জন্য সংস্কারে পূর্ববর্ত্তিত্ব জ্ঞান হওয়ায় সংস্কারের দ্বারা ব্যাপ্তির জ্ঞানটী অন্যথাসিদ্ধ হয় না। এইজন্যই গঙ্গেশোপাধ্যায় তত্ত্বচিন্তামণির ঈশ্বরানুমান প্রকরণে বলিয়াছেন—"যত্র জন্যস্য পূর্বভাবে ঽবগতে জনকস্য পূর্বভাবোঽবগম্যতে, তত্র জন্যেন জনকস্যান্যথাসিদ্ধিঃ। যত্র চ জনকস্য তথাত্বেঽবগতে জন্যস্য পূর্বভাবাবগমঃ, তত্র তদ্দ্বারা তস্য জনকত্বমেব।"

টিপ্পনী

প্রকৃতপক্ষে ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির করণ নহে। উহা অনুমিতির কারণ হইলে করণ হইতে পারিত। যেহেতু কারণ বিশেষই করণ হইয়া থাকে। কিন্তু উহা অনুমিতির কারণ নহে। পঞ্চপাদিকাকার, বিবরণকার প্রভৃতি কেহই ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমিতির কারণ বলেন নাই। ইঁহারা সকলেই লিঙ্গজ্ঞান ও উদ্‌বুদ্ধ ব্যাপ্তি-সংস্কারকে অনুমিতির কারণ বলিয়াছেন।[২] ব্যাপ্তিজ্ঞান কেন কারণ নয়? তাহার উত্তরে বিবরণ কার বলিয়াছেন যে, পক্ষধর্মতাজ্ঞান (লিঙ্গজ্ঞান) ও ব্যাপ্তিজ্ঞান—উভয়কে অনুমিতির কারণ বলিলে লিঙ্গজ্ঞান ব্যাপ্তিসংস্কারের উদ্বোধ দ্বারা অনুমিতির কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞানের জনক হওয়ায় অনুমিতির প্রতি অন্যথাসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। সংস্কারের উদ্‌বোধ না হইলে স্মৃতি হয় না। সুতরাং ব্যাপ্তি স্মৃতির উৎপত্তির জন্য ব্যাপ্তি সংস্কারের উদ্‌বোধ আবশ্যক। ব্যাপ্তি সংস্কারের উদ্‌বোধ লিঙ্গজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে হইতে পারে না বলিয়া ব্যাপ্তি সংস্কারের উদ্‌বোধের জন্য লিঙ্গজ্ঞানও আবশ্যক। লিঙ্গজ্ঞান ও ব্যাপ্তি-সংস্কারের উদ্‌বোধ—উভয় যখন আবশ্যক হইল, তখন এই উভয় হইতে অনুমিতি হইতে পারে বলিয়া ব্যাপ্তি-স্মৃতি অনুমিতির হেতু হইবে না। কেবল উদ্‌বুদ্ধ সংস্কারই ব্যাপ্তি-স্মৃতি দ্বারা অনুমিতির হেতু হউক, লিঙ্গজ্ঞান অনুমিতির হেতু না হউক, ইহাও বলা যায় না, কারণ সংস্কার অনুভূত-বিষয়ক হয় বলিয়া উহা অননুভূত বিষয়ের জ্ঞানে হেতু হইতে পারে না। সুতরাং উদ্‌বুদ্ধ সংস্কার সহকৃত লিঙ্গ জ্ঞানকে অনুমিতির কারণ বলিতে হইবে। তাহা হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির কারণ হইবে না।

২। "দৃশ্যতে হি লিঙ্গ-জ্ঞান-সংস্কারয়োঃ সম্ভূয় লিঙ্গি-জ্ঞানোৎপাদনম্"—ক, প—২০১ পৃঃ।

"নন্থু লিঙ্গজ্ঞানং ব্যাপ্তিস্মৃতিশ্চ লিঙ্গি-জ্ঞান-কারণং, ন সংস্কার ইতি। নেত্যাহ—সংস্কারানুদবোধ ইতি। জ্ঞানদ্বয়-যৌগপদ্যাভাবাৎ"—ক, বি ২০২ পৃঃ

ব্যাপারঃ। ন তু তৃতীয়-লিঙ্গ-পরামর্শোঽনুমিতৌ করণম্, তস্যানুমিতি-

হইতেছে [ব্যাপ্তি-জ্ঞানের] অবান্তর ব্যাপার। তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ কিন্তু অনুমিতির

বিবৃতি

অনুমিতির করণ বিষয়ে নৈয়ায়িকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। প্রাচীনকালে কেহ কেহ ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমিতির করণ বলিতেন। উদ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিকে উক্ত মতের উল্লেখ আছে। এই মতে ব্যাপারবিশিষ্ট কারণই করণ। লিঙ্গপরামর্শ ব্যাপ্তিজ্ঞান-জন্য হইয়া ব্যাপ্তিজ্ঞান-জন্য অনুমিতির কারণ হওয়ায় উহা ব্যাপ্তিজ্ঞানের ব্যাপার। ব্যাপ্তিজ্ঞান লিঙ্গপরামর্শ উৎপন্ন করিয়া অনুমিতির কারণ হওয়ায় ব্যাপ্তিজ্ঞানই অনুমিতির করণ অনুমান প্রমাণ। লিঙ্গ পরামর্শের কোন ব্যাপার নাই বলিয়া উহা অনুমিতির করণ নহে। গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণ উক্ত মত গ্রহণ করিয়া সমর্থন করিয়াছেন।

টিপ্পনী

আরও কথা, ব্যাপ্তি-জ্ঞান অনুমিতির কারণ হইলে 'ব্যাপ্তি-জ্ঞানের দ্বারা বহ্নির অনুমিতি করিতেছি' এইরূপই লোকের অনুভব হইত। অথচ এইরূপ অনুভব কাহারও হয় না। প্রত্যুত "ধূমের দ্বারা বহ্নির অনুমিতি করিতেছি'—এইরূপ অনুভবই লোকের হইয়া থাকে। সুতরাং উক্ত লোকানুভবের উপপত্তির জন্য লিঙ্গ জ্ঞানকেই অনুমিতির কারণ বলিতে হইবে।

আরও কথা, যাহা করণ-জন্য হইয়া করণ-জন্য কার্য্যের কারণ হয়, তাহাই করণের ব্যাপার হইয়া থাকে। ব্যাপ্তি সংস্কার যখন ব্যাপ্তি-স্মৃতি হইতে জন্মে না, ব্যাপ্তির অনুভব হইতে জন্মে। তখন উহা ব্যাপ্তি স্মৃতির ব্যাপার হইতে পারে না। স্মৃতি হইতে সংস্কারের উৎপত্তি কল্পনা করিলে অনর্থক অনন্ত সংস্কারের উৎপত্তি কল্পনা করিতে হইবে। অনুভব জন্য সংস্কার হইতে যখন প্রথম স্মৃতি হইয়াছে, তখন সেই সংস্কার হইতে সমস্ত স্মৃতি উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া স্মৃতি হইতে সংস্কারের উৎপত্তি নিরর্থক। স্মৃতি পূর্ব সংস্কারকে নাশ করিয়া সংস্কারান্তর উৎপন্ন করে, ইহাও বলা যায় না। কারণ যে যজ্জাতীয়ের নাশক, সে তজ্জাতীয়ের উৎপাদক হয় না। সুতরাং অনুভবই সংস্কারের হেতু, স্মৃতি সংস্কারের হেতু নহে। স্মৃতির ব্যাপার না হইলে স্মৃতি করণ হইতে পারে না।

আরও কথা, ব্যাপার কার্য্যের উৎপত্তিতে কাহাকেও অপেক্ষা করে না। ব্যাপারের অব্যবহিত পরেই কার্য্যের উৎপত্তি হয়, ইহা সর্বত্র দেখা যায়। কিন্তু অনুমিতি স্থলে ব্যাপ্তি সংস্কার অনুমেয়াকার বৃত্তি উৎপাদন করিয়া অনুমিতি উৎপাদন করে। সুতরাং ব্যাপারের ধর্ম নাই বলিয়া ব্যাপ্তি-সংস্কার ব্যাপার নহে, ব্যাপ্তি-স্মৃতিও অনুমিতির করণ নহে। অনুমেয়াকার বৃত্তিই অনুমিতির মুখ্য করণ। লিঙ্গজ্ঞান ঐ বৃত্তির জনক বলিয়া গৌণ করণ। মূলকার ব্যাপ্তিজ্ঞানকে কেন অনুমিতির করণ বলিলেন। তাহা চিন্তনীয়।

বিবৃতি

উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি বহু প্রাচীন নৈয়ায়িক লিঙ্গপরামর্শকে অনুমিতির করণ বলিয়াছেন। এই মতে ফলাযোগ-ব্যবচ্ছিন্ন (ফলের সহিত অসম্বন্ধ রহিত) কারণই করণ। পরিভাষাকার নৈয়ায়িকগণের উক্ত মত খণ্ডন করিতে বলিলেন—**ন তু তৃতীয়-লিঙ্গ-পরামর্শ** ইত্যাদি। এস্থলে পরামর্শ শব্দের অর্থ—দর্শন (প্রত্যক্ষ)। ব্যভিচারের অদর্শন ও সহচারের দর্শন হইতে কোন স্থানে ধূমাদি লিঙ্গে "অয়ং ধূমো বহ্নি-ব্যাপ্যঃ" এইরূপে সাধ্যের ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রত্যক্ষ কালে ধূমাদি-লিঙ্গের যে দর্শন। তাহা প্রথম লিঙ্গ পরামর্শ। পরে 'পর্বতো ধূমবান্' এইরূপ পক্ষধর্ম্মতা কালে ধূমাদি লিঙ্গের যে দর্শন, তাহা দ্বিতীয় লিঙ্গ পরামর্শ। পক্ষধর্মতা জ্ঞানের পরে "ধূমো বহ্নিব্যাপ্য" এইরূপে যে ব্যাপ্তি-স্মৃতি জন্মে, তাহাতে ধূমাদি-লিঙ্গের দর্শন (প্রত্যক্ষ) নাই বলিয়া উক্ত লিঙ্গজ্ঞান লিঙ্গ পরামর্শ বলিয়া ব্যবহৃত হয় না। উক্ত ব্যাপ্তি-স্মৃতির পরে "বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্বত" এই পরামর্শ-জ্ঞান কালে হেতুর যে দর্শন, তাহার নাম তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ। নৈয়ায়িকগণের মতে পক্ষধর্মতাজ্ঞান, ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পরামর্শ জ্ঞান—এই তিনটী অনু-মিতির অসাধারণ কারণ। অনুমিতির বিধেয় বিষয়কে সাধ্য বলে। 'পর্বতো বহ্নিমান্' এই জ্ঞানে পর্বতটী উদ্দেশ্যরূপে এবং বহ্নিটী বিধেয়রূপে জ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়া বহ্নিটী বিধেয় বিষয়। তাই উহা অনুমিতির সাধ্য। এই সাধ্যের সংশয় যেখানে হয়, তাহার নাম পক্ষ। বহ্নি আছে কি নাই—এইরূপ সংশয় পর্বতাদিতে হয় বলিয়া পর্বতাদিই পক্ষ। পক্ষে হেতুর যে দর্শন, তাহার নাম পক্ষধর্মতা জ্ঞান। পর্বতো ধূমবান্—এই আকারের পক্ষে যে লিঙ্গজ্ঞান জন্মে, তাহাকে পক্ষধর্মতা জ্ঞান বলে। এই পক্ষধর্মতাজ্ঞান ব্যাপ্তি-সংস্কারের উদ্‌বোধ করিয়া 'ধূমো বহ্নিব্যাপ্যঃ' এই আকারে পূর্ব প্রত্যক্ষ ব্যাপ্তির যে স্মরণ জন্মায়, তাহার নাম ব্যাপ্তিজ্ঞান। এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের পরে 'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্বতঃ' এই আকারে পক্ষে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর যে জ্ঞান, তাহার নাম পরামর্শজ্ঞান। পরামর্শ-জ্ঞানে পর্বতটী বিশেষ্যরূপে, ধূমটী পর্বতের বিশেষণরূপে এবং বহ্নির ব্যাপ্তি ও ধূমত্ব এই দুইটী ধূমের বিশেষণরূপে বিষয় হয়। পক্ষধর্মতাজ্ঞানে পর্বতটি বিশেষ্যরূপে, ধূমটী বিশেষণ-রূপে এবং ধূমত্বটী ধূমের বিশেষণরূপে বিষয় হয়। বহ্নির ব্যাপ্তিটী কিন্তু বিশেষণরূপে বিষয় হয় না। কারণ তৎকালে ধূমটির ব্যাপ্তিবিশিষ্টত্বরূপে স্মরণ হয় নাই। এইটাই পরামর্শ ও পক্ষধর্মতা-জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ।

উদ্দোতকর প্রভৃতির মতে পক্ষধর্মতাজ্ঞান, ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রভৃতি অনুমিতির কারণ। কিন্তু উহারা ফলাযোগব্যবচ্ছিন্ন কারণ নহে বলিয়া অনুমিতির করণ নহে; কারণ ইহারা ব্যবধানে অনুমিতি জন্মায়। পরামর্শ অব্যবধানে অনুমিতি জন্মায় বলিয়া ফলা-যোগব্যবচ্ছিন্ন কারণ। তাই পরামর্শই অনুমিতির মুখ্য করণ।

হেতুত্বাঽসিদ্ধ্যা তৎ-করণত্বস্য দূর-নিরস্তত্বাৎ। ন চ সংস্কার-জন্যত্বেনাঽনুমিতেঃ

করণ নহে ; যেহেতু তাহার অনুমিতি-কারণত্ব সিদ্ধ না হওয়ায় তাহার অনুমিতিকরণত্বটি দূরে (অন্যত্র) চলিয়া গিয়াছে অর্থাৎ কারণেই করণত্ব থাকে, কারণ না হইলে, তাহাতে

বিবৃতি

উদ্দ্যোতকরের এই মত খণ্ডন করিতে বলিলেন—**ন তু তৃতীয়-লিঙ্গপরামর্শো।** তৃতীয় লিঙ্গ পরামর্শ অনুমিতির করণ নহে। কেন করণ নহে? ইহার হেতু প্রকাশ করিতে বলিলেন—**তস্য অনুমিতি-হেতুত্বাসিদ্ধ্যা।** পরামর্শে অনুমিতি হেতুত্বের অসিদ্ধি হেতু তাহার অনুমিতি-করণত্ব বহু পূর্বেই নিরস্ত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, নৈয়ায়িকগণের মতে জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি আত্মার বিশেষগুণগুলি ক্ষণিক বলিয়া দুই ক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে, তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয় এবং দুইটী জ্ঞান যুগপৎ উৎপন্ন হয় না, ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রথমে পক্ষধর্মতা-জ্ঞান, পরে ব্যাপ্তিজ্ঞান, পরে পরামর্শ-জ্ঞান ও তৎপরে অনুমিতি জন্মে। অনুমিতির প্রতি পরামর্শকে কারণ বলিলে অনুমিতির পূর্বে পরামর্শের উৎপত্তি ক্ষণে ক্ষণিক পক্ষ-ধর্মতাজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় উহা অনুমিতির কারণ হইবে না। কার্য্যের অব্যবহিত পূর্বে যে থাকে না, সে কারণ হয় না।

আরও কথা, নৈয়ায়িকগণ ধারাবাহিক জ্ঞানস্থলে জ্ঞান-ভেদের প্রতি মন-সংযোগের ভেদকে হেতু বলিয়াছেন। যে মনঃ-সংযোগ হইতে ধারাবাহিক প্রথম জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সেই মনঃ-সংযোগ হইতে ধারাবাহিক দ্বিতীয় জ্ঞান উৎপন্ন হইলে বিষয় প্রভৃতির ভেদ না থাকায় জ্ঞানের ভেদ হইত না। সুতরাং মনঃ-সংযোগের ভেদকেই জ্ঞান-ভেদের হেতু বলিতে হইবে। অন্যান্য জ্ঞানের ভেদ স্থলে মনঃ-সংযোগের ভেদকে জ্ঞান-ভেদের হেতু না বলিয়া অন্যকে জ্ঞান-ভেদের হেতু বলিলে তাহার বিশেষ হেতু বলিতে হইবে। কিন্তু ঐরূপ বিশেষ হেতু না থাকায় সর্বত্র মনঃ-সংযোগের ভেদকেই জ্ঞানভেদের হেতু বলিতে হইবে। তাহা হইলে যে মনঃসংযোগ হইতে পক্ষধর্মতার জ্ঞান হয়, তদ্ভিন্ন মনঃ-সংযোগ হইতে ব্যাপ্তিজ্ঞান, তদ্ভিন্ন মনঃসংযোগ হইতে পরামর্শ হয় বলিতে হইবে। তাহা হইলে পরামর্শের উৎপত্তির বহু পূর্বে পক্ষধর্মতা জ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় অনুমিতির উৎপত্তি হইবে না। পরামর্শ অনুমিতির হেতু, ইহাতে তো কোন সাধক প্রমাণ নাই, প্রত্যুত অনুমিতির অনুৎপত্তিরূপ বাধক আছে। সুতরাং পরামর্শ অনুমিতির কারণ নহে। কারণ না হইলে অনুমিতির করণ হইতে পারে না ; যেহেতু কারণ-বিশেষই করণ হইয়া থাকে।

পরামর্শ অনুমিতির কারণ নহে, করণও নহে। পক্ষধর্মতা-জ্ঞান, ব্যাপ্তি-জ্ঞান ও ব্যাপ্তি-সংস্কার—এই তিনটী অনুমিতির কারণ, ইহা উক্ত হইয়াছে। ইহাতে পূবপক্ষী আপত্তি করিতে বলিলেন—**নচ সংস্কার জন্যত্বেন** ইত্যাদি। পূর্বপক্ষীর বক্তব্য এই

স্মৃতিত্বাপত্তিঃ, স্মৃতি-প্রাগভাব-জন্যত্বস্য সংস্কারমাত্র-জন্যত্বস্য বা স্মৃতিত্ব-প্রয়োজকতয়া সংস্কার-ধ্বংস-সাধারণ-সংস্কার-জন্যত্বস্য তদপ্রয়োজকত্বাৎ। ন চ

করণত্ব থাকিতে পারে না। অনুমিতিটি সংস্কার জন্য হইয়াছে বলিয়া তাহার স্মৃতিত্ব প্রসঙ্গ হয় না ; যেহেতু স্মৃতিপ্রাগভাব-জন্যত্ব বা সংস্কারমাত্র-জন্যত্ব স্মৃতিত্বের প্রয়োজক বলিয়া সংস্কার-ধ্বংস সাধারণ অর্থাৎ সংস্কার-ধ্বংস-গত ও স্মৃতি-গত সংস্কার-জন্যত্বটি স্মৃতি-

বিবৃতি

যে, সংস্কার হইতে যে জন্মে, সে স্মৃতি হইয়া থাকে। সুতরাং সংস্কার-জন্যত্বই স্মৃতিত্বের প্রয়োজক। অনুমিতি যখন ব্যাপ্তিসংস্কার-জন্য, উহাতে যখন সংস্কারজন্যত্ব আছে, তখন উহা স্মৃতি হউক। অনুমিতি কিন্তু স্মৃতি নহে। সুতরাং অনুমিতি সংস্কার-জন্য নহে, ব্যাপ্তি সংস্কারও অনুমিতির কারণ নহে, ইহা বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ ইহা বলা যায় না। কেন বলা যায় না ? তাহার উত্তরে বলিলেন—**স্মৃতিপ্রাগভাবজন্যত্বস্য**। স্মৃতিপ্রাগভাব-জন্যত্বটি স্মাতত্বের প্রয়োজক। যে জ্ঞান স্মৃতি-প্রাগভাব হইতে জন্মে, তাহাই স্মৃতি। অনুমিতি স্মৃতিপ্রাগভাবজন্য নহে ; উহাতে স্মৃতি-প্রাগভাব-জন্যতা নাই ; সুতরাং অনুমিতিতে স্মৃতিত্বের প্রসক্তি কিরূপে হইবে ? অর্থাৎ কোনরূপেই হইতে পারে না।

যদি স্মৃতি-প্রাগভাব-জন্যত্বটী স্মৃতিত্বের প্রয়োজক হইত, তবে ঐ রূপ আপত্তি হইত না ; কিন্তু উহা স্মৃতিত্বের প্রয়োজকই নহে ? কেন নহে ? যেহেতু স্মৃতিপ্রাগভাবের সাক্ষাৎকারে স্মৃতিপ্রাগভাব-জন্যত্ব থাকিলেও স্মৃতিত্ব নাই। পূর্বপক্ষী এইরূপ অসামঞ্জস্য উদ্ভাবন করিতে পারে বুঝিয়া সিদ্ধান্তী স্মৃতিত্বের প্রকৃত প্রয়োজক নিরূপণ করিতে বলিলেন—**সংস্কার-মাত্র-জন্যত্বস্য।** সংস্কার-জন্যত্বটী স্মৃতিত্বের প্রয়োজক নহে। কেন প্রয়োজক নহে, তাহার হেতু বলিলেন—**সংস্কারধ্বংস-সাধারণস্য।** স্মৃতি যেমন সংস্কার জন্য, সংস্কারের ধ্বংসও সেইরূপ সংস্কার-জন্য। সুতরাং সংস্কার-জন্যত্ব উভয়েরই সাধারণ ধর্ম। যাহা উভয়ের সাধারণ ধর্ম্ম, তাহা একতরের প্রয়োজক হইতে পারে না। সংস্কারের ধ্বংস স্মৃতি নহে, তাহাতেও যখন সংস্কার-জন্যত্ব আছে, তখন সংস্কার-জন্যত্ব স্মৃতিত্বের প্রয়োজক নহে। স্মৃতি প্রাগভাব-জন্যত্বই স্মৃতিত্বের প্রয়োজক। কার্য্যমাত্রের প্রতি তাহার প্রাগভাব হেতু। সুতরাং স্মৃতির প্রতিও তাহার প্রাগভাব হেতু। অন্য প্রাগভাব হইতে যখন স্মৃতি জন্মে না, কেবল স্মৃতিপ্রাগভাব হইতে জন্মে, তখন স্মৃতিপ্রাগভাব-জন্যত্বকে স্মৃতিত্বের প্রয়োজক বলা যাইতে পারে। যদি বল, 'স্মৃতির্ভবিষ্যতি'—এইরূপ স্মৃতি প্রাগভাবের প্রত্যক্ষও স্মৃতিপ্রাগভাবজন্য। স্মৃতিপ্রাগভাবজন্যত্ব স্মৃতি ও প্রত্যক্ষ উভয়েরই ধর্ম। অতএব উহা একতর স্মৃতিত্বের প্রয়োজক হইতে পারে না। তাহা হইলে সংস্কার-মাত্র জন্যত্বই স্মৃতিত্বের প্রয়োজক হইবে। যে সংস্কার ভিন্ন ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ প্রভৃতি কোন অসাধারণ কারণ হইতে না জন্মিয়া কেবল সংস্কার

যত্র ব্যাপ্তি-স্মরণাদনুমিতিস্তত্র কথং সংস্কারো হেতুরিতি বাচ্যম্। ব্যাপ্তি-স্মৃতিস্থলেঽপি তৎ-সংস্কারস্যৈবানুমিতি-হেতুত্বাৎ। ন হি স্মৃতেঃ সংস্কার-নাশ-

---

ত্বের প্রয়োজক হয় না। যে স্থলে ব্যাপ্তি-স্মরণ হইতে অনুমিতি হয়, সেস্থলে ব্যাপ্তি-সংস্কার কিরূপে অনুমিতির হেতু হয়—ইহা বলিতে পার না ; কারণ ব্যাপ্তিস্মৃতি স্থলেও ব্যাপ্তি-সংস্কারেরই অনুমিতি হেতুত্ব আছে ; যেহেতু স্মৃতির সংস্কার-নাশকত্ব নিয়ম নাই ; কারণ

বিবৃতি

হইতে জন্মে, তাহাকে সংস্কারমাত্র-জন্য বলে। স্মৃতি প্রাগভাবের প্রত্যক্ষ অসাধারণ কারণ ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ ও সংস্কার উভয় হইতে জন্মে বলিয়া উহা সংস্কারমাত্র-জন্য নহে। অনুমিতি অসাধারণ কারণ পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও সংস্কার উভয় হইতে জন্মে বলিয়া উহাও সংস্কারমাত্রজন্য নহে। সংস্কার-ধ্বংস কাল, রোগ বা চরম স্মৃতি ও সংস্কার উভয় হইতে জন্মে বলিয়া উহাও সংস্কারমাত্র জন্য নহে। স্মৃতি অন্য কোন অসাধারণ কারণ হইতে জন্মে না, কেবল সংস্কার হইতে জন্মে। এইজন্য উহাই কেবল সংস্কারমাত্র জন্য। সংস্কার-মাত্রজন্যত্ব কেবল স্মৃতিরই ধর্ম, অন্য কাহারও ধর্ম নহে। সুতরাং সংস্কারমাত্র জন্যত্বই স্মৃতিত্বের প্রয়োজক। যেখানে এই সংস্কারমাত্র জন্যত্ব থাকিবে, তাহাই স্মৃতি হইবে। অনুমিতিতে এই সংস্কারমাত্র-জন্যত্ব না থাকায় স্মৃতিত্বের আপত্তি হয় না।

ব্যাপ্তি সংস্কার অনুমিতির কারণ, ইহা উক্ত হইয়াছে। ইহাতে পূর্বপক্ষী আর একটি আপত্তি করিতেছেন—**ন চ ব্যাপ্তিস্মরণাৎ** ইত্যাদি। সংস্কার ফল-নাশ্য। সংস্কারের ফল স্মৃতি। এইজন্য স্মৃতি হইতে সংস্কারের নাশ হয়। যে স্থলে পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও ব্যাপ্তি স্মৃতি হইতে অনুমিতি জন্মে। সে স্থলে ব্যাপ্তিস্মরণের দ্বারা ব্যাপ্তি সংস্কার বিনষ্ট হওয়ায় উহা অনুমিতির পূর্বে থাকে না। সুতরাং উহা কিরূপে অনুমিতির হেতু হইবে? যাহা কার্য্যের অব্যবহিত পূর্বে থাকে না, তাহা সেই কার্য্যের কারণ হয় না। অতএব ব্যাপ্তি-সংস্কার অনুমিতির কারণ নহে।

এই আপত্তি খণ্ডন করিতে বলিলেন— **ব্যাপ্তিস্মৃতিস্থলে**ঽপি ইত্যাদি। যদি ব্যাপ্তিস্মৃতি দ্বারা ব্যাপ্তিসংস্কারের নাশ হইত। তবে তাহা অনুমিতির কারণ হইত না। কিন্তু ব্যাপ্তিস্মৃতি দ্বারা ব্যাপ্তিসংস্কারের নাশ হয় না। স্মৃতিদ্বারা সংস্কারের নাশ স্বীকার করিলে পরবর্ত্তী স্মৃতির অনুরোধে স্মৃতি হইতে সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ সংস্কারের অভাবে পরে কাহারও ঐ বিষয়ের স্মৃতি আর হইবে না। অথচ পরে কাহারও কাহারও ঐ বিষয়ের স্মৃতি হইয়া থাকে। সুতরাং স্মৃতি-জন্য সংস্কারকে ঐ স্মৃতির কারণ বলিতে হইবে। তাহা হইলে স্মৃতির পরে পূর্ব সংস্কারের নাশ ও সংস্কারান্তরের উৎপত্তি হইবে, নচেৎ স্মৃতি হইবে না। তাহাতে ধারাবাহিক স্মৃতির উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। ইহা কিন্তু হইতে পারে না ; কারণ কাহারও কাহারও ধারাবাহিক স্মৃতি হইয়া থাকে।

কত্ব-নিয়মঃ, স্মৃতিধারা-দর্শনাৎ। ন চানুদ্বুদ্ধ-সংস্কারাদপ্যনুমিত্যাপত্তিঃ, তদুদ্বোধস্যাপি সহকারিত্বাৎ। এবঞ্চায়ং ধূমবানিতি পক্ষধর্মতাজ্ঞানে ধূমো বহ্নিব্যাপ্য ইত্যনুভবাহিত-সংস্কারোদ্বোধে চ সতি বহ্নিমানিত্যনুমিতির্ভবতি। নতু মধ্যে ব্যাপ্তি-স্মরণং তজ্জন্যং বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবানিত্যাদি-বিশিষ্ট-জ্ঞানং বা হেতুত্বেন কল্পনীয়ম্, গৌরবান্মানাভাবাচ্চ। তচ্চ ব্যাপ্তিজ্ঞানং বহ্নি-বিষয়কত্বাংশে এব

স্মৃতিধারা [হইতে] দেখা যায়। অনুদ্বুদ্ধ সংস্কার হইতেও অনুমিতির আপত্তি হয় না, কারণ তাহার উদ্বোধেরও সহকারিত্ব আছে। এইরূপ হইলে অর্থাৎ অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তি সংস্কারের কারণত্ব সিদ্ধ হইলে 'অয়ং ধূমবান্' (এই পর্বতটি ধূমবান্)—এইরূপ পক্ষ ধর্মতার জ্ঞান হইলে এবং 'ধূমো বহ্নিব্যাপ্য' (ধূমটি বহ্নির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট) এইরূপ অনুভব-জন্য ব্যাপ্তি সংস্কারের উদ্বোধ হইলে [পর্বতো] 'বহ্নিমান্' এইরূপ অনুমিতি হয়; মধ্যে কিন্তু অর্থাৎ পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও অনুমিতির মধ্যে কিন্তু ব্যাপ্তিস্মরণ অথবা ব্যাপ্তিস্মরণ-জন্য 'বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্' ইত্যাদি-রূপ বিশিষ্ট জ্ঞান (পরামর্শ) অনুমিতির হেতুরূপে কল্পনীয় নহে; [উহাতে] গৌরব হয় এবং [উহাতে] প্রমাণও নাই। সেই ব্যাপ্তির জ্ঞানটি

বিবৃতি

বিশেষ যাহার যে স্থলে "ঘট-পটৌ" এইরূপ ঘট ও পটবিষয়ক সমূহালম্বন জ্ঞানের পরে সমূহালম্বন স্মৃতি না হইয়া ক্রমে ক্রমে কেবল ঘটবিষয়ক ও পটবিষয়ক স্মৃতি হয়, তাহার ঐ ঘটবিষয়ক বা পটবিষয়ক স্মৃতিদ্বারা সমূহালম্বন সংস্কারের নাশ হইতে পারে না। যেহেতু উহা সমান-বিষয়ক স্মৃতি নহে। যে কোন বিষয়ক স্মৃতিদ্বারা সংস্কারের নাশ হইলে ঘট-স্মৃতি দ্বারা পট-সংস্কারের বা সকল সংস্কারের নাশের আপত্তি হইবে। সুতরাং সে স্থলে ফল (স্মৃতি) সংস্কারের নাশক নহে; কাল, রোগ বা চরম স্মৃতিকেই সংস্কারের নাশক বলিতে হইবে। সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীতে বিশ্বনাথও এই কথা বলিয়াছেন[১]। অন্যত্র লাঘববশতঃ ঐ কাল, রোগ বা চরম স্মৃতিই সংস্কারের নাশক হইবে, মধ্যবর্ত্তী স্মৃতিগুলি সংস্কারের নাশক হইবে না। ব্যাপ্তিস্মৃতির পরে অনুমিতি স্থলেও ঐ ব্যাপ্তি-স্মৃতি দ্বারা সংস্কারের নাশ না হওয়ায় উহা অনুমিতির কারণ হইবে।

পক্ষধর্মতাজ্ঞানের পরে যাহার ব্যাপ্তিসংস্কারের উদ্বোধ হয় নাই। তাহার অনুমিতি হয় না। পঞ্চপাদিকাকারও বলিয়াছেন—'সংস্কারানুদ্বোধে তদভাবাৎ' (ক, বৈ ২০২ পৃঃ) এইজন্য ব্যাপ্তিসংস্কারের উদ্বোধকেও অনুমিতির কারণ বলিতে হইবে। উদ্বুদ্ধ ব্যাপ্তিসংস্কারই অনুমিতির কারণ; অনুদ্বুদ্ধ ব্যাপ্তিসংস্কার অনুমিতির কারণ নহে।

পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও উদ্বুদ্ধ ব্যাপ্তিসংস্কার অনুমিতির কারণ। ব্যাপ্তিস্মৃতি বা পরামর্শ-জ্ঞান-রূপ বিশিষ্ট জ্ঞান অনুমিতির কারণ নহে। উহাতে হেতু প্রদর্শন করিতে বলিলেন

১। "ফলস্য সংস্কার-নাশকত্বাভাবাৎ কালস্য রোগস্য চরমফলস্য বা সংস্কার-নাশকত্বং বাচ্যম্" ভা, স্মৃতিখণ্ড

কারণম্, ন তু পর্বত-বিষয়কত্বাংশ ইতি। পর্বতো বহ্নিমানিতি জ্ঞানস্য বহ্ন্যংশ এবানুমিতিত্বম্, ন তু পর্বতাদ্যংশে, তদংশে প্রত্যক্ষত্বস্যোপপাদিতত্বাৎ।

ব্যাপ্তিশ্চাশেষ-সাধনাশ্রয়াশ্রিতসাধ্য-সামানাধিকরণ্যরূপা। সা চ ব্যভি-

[অনুমিতির] বহ্নি-বিষয়কত্ব অংশেই কারণ, পর্বত-বিষয়কত্ব অংশে কিন্তু কারণ নহে, 'পর্বতো বহ্নিমান্' এই জ্ঞানের বহ্ন্যংশেই অনুমিতিত্ব আছে, পর্বতাদি অংশে কিন্তু অনুমিতিত্ব নাই; যেহেতু সেই অংশে প্রত্যক্ষত্ব [পূর্বেই] উপপাদিত হইয়াছে।

ব্যাপ্তি হইতেছে হেতুর যাবতীয় অধিকরণে আশ্রিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্য।

বিবৃতি

—গৌরবাদ্ মানাভাবাচ্চ। ব্যাপ্তিস্মৃতি ও পরামর্শজ্ঞান বিনাই যখন অনুমিতি হয়, তখন ব্যাপ্তিস্মৃতি ও পরামর্শজ্ঞান অনুমিতির কারণ নহে। যদি তাহাদিগকেও কারণ বলা হয়, তবে তাহাতে অতিরিক্ত কারণ কল্পনা প্রযুক্ত গৌরব হইবে। এই গৌরব কারণান্তর কল্পনার বাধক। যদি ব্যাপ্তিস্মৃতি ও পরামর্শজ্ঞানের অনুমিতিকারণত্বে কোন প্রমাণ থাকিত, তবে ঐ গৌরব প্রমাণ সিদ্ধ বলিয়া দোষবহ হইত না। কিন্তু উহাদের অনুমিতিকারণত্বে কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং অপ্রামাণিক গৌরব স্বীকার্য্য নহে।

পর্বতো বহ্নিমান্—এই অনুমিতিতে পর্বতটি বিশেষ্যরূপে ও বহ্নিটি বিশেষণরূপে বিষয় হয়। এইজন্য এই অনুমিতিকে পর্বত-বিশেষ্যক অনুমিতি ও বহ্নি-প্রকারক অনুমিতি বলা হয়। অনুমিতিটি পর্বত-বিষয়ক বলিয়া উহাতে যেমন পর্বত-বিষয়কত্ব আছে, তদ্রূপ বহ্নি-বিষয়ক বলিয়া উহাতে বহ্নি-বিষয়কত্বও আছে। বহ্নি-বিষয়কত্বাংশে অনুমিতিটী ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্য হইলেও পর্বত-বিষয়কত্বাংশে অনুমিতিটি ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য নহে। পক্ষ পর্বতটী ইন্দ্রিয়-সন্নিকৃষ্ট বলিয়া পর্বত-বিষয়কত্বাংশে অনুমিতিটী প্রত্যক্ষ এবং উহা ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-জন্য; কিন্তু ব্যাপ্তিজ্ঞান-জন্য নহে। সুতরাং পূর্বোক্ত অনুমিতির সর্বাংশে ব্যাপ্তিজ্ঞান-জন্য জ্ঞানত্ব না থাকায় অনুমিতি লক্ষণের আংশিক অব্যাপ্তি হয়। অতএব অনুমিতির পূর্বোক্ত লক্ষণ সঙ্গত নহে। এইরূপ আশঙ্কার নিবৃত্তি করিতে বলিলেন—**তচ্চ ব্যাপ্তিজ্ঞানম্।** পর্বতো বহ্নিমান্—এই জ্ঞানের বহ্ন্যংশেই অনুমিতিত্ব আছে এবং ঐ অংশেই ব্যাপ্তিজ্ঞান কারণ। পর্বতাংশে অনুমিতিত্ব নাই এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান ঐ অংশে কারণও নহে। জ্ঞানের যে অংশে অনু-মিতিত্ব নাই, সেই অংশটিতে ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য জ্ঞানত্ব না থাকিলেও অব্যাপ্তি হয় না।

অনুমিতির করণ ব্যাপ্তি-জ্ঞান। ব্যাপ্তি-জ্ঞানের বিষয় ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তিকে না জানিলে ব্যাপ্তি-জ্ঞানকে জানা যায় না। এইজন্য ব্যাপ্তির স্বরূপ নিরূপণ করিতে বলিলেন—**ব্যাপ্তিশ্চ।** হেতুর যাবতীয় অধিকরণে আশ্রিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্যকে ব্যাপ্তি বলে। যে থাকে, তাহাকে বৃত্তি বা আধেয় বলে। যে বৃত্তি বা আধেয়, তাহাতে

বিবৃতি

বৃত্তিত্ব বা আধেয়ত্ব নামে একটি ধর্ম থাকে। অধিকরণ আছে বলিয়া আধেয়। সুতরাং আধেয়টী অধিকরণ নিবন্ধন। এইজন্য এই বৃত্তিত্ব বা আধেয়ত্বটী অধিকরণ-নিরূপিত। এই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বের নাম সামানাধিকরণ্য। যে সাধ্যের অধিকরণে থাকে, তাহাকে সাধ্যাধিকরণ-বৃত্তি বা সাধ্য-সমানাধিকরণ বলে। সাধ্যাধিকরণ-বৃত্তি বা সাধ্য-সমানাধিকরণে যে সাধ্যাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্ব বা সাধ্য-সামাধিকরণ্য ধর্ম আছে। তাহাই ব্যাপ্তি। হেতুটী সাধ্যের অধিকরণে থাকে। তাই হেতুটী সাধ্যাধিকরণ-বৃত্তি বা সাধ্য-সমানাধিকরণ। উহাতে যে সাধ্যাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্ব বা সাধ্য-সামানাধিকরণ্য ধর্ম আছে। তাহাই হেতু-গত সাধ্যের ব্যাপ্তি! প্রকৃত হেতুতেই সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকে। ঐ ব্যাপ্তির জ্ঞানই অনুমিতির করণ।

সাধ্যের সামানাধিকরণ্যমাত্রকে ব্যাপ্তি বলিলে "পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই অনুমিতি স্থলে অনুমিতির প্রকৃত হেতু ধূমে সাধ্য-সামানাধিকরণ্য রূপ ব্যাপ্তি না থাকায় অব্যাপ্তি হয়। এই অনুমিতির পক্ষ—পর্বত ; সাধ্য—বহ্নি ; ধূম—হেতু। ধূম হেতুটী প্রকৃতপক্ষে ব্যাপ্য অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট। কিন্তু সাধ্য বহ্নির অধিকরণ অয়োগোলকে ধূম হেতু নাই। সুতরাং উহা সাধ্যাধিকরণ বৃত্তি নহে। উহাতে সাধ্যাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্ব বা সাধ্য-সামানাধিকরণ্য নাই বলিয়া অব্যাপ্তি হয়। এই অব্যাপ্তি বারণের জন্য সাধ্যের বিশেষণ বলিলেন—**সাধনাশ্রয়াশ্রিত**। সাধ্যের সামানাধিকরণ্যমাত্র ব্যাপ্তি নহে। কিন্তু সাধনের আশ্রয়ে আশ্রিত যে সাধ্য, সেই সাধ্যের সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। এইরূপ লক্ষণ হইলে পূর্বোক্ত স্থলে অব্যাপ্তি হয় না। এই স্থলে ধূম হেতুটী সাধ্যের অধিকরণ অয়োগোলকের আধেয় নহে। এই জন্য ধূমাদি হেতুতে সাধ্যাধিকরণ অয়োগোলক নিরূপিত বৃত্তিত্বরূপ সাধ্যসমানাধিকরণ্য নাই ; ইহা সত্য। কিন্তু সাধনের আশ্রয়ে আশ্রিত সাধ্যের অধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বরূপ সাধ্য-সমানাধিকরণ্য আছে। অয়োগোলক সাধন ধূমের আশ্রয় নহে। কারণ সেখানে ধূম নাই। সুতরাং অয়োগোলকে যে সাধ্য বহ্নি আছে, তাহা সাধনের আশ্রয়ে আশ্রিত সাধ্য নহে। গোষ্ঠ, চত্বর, মহানস প্রভৃতি সাধন ধূমের আশ্রয়, ঐ গুলিতে যে সাধ্য আছে, তাহা সাধনের আশ্রয়ে আশ্রিত সাধ্য। তাহা হইলে সাধ্য বহ্নি দুই প্রকার হইল। একটি সাধনের অনাশ্রয়ে আশ্রিত সাধ্য। অপরটি সাধনের আশ্রয়ে আশ্রিত সাধ্য। তন্মধ্যে সাধনাশ্রয়ে আশ্রিত সাধ্যের অধিকরণ সাধনের অনাশ্রয় অয়োগোলক প্রভৃতি হইবে না। কিন্তু সাধনের আশ্রয় গোষ্ঠ, চত্বর, মহানস প্রভৃতিই হইবে। তাহার প্রত্যেকে ধূম আছে। সুতরাং ধূম হেতুতে সাধনাশ্রয়ে আশ্রিত সাধ্যের অধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বরূপ ব্যাপ্তি থাকায় অব্যাপ্তি হয় না। সুতরাং সাধনাশ্রয়াশ্রিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি।

বিবৃতি

তাহাও সঙ্গত নহে অর্থাৎ সাধনাশ্রয়াশ্রিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্যও ব্যাপ্তি নহে। যেহেতু "পর্বতো ধূমবান্ বহ্নিমত্ত্বাৎ" এইরূপ অসৎ অনুমিতিস্থলে ব্যাপ্তিশূন্য বহ্নি হেতুতে সাধনাশ্রয়াশ্রিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তি থাকায় অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য আশ্রয়ের বিশেষণ বলিলেন—**অশেষ**। "পর্বতো ধূমবান্ বহ্নিমত্ত্বাৎ" এইরূপ অনুমিতি স্থলে পক্ষ—পর্বত, সাধ্য—ধূম, হেতু—বহ্নি। উক্ত বহ্নি হেতুটী সাধ্যাভাবের (ধূমাভাবের) অধিকরণ অয়োগোলকে থাকে বলিয়া উহা সাধ্য ধূমের ব্যভিচারী, প্রকৃত সৎ হেতু নহে। উহা হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হয় বলিয়া হেত্বাভাস। হেত্বাভাসে সাধ্যের ব্যাপ্তি থাকে না। এজন্য এ স্থলে বহ্নি হেতুতে সাধ্য ধূমের ব্যাপ্তি নাই। কিন্তু পূর্বোক্ত সাধনাশ্রয়াশ্রিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তি আছে। এস্থলে সাধন বহ্নির কোন এক অধিকরণ মহানসাদিতে ধূমটী আশ্রিত। অত এব ধূমটী সাধনাশ্রয়ে আশ্রিত। সেই সাধনাশ্রয়াশ্রিত সাধ্য ধূমের অধিকরণ সাধনাশ্রয় মহানসাদি। তাহাতে বহ্নি আধেয় হওয়ায় বহ্নি হেতুতে সাধনাশ্রয়াশ্রিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্যরূপ (অধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বরূপ) ব্যাপ্তি থাকায় অতিব্যাপ্তি হয়। কিন্তু যাবৎ সাধনাশ্রয়ে আশ্রিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্যকে ব্যাপ্তি বলিলে এই অতিব্যাপ্তি হয় না। যে সাধ্যটি সাধনের যাবতীয় আশ্রয়ে আশ্রিত। তাহাই যাবৎসাধনাশ্রয়াশ্রিত সাধ্য। এস্থলে সাধ্য ধূমটী সাধনের অন্যতম আশ্রয় অয়োগোলকে আশ্রিত নহে। সুতরাং ধূমটী যাবৎ সাধনাশ্রয়াশ্রিত সাধ্য নহে এবং তাহার সামানাধিকরণ্যও যাবৎ সাধনাশ্রয়াশ্রিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্য নহে। সুতরাং বহ্নি হেতুতে সাধনাশ্রয়াশ্রিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্য থাকিলেও যাবৎ সাধনাশ্রয়াশ্রিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্য না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না। সুতরাং যাবৎ সাধনাশ্রয়াশ্রিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি।

ব্যাপ্তির লক্ষণে এইরূপ বহু বিশেষণ নিবেশ করিতে হইবে। ধীর চিত্তে গুরুর নিকট ব্যাপ্তিপঞ্চক, সিদ্ধান্তলক্ষণ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ না করিলে বোধগম্য হয় না বলিয়া এস্থলে সেই নিবেশ কৌশল উল্লিখিত হইল না।

ব্যাপ্তির স্বরূপ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু সেই ব্যাপ্তির নিশ্চয়ের কোন কারণ নাই। প্রত্যক্ষের দ্বারা সন্নিহিত বর্ত্তমান হেতুতে ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইতে পারে, কিন্তু ব্যবহিত, অতীত ও ভবিষ্যৎ হেতু অপ্রত্যক্ষ বলিয়া প্রত্যক্ষ দ্বারা তদ্‌গত ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইতে পারে না। অনুমানের দ্বারাও হইতে পারে না। যে অনুমানের দ্বারা ব্যাপ্তির নিশ্চয় হইবে; সেই অনুমানের মূলীভূত ব্যাপ্তিটি অনুমানান্তরের দ্বারা নিশ্চিত হইলে অনবস্থা হইবে। অনুমানের দ্বারা ব্যাপ্তিনিশ্চয় না হইলে অনুমান মূলক শব্দের দ্বারাও ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইতে পারে না। ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের অন্য কোন কারণও নাই।

চারাদর্শনে সতি সহচার-দর্শনেন গৃহ্যতে। তচ্চ সহচার-দর্শনং সকৃদ্ দর্শনং

সেই ব্যাপ্তি ব্যভিচারের অদর্শন ও সহচার দর্শন দ্বারা গৃহীত হয়। সেই সহচার দর্শনটি

বিবৃতি

সুতরাং কোন প্রমাণের দ্বারা ব্যাপ্তিনিশ্চয় যখন সম্ভব নহে, তখন ব্যাপ্তিনিশ্চয় অনুমিতির করণ হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের কারণ নির্দেশ করিতে বলিলেন—**সা চ ব্যভিচারাদর্শনে সতি।** ব্যভিচারের অদর্শনের সহিত সহচার দর্শনের দ্বারা ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয়। সাধ্যাভাবোঽস্য অস্তি—এই অর্থে নিষ্পন্ন সাধ্যাভাববৎ শব্দের অর্থ—সাধ্যাভাবের অধিকরণ। সাধ্যাভাববতে অর্থাৎ সাধ্যাভাবের অধিকরণে যে থাকে, তাহাকে বলে সাধ্যাভাববদ্ বৃত্তি। যে সাধ্যাভাববদ্ বৃত্তি, তাহাতে সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্ব নামে যে ধর্ম থাকে, তাহার নাম ব্যভিচার। যেমন "ধূমবান্ বহ্নিমত্ত্বাৎ" এই স্থলে সাধ্যাভাবের (ধূমাভাবের অধিকরণ) অয়োগোলকে বহ্নি হেতুটী বৃত্তি (আধেয়)। তাই বহ্নিটী সাধ্যাভাববদ্বৃত্তি। উহাতে যে সাধ্যাভাববদ্-বৃত্তিত্ব ধর্ম আছে। উহাই সাধ্যের ব্যভিচার। এই সাধ্যাভাববদ্-বৃত্তিত্বরূপ ব্যভিচার বহ্নিতে আছে বলিয়া বহ্নিটী সাধ্যের ব্যভিচারী। "বহ্নি ধূমাভাববদ্বৃত্তি" এই জ্ঞান হইলে বহ্নিতে ধূমাভাববদ্-বৃত্তিত্ব ধর্মের জ্ঞান হয়। এই ধূমাভাববদ্ বৃত্তিত্ব ধর্মের জ্ঞানই ব্যভিচার জ্ঞান। বহ্নি হেতুতে এই ব্যভিচারের জ্ঞান আছে বলিয়া বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় না। ব্যভিচারের জ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বলিয়া ব্যভিচার জ্ঞানের অভাব বা ব্যভিচারের অদর্শন ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণ। ব্যভিচারের অদর্শন মাত্রকে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের কারণ বলিলে ব্যভিচারী হেতুতে ব্যভিচারের অদর্শন কালে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের আপত্তি হইবে। তাই সহচার দর্শনকেও ব্যাপ্তিনিশ্চয়ে কারণ বলিতে হইবে। ব্যভিচারের অদর্শনকালে ব্যভিচারী হেতুতে সহচার দর্শন নাই বলিয়া ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয় না। সহচার দর্শনমাত্রকে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের কারণ বলিলে মহানসাদিতে বহ্নি ও ধূমের সহচার দর্শন আছে বলিয়া বহ্নিতেও ধূমের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইয়া যাইবে। অতএব কোন একটি ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের কারণ নহে। ব্যভিচারের অদর্শন এবং সহচারের দর্শন—এই উভয়ই ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের কারণ। প্রকৃত সৎ হেতুতে এই দুইটি থাকে বলিয়া ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয়। অসৎ হেতুতে এই দুইটী থাকে না বলিয়া ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় না।

বৌদ্ধগণ তাদাত্ম্য (অভেদ সম্বন্ধ) ও তদুৎপত্তিকে (কার্য্যকারণভাবকে) ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের হেতু বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা সেই মত খণ্ডিত হইল, বুঝিতে হইবে। কারণ যেখানে তাদাত্ম্যও নাই, তদুৎপত্তি নাই; সেখানেও ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের দ্বারা অনুমিতি হইয়া থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি বহুদ্রব্যে রূপ ও রসের প্রত্যক্ষ করিয়া পরে যদি সে কোন দিন চক্ষুর্মুদ্রিত করিয়া রসের উপলব্ধি করে, তবে সে সেই রসের

ভূয়ো-দর্শনং বেতি বিশেষো নাদরণীয়ঃ, সহচার-দর্শনস্যৈব প্রয়োজকত্বাৎ।

তচ্চানুমানমন্বয়ি-রূপমেকমেব, ন তু কেবলান্বয়ি, সর্বস্যাপি ধর্মস্যাস্মন্মতে

একবার সহচার দর্শন অথবা পুনঃ পুনঃ অর্থাৎ বহু সহচার দর্শন—এইরূপ বিশেষ আদরণীয় নহে অর্থাৎ এক সহচার দর্শন অথবা বহু সহচার দর্শন—এইরূপ বিশেষ সহচার দর্শনকে ব্যাপ্তিজ্ঞানের হেতু বলি না ; যেহেতু সহচার দর্শনই প্রয়োজক (হেতু)।

সেই অনুমান অন্বয়ি-রূপ একই ; পরন্তু কেবলান্বয়ী হয় না। কারণ আমাদের মতে

বিবৃতি

দ্বারা সেই দ্রব্যে রূপের অনুমিতি করিয়া থাকে, ইহা সকলের অনুভব সিদ্ধ। বৌদ্ধমতে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য সমকালোৎপন্ন এই রূপ ও রসের মধ্যে তাদাত্ম্য ও তদুৎপত্তি না থাকায় ব্যাপ্তি-নিশ্চয় হইতে পারে না বলিয়া অনুমিতি হইতে পারে না। কিন্তু এইরূপ অনুমিতি হইয়া থাকে। সুতরাং তাদাত্ম্য ও তদুৎপত্তি ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের হেতু নহে। পূর্বোক্ত ব্যভিচারের অজ্ঞান সহিত সহচার দর্শনই ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের হেতু।

ভট্ট কুমারিল প্রভৃতি ভূয়ঃ সহচার দর্শনকে ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের হেতু বলিয়াছেন। ইহা খণ্ডন করিতে বলিলেন—**তচ্চ সহচার-দর্শনম্**। কত স্থানে কতবার হেতু ও সাধ্যের সহচার দর্শন হইলে ভূয়োদর্শন হয়, তাহা কেহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে না। পরন্তু ব্যভিচারের জ্ঞান না থাকিলে একবার মাত্র সহচার দর্শন হইলে বিশিষ্ট রূপ ও রসের মধ্যে ব্যাপ্তি নিশ্চয় জন্মে, ব্যভিচারের জ্ঞান থাকিলে বহুবার সহচার দর্শন হইলেও পার্থিবত্বে লৌহ-লেখ্যত্বের বা বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় না। আরও কথা, যদি লঘুভূত সহচার দর্শন কারণ হইতে পারে, তবে গুরু বিশেষ সহচার-দর্শন অর্থাৎ সকৃৎ-সহচারদর্শন বা ভূয়ঃ সহচার দর্শনকে কারণ বলা সঙ্গত নহে। সুতরাং সহচারদর্শনই ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের হেতু ; সকৃৎ সহচার দর্শন বা ভূয়ঃ সহচারদর্শন হেতু নহে।

নৈয়ায়িকগণ কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী ভেদে তিন প্রকার অনুমান বলিয়াছেন। তন্মধ্যে যে অনুমানে সাধ্যটী অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী নহে অথবা যে অনুমানে ব্যাপ্তিটী কেবল অন্বয় সহচারের দ্বারা গৃহীত হয়, ব্যতিরেক সহচার দ্বারা গৃহীত হয় না,[১] সেই অনুমানকে কেবলান্বয়ী অনুমান বলে। যে অনুমানে ব্যাপ্তিটী কেবল ব্যতিরেক সহচারের দ্বারা গৃহীত হয়, অন্বয় সহচারের দ্বারা গৃহীত হয় না, সেই অনুমানকে ব্যতিরেকী অনুমান বলে। যে অনুমানে ব্যাপ্তিটী অন্বয় সহচার ও ব্যতিরেক সহচারের দ্বারা গৃহীত হয়, সেই অনুমানকে অন্বয়-ব্যতিরেকী

১। যেখানে যেখানে ধূম, সেই খানে সেই খানে বহ্নির যে দর্শন, তাহা অন্বয় সহচার দর্শন। যেখানে যেখানে বহ্নি নাই, সেখানে ধূম নাই, এইভাবে বহ্ন্যভাবের সহিত ধূমাভাবের যে দর্শন, তাহা ব্যতিরেক সহচার দর্শন। অন্বয় সহচার দর্শনের দ্বারা সাধ্য-সামানাধিকরণ্যরূপ অন্বয়-ব্যাপ্তি এবং ব্যতিরেক সহচার দর্শনের দ্বারা সাধ্যাভাবের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগিত্বরূপ ব্যতিরেক ব্যাপ্তির জ্ঞান হয়। ইহা নৈয়ায়িক মত।

ব্রহ্ম-নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বেনাঽত্যন্তাভাবাঽপ্রতিযোগি-সাধ্যকত্ব-রূপ-কেবলান্বয়িত্বস্যাসিদ্ধেঃ। নাপ্যনুমানস্য কেবল-ব্যতিরেকি-রূপত্বম্, সাধ্যা-

সমস্ত ধর্মই ব্রহ্ম-নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হওয়ায় [অনুমানে] অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্যকত্ব-রূপ কেবলন্বয়িত্ব সিদ্ধ হয় না। অনুমানের কেবল ব্যতিরেকি-

বিবৃতি

অনুমান বলে। নৈয়ায়িকের এই মত খণ্ডন করিতে বলিলেন—**তচ্চানুমানমন্বয়ি-রূপমেকমেব**। নৈয়ায়িকমতে অত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগি সাধ্যক অনুমানকে কেবলান্বয়ী অনুমান বলে। অত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগি সাধ্যং যস্য অনুমানস্য অর্থাৎ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্য হইয়াছে যে অনুমানের, সেই অনুমানকে অত্যন্তাভাবা-প্রতিযোগি সাধ্যক বলে। তাহাতে যে অত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগি-সাধ্যকত্ব ধর্ম আছে। নৈয়ায়িকমতে তাহারই নাম কেবলান্বয়িত্ব। যদি কেহ "ইদং প্রমেয়ং বাচ্যত্বাৎ" এইরূপ অনুমান প্রয়োগ করেন। তবে এই অনুমানটি তাঁহাদের মতে কেবলান্বয়ী অনুমান হইবে। এই অনুমানের সাধ্য প্রমেয়ত্ব সকল পদার্থেরই ধর্ম। উহার অত্যন্তাভাব কোথাও নাই বলিয়া উহা অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী নহে—অপ্রতিযোগী। সুতরাং এই অনুমানটি অত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগি-সাধ্যক হইয়াছে। উহাতে অত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগি-সাধ্যকত্ব-রূপ কেবলান্বয়িত্ব থাকায় তাঁহাদের মতে এই অনুমানটী কেবলান্বয়ী অনুমান।

কিন্তু বেদান্তিমতে কোন অনুমান অত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগি-সাধ্যক না হওয়ায় উহাতে কেবলান্বয়িত্ব ধর্মের সিদ্ধি হয় না। কেন সিদ্ধি হয় না? তাহার হেতু বলিলেন—**সর্বস্যাপি ধর্মস্য**। বেদান্তিমতে ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য। তদ্ভিন্ন সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং ব্রহ্ম ভিন্ন যাবতীয় বস্তুই কার্য্য। কার্য্য হইলেই তাহার ধ্বংস বা অত্যন্তাভাব হইয়া থাকে। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (এই ব্রহ্মে কোন বস্তুই নাই) এই শ্রুতিও বলিয়াছেন—ব্রহ্মে সকল কার্য্যের অত্যন্তাভাব আছে। তাহা হইলে সকল কার্য্যই ব্রহ্মনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী, অত্যন্তাভাবের অপ্রতি-যোগী কোন কার্য্যই নাই। অনুমানে যে পদার্থটী সাধ্য হইবে। ব্রহ্মে তাহার অত্যন্তাভাব আছে বলিয়া তাহাও সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী। সুতরাং অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্য একটিও নাই। অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্য না থাকায় অনুমানও অত্যন্তাভাবাপ্রাতিযোগি সাধ্যক হইবে না। অত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগি সাধ্যক কেহ না থাকিলে অত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগি সাধ্যকত্ব-রূপ কেবলান্বয়িত্ব কোথাও সিদ্ধ হইবে না। অতএব কেবলান্বয়ী অনুমান সম্ভব নহে।

এইরূপ কেবল ব্যতিরেকী অনুমানও সম্ভব নহে। কেন সম্ভব নহে? তাহার হেতু বলিলেন—**সাধ্যাভাবে সাধনাভাব** ইত্যাদি। পৃথিবী জলাদি-ভিন্না গন্ধবত্ত্বাৎ—

ভাবে সাধনা-ভাব-নিরূপিত-ব্যাপ্তি-জ্ঞানস্য সাধনেন সাধ্যানুমিতাবনুপ-যোগাৎ। কথং তর্হি ধূমাদন্বয়-ব্যাপ্তিমবিদুষোঽপি ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞানাদনু-

স্বরূপত্বও নাই অর্থাৎ অনুমান কেবল ব্যতিরেকি-স্বরূপও নহে ; যেহেতু সাধ্যাভাব-নিষ্ঠ সাধনাভাব-নিরূপিত ব্যাপ্তির জ্ঞান সাধনের দ্বারা সাধ্যের অনুমিতিতে উপযোগী নহে। তাহা হইলে অর্থাৎ ব্যতিরেক ব্যাপ্তির জ্ঞান অনুমিতির হেতু না হইলে অন্বয় ব্যাপ্তির জ্ঞানরহিত পুরুষেরও ব্যতিরেক ব্যাপ্তির জ্ঞান হইতে কিরূপে বহ্নির জ্ঞান হইয়া থাকে ?

বিবৃতি

এইরূপ ব্যতিরেকী অনুমানের প্রয়োগ স্থলে পৃথিবীমাত্রই পক্ষ হইয়াছে। এস্থলে পক্ষ পৃথিবীতে গন্ধের নিশ্চয় আছে, কিন্তু জলাদি-ভেদের নিশ্চয় নাই। পৃথিবী ভিন্ন যাহা যাহা আছে, তাহাতে জলাদির ভেদও নাই, গন্ধও নাই। সুতরাং 'যেখানে যেখানে গন্ধ, সেখানে জলাদিভেদ' এইরূপ জলাদিভেদ ও গন্ধের অন্বয় সহচার দর্শনের স্থান না থাকায় অন্বয় সহচারের দ্বারা গন্ধ হেতুতে জলাদি ভেদের অন্বয় ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয় না। কিন্তু পৃথিবী ভিন্ন যাবতীয় প্রত্যেক পদার্থে তাহাদের নিজ নিজ ভেদের অভাব ও গন্ধাভাবের সহচার দর্শন আছে। এই সহচার দর্শনটি সাধ্য ও হেতুর অভাবের সহচার দর্শন বলিয়াই ব্যতিরেক সহচার দর্শন। কেবল ব্যতিরেক সহচার দ্বারাই গন্ধ হেতুতে জলাদি ভেদের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয় বলিয়া নৈয়ায়িকগণ এই অনুমানকে কেবল ব্যতিরেকী অনুমান বলেন। ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ সাধ্যাভাবে সাধনাভাবের ব্যাপ্তি-নিশ্চয় সাধনের দ্বারা সাধ্যের অনুমিতিতে হেতু নহে। তাৎপর্য্য এই যে, যে হেতু দ্বারা যে সাধ্যের অনুমিতি হইবে, সেই হেতুতে সেই সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয় সেই সাধ্যের অনু-মিতিতে হেতু, অন্য হেতুতে ব্যাপ্তিনিশ্চয় সেই সাধ্যের অনুমিতিতে হেতু নহে। ইহা স্বীকার না করিলে যাহার ধূম হেতুতে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয় নাই ; কিন্তু আলোক হেতুতে বহ্নির ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইয়াছে ; তাহার ধূম হেতুদ্বারা বহ্নির অনুমিতি হইয়া যাইবে। ইহা কিন্তু হয়-না। সুতরাং যে হেতুদ্বারা যে সাধ্যের অনুমিতি হইবে, সেই হেতুতে সেই সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয় আবশ্যক। "পৃথিবী জলাদিভিন্না"—এইরূপ অনুমিতি স্থলে হেতু ও সাধ্যের সহচার দর্শনের স্থান না থাকায় অন্বয় সহচারের জ্ঞান হয় নাই। এজন্য গন্ধাদি হেতুতে জলাদি ভেদের ব্যাপ্তি-নিশ্চয় হয় না। কিন্তু জলাদিতে উহাদের ব্যতিরেকের অর্থাৎ যেখানে যেখানে জলাদিভেদের অভাব, সেখানে গন্ধাভাব— এইরূপ জলাদিভেদাভাব ও গন্ধাভাবের সহচার দর্শন আছে। উক্ত সহচারদর্শন জলাদিভেদাভাবে গন্ধাভাবের ব্যাপ্তিনিশ্চয়ে হেতু ; কিন্তু গন্ধে জলাদি-ভেদের ব্যাপ্তি-নিশ্চয়ের হেতু নহে। এজন্য উহা দ্বারা গন্ধে জলাদিভেদের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয় না ; কিন্তু জলাদিভেদাভাবে গন্ধাভাবের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়। উক্ত ব্যাপ্তিনিশ্চয় জলাদিভেদাভাবের

মিতিঃ। অর্থাপত্তি-প্রমাণাদিতি বক্ষ্যামঃ। অত এবানুমানস্য নান্বয়-ব্যতিরেকি-রূপত্বম্, ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞানস্যানুমিত্যহেতুত্বাৎ।

তচ্চানুমানং স্বার্থ-পরার্থ-ভেদাদ্ দ্বিবিধম্। তত্র স্বার্থং তূক্তমেব। পরার্থং

অর্থাপত্তি প্রমাণ হইতে হয়, ইহা [অর্থাপত্তি পরিচ্ছেদে] বলিব। এই হেতুই অর্থাৎ ব্যতিরেক ব্যাপ্তির জ্ঞান অনুমিতির হেতু নহে বলিয়াই অনুমান অন্বয়-ব্যতিরেকি-রূপও হয় না; যেহেতু ব্যতিরেক ব্যাপ্তির জ্ঞান অনুমিতির হেতু নহে।

সেই অনুমান স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে স্বার্থানুমান

বিবৃতি

দ্বারা গন্ধাভাবের অনুমিতিতে হেতু; কিন্তু গন্ধের দ্বারা জলাদিভেদের অনুমিতিতে হেতু নহে। তত্ত্বচিন্তামণির কেবলান্বয়ী গ্রন্থে প্রতিভাবতার মহানৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও এই কথা বলিয়াছেন [১] সুতরাং ব্যতিরেক সহচারের দ্বারা প্রকৃত হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইতে পারে না বলিয়া ব্যতিরেকী অনুমান স্বীকার্য্য নহে।

যদি ব্যতিরেক ব্যাপ্তির নিশ্চয় অনুমিতির হেতু না হয়। তবে যাহার ধূমে অন্বয় ব্যাপ্তির জ্ঞান নাই। তাহার ধূমের দ্বারা ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে কিরূপে বহ্নির অনুমিতি হয়? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—**অর্থাপত্তি-প্রমাণাৎ**। যে ব্যক্তির ধূমে অন্বয় ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয় নাই, সে ধূমকে ব্যাপ্য বলিয়া জানে না। কিন্তু ইহা সে জানে যে, বহ্নি হইতেই ধূম উৎপন্ন হয়, বহ্নি বিনা ধূম উপপন্ন হয় না। তাহার এই অনুপপত্তি জ্ঞানই অর্থাপত্তি প্রমাণ। পরে সে পর্বতাদিতে অনুপপন্ন ধূমকে দর্শন করিয়া "পর্বতটী বহ্নিমান্" এইরূপে পর্বতাদিতে ধূমের উপপাদক বহ্নির কল্পনা করে; সেই কল্পনা অনুমিতি নহে। তাহা অনুমিতির কোন কারণ হইতে জন্মে নাই। পরন্তু তাহা অর্থাপত্তি প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অর্থাপত্তি। কিন্তু যাহার ধূমে অন্বয় ব্যাপ্তিজ্ঞান আছে, সে ধূমকে ব্যাপ্য বলিয়া জানে। পরে সে পর্বতাদিতে ধূম দেখিয়া যে বহ্নির জ্ঞান করে, তাহা পক্ষধর্মতা প্রভৃতি অনুমিতির কারণ হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া অনুমিতি। আর ব্যতিরেক ব্যাপ্তির জ্ঞান অনুমিতির হেতু নহে বলিয়া অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমানও সম্ভব নহে। সুতরাং অন্বয়ি-রূপ একই অনুমান।

পরার্থানুমান ন্যায়-সাধ্য, ইহা উক্ত হইয়াছে। সেই ন্যায়ের স্বরূপ নির্দেশ করিতে বলিলেন—**ন্যায়ো নাম**। উপযুক্ত আনুপূর্বী-বিশিষ্ট প্রতিজ্ঞাদি বাক্যত্রয়ের সমষ্টিকে ন্যায় বলে। যেমন "পর্বতো বহ্নিমান্" (প্রতিজ্ঞা) 'ধূমাৎ' (হেতু) 'যথা মহানসম্' (উদাহরণ)। প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ—এই তিনটী ন্যায় বাক্যের অংশ বলিয়া অবয়বনামে কথিত

১। "এবং সাধ্যাভাব-ব্যাপকীভূতাভাব-প্রতিযোগিত্বমপি নানুমিত্যৌপয়িকং গৌরবাদ্ ব্যভিচার-জ্ঞানা-বিরোধিত্বাচ্চ" "ব্যতিরেক-ব্যাপ্তি-জ্ঞানাধীনা চ ধীর্নানুমিতিস্তত্ত্বেনানমুভবাৎ"—জী, কে, ৯ পৃঃ

বিবৃতি

হয়। বাদী ও প্রতিবাদীর সাধনীয় (অনুমেয়) ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর বোধক বাক্যকে প্রতিজ্ঞা বাক্য বলে। যেমন—পর্বতো বহ্নিমান্। এস্থলে সাধনীয় অর্থাৎ অনুমেয় হইতেছে বহ্নি বা বহ্নি-বিশিষ্ট পর্বত। 'পর্বতো বহ্নিমান্' এই বাক্য হইতে সাধনীয় বহ্নি-বিশিষ্ট পর্বতের জ্ঞান জন্মে বলিয়া এই বাক্যটি প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিয়া কথিত হয়। সাধনীয় পদার্থের সাধনত্ব বোধক বাক্যকে হেতু বাক্য বলে। যেমন—ধূমাৎ। "পর্বতো বহ্নিমান্"—এইরূপ বাক্য শ্রবণের পরে শ্রোতার "পর্বতটী কেন বহ্নিমান্"—এইরূপ হেতুবিষয়ক জিজ্ঞাসা জন্মে। "ধূমাৎ" এই পঞ্চমী বিভক্ত্যন্ত বাক্যটী সাধনীয় বহ্নির সাধনরূপে ধূমের বোধ জন্মাইয়া হেতু বিষয়ক জিজ্ঞাসার নিবর্ত্তক হয়। এই জন্য এই বাক্যটী হেতু বাক্য। ব্যাপ্তি-বিষয়ক বোধ-জনক বাক্যকে উদাহরণ বাক্য বলে। যেমন—যো যো ধূমবান্, স অগ্নিমান্ যথা মহানসম্। শ্রোতা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধূমকে বহ্ন্যধিকরণ বৃত্তি বলিয়া বুঝিলে তাহার স্বব্যাপক সাধ্যের সামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তি বা তদ্‌বিষয়ক সংস্কারের উদ্বোধ জন্মে। এই হেতু এই বাক্যটী উদাহরণ বাক্য। এই তিনটী অবয়বের দ্বারাই অনুমিতির কারণ সমূহের জ্ঞান জন্মে বলিয়া বেদান্তিগণ তিনটী অবয়ব স্বীকার করিয়াছেন। প্রতিজ্ঞাদি বাক্য হইতে যেরূপ পক্ষধর্মতাদির জ্ঞান জন্মে, তাহা এই পরিচ্ছেদের প্রথমে উক্ত হইয়াছে।

নৈয়ায়িকগণ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন নামক পাঁচটী অবয়ব স্বীকার করেন। তন্মধ্যে প্রতিজ্ঞাদি তিনটী অবয়বের স্বরূপ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। উপনয় ও নিগমনের স্বরূপ কথিত হইতেছে। হেতু ভিন্ন পক্ষধর্মতা-জ্ঞানের জনক বাক্যকে উপনয় বাক্য বলে। যেমন—তথা চায়ম্ (এই পর্বতটী সেই প্রকার অর্থাৎ ধূম-বান্)। এই উপনয় বাক্য দ্বারা শ্রোতার পক্ষে হেতুস্থিতি-রূপ পক্ষ ধর্মতার জ্ঞান জন্মে। উপনয় বাক্যজন্য সাধ্যাকাঙ্ক্ষার নিবর্ত্তক বাক্যকে নিগমন বাক্য বলে। যেমন—তস্মাৎ তথা অর্থাৎ সেই হেতু এই পর্বতটী সেইরূপ বহ্নিমান্। উপনয় বাক্য জন্য পর্বতাদি পক্ষে পক্ষ-ধর্ম ধূমের জ্ঞান হইলে "এই ধূমের দ্বারা সাধনীয় কি ?" এইরূপ জিজ্ঞাসা জন্মে। নিগ-মন বাক্যের দ্বারা পক্ষে সাধ্যজ্ঞান হইলে পূর্বোক্ত সাধ্যাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়। এই পাঁচটী অবয়ব ব্যতিরেকে পক্ষ, পক্ষধর্মতা, ব্যাপ্তি, পরামর্শ ও অবাধিতত্ব প্রভৃতি অনুমিতির কারণ সমূহের জ্ঞান হইতে পারে না বলিয়া নৈয়ায়িকগণ পাঁচটী অবয়ব স্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তিগণ পরামর্শজ্ঞান বা ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমিতির কারণ বলেন না। তাঁহাদের মতে পক্ষধর্মতা-জ্ঞান ও ব্যাপ্তি সংস্কারের উদ্বোধ এই দুইটী অনুমিতির হেতু। প্রতিজ্ঞাদি তিনটী অথবা উদাহরণাদি তিনটী অবয়বের দ্বারা এই দুইটীর জ্ঞান হয় বলিয়া বেদান্তিগণ তিনটী অবয়বই স্বীকার করিয়াছেন, পাঁচটী স্বীকার করেন নাই। তাই প্রাচীনগণ বলিয়াছেন—"তত্র পঞ্চতয়ং কেচিদ্ দ্বয়মন্যে বয়ং ত্রয়ম্। উদাহরণ-পর্য্যন্তং যদ্বোদাহরণাদিকম্"॥

তু ন্যায়-সাধ্যম্। ন্যায়ো নামাঽবয়ব-সমুদায়ঃ। অবয়বাশ্চ ত্রয় এব প্রতিজ্ঞা-হেতূদাহরণ-রূপাঃ, উদাহরণোপনয়-নিগমন-রূপা বা। ন তু পঞ্চাবয়বাঃ, অবয়ব-ত্রয়েণৈব ব্যাপ্তি-পক্ষধর্মতয়োরুপদর্শন-সম্ভবেনাঽধিকাবয়ব-দ্বয়স্য ব্যর্থত্বাৎ।

এবমনুমানে নিরূপিতে তস্মাদ্ ব্রহ্মভিন্ন-নিখিল-প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্ব-সিদ্ধিঃ। তথা হি—ব্রহ্মভিন্নং সর্বং মিথ্যা, ব্রহ্ম-ভিন্নত্বাৎ ; যদেবম্, তদেবম্ ; যথা শুক্তি-

কিন্তু পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। পরার্থানুমান কিন্তু ন্যায়সাধ্য অর্থাৎ ন্যায়বাক্য হইতে হয়। ন্যায় হইতেছে অবয়ব-বাক্য সমুদায়। অবয়বগুলি প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণরূপ অথবা উদাহরণ, উপনয়, নিগমনরূপ তিনটিই ; পাঁচটি কিন্তু অবয়ব নহে ; যেহেতু অবয়ব তিনটি দ্বারা ব্যাপ্তির জ্ঞান ও পক্ষধর্মতার জ্ঞান সম্ভব বলিয়া অধিক অবয়ব দুইটি ব্যর্থ।

এইরূপে অনুমান নিরূপিত হইলে তাহা হইতে ব্রহ্মভিন্ন সমস্ত প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধি হয়। সেই মিথ্যাত্বসিদ্ধি এইরূপ :—ব্রহ্মভিন্নং সর্বং মিথ্যা, ব্রহ্মভিন্নত্বাৎ অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন সকল বস্তুই মিথ্যা ; যেহেতু ব্রহ্মভিন্ন সকল বস্তুতে ব্রহ্মভিন্নত্ব আছে। 'যৎ এবং' অর্থাৎ যাহা এইরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন, 'তৎ এবং' অর্থাৎ তাহা এইরূপ অর্থাৎ মিথ্যা। যথা শুক্তি-

বিবৃতি

অনুমান নিরূপিত হইয়াছে। এই অনুমানের দ্বারা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বহু বিষয়ের জ্ঞান জন্মে। কিন্তু ঐ সমস্ত জ্ঞান লোকযাত্রার নির্বাহক ; পরম পুরুষার্থ অদ্বৈত সাক্ষাৎকারের নির্বাহক নহে। অদ্বৈত সাক্ষাৎকারের নির্বাহক দ্বৈত প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বনিশ্চয় অনুমানের মুখ্য প্রয়োজন। উহা নির্দেশ করিতে বলিলেন—**ব্রহ্মভিন্ন-নিখিল-প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বসিদ্ধিঃ।** প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসিদ্ধি বলিলে প্রপঞ্চের অন্তর্গত ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব সিদ্ধি হয় ; কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ তিনি সত্য। তাঁহাতে মিথ্যাত্ব নাই, ইহা নিশ্চিত। যাহাতে মিথ্যাত্বের অভাব নিশ্চিত, তাহাতে মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিতে অনুমান প্রবৃত্ত হইলে উহা অংশতঃ বাধিত হইবে। তাই প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসিদ্ধি না বলিয়া ব্রহ্মভিন্ন প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসিদ্ধি বলিয়াছেন। ব্রহ্ম ভিন্ন প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসিদ্ধি বলিলে অনুমানে অংশতঃ সিদ্ধ সাধন দোষ হইবে ; কারণ শুক্তিরজত ব্রহ্মভিন্ন প্রপঞ্চের অন্তর্গত। অনুমান প্রয়োগের পূর্বেই উহাতে মিথ্যাত্ব সিদ্ধ আছে। এখন অনুমান উহাতে মিথ্যাত্বসিদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইলে সিদ্ধসাধন হইবে। তাই ব্রহ্মভিন্ন নিখিল প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বসিদ্ধি বলিয়াছেন। অনুমানের পূর্বে নিখিল প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় নাই বলিয়া সিদ্ধ-সাধন হয় না। এস্থলে প্রপঞ্চ হইতেছে কার্য্য বা দৃশ্য।

যাঁহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, তাঁহাদের অনুমানের দ্বারাই মিথ্যাত্ব-নিশ্চয় করিতে হইবে। যেরূপ অনুমানের দ্বারা মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইবে, তাহা নির্দেশ করিতে বলিলেন—**ব্রহ্মভিন্নং সর্বং মিথ্যা** ইত্যাদি। এস্থলে পক্ষ—ব্রহ্মভিন্ন সর্ব কার্য্য।

রূপ্যম্। ন চ দৃষ্টান্তাসিদ্ধিঃ, তস্য সাধিতত্বাৎ। ন চাপ্রয়োজকত্বম্, শুক্তি-রূপ্যাদীনাং মিথ্যাত্বে ব্রহ্ম-ভিন্নত্বস্যৈব লাঘবেন প্রয়োজকত্বাৎ।

রূপ্যম্—যেমন শুক্তিরজত। দৃষ্টান্তের অসিদ্ধিও নাই—অর্থাৎ দৃষ্টান্ত শুক্তিরজতে মিথ্যাত্বের অসিদ্ধিও নাই ; যেহেতু তাহার মিথ্যাত্ব পূর্বেই (প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদে) সাধিত (উপপাদিত) হইয়াছে। [হেতুর] অপ্রয়োজকত্বও (অসাধকত্ব বা অব্যাপ্তত্বও) নাই ; কারণ লাঘব তর্কবশতঃ শুক্তি-রজতাদির মিথ্যাত্বে ব্রহ্মভিন্নত্বেরই প্রয়োজকত্ব আছে।

বিবৃতি

সাধ্য—মিথ্যাত্ব। হেতু—ব্রহ্ম-ভিন্নত্ব। দৃষ্টান্ত—শুক্তিরজত। দৃষ্টান্তে ব্রহ্মভিন্নত্ব ও মিথ্যাত্বের সহচার দর্শন জন্য "যেখানে যেখানে ব্রহ্ম-ভিন্নত্ব আছে, সেখানে মিথ্যাত্ব আছে," এইরূপে ব্রহ্মভিন্নত্বে মিথ্যাত্বের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইয়াছে। এই ব্রহ্মভিন্ন নিখিল প্রপঞ্চে যখন ব্রহ্মভিন্নত্ব আছে, তখন উহা মিথ্যা—এইরূপে ব্রহ্মভিন্নত্ব হেতু দ্বারা ব্রহ্মভিন্ন নিখিল প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হয়।

অনুমানের পূর্বে শুক্তি রজতে কোন প্রমাণের দ্বারা মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলে ঐ শুক্তি-রজত নিশ্চিত সাধ্যবান্ হইয়া অনুমানের দৃষ্টান্ত হইতে পারে এবং ঐ দৃষ্টান্তে গৃহীত ব্যাপ্তির বলে অন্যান্য দৃশ্যে মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইতে পারে। কিন্তু এই অনুমানের পূর্বে শুক্তি-রজতে মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হয় নাই। সুতরাং শুক্তি-রজতে ব্রহ্মভিন্নত্ব থাকিলেও উহার সহিত মিথ্যাত্বের সহচার দর্শন না হওয়ায় ব্রহ্মভিন্নত্বে মিথ্যাত্বের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইতে পারে না। ব্রহ্মভিন্নত্বকে ব্যাপ্য বলিয়া না বুঝিলে উহা দ্বারা অন্যত্র মিথ্যাত্ব-নিশ্চয় হইতে পারে না। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন—**ন চ দৃষ্টান্তাসিদ্ধিঃ।** শুক্তিরজত দৃষ্টান্তে মিথ্যাত্বের অসিদ্ধি নাই। "ইয়ং শুক্তিঃ" এইরূপে শুক্তিরজতের অধিষ্ঠান শুক্তির প্রত্যক্ষ হইলে শুক্তি-বিষয়ক অজ্ঞান ও অজ্ঞান কার্য্য শুক্তিরজত নিবৃত্ত হয়। তখন আর রজতের উপলব্ধি হয় না। পরে এই অনুপলব্ধি প্রযুক্ত শুক্তিতে "নাত্র রজতম্" এইরূপে রজতা-ভাবের প্রতীতি হয়। উক্ত প্রতীতিতে রজত ও রজতে প্রতিযোগিত্ব ভাসমান হয়। শুক্তিরজতের আশ্রয় শুক্তিতে বর্তমান ঐ শুক্তিরজতাভাবের প্রতিযোগিত্ব শুক্তিরজতে ভাসমান হইলে শুক্তি-রজতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ শুক্তি-রজতের আশ্রয়স্থিত শুক্তিরজতাভাবের প্রতিযোগিত্বই শুক্তিরজতের মিথ্যাত্ব। এইরূপে প্রাতিভাসিকমাত্রে মিথ্যাত্ব গৃহীত হইলে ব্রহ্ম-ভিন্নত্ব ও মিথ্যাত্বের সহচার প্রযুক্ত ব্রহ্ম-ভিন্নত্বে মিথ্যাত্বের ব্যাপ্তি-নিশ্চয় হইবে। অন্যত্র সেই ব্যাপ্য ব্রহ্ম-ভিন্নত্বের জ্ঞান হইলে ব্যাপ্তিসংস্কারের উদ্বোধবশতঃ মিথ্যাত্বের অনুমিতি হইবে।

শুক্তিরজতাদি প্রাতিভাসিকমাত্রে যেমন ব্রহ্ম-ভিন্নত্ব আছে, তদ্রূপ অবিদ্যা-জন্যত্ব এবং দোষজন্যত্বও আছে এবং তাহাদের সহিত মিথ্যাত্বের সহচারও আছে।

মিথ্যাত্বঞ্চ স্বাশ্রয়ত্বেনাভিমত-যাবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বম্। অভিমত-পদমসম্ভব-বারণায়। যাবৎ পদমর্থান্তর-বারণায়। তদুক্তম্—

মিথ্যাত্ব হইতেছে নিজের (মিথ্যাত্বরূপে সাধনীয় পদার্থের) আশ্রয়রূপে অভিমত (প্রতীত) যাবতীয় পদার্থে বিদ্যমান স্বাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব। অসম্ভব বারণের জন্য অভিমত পদটি এবং অর্থান্তর বারণের জন্য যাবৎ পদটি [লক্ষণে প্রদত্ত হইয়াছে]।

বিবৃতি

যদি কাহারও ব্রহ্মভিন্নত্বে মিথ্যাত্বের ব্যাপ্তি গৃহীত না হইয়া অবিদ্যাজন্যত্ব বা দোষ-জন্যত্বে মিথ্যাত্বের ব্যাপ্তি গৃহীত হয়, তবে ব্রহ্মভিন্নত্বটী মিথ্যাত্বের ব্যাপ্যরূপে নিশ্চিত না হওয়ায় উহা মিথ্যাত্বের সাধক হইবে না। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন—**শুক্তিরূপ্যাদীনাং মিথ্যাত্বে**। অজ্ঞানকার্য্য শুক্তিরজতাদি যেরূপ মিথ্যা, অনাদি অজ্ঞানও সেইরূপ মিথ্যা। "অতোঽন্যদার্ত্তম্" ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মভিন্ন সকলকেই মিথ্যা বলিয়াছেন। অজ্ঞানকার্য্য শুক্তিরজতাদির মিথ্যাত্বে অজ্ঞানোপাদনকত্ব বা দোষ-জন্যত্ব প্রয়োজক হইলেও অবিদ্যার মিথ্যাত্বে এই দুইটি প্রয়োজক হইতে পারে না। কারণ অনাদি অবিদ্যাতে ঐ দুইটি না থাকায় মিথ্যাত্বের সহিত ঐ দুইটীর সহচার নাই। সুতরাং অবিদ্যার মিথ্যাত্বে অন্য কিছু প্রয়োজক বলিতে হইবে। তাহা হইলে মিথ্যাত্বের দুইটী প্রয়োজক কল্পনা করিতে হয়। অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্যের ধর্ম এক ব্রহ্ম-ভিন্নত্বকে মিথ্যাত্বের প্রয়োজক বলিলে লাঘব হয়। অতএব লাঘববশতঃ শুক্তিরজতাদির মিথ্যাত্বে ব্রহ্মভিন্নত্বই প্রয়োজক। সুতরাং উহা দ্বারা অন্যত্র মিথ্যাত্বের অনুমিতি হইবে।

অনুমানের সাধ্য মিথ্যাত্বকে না জানিলে মিথ্যাত্বের অনুমিতি হইতে পারে না। কারণ সাধ্যজ্ঞান অনুমিতি কারণ। তাই চিৎসুখাচার্য্যের মতানুসারে মিথ্যাত্বের স্বরূপ নির্দেশ করিতেছেন—**মিথ্যাত্বঞ্চ।** এস্থলে অভিমত পদের অর্থ—প্রতীত। নিজের আশ্রয়-রূপে প্রতীত যাবতীয় পদার্থের সর্বাংশে বিদ্যমান অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই মিথ্যাত্ব। উহাই পূর্বোক্ত অনুমানের সাধ্য। যাহাতে মিথ্যাত্ব সিদ্ধি হইবে, এস্থলে স্বপদে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। যদি শুক্তিরজতে মিথ্যাত্ব সিদ্ধি করিতে হয়, তবে স্বপদে শুক্তিরজত গ্রাহ্য। তাহার আশ্রয়রূপে প্রতীত হইতেছে ইদং পদার্থ। তাহার সর্বত্র শুক্তিরজতের অত্যন্তাভাব আছে। সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব রজতে আছে। রজতে স্বাশ্রয়-যাবন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্ব আছে বলিয়া শুক্তিরজত মিথ্যা। এই মিথ্যাত্ব যেখানে থাকে, তাহা সত্য হয় না; উহা সত্যত্বের বিরোধী।

অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বমাত্রকে মিথ্যাত্ব বলিলে অনুমান প্রয়োগে মিথ্যাশব্দ স্থানে অত্যন্তাভাব প্রতিযোগী শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। "ঘটাদিকম্ অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগী" এইরূপ অনুমান প্রয়োগে সিদ্ধ অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্ব সাধ্য হওয়ায় সিদ্ধ-

বিবৃতি

সাধন হয়। ঘটাদি বস্তু যে সময়ে যেখানে থাকে, সে সময়ে অন্যত্র তাহার অত্যন্তাভাব থাকে। সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব ঘটাদিতে সিদ্ধই আছে। উহা মিথ্যাত্বের বিরোধীও নহে। অনুমান সেই সিদ্ধের সাধনে প্রবৃত্ত হওয়ায় সিদ্ধসাধন হয়। উক্ত অনুমান সত্যত্বের বিরোধীর সাধক না হইয়া অব্যাপকত্ব-মাত্রে পর্য্যবসিত হওয়ায় অর্থান্তরও হয়।' অতএব মাত্র অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্ব সত্যত্বের বিরোধী মিথ্যাত্ব নহে।

স্বাশ্রয়নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বকে মিথ্যা বলিলে অসম্ভব দোষ হয়। স্ব স্বাত্যন্তাভাবের বিরোধী বলিয়া স্বাশ্রয়ে স্ব থাকে, স্বাত্যন্তাভাব থাকে না। উহা একান্তই অপ্রসিদ্ধ। কোন লক্ষ্যে উহা না থাকায় লক্ষণের অসম্ভব দোষ হয় এবং কোন স্থলে উহা প্রসিদ্ধ না হওয়ায় অনুমানে সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষও হয়। তাই বলিলেন—**অভিমতপদমসম্ভববারণায়**। নিজের আশ্রয়রূপে অভিমত পদার্থে বর্ত্তমান অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বকে মিথ্যাত্ব বলিলে এই অসম্ভব বা সাধ্যাপ্রসিদ্ধি-রূপ দোষ হয় না। কোন বস্তু নিজের আশ্রয় না হইয়াও আশ্রয়রূপে প্রতীত হইতে পারে এবং তাহাতে যে তাহার অভাব থাকে, ইহা সকলের সুনিশ্চিত। যেমন রজতের অনাশ্রয় পুরোবর্ত্তী ইদং দ্রব্য রজতের আশ্রয়রূপে বা রজত-প্রকারক প্রতীতির বিশেষ্যরূপে প্রতীত হয়। ইদং দ্রব্যে রজতের অত্যন্তাভাব আছে এবং 'নাত্র রজতম্' অর্থাৎ এই ইদং দ্রব্যে রজত নাই, এইরূপে তাহার প্রতীতিও হয়। সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব রজতে আছে বলিয়া রজত মিথ্যা। ব্রহ্মভিন্ন সমস্ত বস্তুতে এইরূপ প্রতিযোগিত্ব আছে বলিয়া অসম্ভব দোষ হয় না। শুক্তিরজতাদিতে এইরূপ প্রতিযোগিত্ব প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া সাধ্যাপ্রসিদ্ধি দোষও নাই।

নিজের আশ্রয়রূপে প্রতীত পদার্থে বিদ্যমান অভাবের প্রতিযোগিত্বকে মিথ্যাত্ব বলিলেও পূর্বোক্ত সিদ্ধ সাধন ও অর্থান্তর সেইরূপই থাকে, তাহার নিবৃত্তি হয় না। "বৃক্ষঃ সংযোগবান্" এইরূপ প্রতীতিতে বৃক্ষ সংযোগের আশ্রয়রূপে প্রতীত হইতেছে। উহার মূলে সংযোগাভাব আছে। এই সংযোগাভাবটী সংযোগের আশ্রয়রূপে প্রতীত বৃক্ষ পদার্থে বিদ্যমান অভাব। উহার প্রতিযোগিত্ব সংযোগে অনুমানের পূর্বেই সিদ্ধ আছে। এই অনুমান সেই সিদ্ধ প্রতিযোগিত্বের সাধনে প্রবৃত্ত হওয়ায় সিদ্ধ-সাধন হয়। আর এই অনুমান সত্যত্বের বিরোধী মিথ্যাত্বকে সিদ্ধি না করিয়া স্বাত্যন্তাভাব-সামানাধিকরণ্যরূপ অব্যাপ্য-বৃত্তিত্বের সাধনে পর্য্যবসিত হওয়ায় অর্থান্তরও হয়। তাই বলিলেন —**যাবৎপদমর্থান্তর**-বারণায়। নিজের আশ্রয়রূপে প্রতীত পদার্থে বিদ্যমান অভাবের প্রতিযোগিত্বকে মিথ্যাত্ব না বলিয়া নিজের আশ্রয়রূপে প্রতীত পদার্থের যাবদংশে বিদ্যমান অভাবের প্রতিযোগিত্বকে মিথ্যাত্ব বলিতে হইবে। সংযোগের অভাবটী সংযোগের

সর্বেষামেব ভাবানাং স্বাশ্রয়ত্বেন সম্মতে।
প্রতিযোগিত্বমত্যন্তাভাবং প্রতি মৃষাত্মতা ॥

ইতি। যদ্বা—অয়ং পটঃ এতত্তন্তু-নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগী, পটত্বাৎ; পটান্তর বদিত্যনুমানং মিথ্যাত্বে প্রমাণম্। তদুক্তম্—

ইহা চিৎসুখাচার্য্য কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে—সমস্ত ভাব বস্তুর অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন প্রতি বস্তুর আশ্রয়রূপে সম্মত (প্রতীত) বস্তুতে [বিদ্যমান তাহার] অত্যন্তাভাবের প্রতি-যোগিত্বই [তাহার] মিথ্যাত্ব। অথবা ব্রহ্মভিন্ন প্রতি বস্তুর মিথ্যাত্বে এই অনুমানও প্রমাণ :—"অয়ং পটঃ এতৎ-তন্তুনিষ্টাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগী পটত্বাৎ পটান্তরবৎ; অর্থাৎ এই পটটি (বস্ত্রটি) এতৎতন্তু (এই বস্ত্রের উপাদানভূত-তন্তু) নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতি-যোগী; যেহেতু এই পটে পটত্ব হেতু আছে; যেমন পটান্তর। ইহা চিৎসুখাচার্য্য কর্তৃক

বিবৃতি

আশ্রয়রূপে প্রতীত বৃক্ষের যাবদংশে বিদ্যমান অভাব নহে। যেহেতু বৃক্ষের অগ্রে সংযোগ আছে। অতএব নিজের আশ্রয়রূপে প্রতীত পদার্থের যাবদংশে বিদ্যমান অভাবের প্রতিযোগিত্ব সংযোগে সিদ্ধ না হওয়ার সিদ্ধসাধন বা অর্থান্তর হয় না।

পূর্বোক্ত মিথ্যাত্ব-লক্ষণে চিৎসুখাচার্য্যের সম্মতি প্রদর্শন করিতে বলিলেন—**তদুক্তম্**। সমস্ত সৎ পদার্থের আশ্রয় (উপাদান) রূপে প্রতীত পদার্থে বিদ্যমান অত্যন্তাভাবের যে প্রতিযোগিত্ব, তাহাই (তাহাদের) মিথ্যাত্ব। চিৎসুখাচার্য্য চিৎসুখী গ্রন্থে মূলোক্ত কারিকায় স্বোপাদাননিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বকেই মিথ্যাত্ব বলিয়াছেন। অদ্বৈত বেদান্তীর মতে ব্রহ্ম ব্যতীত সমস্ত পদার্থে কালসম্বন্ধিত্বরূপ সত্ত্ব আছে, তাই সমস্ত পদার্থ সৎ। সৎ কার্য্য মাত্রই নিজের উপাদানে আশ্রিত হইয়া থাকে, অন্য কোথাও থাকে না। যদি সেই উপাদানেও তাহার অভাব প্রমাণ-সিদ্ধ হয়, তবে তাহা অবশ্যই মিথ্যা হইবে।

চিৎসুখাচার্য্য সম্মত অনুমান প্রয়োগ প্রদর্শন করিতে বলিলেন—**যদ্বা অয়ং পটঃ** ইত্যাদি। এই অনুমানে পক্ষ হইতেছে—অয়ং পটঃ অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান কোন এক বস্ত্র। সাধ্য—এতৎতন্তু (পরিদৃশ্যমান বস্ত্রের উপাদান তন্তু) নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতি-যোগিত্ব। হেতু—পটত্ব। দৃষ্টান্ত—পটান্তর। যদি এই অনুমানে কেবল প্রতিযোগিত্ব সাধ্য হইত, তবে এই অনুমানের পূর্বে সাধ্য প্রতিযোগিত্ব পটাদিতে প্রমাণান্তর সিদ্ধ বলিয়া সিদ্ধ-সাধন হইত। অভাব প্রতিযোগিত্ব-মাত্র সাধ্য হইলেও সেই সিদ্ধসাধন হইত। কারণ পরিদৃশ্যমান বস্ত্রের উপাদান তন্তুতে সেই বস্ত্রের অন্যোন্যভাব, প্রাগভাব ও ধ্বংস আছে। সেই সেই অভাবের প্রতিযোগিত্ব সেই বস্ত্রে সিদ্ধই আছে। অত্যন্তা-ভাব প্রতিযোগিত্ব মাত্র সাধ্য হইলেও সেই সিদ্ধ-সাধনই হয়। কারণ অনুমানের পূর্বে অনুপাদান তন্তুতে পরিদৃশ্যমান বস্ত্রের অত্যন্তাভাব আছে। সেই অত্যন্তাভাবের প্রতি-

বিবৃতি

যোগিত্ব পরিদৃশ্যমান বস্ত্রে সিদ্ধই আছে। সেই সিদ্ধের সাধনে অনুমান প্রবৃত্ত হওয়ায় সিদ্ধ-সাধন হয়। এই সিদ্ধ-সাধন বারণের জন্য এতত্তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্ব সাধ্য হইয়াছে। অনুমানের পূর্বে পক্ষ পরিদৃশ্যমান বস্ত্রে এতত্তন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব কোন প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় নাই বলিয়া সিদ্ধসাধন হয় না। এই সাধ্য অপ্রসিদ্ধও নহে। পক্ষ পরিদৃশ্যমান বস্ত্রের উপাদান এতৎতন্তুতে পটান্তরের অত্যন্তাভাব আছে। এতত্তন্তুনিষ্ঠ সেই অত্যন্তভাবের প্রতিযোগিত্ব পটান্তরে সিদ্ধই আছে।

এই হেতুটী অসিদ্ধ নহে। যে হেতুটি পক্ষে থাকে না, সেই হেতুই অসিদ্ধ। উহা যখন পক্ষে আছে। তখন উহা অসিদ্ধ নহে। এই হেতুটী বিরুদ্ধও নহে। যদি এই হেতুটি সাধ্যের (এতত্তন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বের) ব্যাপ্য না হইয়া সাধ্যাভাবের (এতত্তন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিত্বের) ব্যাপ্য হইত, তবে বিরুদ্ধ হইত। কিন্তু পটত্ব যে যে পটান্তরে আছে, সেখানে এতত্তন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই আছে, অপ্রতিযোগিত্ব নাই। সুতরাং এই হেতুটি সাধ্যের ব্যাপ্য, সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য নহে। অতএব উহা বিরুদ্ধ নহে।

এই হেতুটি ব্যভিচারীও নহে। যে হেতুটী সাধ্যাভাবের অধিকরণে থাকে। সেই হেতু ব্যভিচারী। এস্থলে সাধ্যাভাব হইতেছে—এতত্তন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের অপ্রতি-যোগিত্ব। এতৎ তন্তুতে সকলের অত্যন্তাভাব আছে, কিন্তু আত্মার অত্যন্তাভাব নাই। তাই আত্মা এতত্তন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী। উহাতে অপ্রতিযোগিত্ব থাকায় উহা সাধ্যাভাবের (এতত্তন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিত্বের) অধিকরণ। উহাতে পটত্ব হেতু না থাকায় উহা ব্যভিচারী নহে। এই হেতুটি বাধিতও নহে। যে হেতুর সাধ্যটী অনুমানের পূর্বে প্রমাণান্তরের দ্বারা বাধিত, সেই হেতুটী বাধিত। এস্থলে অনু-মানের পূর্বে কোন প্রমাণের দ্বারা সাধ্যের বাধ হয় নাই। এতৎ তন্তুতে পটের বিদ্যমানত্ব বোধক "ইহ তন্তুষু পটঃ" ইত্যাদি প্রত্যক্ষ চন্দ্রের পরিমাণ প্রত্যক্ষের ন্যায় অপ্রমাণ বলিয়া উহা দ্বারা সাধ্যের বাধ হয় না। অন্য কোন প্রমাণের দ্বারাও সাধ্যের বাধ হয় নাই। অতএব এই হেতু বাধিত নহে।

এই হেতুটী সৎপ্রতিপক্ষিতও নহে। যে পক্ষে সাধ্যসাধক হেতুর তুল্যবল সাধ্যাভাব-সাধক হেতু থাকে, সে স্থলে দুইটী হেতু সৎপ্রতিপক্ষিত হয়। দুইটী হেতু তুল্যবল বলিয়া উহা দ্বারা কাহারও অনুমিতি জন্মে না। এই পটত্ব হেতুর তুল্যবল সাধ্যাভাব সাধক হেতু নাই। কেহ কেহ এস্থলে 'অয়ং পটঃ এতত্তন্তুনিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগী এতত্তন্তু-সমবেতত্বাৎ' অর্থাৎ এই বস্ত্রটী এতৎতন্তুতে বিদ্যমান অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী, যেহেতু উহাতে এতৎতন্তু-সমবেতত্ব আছে—এইরূপ সৎপ্রতিপক্ষের উদ্ভাবন করেন।

অংশিনঃ স্বাংশগাত্যন্তাভাবস্য প্রতিযোগিনঃ।
অংশিত্বাদিতরাংশীব দিগেষৈব গুণাদিষু॥ ইতি।

এইরূপ উক্ত হইয়াছে ঃ—অবয়বীগুলি নিজ উপাদান-নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী ; যেহেতু ঐ অবয়বীগুলিতে অবয়বিত্ব আছে। যেমন অন্য অবয়বী। গুণাদিতে এই পথ অর্থাৎ গুণাদিতে এই প্রকারই মিথ্যাত্বের অনুমিতি হইবে।

বিবৃতি

তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, এতৎ তন্তুতে যদি এতৎ পটের অত্যন্তাভাব থাকিত। তাহা হইলে এই পট এই তন্তুতে সমবেত হইত না এবং তাহাতে এতৎতন্তু-সমবেতত্বও থাকিত না। এতৎ পটে যখন এতৎতন্তু সমবেতত্ব আছে। তখন এতৎ-তন্তুতে এতৎ পটের অত্যন্তাভাব নাই এবং এতৎপটে প্রতিযোগিত্বও নাই ; অপ্রতি-যোগিত্বই আছে। অতএব এতত্তন্তু-সমবেতত্ব হেতু দ্বারা এতৎ পটে এতৎতন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিত্বই সিদ্ধ হইবে। তাহা হইলে পটত্ব হেতুটী সৎপ্রতিপক্ষিত হইবে। প্রকৃত পক্ষে এইরূপ অনুমান সৎপ্রতিপক্ষিত নহে। কারণ এতৎতন্তুসমবেতত্ব হেতুটী ব্যভিচার শঙ্কাশূন্য নহে। এতৎ তন্তুতে এতৎ-পটের প্রাগভাব থাকে। সেই প্রাগভাবের প্রতিযোগিত্ব এতৎপটেই থাকে। যাহাতে সেই প্রাগভাবের প্রতিযোগিত্ব নাই, তাহা সমবেত হইয়া উৎপন্ন হয় না বলিয়া তাহাতে সমবেতত্বও নাই। যেমন পটান্তর। পটান্তরের প্রাগভাব এতৎ তন্তুতে থাকে না। তাই তাহাতে এতত্তন্তুনিষ্ঠ প্রাগভাবের প্রতিযোগিত্ব থাকে না। এজন্য তাহাতে এতৎতন্তু সমবেতত্ব থাকে না। এতৎ পটে এতৎ পট-প্রাগভাগের প্রতিযোগিত্ব আছে বলিয়াই এতত্তন্তু সমবেতত্ব আছে। এই প্রাগভাব প্রতিযোগিত্বের দ্বারা এতৎ পটে এতত্তন্তু-সমবেতত্ব উপপন্ন হইতে পারে বলিয়া হেতুটি সাধ্য এতৎতন্তুনিষ্ঠ প্রাগভাবের অপ্রতিযোগিত্বের ব্যাপ্য কিনা সন্দেহ আছে। অতএব এতত্তন্তু সমবেতত্ব হেতুটী পটত্ব হেতুর সহিত তুল্যবল নহে। সুতরাং পটত্বহেতু সৎপ্রতিপক্ষিত নহে। পরন্তু যাবতীয় পটান্তরে এই পটত্ব হেতুতে সাধ্য এতত্তন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বের ব্যাপ্তি গৃহীত হওয়ায় উক্ত ব্যাপ্তিবলে পক্ষ এতৎপটেও এতত্তন্তুনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ হইবে।

পূর্বোক্ত অনুমানে চিৎ সুখাচার্য্যের সম্মতি দেখাইতে বলিলেন—**তদুক্তম্**। চিৎসুখা-চার্য্যের শ্লোক হইতে এইরূপ অনুমান প্রয়োগ হয়—অবয়বিনঃ স্বোপাদাননিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিনঃ,, কার্য্যত্বাৎ ইতর-কার্য্যবৎ ; এইরূপ অনুমান প্রয়োগে পক্ষ—কোন একটী অবয়বী। সাধ্য—স্বোপাদাননিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব। হেতু—কার্য্যত্ব। দৃষ্টান্ত -কার্য্যান্তর। যাবতীয় কার্য্যান্তরে কার্য্যত্ব হেতু আছে। পক্ষ অবয়বীর উপাদান কোন কার্য্যান্তরের উপাদান নহে বলিয়া উহাতে প্রত্যেক কার্য্যান্তরের অভাব আছে এবং

ন চ ঘটাদের্মিথ্যাত্বে সন্ ঘট ইতি প্রত্যক্ষ-বিরোধঃ ; অধিষ্ঠান-ব্রহ্ম-

[পূর্বোক্ত অনুমান দুইটির দ্বারা] ঘটাদির মিথ্যাত্ব [সিদ্ধ] হইলে "সন্ ঘটঃ" (ঘটটি সৎ) এই প্রত্যক্ষের সহিত বিরোধও হয় না ; কারণ [ঘটের] অধিষ্ঠান ব্রহ্মের সত্তা

বিবৃতি

সেই উপাদাননিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব প্রত্যেক কার্য্যান্তরে আছে। সুতরাং কার্য্যান্তরে কার্য্যত্ব হেতুতে স্বোপাদান নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বের ব্যাপ্তি গৃহীত হইবে। পক্ষ অবয়বীতে সেই ব্যাপ্য হেতুর দর্শন হইলে সেখানে উক্ত হেতু দ্বারা স্বোপাদাননিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বরূপ মিথ্যাত্বের সিদ্ধি হইবে। এইরূপ অনুমানের দ্বারা গুণ, কর্ম প্রভৃতি সকল কার্য্য পদার্থেরও মিথ্যাত্ব সিদ্ধি হয়। যেমন— ইদং রূপং স্বোপাদান-নিষ্ঠাত্যন্তভাব-প্রতিযোগি, রূপত্বাৎ ; ইতররূপবৎ।

সত্ত্ব বা সত্যত্ব মিথ্যাত্বের বিরোধী। যেখানে সত্যত্ব থাকে, সেখানে মিথ্যাত্ব থাকে না। যেমন ব্রহ্ম। এইরূপ যেখানে মিথ্যাত্ব থাকে, সেখানে সত্যত্ব থাকে না। যেমন শুক্তিরজত। সন্ ঘটঃ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ঘটাদির সত্যত্ব গৃহীত হইতেছে। এখন অনুমানের দ্বারা ঘটাদির মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলে প্রত্যক্ষের সহিত অনুমানের বিরোধ হইবে। বিরোধী প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা ঘটের সত্যত্ব নিশ্চিত হইলে আর অনুমানের দ্বারা ঘটাদির মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কা খণ্ডন করিতে বলিলেন—**ন চ ঘটাদেঃ**। পূর্বোক্ত অনুমানের দ্বারা ঘটাদির মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলে "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদি প্রত্যক্ষের সহিত অনুমানের বিরোধ হয় না। কেন বিরোধ হয় না? তাহার হেতু নির্দেশ করিতে বলিলেন— **অধিষ্ঠানব্রহ্মসত্তায়াঃ**। সত্তাজাতি-রূপ সত্ত্ব, অর্থক্রিয়াকারিত্ব-রূপ সত্ত্ব বা কালসম্বন্ধিত্ব-রূপ সত্ত্ব মিথ্যাত্বের বিরোধী নহে। উহারা মিথ্যাত্বের সহিত একত্র অবস্থান করে। কেবল কালত্রয়াবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বই মিথ্যাত্বের বিরোধী। উহারা কখনও একত্র থাকে না। 'সন্ ঘটঃ' ইত্যাদি প্রত্যক্ষের দ্বারা যদি ঘটের কালত্রয়াবাধ্যত্ব রূপ সত্ত্ব নিশ্চয় হইত। তবে প্রত্যক্ষের সহিত মিথ্যাত্বানুমানের বিরোধ হইত। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ ঘটের কালত্রয়াবাধ্যত্বরূপ সত্ত্বকে গ্রহণ (নিশ্চয়) করে না ; কারণ ঘটের তাহা নাই। উহা ঘটের অধিষ্ঠান সদ্ ব্রহ্মের সত্ত্বকে বিষয় করে। অতএব এক ঘটে বিরোধী সত্যত্ব ও মিথ্যাত্বের সমাবেশ বা নিশ্চয় না হওয়ায় প্রত্যক্ষের সহিত অনুমানের বিরোধ হয় না। এক অধিকরণে দুইটী বিরুদ্ধ বস্তুর সমাবেশ হইলে এবং প্রমাণের দ্বারা উহার নিশ্চয় হইলে বিরোধ হয়। কিন্তু ভিন্ন অধিকরণে এই দুইটীর নিশ্চয় হইলে কোন বিরোধ হয় না।

তাৎপর্য্য এই যে—দুইটি বিরুদ্ধ বস্তু এক অধিকরণে বিদ্যমান হইলে পরস্পরের বিরোধ হয়। 'সন্ ঘটঃ' এই প্রত্যক্ষে ঘটের অধিষ্ঠান ঘট-তাদাত্ম্য-বিশিষ্ট সদ্ ব্রহ্মের

সত্তায়াস্তত্র বিষয়তয়া ঘটাদেঃ সত্যত্বাসিদ্ধেঃ। ন চ নীরূপস্য ব্রহ্মণঃ কথং চাক্ষুষাদি-জ্ঞান-বিষয়তেতি বাচ্যম্, নীরূপস্যাপি রূপাদেঃ প্রত্যক্ষ-

---

(সত্যত্ব) "সন্ ঘটঃ" এই প্রত্যক্ষে ঘটে বিষয় হয় বলিয়া ঘটের সত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। নীরূপ ব্রহ্মের চাক্ষুষাদি জ্ঞানের বিষয়তা কিরূপে সম্ভব হয় অর্থাৎ নীরূপ ব্রহ্ম চাক্ষুষাদি জ্ঞানের বিষয় কিরূপে হন—ইহা বলিতে পার না ; যেহেতু নীরূপ রূপাদিও প্রত্যক্ষের

বিবৃতি

কালত্রয়াবাধ্যরূপ সত্বই বিষয় হয়। পরস্পরের অধ্যাস হেতু অধিষ্ঠান ব্রহ্মের সত্বই ঘটে প্রতীত হয়। সুতরাং সত্বের অধিকরণ ব্রহ্ম, মিথ্যাত্বের অধিকরণ ঘট। এস্থলে পরস্পর বিরুদ্ধ সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব একত্র বিদ্যমান না হওয়ায় এই সত্যত্ব বা সত্বের সহিত মিথ্যাত্বের বিরোধ হয় না। সুতরাং ইহা দ্বারা মিথ্যাত্বের অনুমান বাধিত হইবে না। আর যদি ঘটগত সত্তা সামান্য, অর্থক্রিয়াকারিত্ব, অসদ্‌বৈলক্ষণ্য বা কাল-সম্বন্ধিত্বরূপ সত্ব উক্ত প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তবে তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই ; কারণ এরূপ সত্ব ঘটগত মিথ্যাত্বের সমানাধিকরণ হওয়ায় মিথ্যাত্বের বিরোধী নহে। অতএব এই প্রত্যক্ষের সহিত অনুমানের বিরোধ নাই।

'সন্ ঘটঃ' ইত্যাদি প্রত্যক্ষ ঘটের সত্বকে প্রকাশ করে না, ঘটের অধিষ্ঠান সদ্ ব্রহ্মের সত্বকে প্রকাশ করে, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ইহাতে একটি আপত্তি প্রকাশ করিতে বলিলেন—**ন চ নিরূপস্য ব্রহ্মণঃ**। ধর্মের আশ্রয় ধর্মীর প্রত্যক্ষ হইলে তাহার ধর্মের প্রত্যক্ষ হয়। ধর্মীর প্রত্যক্ষ না হইলে তাহার ধর্মের প্রত্যক্ষ হয় না। তাই ধর্মীর প্রত্যক্ষ ধর্মের প্রত্যক্ষে হেতু—ইহাই নিয়ম। যাহার রূপ আছে, তাহার প্রত্যক্ষ হয় ; যাহার রূপ নাই, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। তাই রূপ প্রত্যক্ষের হেতু। সত্বের আশ্রয় সদ্ ব্রহ্ম। তাঁহার রূপ নাই। সুতরাং উনি চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষের বিষয় কিরূপে হইবেন অর্থাৎ উঁহার প্রত্যক্ষ হইবে না। ধর্মী সদ্ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ না হইলে তাঁহার ধর্ম সত্বও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং 'সন্ ঘটঃ' ইত্যাদি প্রত্যক্ষ সদ্ ব্রহ্মের সত্বকে বিষয় করে না। উহা ঘটের সত্বকেই বিষয় করে। তাহা হইলে প্রত্যক্ষ-বিরোধ প্রযুক্ত অনুমানের দ্বারা ঘটাদির মিথ্যাত্ব সিদ্ধি হইবে না।

এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলিলেন—**নীরূপস্যাপি রূপাদেঃ**। রূপ-রহিত গুণ, কর্ম প্রভৃতি যখন প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তখন রূপ প্রত্যক্ষের হেতু নহে। সুতরাং গুণ-কর্মাদির ন্যায় রূপ-রহিত ব্রহ্মেরও প্রত্যক্ষ হইবে। যদি বল, প্রত্যক্ষমাত্রের প্রতি রূপ হেতু নহে। কিন্তু দ্রব্যের প্রত্যক্ষের প্রতি রূপ হেতু। যে দ্রব্যের রূপ নাই, তাহা চক্ষুঃ প্রভৃতির যোগ্য নহে—ইহাই নিয়ম। ব্রহ্ম কালের ন্যায় নীরূপ দ্রব্য। সুতরাং তিনি চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষের যোগ্য নহেন। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, আমাদের

বিষয়ত্বাৎ। ন চ নীরূপস্য দ্রব্যস্য চক্ষুরাদ্যযোগ্যত্বমিতি নিয়মঃ, অস্মতে ব্রহ্মণো দ্রব্যত্বাসিদ্ধেঃ। গুণাশ্রয়ত্বং সমবায়ি-কারণত্বং বা দ্রব্যত্বং তেঽভিমতম্। ন হি নির্গুণস্য ব্রহ্মণো গুণাশ্রয়তা। নাপি সমবায়ি-কারণতা, সমবায়াসিদ্ধেঃ। অস্তু বা দ্রব্যত্বং ব্রহ্মণঃ। তথাপি নীরূপস্য কালস্যেব চাক্ষুষাদি-জ্ঞান-বিষয়ত্বে ন বিরোধঃ। যদ্বা—ত্রিবিধং সত্ত্বম্। পারমার্থিক-সত্ত্বং ব্রহ্মণঃ। ব্যাবহারিক-সত্ত্বমাকাশাদেঃ। প্রাতিভাসিক-সত্ত্বং শুক্তিরূপ্যাদেঃ।

বিষয় হয়। নীরূপ দ্রব্যের চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষের যোগ্যতা নাই—ইহা বলিতে পার না; কারণ আমাদের মতে ব্রহ্মের দ্রব্যত্ব সিদ্ধ হয় না। গুণাশ্রয়ত্ব অথবা সমবায়ি-কারণত্ব হইতেছে তোমাদের অভিমত দ্রব্যত্ব। নির্গুণ ব্রহ্মের গুণাশ্রয়ত্ব নাই; আর সমবায়ি-কারণত্বও নাই; কারণ সমবায়ের সিদ্ধি হয় নাই। অথবা ব্রহ্মে দ্রব্যত্ব থাকুক। তথাপি নীরূপ কালের ন্যায় নীরূপ ব্রহ্মের চাক্ষুষাদি জ্ঞানের বিষয়ত্বে কোন বিরোধই নাই।

অথবা তিন প্রকার সত্ত্ব। ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্ত্ব। আকাশাদির ব্যাবহারিক সত্ত্ব।

বিবৃতি

বেদান্তীর মতে ব্রহ্মের দ্রব্যত্ব সিদ্ধ হয় না। তোমাদের মতে গুণাশ্রয়ত্ব বা সমবায়ি-কারণত্বই দ্রব্যত্ব অর্থাৎ যে গুণের আশ্রয় বা কার্য্যের সমবায়িকারণ, সেই দ্রব্য, ইহা পুর্বপক্ষী নৈয়ায়িকের সিদ্ধান্ত। নির্গুণ ব্রহ্ম গুণের আশ্রয় নহেন এবং উনি সমবায়ি কারণও নহেন। যেহেতু সমবায় কোন প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং ব্রহ্ম দ্রব্য নহেন। অতএব রূপ না থাকিলেও ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। যদি ব্রহ্মকে দ্রব্য বলিয়া স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও তাঁহার প্রত্যক্ষে কোন বাধা নাই। সর্বেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নীরূপ কালের ন্যায় সর্বেন্দ্রিয় গ্রাহ্য সদ্ ব্রহ্মও প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন। সর্বেন্দ্রিয় গ্রাহ্য দ্রব্যের প্রত্যক্ষে রূপ যে হেতু নহে। তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

এক সত্ত্ব পক্ষে প্রত্যক্ষের সহিত অনুমানের অবিরোধ উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি সত্ত্ব-ত্রৈবিধ্য পক্ষে সেই অবিরোধ উপপাদন করিতে বলিলেন—**যদ্বা ত্রিবিধং সত্ত্বম্।** যাহা কালত্রয়ে বাধিত হয় না। তাহাই কালত্রয়াবাধ্য। তদ্‌গত কালত্রয়াবাধ্যত্বই পারমার্থিক সত্ত্ব। ব্রহ্ম কোন কালেই বাধিত হন না। তাই ব্রহ্মে কালত্রয়াবাধ্যত্ব-রূপ পারমার্থিক সত্ত্ব থাকে। অন্য সকল বস্তু কোন কোন কালে বাধিত হয় বলিয়া ঐ সকলে পারমার্থিক সত্ত্ব থাকে না। যাহা ব্যবহারকালে বাধিত হয় না বা যাহা ব্রহ্মপ্রমা ভিন্ন অন্য প্রমা দ্বারা বাধিত হয় না, তাহাই ব্যবহার-কালাবাধ্য। তদ্-গত ব্যবহার-কালাবাধ্যত্ব বা ব্রহ্ম-প্রমাতিরিক্তাবাধ্যত্বই ব্যাবহারিক সত্ত্ব। আকাশাদি ব্যাবহারিক বস্তু সৎস্বরূপ ব্রহ্মে কল্পিত। সৎস্বরূপ ব্রহ্মই তাহাদের অধিষ্ঠান। ব্যবহারকালে সেই অধিষ্ঠান সদ্ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয় না এবং অধিষ্ঠান প্রমা (ব্রহ্ম প্রমা) ব্যতীত অন্য প্রমা দ্বারা

তথাচ ঘটঃ সন্নিতি প্রত্যক্ষস্য ব্যাবহারিক-সত্ত্ব-বিষয়ত্বেন প্রামাণ্যম্। অস্মিন্ পক্ষে ঘটাদের্ব্রহ্মণি নিষেধো ন স্বরূপেণ, কিন্তু পারমার্থিকত্বেনৈবেতি

শুক্তিরজতাদির প্রাতিভাসিক সত্ত্ব। তাহা হইলে অর্থাৎ এই ত্রিবিধ সত্ত্ব হইলে "ঘটঃ সন্" এই প্রত্যক্ষে ব্যাবহারিক সত্ত্ব বিষয় হয় বলিয়া ব্যাবহারিক প্রামাণ্য। এই ত্রিবিধ সত্ত্ব পক্ষে ব্রহ্মে ঘটাদির নিষেধ স্বরূপে [ব্যবহারিকত্বরূপে] হয় না; কিন্তু পারমার্থিকত্ব-

বিবৃতি

আকাশাদির বাধ হয় না বলিয়া আকাশাদি যাবতীয় ব্যাবহারিক বস্তুতে ব্যবহারকালা-বাধ্যত্ব বা ব্রহ্ম-প্রমাতিরিক্তাবাধ্যত্বরূপ ব্যাবহারিক সত্ত্ব আছে। যাহা ব্রহ্মপ্রমা ভিন্ন যে কোন বিরোধী জ্ঞানের দ্বারা বাধিত বা নিবৃত্ত হয়। তাহা ব্রহ্ম-প্রমাতিরিক্ত-বাধ্য। তদ্গত ব্রহ্ম-প্রমাতিরিক্ত-বাধ্যত্বই প্রাতিভাসিক সত্ত্ব। শুক্তিরজতাদি প্রাতিভাসিক বস্তু-গুলি অধিষ্ঠান-জ্ঞান বা যে কোন বিরোধী জ্ঞান দ্বারা বাধিত বা নিবৃত্ত হয় বলিয়া প্রাতি-ভাসিক বস্তুমাত্রে ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্ত-বাধ্যত্বরূপ প্রাতিভাসিক সত্ত্ব আছে। এইরূপ ত্রিবিধ সত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়াই "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদি প্রত্যক্ষ ঘটাদির ব্যাবহারিক সত্ত্ব-বিষয়ক হওয়ায় ব্যাবহারিক প্রমাণ হইয়াছে। এই প্রত্যক্ষ ঘটাদির ব্যাবহারিক সত্ত্বকে প্রতিপাদন করে। মিথ্যাত্বানুমান ঘটাদির মিথ্যাত্বকে প্রতিপাদন করে। ব্যাবহারিক সত্ত্বের সহিত মিথ্যাত্বের বিরোধ নাই বলিয়া অনুমানের সহিত উক্ত প্রত্যক্ষের বিরোধ হয় না।

ঘটাদি বস্তুর ব্যাবহারিক সত্ত্ব স্বীকার করিলে ব্যবহারকালে ব্রহ্মে ব্যাবহারিকত্ব-বিশিষ্ট ঘট বিদ্যমান বলিয়া ব্রহ্মে তাহাদের নিষেধ হইতে পারে না। যে বস্তু যেখানে যেরূপে থাকে, সেখানে সেইরূপে তাহার নিষেধ হয় না। অথচ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মে সকল বস্তুরই নিষেধ করিয়াছেন। অতএব ঘটাদিতে ব্যাবহারিক-সত্ত্ব স্বীকার্য্য নহে। এই আশঙ্কা খণ্ডন করিতে বলিলেন—**অস্মিংশ্চ পক্ষে**। ব্যাব-হারিক সত্ত্ব-বাদীর মতে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মে ব্যাবহারিকত্ব-রূপে ব্যাবহারিকের নিষেধ করেন নাই; পারমার্থিকত্বরূপেই ব্যাবহারিকের নিষেধ করিয়াছেন। তাহা হইলে আর কোন বিরোধ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, যে যেরূপে যেখানে থাকে, সেখানে সেইরূপে তাহার নিষেধ হয় না, ইহা সত্য। কিন্তু অন্যরূপে তাহার নিষেধ হইতে পারে। যেমন ভূতলে ঘট কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব-রূপে থাকিলেও পিণ্ডত্ব-রূপে থাকে না। তদ্রূপ ব্যাবহারকালে ব্রহ্মে ব্যাবহারিকত্ব-রূপে ঘটাদি থাকিলেও পারমার্থিকত্ব-রূপে কোন কালেই থাকে না। শ্রুতি পারমার্থিকত্বরূপে ঘটাদির নিষেধ করিয়া ঘটাদিতে পারমার্থিক সত্ত্বের অভাব প্রতিপাদন করিতেছেন। "সন্ ঘটঃ" ইত্যাদি প্রত্যক্ষ ঘটাদির ব্যাবহারিক সত্ত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। ব্যাবহারিক সত্ত্বের সহিত পারমার্থিক সত্ত্বাভাবের বিরোধ নাই বলিয়া শ্রুতি ও প্রত্যক্ষের বিরোধ হয় নাই।

ন বিরোধঃ। অস্মিন্ পক্ষে চ মিথ্যাত্বলক্ষণে পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগি-

রূপেই হইয়া থাকে। এই হেতু ['সন্ ঘটঃ'] এই প্রত্যক্ষের সহিত কোন বিরোধ নাই। এই সত্তা-ত্রৈবিধ্য পক্ষে মিথ্যাত্বের লক্ষণে পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকত্বটিকে

বিবৃতি

যেখানে প্রতিযোগীর প্রসক্তি আছে, সেইখানে তাহার নিষেধ হয়। যেখানে যাহার প্রসক্তি নাই, সেখানে তাহার নিষেধ হইলে অপ্রসক্তের নিষেধ হয়। ইহা কেহ স্বীকার করেন না। পূর্বোক্ত শ্রুতি যদি ব্রহ্মে পারমার্থিকত্বরূপে দ্বৈত প্রপঞ্চের নিষেধ প্রতিপাদন করেন, তবে ব্রহ্মে পারমার্থিকত্ব-রূপে দ্বৈত প্রপঞ্চের প্রসক্তি হয় নাই বলিয়া যে অপ্রসক্ত-প্রতিষেধ হইবে, তাহা নহে; কারণ প্রত্যক্ষ প্রসক্তি সম্ভব না হইলেও পরোক্ষ-প্রসক্তি সম্ভব। আর অপ্রসক্তের প্রতিষেধ যে হয় না; তাহা নহে, "নান্তরীক্ষে ঽগ্নিশ্চেতব্য" ইত্যাদি শ্রুতিতে অপ্রসক্তের প্রতিষেধ হইয়াছে দেখা যায়। বস্তুতঃ যেখানে নিষেধে তাৎপর্য্য, সেইখানে প্রতিযোগির প্রসক্তি আবশ্যক। যেখানে নিষেধে তাৎপর্য্য নাই, অন্য বিষয়ে তাৎপর্য্য; সেখানে প্রতিযোগি-প্রসক্তির আবশ্যকতা নাই।

সত্ত্ব-ত্রৈবিধ্য-বাদীর মতে পূর্বোক্ত মিথ্যাত্বের লক্ষণ সম্ভব নহে। কোন পদার্থ যদি পারমার্থিক সত্ত্ব-বিশিষ্ট বা ব্যাবহারিক সত্ত্ব-বিশিষ্ট বা প্রাতিভাসিক সত্ত্ব-বিশিষ্ট পদার্থের আশ্রয়রূপে প্রতীত হয়, তবে তাহাতে তৎসত্ত্ব-বিশিষ্ট পদার্থের অত্যন্তাভাব কোনরূপেই সম্ভব নহে। যেমন কোন পদার্থ যদি ব্যাবহারিকের আশ্রয়রূপে প্রতীত হয়, তবে তাহাতে সেই ব্যাবহারিকের অত্যন্তাভাব কোনরূপেই থাকিতে পারে না। সুতরাং স্বাশ্রয়ে স্বাত্যন্তাভাব প্রসিদ্ধ না হওয়ায় স্বাশ্রয়নিষ্ঠ স্বাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বও প্রসিদ্ধ নহে। তাহা হইলে কোন লক্ষ্যে স্বাশ্রয়-নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব-রূপ মিথ্যাত্বের লক্ষণ না থাকায় অসম্ভব দোষ হয়। অতএব তিনটী সত্ত্ব স্বীকার্য্য নহে। এই আশঙ্কা খণ্ডন করিতে বলিলেন—**অস্মিংশ্চ পক্ষে**। সত্ত্ব-ত্রৈবিধ্য-বাদীর মতে পারমার্থিকত্বা-বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্বকে অত্যন্তাভাবের বিশেষণ বুঝিতে হইবে। এই মতে মিথ্যা-ত্বের লক্ষণ হইবে—স্বাশ্রয়-যাবন্নিষ্ঠ-পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-স্বাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বং অর্থাৎ নিজের আশ্রয়রূপে প্রতীত যাবতীয় পদার্থে বর্ত্তমান পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক স্বাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্বই স্ব এর মিথ্যাত্ব। যে পদার্থটী যৎসত্ত্ব-বিশিষ্ট পদার্থের আশ্রয়রূপে প্রতীত, তাহাতে তৎসত্ত্ব-বিশিষ্ট সেই পদার্থের অত্যন্তাভাব থাকে না, ইহা সত্য।[১] কিন্তু পারমার্থিক সত্ত্ব-বিশিষ্টের অভাব

১। ঘটভেদের প্রতিযোগী ঘট যে ভূতলে বা কপালে থাকে, সেখানে ঘট-ভেদও থাকে। তাই প্রতিযোগী ভেদের বিরোধী হয় না; কিন্তু ঘট-ভেদের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ঘটত্ব যেখানে যেখানে (ঘটে) থাকে, সেখানে ঘট-ভেদ থাকে না, ইহা অনুভব-সিদ্ধ। সুতরাং ঘট-ভেদের প্রতিযোগী ঘটভেদের বিরোধী নহে;

তাকত্বমত্যন্তাভাব-বিশেষণং দ্রষ্টব্যম্। তস্মাদুপপন্নং মিথ্যাত্বানুমানমিতি।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র-বিরচিতায়াং বেদান্ত-পরিভাষায়াম্ অনুমান-পরিচ্ছেদঃ

অত্যন্তাভাবের বিশেষণ বুঝিতে হইবে। অতএব মিথ্যাত্বের অনুমান উপপন্ন হইল।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-**যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্যবেদান্ততীর্থ**-শ্রীচরণান্তে-বাসী শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য কৃত অনুমান পরিচ্ছেদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত

বিবৃতি

থাকে। যেমন প্রাতিভাসিক সত্ত্ব-বিশিষ্ট শুক্তি-রজতের আশ্রয়রূপে প্রতীত সম্মুখীন ইদং পদার্থে প্রাতিভাসিকত্ব বিশিষ্ট শুক্তি রজতের অভাব না থাকিলেও পারমার্থিক-সত্ত্ব-বিশিষ্ট শুক্তিরজতের অভাব থাকে। এইরূপ ব্যাবহারিক সত্ত্ব-বিশিষ্ট ঘটাদির আশ্রয়রূপে প্রতীত সৎ ব্রহ্মে ব্যাবহারিকত্ব-বিশিষ্ট ঘটাদির অভাব না থাকিলেও পারমার্থিকত্ব-বিশিষ্ট ঘটাদির অভাব থাকে। ব্রহ্ম ব্যতীত কোন পদার্থে পারমার্থিক সত্ত্ব থাকে না বলিয়া পারমার্থিক-সত্ত্ব-রূপে ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিকের নিষেধ হইতে পারে এবং সেই নিষেধের প্রতিযোগিত্ব ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক বস্তুমাত্রে থাকে বলিয়া মিথ্যাত্ব-লক্ষণের অসম্ভব দোষ হয় না। মিথ্যাত্ব লক্ষণের অত্যন্তাভাবটী পারমার্থিকত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকত্বের দ্বারা বিশেষিত হওয়ায় উক্ত মিথ্যাত্বানুমানের দ্বারা ঘটাদিতে পারমার্থিকত্বের অভাব সিদ্ধ হইবে। আর 'সন্ ঘটঃ' ইত্যাদি প্রত্যক্ষের দ্বারা ব্যাবহারিক ঘটাদিতে ব্যবহারিক সত্ত্ব সিদ্ধি হইবে। উহারা পরস্পর অবিরুদ্ধ বিষয়ক বলিয়া কোন বিরোধ নাই। অতএব পূর্বোক্ত অনুমান নির্দোষ।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ-পূজ্যপাদ শিষ্য শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য-কৃত অনুমান পরিচ্ছেদের বিবৃতি সমাপ্ত

কিন্তু প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকই বিরোধী। কিন্তু যেখানে ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট বা প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ঘটত্ব থাকে, সেখানে ঘটের অত্যন্তাভাব থাকে না; ইহাও অনুভব-সিদ্ধ। সুতরাং অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী ও প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক উভয়ই অত্যন্তাভাবের বিরোধী। ফলকথা, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগী যেখানে থাকে, সেখানে তাহার অত্যন্তাভাব থাকে না।

বেদান্ত-পরিভাষা

—:(*):—

উপমান-পরিচ্ছেদঃ

অথোপমানং নিরূপ্যতে। তত্র সাদৃশ্য-প্রমা-করণমুপমানম্। তথা হি

অনুমান নিরূপণের অনন্তর উপমান নিরূপিত হইতেছে। তন্মধ্যে সাদৃশ্য প্রমার

বিবৃতি

বৈদিক ও লৌকিক উপমান-উপমেয় ব্যবহার বিশেষের নির্বাহক সাদৃশ্যের নির্ণয়ের জন্য অনুমানের অনন্তর উপমান নিরূপণ করিতে বলিলেন—**অথোপমানং**। সাদৃশ্য-প্রমার করণটি উপমান প্রমাণ। যদিও উপমিতির জ্ঞান উপমান জ্ঞানের হেতু বলিয়া উপমিতি নিরূপণের পরেই উপমান নিরূপণ কর্ত্তব্য। তথাপি উপমিতির স্বরূপে যেরূপ বিবাদ আছে, উপমানের স্বরূপে তাদৃশ বিবাদ নাই বলিয়া এবং তাহাতে বক্তব্য অল্প বলিয়া প্রথমে উপমান নিরূপিত হইতেছে।

যে ব্যক্তির গরুর জ্ঞান আছে, সেই ব্যক্তির অরণ্যস্থ গবয় নামক পশু দেহের সহিত

টিপ্পনী

এই সাদৃশ্যটি কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে; কিন্তু তাহার অসাধারণ ধর্ম্মরহিতত্ব সমানাধিকরণ তদ্‌গত ধর্মবত্ত্বই তাহার সাদৃশ্য। গলকম্বলত্ব প্রভৃতি গোরুর যে সমস্ত অসাধারণ ধর্ম, তাহা গবয়ে নাই, অথচ গোরুর কতকগুলি ধর্ম-গবয়ে দেখা যায়, ঐ ধর্মবত্ত্ব বা ধর্মই গোরুর সাদৃশ্য। এইরূপ গবয়ের অসাধারণ ধর্ম্মরহিত গোরুতে গবয়ের যে ধর্ম্ম, তাহাই গবয়ের সাদৃশ্য।

প্রভাকরের মতে সাদৃশ্য অতিরিক্ত পদার্থ। বস্তুতঃ সাদৃশ্য যদি অতিরিক্ত পদার্থ হইত, তবে তাহাতে 'অল্প সদৃশ' 'বহু সদৃশ' এইরূপ সাদৃশ্যে উৎকর্ষ ও অপকর্ষ অর্থাৎ অল্পত্ব বা বহুত্বের বোধ উপপন্ন হইত না, কারণ প্রভাকর মতে সাদৃশ্যে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সম্ভব নহে। পরিমাণের ভেদ নিবন্ধনও এই অল্পত্ব ও বহুত্ব উপপন্ন হয় না; কারণ দ্রব্য ব্যতিরিক্ত আর কাহারও পরিমাণ নাই। আশ্রয়ের পরিমাণের ভেদ নিবন্ধনও সাদৃশ্যের পরিমাণ-ভেদ সম্ভব নহে; কারণ আশ্রয়টী এক। যাঁহারা সাদৃশ্যকে অতিরিক্ত বলেন না, তাঁহাদের মতে গুণ বা অবয়ব প্রভৃতির ন্যূনাধিক সংখ্যা নিবন্ধন এই উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বোধ হইয়া থাকে। গবয়-গত গুণ বা অবয়ব প্রভৃতি যখন স্বরূপে নিরূপিত হয়, তখন তাহা তৎবুদ্ধির বিষয় হইলেও গবাশ্রিতত্বরূপে যখন নিরূপিত হয়, তখন তাহা তদ্বৎ বুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে। অতএব সাদশ্য অতিরিক্ত পদার্থ নহে।

প্রাঙ্গণেষু দৃষ্ট-গোপিণ্ডস্য পুরুষস্য বনং গতস্য গবয়েন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষে সতি ভবতি প্রতীতিরয়ং পিণ্ডো গোসদৃশ ইতি। তদনন্তরঞ্চ ভবতি নিশ্চয়োঽনেন সদৃশী মদীয়া গৌরিতি। তত্রান্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং গবয়-নিষ্ঠ-গোসাদৃশ্য-জ্ঞানং করণম্। গোনিষ্ঠ-গবয়-সাদৃশ্য-জ্ঞানং ফলম্। ন চেদং প্রত্যক্ষেণ সম্ভবতি,

---

করণ হইতেছে উপমান প্রমাণ। তাহা এইরূপ :—প্রাঙ্গণে যে পুরুষ গো-শরীর দর্শন করিয়া বনে গিয়াছে, তাহার গবয়-শরীরের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে "অয়ং পিণ্ডো গোসদৃশঃ" (এই শরীরটি গো-শরীর সদৃশ) এই জ্ঞান জন্মে। তাহার পর "মদীয়া গৌঃ অনেন সদৃশী" (আমার গরুটি ইহার সদৃশ) এই নিশ্চয় জন্মে। তন্মধ্যে অর্থাৎ এই দুই সাদৃশ্য জ্ঞানের মধ্যে গবয়-গত গো-সাদৃশ্যের জ্ঞান করণ অর্থাৎ উপমান প্রমাণ। গো-গত গবয়-সাদৃশ্যের জ্ঞানটি ফল অর্থাৎ উপমিতি।

বিবৃতি

ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে "এই দেহটি গোসদৃশ" এইরূপে গবয়ে গোসাদৃশ্যের প্রত্যক্ষ জন্মে। পরে নিজ গৃহস্থিত অসন্নিহিত গোদেহে "আমার গরুটী ইহার সদৃশ" এইরূপে গবয়ের সাদৃশ্য-জ্ঞান জন্মে। এই দুইটী সাদৃশ্য-জ্ঞানের মধ্যে গবয়-গত গোসাদৃশ্যের জ্ঞানটী করণ। এই গোসাদৃশ্যের জ্ঞান থাকিলে উহার অব্যবহিত পরে গোতে গবয়-সাদৃশ্যের জ্ঞান হয়, নচেৎ হয় না—এইরূপ অন্বয় ব্যতিরেকের দ্বারা উহাকে করণ বলিয়া বুঝা যায়।

বস্তুতঃ বেদান্তীমতে উপমেয়াকার অন্তঃকরণবৃত্তিই উপমান প্রমাণ। গবয়-গত গো-সাদৃশ্যের জ্ঞান সেই উপমেয়াকার বৃত্তিরূপ উপমান প্রমাণের জনক বলিয়াই গৌণ প্রমাণ। সাদৃশ্য-জ্ঞান যদি মুখ্য প্রমাণ হইত, তবে উপমেয়াকার বৃত্তি বিনাই উপমিতি জন্মাইতে পারিত ; তাহা কিন্তু পারে না। অতএব গবয়-গত গোসাদৃশ্যের জ্ঞান মুখ্য প্রমাণ নহে। যাহার গো শব্দের অর্থজ্ঞান আছে, কিন্তু গবয় শব্দের অর্থজ্ঞান নাই। তাহাকে গবয় শব্দের অর্থ বুঝাইবার জন্য কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিলেন—যথা গো, তথা গবয়। শ্রোতার এই বাক্য শ্রবণ-জন্য "গবয়টী গোসদৃশ" এইরূপ পরোক্ষ বাক্যার্থ বোধ জন্মে। পরে তাহার অরণ্যাদি কোন স্থলে গবয়-দেহে গোসাদৃশের প্রত্যক্ষ হইলে "গবয় গোসদৃশ" এই বাক্যার্থের স্মরণ জন্মে। এই স্মরণ সহকৃত গোসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হইতে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট পশুজাতীয় মাত্রে "এই জাতীয় পশু গবয়পদবাচ্য" এইরূপ যে তাহার গবয়পদের বাচ্যত্ব বোধ জন্মে। মহর্ষি গৌতম ও তাঁহার সম্প্রদায়ের[১] আচার্য্যগণ তাহাকেই উপমানের ফল উপমিতি বলিয়াছেন। গ্রন্থকার ইহার প্রতিবাদে উপমিতির স্বরূপ নির্দেশ করিতে বলিলেন—**গোনিষ্ঠ-গবয়-সাদৃশ্যজ্ঞানং ফলম্।** অসন্নিহিত গোদেহে গবয়ের সাদৃশ্য জ্ঞানটী উপমানের ফল উপমিতি। মহামতি

১। "সম্বন্ধস্য পরিচ্ছেদঃ সংজ্ঞায়া সঞ্জিনা সহ। প্রত্যক্ষাদেরসাধ্যত্বাদুপমান-ফলং বিদুঃ॥ —৩।১০ কা

গোপিণ্ডস্য তদেন্দ্রিয়াসন্নিকৃষ্টত্বাৎ। নাপ্যনুমানেন, গবয়নিষ্ঠ-সাদৃশ্যস্যা-

এই গো-গত গবয়-সাদৃশ্যের জ্ঞানটি প্রত্যক্ষের দ্বারা সম্ভব নহে; কারণ [অরণ্যস্থ পুরুষের] তখন (গো-গত সাদৃশ্যের জ্ঞান কালে) [প্রাঙ্গণ-স্থিত] গো-শরীরের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ নাই। এই জ্ঞান অনুমানের দ্বারাও সম্ভব নহে; কারণ গবয়-গত সাদৃশ্যটি

বিবৃতি

শবরস্বামীও ইহাকেই উপমিতি বলিয়াছেন, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধনির্ণয়কে অর্থাৎ শক্তিজ্ঞানকে উপমানের ফল বলেন নাই[১]। শক্তিজ্ঞান উপমান প্রমাণের ফল হইলে লোকে কমল ও লোচন প্রভৃতির উপমান উপমেয় ব্যবহার, যজ্ঞে চরু-নির্বাপাদি ব্যবহার বিলোপ হইয়া যাইবে; কারণ সেই সেই স্থলে তৎ-তৎ পদের শক্তি-নির্ণয় বহু পূর্বেই হইয়া গিয়াছে। যদি শক্তি-নির্ণয়ের অন্য উপায় না থাকিত, তবে তাহার জন্য উপমান প্রমাণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু শক্তিজ্ঞানের অন্য উপায় আছে। বৃদ্ধের ব্যবহার কিম্বা বিজ্ঞ-ব্যক্তির সঙ্কেতের দ্বারা শক্তিজ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু অসন্নিহিত গোদেহে গবয়ের সাদৃশ্যজ্ঞান অন্য কোন উপায়ে হইতে পারে না। অতএব অসন্নিহিত পদার্থে সন্নিহিত পদার্থের সাদৃশ্য নির্ণয়ের জন্য উপমান প্রমাণ অবশ্যই স্বীকার্য্য।

অবয়বাদি-সামান্যের যোগ বা সম্বন্ধকে সাদৃশ্য বলে। এই সামান্য সম্বন্ধ বা সাদৃশ্য এক। গবয়ে উহা প্রত্যক্ষ হইলে গোতেও উহা প্রত্যক্ষ হইবে। সুতরাং উহা প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই বিষয়। উপমান প্রমাণের কোন প্রমেয় বিষয়ই নাই। অতএব উপমান পৃথক্ প্রমাণ নহে। আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র "সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী"তে ইহা বলিয়াছেন[২]। গ্রন্থকার এই সাংখ্য-মত খণ্ডন করিতে বলিলেন—**ন চেদং প্রত্যক্ষেণ সম্ভবতি**। গোগত গবয় সাদৃশ্যের নিশ্চয় প্রত্যক্ষের দ্বারা সম্ভব নহে; কারণ গোটী ইন্দ্রিয়ের সন্নিকৃষ্ট নহে। সাদৃশ্যের ধর্মী (আশ্রয়) ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট না হইলে তাহার ধর্ম ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষ সম্ভব নহে। সামান্য যোগ বা সাদৃশ্য এক হইলে উহা প্রত্যক্ষ হইতে পারিত; কিন্তু সামান্যযোগ স্বরূপতঃ এক হইলেও গো-গবয়গতরূপে অবশ্যই ভিন্ন। অন্যথা গোসদৃশ ও গবয়সদৃশ এক হইয়া যাইবে এবং গোসদৃশকে দর্শন করিলে গবয়সদৃশকে দর্শন করিতেছি বলিয়া অনুভব হইবে। তাহা কিন্তু হয় না। অতএব গোসাদৃশ্য ও গবয়সাদৃশ্যকে পরস্পর ভিন্ন বলিতে হইবে। তাহা হইলে অসন্নিহিত গোতে গবয়ের সাদৃশ্য কোনরূপেই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না।

বৈশেষিক সম্প্রদায়ের আচার্য্য প্রশস্তপাদ উপমানকে শব্দ প্রমাণ বলিয়াছেন[৩]।

১। উপমানমপি সাদৃশ্যমসন্নিকৃষ্টেঽর্থে বুদ্ধিমুৎপাদয়তি—শাবরভাষ্য ১।১।৫

২। "ভূয়োঽবয়ব-সামান্যযোগো হি জাত্যন্তরবর্ত্তী জাত্যন্তরে সাদৃশ্যমুচ্যতে। সামান্যযোগশ্চৈকঃ। স চেদ্ গবয়ে প্রত্যক্ষো গব্যপি তথেতি নোপমানস্য প্রমেয়ান্তরমস্তি"—ক, সা, তত্ত্ব, ৫৩ পৃঃ

৩। "শব্দাদীনামপি অনুমানেঽন্তর্ভাবঃ সমান-বিধিত্বাৎ—বি, স্থা,ক ২১৩ পৃঃ।

তল্লিঙ্গত্বাৎ। নাপি মদীয়া গৌরেতদ্‌-গবয়-সদৃশী, এতন্নিষ্ঠ-সাদৃশ্য-প্রতি-যোগিত্বাৎ, যো যদ্‌গত-সাদৃশ্য-প্রতিযোগী, স তৎ-সদৃশঃ, যথা মৈত্র-

---

তাহার (গোশরীর-গত গবয়-সাদৃশ্য নিশ্চয়ের) হেতু নহে। 'মদীয়া গৌঃ এতদ্‌গবয়-সদৃশী, এতন্নিষ্ঠ-সাদৃশ্য-প্রতিযোগিত্বাৎ ; যো যদ্‌গত-সাদৃশ্য-প্রতিযোগী, স তৎসদৃশঃ, যথা মৈত্রনিষ্ঠ-সাদৃশ্য-প্রতিযোগী চৈত্রো মৈত্রসদৃশঃ—(আমার গরুটী এই গবয়ের সদৃশী ; যেহেতু উহাতে গবয়-গত সাদৃশ্যের প্রতিযোগিত্ব আছে। যে বস্তু যে বস্তু-গত সাদৃশ্যের

বিবৃতি

তাঁহাদের মতে শব্দাদি প্রমাণ অনুমানের অতিরিক্ত নহে। ফলতঃ উপমান অনুমানেরই অন্তর্গত। শ্রীধর ভট্ট ন্যায়কন্দলীতে ইহা সুস্পষ্ট বলিয়াছেন।[১] বৈশেষিকের এই মত খণ্ডন করিতে বলিলেন—**নাপ্যনুমানেন**। অনুমানের দ্বারাও গোরুতে গবয়সাদৃশ্যের জ্ঞান সম্ভব নহে। "আমার গরুটী এই গবয়ের সদৃশী" এই জ্ঞানটী অনুমিতি হইলে তাহার জনক হেতু কি, তাহা বলিতে হইবে। গো-গত গবয়-সাদৃশ্য ও গবয়-গত গো-সাদৃশ্য, এই দুইটির মধ্যে গো-গত গবয়-সাদৃশ্যটি অনুমানের পূর্বে ধর্মরূপে নিশ্চিত হয় নাই বলিয়া হেতু নহে। গবয়-গত গোসাদৃশ্যটী পক্ষবৃত্তি নহে বলিয়া হেতু হইতে পারে না।

গবয়নিষ্ঠ গো-সাদৃশ্য হেতু না হইলেও অন্য কোন হেতু দ্বারা উক্ত সাদৃশ্যের অনুমিতি হইতে পারে। যে অনুমান প্রয়োগের দ্বারা সাদৃশ্যের অনুমিতি হইবে, সেই অনুমান প্রয়োগ দেখাইতেছেন—**নাপি মদীয়া গৌঃ**। এইরূপ অনুমান প্রয়োগে পক্ষ হইতেছে মদীয়া গৌ। সাধ্য—এতদ্‌গবয়-সাদৃশ্য। হেতু—এতন্নিষ্ঠ-সাদৃশ্য-প্রতিযোগিত্ব। উহার অর্থ—এতদ্‌গবয়ানুযোগিক সাদৃশ্য প্রতিযোগিত্ব। যাহার সাদৃশ্য, সেইটী সাদৃশ্যের প্রতি-যোগী, যাহাতে সাদৃশ্য, সেইটী সাদৃশ্যের অনুযোগী। গবয়ে যে গোর সাদৃশ্য আছে, সেই সাদৃশ্যের গো প্রতিযোগী এবং গবয় অনুযোগী বলিয়া এই সাদৃশ্যকে গবয় অনুযোগিক গো-প্রতিযোগিক সাদৃশ্য বলা হয়। গোরু এতদ্‌গবয়ানুযোগিক সাদৃশ্যের প্রতিযোগী হওয়ায় উহাতে এতদ্‌গবয় অনুযোগিক সাদৃশ্যের প্রতিযোগিত্বরূপ হেতু আছে। দৃষ্টান্ত মৈত্র সদৃশ চৈত্রে উক্ত হেতুতে এতৎগবয়-সাদৃশ্যের সামান্যতঃ ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়াছে। যে যদ্‌গত সাদৃশ্যের প্রতিযোগী হয়, সে তৎসদৃশ হইয়া থাকে। চৈত্র মৈত্রনিষ্ঠ সাদৃশ্যের প্রতিযোগী বলিয়া যেমন মৈত্র সদৃশ, তদ্রূপ মদীয় গোটী এতদ্‌গবয়নিষ্ঠ সাদৃশ্যের প্রতি-যোগী বলিয়া এতদ্‌গবয় সদৃশ। এইরূপ অনুমানের দ্বারা গোতে গবয়-সাদৃশ্যের নিশ্চয় হইতে পারে এবং তাহা অনুমিতি হইতে অতিরিক্ত নহে। যে সাদৃশ্যকে উপমেয় বলা হইতেছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে অনুমেয়। সুতরাং উপমানের পৃথক্ প্রমেয় না থাকায়

১। "আপ্তেনাপ্রসিদ্ধস্য গবয়স্য গবা প্রতিপাদনাৎ উপমানমাপ্তবচনমেব" "আপ্তবচনঞ্চানুমানম্। তস্মাদুপমানমপ্যনুমানাব্যতিরিক্তম্"—বি, ন্যা, ক, ২২০ পৃঃ

নিষ্ঠ-সাদৃশ্য-প্রতিযোগী চৈত্রো মৈত্র-সদৃশ ইত্যনুমানাৎ তৎ-সম্ভব ইতি বাচ্যম্, এবংবিধানুমানানবতারেঽপ্যনেন সদৃশী মদীয়া গৌরিতি প্রতীতে-রনুভব-সিদ্ধত্বাৎ, উপমিনোমীত্যনুব্যবসায়াচ্চ। তস্মাদুপমানং মানান্তরম্।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র-বিরচিতায়াং বেদান্ত-পরিভাষায়াম্ উপমান-পরিচ্ছেদঃ

প্রতিযোগী, সে বস্তু তাহার সদৃশ হইয়া থাকে। যেমন চৈত্র ব্যক্তি মৈত্র-গত সাদৃশ্যের প্রতিযোগী হওয়ায় মৈত্র সদৃশ) এই অনুমানের দ্বারা সেই নিশ্চয় সম্ভব হইতে পারে—ইহা বলিতে পার না; কারণ এই প্রকার অনুমানের অবতারণা না হইলেও "অনেন সদৃশী মদীয়া গৌঃ" এই প্রতীতি অনুভবসিদ্ধ এবং "উপমিনোমি" (আমি উপমিতি-বিষয়ক জ্ঞানবান্), এই অনুব্যবসায়ও হইয়া থাকে। অতএব উপমান একটি ভিন্ন প্রমাণ।

বিবৃতি

উপমান পৃথক্ প্রমাণ হইতে পারে না। বৈশেষিকের এই মতবাদখণ্ডন করিতে বলিলেন—**এবংবিধানুমানানবতারেঽপি**। এইরূপ হেতু ও ব্যাপ্তি প্রভৃতির জ্ঞান না থাকিলেও লোকের গোতে গবয় সাদৃশ্যের জ্ঞান হইয়া থাকে। হেতু প্রভৃতির জ্ঞান বিনাই যখন গোতে গবয়সাদৃশ্যের নির্ণয় হয়; তখন এই নির্ণয়কে অনুমিতি বলা যায় না।

বস্তুতঃ উক্ত অনুমান প্রয়োগে হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইতে পারে না। যে ব্যক্তি গো ও গবয়রূপ দুইটী পদার্থকে পরস্পরের সদৃশ বলিয়া যুগপৎ দর্শন করিয়াছেন; তাহারই তাদৃশ হেতুতে ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু যাহার যুগপৎ সদৃশ পদার্থ-দ্বয়ের দর্শন হয় নাই, নগরে বা নিজ গৃহে কেবল গোকে দর্শন করিয়া বনে বা অন্যত্র গবয়কে দর্শন করে, তাহার ঐ হেতুতে ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে না! কিন্তু গোরুটি গবয়সদৃশ—এই নিশ্চয় হইয়া থাকে। ঐ নিশ্চয় অনুমানের দ্বারা সম্ভব নহে।

বেদে "সৌর্য্যং চরুং নির্বপেৎ আগ্নেয়বৎ" এইরূপ বহু প্রয়োগ দেখা যায়। এস্থলে ব্যাপ্তি না থাকায় কাহারও আগ্নেয় চরুর সহিত সৌর্য্য চরুর বা আগ্নেয় বাক্যের সহিত সৌর্য্য বাক্যের ব্যাপ্তি গৃহীত হয় নাই। অথচ এস্থলে সৌর্য্য চরুতে আগ্নেয় চরুর বা সৌর্য্য বাক্যে আগ্নেয় বাক্যের সাদৃশ্য নিশ্চয় হইয়া থাকে। ঐ নিশ্চয় উপমান ব্যতীত অনুমানের দ্বারা কোনরূপেই সম্ভব নহে। অতএব উপমান প্রমাণ অবশ্যই স্বীকার্য্য।

উপমান প্রমাণ স্বীকারে অন্য হেতু দেখাইতেছেন—**উপমিনোমিত্যনু**ব্যবসায়াচ্চ। যদি এই সাদৃশ্য-নিশ্চয়টী প্রত্যক্ষ বা অনুমিতি হইত, তবে সাক্ষী উহাকে "পশ্যামি" এইরূপে প্রত্যক্ষ বলিয়া অথবা "অনুমিনোমি" এইরূপে অনুমিতি বলিয়া প্রত্যক্ষ করিত। কিন্তু সাক্ষী উহাকে 'উপমিনোমি' এইরূপে উপমিতি বলিয়াই প্রত্যক্ষ করে। অতএব উহা প্রত্যক্ষাদি ভিন্ন পৃথক্ অনুভূতি। উহার সাধনই উপমান প্রমাণ।

বেদান্ত-পরিভাষা

—:(*):—

আগম-পরিচ্ছেদঃ

অথাগমো নিরূপ্যতে। যস্য বাক্যস্য তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূতঃ সংসর্গো

উপমান প্রমাণ নিরূপণের অনন্তর আগম (শব্দ) প্রমাণ নিরূপিত হইতেছে। যে বাক্যের তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত পদার্থ সমূহের [পরস্পর] সংসর্গ (সম্বন্ধ) প্রমাণান্তরের

বিবৃতি

উপমান নিরূপণের অনন্তর উদ্দেশ ক্রমানুসারে অদ্বৈত ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের অনুকূল আগম প্রমাণ নিরূপণ করিতে বলিলেন—**অথাগমো নিরূপ্যতে।** আগমের লক্ষণ হইতেছে, বেদান্তেতর-প্রমাণাবাধিত-তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত-সংসর্গানুভাবক-বাক্যত্বম্ আগমত্বম্ অর্থাৎ বেদান্তভিন্ন প্রমাণান্তরের দ্বারা অবাধিত তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত সংসর্গের অনুভাবক (অনুভব জনক) বাক্যত্বই[1] আগমত্ব। যদি বাক্যত্বমাত্রই আগমের লক্ষণ হইত, তবে অপ্রমাণ জরদ্গবাদি বাক্যে[2] বাক্যত্ব থাকায় অতিব্যাপ্তি হইত। সংসর্গের অননুভাবক জরদ্ গবাদি বাক্যে শব্দসমূহত্বরূপ বাক্যত্ব থাকিলেও 'সংসর্গানুভাবক-বাক্যত্ব' না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না। যদি সংসর্গানুভাবক বাক্যত্ব-মাত্র লক্ষণ হইত, তবে স্বার্থে অপ্রমাণ স্বার্থ-সংসর্গের অনুভাবক অর্থবাদ বাক্যে অতিব্যাপ্তি হইত, এই জন্য সংসর্গে 'তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত' বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। স্বার্থ-সংসর্গানুভাবক অর্থবাদ বাক্যে তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত প্রাশস্ত্যাদি সংসর্গানুভাবক বাক্যত্ব না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না। ভ্রমাত্মক তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত সংসর্গের অনুভাবক বৌদ্ধ, জৈনাদির বিধিবাক্যে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য সংসর্গে 'মানান্তরাবাধিত' বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। "অতোঽন্যদার্ত্তম্" এই শ্রুতি দ্বারা তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত সংসর্গেরও বাধিতত্ব উক্ত হওয়ায় লৌকিক ও বৈদিক বাক্যে অপ্রামাণ্যের প্রসক্তি হয়, এজন্য প্রমাণে 'বেদান্তেতর' বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। লৌকিক ও বৈদিক বাক্যের তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত সংসর্গ বেদান্তভিন্ন প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয় না বলিয়া অপ্রামাণ্যের প্রসক্তি নাই। ফলকথা, যে বাক্যের

১। নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার 'শব্দ-শক্তি প্রকাশিকা'য় (ক, শ ১৬ পৃঃ) বাক্যের লক্ষণ বলিয়াছেন—"মিথঃ সাকাঙ্ক্ষ-শব্দস্য ব্যূহো বাক্যং চতুর্বিধম্" অর্থাৎ পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ শব্দের সমষ্টিই বাক্য। সুতরাং "গৌরস্তি যেমন বাক্য ; গৌঃ"ও সেইরূপ বাক্য ; কারণ এখানেও গো ও প্রথমাবিভক্তির সু-প্রত্যয়-রূপ পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ শব্দের সমষ্টি আছে। গো পদোপস্থাপ্য গোর যেমন ক্রিয়াকাঙ্ক্ষা আছে, সেইরূপ সু-প্রত্যয়োপস্থাপ্য একত্বাদিরও আশ্রয়াকাঙ্ক্ষা আছে। সুতরাং গো + সু—দুইটিই সাকাঙ্ক্ষ। অতএব 'গৌঃ' যেমন প্রমাণ বাক্য ; "গৌরস্তি"ও সেইরূপ প্রমাণ বাক্য। বৈয়াকরণ মতে "গৌঃ" এইটী পদ, বাক্য নহে।

২। "জরদ্গবঃ কম্বল-পাদুকাভ্যাং দ্বারি স্থিতো গায়তি মদ্রকাণি। তং ব্রাহ্মণী পৃচ্ছতি পুত্রকামা রাজন্ রুমায়াং লশুনস্য কোঽর্ঘঃ॥" এই বাক্যই জরদ্ বাক্য বলিয়া 'তত্ত্বদীপনে' (ক, ৫৫, ৪৫ পৃঃ) উক্ত হইয়াছে।

মানান্তরেণ ন বাধ্যতে, তদ্ বাক্যং প্রমাণম্। বাক্য-জন্ম-জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষা-

---

দ্বারা বাধিত হয় না, সেই বাক্যটি প্রমাণ। বাক্য-জন্য বাক্যার্থের জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষা,

বিবৃতি

তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত সম্বন্ধ (বাক্যার্থ) বেদান্ত ভিন্ন প্রমাণান্তরের দ্বারা বাধিত হয় না, সেই বাক্যই আগম প্রমাণ। মূলোক্ত সংসর্গ শব্দে বাক্যার্থ বুঝিতে হইবে। অন্যথা 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের সংসর্গে তাৎপর্য্য না থাকায় উহাতে অব্যাপ্তি দুর্বার হইয়া পড়িবে। সুতরাং আগমের প্রকৃত লক্ষণ হইতেছে—যে বাক্যের তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থ প্রমাণান্তরের দ্বারা বাধিত হয় না, সেই বাক্যই আগম বা শব্দ প্রমাণ। উহা হইতে যে বিলক্ষণ বাক্যার্থ বোধ জন্মে, তাহার নাম শাব্দবোধ। তাহার প্রকার কথিত হইতেছে।

কোন পদের কোন অর্থে শক্তি, ইহা প্রথমে বৃদ্ধ-ব্যবহার, মাতা-পিতার সংকেত, ব্যাকরণ, কোশ, আপ্তবাক্য বা বাক্যশেষ প্রভৃতি দ্বারা জানিতে হইবে[১]। পরে সেই শব্দের কোন অর্থে লক্ষণা, তাহা জানিতে হইবে। এই শক্তি ও লক্ষণা বৃত্তি নামে কথিত হয়। এইরূপ শক্তিজ্ঞান বা লক্ষণাজ্ঞানের অনন্তর কোন বাক্য শ্রবণ করিলে সেই বাক্যের অন্তর্গত পদগুলি যথাক্রমে পদার্থগুলিকে ও তাহাদের যথাযোগ্য সম্বন্ধকে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে উপস্থিত করে। পরে সেই পদার্থ সমূহের লক্ষণাপ্রযুক্ত যে একটি বিশিষ্ট অর্থের বোধ হয়, তাহার নাম শাব্দবোধ বা বাক্যার্থবোধ। যদি কেহ 'ঘটো অস্তি' এই বাক্য শ্রবণ করে, তবে তাহার ঘটপদের আকৃতিতে (জাতি বা উপাধিতে) শক্তি গৃহীত হওয়ায় ঘটপদের দ্বারা ঘটত্ব উপস্থিত হইবে। জাতির আশ্রয় ব্যক্তির উপস্থিতি ব্যতীত জাতির উপস্থিতি হইতে পারে না বলিয়া জাতির উপস্থাপক সামগ্রী ঘটত্বের ন্যায় ঘটকেও যুগপৎ উপস্থিত করিবে। অথবা ঘটপদ শক্তি দ্বারা ঘটত্বকে এবং লক্ষণা দ্বারা ঘটকে যুগপৎ উপস্থিত করিবে। অস্তি পদের দ্বারা উপস্থাপ্য অস্তিত্বের সহিত ঘটের আধেয়ত্ব সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোন সম্বন্ধ হইতে পারে না বলিয়া ঘটপদ স্বরূপসৎ শক্তি দ্বারা আধেয়ত্ব সম্বন্ধকেও উপস্থিত করিবে। এইরূপ অস্তিপদ অস্তিত্বকে এবং আশ্রয়ত্ব সম্বন্ধকে উপস্থিত করিবে। কাহারও সহিত মিলিত না হইয়া পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে পদার্থ ও সম্বন্ধগুলি উপস্থিত হইলে সেই উপস্থিত পদার্থগুলি তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত বিশিষ্ট অর্থে লক্ষণা দ্বারা 'ঘটাধেয়ম্ অস্তিত্বম্ বা অস্তিত্বাশ্রয়ো ঘটঃ' এইরূপ একটি বিশিষ্ট অর্থের বোধ জন্মায়। এই বোধের নামই বাক্যার্থবোধ বা শাব্দবোধ।

বহু ব্যক্তি বহু বৈদিক ও লৌকিক প্রমাণ বাক্য শ্রবণ করে, কিন্তু তাহাদের ঐ বাক্য

১। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে শক্তিজ্ঞানের কারণ নির্ণয় করিতে বলিয়াছেন—"শক্তি-গ্রহং ব্যাকরণোপমান-কোশাপ্ত-বাক্যাদ্ ব্যবহারতশ্চ। বাক্যস্য শেষাদ্ বিবৃতের্বদন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্য বৃদ্ধাঃ ॥' ন্যায়মঞ্জরীতে মহামতি জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন—"অঙ্গুল্যগ্রেণ নির্দিশ্য কঞ্চিদর্থং পুরঃস্থিতম্। ব্যুৎপাদয়ন্তো দৃশ্যন্তে বালানম্বন্-বিধা অপি ॥" তন্মধ্যে বেদান্তি-মতে উপমান শক্তিগ্রহের কারণ নহে, ইহা পূর্বে উপমান পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে।

যোগ্যতাঽঽসত্তয়স্তাৎপর্য্য-জ্ঞানঞ্চেতি চত্বারি কারণানি। তত্র পদার্থানাং

যোগ্যতা, আসত্তি ও তাৎপর্য্যজ্ঞান—এই চারিটি [সহকারী] কারণ। তন্মধ্যে পদার্থ-

বিবৃতি

হইতে কোনরূপ অর্থবোধ জন্মে না। সুতরাং ঐগুলি প্রমিতির করণ না হওয়ায় কিরূপে প্রমাণ হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন—**বাক্যজন্য-জ্ঞানে**। আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা ও তাৎপর্য্য-জ্ঞান—এই চারিটি বাক্যার্থের বোধে সহকারী কারণ। এই চারিটির একটি না থাকিলে বাক্য বাক্যার্থের বোধে কারণ হয় না। যে স্থলে বাক্য শ্রবণ করিলেও বাক্যার্থের বোধ জন্মে না, সেস্থলে এই চারিটির কোন একটি নাই অথবা শক্তিজ্ঞানের অভাবহেতু পদার্থের উপস্থিতি নাই বুঝিতে হইবে।

নৈয়ায়িকগণ আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তিকে শাব্দবোধের কারণ বলেন নাই, তাহাদের জ্ঞানকে শাব্দবোধের কারণ বলিয়াছেন।[১] কিন্তু এই তিনটী স্বরূপতঃ থাকিলেই যদি শাব্দবোধ উপপন্ন হয়, তবে তাহার জ্ঞানকে কারণ বলিলে গৌরব হইবে। তাই বেদান্তিগণ তাহাদের জ্ঞানকে শাব্দবোধের কারণ বলেন নাই। মীমাংসক নারায়ণভটও মানমেয়োদয়ে শব্দপ্রমাণ প্রকরণে আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতাকে স্বরূপসৎ কারণ বলিয়াছেন[২]। আকাঙ্ক্ষাদির ন্যায় তাৎপর্য্যও যদি স্বরূপসৎ শাব্দবোধের হেতু হয়। তবে ভোজন স্থলে উচ্চারিত 'সৈন্ধব মানয়' এই বাক্য হইতে আনয়নে অশ্বেরও সম্বন্ধ বোধ হইবে; কারণ অশ্বেও সৈন্ধব শব্দের তাৎপর্য্য আছে। তাৎপর্য্য জ্ঞানকে শাব্দবোধের কারণ বলিলে আনয়নে অশ্বের সম্বন্ধ বোধ হইবে না; যেহেতু সেখানে প্রকরণ হইতে লবণেই তাৎপর্য্য-জ্ঞান হইয়াছে, অশ্বে তাৎপর্য্যের জ্ঞান হয় নাই। অতএব তাৎপর্য্যের জ্ঞানই শাব্দবোধের হেতু।

আকাঙ্ক্ষাকে শাব্দবোধের কারণ না বলিলে "গৌঃ, অশ্বঃ, পুরুষো হস্তী" ইত্যাদি বাক্য হইতেও গো, অশ্ব প্রভৃতির শাব্দবোধের আপত্তি হইবে। আকাঙ্ক্ষাকে শাব্দবোধের কারণ বলিলে পূর্বোক্ত বাক্য হইতে শাব্দবোধের আপত্তি হইবে না, কারণ সেস্থলে গবাদিপদের দ্বারা উপস্থিত পদার্থ সমূহের পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা নাই। এইরূপ যোগ্যতা শাব্দবোধের হেতু না হইলে "অগ্নিনা সিঞ্চেৎ" এই বাক্য হইতে শাব্দবোধ হইত, যেহেতু সেস্থলে আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি রহিয়াছে। যোগ্যতাকে কারণ বলিলে পূর্বোক্ত বাক্য হইতে শাব্দবোধ হইবে না; কারণ সেস্থলে আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি থাকিলেও যোগ্যতা নাই। তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত সংসর্গের অবাধই যোগ্যতা। সেচন জলের দ্বারা হয়, অগ্নি দ্বারা হয় না বলিয়া সেচনে অগ্নিকরণকত্ব-সংসর্গের বাধ আছে। এইরূপ আসত্তি

১। "আসত্তি-যোগ্যতাকাঙ্ক্ষা-তাৎপর্য্য-জ্ঞানমিষ্যতে। কারণং"—ভা. ৮২ কারিকা। কিন্তু শঙ্কর মিশ্র আত্মতত্ত্ববিবেককল্পলতাতে (এঃ ৫৩৪ পৃঃ) স্বরূপসৎ আকাঙ্ক্ষাকেই শাব্দবোধের হেতু বলিয়াছেন।

২। "অত্রাকাঙ্ক্ষা চ যোগ্যত্বং সন্নিধিশ্চেতি তৎ ত্রয়ম্। বাক্যার্থাবগমে সর্বৈঃ কারণত্বেন কল্প্যতে॥

পরস্পর-জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব-যোগ্যত্বমাকাঙ্ক্ষা, ক্রিয়া-শ্রবণে কারকস্য কারক-শ্রবণে ক্রিয়ায়া করণ-শ্রবণে ইতিকর্ত্তব্যতায়াশ্চ জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্বাৎ। অজি-

সমূহের পরস্পর জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব যোগ্যত্বটি আকাঙ্ক্ষা ; যেহেতু ক্রিয়ার শ্রবণে কারক, কারক শ্রবণে ক্রিয়ার এবং করণ শ্রবণে ইতিকর্ত্তব্যতা (ব্যাপার) জিজ্ঞাসার বিষয় হয়।

বিবৃতি

শাব্দবোধের হেতু না হইলে এক একটি দিনে এক একটি শব্দের উচ্চারণ করিয়া একটী বাক্য গঠিত হইলে সেই বাক্য হইতেও শাব্দবোধের আপত্তি হইবে ; কারণ সে স্থলে আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা আছে। আসত্তিটি কারণ হইলে তাদৃশ বাক্য হইতে শাব্দবোধ হইবে না ; যেহেতু সে স্থলে অব্যবধানে পদজন্য পদার্থের উপস্থিতি রূপ আসত্তি নাই। এইরূপ তাৎপর্য্যের জ্ঞান শাব্দবোধের হেতু না হইলে 'সৈন্ধবম্ আনয়' এই বাক্য হইতে কখনও অশ্বের সংসর্গ বোধ, কখনও লবণের সংসর্গ বোধ উপপন্ন হয় না। তাৎপর্য্যের জ্ঞান কারণ হইলে যখন অশ্ব-সংসর্গে তাৎপর্য্যের জ্ঞান হইবে, তখন অশ্বের সংসর্গ বোধ ; যখন লবণ-সংসর্গে তাৎপর্য্যের জ্ঞান হইবে, তখন লবণের সংসর্গ বোধ হইবে।

কেহ কেহ বলেন—নানার্থক পদ-ঘটিত বাক্য হইতে বাক্যার্থের বোধ স্থলে তাৎপর্য্য-জ্ঞান শাব্দ-বোধের হেতু ; অন্যত্র হেতু নহে। ইহা কিন্তু ঠিক নহে। যে বাক্যে নানার্থক কোন পদ নাই, তাদৃশ কোন কোন বাক্য হইতে তাৎপর্য্যের জ্ঞান বিনা শাব্দ-বোধ কোনরূপেই উপপন্ন হইবে না। যেমন—"অয়ম্ এতি পুত্রঃ রাজ্ঞঃ পুরুষঃ অপসার্য্যতাম্" এই বাক্যে কোন নানার্থক পদ নাই। এই বাক্য হইতে রাজার সহিত পুত্র অথবা পুরুষ অন্বিত হইয়া দুই প্রকার বাক্যার্থ বোধ হইতে পারে। যেমন এই পুত্র আসিতেছেন, রাজ-পুরুষকে অপসারিত কর অথবা এই রাজপুত্র আসিতেছেন, পুরুষকে অপসারিত কর। তাৎপর্য্যের জ্ঞান বিনা এই দুই প্রকার অন্বয়-বোধ কোনরূপেই উপপন্ন হইতে পারে না বলিয়া তাৎপর্য্যের জ্ঞানকেও শাব্দবোধের হেতু বলিতে হইবে। তাই বলিলেন—**চত্বারি কারণানি।**

নৈয়ায়িকগণ তদ্-বর্ণোত্তর তদ্-বর্ণত্ব বা তৎপদোত্তর তৎপদত্ব-রূপ আনুপূর্বী-বিশেষকেই আকাঙ্ক্ষা বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইহা শব্দের ধর্ম। বেদান্তিগণের ইহা সম্মত নহে ; কারণ তাহাতে বৈদিক ব্যবহারের সহিত বিরোধ হয়। এই বিরোধ পরে ব্যক্ত হইবে। তাই আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ নির্দেশ করিতে বলিলেন—**তত্র পদার্থানাং।** এস্থলে পদার্থ পদটী বাক্যার্থের উপলক্ষণ। ইহা না বলিলে "বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা", "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত" ইত্যাদি স্থলে অর্থবাদবাক্য ও বিধিবাক্যের অর্থে আকাঙ্ক্ষা লক্ষণ না থাকায় অব্যাপ্তি হইবে। অতএব এক পদার্থ বা এক বাক্যার্থের জ্ঞান-জন্য অন্য পদার্থ-বা অন্য বাক্যার্থ-বিষয়ক জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব-যোগ্যত্বই আকাঙ্ক্ষা। 'দদাতি' এইরূপ ক্রিয়া

জ্ঞাসোরপি বাক্যার্থ-বোধাদ্ যোগ্যত্বমুপাত্তম্। তদবচ্ছেদকঞ্চ ক্রিয়াত্ব-কারকত্বাদিকমিতি নাতিব্যাপ্তির্গৌরশ্বঃ পুরুষো হস্তীত্যাদৌ। অভেদান্বয়ে চ সমান-

অজিজ্ঞাসুর বাক্যার্থের বোধ হয় বলিয়া [আকাঙ্ক্ষা লক্ষণে] যোগ্যত্ব পদটি গৃহীত হইয়াছে। সেই যোগ্যতার অবচ্ছেদক হইতেছে ক্রিয়াত্ব, কারকত্ব, ইতিকর্ত্তব্যতাত্ব প্রভৃতি। এই হেতু 'গৌঃ, অশ্বঃ পুরুষো হস্তী'—ইত্যাদি বাক্যে [আকাঙ্ক্ষা লক্ষণের]

বিবৃতি

শ্রবণ করিলে শ্রোতার 'কো দদাতি, কিং দদাতি, কেন দদাতি, কস্মৈ দদাতি, কস্মাৎ দদাতি, কুত্র দদাতি', এইরূপ কর্ত্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ পদার্থ বিষয়ে যেরূপ জিজ্ঞাসা জন্মে, তদ্রূপ কর্ত্তৃবাচক পদ শ্রবণ করিলে ক্রিয়া ও কর্মাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসা জন্মে। সুতরাং বাক্যার্থের অন্তর্গত কর্ত্তা, ক্রিয়া, কর্ম প্রভৃতি পদার্থ পরস্পর জিজ্ঞাসার বিষয় হওয়ায় ইহাদের সকলেই জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব যোগ্যতা-রূপ আকাঙ্ক্ষা আছে।

জিজ্ঞাসাবিষত্ব-যোগ্যতা অপেক্ষা লঘু জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্বটী আকাঙ্ক্ষা হউক। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন—**অজিজ্ঞাসোরপি।** যদি জিজ্ঞাসাবিষয়ত্ব-মাত্র আকাঙ্ক্ষা হইত, তবে যে পুরুষের বাক্য শ্রবণ জন্য বাক্যার্থ-বোধ হইয়াছে, কিন্তু ক্রিয়া, কর্ত্তা প্রভৃতি বুদ্ধিস্থ বলিয়া জিজ্ঞাসা-বিষয় হয় নাই ; তাদৃশ প্রমাণ বাক্যার্থের ঘটক পদার্থ-সমূহে পরস্পর জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব না থাকায় অব্যাপ্তি হয়। জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব-যোগ্যতাকে আকাঙ্ক্ষা বলিলে অব্যাপ্তি হয় না। তাদৃশ স্থলে কর্ত্তা, কর্ম, ক্রিয়া প্রভৃতিতে সেই পুরুষের জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব না থাকিলেও জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্বের যোগ্যতা আছে। অতএব এই অব্যাপ্তি-বারণের জন্য আকাঙ্ক্ষার লক্ষণ-বাক্যে যোগ্যত্ব পদ গৃহীত হইয়াছে।

"গৌঃ, অশ্বঃ, পুরুষো হস্তী" ইত্যাদি স্থলে গবাদি পদের দ্বারা উপস্থিত গবাদি পদার্থে আকাঙ্ক্ষা নাই ; কিন্তু জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব-যোগ্যতা তো থাকিতে পারে। কর্ত্তা, কর্ম, ক্রিয়া প্রভৃতিতেই যোগ্যতা থাকিবে, অন্যত্র থাকিবে না—এই নিয়মে কোন বিশেষ হেতু নাই। সুতরাং নিরাকাঙ্ক্ষ পদার্থমাত্রে জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব-যোগ্যতা সম্ভব বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয়। তাই যোগ্যতা কোথায় থাকে, ইহা নির্দেশ করিতে বলিলেন—**তদবচ্ছেদকঞ্চ।** সেই জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব যোগ্যতার অবচ্ছেদক হইতেছে ক্রিয়াত্ব, কর্ত্তৃত্ব, কর্মত্ব, করণত্ব, সম্প্রদানত্ব, অপাদানত্ব, অধিকরণত্ব ও ইতিকর্ত্তব্যতাত্ব প্রভৃতি। এই অবচ্ছেদক ধর্মগুলি অবচ্ছেদ্য যোগ্যতার সম-নিয়ত অর্থাৎ ব্যাপ্য ও ব্যাপক। যেখানে এই অবচ্ছেদক ক্রিয়াত্ব, কর্মত্ব প্রভৃতি থাকে, সেইখানেই অবচ্ছেদ্য যোগ্যতা থাকে। নিরাকাঙ্ক্ষ গো, অশ্ব প্রভৃতি পদার্থে অবচ্ছেদক ক্রিয়াত্ব, কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি না থাকায় অবচ্ছেদ্য যোগ্যতাও নাই। এই জন্য নিরাকাঙ্ক্ষ গবাদি পদার্থে আকাঙ্ক্ষা-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না।

ক্রিয়াত্ব, কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি তাদৃশ যোগ্যতার অবচ্ছেদক হইলেও "নীলো ঘটঃ, তত্ত্বমসি"

বিভক্তিক-পদ-প্রতিপাদ্যত্বং তদবচ্ছেদকমিতি তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যেষু নাব্যাপ্তিঃ। এতাদৃশাকাঙ্ক্ষাভিপ্রায়েণৈব বলাবলাধিকরণে "সা বৈশ্বদেব্যামিক্ষা বাজিভ্যো

অতিব্যাপ্তি হয় না। অভেদান্বয়স্থলে সমান-বিভক্তিক পদের প্রতিপাদ্যত্বটি সেই যোগ্যতার অবচ্ছেদক। এই হেতু 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যে [আকাঙ্ক্ষা] লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় নাই। এতাদৃশ আকাঙ্ক্ষায় তাৎপর্য্য আছে বলিয়াই বলাবলাধিকরণে "সা বৈশ্বদেব্যামিক্ষা, বাজিভ্যো বাজিনম্" (সেই দধিযুক্ত তপ্ত দুগ্ধ বৈশ্বদেবী (বিশ্বদেব

বিবৃতি

প্রভৃতি অভেদান্বয় স্থলে নীল ও ঘটে এবং ঈশ্বর ও জীবে ক্রিয়াত্ব, কর্তৃত্ব প্রভৃতি যোগ্যতার অবচ্ছেদক না থাকায় জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব-যোগ্যতাও থাকে না। তাহা হইলে সেই স্থলে আকাঙ্ক্ষা লক্ষণ না থাকায় অব্যাপ্তি হয়। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন—**অভেদান্বয়ে চ**। যে স্থলে অন্বয়-যোগ্য পদার্থ-সমূহের উপস্থাপক পদ-সমূহে সমান অর্থাৎ একজাতীয় বিভক্তি থাকে না। সে স্থলে পদার্থ সমূহের ভেদ সম্বন্ধে অন্বয় হয়। যে স্থলে অন্বয়-যোগ্য পদার্থ-সমূহের উপস্থাপক পদসমূহে সমান বিভক্তি থাকে, সেস্থলে পদার্থ-সমূহের অভেদে অন্বয় হয়। যেমন নীল ও ঘট এবং ত্বৎ ও ত্বং পরস্পর অন্বয়যোগ্য। ইহাদের উপস্থাপক নীল ও ঘটপদে এবং তৎ ও ত্বং পদে সমান বিভক্তি প্রথমা রহিয়াছে। এজন্য এস্থলে ঘটপদার্থে নীলপদার্থের অভেদে অন্বয় হয়। যেমন নীলাভিন্ন ঘট। এইরূপ ত্বৎ-পদার্থ জীবে তৎ-পদার্থ ঈশ্বরের অভেদে অন্বয় হয়। যেমন ঈশ্বরাভিন্ন জীব। যেখানে দুই বা ততোধিক পদার্থ-সমূহের অভেদে অন্বয় হয়, সেই স্থলে সমান-বিভক্তিক পদোপস্থাপ্যত্বই তাদৃশ-যোগ্যতার অবচ্ছেদক। নীল ও ঘট এবং জীব ও ঈশ্বর সমানবিভক্তি-যুক্ত পদের দ্বারা উপস্থাপ্য হওয়ায় ঐ সকলে সমান-বিভক্তি-মৎ পদো-পস্থাপ্যত্ব আছে। ঐ গুলিতে যখন যোগ্যতার অবচ্ছেদক সমানবিভক্তিমৎ পদো-পস্থাপ্যত্ব আছে, তখন জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব-যোগ্যতাও আছে। অতএব অভেদান্বয় স্থলে আকাঙ্ক্ষা লক্ষণের অব্যাপ্তি নাই।

বেদান্তিগণ নৈয়ায়িকের অভিমত আকাঙ্ক্ষার লক্ষণ গ্রহণ করেন নাই এবং আকাঙ্ক্ষাকে শব্দের ধর্ম বলিয়াও স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে আকাঙ্ক্ষা পদার্থের ধর্ম। তাহার লক্ষণ পুর্বে উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি পূর্ব মীমাংসার একটি অধিকরণের দ্বারা তাহা সমর্থন করিতে বলিলেন—**এতাদৃশাকাঙ্ক্ষাভি**প্রায়েণৈব। পূর্বে যে আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, তাদৃশ আকাঙ্ক্ষাকে অভিপ্রেত করিয়াই মীমাংসকগণ মীমাংসাদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলাবলাধিকরণে "সা বৈশ্বদেব্যামিক্ষা, বাজিভ্যো বাজিনম্" এই স্থলে বৈশ্বদেব যাগের আমিক্ষা দ্রব্যের সহিত অন্বয় হইয়াছে বলিয়া বাজিন দ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়াছেন।

বিবৃতি

বিষয়, সন্দেহ, পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ ও সিদ্ধান্তের প্রতিপাদক বাক্য সমষ্টিকে অধিকরণ বলে। পূর্বমীমাংসাদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেবতার ভেদ-প্রযুক্ত কর্মভেদ প্রতিপাদক অধিকরণে দুইটী শ্রুতিবাক্যের বিরোধ প্রদর্শন পূর্বক প্রাবল্য ও দৌর্বল্য বিচারিত হইয়াছে বলিয়া এই অধিকরণ বলাবলাধিকরণ নামে প্রসিদ্ধ। চাতুর্মাস্য যাগের অন্তর্গত বৈশ্বদেব যাগ-বিষয়ক সন্দিগ্ধার্থক শ্রুতিবাক্যই এই অধিকরণের আলোচ্য বিষয় বাক্য। তাহা এই—"তপ্তে পয়সি দধ্যানয়তি, সা বৈশ্বদেব্যামিক্ষা, বাজিভ্যো বাজিনম্"।

এস্থলে বিধিতুল্য লেট্ লকারান্ত 'আনয়তি' পদের অর্থ—আনয়েৎ অর্থাৎ প্রক্ষিপেৎ অর্থাৎ প্রক্ষেপ কর। বুদ্ধিস্থ-বাচক সর্বনাম 'সা' শব্দে দধি-যুক্ত ঘনীভূত তপ্ত দুগ্ধই বুঝায়। বিশ্বেদেবা দেবতা অস্য—এই অর্থে তদ্ধিত অণ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন বৈশ্বদেবী শব্দের অর্থ—বিশ্বেদেব দেবতা সম্বন্ধীয়। সন্নিহিত অর্থ-বিশেষের বাচক 'অস্য' এই সর্বনাম পদ সন্নিহিত আমিক্ষাকে বুঝায়। সুতরাং আমিক্ষার বিশেষণ বৈশ্বদেবী পদের দ্বারা আমিক্ষার সহিত বিশ্বদেবের অন্বয় হইবে। কেন এই অন্বয়, তাহা বুঝিতে হইবে।

দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রের দ্বারা দ্রব্য-ত্যাগের নাম যাগ। দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্র ব্যতীত যাগের স্বরূপ নিষ্পন্ন হয় না, তাই যাগ এই তিনটীকে আকাঙ্ক্ষা করে।[১] এস্থলে দেবতা—সম্প্রদান। দ্রব্য—সম্প্রদেয়। সম্প্রদান দেবতা যেমন সম্প্রদেয় দ্রব্যকে আকাঙ্ক্ষা করে। সম্প্রদেয় দ্রব্য সেইরূপ সম্প্রদানকে আকাঙ্ক্ষা করে। উভয়ের আকাঙ্ক্ষাবশতঃ উভয়ের অন্বয় হয়।

বাজম্ অন্নম্ (আমিক্ষা-রূপ অন্ন) এষাং (ইহাঁদের অর্থাৎ এই বিশ্বেদেব দেববর্গের) অস্তি (আছে)—এই অর্থে নিষ্পন্ন বাজী শব্দের অর্থ—বিশ্বেদেব দেবতা। অন্য পক্ষে বাজী শব্দের অর্থ বাজী নামক অন্য দেবতা। তাঁহারও বাজিন-রূপ অন্ন আছে। যদি

১। "স্বর্গকামো যজেত" এই স্থলে বিধিপ্রত্যয়ের অর্থ—ভাবনা (উৎপাদনা)। উহার তিনটী আকাঙ্ক্ষা আছে—ফলাকাঙ্ক্ষা, করণাকাঙ্ক্ষা ও ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষা (ব্যাপারাকাঙ্ক্ষা)। কাহার উৎপাদন, ইহাই ফলাকাঙ্ক্ষা, কাহার দ্বারা উৎপাদন, ইহাই সাধনাকাঙ্ক্ষা। কিরূপে উৎপাদন, ইহাই ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষা। যজ ধাতুর অর্থ—যাগ। উহা স্বর্গের সাধন বা উপকারক। উপকারকমাত্রেরই উপকার্য্যাকাঙ্ক্ষা আছে। উহা সাধ্য। অতএব উহার সাধনাকাঙ্ক্ষাও আছে। আমার দ্বারা কে উৎপাদ্য, ইহাই যাগের উপকার্য্যাকাঙ্ক্ষা। আমি কাহার উৎপাদ্য, ইহাই যাগের সাধনাকাঙ্ক্ষা। পুরুষ বিশেষণ স্বর্গ উৎপাদ্য ও কর্ম। উহারও সাধনাকাঙ্ক্ষা ও ক্রিয়াকাঙ্ক্ষা আছে। আমি কাহার দ্বারা উৎপাদ্য, ইহাই স্বর্গের সাধনাকাঙ্ক্ষা। আমি কোন ক্রিয়ার কর্ম, ইহাই স্বর্গের ক্রিয়াকাঙ্ক্ষা। এইরূপ সাধন দ্রব্য, দেবতা, মন্ত্রেরও সাধ্যাকাঙ্ক্ষা আছে। পুরুষ বিশেষণ স্বর্গ ফলরূপে, ধাত্বর্থ যাগ করণরূপে, প্রযাজাদি অঙ্গযাগ ইতিকর্ত্তব্যতারূপে ভাবনার সহিত অন্বিত হইলে ভাবনার ফলাকাঙ্ক্ষা, করণাকাঙ্ক্ষা ও ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষা; স্বর্গের ক্রিয়াকাঙ্ক্ষা ও সাধনাকাঙ্ক্ষা; সাধন যাগের সাধ্যাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয়। দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্র সাধনরূপে যাগের সহিত অন্বিত হইলে যাগের সাধনাকাঙ্ক্ষা এবং দ্রব্য, দেবতাদির সাধ্যাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয়। যেমন প্রযাজাদি ব্যাপার পূর্বক যাগের দ্বারা স্বর্গ উৎপাদন কর, দ্রব্যাদি দ্বারা যাগ উৎপাদন কর। এইরূপ আকাঙ্ক্ষাবশতঃ পরস্পরের অন্বয় হয়। অন্বয় হইলে পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয়।

বাজিন”মিত্যত্র বৈশ্বদেব-যাগস্যামিক্ষান্বিতত্বেন ন বাজিনাকাঙ্ক্ষেত্যাদি-ব্যব-

দেবতা সম্বন্ধীয়) আমিক্ষা (ছানা), বাজি-দেবতাকে বাজিন (ছানার জল দেয়) এই স্থলে বৈশ্বদেব যাগের আমিক্ষান্বিতত্ব-হেতু অর্থাৎ আমিক্ষার সহিত প্রথম অন্বয় হইয়াছে বলিয়া বাজিন দ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা নাই—ইত্যাদি ব্যবহার আছে।

বিবৃতি

বাজিন দ্রব্যের বিশ্বেদেব দেবতার সহিত অন্বয় হয়, তবে বাজী শব্দে বিশ্বদেব দেবতা বুঝাইবে। যদি তাহা না হয়, তবে বাজী শব্দে পৃথক্ দেবতা বুঝাইবে এবং বাজী দেবতার ভেদ-হেতু যাগেরও ভেদ হইবে।

এখন বাজিন দ্রব্যটী কোন দেবতার সহিত অন্বিত হইয়া কোন যাগের অঙ্গ হইবে, তদ্বিষয়ে এইরূপ সন্দেহ হয়—বাজিন দ্রব্যটি বিশ্বেদেব-দেবতাক যাগের অঙ্গ অথবা বাজি-দেবতাক যাগের অঙ্গ ? কোন পক্ষ সঙ্গত ? [পূর্বপক্ষ] বাজিন দ্রব্যটী বিশ্বেদেব দেবতাক যাগের অঙ্গ। কি হেতু ? যেহেতু বাজীশব্দ শব্দের দ্বারা উপস্থিত বিশ্বে-দেবের বাজিন দ্রব্যের সহিত অন্বয় হইয়াছে। বিশ্বেদেব দেবতা বৈশ্বদেব যাগের সম্প্রদান দেবতা। অতএব আমিক্ষা ও বাজিন—উভয়ই বিশ্বেদেব দেবতাক যাগের অঙ্গ। উভয়ই বিশ্বেদেব দেবতাকে প্রদেয়। [উত্তরপক্ষ] বাজিন দ্রব্যটি বাজি-দেবতাক যাগের অঙ্গ, বিশ্বেদেব দেবতাক যাগের অঙ্গ নহে। কি হেতু ? যেহেতু বিশ্বেদেব যাগ প্রথমোপস্থিত আমিক্ষা দ্রব্যের সহিত অন্বিত হইয়া দ্রব্যাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়াছে, সেই হেতু আর তাহাতে দ্রব্যান্তরের সম্বন্ধ হইবে না। 'দধ্না জুহোতি পয়সা জুহোতি', —এই স্থলে হোমে যেমন দধি ও দুগ্ধের যুগপৎ অন্বয় হয়, তদ্রূপ বৈশ্বদেব যাগে যুগপৎ দ্রব্য দ্বয়ের অন্বয় হইবে—ইহা বলা যায় না ; কারণ তদ্ধিত শ্রুতি অতিশীঘ্র সাক্ষাৎ অন্বয় প্রতিপাদন করে, বাক্য শ্রুতি বিলম্বে পরম্পরায় অন্বয়বোধ জন্মায়। এজন্য শ্রুতি সর্বাপেক্ষা বলবতী, বাক্য তদপেক্ষা দুর্বল। দুর্বল বাক্য যখন বাজিপদের দ্বারা বিশ্বেদেব দেবতাকে উপস্থিত করিয়া বাজিনের সহিত সম্বন্ধ বুঝাইবে। তাহার বহু-পূর্বেই প্রবল শ্রুতি দ্বারা বিশ্বেদেব দেবতা আমিক্ষার সহিত অন্বিত হইয়া নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়াছে, এখন আর বাজিনের সহিত অন্বিত হইবে না। যদি শ্রুতির যুগপৎ অন্বয় বিবক্ষিত হইত, তবে “বাজিভ্যো” পদের দ্বারা সম্প্রদান দেবতার উপদেশ নিরর্থক হইত এবং “বৈশ্বদেব্যামিক্ষা বাজিনং চ” এইরূপ উপদেশ হইত ; তাহা যখন হয় নাই। তখন শ্রুতির যুগপৎ অন্বয় বিবক্ষিত নহে। [সিদ্ধান্ত] অতএব বাজিন দ্রব্যটী বৈশ্বদেব যাগের অঙ্গ নহে। উহা বাজী নামক অপূর্ব দেবতার সহিত সম্বন্ধ বলিয়া বাজি-দেবতাক যাগের অঙ্গ। তাই বলাবলাধিকরণে মীমাংসকগণ আকাঙ্ক্ষাকে পদার্থের ধর্ম বলিয়াছেন। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা পদার্থের ধর্ম, শব্দের ধর্ম নহে। এই

হায়ঃ। নন্বু তত্রাপি বাজিনস্য জিজ্ঞাসাঽবিষয়ত্বেঽপি তদ্-যোগ্যত্বমস্ত্যেব, প্রদেয়-দ্রব্যত্বস্য যাগ-নিরূপিত-জিজ্ঞাসা-বিষয়তা-যোগ্যতাবচ্ছেদকত্বাদিতি চেন্ন, স্ব-সমান-জাতীয়-পদার্থান্বয়-বোধবিরহ-সহকৃত-প্রদেয়-দ্রব্যত্বস্য তদব-

---

আচ্ছা, সে স্থলেও বাজিনটী জিজ্ঞাসার অবিষয় হইলেও তাহার জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব-যোগ্যতা তো আছেই ; কারণ প্রদেয় দ্রব্যত্বটি যাগ-নিরূপিত জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব-যোগ্যতার অবচ্ছেদক—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না ; কারণ স্বসমান জাতীয় পদার্থের

বিবৃতি

জন্যই গ্রন্থকার আনুপূর্বী-বিশেষকে আকাঙ্ক্ষা না বলিয়া পরস্পরের জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব-যোগ্যতাকে আকাঙ্ক্ষা বলিয়াছেন।

পদার্থ সমূহের পরস্পরের আকাঙ্ক্ষাই পরস্পরের অন্বয়ের হেতু। বৈশ্বদেব যাগের বাজিন দ্রব্যে আকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়া অন্বয় নাই, ইহা উক্ত হইয়াছে। পূর্বপক্ষী ইহাতে আপত্তি করিতে বলিলেন—**নন্বু তত্রাপি**। যদি জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব-যোগ্যতাই আকাঙ্ক্ষা হয়, তবে "বাজিভ্যো বাজিনম্" স্থলে বাজিন দ্রব্যে জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব না থাকিলেও জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্বের যোগ্যতা আছে। যেখানে যোগ্যতার অবচ্ছেদক থাকে, সেখানে অবশ্যই যোগ্যতা থাকে। বৈশ্বদেব যাগীয় জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব-যোগ্যতার অবচ্ছেদক প্রদেয় দ্রব্যত্ব। উহা যখন বাজিন দ্রব্যে আছে, তখন তাহাতে জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব-যোগ্যতা আছে। উহাই তো আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং বৈশ্বদেব যাগের সহিত বাজিন-দ্রব্যের অন্বয় কেন হইবে না ?

উক্ত আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তীর বক্তব্য এই যে, যদি প্রদেয় দ্রব্যত্বমাত্রই যোগ্যতার অবচ্ছেদক হইত, তবে বাজিন দ্রব্যে ঐ প্রদেয়-দ্রব্যত্ব থাকায় বৈশ্বদেব যাগীয় জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব-যোগ্যতা অবশ্যই থাকিত। কিন্তু প্রদেয় দ্রব্যত্বমাত্র তাদৃশ্য যোগ্যতার অবচ্ছেদক নহে ; স্বসমানজাতীয় পদার্থের অন্বয়বোধ-বিরহ-সহকৃত প্রদেয়-দ্রব্যত্বই তাদৃশ যোগ্যতার অবচ্ছেদক। আমিক্ষা যেমন একটী প্রদেয় দ্রব্য, বাজিনও সেইরূপ প্রদেয় দ্রব্য। সুতরাং প্রদেয়-দ্রব্যত্ব-রূপে উহারা পরস্পর সমানজাতীয়। কোন প্রদেয় দ্রব্যে যখন প্রদেয়-দ্রব্যত্ব থাকে, তখন যদি কোথাও সেই প্রদেয়-দ্রব্যের সমানজাতীয় অন্য কোন প্রদেয় দ্রব্য পদার্থের অন্বয়বোধ না হইয়া থাকে ; তবে তখন স্বসমান-জাতীয় পদার্থের অন্বয়-বোধের বিরহ (অভাব) থাকে। তখন প্রদেয়-দ্রব্যত্বটী স্বসমান-জাতীয় পদার্থের অন্বয়-বোধ বিরহ-সহকৃত হয়। তাদৃশ অন্বয়বোধ বিরহ-সহকৃত প্রদেয়-দ্রব্যত্বই যোগ্যতার অবচ্ছেদক। বাজিন দ্রব্যে যখন প্রদেয় দ্রব্যত্ব আছে, তখন সেই বাজিন দ্রব্যের সমান-জাতীয় অমিক্ষা দ্রব্যের বৈশ্বদেব যাগে অন্বয় হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বাজিন-গত প্রদেয় দ্রব্যত্বটী স্বসমানজাতীয় পদার্থের অন্বয়বোধ সহকৃত হওয়ায় বাজিন

চ্ছেদকত্বেন বাজিন-দ্রব্যত্বস্য স্বসমান-জাতীয়ামিক্ষা-দ্রব্যান্বয়-বোধ-সহকৃতত্বেন তাদৃশাবচ্ছেদকত্বাভাবাৎ। আমিক্ষায়াস্তু নৈবম্, বাজিনান্বয়স্য তদানুপস্থিতত্বাৎ। উদাহরণান্তরেষ্বপি দুর্বলত্ব-প্রয়োজক আকাঙ্ক্ষা-বিরহ এবমেব দ্রষ্টব্যঃ।

অন্বয়-বোধাভাব সহকৃত প্রদেয় দ্রব্যত্বটি জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব যোগ্যতার অবচ্ছেদক হয় বলিয়া বাজিন দ্রব্যত্বে স্বসমান-জাতীয় আমিক্ষা দ্রব্যের অন্বয়বোধ সহকৃতত্ব আছে বলিয়া তাদৃশ যোগ্যতার অবচ্ছেদকত্ব থাকে না। আমিক্ষাতে কিন্তু এইরূপ নাই অর্থাৎ স্বসমান-জাতীয় পদার্থের অন্বয়বোধ সহকৃত প্রদেয় দ্রব্যত্ব নাই; কারণ তখন বাজিন দ্রব্যের অন্বয় উপস্থিত হয় নাই। অন্য উদাহরণ স্থলেও অর্থাৎ শ্রুতি, লিঙ্গাদির বিরোধের উদাহরণ স্থলেও এইরূপ আকাঙ্ক্ষার অভাবই দুর্বলত্বের প্রয়োজক জানিবে।

বিবৃতি

দ্রব্যে স্বসমান-জাতীয় পদার্থের অন্বয়বোধ সহকৃত প্রদেয়-দ্রব্যত্ব আছে, অন্বয়বোধ-বিরহ সহকৃত প্রদেয়-দ্রব্যত্ব নাই। সুতরাং বাজিন দ্রব্যে জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব-যোগ্যতার অবচ্ছেদক তাদৃশ প্রদেয়-দ্রব্যত্ব না থাকায় তাহাতে জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব-যোগ্যতা-রূপ আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না। আমিক্ষাতে কিন্তু স্বসমান-জাতীয়-পদার্থের অন্বয়বোধ-সহকৃত প্রদেয়-দ্রব্যত্ব নাই। তদ্ধিত-শ্রুতি দ্বারা বৈশ্বদেব-যাগে যখন আমিক্ষার অন্বয়বোধ হইয়াছে, তখন তাহার সমান-জাতীয় বাজিন দ্রব্যের অন্বয়বোধ হয় নাই, কারণ শ্রুতি অপেক্ষা বাক্য হইতে বিলম্বে অন্বয়-বোধ হয়। সুতরাং আমিক্ষাতে যোগ্যতাবচ্ছেদক স্বসমান-জাতীয় পদার্থের অন্বয়বোধ-বিরহ সহকৃত প্রদেয়-দ্রব্যত্ব থাকায় জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব-যোগ্যতা আছে। উহাই আকাঙ্ক্ষা বলিয়া উহাতে বিশ্বেদেব দেবতার আকাঙ্ক্ষাও আছে। বাজিন দ্রব্যে তাদৃশ প্রদেয়-দ্রব্যত্ব-রূপ যোগ্যতাবচ্ছেদক না থাকায় জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব-যোগ্যতা নাই, আকাঙ্ক্ষাও নাই। বাক্যজন্য অন্বয়বোধ স্থলে এই আকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়াই বাক্য দুর্বল; শ্রুতি তদপেক্ষা প্রবল। শ্রুতি ও লিঙ্গের[১] বিরোধস্থলে এই আকাঙ্ক্ষার অভাবই লিঙ্গের দুর্বলত্বে প্রয়োজক জানিবে।

১। অঙ্গ ও প্রধানের পরস্পর উপকার্য্য ও উপকারক-ভাবের বোধক বিধিই বিনিয়োগ বিধি। 'দধ্না জুহোতি' এই স্থলে তৃতীয়াশ্রুতি দ্বারা যে দধির করণত্ব বোধ হইতেছে, তাহা দধি ও হোমের পরস্পর উপকার্য্য ও উপকারক-ভাবের বোধক হয় বলিয়া ঐ বিধিটি বিনিয়োগ বিধি। এই বিধিটি অঙ্গত্ব-বোধক শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা সহকারে অঙ্গত্বের বোধক হইয়া থাকে। তন্মধ্যে নিরপেক্ষ (আকাঙ্ক্ষা-রহিত) শব্দই শ্রুতি। শব্দের অর্থ প্রকাশন সামর্থ্যই লিঙ্গ। সাধ্যত্ব ও সাধনত্বাদির বোধক দ্বিতীয়াদি বিভক্তির অভাবকালে অঙ্গাঙ্গিভাবের বোধক সংহত পদগুলিই বাক্য। অঙ্গ ও অঙ্গীর পরস্পরের আকাঙ্ক্ষাই প্রকরণ। পাঠ ও স্থানের সমান-দেশত্বই স্থান। যৌগিক শব্দই সমাখ্যা। এই ছয়টি প্রমাণের মধ্যে পূর্ব পূর্বটি প্রবল, পর পরটী দুর্বল; কারণ পূর্বটী পরাপেক্ষায় শীঘ্র এবং পরটী পূর্বাপেক্ষায় বিলম্বে অর্থ বোধ জন্মায়; যেহেতু পরবর্ত্তী লিঙ্গাদিতে বিনিয়োগবোধক প্রত্যক্ষ কোন শব্দ নাই। অর্থাপত্তি বা অনুমানের দ্বারা বিনিয়োজক শ্রুতি (শব্দ) কল্পনা করিয়া লিঙ্গাদি যে সময়ে অর্থবোধ জন্মায়, তদপেক্ষা অল্প সময়ে প্রত্যক্ষ শ্রুতি অর্থবোধ জন্মায়। তখন লিঙ্গের আর কল্পনা-সামর্থ্য থাকে না। তাই শ্রুতি প্রবল, লিঙ্গাদি তদপেক্ষায় দুর্বল।

যোগ্যতা চ তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত-সংসর্গাবাধঃ। বহ্নিনা সিঞ্চেদিত্যাদৌ তাদৃশ-সংসর্গ-বাধান্ন যোগ্যতা। "স প্রজাপতিরাত্মনো বপামুদখিদদি"ত্যাদা-

---

যোগ্যতা হইতেছে তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত সংসর্গের বাধাভাব। 'বহ্নিনা সিঞ্চতি' (বহ্নি-দ্বারা সেচন করিতেছে) ইত্যাদি স্থলে তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত সংসর্গের বাধ আছে বলিয়া যোগ্যতা নাই। "স প্রজাপতিরাত্মনো বপামুদখিদৎ", (সেই প্রজাপতি নিজের বপা

বিবৃতি

বস্তুতঃ আকাঙ্ক্ষাকে শব্দের ধর্ম বলিলেও ক্ষতি নাই। মহর্ষি জৈমিনি, শবরস্বামী, আচার্য্য মধুসূদন, প্রভৃতি আকাঙ্ক্ষাকে শব্দেরও ধর্ম বলিয়াছেন।[১] সুতরাং পরস্পর জিজ্ঞাসা-বিষয়ত্ব-যোগ্যত্ব বা তৎপদোত্তর-তৎপদত্ব—যাহাই আকাঙ্ক্ষার লক্ষণ হউক, তাহাতে কোন বিরোধ নাই। বলাবলাধিকরণে যে আকাঙ্ক্ষাভাবের ব্যবহার, তাহা বৈশ্বদেব যাগে বাজিনের অঙ্গত্ববোধক শ্রুতি কি, এই শ্রুতিকল্পনানুকূল জিজ্ঞাসারূপ আকাঙ্ক্ষার অভাবের ব্যবহার, শাব্দবোধানুকূল আকাঙ্ক্ষার অভাবের ব্যবহার নহে। তাই বলবলাধিকরণের সহিত বিরোধ হয় না।

ক্রমপ্রাপ্ত যোগ্যতার লক্ষণ বলিলেন—**যোগ্যতা চ**। এস্থলেও যোগ্যতার-লক্ষণে সংসর্গটি বিবক্ষিত নহে। প্রকৃত পক্ষে তাৎপর্য্য-বিষয়ের বাধাভাবই যোগ্যতা[২]। ইহা না বলিলে অখণ্ডার্থক বাক্যে অব্যাপ্তি হইবে। তাৎপর্য-বিষয়বত্তকে যোগ্যতার লক্ষণ বলিলে "বহ্নিনা সিঞ্চেৎ" ইত্যাদি যোগ্যতা-রহিত বাক্যে অতিব্যাপ্তি হইবে, যেহেতু ভ্রান্ত পুরুষের সেচন ক্রিয়াতে বহ্নি-করণকত্বের সংসর্গ তাৎপর্য্যের বিষয় এবং তাহা সেচন-ক্রিয়াতে আছে। তাৎপর্য্য বিষয়ের অবাধকে যোগ্যতা বলিলে এই অতিব্যাপ্তি হইবে না, যেহেতু সেস্থলে তাৎপর্য্যের বিষয় বহ্নি-করণকত্ব সংসর্গের বাধ আছে। বিষয়ের অবাধকে যোগ্যতা বলিলে প্রাশস্ত্য-তাৎপর্য্যক "স প্রজাপতিরাত্মনো বপামুদখিদৎ" ইত্যাদি অর্থবাদ বাক্যে আত্মকর্তৃক আত্ম-বপার উৎখেদন (হোম) রূপ বিষয়ের বাধ আছে, অবাধ নাই। তাৎপর্য্য-বিষয়ের অবাধ বলিলে এই অব্যাপ্তি হইবে না, কারণ আত্ম-কর্ত্তার আত্ম-বপার হোম তাৎপর্য্যের বিষয় নহে, তূপর

যদি কোন স্থলে শ্রুতি ও লিঙ্গ পরস্পর বিরোধে উপস্থিত হয়, তবে প্রবল শ্রুতিবোধিত অঙ্গত্বের একত্র (শ্রুতিবোধ্য অঙ্গীতে) অন্বয় হইলেই তাহার উপকার্য্য বিষয়ক জিজ্ঞাসা বা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়, অন্যত্র (লিঙ্গ-বোধ্য অঙ্গীতে) তাহার আর আকাঙ্ক্ষা থাকে না। এই জন্য "ঐন্দ্র্যা গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে' এই স্থলে ঐন্দ্র ঋক্ গার্হপত্যাগ্নির উপস্থানের অঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু লিঙ্গবোধ্য ইন্দ্রোপস্থানের অঙ্গ হয় নাই। এসম্বন্ধে বিশেষ কথা মীমাংসা দর্শনের ৩।৩.১৪ সূত্রের ভাষ্য, বার্ত্তিকে ও ন্যায় প্রকাশাদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

১। "অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যং সাকাঙ্ক্ষং চেদ্ বিভাগে স্যাৎ"—মী, দ ২।১.৪৬। "পদানাং সাকাঙ্ক্ষত্বাদ্ বিধেস্তুতেশ্চৈক-বাক্যত্বং ভবতি" "স্তুতিপদানি হ্যনর্থকান্যভবিষ্যন্ সাকাঙ্ক্ষাণি"—শা, ভাষ্য ১।২।৭।

"নিরাকাঙ্ক্ষয়োরপি যৎ-কিঞ্চিদন্বয়ানুভাবকতয়া তাৎপর্য্য-বিষয়াননুভাবকত্বমেবাকাঙ্ক্ষা বাচ্যা। তথা-চান্বয়াংশো ব্যর্থঃ। যেন বিনা যস্য তাৎপর্য্যবিষয়াননুভাবকত্বমেত্যেতাবন্মাত্রস্যৈব সামঞ্জস্যাৎ"—নি, অ ৬৮৯ পৃঃ

২। "যোগ্যতাপি তাৎপর্য্য-বিষয়াবাধ এব, ন ত্বেকপদার্থসংসর্গ ইত্যাদি-রূপা"—নি, অ, ৬৮৯ পৃঃ

ব্যপি তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত-তূপর-পশু-প্রাশস্ত্যাবাধাদ্ যোগ্যতা। তত্ত্বমস্যা-দিবাক্যেষ্বপি বাচ্যাভেদ-বাধেঽপি লক্ষ্য-স্বরূপাভেদে বাধাভাবাদ্ যোগ্যতা।

আসত্তিশ্চাব্যবধানেন পদজন্য-পদার্থোপস্থিতিঃ। মানান্তরোপস্থাপিত-পদার্থস্যান্বয়-বোধাভাবাৎ পদজন্যেতি। অত এবাশ্রুত-পদার্থস্থলে তত্তৎপদা-ধ্যাহারো দ্বারমিত্যাদৌ পিধেহীতি। অত এবেষে ত্বেত্যাদৌ ছিনদ্মীত্যাদি-

---

(মেদ) অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন) ইত্যাদি স্থলে তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত তূপর পশুর প্রাশস্ত্যের বাধ হয় নাই বলিয়া যোগ্যতা আছে। তত্ত্বমস্যাদি বাক্যস্থলেও বাচ্য অর্থ-দ্বয়ের অভেদের বাধ হইলেও লক্ষ্য (লক্ষণার বিষয়ীভূত) চৈতন্য-স্বরূপমাত্রের অভেদে বাধ নাই বলিয়া যোগ্যতা আছে।

আসত্তি হইতেছে অব্যবধানে পদ-জন্য পদার্থের উপস্থিতি। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্ত-রের দ্বারা উপস্থিত পদার্থের অন্বয়-বোধ না হওয়ায় [আসত্তির লক্ষণে] 'পদজন্য' এই [পদ প্রযুক্ত হইয়াছে]। এই হেতু অর্থাৎ প্রমাণান্তরের দ্বারা উপস্থাপিত পদার্থের অন্বয়-বোধ হয় না বলিয়া 'দ্বারং' ইত্যাদি অশ্রুত পদার্থ স্থলে অর্থাৎ যে স্থলে একটি পদার্থ শব্দের দ্বারা উপস্থিত হয়, অন্বয়-যোগ্য পদার্থান্তর শব্দের দ্বারা উপস্থিত হয় নাই, তাদৃশ স্থলে 'পিধেহি' এইরূপ [অন্বয়-যোগ্য] তৎ তৎপদের অধ্যাহার হয়। এই হেতু 'ইষে

বিবৃতি

(শৃঙ্গ-রহিত পশুবিশেষ) পশুর আলম্ভনের প্রাশস্ত্যই তাৎপর্য্যের বিষয়। উহার বাধ নাই। অতএব উক্ত অর্থবাদ বাক্যেও তাৎপর্য্য-বিষয়ের অবাধরূপ যোগ্যতা আছে। এইরূপ তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যেও অব্যাপ্তি নাই। সেস্থলে শক্যার্থ জীব চৈতন্য ও ঈশ্বর চৈতন্যের অভেদের বাধ থাকিলেও তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত লক্ষ্য চৈতন্য-স্বরূপের বাধ নাই।

ক্রমপ্রাপ্ত আসত্তির লক্ষণ বলিলেন—**আসত্তিশ্চ**। অব্যবধানে পদার্থের উপস্থিতি-মাত্রই যদি আসত্তি হইত, তবে 'ঘটোঽস্তি' এই বাক্য শ্রবণের পর শ্রোতার প্রত্যক্ষোপ-স্থিত পটাদি পদার্থও শাব্দবোধের বিষয় হইত এবং 'অস্তিত্ববান্ ঘট, পটও' এইরূপ শাব্দ-বোধ হইত ; কিন্তু শব্দের দ্বারা অনুপস্থিত কোন পদার্থ ই শাব্দবোধের বিষয় হয় না। তাই পদ-জন্য পদার্থের উপস্থিতিকে আসত্তি বলিতে হইবে। এই জন্যই লোকে যে স্থলে "পিধেহি" ইত্যাদি পদের দ্বারা পিধানাদি (অর্গল-বন্ধাদি) পদার্থের উপস্থিতি হয় নাই, কেবল "দ্বারং" এই পদের দ্বারা দ্বার-কর্মত্বমাত্র উপস্থিত হইয়াছে, সে স্থলে 'পিধেহি' ইত্যাদি পদের অধ্যাহার করিয়া শাব্দবোধ হইয়া থাকে। অন্যথা "দ্বারং" এই একটী মাত্র পদ শ্রবণের পর প্রযোজ্য বৃদ্ধ ভৃত্যাদির দ্বার বন্ধ করণে প্রবৃত্তি ও চেষ্টা হইত না। **কর্মোপযোগী দেবতা ও দ্রব্য মন্ত্রের দ্বারা স্মর্য্যমাণ হইয়া কর্মে বিনিযুক্ত হইলে তবে ফলানুকূল অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, নচেৎ হয় না। অতএব কর্মে মন্ত্রের বিনিযোগ আবশ্যক।**

পদাধ্যাহারঃ। অতএব বিকৃতিষু "সূর্য্যায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামী"তি পদ-প্রয়োগঃ।

পদার্থশ্চ দ্বিবিধঃ শক্যো লক্ষ্যশ্চেতি। তত্র শক্তির্নাম পদানামর্থেষু মুখ্যা

ত্বা' ইত্যাদি [মন্ত্র বাক্য] স্থলে [ব্রাহ্মণ কর্তৃক] 'ছিনদ্মি' ইত্যাদি পদের অধ্যাহার হইয়া থাকে। এই হেতু বিকৃতি কর্ম সমূহে অর্থাৎ বিকৃতি যাগে পঠনীয় মন্ত্রসমূহে "সূর্য্যায় ত্বা জুষ্টং নির্বপামি" (সূর্য্যের উদ্দেশ্যে তোমাকে প্রীতিপূর্বক নির্মাণ করিতেছি) এইরূপ [অধ্যাহৃত] পদের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

পদার্থ দুই প্রকার—শক্য (শক্তি-বোধ্য) ও লক্ষ্য (লক্ষণা-বোধ্য)। তন্মধ্যে শক্তি হইতেছে—[ভিন্ন ভিন্ন]—অর্থ-সমূহ বিষয়ক পদ-সমূহ-গত মুখ্য বৃত্তি (অর্থ-

বিবৃতি

বিনিযোগ বোধক পদ ব্যতীত মন্ত্রের এই বিনিযোগ সম্ভব নহে। অথচ 'ইষে ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্রে কোন বিনিযোজক পদ নাই। তাই ঐ মন্ত্রে ব্রাহ্মণ বাক্যের দ্বারা 'ছিনদ্মি' ইত্যাদি লেট্ লকারান্ত বিনিযোজক পদের অধ্যাহার হয়। কর্ম দ্বিবিধ প্রকৃতি কর্ম ও বিকৃতি কর্ম। যে কর্মে অতিদেশের দ্বারা অঙ্গকর্মের প্রাপ্তি হয় নাই, উপদেশ দ্বারা যাবতীয় অঙ্গের প্রাপ্তি হইয়াছে, তাহাই প্রকৃতি কর্ম। যে কর্মে সমগ্র অঙ্গের উপদেশ হয় নাই, কতকগুলি অঙ্গের উপদেশ হইয়াছে, তাহাই বিকৃতি কর্ম। প্রকৃতিতে যে সমস্ত অঙ্গের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, বিকৃতিতে প্রায়শঃ সেগুলি অতিদিষ্ট হইয়া থাকে। প্রকৃতিতে পুরোডাশ নির্বাপণে "অগ্নয়ে ত্বা জুষ্টং নির্বপামি" এই মন্ত্রের উপদেশ হইয়াছে অর্থাৎ পুরোডাশের নির্বাপে (নির্মাণে) এই মন্ত্র বিনিযুক্ত হইয়াছে। "প্রকৃতিবদ্ বিকৃতিঃ কর্ত্তব্যা" এই অতিদেশ বলে বিকৃতিতে পুরোডাশের নির্বাপে এই মন্ত্র বিনিযুক্ত হইবে। যদি সূর্য-দেবতাক বিকৃতিতে এই মন্ত্রটী অবিকল বিনিযুক্ত হয়, তবে তাহা নিষ্ফল। কর্মোপযোগি দ্রব্য ও দেবতার স্মরণই মন্ত্রের দৃষ্ট ফল। অগ্নিপদ যুক্ত মন্ত্র বিকৃতির দেবতা সূর্য্যের স্মারক নহে; কারণ অগ্নিপদ সূর্য্যের বাচক নহে। অতএব যে পদ ব্যতীত মন্ত্র অর্থের স্মারক হয় না, সে পদ মন্ত্রে আম্নাত না হইলেও অধ্যাহার হইয়া থাকে। তাই বেদে "অগ্নয়ে" পদের স্থানে 'সূর্য্যায়' পদের অধ্যাহার হইয়া থাকে। প্রমাণান্তরের দ্বারা উপস্থাপিত অর্থ শাব্দবোধের বিষয় হয় না বলিয়াই সেই সেই স্থলে সেই সেই পদের অধ্যাহার করিতে হইয়াছে। অতএব অব্যবধানে পদজন্য পদার্থের উপস্থিতিই আসত্তি।

কেহ কেহ পদোপস্থিত পদার্থকে শক্য, লক্ষ্য ও গৌণভেদে ত্রিবিধ বলিয়াছেন[১], তাহাদের মত খণ্ডন করিতে বলিলেন—**পদার্থশ্চ দ্বিবিধঃ**। শক্য—শক্তি দ্বারা উপস্থাপ্য। লক্ষ্য—লক্ষণাদ্বারা উপস্থাপ্য। গৌণী বৃত্তি দ্বারা উপস্থাপ্য পদার্থকে আলঙ্কারিকগণ গৌণ পদার্থ বলেন। উহা লক্ষ্যপদার্থের অন্তর্ভূত; অতিরিক্ত নহে। পরে উহা স্পষ্ট হইবে।

১। অভিধেয়াবিনাভূত-প্রতীতির্লক্ষণোচ্যতে। লক্ষ্যমাণ গুণৈর্যোগাদ্ বৃত্তেরিষ্টা তু গৌণতা—ক, কা ৬১ পৃঃ

বিবৃতি

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ "এই পদ এই অর্থের বোধ উৎপন্ন করুক" অথবা "এই পদ হইতে এই অর্থ বুঝিবে"—এইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছাকে এবং নব্য নৈয়ায়িকগণ যে কোন লোকের এইরূপ ইচ্ছাকে শক্তি বলিয়াছেন। তাঁহাদের মত খণ্ডন করিতে বলিলেন—**তত্র শক্তির্নাম**। ভিন্ন ভিন্ন পদের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বিষয়ে যে মুখ্যা বৃত্তি, তাহারই নাম শক্তি। অর্থবোধের অনুকূল পদ-নিষ্ঠ ধর্মবিশেষকে মুখ্য বৃত্তি বা শক্তি বলে। উহা অন্যবৃত্তি-নিরপেক্ষ কেবল শব্দ হইতে আবির্ভূত হয় বলিয়া মুখ্য বা প্রথম। লক্ষণা অন্য সাপেক্ষ ; শক্তিরূপ বৃত্তি বা শক্যের উপস্থিতি ব্যতিরেকে লক্ষণার আবির্ভাব হয় না। তাই উহা অমুখ্য বা জঘন্য। শক্তির উদাহরণ দেখাইতে বলিলেন—**যথা ঘটপদস্য**। এস্থলে পৃথু শব্দের অর্থ—স্থূল। বুধ্ন—মূলভাগ। উদর—মধ্যভাগ। আকৃতি শব্দের অর্থ—অবয়ব সংস্থান। এস্থলে আকৃতি-বিশিষ্ট শব্দে আকৃতি-যুক্ত অবয়বী ব্যক্তিকে বুঝায়। যাঁহারা ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে আকৃতি বিশিষ্ট শব্দের অর্থ—আকৃতিযুক্ত ব্যক্তি। তাহাতেই পদের শক্তি। যাঁহারা ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতে আকৃতি-বিশিষ্ট শব্দের অর্থ—আকৃতি-বিশিষ্ট জাতি বা উপাধি। তাহাতেই পদের শক্তি।

সেই শক্তি প্রসিদ্ধ দ্রব্যাদি পদার্থ হইতে অতিরিক্ত। মীমাংসক সিদ্ধান্তে কারণ-নিষ্ঠ কার্য্যের অনুকূল শক্তিমাত্রই যখন অতিরিক্ত পদার্থ। তখন শব্দ-নিষ্ঠ পদার্থোপস্থিতির অনুকূল শক্তিও অবশ্যই অতিরিক্ত। এই শক্তি দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকে ; অতএব উহা দ্রব্য, গুণ বা কর্ম হইতে পারে না। এই শক্তির উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, অতএব উহা সামান্য, বিশেষ, সমবায় বা অভাব হইতে পারে না। অতএব শক্তি অতিরিক্ত পদার্থ।

এই শক্তি কার্য্যের অন্যথা অনুপপত্তি দ্বারা সিদ্ধ হয়। সহকারী কারণ সমবহিত যাদৃশ বহ্নি হইতে দাহ হয়, মণি, মন্ত্রাদির সহযোগে তাদৃশ বহ্নি হইতে দাহ হয় না। অতএব বহ্নিতে মণি মন্ত্রাদি নাশ্য কোনও ধর্ম অবশ্যই স্বীকার্য্য। সেই ধর্মই শক্তি। এই ধর্ম বা শক্তি-বিশিষ্ট বহ্নিই দাহের কারণ। মণি মন্ত্রাদির সহযোগে এই শক্তি বিনষ্ট হইলে শক্তি-বিশিষ্ট বহ্নি থাকে না বলিয়া দাহ হয় না। মণ্যাদির অপসারণে বা উত্তেজক সূর্য্যকান্তাদির সহযোগে ঐ শক্তি উৎপন্ন হইলে বহ্নি শক্তি-বিশিষ্ট হয়। তখন বহ্নি হইতে দাহ জন্মে। বহ্ন্যাদি কারণে এই শক্তি স্বীকার না করিয়া অন্য কোন প্রকারে কার্য্যের উপপত্তি হয় না। তাই কারণে কার্য্যের অনুকূল শক্তি কল্পিত হইয়াছে।

সহজশক্তি ও আধেয় শক্তিভেদে এই শক্তি দুই প্রকার। প্রোক্ষণাদি হইতে ব্রীহি, যব প্রভৃতিতে যে ধর্ম উৎপন্ন হয়, তাহাই আধেয় শক্তি। এই শক্তি স্বীকার না করিলে

বৃত্তিঃ। যথা ঘট-পদস্য পৃথু-বুধ্নোদরাদ্যাকৃতি-বিশিষ্টে বস্তুবিশেষে বৃত্তি। সা চ শক্তিঃ পদার্থান্তরম্, সিদ্ধান্তে কারণেষু কার্য্যানুকূল-শক্তিমাত্রস্য পদার্থান্তরত্বাৎ। সা চ তৎ-তৎ-পদ-জন্য-পদার্থ-জ্ঞানরূপ-কার্য্যানুমেয়া। তাদৃশ-শক্তি-বিষয়ত্বং শক্যত্বম্। তচ্চ জাতেরেব, ন ব্যক্তেঃ, ব্যক্তীনামানন্ত্যেন গুরু-

---

প্রতীতির অনুকূল পদনিষ্ঠ মুখ্য ধর্ম বিশেষ)। যেমন ঘটপদের পৃথু, বুধ্ন (মূলভাগ) ও উদর (মধ্যভাগ) প্রভৃতি আকৃতি (অবয়ব সংস্থান বা সন্নিবেশ) বিশিষ্ট বস্তু বিশেষে বৃত্তি। সেই শক্তি পদার্থান্তর; যেহেতু অদ্বৈত সিদ্ধান্তে কারণে কার্য্যের অনুকূল শক্তিমাত্রই পদার্থান্তর। সেই শক্তি সেই সেই পদজন্য পদার্থ-জ্ঞান-রূপ কার্য্যের দ্বারা অনুমেয়। তাদৃশ শক্তির বিষয়ত্ব হইতেছে শক্যত্ব। সেই শক্তি জাতিরই, ব্যক্তির নহে; কারণ

বিবৃতি

চির বিনষ্ট নির্ব্যাপার প্রোক্ষণ কালান্তর-ভাবী ফলের জনক হইতে পারে না। তাই ব্রীহি, যবাদিতে এই শক্তি স্বীকার্য্য। যে ধর্ম থাকিলে বহ্নি দাহ জন্মায়, তাহাই সহজ শক্তি। নিত্য বস্তুতে এই শক্তি নিত্য, অনিত্য বস্তুতে এই শক্তি অনিত্য। শক্তির আশ্রয় যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেই তাহাতে শক্তি উৎপন্ন হয়, ইহা মীমাংসক মত। কারণে যেরূপ কার্য্যের অনুকূল শক্তি সিদ্ধ হয়, পদেও সেইরূপ তৎ তৎ পদজন্য পদার্থোপস্থিতি রূপ কার্য্যের দ্বারা শক্তি সিদ্ধ হইবে। এই শক্তি-জন্য বোধের বিষয়ই শক্য।

নৈয়ায়িকগণের মতে জাতি, আকৃতি (অবয়ব সংস্থান) ও ব্যক্তি—এই তিনটিই পদের শক্য। রঘুনাথ শিরোমণির মতে কেবল ব্যক্তিই পদের শক্য। তাঁহাদের মত খণ্ডন পূর্বক নিজ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে বলিলেন—**তচ্চ জাতেরেব**। জাতিতেই অর্থাৎ সামান্য ধর্মেই পদের শক্তি; ব্যক্তি বা আকৃতিতে পদের শক্তি নাই। যদি কোন একটী ব্যক্তিতে পদের শক্তি স্বীকার করা হয়, তবে ব্যক্তিবাচক পদের দ্বারা মাত্র ঐ ব্যক্তিরই উপস্থিতি ও শাব্দবোধ হইবে, অন্যান্য ব্যক্তির উপস্থিতি বা শাব্দবোধ হইবে না। যদি অন্য ব্যক্তির শক্তিজ্ঞান বিনাই উপস্থিতি হয়, তবে ঐ ব্যক্তিতেও শক্তি স্বীকার্য্য নহে, তাহারও অন্যের ন্যায় শক্তি বিনাই উপস্থিতি ও শাব্দবোধ হইবে। যদি শক্তি বিনা ব্যক্তির উপস্থিতি না হয়, তবে সকল ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিতে হইবে; তাহাতে মহাগৌরব। পরন্তু জাতিতে শক্তি স্বীকার করিলে কোন গৌরব নাই; কারণ জাতি ব্যক্তির ন্যায় অনন্ত নহে, এক। অতএব জাতিতেই শক্তি স্বীকার্য্য।

যদি ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকৃত না হয়, তবে গবাদি পদের দ্বারা গবাদি ব্যক্তির উপস্থিতি কিরূপে হইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, জাতি ব্যক্তিসম্বিদের সমান (একীভূত) [জাতি] সম্বিদের সম্বেদ্য বলিয়া গবাদি পদের দ্বারা গবাদি ব্যক্তির উপস্থিতি ও শাব্দবোধ হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, যখন জাতির জ্ঞান হয়, তখন ব্যক্তিরও জ্ঞান হইয়া থাকে।

ত্বাৎ। কথং তর্হি গবাদি-পদাদ্ ব্যক্তি-ভানমিতি চেৎ, জাতের্ব্যক্তি-সমান-সম্বিৎ-সম্বেদ্যত্বয়েতি ক্রমঃ। যদ্বা গবাদি-পদানাং ব্যক্তৌ শক্তিঃ স্বরূপ-সতী, ন তু জ্ঞাতা হেতুঃ। জাতৌ তু সা জ্ঞাতা। ন চ ব্যক্ত্যংশে শক্তি-জ্ঞানমপি

[ব্যক্তি সমূহে শক্তি স্বীকার করিলে] ব্যক্তির আনন্ত্য হেতু [অনন্ত শক্তি কল্পনা-রূপ] গৌরব হয়। তাহা হইলে অর্থাৎ জাতিতে পদের শক্তি হইলে গবাদি পদ হইতে গো-ব্যক্তির ভান কিরূপে হয়? এই যদি বলি। [উত্তর] জাতির ব্যক্তিসম্বিৎ-সমান সম্বিৎ-সম্বেদ্যত্ব হেতু অর্থাৎ জাতিসম্বিৎ ব্যক্তিকে বিষয় না করিয়া হয় না, জাতিজ্ঞানে ব্যক্তিও বিষয় হইয়া থাকে বলিয়া ব্যক্তির ভান হয়—এই বলিব। অথবা গোপ্রভৃতি পদের ব্যক্তিতে স্বরূপ-সতী শক্তি ব্যক্তি-জ্ঞানের হেতু, জ্ঞাতা শক্তি কিন্তু ব্যক্তি-জ্ঞানের হেতু নহে। জাতিতে কিন্তু সেই শক্তি জ্ঞাতা হইয়াই হেতু হয়। ব্যক্ত্যংশে শক্তির জ্ঞানও কারণ

বিবৃতি

ব্যক্তিকে ত্যাগ করিয়া কেবল জাতির জ্ঞান কোথাও দেখা যায় না। সেই জাতি ও ব্যক্তির জ্ঞান এক; জাতির জ্ঞান ব্যক্তির জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে অর্থাৎ জাতি ও ব্যক্তির জ্ঞান পৃথক্ পৃথক্ উৎপন্ন হয় না; জাতি ও ব্যক্তি বিষয়ক একটী সম্বিদ্ উৎপন্ন হয়। সুতরাং জাতি এক সম্বিদ্ সংবেদ্য। যে সামগ্রী দ্বারা জাতির উপস্থিতি ও শাব্দ বোধ হইবে, সেই সামগ্রী দ্বারা জাতির আশ্রয় ব্যক্তিরও উপস্থিতি ও শাব্দবোধ হইতে পারে। অতএব ব্যক্তির উপস্থিতি বা বোধের জন্য ব্যক্তিতে শক্তি কল্পনা নিরর্থক।

যদি তুল্য-সম্বিৎ-সম্বেদ্যত্ব এক-সামগ্রীত্বের প্রয়োজক হইত, তবে জাতির উপস্থাপক সামগ্রী দ্বারা ব্যক্তির উপস্থিতি ও শাব্দবোধ হইতে পারিত। কিন্তু তুল্য-সম্বিৎ-সম্বেদ্যত্বটি এক-সামগ্রীত্বের প্রয়োজক নহে। রূপ ও রূপবদ্ দ্রব্য তুল্য-সংবিৎ-সম্বেদ্য হইলেও তাহাদের জ্ঞান একসামগ্রী-জন্য নহে, ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রী হইতে তাহাদের জ্ঞান হইয়া থাকে। তাহা হইলে ব্যক্তিই বা একটী সামগ্রী দ্বারা অর্থাৎ জাতির উপস্থাপক সামগ্রী দ্বারা উপস্থিত হইবে কেন? তুল্য-সম্বিৎ-সম্বেদ্য রূপ ও রূপবদ্ দ্রব্যের জ্ঞানে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন হেতু আছে, জাতি ও ব্যক্তির উপস্থিতিতে সেরূপ ভিন্ন ভিন্ন হেতু নাই; এক শক্তির জ্ঞানই হেতু। সেই শক্তিই যদি গবাদি ব্যক্তিতে না থাকে, তবে গবাদি ব্যক্তির উপস্থিতি হইতে পারে না এবং অশক্যও শাব্দবোধের বিষয় হয় না। অন্যের শক্তিজ্ঞানের দ্বারা অন্যের উপস্থিতি ও অশক্যের শব্দবোধ স্বীকার করিলে ঘটের শক্তি-জ্ঞানের দ্বারা পটের উপস্থিতি ও শাব্দবোধের আপত্তি হইবে। শক্তি-জ্ঞান বিনাই যদি ব্যক্তির উপস্থিতি ও শাব্দবোধ হইতে পারে, তবে জাতিরও শক্তি-জ্ঞান বিনাই উপস্থিতি ও শাব্দবোধ হইতে পারিবে। তাহা হইলে জাতিতে শক্তি কল্পনা ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। পূর্বোক্ত পক্ষে এই অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়া প্রকারান্তরে

কারণম্ ; গৌরবাৎ, জাতি-শক্তিমত্ত্ব-জ্ঞানে সতি ব্যক্তি-শক্তি-জ্ঞানং বিনা

নহে; যেহেতু [তাহাতে] গৌরব হয় এবং ব্যক্তি শক্তির জ্ঞান বিনা জাতি-শক্তির জ্ঞান

বিবৃতি

ব্যক্তির উপস্থিতি উপপাদন করিতে বলিলেন—**যত্বা গবাদিপদানাং**। শক্য না হইলে যদি শাব্দবোধের বিষয় না হয়, তবে গবাদি পদের গবাদি ব্যক্তিতেও শক্তি থাকুক। কিন্তু সেই শক্তির জ্ঞান তাহার উপস্থিতি বা বোধের হেতু নহে। তাহার স্বরূপতঃ সত্তাই হেতু। তাহা হইলে গবাদি ব্যক্তির উপস্থিতি ও শাব্দবোধ—উভয়ই উপপন্ন হইবে।

জাতি ও ব্যক্তি উভয়েই শক্তি আছে। তন্মধ্যে জাতির উপস্থিতির প্রতি জাতি-শক্তির জ্ঞান হেতু ; কিন্তু ব্যক্তির উপস্থিতির প্রতি ব্যক্তিশক্তির সত্তামাত্রই হেতু, জ্ঞান হেতু নহে। কেন জ্ঞান হেতু নহে ? তাহার উত্তরে বলিলেন—**গৌরবাৎ**। ব্যক্তির উপস্থিতি ব্যতীত জাতির উপস্থিতি হয় না এবং জাতির উপস্থিতি ব্যতীত ব্যক্তিরও উপস্থিতি হয় না। যখন ব্যক্তির উপস্থিতি হয়, তখন জাতিটী ব্যক্তির বিশেষণরূপে উপস্থিত হয়। যখন জাতির উপস্থিতি হয়, তখন ব্যক্তিটী তাহার আশ্রয়রূপে উপস্থিত হয়। নিরাশ্রয় জাতির বা ধর্মরহিত ব্যক্তির উপস্থিতি হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে যে কোন একটির শক্তি-জ্ঞান উভয়ের উপস্থিতির হেতু হইতে পারে। কিন্তু অনন্ত ব্যক্তির অনন্ত শক্তির জ্ঞানকে কারণ বলিলে গৌরব হয়। তাই এক জাতি শক্তির জ্ঞানই উভয়ের উপস্থিতির হেতু বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে। এখন যদি অনন্ত ব্যক্তি-শক্তির জ্ঞান উপস্থিতির প্রতি পৃথক্ হেতু হয়, তবে মহাগৌরব হইবে। জাতিশক্তির জ্ঞান হইলে ব্যক্তিশক্তির জ্ঞান হয় নাই বলিয়া যদি ব্যক্তিবোধে বিলম্ব হইত, তবে ব্যক্তিবোধের প্রতি ব্যক্তিশক্তির জ্ঞান কারণ হইত, কিন্তু তাহা নহে। ব্যক্তিশক্তির জ্ঞান না হইলেও জাতি-শক্তির জ্ঞান হইলে ব্যক্তির বোধ হইয়া যায়, ব্যক্তির বোধে বিলম্ব হয় না। অতএব ব্যক্তিশক্তি সহকারে জাতি-শক্তির জ্ঞান ব্যক্তি ও জাতির উপস্থিতিতে হেতু। যদি জাতি শক্তির জ্ঞানই ব্যক্তিরও উপস্থিতির হেতু হয়, তবে ব্যক্তিতে শক্তির কল্পনা নিরর্থক, ইহা বলা যায় না ; কারণ গবাদি ব্যক্তি শক্য না হইলে শাব্দবোধের বিষয় হইবে না ; যেহেতু কোন অশক্য বস্তুই শাব্দবোধের বিষয় হয় না। গবাদি ব্যক্তির শাব্দবোধ-বিষয়ত্ব নির্বাহের জন্য তাহাতে শক্তি কল্পিত হইয়াছে। এইজন্যই ন্যায়মতেও অন্বয়ে অর্থাৎ জাতি ও ব্যক্তির সমবায়ে স্বরূপসৎ শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে। গোশব্দ শ্রবণের পর শ্রোতার যখন গো ও গোত্বের শাব্দজ্ঞান হয়, তখন গো ও গোত্বের সমবায় সম্বন্ধও ঐ জ্ঞানে বিষয় হয়। যদি ঐ সম্বন্ধ অশক্য হয়, তবে তাহা শাব্দবোধের বিষয় হইতে পারে না। তাই ন্যায়রহস্যকার অন্বয়েও স্বরূপ সৎ শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু অন্য কোন নৈয়ায়িক ইহা স্বীকার করেন নাই।

ব্যক্তি-ধী-বিলম্বাভাবাচ্চ। অত এব ন্যায়মতেঽপ্যন্বয়ে শক্তিঃ স্বরূপ-সতীতি সিদ্ধান্তঃ। জ্ঞায়মান-শক্তি-বিষয়ত্বমেব বাচ্যত্বমিতি জাতিরেব বাচ্যা। অথবা ব্যক্তের্লক্ষণয়াঽবগমঃ। যথা নীলো ঘট ইত্যত্র নীল-শব্দস্য নীল-গুণ-বিশিষ্টে লক্ষণা। তথা জাতি-বাচক-শব্দস্য তদ্-বিশিষ্টে লক্ষণা। তদুক্তম্—"অনন্য-লভ্যঃ শব্দার্থ" ইতি। এবং শক্যার্থো নিরূপিতঃ।

অথ লক্ষ্য-পদার্থো নিরূপ্যতে। তত্র লক্ষণা-বিষয়ো লক্ষ্যঃ। লক্ষণা

হইলে ব্যক্তির বোধে বিলম্বও হয় না। এই হেতু অর্থাৎ স্বরূপসৎ শক্তির আবশ্যকত্ব হেতু ন্যায়মতেও অন্বয়ে স্বরূপসতী শক্তি—এই সিদ্ধান্ত। জ্ঞায়মান শক্তিবিষয়ত্বই বাচ্যত্ব। তাই জাতিই বাচ্য। অথবা ব্যক্তির লক্ষণা দ্বারা বোধ হয়। [যেমন] 'নীলো ঘটঃ'—এই স্থলে নীল শব্দের যেমন নীলগুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যে লক্ষণা। এইরূপ জাতিবাচক শব্দের জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে লক্ষণা। 'অনন্যলভ্যঃ শব্দার্থঃ' (শক্তি ও লক্ষণা ভিন্ন অন্যের দ্বারা অলভ্য পদার্থ) এই গ্রন্থের দ্বারা তাহা উক্ত হইয়াছে। এই প্রকারে শক্য পদার্থ নিরূপিত হইল।

অনন্তর লক্ষ্য পদার্থ নিরূপিত হইতেছে। তন্মধ্যে লক্ষণার বিষয় হইতেছে লক্ষ্য।

বিবৃতি

যদি গোব্যক্তিতে শক্তি কল্পিত হয়, তবে গোব্যক্তিও গোশব্দের বাচ্য বলিতে হইবে। ইহা সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ। গ্রন্থকার পুর্বে ব্যক্তিতে শক্তির নিষেধ করিয়াছেন। অতএব ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার্য্য নহে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন—**জ্ঞায়মান-শক্তিবিষয়ত্বং বাচ্যত্বম্**। শক্তির বিষয় বাচ্য নহে; কিন্তু জ্ঞায়মান শক্তির বিষয়ই বাচ্য। সুতরাং জ্ঞায়মান শক্তিবিষয়ত্বই বাচ্যের লক্ষণ। ব্যক্তিতে শক্তির বিষয়ত্ব থাকিলেও জ্ঞায়মান শক্তির বিষয়ত্ব নাই, এই তাৎপর্য্যেই গ্রন্থকার পূর্বে ব্যক্তিতে শক্তির নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে পুর্বাপর কোন বিরোধ হয় না।

শক্তির সত্তাকে উপস্থিতির হেতু বলিলে অনন্ত ব্যক্তিগত শক্তির সত্তাকে উপস্থিতির হেতু বলিতে হইবে। তাহাতে শক্তি-বিষয়ত্ব বাচ্যের লক্ষণ হয় না বলিয়া জ্ঞায়মান শক্তির বিষয়ত্বকে বাচ্যের লক্ষণ বলিতে হইবে। তাহাতে গৌরব হইবে এবং শক্তির সত্তাকে কেহ উপস্থিতির কারণও বলেন নাই। অতএব স্বরূপসৎ শক্তি উপস্থিতির হেতু নহে। এই যাঁহারা মনে করেন; তাঁহারা পূর্বসিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। তাই পক্ষান্তরে ব্যক্তির উপস্থিতির প্রতি অন্য হেতু নির্দেশ করিতে বলিলেন—**অথবা ব্যক্তের্লক্ষণয়াবগমঃ।** নীল গুণের বাচক নীল শব্দ যেরূপ লক্ষণা দ্বারা নীল-বিশিষ্ট দ্রব্যকে[১] উপস্থিত করে, তদ্রূপ জাতিবাচক গবাদি শব্দ লক্ষণা দ্বারা জাতি সম্বন্ধী

১। নৈয়ায়িক মতে নীলাদি গুণ ও দ্রব্য অত্যন্ত ভিন্ন; এই জন্য তাহাদের অভেদ হয় না। অথচ "নীলো ঘটঃ" এই বাক্য স্থলে শব্দ সামানাধিকরণ্যের (প্রথমার) দ্বারা অভেদের উপস্থিতি হেতু নীল ও ঘটের অভেদ বোধ হইবে। কিন্তু এই অভেদ বাধিত। তাই তাঁহারা নীল গুণ-বাচক নীল শব্দের

দ্বিবিধা—কেবল-লক্ষণা লক্ষিত-লক্ষণা চেতি। তত্র শক্য-সাক্ষাৎ-সম্বন্ধঃ কেবল-লক্ষণা। যথা গঙ্গায়াং ঘোষ ইতি। অত্র প্রবাহ-সাক্ষাৎ-সম্বন্ধিনি তীরে গঙ্গা-পদস্য কেবল-লক্ষণা। যত্র শক্য-পরম্পরা-সম্বন্ধেনার্থান্তর-প্রতীতিস্তত্র লক্ষিত-লক্ষণা। যথা দ্বিরেফ-পদস্য রেফদ্বয়-শক্তস্য ভ্রমর-পদ-ঘটিত-পরম্পরা-সম্বন্ধেন মধুকরে বৃত্তিঃ। গৌণ্যপি লক্ষিত-লক্ষণৈব। যথা

এই লক্ষণা দুই প্রকার—কেবল-লক্ষণা ও লক্ষিত-লক্ষণা। তন্মধ্যে শক্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধটি কেবল-লক্ষণা। যেমন গঙ্গায়াং ঘোষঃ (গঙ্গায় গোপপল্লী)। এস্থলে গঙ্গা প্রবাহের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ-যুক্ত তীরে গঙ্গাপদের কেবল লক্ষণা। যেস্থলে শক্যার্থের পরম্পরা সম্বন্ধের দ্বারা অর্থান্তরের [অশক্যার্থের] প্রতীতি হয় ; সে স্থলে লক্ষিত-লক্ষণা। যেমন রেফদ্বয়-শক্ত দ্বিরেফ শব্দের রেফদ্বয়যুক্ত ভ্রমরপদ-বাচ্যত্বরূপ ভ্রমরপদ-ঘটিত পরম্পরা সম্বন্ধে মধুকরে (ভ্রমরে) বৃত্তি (লক্ষণা)। গৌণী লক্ষণাও লক্ষিত-লক্ষণাই। যেমন 'সিংহো মাণবকঃ'

বিবৃতি

ব্যক্তিকে উপস্থিত করে। শক্তি ও লক্ষণা ব্যতীত অন্য প্রমাণের দ্বারা যাহা লভ্য (উপস্থাপ্য) হয় না, কেবল শক্তি বা লক্ষণা দ্বারা লভ্য (উপস্থাপ্য) হয় ; তাহাই শব্দার্থ (শাব্দবোধের) বিষয়, ইহা মীমাংসকগণ বলেন। সুতরাং লক্ষণা দ্বারা ব্যক্তির উপস্থিতি হইবে। তাহা হইলে ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার্য্য নহে।

কেবল-লক্ষণা ও লক্ষিত-লক্ষণাভেদে লক্ষণা দুই প্রকার উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে কেবল-লক্ষণার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে বলিলেন—**শক্যসাক্ষাৎসম্বন্ধঃ**। এই বাক্যের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে গঙ্গাপদ-শক্য গঙ্গাত্বের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ গঙ্গায় আছে, গঙ্গাতীরে নাই বলিয়া গঙ্গাপদের গঙ্গাতীরে কেবল-লক্ষণা হইতে পারে না এবং তাহার এই উদাহরণও সঙ্গত হয় না। বাক্যের শক্য নাই বলিয়া বাক্য স্থলেও লক্ষণা হইতে পারিবে না। সুতরাং নৈয়ায়িক মতানুসারে এই লক্ষণ ও উদাহরণ বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ এস্থলে শক্য শব্দের দ্বারা স্ববোধ্য (শব্দের বোধ্য) বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। সুতরাং বেদান্তীর মতে শক্য-সম্বন্ধ লক্ষণা নহে, স্ববোধ্য সম্বন্ধই লক্ষণা। তন্মধ্যে স্ববোধ্যের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ কেবল-লক্ষণা, স্ববোধ্যের পরম্পরা সম্বন্ধ (সম্বন্ধান্তর ঘটিত সম্বন্ধ) লক্ষিত-লক্ষণা। গঙ্গা-পদের শক্য গঙ্গাত্বের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ গঙ্গাতীরে না থাকিলেও স্ববোধ্য অর্থাৎ গঙ্গাপদ-বোধ্য জল-প্রবাহ-বিশেষের সংযোগরূপ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ গঙ্গাতীরে আছে বলিয়া গঙ্গাপদের গঙ্গাতীরে কেবল-লক্ষণা হইয়াছে। ভ্রমর-দর্শন তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত "দ্বিরেফং পশ্য" স্থলে দ্বিরেফ পদ-বোধ্য রেফদ্বয়ের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ ভ্রমর পদার্থে নাই, কিন্তু রেফদ্বয় ঘটিত ভ্রমর

নীলগুণবিশিষ্ট দ্রব্যে লক্ষণা করিয়া থাকেন। বেদান্তিগণের মতে নীলগুণ ও দ্রব্যের অত্যন্ত ভেদ নাই বলিয়া নীলশব্দের লক্ষণা হয় না। এস্থলে নৈয়ায়িক মতানুসারে এই উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

সিংহো মাণবক ইতি। অত্র সিংহ-শব্দ-বাচ্য-সম্বন্ধি-ক্রৌর্য্যাদি-সম্বন্ধেন

(প্রথমোপনীত ব্রাহ্মণ বালক)। যেহেতু এস্থলে সিংহশব্দের বাচ্য-সম্বন্ধী (বাচ্য সমানা-

বিবৃতি

পদ-বোধ্যত্ব-রূপ পরম্পরা সম্বন্ধ আছে। তাৎপর্য্য এই যে, দ্বিরেফ পদ হইতে যেরূপ রেফ-দ্বয়ের বোধ হয়, তদ্রূপ ভ্রমরেরও বোধ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে রেফদ্বয়ের বোধ শক্তিদ্বারা হয়, কিন্তু ভ্রমরের বোধ শক্তি দ্বারা হয় না, কারণ ভ্রমরত্বে দ্বিরেফ পদের শক্তি নাই। সুতরাং দ্বিরেফ পদ লক্ষণা দ্বারা ভ্রমরকে বুঝাইতে পারে। যদিও দ্বিরেফ-পদ-বোধ্য রেফদ্বয়ের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ ভ্রমরে নাই বলিয়া দ্বিরেফ পদ কেবল-লক্ষণা দ্বারা ভ্রমরকে বুঝাইতে পারে না ; তথাপি লক্ষিত-লক্ষণা দ্বারা ভ্রমরকে বুঝাইতে পারে। দ্বিরেফ পদের শক্তি দ্বারা রেফ-দ্বয় উপস্থিত হইলে ঐ রেফদ্বয়ের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ ভ্রমর পদে আছে বলিয়া দ্বিরেফ পদদ্বারা ভ্রমর পদ লক্ষিত হয়। ভ্রমরটি ভ্রমরপদের বোধ্য বলিয়া ভ্রমরে ভ্রমর-পদ-বোধ্যত্ব আছে। সুতরাং দ্বিরেফপদের ভ্রমরে স্ববোধ্য-রেফদ্বয়বৎ-ভ্রমরপদ-বোধ্যত্ব-রূপ পরম্পরা সম্বন্ধ আছে বলিয়া দ্বিরেফ পদ লক্ষিত-লক্ষণা দ্বারা ভ্রমরকে বুঝাইয়া থাকে। 'দ্বৌ রেফৌ যত্র' এই অর্থে নিষ্পন্ন দ্বিরেফ পদ কেবল-লক্ষণা দ্বারা ভ্রমর পদকে উপস্থিত করিলে ঐ ভ্রমর পদ শক্তিদ্বারা ভ্রমরকে বুঝাইবে। সুতরাং দ্বিরেফ পদের ভ্রমরে লক্ষিত-লক্ষণা অনাবশ্যক। ইহা বলিলে 'দ্বিরেফং পশ্য' ইত্যাদি বাক্য হইতে ভ্রমর-কর্মক দর্শনের বোধ হইবে না, কিন্তু ভ্রমর-পদ কর্মক দর্শনের বোধ হইবে। প্রত্যয় নিজ প্রকৃতির অর্থের সহিত অন্বিত নিজের অর্থকে উপস্থিত করে, এই নিয়মানুসারে দ্বিরেফ পদের পরবর্ত্তী অম্‌প্রত্যয় দ্বিরেফ প্রকৃতির অর্থ ভ্রমর পদের দ্বারা অন্বিত কর্মত্বকে উপস্থিত করিলে, উহা দৃশ্-ধাতুর উপস্থাপ্য দর্শনে অন্বিত হইলে ভ্রমরপদ-কর্মক দর্শনের বোধ হইবে, ভ্রমর-কর্মক দর্শনের বোধ হইবে না। অথচ স্থলবিশেষে বক্তার তাৎপর্য্য অনুসারে উক্ত বাক্য হইতে ভ্রমর-কর্মক দর্শনের বোধ হয়। সুতরাং দ্বিরেফ পদকে ভ্রমর উপস্থিত করিতে হইবে। উহা লক্ষিত লক্ষণা ব্যতিরেকে সম্ভব নহে বলিয়া দ্বিরেফপদের ভ্রমরে লক্ষিত-লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে।

স্ববোধ্যের পরম্পরা সম্বন্ধই লক্ষিত-লক্ষণা, ইহা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই লক্ষণটী গৌণী লক্ষণাতে অতিব্যাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং এইটি তাহার প্রকৃত লক্ষণ নহে। ইহার উত্তরে বলিলেন—**গৌণ্যপি লক্ষিত-লক্ষণৈব**। সিংহ শব্দের বাচ্য হইতেছে সিংহত্ব, সিংহ-সদৃশ নহে। অথচ সিংহশব্দ "সিংহো মাণবকঃ" এই স্থলে সিংহ-সদৃশ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া মাণবককে বুঝাইতেছে। এই বোধ সিংহ শব্দের শক্তি দ্বারা হয় না ; কারণ মাণবকে তাহার শক্তি নাই, কিন্তু লক্ষিত-লক্ষণা দ্বারা হইয়া থাকে। সিংহশব্দ বোধ্য সিংহত্বের সমানাধিকরণ শৌর্য্য, ক্রৌর্য্যাদির আশ্রয়ত্বরূপ পরম্পরা সম্বন্ধ

মাণবকস্য প্রতীতেঃ। প্রকারান্তরেণ লক্ষণা ত্রিবিধা—জহল্লক্ষণাঽজহল্লক্ষণা জহদজহল্লক্ষণা চেতি। শক্যমনন্তর্ভাব্য যত্রার্থান্তরস্য প্রতীতিস্তত্র জহল্লক্ষণা। যথা বিষং ভুঙ্‌ক্ষ্বেতি। অত্র হি স্বার্থং বিহায় শত্রুগৃহে ভোজননিবৃত্তির্লক্ষিতা। যত্র শক্যার্থমন্তর্ভাব্যৈবার্থান্তর-প্রতীতিস্তত্রাজহল্লক্ষণা। যথা শুক্লো ঘট

ধিকরণ) ক্রৌর্য্যাদি সম্বন্ধের দ্বারা অর্থাৎ সিংহশব্দবাচ্য সিংহত্বের সমানাধিকরণ ক্রৌর্য্য-শৌর্য্যাদ্যাশ্রয়ত্ব-রূপ সম্বন্ধের দ্বারা [সিংহশব্দে] মাণবকের প্রতীতি হইয়া থাকে।

প্রকারান্তরে লক্ষণা তিন প্রকার—জহল্লক্ষণা, অজল্লক্ষণা ও জহদজহল্লক্ষণা। যেস্থলে [শব্দের দ্বারা] শক্যার্থের উপস্থিতি না হইয়া অন্য অর্থের প্রতীতি হয়, সে স্থলে জহল্লক্ষণা। যেমন বিষং ভুঙ্‌ক্ষ্ব (বিষ খাও)। এস্থলে [বিষ শব্দের] স্বার্থ বিষত্বকে পরিত্যাগ

বিবৃতি

মাণবকে আছে বলিয়া সিংহ শব্দ লক্ষিত-লক্ষণা দ্বারা মাণবককে বুঝায়। সিংহশব্দ বোধ্য সাদৃশ্যাদি রূপ গুণটি স্ববোধ্য-পরম্পরা সম্বন্ধ হইতে অতিরিক্ত নহে বলিয়া উহা যেমন গুণযোগ-নিবন্ধন গৌণী লক্ষণা, তদ্রূপ পরম্পরা সম্বন্ধ নিবন্ধন লক্ষিত-লক্ষণা। সুতরাং গোণী লক্ষণাটি লক্ষিত-লক্ষণা হইতে অতিরিক্ত নহে বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয় না।

প্রকারান্তরে লক্ষণার ত্রিবিধ বিভাগ উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে জহল্লক্ষণার উদাহরণ হইতেছে—**বিষং ভুঙ্‌ক্ষ্ব**। কোন পুরুষ শত্রুগৃহে ভোজনে উদ্যত হইয়াছে। ইহা বুঝিয়া হিতকামী ব্যক্তি তাহাকে বলিলেন—বিষং ভুঙ্‌ক্ষ্ব অর্থাৎ বিষ খাও। এ স্থলে বক্তার বিষ ভোজন কর্ত্তব্যতা বিবক্ষিত অর্থ নহে, শত্রু গৃহ-গত ভোজনের নিবৃত্তিই বিবক্ষিত অর্থ। শ্রোতা এই বাক্য হইতে 'শত্রু গৃহে ভোজন কর্ত্তব্য নয়' ইহা বুঝিয়া শত্রু গৃহ-গত ভোজন হইতে নিবৃত্ত হয়। তাহার এই বোধ শক্তি দ্বারা হইতে পারে না, যেহেতু তাদৃশ অর্থে বাক্য বা বাক্য-ঘটক কোন পদের শক্তি নাই। তবে বাক্য-লক্ষণা দ্বারা এই বোধ হইতে পারে। 'বিষং ভুঙ্‌ক্ষ্ব' এই বাক্যের অর্থ—বিষভোজনের অনুকূল কৃতিমত্ত্ব। উহা যে পুরুষে আছে, শত্রুগৃহ-গত ভোজননিবৃত্তিও সেই পুরুষে আছে। সুতরাং উহারা পরস্পর সমানাধিকরণ হওয়ায় শত্রুগৃহ-গত ভোজন নিবৃত্তিতে বিষ-ভোজনের অনুকূল কৃতিমত্ত্বের সমানাধিকরণ্য আছে। অতএব শত্রুগৃহ-গত ভোজনের নিবৃত্তিতে স্ববোধ্যের (উক্ত বাক্যবোধ্য বিষভোজনানুকূল কৃতিমত্ত্বের) সামানাধিকরণ্য-রূপ সম্বন্ধ থাকায় উক্ত বাক্যের শত্রুগৃহগত ভোজনের নিবৃত্তিতে জহল্লক্ষণা হইয়াছে।

বিষ ভোজন যেমন অনিষ্টজনক বলিয়া অকর্ত্তব্য; তদ্রূপ শত্রুগৃহে ভোজনও অকর্ত্তব্য, এই তাৎপর্য্যে "বিষং ভুঙ্‌ক্ষ্ব" এই বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে যে বোধ হয়, তাহা কোন পদের লক্ষণা দ্বারা হইতে পারে না; কারণ একটি পদের দ্বারা তাদৃশ বোধ যদি হইতে পারে, তবে পদান্তরের উচ্চারণ নিরর্থক। বিশেষ, কোন

ইতি। অত্র হি শুক্ল-শব্দঃ স্বার্থং শুক্লগুণমন্তর্ভাব্যৈব ভবতি দ্রব্যে লক্ষণয়া বর্ত্ততে। যত্র হি বিশিষ্ট-বাচকঃ শব্দঃ স্বার্থৈকদেশং বিহায়ৈক-দেশে বর্ত্ততে, তত্র জহদজহল্লক্ষণা। যথা সোঽয়ং দেবদত্ত ইতি। অত্র হি পদ-দ্বয়-বাচ্যয়োর্বিশিষ্টয়োরৈক্যানুপপত্ত্যা পদ-দ্বয়স্য বিশেষ্যমাত্র-পরত্বম্। যথা বা তত্ত্বমসীত্যাদৌ তৎপদ-বাচ্যস্য সর্বজ্ঞত্বাদি-বিশিষ্টস্য ত্বংপদ-বাচ্যেনান্তঃকরণ-বিশিষ্টেনৈক্যাযোগাদৈক্য-সিদ্ধ্যর্থং স্বরূপে লক্ষণেতি সাম্প্রদায়িকাঃ।

বয়ন্তু ব্রূমঃ—সোঽয়ং দেবদত্তস্তত্ত্বমসীত্যাদৌ বিশিষ্ট-বাচকানাং পদানামেকদেশ-পরত্বেঽপি ন লক্ষণা, শক্ত্যুপস্থিতয়োর্বিশিষ্টয়োরভেদান্বয়ানুপপত্তৌ

করিয়া শত্রগৃহে ভোজন-নিবৃত্তি লক্ষিত হয়। যে স্থলে [শব্দের] শক্য অর্থকে অন্তর্ভূত করিয়াই অন্য পদার্থের প্রতীতি হয়, সে স্থলে অজহল্লক্ষণা। যেমন শুক্লো ঘটঃ। এস্থলে শুক্ল শব্দ স্বার্থ শুক্ল গুণকে অন্তর্ভূত করিয়া শুক্লগুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যে লক্ষণাদ্বারা বৃত্তি হয়। যে স্থলে বিশিষ্টবাচক শব্দ শক্য পদার্থের একদেশকে পরিত্যাগ করিয়া একদেশে বৃত্তি হয়; সে স্থলে জহদজহল্লক্ষণা। যেমন—সোঽয়ং দেবদত্তঃ। এস্থলে তৎপদ ও ইদংপদ-দ্বয়ের বাচ্য বিশিষ্ট পদার্থ-দ্বয়ের (তদ্দেশকাল-বিশিষ্ট দেবদত্ত ও এতদ্দেশকাল-বিশিষ্ট দেবদত্তের) ঐক্যের উপপত্তি হয় না বলিয়া ঐ পদদ্বয়ের (বাক্যের) বিশেষ্যমাত্রে তাৎপর্য্য বা লক্ষণা। যেমন বা তৎ ত্বমসি ইত্যাদি স্থলে তৎপদ-বাচ্য সর্বজ্ঞত্ব-বিশিষ্ট চেতনের ত্বংপদ-বাচ্য অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট চেতনের সহিত ঐক্য সম্ভব হয় না বলিয়া ঐক্যসিদ্ধির জন্য চেতন-স্বরূপে লক্ষণা—ইহা সাম্প্রদায়িক বেদান্তাচার্য্য সর্বজ্ঞাত্ম মুনি বলেন।

আমরা কিন্তু বলি—'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ও 'তৎ ত্বমসি' ইত্যাদি স্থলে বিশিষ্ট পদার্থ-বাচক পদ-সমূহের পদার্থের একদেশে তাৎপর্য্য হইলেও লক্ষণা হয় না; যেহেতু শক্তিদ্বারা উপস্থিত বিশিষ্ট পদার্থ-দ্বয়ের অভেদান্বয় উপপন্ন না হইলে শক্তি দ্বারা উপস্থিত বিশেষ্য

বিবৃতি

একটি পদ পূর্বোক্ত তাদৃশ তাৎপর্য্য বুঝাইতে পারে না, বাক্যই ঐ তাৎপর্য্য বুঝাইতে পারে। তাই বাক্য লক্ষণা দ্বারাই ঐ বোধ হইবে।

পূজ্যপাদ সর্বজ্ঞাত্ম মুনি তত্ত্বমসি বাক্যে লক্ষণা স্বীকার করিয়াছেন। বেদান্ত সম্প্রদায়ের প্রায় সমস্ত আচার্য্য এই লক্ষণার উপপাদন ও সমর্থন করিয়াছেন। আচার্য্য মধুসূদন অদ্বৈত সিদ্ধিতে (৩৭৪ পৃঃ) লক্ষণা সমর্থন করিয়া শেষে শক্তি দ্বারাও স্বরূপমাত্রের বোধ উপপাদন করিয়াছেন। গ্রন্থকার এস্থলে নিজমত ব্যক্ত করিতে বলিলেন—**বয়ন্তু ব্রূমঃ।** বিশেষণ বিশিষ্ট বিশেষ্যের উপস্থাপক তৎপদ প্রভৃতির বিশিষ্টের একদেশ বিশেষ্য দেবদত্ত-চৈতন্যের স্বরূপমাত্রে তাৎপর্য্য হইলেও লক্ষণার আশ্রয় করিতে হইবে না; শক্তি দ্বারাই স্বরূপমাত্রের বোধ উপপন্ন হইতে পারে। নানার্থক শব্দের নানা অর্থে

বিশেষ্যয়োঃ শক্ত্যুপস্থিতয়োরেবান্বয়াবিরোধাৎ। যথা ঘটোঽনিত্য ইত্যত্র ঘটপদ-বাচ্যৈক-দেশ-ঘটত্বস্যাযোগ্যত্বেঽপি যোগ্য-ঘট-ব্যক্ত্যা সহানিত্যত্বান্বয়ঃ। যত্র পদার্থৈক-দেশস্য বিশেষণতয়োপস্থিতিস্তত্রৈব স্বাতন্ত্র্যেণোপ-

---

পদার্থদ্বয়ের অভেদান্বয় হইবে, ইহাতে কোন বিরোধ নাই। যেমন 'ঘটোঽনিত্য' (ঘটটি অনিত্য) এই স্থলে ঘট শব্দের বাচ্যের একদেশ ঘটত্বের [অনিত্যত্বের সহিত অন্বয়ে] যোগ্যতা না থাকিলেও অন্বয়-যোগ্য ঘট ব্যক্তির সহিত অনিত্যত্বের অন্বয় হয়। যে স্থলে পদার্থের একদেশের বিশেষণরূপে উপস্থিতি হয়, সেই স্থলেই পদার্থের একদেশের স্বতন্ত্র-

বিবৃতি

শক্তিজ্ঞান থাকিলেও যে অর্থে তাৎপর্য্য নিশ্চয় হয়, নানার্থক পদ দ্বারা সেই অর্থের সংস্কারের উদ্বোধবশতঃ যেমন সেই একটি অর্থ উপস্থিত হয়, অন্য অর্থের উপস্থিতি হয় না; তদ্রূপ বিশিষ্টের উপস্থাপক পদের বিশেষ্যের স্বরূপমাত্রে তাৎপর্য্য নিশ্চয় হইলে তৎ তৎ পদের জ্ঞানটী বিশিষ্ট বিষয়ের সংস্কারের উদ্বোধ না করিয়া বিশেষ্যের স্বরূপ মাত্র বিষয়ের সংস্কারের উদ্বোধ করে। সেই স্বরূপ বিষয়ক সংস্কার সহকৃত তৎ তৎ পদের শ্রবণ হইতে বিশেষ্যের স্বরূপ সমূহের উপস্থিতি হয়। সেই বিশেষ্য স্বরূপের পরস্পর বিরোধ নাই বলিয়া অভেদান্বয় হইয়া যাইবে। বিশিষ্ট শক্তিবাদীর মতে ঘটপদের ঘটত্ব-বিশিষ্ট ঘটে শক্তি থাকিলেও 'ঘটোঽনিত্য' এই স্থলে ঘটপদ-বাচ্য ঘটত্ব-বিশিষ্ট ঘটের একদেশ ঘটত্বে অনিত্যত্বের অন্বয় অসম্ভব বলিয়া কেবলমাত্র ঘটে অনিত্যত্বের অন্বয়ে তাৎপর্য্য-নিশ্চয় হওয়ায় মাত্র ঘটবিষয়ক সংস্কারের উদ্বোধ ও তাদৃশ সংস্কার সহকৃত ঘটপদ হইতে ঘটমাত্রের উপস্থিতি ও তাহাতে অনিত্যত্বের অন্বয় যেমন হয়; তদ্রূপ 'সোঽয়ং দেবদত্ত' ইত্যাদি বাক্য স্থলে স্বরূপ মাত্রের উপস্থিতি ও শাব্দবোধ হইবে। সুতরাং লক্ষণার কোন প্রয়োজন নাই।

'ঘটোঽনিত্য' এই স্থলে বাচ্যের একদেশ কেবলমাত্র ঘটে অনিত্যত্বান্বয়ের তাৎপর্য্য আছে বলিয়া ঘটপদ যেরূপ উদ্বুদ্ধ ঘটমাত্রের সংস্কার সহকারে ঘটমাত্রকে উপস্থিত করে, ঘটমাত্র অনিত্য বলিয়া তাহাতে যেরূপ অনিত্যত্বের অন্বয় হয়, লক্ষণা করিতে হয় না। তদ্রূপ "ঘটো নিত্যঃ" এই স্থলেও সেইরূপ বাচ্যের একদেশ ঘটত্বে নিত্যত্বান্বয়ের তাৎপর্য্য আছে বলিয়া ঘটপদ ঘটত্বমাত্রের সংস্কার উদ্বোধ করিয়া তৎসহকারে ঘটত্বমাত্রকে উপস্থিত করিবে। ঐ ঘটত্ব নিত্য বলিয়া তাহাতে অনিত্যত্বের অন্বয় হইবে। অতএব এ স্থলেও লক্ষণা না হউক। এই আপত্তির উত্তরে বলিলে—**যত্র পদার্থৈক-দেশস্য**। শক্তি বা লক্ষণার জ্ঞানে যে পদার্থ বিশেষ্য ও যে পদার্থ বিশেষণ হয়, পদার্থের উপস্থিতি ও শাব্দ-বোধে সেই পদার্থ বিশেষ্য ও সেই পদার্থ বিশেষণ হয়—এই নিয়মানুসারে 'ঘটোঽনিত্যঃ' এই স্থলে ঘটপদ শক্তি দ্বারা ঘটকে বিশেষ্যরূপে উপস্থিত করে; যেহেতু শক্তিজ্ঞানে ঘট

স্থিতয়ে লক্ষণাভ্যুপগমঃ। যথা নিত্যো ঘট ইতি। অত্র ঘট-পদাদ্ ঘটত্বস্য শক্ত্যা স্বাতন্ত্র্যেণানুপস্থিত্যা তাদৃশোপস্থিত্যর্থং ঘটপদস্য ঘটত্বে লক্ষণা। এবমেব তত্ত্বমসীতি বাক্যেঽপি ন লক্ষণা, শক্ত্যা স্বাতন্ত্র্যেণোপস্থিতয়োস্তৎ-ত্বং-পদার্থয়োরভেদান্বয়ে বাধকাভাবাৎ। অন্যথা গেহে ঘটঃ, ঘটে রূপং, ঘটমানয়েত্যাদৌ ঘটত্ব-গেহত্বাদেরভিমতান্বয়-বোধাযোগ্যতয়া তত্রাপি ঘটাদি-পদানাং বিশেষ্যমাত্র-পরত্বে লক্ষণৈব স্যাৎ। তস্মাৎ তত্ত্বমসীতি বাক্যে

রূপে (বিশেষ্যরূপে) উপস্থিতির জন্য ঘট শব্দের ঘটত্বে লক্ষণা স্বীকার করা হয়। যেমন নিত্যো ঘটঃ। এস্থলে ঘট শব্দ হইতে ঘটত্বের শক্তিদ্বারা স্বাতন্ত্র্যে (বিশেষ্যরূপে) উপস্থিতি হয় না বলিয়া বিশেষ্যরূপে উপস্থিতির জন্য ঘটপদের ঘটত্বে লক্ষণা হইয়া থাকে। এই রূপই 'তৎ ত্বমসি' বাক্যের লক্ষণা হয় না; যেহেতু শক্তিদ্বারা স্বাতন্ত্র্যে (বিশেষ্যরূপে) উপস্থিত ত্বৎ-ত্বং পদের অর্থদ্বয়ের অভেদান্বয়ে কোন বাধক নাই। অন্যথা ইহা স্বীকার না করিলে 'গেহে ঘটঃ, ঘটে রূপং, ঘটমানয়' ইত্যাদি স্থলে ঘটত্ব, গেহত্ব প্রভৃতির অভিমত (তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত) অন্বয়-বোধের যোগ্যতা নাই বলিয়া সেই সেই স্থলেও ঘটাদি পদের বিশেষ্যমাত্রে তাৎপর্য্য হইলে লক্ষণারই আপত্তি হয়।

বিবৃতি

বিশেষ্যরূপে এবং ঘটত্ব বিশেষণরূপে বিষয় হইয়াছে। বিশেষ্যের বিশেষণে এবং বিশেষণের বিশেষ্যে আকাঙ্ক্ষা এবং ঘটে অনিত্যত্বের অন্বয়-যোগ্যতা আছে বলিয়া বিশেষ্য ঘটে অনিত্যত্বের অন্বয় শক্তি দ্বারাই হয়। এজন্য এস্থলে ঘটপদে লক্ষণা স্বীকৃত হয় নাই। 'ঘটো নিত্যঃ' এই স্থলেও ঘটপদ শক্তি দ্বারা ঘটত্বকে বিশেষণ-রূপে উপস্থিত করে। বিশেষণরূপে উপস্থিত ঐ ঘটত্বের বিশেষণান্তরের সহিত আকাঙ্ক্ষা (তাৎপর্য্য) নাই। এই জন্য ঘটত্বে নিত্যত্বের অন্বয় হইবে না। যখনই তাহাতে নিত্যত্বের অন্বয় হইবে, তখন তাহাকে বিশেষ্যরূপে উপস্থিত হইতে হইবে। কিন্তু এস্থলে শক্তি দ্বারা ঘটত্বের বিশেষ্যরূপে উপস্থিতি সম্ভব নহে। সুতরাং লক্ষণা দ্বারা ঘটত্বকে বিশেষ্যরূপে উপস্থিত করিতে হইবে। তাহাতে "ঘটত্ব নিত্যত্ববান্" এইরূপ শাব্দবোধ হইবে।

এইরূপ তত্ত্বমসি মহাবাক্যেও লক্ষণা নাই; যেহেতু বিশেষ্যরূপে উপস্থিত দুইটী চৈতন্যের অভেদ অন্বয়ে কোন বাধক নাই। বিশেষ্যমাত্রে তাৎপর্য্য-যুক্ত বাক্যেও যদি লক্ষণা করিতে হয়, তবে 'গেহে ঘটঃ, ঘটে রূপম্' ও 'ঘটম্ অনয়' ইত্যাদি বাক্যেও লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। উক্ত বাক্যগুলির যথাক্রমে গৃহ-বৃত্তি ঘটে, ঘটবৃত্তি রূপে ও ঘট-কর্মক আনয়নে তাৎপর্য্য। ঘট, রূপ ও আনয় পদের দ্বারা মাত্র ঘট, রূপ ও আনয়-নের উপস্থিত হইলে ঘটে তাৎপর্য্য বিষয়ী-ভূত গৃহবৃত্তিত্বের, রূপে ঘটবৃত্তিত্বের এবং

আচার্য্যাণাং লক্ষণোক্তিরভ্যুপগম-বাদেন বোধ্যা। জহদজহল্লক্ষণোদাহরণন্তু কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতামিত্যাদিকমেব। তত্র শক্য-কাকত্ব-পরিত্যাগেনাশক্য-দধ্যুপঘাতকত্ব-পুরস্কারেণ কাকেঽকাকে চ কাক-শব্দস্য প্রবৃত্তেঃ।

লক্ষণাবীজন্তু তাৎপর্য্যানুপপত্তিরেব; ন ত্বন্বয়ানুপপত্তিঃ, কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতামিত্যত্রান্বয়ানুপপত্ত্যভাবাৎ, গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যাদৌ তাৎপর্য্যানুপপত্তেরপি সম্ভবাৎ। লক্ষণা চ ন পদমাত্র-বৃত্তিঃ, কিন্তু বাক্য-বৃত্তিরপি। গম্ভী-

---

অতএব 'তৎ ত্বমসি' এই বাক্যে আচার্য্যগণের লক্ষণা-বিষয়ক উক্তি অভ্যুপগমবাদেই বুঝিতে হইবে। জহদজহল্লক্ষণার উদাহরণ কিন্তু "কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্ (কাকগুলি হইতে দধি রক্ষা কর) ইত্যাদিই। যেহেতু সেস্থলে শক্য কাকত্বকে পরিত্যাগ করিয়া অশক্য দধি বিনাশকত্ব পুরস্কারে (রূপে) কাক ও অকাকে কাক শব্দের প্রবৃত্তি হইয়াছে।

লক্ষণার বীজ (কারণ) হইতেছে তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি, অন্বয়ের অনুপপত্তি কিন্তু কারণ নহে; যেহেতু "কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্" ইত্যাদি স্থলে অন্বয়ের অনুপপত্তি নাই এবং "গঙ্গায়াং ঘোষ" ইত্যাদি স্থলে তাৎপর্য্যের অনুপপত্তিও সম্ভব। লক্ষণা পদমাত্র-

বিবৃতি

আনয়নে ঘট-কর্ম্মত্বের বোধ হইতে পারে; কিন্তু ঘটত্ব, রূপত্ব ও আনয়নত্বে অন্বয়বোধ হইতে পারে না; যেহেতু ঘটত্বাদিতে গৃহ-বৃত্তিত্বাদির অন্বয়-যোগ্যতা নাই; ঘটত্বাদি ঘটাদিতেই বৃত্তি, গৃহাদিতে বৃত্তি নহে। সুতরাং পূর্বোক্ত বাক্যগুলিতেও ঘট, রূপ ও আনয় পদের বিশেষ্যমাত্রেই তাৎপর্য্য স্বীকার করিতে হইবে এবং উক্ত তাৎপর্য্য নিবন্ধন ঘট, রূপ ও আনয়নকে বিশেষ্যরূপে উপস্থিত হইতে হইবে। উহা লক্ষণাব্যতীত সম্ভব নহে বলিয়া উক্ত স্থলেও লক্ষণার আপত্তি হইবে। যদি বিশেষ্যমাত্র তাৎপর্য্যক এই সকল বাক্যে লক্ষণা না হয়, তবে বিশেষ্যমাত্র তাৎপর্য্যক তত্ত্বমসি বাক্যেও লক্ষণা হইবে না। তবে পূর্বাচার্য্যগণ যে সেই স্থলে লক্ষণা বলিয়াছেন, তাহা অভ্যুপগমবাদ মাত্র জানিবে।

যদি স্ববোধ্য সম্বন্ধই লক্ষণা হয়, তবে লক্ষ্যে ঐ সম্বন্ধ সর্বদাই আছে বলিয়া সর্বদাই লক্ষ্যের উপস্থিতি হইবে, কদাচিৎ উপস্থিতি হইবে কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন—**লক্ষণাবীজন্তু**। লক্ষণাজ্ঞানের কারণ তাৎপর্য্যানুপপত্তি। তাহার জ্ঞান কদাচিৎ হয় বলিয়া লক্ষণাজ্ঞান কদাচিৎ হইয়া থাকে। লক্ষণাজ্ঞান কদাচিৎ হয় বলিয়া লক্ষ্য কদাচিৎ উপস্থিত হইয়া থাকে। অন্বয়ের অনুপপত্তি জ্ঞান সকল লক্ষণা স্থলে নাই; কিন্তু তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি জ্ঞান সকল লক্ষণা স্থলে আছে। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এই বাক্যেও তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি জ্ঞান সম্ভব। 'গঙ্গাতীর বৃত্তি ঘোষ' এই তাৎপর্য্যেই বক্তা 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' বলিয়াছেন। এ স্থলে গঙ্গাপদের শক্যার্থ গ্রহণ করিলে বক্তার তাৎপর্য্য উপপন্ন হয় না; কারণ ঘোষ গঙ্গাপদের শক্য জল-প্রবাহ-বিশেষে বৃত্তি নহে। উহা

রায়াং নদ্যাং ঘোষ ইত্যত্র গভীরায়াং নদ্যামিতি পদ-দ্বয়-সমুদায়স্য তীরে লক্ষণা। ননু বাক্যস্যাশক্ততয়া কথং শক্য-সম্বন্ধ-রূপা লক্ষণা? উচ্যতে।

বৃত্তি নহে ; পরন্তু বাক্যবৃত্তিও হইয়া থাকে অর্থাৎ কেবল পদেই লক্ষণা হয়, তাহা নহে ; বাক্যেও লক্ষণা হইয়া থাকে। "গভীরায়াং নদ্যাং ঘোষ" (গভীর নদীতীরে ঘোষ) এই স্থলে 'গভীরা, নদী' এই পদদ্বয়ের সমুদায়ে গভীর নদীতীরে লক্ষণা হইয়াছে।

আচ্ছা, বাক্যের অশক্তত্ব-হেতু (শক্তি নাই বলিয়া) শক্য সম্বন্ধরূপ লক্ষণা কিরূপে

বিবৃতি

গঙ্গাতীর বৃত্তি। সুতরাং এখানেও তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি আছে। তাই তাৎপর্য্যানুপপত্তির জ্ঞানকে লক্ষণার অসাধারণ কারণ বলা হইয়াছে।

পদের শক্য ও শক্য সম্বন্ধ আছে, বাক্যে তাহা নাই। তাই বাক্যে লক্ষণা হয় না। নৈয়ায়িকের এই মত খণ্ডন করিতে বলিলেন—**লক্ষণা ন পদমাত্রবৃত্তিঃ**। পদলক্ষণা দ্বারা বাক্যার্থের বোধ উপপন্ন হইলে বাক্যে লক্ষণা স্বীকার্য্য নহে, ইহা সত্য ; কিন্তু পদের লক্ষণা দ্বারা সকল স্থলে বাক্যার্থের বোধ উপপন্ন হয় না। তাই বাক্যেও লক্ষণা হয়। যেমন "গভীরায়াং নদ্যাং ঘোষঃ" এই বাক্যের তাৎপর্য্য—গভীর নদী-তীরে ঘোষ। শ্রোতা শক্তিদ্বারা এই তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিতে পারে না। শক্তিদ্বারা 'গভীর নদীতে বৃত্তি ঘোষ' এই অর্থ উপস্থিত হইবে, 'নদীতীর-বৃত্তি ঘোষ' এই অর্থ উপস্থিত হইবে না ; কারণ নদীপদের নদী-তীর শক্য নহে। যদি নদী-তীর নদী পদের লক্ষ্যার্থ হয়, তবে তাহাতে গভীরের অন্বয় হইবে না, কারণ নদীই গভীর, নদীর তীর গভীর নহে। নদী-তীরের একদেশ নদীতেও গভীরের অন্বয় হইবে না ; কারণ পদার্থ পদার্থের সহিত অন্বিত হয়, পদার্থের একদেশের সহিত অন্বিত হয় না। এস্থলে নদী-তীরটী পদার্থ। নদী তাহার একদেশ। যেখানে পদার্থের একদেশ নিয়তই সম্বন্ধী অর্থকে আকাঙ্ক্ষা করে, সেখানে পদার্থের একদেশে পদার্থান্তরের অন্বয় হইলেও যেখানে সম্বন্ধীর আকাঙ্ক্ষা নাই, সেখানে একদেশে পদার্থের অন্বয় হয় না। যদি গভীর পদের গভীব নদীর তীর লক্ষ্যার্থ হয়, তবে নদ্যাং পদের উচ্চারণ ব্যর্থ হইবে এবং নদীপদোত্তর সপ্তমী বিভক্তি স্বার্থের উপস্থাপক ও বোধক হইবে না ; কারণ নিয়ম আছে—প্রত্যয়টি প্রকৃতির অর্থের সহিত অন্বিত হইয়া স্বার্থকে প্রতিপাদন করে। প্রকৃতির অর্থের সহিত অন্বিত না হইয়া প্রত্যয়ার্থ প্রত্যয়ের দ্বারা উপস্থিত হয় না। সপ্তমী বিভক্তির প্রকৃতি নদী পদ, গভীর পদ নহে। সুতরাং তাহার অর্থের সহিত সপ্তমীর অর্থ আধেয়ত্ব বা বৃত্তিত্বের অন্বয় হইবে না। অতএব এই স্থলে পদের শক্তি বা লক্ষণার দ্বারা বাক্যার্থের বোধ কোনরূপেই সম্ভব নহে। তাই বাক্যে লক্ষণা স্বীকার্য্য।

বাক্যের শক্তি ও শক্য নাই। সুতরাং বাক্যে শক্য-সম্বন্ধরূপ লক্ষণা কিরূপে হইবে?

শক্ত্যা যৎ পদ-সম্বন্ধেন জ্ঞাপ্যতে, তৎ-সম্বন্ধো লক্ষণা। শক্তি-জ্ঞাপ্যস্ত যথা পদার্থস্তথা বাক্যার্থোঽপীতি ন কাচিদনুপপত্তিঃ। এবমর্থবাদ-বাক্যানাং প্রশংসারূপাণাং প্রাশস্ত্যে লক্ষণা। সোঽরোদীদিত্যাদি-নিন্দার্থ-বাদানাং নিন্দিতত্বে লক্ষণা। অর্থবাদ-গত-পদানাং প্রাশস্ত্যে লক্ষণাভ্যুপগমে একেন পদেন লক্ষণয়া তদুপস্থিতি-সম্ভবে পদান্তর-বৈয়র্থ্যং স্যাৎ। এবঞ্চ বিধ্যপেক্ষিত-

---

হয়? বলিতেছি, পদের শক্তি-রূপ সম্বন্ধ দ্বারা যাহা জ্ঞাপিত হয়, তাহার সম্বন্ধ হইতেছে লক্ষণা। যেমন পদার্থ শক্তিজ্ঞাপ্য, তদ্রূপ বাক্যার্থও শক্তিজ্ঞাপ্য, এই হেতু [বাক্য লক্ষণায়] কোন অনুপপত্তি নাই। এইরূপ প্রশংসারূপ (প্রশংসা-পর) অর্থবাদ বাক্য সমুদয়ের [বিধেয়ের] প্রাশস্ত্যে লক্ষণা। "সোঽরোদীৎ" (সেই প্রজাপতি রোদন করিয়াছিলেন) ইত্যাদি নিন্দার্থবাদ বাক্যসমুদয়ের [নিষেধ্যের] নিন্দিতত্বে (নিন্দায়) লক্ষণা। অর্থবাদ বাক্যগত পদগুলির অর্থাৎ কোন একটি পদে প্রাশস্ত্যে [বা নিন্দায়] লক্ষণা স্বীকার করিলে একটি পদের দ্বারা সেই প্রাশস্ত্য [বা নিন্দার] উপস্থিতি সম্ভব বলিয়া অন্য পদেব বৈয়র্থ্য হইয়া যাইবে। এই রূপে বাক্য-লক্ষণা সিদ্ধ হইলে বিধির অপেক্ষিত প্রাশস্ত্যরূপ

বিবৃতি

এই আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন—**উচ্যতে**। যখন বাক্যে লক্ষণা অবশ্য স্বীকার্য্য, তখন স্ব-বোধ্য সম্বন্ধকে লক্ষণা বলিতে হইবে। আচার্য্য মধুসূদনও অদ্বৈত সিদ্ধিতে (৭০০ পৃঃ) স্ব-জ্ঞাপ্য সম্বন্ধকেই লক্ষণা বলিয়াছেন। পদটি শক্তি দ্বারা সাক্ষাদ্ ভাবে পদার্থের বোধ এবং পরম্পরায় অর্থাৎ পদার্থের প্রতিপাদন দ্বারা বাক্যার্থের বোধ জন্মাইয়া থাকে। মহামতি ভট্ট কুমারিলও বাক্যাধিকরণে বলিয়াছেন—"সাক্ষাৎ যদ্যপি কুর্বন্তি পদার্থ-প্রতিপাদনম্। বর্ণাস্তথাপি নৈতস্মিন্ পর্য্যবস্যন্তি নিষ্ফলে। বাক্যার্থমিতয়ে তেষাং প্রবৃত্তৌ নান্তরীয়কম্। পাকে জ্বালেব কাষ্ঠানাং পদার্থপ্রতিপাদনম্" ॥ (শ্লো, বা, ৯৪৩ পৃঃ) সুতরাং পদার্থ ও বাক্যার্থ—উভয়ই স্ব-বোধ্য অর্থাৎ পদ-বোধ্য। এই স্ব-বোধ্য সম্বন্ধই লক্ষণা। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'—এই পদ লক্ষণাস্থলে স্ব-বোধ্য অর্থাৎ গঙ্গা-পদ বোধ্য হইতেছে—প্রবাহবিশেষ। 'গভীরায়াং নদ্যাং ঘোষঃ' এই বাক্য-লক্ষণা স্থলে স্ব-বোধ্য অর্থাৎ পদ-সমুদায়-রূপ বাক্য বোধ্য হইতেছে—গভীর নদী। উভয় স্থলে স্ববোধ্যের সম্বন্ধ তীরে আছে। সুতরাং বাক্য-লক্ষণায় কোন অনুপপত্তি নাই।

অর্থবাদ বাক্য ও বিধি বাক্য আকাঙ্ক্ষাবশে পবস্পর মিলিত হইয়া একটী বাক্যে পর্য্যবসিত হইলে একটী বাক্যার্থের বোধ জনক হয়। অর্থবাদ বাক্যের এই একবাক্যতা বা একার্থ-বোধ-জনকতা বাক্য-লক্ষণা ব্যতিরেকে উপপন্ন হইতে পারে না বলিয়া অর্থবাদ বাক্যের প্রশংসা বা নিন্দা অর্থে বাক্য-লক্ষণা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহা উপপাদন করিতে বলিলেন—**এবঞ্চ বিধ্যপেক্ষিত**। পুরুষ বিধিবাক্য হইতে হিতকর

প্রাশস্ত্যরূপ-পদার্থ-প্রত্যায়কত্বয়াঽর্থবাদ-পদ-সমুদায়স্য পদ-স্থানীয়তয়া বিধি-

পদার্থের বোধকত্বহেতু অর্থবাদবাক্য গত পদসমুদায় পদস্থানীয় স্বরূপ বলিয়া বিধিবাক্যের

বিবৃতি

ও অহিতকর বিষয় বুঝিয়া হিতের উপাদান ও অহিতের পরিবর্জন দ্বারা শ্রেয়ো-লাভ করিয়া থাকে। বিধিবাক্য ব্যতীত পুরুষের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ব্যতীত হিতের উপাদান ও অহিতের পরিহার সম্ভব নহে। যদি বিধি কোন কারণে পুরুষকে প্রবর্ত্তিত ও নিবর্ত্তিত করিতে না পারে, তবে তাহা পুরুষার্থের প্রয়োজক না হওয়ায় প্রমাণ হইবে না। তাই বিধি পুরুষকে প্রবর্ত্তিত ও নিবর্ত্তিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু উহা পুরুষকে বিধেয় কর্মে প্রবৃত্ত কবাইতে পারিতেছে না; যে হেতু কর্মমাত্রই দুঃখরূপ। দুঃখরূপ কর্মে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। এইরূপ নিষেধ বিধি নিষিদ্ধ কর্ম হইতে নিবৃত্তও করাইতে পারিতেছে না, যেহেতু নিষিদ্ধ কর্ম্ম তাহাব প্রীতিকর। তাই বিধি বিধেয় কর্মের বলবৎ[১] অনিষ্টেব অজনকত্ব-রূপ প্রশংসাকে এবং নিষিদ্ধ কর্মের বলবৎ অনিষ্ট জনকত্ব-রূপ নিন্দাকে অপেক্ষা বা আকাঙ্ক্ষা করে। প্রশংসা ও নিন্দা প্রতিপাদিত হইলেই পুরুষের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হয়, নচেৎ হয় না। বিধি নিজ বিধেয়ের ও নিষেধ্যের ইষ্ট-জনকত্ব ও দুঃখ-জনকত্ব প্রতিপাদন করিলেও উক্ত রূপ প্রাশস্ত্য বা নিন্দা প্রতিপাদন করে না, কারণ উহাতে তাহাব সামর্থ্য নাই। তাই বিধি বিধেয়ের প্রাশস্ত্য ও নিষেধ্যের নিন্দাকে অপেক্ষা করিয়া সাকাঙ্ক্ষ হইয়া আছে। এইরূপ অর্থবাদ বাক্য ক্রিয়াভিন্ন মুখ্যার্থ প্রতিপাদন করিয়া পুরুষেব প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির হেতু হয় নাই। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দ্বারা হিত প্রাপ্তি ও অহিত পবিহাবেব হেতু না হইলে উহাও প্রমাণ হইবে না। তাই অর্থবাদ নিজের প্রামাণ্য সিদ্ধির জন্য পুরুষের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির হেতু-ভূত বিধেয় ও নিষেধ্যের প্রশংসা ও নিন্দাকে অপেক্ষা করিয়া সাকাঙ্ক্ষ হইয়া আছে। যদি অর্থবাদ বাক্য সন্নিহিত বিধিব অপেক্ষিত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির হেতুভূত প্রাশস্ত্য ও নিন্দাকে লক্ষণা দ্বারা প্রতিপাদন করে, তবে উহা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির হেতু হইয়া প্রমাণ হয়। বিধিও নিজ বিধেয়ের অপেক্ষিত অর্থবাদ দত্ত প্রাশস্ত্য ও নিন্দাকে প্রাপ্ত হইয়া পুরুষের প্রবৃত্তি নিবৃত্তির হেতু হইয়া প্রমাণ হয়। অন্যথা বিধি ও অর্থবাদ কেহই প্রমাণ হইবে না। তাই বিবি ও অর্থবাদ আকাঙ্ক্ষাবশে প্রাশস্ত্য ও নিন্দা দ্বারা পরস্পর মিলিত হইয়া একটি বাক্যে পর্য্যবসিত হইলে একটি বাক্যার্থের বোধ জনক হয়। যেমন—প্রশস্ত

১। দুঃখমাত্রই অনিষ্ট। কর্মের আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত যে দুঃখ অবর্জনীয়রূপে উপস্থিত হয়। অর্থাৎ যে দুঃখ না হইলে কর্মের নিষ্পত্তি হয় না, তাহা বলবৎ অনিষ্ট নহে। অবর্জনীয় বা অবিনাভাবী দুঃখ অপেক্ষা অধিক দুঃখই বলবৎ অনিষ্ট। শত্রুবধকামীর শ্যেনযাগে দ্রব্যের আহরণ, হোম, উপবাস প্রভৃতি জন্য যে দুঃখ হয়, তাহা অবর্জনীয়; কেননা এই সকল দুঃখ না হইলে শ্যেনযাগই হইবে না। পরন্তু এই অভিচার কর্ম হইতে ঐ সকল দুঃখের অধিক নরক দুঃখের জনক যে অপূর্ব (পাপ) উৎপন্ন হয়, তাহাই বলবৎ অনিষ্ট।

পদৈক-বাক্যত্বং তদবতীত্যর্থবাদ-বাক্যানাং পদৈক-বাক্যতা। ক তর্হি বাক্যৈক-বাক্যতা ? যত্র প্রত্যেকং ভিন্ন-ভিন্ন-সংসর্গ-প্রতিপাদকয়োর্বাক্যয়োরাকাঙ্ক্ষাবশেন মহাবাক্যার্থ-বোধকত্বম্, তত্র বাক্যৈক-বাক্যতা। যথা দর্শ-পৌর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেতেত্যাদি-বাক্যানাং সমিধো যজতীত্যাদি-

---

সহিত একবাক্যতা হয়। এই হেতু অর্থবাদ বাক্য সমূহের পদৈকবাক্যতা। তাহা হইলে অর্থাৎ বাক্যের পদৈকবাক্যতা হইলে বাক্যৈক-বাক্যতা কোথায় হইবে ? যেস্থলে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সংসর্গ-প্রতিপাদক [পরস্পর নিবপেক্ষ] খণ্ড বাক্যদ্বয়ের আকাঙ্ক্ষাবশে মহাবাক্যার্থ-বোধকত্ব, সেই স্থলে বাক্যৈকবাক্যতা। যেমন "দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" (স্বর্গকাম ব্যক্তি দর্শপৌর্ণমাস নামক যাগের দ্বারা স্বর্গ উৎপাদন করিবে) ইত্যাদি বাক্যসমূহেব এবং "সমিধো যজতি" (সমিধ নামক যাগের দ্বারা অপূর্ব উৎপাদন

বিবৃতি

অর্থাৎ বলবৎ অনিষ্টের অজনক দর্শ-পৌর্ণমাস নামক যাগের দ্বারা স্বর্গ উৎপাদন কর। বিধি ও অর্থবাদ বাক্যের মিলিতভাবে এই যে একার্থ-বোধকত্ব, উহারই নাম এক-বাক্যত্ব। অর্থবাদ বাক্যটি বাক্য হইয়াও লক্ষণা দ্বারা প্রাশস্ত্য পদেব ন্যায় পদের কার্য্য অর্থাৎ পদার্থ প্রতিপাদন কবে বলিযা পদ-স্থানীয়। পদ-স্থানীয় অর্থবাদ বাক্য সমূহের বিধির সহিত এই এক-বাক্যতাকে পদৈক-বাক্যতা বলে।

যদি বাক্যের সহিত বাক্যের পদৈক-বাক্যতা হয়, তবে বাক্যৈক-বাক্যতা কোথায হইবে ? সমস্ত বাক্যে পদৈকবাক্যতা হইলে কোথাও বাক্যৈক-বাক্যতা হইবে না। তাহা হইলে বাক্যৈক-বাক্যতার বিলোপ হইয়া যাইবে—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন—**যত্র প্রত্যেকং**। যে স্থলে দুইটি বাক্যেব প্রত্যেকটি পরস্পব নিরপেক্ষভাবে ভিন্ন ভিন্ন সংসর্গের অর্থাৎ খণ্ড বাক্যার্থের বোধ জন্মাইয়া পরস্পর আকাঙ্ক্ষাবশে পরে মিলিত হইয়া একটি মহাবাক্যে পর্য্যবসিত হইয়া মহাবাক্যার্থ প্রতিপাদন করে। সে স্থলে বাক্যৈক-বাক্যতা হইয়া থাকে। পদার্থ-বোধক বাক্যের সহিত বাক্যান্তরের এক-বাক্যতা হইলে পদৈক-বাক্যতা, বাক্যার্থ-বোধক বাক্যের সহিত বাক্যান্তরের এক-বাক্যতা হইলে বাক্যৈক-বাক্যতা হয়। উহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

'দর্শ-পৌর্ণমাসাভ্যং স্বর্গকামো যজেত'—এই বাক্যে বিহিত যাগের ফল উক্ত হইয়াছে। এই হেতু উহা অঙ্গী বা প্রধান যাগ। উহা উপকার্য্য। সুতরাং উহার উপকারক বা অঙ্গ আছে। উক্ত বাক্যের অন্তর্গত স্বর্গকাম পদের দ্বারা স্বর্গ, যজ ধাতু দ্বারা যাগ ও আখ্যাতের দ্বারা ভাবনা উপস্থিত হইলে পরস্পরের আকাঙ্ক্ষাবশে স্বর্গ সাধ্যরূপে এবং যাগ করণরূপে ভাবনার সহিত অন্বিত হইলে "যাগকরণক স্বর্গফলক ভাবনা" এইরূপ খণ্ড বাক্যার্থের বোধ হয় এবং যাগের সাধ্যাকাঙ্ক্ষা ও করণাকাঙ্ক্ষা নিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু

বাক্যানাঞ্চ পরস্পরাপেক্ষিতাঙ্গাঙ্গি-ভাব-বোধকত্বয়ৈক-বাক্যত্বম্। তদুক্তম্—

স্বার্থ-বোধে সমাপ্তানামঙ্গাঙ্গিত্বাদ্যপেক্ষয়া।

বাক্যানামেকবাক্যত্বং পুনঃ সংহত্য জায়তে॥

ইতি। এবং দ্বিবিধোঽপি পদার্থো নিরূপিতঃ। তদুপস্থিতিশ্চাসত্তিঃ।

করিবে) ইত্যাদি বাক্য-সমূহের পরস্পরের অপেক্ষিত অঙ্গাঙ্গিভাবের বোধকত্ব হেতু বাক্যৈক-বাক্যতা হইয়া থাকে। "স্বার্থবোধে সমাপ্তানামঙ্গাঙ্গিত্বাদ্যপেক্ষয়া। বাক্যানামেকবাক্যত্বং পুনঃ সংহত্য জায়তে॥" (নিজ নিজ স্বার্থবোধে পরিসমাপ্ত অর্থাৎ কৃত-কৃত্য খণ্ড বাক্যসমূহের অঙ্গাঙ্গিভাবের অপেক্ষায় (আকাঙ্ক্ষা হেতু) পরস্পর খণ্ড বাক্য-সমূহ মিলিত হইলে তাহাদের একবাক্যতা জন্মে) এই বাক্যের দ্বারা ভট্টপাদ কুমারিল

বিবৃতি

ইতি-কর্ত্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা বা অঙ্গাকাঙ্ক্ষা নিবর্ত্তিত হয় না ; যে হেতু সে সময়ে অঙ্গভূত কোন কর্ম কোন পদের দ্বারা উপস্থিত না হওয়ায় অঙ্গের সহিত ভাবনার অন্বয় হয় নাই। সুতরাং বিধি বিধেয় যাগের স্বরূপনিষ্পত্তি-রূপ উপকার প্রাপ্তির জন্য অঙ্গকে অপেক্ষা করিয়া সাকাঙ্ক্ষ হইয়া আছে।

দর্শ-পৌর্ণমাস বাক্যের পরেই "সমিধো যজতি, তনূনপাতং যজতি, ইড়ো যজতি" ইত্যাদি বাক্য আম্নাত হইয়াছে। উক্ত বাক্যে বিহিত যাগসমূহের কোন ফল উক্ত হয় নাই। এই হেতু ইহারা অঙ্গ যাগ[১]। অঙ্গ মাত্রই উপকারক। সুতরাং উহাদের উপকার্য্য বা অঙ্গী আছে। উক্ত বাক্য সমূহের অন্তর্গত আখ্যাত প্রত্যয়ের দ্বারা ভাবনা, যজ্ ধাতু দ্বারা যাগ উপস্থিত হইয়া পরস্পর আকাঙ্ক্ষাবশে অন্বিত হইলে যাগ-করণক ভাবনা-রূপ খণ্ড বাক্যার্থের বোধ হয়। ইহাতে ভাবনার সাধনাকাঙ্ক্ষা নিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু "সমিধ্ নামধের যাগের দ্বারা কি উৎপাদন করিব" এইরূপ উপকার্য্যা-কাঙ্ক্ষা নিবর্ত্তিত হয় না, কারণ সেই বাক্যের অন্তর্গত কোন পদের দ্বারা উপকার্য্য উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং অঙ্গবিধি উপকার্য্য অঙ্গীকে অপেক্ষা করিয়া সাকাঙ্ক্ষ হইয়া আছে। অঙ্গি-বিধি বিধের যাগের স্বরূপনিষ্পত্তিকে আকাঙ্ক্ষা করে। অঙ্গবিধি বিধেয় যাগের উপকার্য্য অর্থাৎ নিষ্পাদ্যকে আকাঙ্ক্ষা করে। পরস্পরের এই আকাঙ্ক্ষাবশে পরস্পর মিলিত হইয়া একটি বাক্যে পর্য্যবসিত হইলে "সমিধাদি যাগ-নিষ্পাদ্য দর্শ-পৌর্ণমাস যাগ দ্বারা স্বর্গ উৎপাদন কর" এইরূপ মহাবাক্যার্থের বোধ হইবে। উক্ত খণ্ড বাক্যদ্বয় খণ্ড-বাক্যার্থ বোধের অনন্তর পরস্পর আকাঙ্ক্ষাবশে মিলিত হইয়া একবাক্য-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া এই এক-বাক্যতাকে বাক্যৈক-বাক্যতা বলে।

১। "ফলবৎ সন্নিধৌ অফলং তদঙ্গম্" মীমাংসকের এই নিয়মানুসারে ফলবৎ কর্মের সন্নিধিতে যে সমস্ত নিষ্ফল কর্ম বিহিত হইয়াছে, সেই সমস্ত কর্মই অঙ্গ কর্ম। ঐ সমস্ত অঙ্গ কর্মের নিজস্ব বিহিত কোন ফল নাই। অঙ্গীর ফলই উহাদের ফল অর্থাৎ অঙ্গ ও অঙ্গীর একই ফল। তাই উহা নিষ্ফল বলিয়া কথিত হয়।

সা চ শাব্দবোধে হেতুঃ ; তথৈবান্বয়-ব্যতিরেক-দর্শনাৎ। এবং মহাবাক্যার্থ-বোধেঽবান্তর-বাক্যার্থ-বোধো হেতুঃ ; তথৈবান্বয়াদ্যবধারণাৎ।

ক্রম-প্রাপ্তং তাৎপর্য্যং নিরূপ্যতে। তত্র তৎ-প্রতীতীচ্ছয়োচ্চরিতত্বং ন তাৎপর্য্যম্, অর্থজ্ঞান-শূন্যেন পুরুষেণোচ্চরিতাদ্ বেদাদর্থাভান-প্রসঙ্গাৎ। অয়মধ্যাপকোঽব্যুৎপন্ন ইতি বিশেষ-দর্শনেন তাৎপর্য্য-ভ্রমস্যাপ্যভাবাৎ। ন

কর্ত্তৃক তাহাই উক্ত হইয়াছে। এইরূপে দুই প্রকার পদার্থই নিরূপিত হইল। সেই পদার্থদ্বয়ের [অব্যবধানে] উপস্থিতি হইতেছে আসত্তি। সেই আসত্তি শাব্দ-বোধে হেতু ; যেহেতু সেইরূপই অন্বয় ও ব্যতিরেক দেখা যায়। এইরূপ মহাবাক্যার্থের বোধে অবান্তর বাক্যার্থের বোধ হেতু , যেহেতু সেইরূপই অন্বয়ব্যতিরেক নিশ্চয় আছে।

ক্রমপ্রাপ্ত তাৎপর্য্য নিরূপিত হইতেছে। সে স্থলে অর্থাৎ তাৎপর্য্য লক্ষণের মধ্যে তৎ-প্রতীতির ইচ্ছায় উচ্চরিতত্বটি তাৎপর্য্য নহে ; যেহেতু অর্থজ্ঞান-রহিত পুরুষকর্ত্তৃক উচ্চারিত বেদ (বাক্য) হইতে বাক্যার্থ-বোধের অভাব প্রসঙ্গ হইবে এবং "অয়ম্ অধ্যাপকোঽব্যুৎপন্নঃ" (এই অধ্যাপক অব্যুৎপন্ন অর্থাৎ বাক্যার্থ জ্ঞানশূন্য)—এইরূপ বিশেষ নিশ্চয় আছে বলিয়া [সেস্থলে] তাৎপর্য্যের ভ্রমও হইতে পারে না। ঈশ্বরের

বিবৃতি

আসত্তি নিরূপিত হইল। সম্প্রতি উদ্দেশ ক্রমানুসারে তাৎপর্য্য নিরূপিত হইতেছে। বক্তা অন্য পুরুষে নিজ বোধের সদৃশ বোধ উৎপাদনের জন্য "এই বাক্য হইতে এই অর্থের বোধ হউক, এইরূপ ইচ্ছায় বাক্য উচ্চারণ করেন। শ্রোতা সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বুঝেন যে, এই অর্থ প্রতীতির ইচ্ছায় এই বাক্য উচ্চরিত হইয়াছে। বাক্যটী তদর্থ বোধের ইচ্ছায় উচ্চরিত বলিয়া উহাতে যে তদর্থবোধের ইচ্ছায় উচ্চরিতত্ব ধর্ম আছে। নৈয়ায়িকগণ উহাকে তাৎপর্য্য বলেন। উক্ত মত খণ্ডন করিতে বলিলেন—**অর্থজ্ঞান**। যাহার বাক্যার্থ বোধ নাই, সে বাক্যার্থ বোধের ইচ্ছায় বাক্য উচ্চারণ করে না। সুতরাং তাহার উচ্চরিত বেদবাক্যে তদর্থ-প্রতীতির ইচ্ছায় উচ্চরিত্ব-রূপ তাৎপর্য্য না থাকায় সেই বেদ-বাক্য হইতে বাক্যার্থ-বোধ না হউক। অথচ তাহা হইতে শ্রোতার বাক্যার্থ-বোধ হইয়া থাকে ; অতএব তদর্থ প্রতীতির ইচ্ছায় উচ্চরিতত্বটি তাৎপর্য্য নহে। তাদৃশ বাক্যে বস্তুতঃ তাৎপর্য্য না থাকিলেও শ্রোতার তাৎপর্য্যের ভ্রমবশতঃ তাহা হইতে বাক্যার্থ বোধ হয়, ইহা বলা যায় না ; কারণ শ্রোতার 'ঐ বক্তা বেদার্থজ্ঞান শূন্য'—এইরূপ বিশেষ নিশ্চয় আছে বলিয়া তাৎপর্য্য ভ্রম হইতে পারে না। যেখানে অর্থ-জ্ঞানের অভাব নিশ্চিত হয় নাই ; সেখানে 'অর্থজ্ঞানের ইচ্ছায় উচ্চরিত' এইরূপ ভ্রম হইতে পারে। পরন্তু যেখানে বক্তার অর্থজ্ঞান নাই বলিয়া নিশ্চয় হইয়া আছে, সেখানে বক্তার অর্থজ্ঞানের ইচ্ছা ও তৎপ্রযুক্ত উচ্চারণের ভ্রম সম্ভব নহে। সেস্থলে ঈশ্বরের

চেশ্বর-তাৎপর্য্য-জ্ঞানাৎ তত্র শাব্দ-বোধ ইতি বাচ্যম্ ; ঈশ্বরানঙ্গীকর্তু রপি তদ্বাক্যার্থ-প্রতিপত্তি-দর্শনাৎ। উচ্যতে। তৎ-প্রতীতি-জনন-যোগ্যত্বং তাৎপর্য্যম্। গেহে ঘট ইতি বাক্যং গেহে ঘট-সংসর্গ-প্রতীতি-জনন-যোগ্যম্, ন তু পট-সংসর্গ-প্রতীতি-জনন-যোগ্যমিতি তদ্ বাক্যং ঘট-সংসর্গ-পরম্, ন তু পট-সংসর্গ-পরমিতি ব্যপদিশ্যতে। নন্নু সৈন্ধবমানয়েত্যাদি-বাক্যং যদা লবণানয়ন-প্রতীতীচ্ছয়া প্রযুক্তম্, তদাপ্যশ্ব-সংসর্গ-প্রতীতি-

---

তাৎপর্যজ্ঞান হইতে সে স্থলে শাব্দবোধ হয়—ইহা বলিতে পার না। ঈশ্বর অনঙ্গীকারী ব্যক্তিরও [তাদৃশ বাক্য হইতে] সেই বাক্যার্থের প্রতীতি হইতে দেখা যায়। [তাৎপর্য্যের লক্ষণ] কথিত হইতেছে। তৎপ্রতীতি জনন যোগ্যত্ব হইতেছে তাৎপর্য্য। 'গেহে ঘটঃ' এই বাক্যটী গৃহে ঘটসংসর্গের প্রতীতির উৎপাদনে যোগ্য ; কিন্তু পট-সংসর্গের প্রতীতির জননে যোগ্য নহে। এই হেতু সেই বাক্য ঘটসংসর্গ-পর (ঘটের সংসর্গে তাৎপর্য্যবান্), পটসংর্গ-পর নহে— এইরূপ ব্যপদেশ (ব্যবহার) হইয়া থাকে।

আচ্ছা, 'সৈন্ধবমানয়' (সৈন্ধব আন) ইত্যাদি বাক্য যখন লবণ আনয়নের ইচ্ছায় উচ্চ'রিত হয়, তখনও [সেই সৈন্ধব পদের] অশ্ব-সংসর্গের প্রতীতি জননে স্বরূপ

বিবৃতি

তাৎপর্য্য জ্ঞান হইতে শাব্দ বোধ হয়। তাদৃশ বাক্যে বক্তার তাৎপর্য্য না থাকিলেও বেদ-কর্ত্তা ঈশ্বরের তাৎপর্য্য আছে। "এই বেদ-বাক্য হইতে এইরূপ অর্থের বোধ হউক, এইরূপ ইচ্ছা করিয়া তিনি বেদ উচ্চারণ করিয়াছেন, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া শাব্দ বোধ হয়, ইহাও বলা যায় না। যে সমস্ত মীমাংসক ও সাংখ্য ঈশ্বর স্বীকার করেন না, তাঁহাদের ঈশ্বরীয় তাৎপর্য্যের জ্ঞান হইতে পারে না, কিন্তু তাদৃশ বেদ-বাক্য হইতে তাঁহাদেরও বেদার্থ জ্ঞান হয়। সুতরাং তদর্থ প্রতীতির ইচ্ছায় উচ্চরিতত্ব তাৎপর্য্য নহে। কিন্তু তদর্থ-প্রতীতির জনন-যোগ্যত্বই তাৎপর্য্য। বাক্যটীর যে অর্থে তাৎপর্য্য, সেই অর্থের বোধ উৎপাদনের স্বরূপ-যোগ্যত্বই তাৎপর্য্য।

যদি তদর্থ-বোধ উৎপাদনের স্বরূপ-যোগ্যত্বই তাৎপর্য্য হয়। তবে নানার্থক পদ-ঘটিত বাক্যের একটি অর্থে যখন তাৎপর্য্য থাকে, তখন অন্যার্থেও তাৎপর্য্যের আপত্তি হইবে ; যেহেতু অন্য অর্থের প্রতীতির উৎপাদনে সেই বাক্যের স্বরূপ-যোগ্যতা আছে। ইহা প্রকাশ করিতে বলিলেন—**নন্নু সৈন্ধবমানয়**। সৈন্ধব শব্দ লবণ ও অশ্বের বাচক। ভোজনকালে মাত্র লবণ আনয়নের প্রতীতির ইচ্ছায় "সৈন্ধব-মানয়" এই বাক্য উচ্চারণ করিলে শ্রোতা এই বাক্যের তদর্থ (লবণের আনয়ন-রূপ অর্থের প্রতীতির ইচ্ছায় উচ্চরিতত্ব-রূপ তাৎপর্য্য নিশ্চয় করিয়া, আমার লবণানয়ন কর্ত্তব্য বুঝিয়া লবণই আনয়ন করে, অশ্ব আনয়ন করে না। ভ্রমণকালে এই বাক্য উচ্চরিত হইলে শ্রোতা এই বাক্যের

জননে স্বরূপ-যোগ্যতা-সত্ত্বাল্লবণ-পরত্ব-দশায়ামপ্যশ্বাদি-সংসর্গ-জ্ঞানাপত্তিরিতি চেৎ; ন; তদীতর-প্রতীতীচ্ছয়াঽনুচ্চরিতত্বস্যাপি তাৎপর্য্যং প্রতি বিশেষণত্বাৎ। তথাচ যদ্ বাক্যং যৎ-প্রতীতি-জনন-যোগ্যত্বে সতি তদন্য-প্রতীতীচ্ছয়াঽনুচ্চরিতম্, তদ্ বাক্যং তৎ-সংসর্গ-পরমিত্যুচ্যতে। শুকাদি-

যোগ্যত্ব আছে বলিয়া লবণ-পরত্ব-দশায়ও (লবণে তাৎপর্য্য স্থলেও) অশ্বাদি-সংসর্গের জ্ঞানাপত্তি—এই যদি বলি না; তাহা বলিতে পার না; যেহেতু তদিতর প্রতীতির ইচ্ছায় অনুচ্চরিতত্বেরও তাৎপর্য্য লক্ষণের প্রতি বিশেষণত্ব আছে। তাহা হইলে অর্থাৎ তাৎপর্য্যলক্ষণে এইরূপ বিশেষণ বিবক্ষিত হইলে যে বাক্য যদর্থের প্রতীতি উৎপাদনে যোগ্য হইয়া তদন্যার্থের প্রতীতির ইচ্ছায় অনুচ্চরিত, সেই বাক্য তদর্থের সংসর্গ-পর (সংসর্গে তাৎপর্য্যবান্)—ইহা কথিত হয়। শুকাদির উচ্চরিত বাক্য এবং অব্যুৎপন্ন

বিবৃতি

তদর্থ (অশ্বানয়ন-রূপ অর্থের) প্রতীতির ইচ্ছায় উচ্চরিতত্ব রূপ তাৎপর্য নিশ্চয় করিয়া, আমার অশ্বানয়ন কর্ত্তব্য ইহা বুঝিয়া অশ্বই আনয়ন করে, লবণ আনয়ন করে না। তদর্থ প্রতীতির ইচ্ছায় উচ্চরিতত্ব তাৎপর্য্য হইলে নানার্থ-পদ-ঘটিত বাক্য হইতে বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থের বোধ উপপন্ন হইতে পারে। কিন্তু তদর্থ প্রতীতির জননযোগ্যত্ব তাৎপর্য্য হইলে ভোজনকালেও উক্ত বাক্যের তদর্থ (অশ্বানয়ন-রূপ অর্থের) প্রতীতির জননে যোগ্যতা আছে বলিয়া উক্ত বাক্যের অশ্বানয়নে তাৎপর্য্য নিশ্চয় হইবে। তাহা হইলে ভোজন কালে লবণমাত্রের তাৎপর্য্য দশায় আনয়নে অশ্বাদি সম্বন্ধের প্রতীতি অর্থাৎ অশ্বানয়নের বোধ হউক, এইরূপ আপত্তি উপস্থিত হইবে।

এই আপত্তি খণ্ডন করিতে বলিলেন—**তদিতর-প্রতীতীচ্ছয়া**। তদর্থ প্রতীতির জনন-যোগ্যতামাত্র তাৎপর্য্য নহে। কিন্তু তদন্য-প্রতীতির ইচ্ছায় অনুচ্চরিতত্ব বিশিষ্ট তদর্থ-প্রতীতির জনন যোগ্যত্বই তাৎপর্য্য। যে বাক্যটি যে অর্থ বোধের উৎপাদনে স্বরূপযোগ্য হইয়া তদ্‌ভিন্ন অর্থের প্রতীতির ইচ্ছায় অনুচ্চরিত, সেই বাক্যটী সেই অর্থে তাৎপর্য্য বিশিষ্ট জানিবে। তাহা হইলে ভোজন কালে উচ্চরিত "সৈন্ধবমানয়" এই বাক্যের অশ্বানয়নে তাৎপর্য্যের আপত্তি নাই, যেহেতু উক্ত বাক্যে অশ্বসংসর্গ প্রতীতির উৎপাদনে যোগ্যতা থাকিলেও অশ্বভিন্ন লবণসংসর্গ প্রতীতির ইচ্ছায় উচ্চরিত হওয়ায় উহাতে তদন্য (অশ্বভিন্ন) প্রতীতির ইচ্ছায় উচ্চরিতত্ব আছে, অনুচ্চরিতত্ব নাই। শুক পক্ষীর উচ্চরিত বাক্যে বা বাক্যার্থ-জ্ঞানশূন্য পুরুষের উচ্চরিত বাক্যে বা উন্মত্তের বাক্যে তদর্থ প্রতীতির উৎপাদনে যোগ্যতা আছে এবং তদ্‌ভিন্ন অর্থের প্রতীতির ইচ্ছায় উচ্চরিত হয় নাই বলিয়া উহাতে তদ্ভিন্ন অর্থের প্রতীতির ইচ্ছায় অনুচরিতত্বও আছে। সুতরাং ঐ সকল বাক্যে তাৎপর্য্য লক্ষণের অব্যাপ্তি নাই। অতএব তদন্য অর্থের প্রতীতির ইচ্ছায় অনুচ্চরিতত্ব বিশিষ্ট তদর্থ প্রতীতির জনন-যোগ্যত্বই তাৎপর্য্য।

বাক্যেঽব্যুৎপন্নোচ্চরিত-বেদ-বাক্যাদৌ চ তৎ-প্রতীতীচ্ছায়া এবাভাবাৎ তদন্য-প্রতীতীচ্ছয়োচ্চরিতত্বাভাবেন লক্ষণ-সত্বান্নাব্যাপ্তিঃ। নচোভয়-প্রতীতী-চ্ছয়োচ্চরিতেঽব্যাপ্তিঃ, তদন্যমাত্র-প্রতীতীচ্ছয়াঽনুচ্চরিতত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। উক্ত-প্রতীতি-জনন-যোগ্যতায়াশ্চাবচ্ছেদিকা শক্তিঃ। অস্মাকন্তু মতে সর্বত্র কারণতায়া শক্তেরেবাঽচ্ছেদকত্বাদিতি ন কোঽপি দোষঃ। এবং তাৎপর্য্যস্য

(অর্থজ্ঞান-রহিত) পুরুষের উচ্চরিত বেদবাক্য প্রভৃতিতে তদর্থ প্রতীতির ইচ্ছারই অভাব থাকায় এবং তদর্থ ভিন্ন অন্য পদার্থের প্রতীতির ইচ্ছায় উচ্চরিতত্ব না থাকায় তাৎপর্য্যের লক্ষণ আছে বলিয়া অব্যাপ্তি হয় না। উভয় পদার্থের প্রতীতির ইচ্ছায় উচ্চরিত বাক্যেও অব্যাপ্তি হয় না, যে হেতু তদন্যমাত্রের প্রতীতির ইচ্ছায় অনুচ্চরিতত্ব [তদিতর পদের দ্বারা] বিবক্ষিত হইয়াছে। উক্ত প্রতীতির জনন যোগ্যতার অবচ্ছেদক হইতেছে শক্তি। আমাদের মতে কিন্তু সর্বত্র শক্তিই কারণতার অবচ্ছেদক হইয়া থাকে, এই হেতু কোন [অননুগম বা গৌরব] দোষ নাই।

বিবৃতি

যদি তাৎপর্য্যের এইরূপ লক্ষণ হয়, তবে দুই বা ততোধিক অর্থের প্রতীতির ইচ্ছায় উচ্চরিত শ্লিষ্ট বাক্যে ঐ লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, যেহেতু শ্লিষ্ট বাক্যমাত্র তদ্ভিন্ন অর্থের বোধেচ্ছায় উচ্চরিত হওয়ায় উহাতে তদ্ভিন্নার্থ বোধের ইচ্ছায় উচ্চরিতত্ব আছে, অনুচ্চ-রিতত্ব নাই। এইরূপ আপত্তি খণ্ডন করিতে বলিলেন—**তদন্যমাত্র-প্রতীতীচ্ছয়া**। তদ্ভিন্ন অর্থের প্রতীতির ইচ্ছায় অনুচ্চরিতত্ব শব্দের বিবক্ষিত অর্থাৎ তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত অর্থ হইতেছে—তদ্ভিন্ন অর্থমাত্রের প্রতীতির ইচ্ছায় অনুচ্চরিতত্ব। সুতরাং তাৎপর্য্যের লক্ষণ হইতেছে—তদ্ভিন্ন অর্থমাত্রের প্রতীতির ইচ্ছায় অনুচ্চরিতত্ব বিশিষ্ট তদর্থ-প্রতীতির জনন-যোগ্যত্ব। শ্লিষ্ট বাক্যটি কেবল তদ্ভিন্ন অর্থমাত্রের প্রতীতির ইচ্ছায় উচ্চরিত হয় নাই। উহা উভয় অর্থের প্রতীতির ইচ্ছায় উচ্চরিত হইয়াছে। অতএব উহাতে তদন্যমাত্রের প্রতীতির ইচ্ছায় অনুচ্চরিত্ব বিশিষ্ট তদর্থ প্রতীতির জনন-যোগত্ব-রূপ তাৎপর্য্যের লক্ষণ থাকায় অব্যাপ্তি হয় না।

বস্তুতঃ বক্তা বাক্যের দ্বারা যে অর্থ বুঝাইতে ইচ্ছুক। লক্ষণান্তর্গত বুদ্ধিস্থ-বাচক তৎ-পদের দ্বারা সেই সমুদায় গৃহীত হইবে। শ্লিষ্টবাক্য স্থলে বক্তা যখন উভয় অর্থ বুঝাইতে ইচ্ছুক, তখন তৎপদের দ্বারা উভয় অর্থ গৃহীত হইবে। তদন্য শব্দে এই উভয়ার্থ-ভিন্ন অর্থ বুঝাইবে। বক্তা ঐ উভয়ার্থ হইতে ভিন্ন অর্থের প্রতীতির ইচ্ছায় শ্লিষ্ট বাক্য উচ্চারণ করেন নাই বলিয়া উহাতে তদন্য অর্থের প্রতীতির ইচ্ছায় অনুচ্চরিতত্ব আছে। সুতরাং লক্ষণে মাত্রপদ নিবেশের প্রয়োজন কি? তাহা সুধীগণ চিন্তা করিবেন।

তদর্থ প্রতীতির জনন-যোগ্যত্বরূপ তাৎপর্য্যের নিশ্চয় থাকিলে শাব্দবোধ হয়, নচেৎ

তৎ-প্রতীতি-জনকত্ব-রূপস্য শাব্দজ্ঞান-জনকত্বে সিদ্ধে চতুর্থ-বর্ণকে তাৎপর্য্যস্য শাব্দজ্ঞান-হেতুত্ব-নিরাকরণ-বাক্যং তৎ-প্রতীতীচ্ছয়োচ্চরিত্ব-রূপ-তাৎপর্য্য-নিরাকরণ-পরম্। অন্যথা তাৎপর্য্য-নিশ্চয়-ফলক-বেদান্ত-বিচার-বৈয়র্থ্য-

---

এইরূপে তদর্থ-সংসর্গের প্রতীতিজনকত্ব-রূপ তাৎপর্য্যের (তাৎপর্য্য জ্ঞানের) শাব্দ-বোধের প্রতি হেতুত্ব সিদ্ধ হইলে [বিবরণের] চতুর্থবর্ণকে শাব্দবোধের প্রতি তাৎপর্য্যের হেতুত্ব খণ্ডন [বোধক] বাক্যটি তদর্থ-সংসর্গের প্রতীতির ইচ্ছায় উচ্চরিতত্বরূপ তাৎপর্য্যের হেতুত্ব খণ্ডন পর [বুঝিতে হইবে] অন্যথা অর্থাৎ তাৎপর্য্য জ্ঞানের প্রতি শাব্দবোধের হেতুত্ব অস্বীকার করিলে তাৎপর্য্য নিশ্চয়-ফলক বেদান্ত বাক্য বিচারের বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গ হইবে।

বিবৃতি

হয় না, এইরূপ অন্বয়-ব্যতিরেকেব দ্বারা তাৎপর্য্য নিশ্চয়ের শাব্দবোধ জনকত্বসিদ্ধ হয়, ইহা গ্রন্থকার মনে করেন। কিন্তু ভগবৎপাদ স্বপ্রকাশানুভব স্বকৃত বিবরণ গ্রন্থের চতুর্থ বর্ণকে তাৎপর্য্য নিশ্চয়ের শাব্দবোধ-হেতুত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব গ্রন্থকার কিরূপে তাৎপর্য্য নিশ্চয়কে শাব্দবোধের হেতু বলিলেন? এতদুত্তরে গ্রন্থকার বলিলেন—**এবং তাৎ-পর্য্যস্য**। তদর্থ প্রতীতির ইচ্ছায় উচ্চরিতত্ব-রূপ তাৎপর্য্যের নিশ্চয় শাব্দ বোধের হেতু নহে, ইহাই চতুর্থ বর্ণকান্তর্গত বিবরণ বাক্যর তাৎপর্য্য। এই অভিপ্রায়েই বিবরণকার তাৎপর্য্য নিশ্চয়ের শাব্দ-বোধ হেতুত্ব নাই বলিয়াছেন। তত্ত্বদীপন-কাবও স্পষ্টভাবে তাহাই বলিয়াছেন। তদর্থ প্রতীতির জনন-যোগ্যত্বরূপ তাৎপর্য্যের শাব্দবোধ হেতুত্ব নাই, এই অভিপ্রায়ে তাহা বলেন নাই। যদি তাৎপর্য্য নিশ্চয় শাব্দবোধের হেতুই না হয়, তবে বেদান্ত বাক্য বিচারের ব্যর্থতার আপত্তি হইবে। বেদান্ত বাক্য বিচারের ফল তাৎপর্য্য নিশ্চয়। এই তাৎপর্য্য নিশ্চয় যদি শাব্দ-বোধ বা অন্য কিছু ফল উৎপন্ন না করে, তবে বেদান্ত-বাক্য বিচার নিরর্থক।

বিববণকার বিশেষ বিচার পূর্ব্বক শাব্দবোধেব প্রতি তাৎপর্য্য জ্ঞানেব হেতুত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। (বি, ৮০৪-৮০৭ দ্রষ্টব্য) বস্তুতঃ বাক্যার্থ-বোধের প্রতি তাৎপর্য্য নিশ্চয় কোনরূপেই হেতু হইতে পারে না। উক্তরূপ তাৎপর্য্য নিশ্চয়কে বাক্যার্থ বোধের হেতু বলিলে অন্যোন্যাশ্রয় হয়। তাৎপর্য্যের বিশেষণ তদর্থের (বাক্যার্থের) জ্ঞান হইলে তাৎপর্য্যের জ্ঞান হয়, তাৎপর্য্যের জ্ঞান হইলে তদর্থের (বাক্যার্থের নিশ্চয় হয়। এই বাক্য হইতে দুইটী অর্থের বোধ হয়, কিন্তু বাক্যের তাৎপর্য্য কোথায়, তাহা জানি না— এইরূপ অনুভব অনেকেরই হইয়া থাকে। পয়ঃ আনীয়তাম্—এই বাক্যের অর্থ বোধের পরে শ্রোতার দুগ্ধ ও জল বিষয়ক প্রশ্ন হইয়া থাকে, দুগ্ধ আনিব অথবা জল আনিব? যদি তাৎপর্য নিশ্চয় বাক্যার্থ বোধের হেতু হইত, তবে উহা নিয়ত পূর্বে থাকিত. তদ্বিষয়ে পবে সংশয় হইত না। কিন্তু পুর্বোক্ত বাক্য হইতে বাক্যার্থ বোধের পরে দুগ্ধ ও জল-

প্রসঙ্গাৎ। কেচিৎ তু শাব্দজ্ঞানত্বাবচ্ছেদেন ন তাৎপর্য্য-জ্ঞানং হেতুরিত্যেবং-পরং চতুর্থ-বর্ণক-বাক্যম্। তাৎপর্য্য-সংশয়-বিপর্য্যয়োত্তর-শাব্দজ্ঞান-বিশেষে চ তাৎপর্য্য-জ্ঞানং হেতুরেব, ইদং বাক্যমেতৎপরমুতান্য-পরমিতি তাৎপর্য্য-সংশয়ে তদ্-বিপর্য্যয়ে চ তদুত্তর-বাক্যার্থ-নিশ্চয়স্য তাৎপর্য্য-নিশ্চয়ং বিনাঽনুপপত্তেরিত্যাহুঃ।

অভেদরত্ন-কার প্রভৃতি কোন কোন আচার্য্য এই বলেন যে, শাব্দবোধত্বাবচ্ছেদে অর্থাৎ শাব্দবোধমাত্রের প্রতি তাৎপর্য্য জ্ঞান হেতু নহে—এই তাৎপর্য্যকই চতুর্থ বর্ণক বাক্য। তাৎপর্য্যের সংশয় ও ভ্রমের পরবর্ত্তী [জায়মান] শাব্দবোধ বিশেষে তাৎপর্য্য-জ্ঞান হেতুই হয়। এই বাক্যটি এতদর্থ-তাৎপর্য্যক অথবা অন্যার্থ তাৎপর্য্যক—এইরূপ তাৎপর্য্য সংশয় হইলে বা তাহার বিপর্য্যয় (ভ্রম) হইলে তাৎপর্য্য নিশ্চয় ব্যতীত সেই তাৎপর্য্য-সংশয় ও তাৎপর্য্য বিপর্য্যয়ের পরে বাক্যার্থ নিশ্চয়ের উপপত্তি হয় না।

বিবৃতি

বিষয়ক তাৎপর্য্যের সংশয় হইতেছে। সুতরাং বাক্যার্থ-বোধের প্রতি তাৎপর্য্য নিশ্চয় নিয়ত পূর্বে থাকে না বলিয়া উহা তাহার হেতু হইতে পারে না। তাৎপর্য্য নিশ্চয় না হইলে পুরুষের দোষ-কৃত তাৎপর্য্য সংশয় বা তাৎপর্য্য ভ্রম নিবৃত্ত হয় না। সুতরাং তাৎপর্য্যের সংশয় বা ভ্রমের নিবৃত্তির জন্য তাৎপর্য্য নিশ্চয়[১] এবং তাৎপর্য্য নিশ্চয়ের জন্য বেদান্ত বাক্যের বিচার আবশ্যক।

বেদান্তীর মধ্যে কেহ কেহ বলেন—কোন কোন শাব্দ বোধের প্রতি তাৎপর্য্য নিশ্চয় হেতু হইলেও শাব্দ-বোধ মাত্রের প্রতি তাৎপর্য্য নিশ্চয় হেতু নহে, ইহাই উক্ত বিবরণ বাক্যের তাৎপর্য্য। বাক্য হইতে অর্থবোধের পরে কোন পুরুষের দোষ জন্য তাৎপর্য্যের সংশয় বা বিপর্য্যয় হয়। বিচার দ্বারা তাৎপর্য্যের নিশ্চয় করিয়া তদ্দ্বারা উক্ত সংশয় বা বিপর্য্যয় নিবৃত্ত হইলে, পরে যে তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থের বোধ জন্মে, সেই অর্থবোধের প্রতি তাৎপর্য্য নিশ্চয় হেতু, অন্য কোন অর্থবোধের প্রতি তাৎপর্য্য নিশ্চয় হেতু নহে। এই বাক্যটির এই অর্থে তাৎপর্য্য অথবা অন্য অর্থে তাৎপর্য্য—এইরূপ তাৎপর্য্য সংশয় কিম্বা এই অর্থে তাৎপর্য্য, ঐ অর্থে তাৎপর্য্য নহে—এইরূপ তাৎপর্য্য ভ্রম হইলে, পরে যে বাক্যার্থের নিশ্চয় জন্মে, তাহা তাৎপর্য্য নিশ্চয় ব্যতীত হইতে পারে না। সুতরাং সংশয় বা বিপর্য্যয়ের পরবর্ত্তী বাক্যর্থ বোধের প্রতি তাৎপর্য্য নিশ্চয় হেতু, সমস্ত বাক্যার্থ-বোধের প্রতি তাৎপর্য্য নিশ্চয় হেতু নহে। ইহা অভেদরত্নকারের মত।

পরিভাষাকারের এই মতে সম্মতি নাই। এই জন্যই তিনি **"আহুঃ"** বলিয়া

১। "তস্মাৎ পদানামেব সংসর্গ-প্রতিপাদন-সামর্থ্যান্মুখ্য-লক্ষণাদ্বারেণ প্রমাণান্তরাবিরুদ্ধে সংসর্গে প্রতিপন্নে দোষান্তর-নিমিত্ত-সংশয়-বিপর্য্যাসাদি-জ্ঞান-নিরাকরণায় তাৎপর্য্যাবগম ইতি সিদ্ধম্"—বে, ৮০৭ পৃঃ

তচ্চ তাৎপর্য্যং বেদে মীমাংসা-পরিশোধিত-ন্যায়াদেবাবধার্য্যতে; লোকে তু প্রকরণাদিনা। তত্র লৌকিক-বাক্যানাং মানান্তরাবগতার্থতয়াঽনুবাদ-

তন্মধ্যে বেদবাক্যে সেই তাৎপর্য্যটি মীমাংসা পরিশোধিত (বেদবাক্য বিচারের দ্বারা নির্দোষরূপে উপলব্ধ) ন্যায়ের (পঞ্চাবয়বাত্মক অধিকরণের) দ্বারা নিশ্চয় হয়। লৌকিক বাক্যে কিন্তু প্রকরণ, বাক্য, দেশ কাল প্রভৃতি দ্বারা তাৎপর্য্যের নিশ্চয় হয়। তন্মধ্যে

বিবৃতি

অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, শাব্দবোধ সামান্যের প্রতি তাৎপর্য্য নিশ্চয় হেতু হইলে শাব্দবোধ তাহার কার্য্য এবং শাব্দত্ব বা শাব্দবোধত্ব সেই কার্য্যগত কার্য্যতার অবচ্ছেদক হয়। সংশয়োত্তর বা বিপর্য্যয়োত্তর শাব্দবোধ তাৎপর্য্য-নিশ্চয়ের কার্য্য হইলে সেই কার্য্যতার অবচ্ছেদক হইবে সংশয়োত্তর শাব্দ বোধত্ব বা বিপর্য্যযোত্তর শাব্দবোধত্ব। উহা শুদ্ধ শাব্দবোধত্ব অপেক্ষা গুরু। লঘু ধর্ম কার্য্যতার অবচ্ছেদক হইতে পারিলে গুরু ধর্ম কার্য্যতার অবচ্ছেদক হয় না। এই জন্য শাব্দ-বোধ বিশেষের প্রতি তাৎপর্য্য নিশ্চয়কে হেতু না বলিয়া শাব্দবোধ সামান্যের প্রতি তাৎপর্য্য নিশ্চয়কে হেতু বলা উচিত।

তাৎপর্য্য নিশ্চয় শাব্দবোধের হেতু, ইহা উক্ত হইয়াছে। সম্পতি সেই তাৎপর্য্য নিশ্চয়ের উপায় নির্দেশ করিতে বলিলেন—**তাৎপর্য্যম্**। মীমাংসা পরিশোধিত অর্থাৎ বিচারের দ্বারা নির্ণীত ন্যায়ের দ্বারা বেদবাক্যের তাৎপর্য্য নিশ্চয় হয়। ন্যায় শব্দে পঞ্চা-বয়বাত্মক অধিকরণ বা উপক্রমাদি ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্য গ্রাহক লিঙ্গকে বুঝায়। লৌকিক বাক্যের কিন্তু প্রকরণ প্রভৃতির দ্বারা তাৎপর্য্য নিশ্চয় হয়। মহামতি ভর্ত্তৃহরি বাক্যপদীয়ে বলিয়াছেন—কেবল শব্দস্বরূপের দ্বারা শব্দের অর্থভেদ হয় না। বাক্য, প্রকরণ, প্রয়ো-জন, দেশ ও কাল অনুসারে শব্দের অর্থভেদ বা তাৎপর্য্যভেদ হইয়া থাকে[১]।

লৌকিক ও বৈদিক বাক্যর স্বরূপ, সহকারী কারণ ও ফল তুল্য হইলে উহারাও পরস্পর তুল্য হউক। এই আপত্তির উত্তরে বলিলেন—**তত্র লৌকিক-বাক্যানাং**। বাক্য-রচয়িতা পুরুষ প্রথমে প্রত্যক্ষ বা অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা বিষয় অনুভব করিয়া বাক্য রচনার পুর্বে সেই বিষয় স্মরণ পুর্বক বাক্য রচনা করেন। তাই লৌকিক বাক্য-মাত্রই গৃহীত-গ্রাহী বা অনুবাদক। অগৃহীত-গ্রাহিত্ব বা অজ্ঞাত-জ্ঞাপকত্ব নাই বলিয়া উহাদের মুখ্য প্রামাণ্য নাই। বেদ বাক্যের তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থ কোন প্রমাণের দ্বারা পুর্বে অধিগত হয় নাই। উহা গৃহীত-গ্রাহী বা জ্ঞাত-জ্ঞাপক নহে বলিয়া অনুবাদক নহে। অজ্ঞাত অর্থের জ্ঞাপক বলিয়া উহা মুখ্য প্রমাণ। লৌকিক বাক্যের রচয়িতা পুরুষ

১। মহামতি ভর্ত্তৃহরি তাৎপর্য্য গ্রাহক নির্ণয় করিতে বলিয়াছেন—বাক্যাৎ প্রকরণাদর্থাদৌচিত্যাদ্ দেশ-কালতঃ। শব্দার্থাঃ প্রবিভজ্যন্তে ন রূপাদেব কেবলাৎ॥ কেহ কেহ ইহাও বলিতেন—সংসর্গো বিপ্রয়োগশ্চ সাহচর্য্যং বিরোধিতা। অর্থঃ প্রকরণং লিঙ্গং শব্দস্যান্যস্য সন্নিধিঃ॥ বাক্যপদীয়ে এই মতের উল্লেখ আছে।

কত্বম্। বেদে তু বাক্যার্থজ্ঞাতাপূর্বত্বয়া নানুবাদকত্বম্। তত্র লোকে বেদে চ

লৌকিক বাক্যসমূহ প্রমাণান্তরের দ্বারা অবগত বাক্যার্থ বিষয়ক বলিয়া অনু-বাদক। বেদবাক্যে কিন্তু বাক্যার্থের অজ্ঞাতত্ব হেতু অনুবাদকত্ব নাই। তন্মধ্যে

বিবৃতি

বাক্যার্থ অনুভব ও স্মরণ করিয়া লৌকিক বাক্য রচনা করে। এই দৃষ্টান্তে মহর্ষি কণাদ "বুদ্ধি-পূর্বা বাক্যকৃতির্বেদে (৬।১) এই সূত্রে বেদরচনা ঈশ্বরের বুদ্ধি-পূর্বক বলিলেও বেদান্তি-মতে বেদের রচনা বুদ্ধি-পূর্বক নহে। তাঁহার বেদ রচনা ও বেদার্থবোধ যুগপৎ হইয়া থাকে। ইহা বাচস্পতিও বলিয়াছেন[১]। তাই ঈশ্বরের বেদ-রচনায় কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। অতএব বেদ অপৌরুষেয় ও অজ্ঞাত জ্ঞাপক। ইহাই লৌকিক ও বৈদিক বাক্যেব প্রভেদ।

লৌকিক বাক্যমাত্রই গৃহীত-গ্রাহী অনুবাদক। বেদবাক্য গৃহীত-গ্রাহী অনুবাদক নহে, ইহা উক্ত হইয়াছে, ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে, যেহেতু কার্য্য-পব অর্থাৎ যাগ, দানাদি ক্রিয়ার প্রতিপাদক বেদবাক্য অগৃহীত-গ্রাহী হইলেও সিদ্ধ-পর অর্থাৎ ব্রহ্ম বা দেবতাদি সিদ্ধ বস্তুর প্রতিপাদক বেদ-বাক্য অগৃহীত-গ্রাহী নহে, উহা গৃহীত-গ্রাহী, কারণ বৈদিক সিদ্ধ বস্তু মাত্রই লৌকিক ঘটাদি সিদ্ধ বস্তুর ন্যায় প্রমাণান্তরের দ্বাবা গৃহীত হইতে পারে। সুতবাং সিদ্ধ-পব বেদ-বাক্য গৃহীত-গ্রাহী বলিযা অনুবাদক। উহা লৌকিক বাক্যের ন্যায মুখ্য প্রমাণ না হউক। এই আপত্তির উত্তবে বলিলেন—**তত্র লোকে বেদে চ**। এখানে "লোকে" এই পদটী প্রসঙ্গতঃ উক্ত হইয়াছে। যেহেতু লৌকিক বাক্যমাত্রই অনুবাদ, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং কার্য্য-পর লৌকিক বাক্য অনুবাদ। উহা মুখ্য প্রমাণ নহে বুঝিতে হইবে। লৌকিক কার্য্য প্রমাণান্তরের বিষয বলিয়া কার্য্য-পর লৌকিক বাক্যের যেমন মুখ্য প্রামাণ্য নাই। তদ্রূপ বৈদিক সিদ্ধ বস্তু প্রমাণান্তরের বিষয় বলিয়া সিদ্ধ-পর বেদের প্রামাণ্য না থাকুক। ইহাই পূর্বপক্ষীর বক্তব্য, কিন্তু সিদ্ধ বস্তু হইলেই প্রমাণান্তরের বিষয হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই। স্বর্গ, দেবতা প্রভৃতি সিদ্ধ বস্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরের বিষয় নহে বলিয়া অপূর্ব অর্থাৎ অজ্ঞাত। সংখ্যকারিকায় সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণও বলিয়াছেন—"তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্"। বেদ সেই অজ্ঞাত সিদ্ধ বস্তুব প্রতিপাদক হওয়ায় উহার অগৃহীত-গ্রাহিত্ব-রূপ প্রামাণ্য আছে। লৌকিক বাক্যেব মত উহা অনুবাদমাত্র নহে।

যদি বৈদিক সিদ্ধার্থ তাৎপর্য্যক বাক্যগুলি সিদ্ধার্থের বোধক হইত, তবে তাহাদের প্রামাণ্য থাকিত, কিন্তু তাহারা স্বর্গ, দেবতা প্রভৃতি সিদ্ধ অর্থের বোধক হইতে পারে

১। "তত্রেশ্বরস্য ন শাস্ত্রার্থ-জ্ঞান-পূর্বা শাস্ত্রক্রিয়া, যেনাস্য কপিলাদিবৎ স্বাতন্ত্র্যং ভবেৎ। শাস্ত্রার্থ-জ্ঞানকাস্ত স্বয়মাবির্ভবদপি ন শাস্ত্রকারণতামুপৈতি; দ্বয়োরপর্য্যায়েণাবির্ভাবাৎ"—বেঃ ২।১।১

কার্য্য-পরাণামিব সিদ্ধার্থানামপ্যপূর্বতয়া প্রামাণ্যম্ ; পুত্রস্তে জাতঃ, কন্যা তে গর্ভিণীত্যাদিষু সিদ্ধার্থেষ্বপি পদানাং সামর্থ্যাবধারণাৎ। অত এব বেদান্ত-

---

লোকে ও বেদে কার্য্য-তাৎপর্য্যক বাক্যের অজ্ঞাতত্ব হেতু প্রামাণ্য আছে ; যেহেতু সিদ্ধার্থ-বিষয়ক "পুত্রস্তে জাতঃ" (তোমার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে), 'কন্যা তে গর্ভিণী' (তোমার অনূঢ়া কন্যা গর্ভিণী) ইত্যাদি বাক্য স্থলে সিদ্ধার্থেও [হর্ষ-বিষাদাদি লিঙ্গের দ্বারা] পুত্র, কন্যাদি পদের শক্তিনিশ্চয় হইয়া থাকে। এই হেতুই অর্থাৎ সিদ্ধ বস্তুতে শক্তিগ্রহ

বিবৃতি

না, কারণ বৃদ্ধ-ব্যবহারের দ্বারা কার্য্য পদার্থেই শক্তির জ্ঞান হয়, সিদ্ধ পদার্থে শক্তি-জ্ঞানের কোন উপায় নাই। অতএব বেদান্ত-বাক্য সিদ্ধ ব্রহ্মের বোধক হইতে পারে না বলিয়া তাহার প্রামাণ্য থাকিতে পাবে না। এই জন্যই মহর্ষি জৈমিনি ও ভট্ট কুমারিল প্রভৃতি আচার্য্যগণ সমস্ত বেদকে ক্রিয়া-তাৎপর্য্যক বলিয়াছেন। এইরূপ আপত্তিব উত্তরে বলিলেন—**"পুত্রস্তে জাতঃ, কন্যা তে গর্ভিণী।** বৃদ্ধের ব্যবহার যেমন শক্তি জ্ঞানের হেতু। হর্ষ, বিষাদ, অঙ্গুলি-নির্দেশ পূর্বক মাতাপিতার সংকেত প্রভৃতিও সেইরূপ শক্তিজ্ঞানের হেতু। 'পুত্রস্তে জাত' এই স্থলে হর্ষের দ্বারা, 'কন্যা তে গর্ভিণী' এই স্থলে বিষাদেব দ্বারা, 'অয়ং ঘটঃ, অয়ং চন্দ্রঃ' ইত্যাদি স্থলে বস্তু বিশেষের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ দ্বারা লোকে পুত্র, কন্যা ও ঘটাদি পদের সিদ্ধ পুত্রাদিতে শক্তিজ্ঞান হইতে পারে। আচার্য্য বাচস্পতি ভামতীতে (১৩১ পৃঃ) বিশেষ বিচার পূর্বক ইহা উপপাদন করিয়াছেন। বেদে 'বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ' ইত্যাদি স্থলে বৃদ্ধের প্রয়োগ দ্বারা ইন্দ্রাদি পদের শক্তিজ্ঞান হইতে পারে। অতএব সিদ্ধার্থক বাক্যগুলি সিদ্ধার্থের বোধক ও প্রমাণ।

শক্যতাবচ্ছেদক ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীই শক্য হইয়া থাকে। স্বর্গ স্বর্গত্ব-বিশিষ্ট এবং ইন্দ্রাদি ইন্দ্রত্বাদি বিশিষ্ট বলিয়া স্বর্গাদি পদের স্বর্গত্ব-বিশিষ্ট স্বর্গাদিতে শক্তিজ্ঞান হইতে পারে। নির্ধর্মক ব্রহ্মের কিন্তু শক্যতাবচ্ছেদক কোন ধর্ম নাই। সুতরাং ব্রহ্মপদের ব্রহ্মে শক্তি-জ্ঞান হইতে পারে না। অতএব বেদান্ত-বাক্য ব্রহ্মের বোধক হইতে না পারায় ব্রহ্মে প্রমাণ নহে। এই আপত্তির উত্তরে বলিলেন—**অত এব বেদান্তানাং।** আকাশ শব্দের দ্বারা কখনও আকাশত্বরূপে, কখনও বা অষ্ট দ্রব্যাতিরিক্ত দ্রব্যত্বরূপে আকাশের বোধ হইয়া থাকে, ইহা নৈয়ায়িক বলেন। এইজন্য আকাশ পদের আকাশত্ব ধর্মে শক্তি কল্পিত হয় নাই, কেবল আকাশেই শক্তি কল্পিত হইয়াছে। তদ্রূপ আমাদের মতে ব্রহ্ম কখনও সদ্রূপে, কখনও চিদ্রূপে, কখনও বা আনন্দরূপে প্রতিভাত হন বলিয়া ব্রহ্মপদের কেবল ব্রহ্মে শক্তি কল্পিত হইয়াছে। বৃদ্ধ-প্রয়োগ দ্বারা সত্যত্বাদি ধর্মোপলক্ষিত ব্রহ্মে ব্রহ্মপদের শক্তির জ্ঞান হয়। অতএব তত্ত্বমসি প্রভৃতি বেদান্ত-বাক্য ব্রহ্মে প্রমাণ। বস্তুতঃ নানা ব্যক্তি স্থলে অনুগত ধর্ম ব্যতীত কেবল ব্যক্তিতে শক্তিজ্ঞান সম্ভব নহে বলিয়া ধর্মবিশিষ্ট

বাক্যানাং ব্রহ্মণি প্রামাণ্যম্। যথা চৈতৎ, তথা বিষয়পরিচ্ছেদে বক্ষ্যতে।

তত্র বেদানাং নিত্য-সর্বজ্ঞ-পরমেশ্বর-প্রণীতত্বেন প্রামাণ্যমিতি নৈয়ায়িকাঃ। বেদানাং নিত্যত্বেন নিরস্ত-সমস্ত পুংদূষণতয়া প্রামাণ্যমিত্যধ্বর-

---

হয় বলিয়াই বেদান্ত বাক্যসমূহের ব্রহ্মে প্রামাণ্য আছে। যে প্রকারে এই প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়, সেই প্রকার বিষয় পরিচ্ছেদে কথিত হইবে।

তন্মধ্যে অর্থাৎ বেদ প্রামাণ্য-বাদিগণের মধ্যে বেদ-সমূহ নিত্য সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের প্রণীত বলিয়া অর্থাৎ আপ্ত পুরুষের দ্বারা রচিত বলিয়া প্রমাণ—ইহা নৈয়ায়িকগণ

বিবৃতি

ধর্মীতে শক্তি স্বীকার করিতে হয়। যে শব্দের বাচ্য ব্যক্তি মাত্র একটি, যে শব্দের দ্বারা নানারূপে সেই ব্যক্তির বোধ হয়, সেই শব্দের ধর্মে শক্তি স্বীকারের কোনই আবশ্যকতা নাই।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" প্রভৃতি নির্গুণ ব্রহ্ম-তাৎপর্য্যক বাক্যগুলি প্রমাণ হইলেও জীব ও ব্রহ্মের অভেদ তাৎপর্য্যক "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বেদান্ত বাক্যগুলি প্রমাণ নহে। যেহেতু "নাহং ব্রহ্ম" এইরূপ প্রত্যক্ষ-বিরোধ রহিয়াছে। এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলিলেন—**যথা চৈতৎ**। "নাহং ব্রহ্ম" এইরূপ প্রত্যক্ষ সত্ত্বেও তত্ত্বমসি বাক্য বা সৃষ্টি বাক্য ব্রহ্মে যেরূপে প্রমাণ হয়, তাহা বিষয় পরিচ্ছেদে কথিত হইবে।

বাক্যমাত্র স্বভাবতঃ নির্দোষ হইলেও পুরুষ স্বকীয় ভ্রম, প্রমাদি দোষে শব্দের অন্যরূপ শক্তি এবং বাক্যের অন্যরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া ভ্রান্ত হইলে লৌকিক কোন কোন বাক্য যেরূপ দুষ্ট হয়, প্রমাণ হয় না। তদ্রূপ পুরুষ-রচিত কোন কোন বেদ-বাক্য পুরুষের দোষে দুষ্ট। অতএব তাহা প্রমাণ হইতে পারে না। নাস্তিকগণের এই আপত্তির উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন—**তত্র বেদানাং**। তত্ত্বের দর্শন, কারুণ্য, করণের পটুত্ব (ইন্দ্রিয়ের বিকার রাহিত্য) ও তত্ত্ব-খ্যাপনের ইচ্ছা—এই চারিটি গুণকে আপ্তি বলে। যাঁহার এই আপ্তি আছে, তিনি আপ্ত পুরুষ। জীবে কখনও কখনও এই আপ্তির আবির্ভাব হয়। তাই এই জীব কখনও আপ্ত, কখনও বা অনাপ্ত। ঈশ্বরে এই আপ্তি সর্বদাই আছে। তাই তিনি সর্বদাই আপ্ত। তত্ত্বের অদর্শন, অকারুণ্য, ইন্দ্রিয়ের বিকলতা ও তত্ত্ব-খ্যাপনের অনিচ্ছা—এইগুলি অনাপ্তি বা বাক্যগত দোষের হেতু। আপ্ত ব্যক্তির মধ্যে এই দোষের কোন সম্ভবনা নাই। বেদ সেই আপ্ত নিত্য সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের রচিত বলিয়া নির্দোষ এবং নির্দোষ বলিয়াই প্রমাণ। ইহা নৈয়ায়িকগণের মত।

মীমাংসকের মতে বেদ নিত্য। যে সমস্ত শ্রুতি বেদকে অনিত্য বলিয়াছেন বলিয়া নৈয়ায়িক প্রভৃতি মনে করেন, প্রমাণান্তর সমর্থিত নিত্যত্ব শ্রুতির বিরোধে সেই সমস্ত শ্রুতির সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকত্বে তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। অন্যথা তুল্য-বল বেদসমূহের পরস্পরের বিরোধে পরস্পর অপ্রমাণ হইয়া যাইবে। সুতরাং বেদের কেহ রচয়িতা নাই।

মীমাংসকাঃ। অস্মাকন্তু মতে বেদো ন নিত্যঃ, উৎপত্তিমত্ত্বাৎ। উৎপত্তিমত্ত্বে "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্ বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস" ইত্যাদি-শ্রুতেঃ। নাপি বেদানাং ত্রিক্ষণাবস্থায়িত্বম্, য এব বেদো দেবদত্তেনাধীতঃ, স এব ময়াপীত্যাদি-প্রত্যভিজ্ঞা-বিরোধাৎ। অত

বলেন। বেদসমূহ নিত্য বলিয়া সমস্ত পুরুষদোষ-রহিত। এই হেতু বেদ প্রমাণ—ইহা কর্ম মীমাংসক বলেন। আমাদের মতে কিন্তু বেদ নিত্য নহে; যেহেতু তাঁহার উৎপত্তি আছে। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্ বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস" (এই মহাভূতের অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন সত্য পরমাত্মার এই ঋগ্ বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অর্থবাঙ্গিরস অর্থাৎ অথর্ববেদ নিঃশ্বসিত অর্থাৎ নিঃশ্বাসের ন্যায় অপ্রযত্ন-সিদ্ধ) ইত্যাদি বেদ হইতে [বেদের] উৎপত্তি নিশ্চয় হয়। বেদ সমূহের ত্রিক্ষণাবস্থায়িত্বও (ক্ষণিকত্বও) নাই; যেহেতু "য এব বেদো দেবদত্তেনাধীতঃ, স এব ময়াপি" (যে বেদ দেবদত্তকর্তৃক অধীত, সেই বেদই আমার কর্তৃক অধীত) ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞার সহিত

বিবৃতি

যদি উহার কেহ রচয়িতা পুরুষ থাকিত, তবে অবিচ্ছিন্ন বৈদিক সম্প্রদায়ে তাহার কর্তার স্মরণ থাকত, কিন্তু কাহারও কর্তৃ-স্মরণ নাই। সুতরাং উহা পুরুষ-রচিত নহে। অতএব উহাতে পুরুষদোষ-নিবন্ধন দোষের কোন সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই উহা নির্দোষ স্বতঃ প্রমাণ। ইহা কর্ম-মীমাংসকগণ বলেন।

বেদান্তীর মতে বেদ নির্দোষ ঈশ্বর কর্তৃক রচিত বলিয়া নির্দোষ। কিন্তু বেদ নিত্য নহে, যেহেতু বেদের উৎপত্তি আছে। "অস্য মহতো ভূতস্য" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে বেদের উৎপত্তি অবগত হওয়া যায়। কোন কোন বেদ ও স্মৃতি যেরূপ বেদকে নিত্য বলিয়াছেন। তদ্রূপ বহু বেদ ও স্মৃতি বেদকে অনিত্য বলিয়াছেন। এই পরস্পর বিরুদ্ধ বেদ ও স্মৃতির মধ্যে অনিত্য প্রতিপাদক শ্রুতি ও স্মৃতি বলবতী; যেহেতু প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি বহু প্রমাণ উহাদের সমর্থক রহিয়াছে। অতএব প্রমাণান্তর সমর্থিত প্রবল অনিত্য শ্রুতির বিরোধে, নিত্য শ্রুতির প্রলয়কাল পর্য্যন্ত স্থায়িত্বে তাৎপর্য্য স্বীকার্য্য। অনিত্য বস্তুতে নিত্য পদের প্রয়োগ অসঙ্গত নহে। অতিদীর্ঘকাল স্থায়ী অনিত্য বস্তুতে নিত্য পদের প্রয়োগ বহু দেখা যায়। এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা চিৎসুখ, সিদ্ধান্তলেশ প্রভৃতিতে দ্রষ্টব্য।

বেদান্তীমতে বেদ পৌরুষের ও অনিত্য—ইহা উক্ত হইয়াছে। বেদান্তীমতে বেদ অনিত্য হইলেও নৈয়ায়িকের ন্যায় ত্রিক্ষণাবস্থায়ী অর্থাৎ ক্ষণিক নহে। নৈয়ায়িক মতে বর্ণ ক্ষণিক বলিয়া বর্ণ সমুদায়রূপ পদ এবং পদসমুদায়-রূপ বাক্যমাত্রই ক্ষণিক। বেদান্তিমতে বর্ণ ক্ষণিক নহে বলিয়া পদ বা বাক্য ক্ষণিক নহে। যদি বেদ ক্ষণিক হইত বা প্রতি পুরুষের উচ্চারণে ভিন্ন ভিন্ন বেদ উৎপন্ন হইয়া তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হইত, তবে যে বেদ

এব গকারাদি-বর্ণানামপি ন ক্ষণিকত্বম্, সোঽয়ং গকার ইতি প্রত্যভিজ্ঞা-বিরোধাৎ। তথাচ বর্ণ-পদ-বাক্য-সমুদায়-রূপস্য বেদস্য বিয়দাদিবৎ সৃষ্টি-কালীনোৎপত্তিকত্বং প্রলয়কালীন-ধ্বংস-প্রতিযোগিত্বঞ্চ, ন তু মধ্যে বর্ণানা-মুৎপত্তি-বিনাশৌ, অনন্ত-গকার-কল্পনায়াং গৌরবাৎ। অনুচ্চারণ-দশায়াং বর্ণানামনভিব্যক্তিস্তদুচ্চারণরূপ-ব্যঞ্জকাভাবান্ন বিরুধ্যতে, অন্ধকারস্থ-ঘটা-

---

বিরোধ হয়। এই হেতুই অর্থাৎ এই প্রত্যভিজ্ঞা বিরোধ হেতুই গকারাদি বর্ণেরও ক্ষণিকত্ব নাই; যেহেতু "এই সেই গকার" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞার সহিত বিরোধ হয়। সুতরাং বর্ণ, পদ, বাক্য-সমুদায়-রূপ বেদের সৃষ্টি-কালীন উৎপত্তিমত্ত্ব এবং প্রলয়-কালীন ধ্বংসের প্রতিযোগিত্ব আছে। সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যে কিন্তু বর্ণ সমূহের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই; যেহেতু অনন্ত গকারের (বর্ণের) কল্পনায় গৌরব হয়। সেই বর্ণসমূহের উচ্চারণ-রূপ অভিব্যঞ্জকের অভাব থাকায় অনুচ্চারণ কালে বর্ণ-সমূহের অনভিব্যক্তি হেতু

বিবৃতি

দেবদত্ত অধ্যয়ন করিয়াছে, আমিও সেই বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইত না। অথচ এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা অনুভব-সিদ্ধ। প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা বস্তুর একত্ব ও স্থিরত্বই সিদ্ধ হয়। যদি বেদের ক্ষণিকত্ব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইত; তবে তাহার বিরোধে পুর্বোক্ত প্রত্যভিজ্ঞা দীপ-জ্বালা প্রত্যভিজ্ঞার ন্যায় সজাতীয় বেদ-বিষয়ক হইত। পরন্তু বেদের ক্ষণিকত্ব প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ নহে। সুতরাং উক্ত প্রত্যভিজ্ঞা সজাতীয় বেদ-বিষয়ক নহে। অতএব বেদ ক্ষণিক নহে।

এইরূপ বর্ণগুলিও ক্ষণিক নহে; কারণ "সোঽয়ং গকার" এইরূপ বর্ণ প্রত্যভিজ্ঞার সহিত বিরোধ হইয়া থাকে। 'সৈবেয়ং দীপ-শিখা' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা যেরূপ দীপ-শিখার ভেদ-গ্রাহক প্রত্যক্ষের বিরোধে সজাতীয় দীপশিখা-বিষয়ক হইয়া থাকে, তদ্রূপ বর্ণের উৎপাদ-বিনাশ গ্রাহী প্রত্যক্ষের সহিত বিরোধে বর্ণ-বিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞা সজাতীয় বর্ণ-বিষয়ক হইবে, ইহা বলা যায় না; কারণ বর্ণের ব্যঞ্জক ধ্বনির উৎপাদ-বিনাশ বর্ণে আরোপিত হইয়া প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ উহা বর্ণের উৎপাদ-বিনাশের প্রত্যক্ষ নহে; যদি বর্ণের উৎপাদ-বিনাশ হেতু প্রতি উচ্চারণে বর্ণের ভেদ হইত, তাহা হইলে "রাম দশটী ককার উচ্চারণ করিয়াছে," এইরূপ প্রতীতি হইত; "দশবার ককার উচ্চারণ করিয়াছে"—এইরূপ প্রতীতি হইত না। অথচ লোকের এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। বর্ণের উৎপাদ-বিনাশ স্বীকার করিলে এইরূপ প্রতীতি ও বর্ণের প্রত্যভিজ্ঞা উভয়কেই অসত্য বলিতে হয়। তদপেক্ষা বর্ণের উৎপাদ বিনাশ প্রত্যক্ষকে মিথ্যা বলাই সঙ্গত। ধ্বনির উৎপাদ বিনাশের দ্বারা যদি বর্ণের উৎপাদ বিনাশ প্রতীতি উপপন্ন হইতে পারে; তবে বর্ণের আবৃত্তি প্রতীতি ও প্রত্যভিজ্ঞা ভ্রম হইতে পারে

মুপলম্ভবৎ। উৎপন্নো গকার ইতি প্রত্যক্ষং তু সোঽয়ং গকার ইত্যাদি-প্রত্যভিজ্ঞা-বিরোধাদপ্রমাণম্, বর্ণাভিব্যঞ্জক-ধ্বনিগতোৎপত্তি-নিরূপিত-পরম্পরা-সম্বন্ধ-বিষয়ত্বেন প্রমাণং বা। তস্মান্ন বেদানাং ক্ষণিকত্বম্।

অনুপলব্ধি অন্ধকারস্থ ঘটের অনুপলব্ধির ন্যায় বিরুদ্ধ নহে। "গকার উৎপন্ন" ইত্যাদি প্রত্যক্ষ কিন্তু "এই সেই গকার" ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞার সহিত বিরোধ হয় বলিয়া অপ্রমাণ। অথবা "উৎপন্ন গকার" ইত্যাদি প্রতীতির বর্ণের অভিব্যঞ্জক ধ্বনিতে বর্ত্তমান উৎপত্তি নিরূপিত স্বাশ্রয়-ধ্বন্যভিব্যঙ্গ্যত্ব-রূপ পরম্পরা সম্বন্ধের বিষয়ত্ব হেতু অর্থাৎ ধ্বনিগত উৎপত্তি স্বাশ্রয়-ধ্বন্যভিব্যঙ্গ্যত্ব সম্বন্ধে বর্ণে অবাধিত ও প্রতীত হয় বলিয়া উৎপন্ন গকার এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অতএব বেদের ক্ষণিকত্ব নাই।

বিবৃতি

না। অতএব বর্ণ, বর্ণসমষ্টি-রূপ পদ ও পদসমষ্টি-রূপ বাক্য কোনটী ক্ষণিক নহে। সুতরাং বর্ণ, পদ ও বাক্য-সমুদায়-রূপ বেদও ক্ষণিক নহে। উহারা আকাশাদির ন্যায় সৃষ্টিকালে উৎপন্ন হয় এবং প্রলয়কালে বিনষ্ট হইয়া থাকে, মধ্যে উহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ হয় না। প্রতি উচ্চারণে ককারাদি বর্ণের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিলে অনন্ত বর্ণের উৎপত্তি ও বিনাশ কল্পনা হেতু গৌরব হয়। গৃহমধ্যে ঘট থাকিলেও ব্যঞ্জক আলোকের অভাবে যেমন তাহার অনুভব হয় না; তদ্রূপ বর্ণ সর্বদা থাকিলেও উচ্চারণ-রূপ ব্যঞ্জক সর্বদা না থাকায় সর্বদা বর্ণের উপলব্ধি হয় না।

যদি বর্ণ সর্বদাই থাকে, তবে বর্ণের উৎপাদ বিনাশ প্রতীতির গতি কি হইবে? ইহার উত্তরে বলিলেন—**উৎপন্নো গকারঃ** ইত্যাদি। 'উৎপন্নো গকারঃ, বিনষ্টো গকারঃ' ইত্যাদি প্রত্যক্ষ 'সোঽয়ং গকারঃ' ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা-বিরোধে অপ্রমাণ হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, বর্ণের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। কিন্তু বর্ণের ব্যঞ্জক ধ্বনির উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। যখন বর্ণের প্রত্যক্ষ হয়, তখন উহা ধ্বনির সহিত অভিন্ন হইয়া প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রত্যক্ষে ধ্বনির উৎপত্তি বিনাশ বর্ণে কল্পিত হয়। তাই লোকে বর্ণের উৎপত্তি বিনাশ প্রত্যক্ষ করে। সুতরাং উহা কল্পিত-বিষয়ক প্রত্যক্ষ। এইজন্য উহা অপ্রমাণ।

যদি এই উৎপাদ-বিনাশের প্রত্যক্ষ অপ্রমাণ হয়, তবে তাহার বাধ থাকিবে। কিন্তু 'গকারো নোৎপন্নঃ, গকারো ন বিনষ্টঃ'—এইরূপ বাধ কাহারও নাই। অতএব উহা অপ্রমাণ হইতে পারে না। এই আপত্তি হইতে পারে মনে করিয়া পক্ষান্তরে বলিলেন—**বর্ণাভিব্যঞ্জক।** বর্ণসমূহের অভিব্যঞ্জক ধ্বনি। ঐ ধ্বনিতে উৎপত্তি ও বিনাশ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এবং বর্ণসমূহে স্বাশ্রয়াভিব্যঙ্গ্যত্ব-রূপ পরম্পরা সম্বন্ধে আছে। বর্ণগুলি উৎপত্তি ও বিনাশের আশ্রয় ধ্বনি দ্বারা অভিব্যক্ত হয় বলিয়া উহাতে স্বাশ্রয়াভিব্যঙ্গ্যত্ব আছে। উহা বাধিত নহে। 'উৎপন্নো গকার' ইত্যাদি প্রতীতিতে গ-বর্ণে স্বাশ্রয়াভিব্যঙ্গ্যত্ব

ননু ক্ষণিকত্বাভাবেঽপি বিয়দাদি-প্রপঞ্চবদুৎপত্তিমত্ত্বেন পরমেশ্বর-কর্ত্তৃকতয়া পৌরুষেয়ত্ব-সিদ্ধাবপৌরুষেয়ত্বং বেদানামিতি ত্বাপি সিদ্ধান্তো ভজ্যেতেতি চেৎ, ন, ন হি পুরুষেণোচ্চার্য্যমাণত্বং পৌরুষেয়ত্বম্, গুরুমতেঽপ্যধ্যাপক-পরম্পরয়া পৌরুষেয়ত্বাপত্তেঃ। নাপি পুরুষাধীনোৎপত্তিকত্বম্, নৈয়ায়িকা-

আচ্ছা, [বেদ-সমূহের] ক্ষণিকত্ব না থাকিলেও বিয়দাদি প্রপঞ্চের ন্যায় উৎপত্তি নিবন্ধন পরমেশ্বর-কর্ত্তৃকত্বের সিদ্ধি হেতু বেদ-সমূহের পৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হইলে তোমার মতেও 'বেদ অপৌরুষেয়' এই সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইয়া যাইবে—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না; যেহেতু পুরুষ কর্ত্তৃক উচ্চার্য্যমাণত্ব পৌরুষেয়ত্ব নহে, কারণ গুরু প্রভাকরের মতেও অধ্যাপক পরম্পরায় (গুরু-শিষ্য ধারায়) বেদ উচ্চার্য্যমাণ হয় বলিয়া বেদের পৌরুষেয়ত্ব প্রসঙ্গ হইবে। পুরুষাধীন উৎপত্তিকত্বও পৌরুষেয়ত্ব নহে, যেহেতু

বিবৃতি

সম্বন্ধে উৎপত্তি ও বিনাশ বিষয় হইয়া প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এইরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে উৎপত্তি ও বিনাশ বাধিত নহে বলিয়া তদ্বিষয়ক প্রতীতি প্রমাণ। ভূতলাদিতে সংযোগ সম্বন্ধে ঘটের প্রত্যক্ষ হইলেও যেমন ভূতলাদিতে ঘটের উৎপত্তি ও বিনাশ সিদ্ধ হয় না। তদ্রূপ বর্ণে পরম্পরা সম্বন্ধে উৎপত্তি ও বিনাশের বোধ হইলেও বর্ণের উৎপত্তি ও বিনাশ সিদ্ধ হয় না। অত এব বর্ণ, পদ ও বাক্য-রূপ বেদ ক্ষণিক নহে।

বেদের ক্ষণিকত্ব না থাকিলেও আকাশাদির ন্যায় উৎপত্তি আছে। এই হেতু উহা পুরুষ-বিশেষ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক রচিত হইলে পৌরুষেয় হইবে। যাহা পুরুষের রচিত, তাহাই পৌরুষেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহা হইলে তোমাদের মতে বেদের যে অপৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধান্ত আছে, তাহা ভঙ্গ হউক। মীমাংসক এই আপত্তি করিতে বলিলেন—**ননু ক্ষণিকত্বাভাবেঽপি**। মীমাংসকের অভিপ্রায় এই যে, বেদ অনিত্য ও পৌরুষেয় হইলে বেদান্তিগণের যখন সিদ্ধান্তের বিলোপ হইতেছে। তখন বেদকে নিত্য বলাই উচিত।

বেদান্তী এই আপত্তির উত্তরে পৌরুষেয়ত্ব নিরূপণ করিতে বলিলেন—**ন হি পুরুষেণ উচ্চার্য্যমাণত্বং**। এই পৌরুষেয়ত্বটি কি পুরুষ কর্ত্তৃক উচ্চার্য্যমাণত্ব অথবা পুরুষ কর্ত্তৃক রচিতত্ব? যদি প্রথমটী হয়, তবে মীমাংসকমতে বেদ নিত্য হইলেও গুরু-শিষ্য পরম্পরায় পুরুষ কর্ত্তৃক উচ্চরিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া বেদের পৌরুষেয়ত্ব প্রসঙ্গ হইবে। যদি পুরুষ কর্ত্তৃক রচিতত্বই পৌরুষেয়ত্ব হয়, তবে নৈয়ায়িকের প্রদর্শিত অনুমান প্রয়োগে সিদ্ধ সাধনের আপত্তি হইবে। বেদান্তিগণ বেদের উৎপত্তি স্বীকার করিলেও পৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন না। নৈয়ায়িকগণ বেদের পৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করেন। তাই তাঁহারা বেদান্তীর নিকটে বেদের পৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ করিতে এইরূপ অনুমান প্রয়োগ করেন—বেদাঃ পৌরুষেয়াঃ বাক্যত্বাৎ, মহাভারতাদি-বাক্যবৎ। এই অনুমানের সাধ্য

ভিমত-পৌরুষেয়ত্বানুমানেঽস্মদাদিনা সিদ্ধসাধনাপত্তেঃ। কিন্তু সজাতীয়োচ্চারণানপেক্ষোচ্চারণ-বিষয়ত্বং পৌরুষেয়ত্বম্। তথাচ স্বর্গাদ্যকালে পরমেশ্বরঃ পূর্ব-সিদ্ধ-বেদানুপূর্বী-সমানানুপূর্বীকং বেদং বিরচিতবান্, ন তু তদ্-বিজাতীয়মিতি ন সজাতীয়োচ্চারণানপেক্ষোচ্চারণ-বিষয়ত্বং পৌরুষেয়ত্বম্। ভারতাদীনাং সজাতীয়োচ্চারণমনপেক্ষ্যৈবোচ্চারণমিতি তেষাং পৌরুষেয়-

---

নৈয়ায়িকের অভিমত পৌরুষেয়ত্বের অনুমানে সিদ্ধ-সাধনত্বের আপত্তি হয়। কিন্তু সজাতীয় উচ্চারণ নিরপেক্ষ উচ্চারণ-বিষয়ত্বই পৌরুষেয়ত্ব। তাহা হইলে সৃষ্টির প্রথমে পরমেশ্বর পূর্ব সৃষ্টি-সিদ্ধ বেদের আনুপূর্বী (তদ্‌বর্ণোত্তর তদ্‌বর্ণ) সদৃশ আনুপূর্বী-বিশিষ্ট বেদ সৃষ্টি করেন, তাহার বিজাতীয় (বিসদৃশ) বেদ সৃষ্টি করেন না। এই হেতু [বেদের] সজাতীয় উচ্চারণ নিরপেক্ষ উচ্চারণ বিষয়ত্ব-রূপ পৌরুষেয়ত্ব নাই। মহাভারতাদি গ্রন্থ বাক্যের কিন্তু সজাতীয় উচ্চারণকে অপেক্ষা না করিয়াই উচ্চারণ হয় বলিয়া পৌরুষেয়ত্ব

বিবৃতি

হইতেছে পৌরুষেয়ত্ব; উহা যদি পুরুষ কর্ত্তৃক রচিতত্ব হয়, তবে তাহা বেদান্তিগণের নিকট সিদ্ধ। এই অনুমান উক্ত সিদ্ধেরই সাধন করিতেছে বলিয়া বেদান্তিগণের নিকট উহা সিদ্ধ সাধন। অতএব পুরুষ কর্ত্তৃক উচ্চার্য্যমাণত্ব বা পুরুষাধীন উৎপত্তিমত্ত্ব পৌরু-ষেয়ত্ব নহে। পরন্তু সজাতীয় উচ্চারণ নিরপেক্ষ উচ্চারণ বিষয়ত্বই পৌরুষেয়ত্ব। যে বাক্যের যাদৃশ আনুপূর্বী আছে। তাদৃশ আনুপূর্বী বিশিষ্ট বাক্যান্তর যদি না থাকে এবং তাহার উচ্চারণ যদি সমান আনুপূর্বী বিশিষ্ট বাক্যান্তরের উচ্চারণকে অপেক্ষা না করে অর্থাৎ তাহার উচ্চারণের সদৃশ যদি বাক্যান্তরের উচ্চারণ না হয়, তবে সেই বাক্য পৌরুষেয় হইবে; যেমন মহাভারতাদি বাক্যের যাদৃশ আনুপূর্বী আছে, তাদৃশ আনুপূর্বী বিশিষ্ট অপর কোন মহাভারত নাই এবং এই মহাভারতের উচ্চারণ মহাভার-তান্তরের উচ্চারণকে অপেক্ষা করে না অর্থাৎ এই মহাভারতের উচ্চারণ অন্য মহাভার-তের উচ্চারণের সদৃশ নহে। এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্বরে মহাভারতের উচ্চারণ করে। তাই মহাভারতের উচ্চারণ সজাতীয় উচ্চারণ নিরপেক্ষ উচ্চারণ। তাহার বিষয় মহাভারত বলিয়া তাহা পৌরুষেয়। বেদ এরূপ নহে। পূর্ব সৃষ্টিতে বেদ যেরূপ আনুপূর্বী-বিশিষ্ট ছিল। বর্ত্তমান সৃষ্টিতে ঈশ্বর সেইরূপ আনুপূর্বী-বিশিষ্ট বেদ সৃষ্টি করিয়াছেন। পূর্ব সৃষ্টিতে পূর্ব বেদের যে স্বরে উচ্চারণ হইত, বর্ত্তমান সৃষ্টিতে সেই স্বরেই এই বেদের উচ্চারণ হইতেছে। অন্যরূপ উচ্চারণ হইতেছে না; কারণ তাহাতে দোষ শ্রুতি আছে[১]। এইজন্য সর্বজ্ঞ ঈশ্বর পূর্ব সৃষ্ট বেদের উচ্চারণ স্মরণ করিয়া হিরণ্যগর্ভকে

১। "মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা-প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্-বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্র-শত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ।" শিক্ষা—৫২

ত্বম্। এবং পৌরুষেয়াপৌরুষেয়-ভেদেনাগমো দ্বিবিধো নিরূপিতঃ।

**ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র-বিরচিতায়াং
বেদান্ত-পরিভাষায়ামাগম-পরিচ্ছেদঃ**

আছে। এইরূপে পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয় ভেদে দুই প্রকার আগম নিরূপিত হইল।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ-তর্ক-সাখ্য-বেদান্ততীর্থ
শ্রীচরণান্তেবাসী
শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য-কৃত আগম পরিচ্ছেদের
অনুবাদ সমাপ্ত

বিবৃতি

সেই স্বরে বেদের উচ্চারণ করিতে উপদেশ দেন। তাই বেদের উচ্চারণ সজাতীয় বেদের উচ্চারণ সাপেক্ষ উচ্চারণ। এইজন্য বেদ অপৌরুষেয়। মহাভারতাদির উচ্চারণ সজাতীয় উচ্চারণকে অপেক্ষা না করিয়াই উচ্চরিত হইয়া থাকে। তাই তাহা পৌরুষেয়। পৌরুষেয় এবং অপৌরুষেয় ভেদে দুই প্রকার আগম (শব্দ প্রমাণ) নিরূপিত হইল।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ-তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
শ্রীচরণান্তেবাসী
শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য-কৃত আগম পরিচ্ছেদের
বিবৃতি সমাপ্ত

বেদান্ত-পরিভাষা

——:(*):——

অর্থাপত্তি-পরিচ্ছেদঃ

ইদানীমর্থাপত্তির্নিরূপ্যতে। তত্রোপপাদ্য-জ্ঞানেনোপপাদক-কল্পনমর্থাপত্তিঃ। তত্রোপপাদ্য-জ্ঞানং করণম্। উপপাদক-জ্ঞানং ফলম্। যেন বিনা যদনুপপন্নম্, তৎ তত্রোপপাদ্যম্। যস্যাভাবে যস্যানুপপত্তিস্তৎ তত্রোপপাদকম্। যথা রাত্রি-ভোজনেন বিনা দিবাঽভুঞ্জানস্য পীনত্বমনুপপন্নমিতি তাদৃশ-পীনত্বমুপপাদ্যম্। যথা চ রাত্রিভোজনস্যাভাবে তাদৃশ-পীনত্বস্যানুপ-

---

এখন অর্থাপত্তি প্রমাণ নিরূপিত হইতেছে। তন্মধ্যে অর্থাৎ অর্থাপত্তি প্রমাণ ও অর্থাপত্তি প্রমিতির মধ্যে উপপাদ্য জ্ঞানের দ্বারা উপপাদকের কল্পনা হইতেছে অর্থাপত্তি প্রমিতি। তন্মধ্যে অর্থাৎ উপপাদ্য জ্ঞান ও উপপাদক জ্ঞানের মধ্যে উপপাদ্যের জ্ঞান হইতেছে [অর্থাপত্তি প্রমার] করণ (অর্থাপত্তি প্রমাণ)। উপাদকের জ্ঞান হইতেছে ফল (অর্থাপত্তি প্রমিতি)। যাহা ব্যতীত যাহা অনুপপন্ন, তাদৃশ স্থলে তাহা উপপাদ্য। যাহার অভাবে যাহার অনুপপত্তি, তাদৃশ স্থলে তাহা উপপাদক। যেমন রাত্রি-ভোজন ব্যতীত দিবায় অভোজন-কারীর পীনত্ব (স্থূলত্ব) অনুপপন্ন। এই হেতু তাদৃশ (দিবায় অভোজনকারি-গত) পীনত্বটী উপপাদ্য। যেমন রাত্রি-ভোজনের অভাবে তাদৃশ পীনত্বের

বিবৃতি

উদ্দেশ-ক্রম অনুসারে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধির অনুকূল অর্থাপত্তি প্রমাণ নিরূপিত হইতেছে। অর্থাপত্তি শব্দে অর্থাপত্তি প্রমাণ ও অর্থাপত্তি প্রমিতি বুঝায়। তন্মধ্যে উপপাদ্য জ্ঞানের দ্বারা উপপাদকের কল্পনা (জ্ঞান) হইতেছে অর্থাপত্তি প্রমিতি। উপপাদ্য জ্ঞান ও উপপাদক জ্ঞানের মধ্যে উপপাদ্যের জ্ঞানটী করণ অর্থাৎ অর্থাপত্তি প্রমিতির করণ অর্থাপত্তি প্রমাণ। উপপাদকের জ্ঞানটী ফল অর্থাৎ অর্থাপত্তি প্রমিতি। যে বস্তুটীর অভাবে যে পদার্থটি অনুপপন্ন হয়। সেই পদার্থটী উপপাদ্য। যে ব্যাপকীভূত পদার্থের অভাবে যে ব্যাপ্য পদার্থের অনুপপত্তি হয়। সেই ব্যাপকীভূত পদার্থটী উপপাদক। মূলে 'যৎ' এই প্রথমা বিভক্ত্যন্ত পদের যাহা অর্থ, প্রথমাবিভক্ত্যন্ত 'তৎ' এই পদের তাহাই অর্থ। 'যস্য' এই প্রথম ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত যৎ পদের যাহা অর্থ। 'তৎ' এই প্রথমাবিভক্ত্যন্ত দ্বিতীয় তৎপদের তাহাই অর্থ। ইহার উদাহরণ—রাত্রি ভোজনের অভাবে দিবা অভুঞ্জান ব্যক্তির পীনত্ব (স্থৌল্য) অনুপপন্ন হয়। যে ব্যক্তি দিবা ও রাত্রিতে ভোজন করে না, তাহার পীনত্ব সম্ভব নহে। অতএব দিবা অভুঞ্জান ব্যক্তির পীনত্বটী অর্থাৎ দিবা অভুঞ্জানত্ব

পত্তিরিতি রাত্রিভোজনমুপপাদকম্। রাত্রিভোজন-কল্পনারূপায়াং প্রমিতাবর্থস্যাপত্তিঃ কল্পনেতি ষষ্ঠী-সমাসেনার্থাপত্তি-শব্দো বর্ত্ততে। কল্পনা-করণপীনত্বাদি-জ্ঞানেঽর্থস্যাপত্তিঃ কল্পনা যস্মাদিতি বহুব্রীহি-সমাসেন বর্ত্তত ইতি ফল-করণয়োরুভয়োস্তৎ-পদ-প্রয়োগঃ।

সা চার্থাপত্তির্দ্বিবিধা দৃষ্টার্থাপত্তিঃ শ্রুতার্থাপত্তিশ্চেতি। তত্র দৃষ্টার্থাপত্তির্যথা—ইদং রজতমিতি পুরোবর্ত্তিনি প্রতিপন্নস্য রজতস্য নেদং রজতমিতি তত্রৈব প্রতিষিধ্যমানত্বং সত্যত্বেঽনুপপন্নমিতি রজতস্য সদ্-ভিন্নত্বং সত্যত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বং বা মিথ্যাত্বং কল্পয়তীতি।

অনুপপত্তি। এই হেতু রাত্রি-ভোজন উপপাদক। রাত্রি-ভোজন কল্পনা-রূপ অর্থাপত্তি প্রমিতিতে ‘অর্থের আপত্তি কিনা কল্পনা’—এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে নিষ্পন্ন অর্থাপত্তি শব্দ প্রযুক্ত হয়। কল্পনার করণ পীনত্বাদির জ্ঞানে “অর্থের আপত্তি কিনা কল্পনা যাহা হইতে’ এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন অর্থাপত্তি শব্দ প্রযুক্ত হয়। এই হেতু ফল ও করণ উভয়েই সেই [এক] অর্থাপত্তি শব্দের প্রয়োগ হয়।

সেই অর্থাপত্তি দুই প্রকার—দৃষ্টার্থাপত্তি ও শ্রুতার্থাপত্তি। তন্মধ্যে দৃষ্টার্থানুপপত্তি যেমন—সম্মুখীন দ্রব্যে ‘এইটি রজত’ এইরূপে [অভেদে] প্রতীত রজতের সেই সম্মুখীন দ্রব্যেই “এইটী রজত নয়” এইরূপে রজতের প্রতিষিধ্যমানত্ব রজতের সত্যত্বে উপপন্ন হয় না। এই হেতু [এই অনুপপন্ন প্রতিষিধ্যমানত্ব] রজতের সদ্‌ভিন্নত্ব বা সত্যত্বাত্যন্তা-

বিবৃতি

সমানাধিকরণ পীনত্ব ধর্মটী উপপাদ্য। রাত্রি ভোজনের অভাবে দিবা অভুঞ্জান ব্যক্তির ঐ পীনত্ব উপপন্ন হয় না, অতএব রাত্রি ভোজনটী উপপাদক। ‘অর্থস্য আপত্তিঃ কল্পনা—এইরূপ ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে নিষ্পন্ন অর্থাপত্তি শব্দ রাত্রি-ভোজন কল্পনা-রূপ অর্থাপত্তি প্রমিতিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ‘অর্থস্য আপত্তিঃ কল্পনা যস্মাৎ’—এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন অর্থাপত্তি শব্দ উপপাদক কল্পনার করণ পীনত্বাদির জ্ঞান-রূপ অর্থাপত্তি প্রমাণে প্রযুক্ত হয়। ফল কথা, অর্থাপত্তি প্রমাণ এবং অর্থাপত্তি প্রমিতি—এই উভয় বুঝাইতে অর্থাপত্তি শব্দের প্রয়োগ হয়।

অর্থাপত্তি প্রমাণের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি অর্থাপত্তির বিভাগ কথিত হইতেছে। এই অর্থাপত্তি দুই প্রকার—দৃষ্টার্থাপত্তি ও শ্রুতার্থাপত্তি। শব্দ ভিন্ন প্রমাণের সাহায্যে প্রমিত অর্থের দ্বারা অদৃষ্ট অর্থের কল্পনার নাম দৃষ্টার্থাপত্তি, শব্দ প্রমাণের সাহায্যে প্রমিত অর্থের দ্বারা অদৃষ্ট অর্থের কল্পনার নাম শ্রুতার্থাপত্তি। দৃষ্টার্থাপত্তির উদাহরণ যথা—সমুখীন শুক্তিতে “ইদং রজতং” এইরূপে রজতের প্রত্যক্ষ হইতেছে, কিন্তু রজতের মিথ্যাত্ব প্রত্যক্ষ হইতেছে না। পরে সেই শুক্তিতেই “নেদং রজতং”

শ্রুতার্থাপত্তির্যথা—শ্রূয়মাণ-বাক্যস্য স্বার্থানুপপত্তি-মুখেনার্থান্তর-কল্পনম্। যথা—তরতি শোকমাত্মবদিতি। অত্র শ্রুতস্য শোক-শব্দ-বাচ্য-বন্ধ-জাতস্য

ভাববত্ত্ব-রূপ মিথ্যাত্বকে কল্পনা করে। শ্রুতার্থাপত্তি যেমন—শ্রূয়মাণ বাক্যের স্বার্থের অনুপপত্তির অনুরোধে অর্থান্তরের কল্পনা। যেমন "তরতি শোকমাত্মবিৎ" (আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি শোককে (বন্ধ সমূহকে) নিঃশেষে উচ্ছেদ করেন)। এস্থলে শ্রুত শোকশব্দ-বাচ্য

বিবৃত্তি

এইরূপে তাহার নিষেধ হইতেছে। রজত সত্য হইলে "নেদং রজতং" এইরূপ প্রত্যক্ষ বাধ-জ্ঞানের দ্বারা তাহার নিষেধ উপপন্ন হইত না; কারণ জ্ঞানের দ্বারা কোন সত্য বস্তুর নিষেধ বা নিবৃত্তি হয় না; অথচ নিষেধ হইতেছে। যদি রজত সত্য হইত, তবে ঐ নিষেধ উপপন্ন হইত না। সুতরাং রজতের সত্যত্বে এই নিষেধ অনুপপন্ন হইয়া রজতের মিথ্যাত্বকে কল্পনা করে। ন্যায়দীপাবলী-কার আনন্দ-বোধ ভট্টারকের মতে এই মিথ্যাত্ব হইতেছে সদ্ভিন্নত্ব। এস্থলে সৎশব্দের অর্থ প্রমাণ সিদ্ধ। শুক্তিরজত বা আকাশদি জগৎ প্রপঞ্চের জ্ঞান অবিদ্যা বা সাদৃশ্যাদি দোষ জন্য বলিয়া উহারা প্রমাণ সিদ্ধ নহে। যদি উহারা প্রমাণ সিদ্ধ হইত, তবে তাহাদের নিষেধ হইত না; অথচ নিষেধ হইতেছে। তাই এই নিষেধ শুক্তিরজতকে সদ্ভিন্ন বা সত্যত্বাত্যন্তাভাববান্ বলিয়া কল্পনা করে।

পঞ্চপাদিকা-কারের মতে সত্যত্বাত্যন্তাভাববত্ত্বই মিথ্যাত্ব। শুক্তিরজত সৎ হইলে উহাতে সত্যত্ব থাকিত, জ্ঞানের দ্বারা তাহার নিষেধ হইত না। অথচ নিষেধ হইতেছে। তাই এই নিষেধ রজতে সত্যত্বের অত্যন্তাভাব রূপ মিথ্যাত্বকে কল্পনা করে।

শ্রূয়মাণ বাক্যের স্বার্থের অনুপপত্তির অনুরোধে যে অর্থান্তরের কল্পনা, তাহার নাম শ্রুতার্থাপত্তি[১]। ইহার উদাহরণ যথা:—শ্রুতিতে আছে—'তরতি শোকমাত্মবিৎ'। উহার অর্থ—আত্মজ্ঞানবান্ ব্যক্তি শোক হইতে উত্তীর্ণ হন অর্থাৎ আত্মজ্ঞান শোকের নিবর্ত্তক। শ্রোতা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বুঝেন যে, শোকশব্দ বাচ্য বন্ধ সমূহ আত্ম-জ্ঞান নিবর্ত্ত্য। বন্ধসমূহ সত্য হইলে শ্রুতির এই অর্থ উপপন্ন হয় না, কিন্তু মিথ্যা হইলে এই অর্থ উপপন্ন হয়। অথচ এই শ্রুতি বন্ধ-সমূহকে মিথ্যা বলেন নাই। তাই এই শ্রূয়মাণ জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্ব অনুপপন্ন হইয়া শ্রুত্যর্থের উপপত্তির জন্য বন্ধ-সমূহের মিথ্যাত্বকে কল্পনা

১। শ্লোক-বার্ত্তিকের অর্থাপত্তি-পরিচ্ছেদে দৃষ্টার্থাপত্তির পাঁচ প্রকার ভেদ ও তাহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে দৃষ্টার্থাপত্তি দ্বারা অর্থের কল্পনা হয়; শ্রুতার্থাপত্তি দ্বারা অর্থের কল্পনা হয় না, প্রমাণীভূত "রাত্রৌ ভুঙ্‌ক্তে" ইত্যাদি বাক্যের কল্পনা হয়। এজন্য শ্রুতার্থাপত্তি দৃষ্টার্থাপত্তি হইতে পৃথক্‌ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া ভট্ট কুমারিলের কথায় বুঝা যায়। পরন্তু যদিও ভট্ট কুমারিল প্রথমে "দৃষ্টঃ পঞ্চভিরপ্যস্মাদ্ ভেদেনোক্তা শ্রুতোস্তবা। প্রমাণ-গ্রাহিণীত্বেন তস্মাৎ পূর্ব-বিলক্ষণা॥ বলিয়া শ্রুতার্থাপত্তিকে প্রমাণের গ্রাহক বলিয়াছেন। তথাপি পরে তিনি "অতঃ শ্রুতস্য বাক্যস্য যদর্থ-প্রতিপাদনম্। তদাত্মলাভ এব স্যাদ্ বিনা নেত্যোতদিষ্যতে॥ বলিয়া অর্থের গ্রাহকও বলিয়াছেন।

জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্বস্যানুপপত্ত্যা বন্ধস্য মিথ্যাত্বং কল্প্যত ইতি। যথা জীবো দেবদত্তো গৃহে নেতি বাক্য-শ্রবণানন্তরং জীবিনো গৃহাসত্ত্বং বহিঃসত্ত্বং কল্পয়তীতি।

শ্রুতার্থাপত্তিশ্চ দ্বিবিধা—অভিধানানুপপত্তিরভিহিতানুপপত্তিশ্চ। তত্র যত্র বাক্যৈকদেশ-শ্রবণেঽন্বয়াভিধানানুপপত্ত্যাঽন্বয়াভিধানোপযোগি পদান্তরং কল্প্যতে, তত্রাভিধানানুপপত্তিঃ। যথা দ্বারমিত্যত্র পিধেহীত্যধ্যাহারঃ।

বন্ধসমূহের [মিথ্যাত্ব বিনা অন্য প্রকারে] জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্ব উপপন্ন হয় না। এই অনুপপত্তি দ্বারা বন্ধের মিথ্যাত্ব কল্পিত হয়। যেমন বা—"জীবী (জীবিত) দেবদত্ত গৃহে নাই" এই বাক্য শ্রবণের অনন্তর জীবিতের গৃহাসত্ত্বটী [তাহার] বহিঃসত্ত্বকে কল্পনা করে।

শ্রুতার্থাপত্তি দুই প্রকার—অভিধানানুপপত্তি ও অভিহিতানুপপত্তি। তন্মধ্যে যেস্থলে বাক্যের একদেশ শ্রবণ করিলে অন্বয়াভিধানের (তাৎপর্য্যের) অনুপপত্তি হেতু অর্থাৎ তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত অন্বয়ের অনুপপত্তি হেতু অন্বয়াভিধানের (তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অন্বয়ের) উপযোগী পদান্তর কল্পিত হয়, সেস্থলে অভিধানানুপত্তি। যেমন—"দ্বার" এই

বিবৃতি

করে। এই শ্রুতার্থাপত্তির দ্বিতীয় উদাহরণ যথা—কোন ব্যক্তি দেবদত্তের গৃহে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—দেবদত্ত বাড়ীতে আছে কি? উত্তরে গৃহের কোন ব্যক্তি বলিলেন—দেবদত্ত বাড়ীতে নাই। শ্রোতা ইহা শুনিয়া বুঝিলেন—দেবদত্ত বাহিরে আছে। যদি দেবদত্ত বাহিরে না থাকিত, অবশ্যই সে গৃহে থাকিত; কারণ জীবিত শরীর এক স্থানে না থাকিলে অন্য স্থানে অবশ্যই থাকে। অথচ সে গৃহে নাই। তাহার এই গৃহাসত্ত্ব বহিঃসত্ত্ব ব্যতীত উপপন্ন হয় না। তাই এই শ্রূয়মাণ গৃহাসত্ত্ব বহিঃসত্ত্ব ব্যতীত অনুপপন্ন হইয়া শ্রূয়মাণ বাক্যার্থের উপপত্তির জন্য দেবদত্তের বহিঃসত্ত্বকে কল্পনা করে।

এই শ্রুতার্থাপত্তি দুই প্রকার—অভিধানানুপপত্তি ও অভিহিতানুপপত্তি। 'অভিধীয়তে অনেন'—এইরূপ অর্থে করণ-বাচ্যে নিষ্পন্ন অভিধান শব্দের অর্থ—তাৎপর্য্য। সুতরাং অভিধানানুপপত্তি শব্দে তাৎপর্য্যানুপপত্তি বুঝায়। যে স্থলে কোন একটী বাক্যের একাংশ (এক বা একাধিক পদ) শ্রবণ করিলে তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত অন্বয়ের অনুপপত্তি নিবন্ধন তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অন্বয়ের উপযোগী পদান্তর কল্পিত হয়। সে স্থলে অভিধানানুপপত্তি নামক অর্থাপত্তি বুঝিতে হইবে। যেমন কোন ব্যক্তি বর্ষাকালে গৃহের মধ্যে জল আসিতেছে দেখিয়া বলিলেন—দ্বারম্। শ্রোতা ইহা শুনিয়া বুঝিলেন—দ্বার বন্ধ করাই বক্তার তাৎপর্য্য। প্রকরণবশতঃ শ্রোতার এইরূপ তাৎপর্য্যজ্ঞান হইলে সেই তাৎপর্য্য পিধানের (বন্ধকরণের) উপস্থাপক পদ বিনা অনুপপন্ন হইয়া অশ্রুত "পিধেহি" এই পদকে কল্পনা করে। "পিধেহি" এই পদ কল্পিত হইলে "দ্বারং পিধেহি" এইরূপ বাক্য হয় এবং তাহাতে "দ্বার বন্ধ কর" এইরূপ বাক্যার্থও উপপন্ন হয়। ইহার বৈদিক

যথা বা বিশ্বজিতা যজেতেত্যত্র স্বর্গকাম-পদাধ্যাহারঃ। নন্বু দ্বারমিত্যাদাবন্বয়াভিধানাৎ পূর্বমিদমন্বয়াভিধানং পিধানোপস্থাপক-পদং বিনাঽনুপপন্নমিতি কথং জ্ঞানমিতি চেৎ, ন , অভিধান-পদেন করণ-ব্যুৎপত্ত্যা তাৎপর্য্যস্য

স্থলে "বন্ধ কর" এই পদের অধ্যাহার। যেমন বা—"বিশ্বজিতা যজেত" (বিশ্বজিৎ নামক যাগের দ্বারা উৎপাদন কর) এই স্থলে স্বর্গকাম পদের অধ্যাহার হয়। আচ্ছা, 'দ্বার' ইত্যাদি স্থলে অন্বয়াভিধানের (অন্বয়-জ্ঞানের) পূর্বে 'এই অন্বয়াভিধান পিধানের (বন্ধের) উপস্থাপক পদ বিনা অনুপপন্ন'—এই জ্ঞান কিরূপে হয় ?—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না ; যেহেতু অভিধান পদের দ্বারা করণ ব্যুৎপত্তিতে তাৎপর্য্যই

বিবৃতি

উদাহরণ যথা—বেদে "বিশ্বজিতা যজেত" এইরূপ একটী বাক্য আছে। এই বাক্যের অর্থ হইতেছে বিশ্বজিৎ নামক যাগের দ্বারা ফল উৎপাদন কর। এই স্থলে 'যজেত' পদের (যজ্ +ঈত) ঈত এই আখ্যাত প্রত্যয়ের অর্থ হইতেছে—ভাবনা বা পুরুষ প্রবৃত্তি। কিন্তু এই ভাবনার আশ্রয় কোন নিযোজ্য (অধিকারী—যাগকর্তা) এই বাক্য হইতে প্রতীয়মান হইতেছে না ; কারণ ঐ বাক্যে নিযোজ্য বাচক কোন পদ নাই। অথচ একজন নিযোজ্য আবশ্যক। তাহা না হইলে এই বিশ্বজিৎ যাগে কাহারও প্রবৃত্তি ও যাগের অনুষ্ঠান হইবে না। তাহাতে উক্ত বেদবাক্যের অননুষ্ঠানরূপ অপ্রামাণ্য উপস্থিত হইবে। সুতরাং উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য নিযোজ্য বাচক পদ ব্যতীত অনুপপন্ন হইয়া নিযোজ্য বাচক স্বর্গকাম পদ কল্পনা করে। স্বর্গকাম পদ কল্পিত হইলে "স্বর্গকামো বিশ্বজিতা যজেত" এইরূপ বাক্য হয় এবং তাহাতে স্বর্গকামী পুরুষ বিশ্বজিৎ নামধেয় যাগের দ্বারা স্বর্গফল উৎপাদনের অনুকূল প্রবৃত্তিমান্ হউক, এইরূপ বাক্যার্থও উপপন্ন হয়।

পূর্বোক্ত "দ্বারং" ইত্যাদি স্থলে তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অন্বয়-বোধের অনুপপত্তি নিবন্ধন অন্বয়-বোধের উপযোগী 'পিধেহি' ইত্যাদি পদান্তর কল্পিত হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু 'দ্বারং'—এই বাক্য শ্রবণের পরে দ্বার-কর্মক পিধানের বোধ হইলে বুঝা যায় যে, পিধেহি পদ থাকিলে দ্বার-কর্মক পিধানের বোধ হয়, না থাকিলে হয় না। সুতরাং দ্বার-কর্মক পিধান-বোধের পূর্বে অর্থাৎ অন্বয়-বোধের পূর্বে অন্বয়বোধের অনুপপত্তি জ্ঞান কোনরূপেই সম্ভব নহে। অতএব অন্বয়-বোধের অনুপপত্তি-নিবন্ধন অন্বয়-বোধের উপযোগী পদান্তরের কল্পনা কিরূপে হইতে পারে ? এই আপত্তি করিতে বলিলেন—**নন্বু দ্বারমিত্যাদৌ**। অভিধীয়তে ইতি অভিধানম্—এইরূপ অর্থে ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন অভিধান শব্দের অর্থ—জ্ঞান। অন্বয়াভিধান শব্দের অন্বয়জ্ঞান অর্থ হইলে অন্বয়বোধের পূর্বে তাহার অনুপপত্তি জ্ঞান কোনরূপেই হইতে পারে না, ইহা সত্য। কিন্তু এস্থলে 'অভিধীয়তে অনেন' এইরূপ অর্থে করণবাচ্যে নিষ্পন্ন অভিধান শব্দের অর্থ—তাৎপর্য্য। সুতরাং অভিধানানুপপত্তি

বিবক্ষিতত্বাৎ। তথা চ দ্বার-কর্মক-পিধান-ক্রিয়া-সংসর্গ-পরত্বং পিধানোপস্থাপক-পদং বিনাঽনুপপন্নমিতি জ্ঞানং তত্রাপি সম্ভাব্যতে।

অভিহিতানুপপত্তিস্তু যত্র বাক্যাবগতোঽর্থোঽনুপপন্নত্বেন জ্ঞাতঃ সন্ অর্থান্তরং কল্পয়তি, তত্র দ্রষ্টব্যা। যথা স্বর্গকামো জ্যোতিষ্টোমেন যজেতেতি। অত্র স্বর্গ-সাধনত্বস্য ক্ষণিক-জ্যোতিষ্টোম-যাগ-গতত্বয়াঽবগতস্যানুপপত্ত্যা মধ্যবর্ত্ত্যপূর্বং কল্প্যতে।

ন চেয়মর্থাপত্তিরনুমান এবান্তর্ভবিতুমর্হতি, অন্বয়-ব্যাপ্ত্যজ্ঞানেনাঽন্বয়িন্য-

---

বিবক্ষিত হইয়াছে। তাহা হইলে দ্বার কর্মক পিধান ক্রিয়ার সংসর্গ-পরত্ব (অন্বয় তাৎপর্য্য) পিধানের উপস্থাপক "পিধেহি" (বন্ধ কর) পদ ব্যতীত অনুপপন্ন—এই জ্ঞান সেস্থলেও (অন্বয়াভিধানের পূর্বেও) সম্ভব হইয়া থাকে।

অভিহিতানুপপত্তি কিন্তু যেস্থলে বাক্যের দ্বারা অবগত অর্থ অনুপপন্ন-রূপে জ্ঞাত হইয়া অর্থান্তর কল্পনা করে, সে স্থলে দ্রষ্টব্য। যেমন—"স্বর্গকামো জ্যোতিষ্টোমেন যজতে" (স্বর্গকাম ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম নামক যাগের দ্বারা স্বর্গ উৎপাদন করিবে) এই স্থলে ক্ষণিক যাগনিষ্ঠত্ব-রূপে অবগত স্বর্গসাধনত্বের অনুপপত্তি হেতু মধ্যবর্ত্তী অপূর্ব কল্পিত হয়।

এই অর্থাপত্তি অনুমান প্রমাণে অন্তর্ভূত হইতে পারে না; যেহেতু অন্বয়-ব্যাপ্তির

বিবৃতি

হইল তাৎপর্য্যানুপপত্তি। দ্বারং এই বাক্য শ্রবণের পর শ্রোতার কাল বা প্রকরণবশতঃ দ্বার-কর্মক পিধান বিষয়ক তাৎপর্য্যের জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু পিধানের উপস্থাপক পিধেহি পদের অধ্যাহার ব্যতীত উক্ত বাক্যের দ্বার-কর্মক-পিধান-বিষয়ক তাৎপর্য্য উপপন্ন হইতে পারে না—এইরূপ অনুপত্তি জ্ঞান সে স্থলেও হইতে পারে।

যে স্থলে বাক্য-বোধ্য অর্থ অনুপন্ন-রূপে জ্ঞাত হইয়া অর্থান্তর কল্পনা করে, সেই স্থলে কিন্তু অভিহিতানুপপত্তি হয় জানিবে। যেমন বেদে "জ্যোতিষ্টোমেন যজেত"—এই বাক্য আছে। এস্থলে তৃতীয়ার্থ করণত্বের সহিত প্রকৃত্যর্থ জ্যোতিষ্টোমের অন্বয় হইলে ক্ষণিক জ্যোতিষ্টোম যাগে স্বর্গ-সাধনত্বের বোধ হয়। কিন্তু ক্ষণিক জ্যোতিষ্টোম যাগ স্বর্গের সাধন হইতে পারে না; কারণ যাগ আশু-বিনাশী, উহা স্বর্গের অব্যবহিত পুর্বে থাকে না। যাহা ফলের অব্যবহিত পূর্বে থাকে না, তাহা কার্য্যের সাধন হয় না। সুতরাং এই জ্যোতিষ্টোম যাগের স্বর্গ-সাধনত্ব অনুপপন্ন হইতেছে। এই অনুপপত্তি জ্ঞানহেতু প্রতীয়মান বাক্যার্থের উপপত্তির জন্য যাগের ব্যাপাররূপে যাগ-জন্য অপুর্ব কল্পিত হইয়া থাকে। যাগের ব্যাপার এই অপুর্ব স্বর্গ পর্য্যন্ত স্থায়ী ও স্বর্গের জনক। যাগ স্বর্গের পুর্বে স্বরূপতঃ না থাকিলেও স্বজন্য অপুর্বরূপ ব্যাপারবত্তা সম্বন্ধে পূর্বে থাকিয়া স্বর্গের সাধন হয়।

নৈয়ায়িকমতে এই অর্থাপত্তি পৃথক্ প্রমাণ নহে। উহা অনুমানের অন্তর্গত। মহা-

নন্তর্ভাবাৎ। ব্যতিরেকিণশ্চানুমানত্বং প্রাগেব নিরস্তম্। অত এবার্থাপত্তি-স্থলেঽনুমিনোমীতি নানুব্যবসায়ঃ, কিন্ত্বনেনেদং কল্পয়ামীতি। নন্বর্থাপত্তি-

জ্ঞান না থাকায় অন্বয়ী অনুমানে অন্তর্ভূত হয় না। ব্যতিরেকী অনুমানের অনুমানত্ব পূর্বেই নিরস্ত হইয়াছে। এই জন্যই অর্থাপত্তি স্থলে "অনুমিনোমি" (অনুমিতি করি) এই অনুব্যবসায় হয় না; কিন্তু 'ইহা দ্বারা ইহা কল্পনা করি'—এই অনুব্যবসায় হয়। আচ্ছা,

বিবৃতি

মতি বাচস্পতি সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদীতে অর্থাপত্তিকে অনুমান বলিয়াছেন। তাঁহাদের মত খণ্ডন করিতে বলিলেন—**ন চেয়মর্থাপত্তিঃ।** যদি অর্থাপত্তি অনুমান হয়, তবে উহাকে অন্বয়ী অনুমান অথবা ব্যতিরেকী অনুমান বলিতে হইবে। কিন্তু উহাকে অন্বয়ী অনুমান বলা যায় না। যদি অর্থাপত্তি স্থলে হেতুতে (জীবিত্ব সমানাধিকরণ গৃহাসত্ত্বে) সাধ্যের (বহিঃসত্ত্বের) অন্বয়-সহচার জ্ঞান-জন্য ব্যাপ্তি-জ্ঞান সম্ভব হইত, তবে অর্থাপত্তি অন্বয়ী অনুমান হইতে পারিত। কিন্তু উহাদের অন্বয়ব্যাপ্তির জ্ঞান সম্ভব নহে ; কারণ অন্বয়ব্যাপ্তি-জ্ঞানের কোন স্থান নাই। দেবদত্তের শরীরে তাদৃশ ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে না ; যেহেতু দেবদত্তের শরীর পক্ষ। পক্ষ দেবদত্ত শরীরে জীবিত্ব সমানাধিকরণ গৃহাসত্ত্ব-রূপ হেতুর নিশ্চয় থাকিলেও সাধ্য বহিঃসত্ত্বের নিশ্চয় না থাকায় অন্বয় সহচার জ্ঞান হয় না। অন্য কোন স্থলে যে অন্বয়ব্যাপ্তি জ্ঞান হইবে, তাহাও সম্ভব নহে ; কারণ অন্য সকল স্থলই পক্ষ-তুল্য। পক্ষতুল্য স্থলে হেতুর নিশ্চয় থাকিলেও সাধ্যের নিশ্চয় থাকে না। সুতরাং বহিঃসত্ত্ব ও গৃহাসত্ত্বের অন্বয়-ব্যাপ্তির জ্ঞান সম্ভব নহে বলিয়া অর্থাপত্তি অন্বয়ী অনুমানের অন্তর্গত নহে। এই অর্থাপত্তি ব্যতিরেকী অনুমানের অন্তর্গতও নহে ; কারণ ব্যতিরেকী যে অনুমিতির করণ হইতে পারে না, ইহা অনুমান পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে।

বস্তুতঃ এস্থলে গৃহাসত্ত্বমাত্র বহিঃসত্ত্বের অনুমাপক হেতু নহে ; কারণ মৃত পুরুষে সাধ্য বহিঃসত্ত্ব নাই ; কিন্তু গৃহাসত্ত্ব থাকায় ব্যভিচার হয়। জীবিত্ব সমানাধিকরণ গৃহাসত্ত্ব হেতু হইতে পারে, কিন্তু বহিঃসত্ত্বের জ্ঞান ব্যতীত জীবিত্বের জ্ঞান হইতে পারে না। জীবিত্বের জ্ঞান না হইলে জীবিত্ব সমানাধিকরণ গৃহাসত্ত্ব-রূপ হেতুর জ্ঞান হইতে পারে না। অজ্ঞাত হেতু অনুমাপকই নহে। সুতরাং অর্থাপত্তি অনুমান নহে, পৃথক্ প্রমাণ।

যদিও দেবদত্তাদি শরীরে গৃহাসত্ত্ব ও বহিঃসত্ত্বের ব্যাপ্তি-নিশ্চয় হয় না। তথাপি যখন গৃহে থাকি না, তখন বাহিরে থাকি, ইহা নিজে সকলেই বুঝে। সুতরাং যেখানে জীবিত্ব সমানাধিকরণ গৃহাসত্ত্ব, সেখানে বহিঃসত্ত্ব—এইরূপ ব্যাপ্তিনিশ্চয় নিজ শরীরেই হইতে পারে। তাহা হইলে অর্থাপত্তি অনুমান হইবে না কেন? ইহার উত্তরে বলিলেন—**অত এবার্থাপত্তিস্থলে।** যদি অর্থাপত্তি অনুমিতি হইত, তবে "অনু-

স্থলে ইদমনেন বিনাঽনুপপন্নমিতি জ্ঞানং করণমিত্যুক্তম্। তত্র কিমিদং তেন বিনাঽনুপপন্নত্বম্? তদভাব-ব্যাপকীভূতাঽভাব-প্রতিযোগিত্বমিতি ব্রূমঃ। এবমর্থাপত্তের্মানান্তরত্ব-সিদ্ধৌ ব্যতিরেকি নানুমানান্তরম্। পৃথিবী-

অর্থাপত্তি স্থলে "ইহা ব্যতীত ইহা অনুপপন্ন", এই জ্ঞান করণ—ইহা উক্ত হইয়াছে। সে স্থলে এই এতদ্ ব্যতীত অনুপপন্নত্বটি কি? তদ্ভাবের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগিত্বই [সেই অনুপপন্নত্ব]—এই বলি। এইরূপে অর্থাপত্তির প্রমাণান্তরত্ব সিদ্ধ হইলে ব্যতিরেকী অনুমান হয় না; যেহেতু 'পৃথিবী ইতরেভ্যো ভিদ্যতে' (পৃথিবী

বিবৃতি

মিনোমি" এই রূপেই তাহার প্রত্যক্ষ হইত অর্থাৎ আত্মা তাহাকে অনুমিতি বলিয়াই দেখিত। কিন্তু অর্থাপত্তি স্থলে 'অনুমিনোমি' এইরূপ অনুব্যবসায় (জ্ঞানের প্রত্যক্ষ) হয় না। কিন্তু ইহা দ্বারা ইহা কল্পনা করি—এইরূপ অনুব্যবসায় হয়। সুতরাং অর্থাপত্তি অনুমান নহে। উহা পৃথক্ প্রমাণ।

অর্থাপত্তি স্থলে অনুমান প্রমিতির করণ নহে। উপপাদ্যজ্ঞান-রূপ অর্থাপত্তিই প্রমিতির করণ, ইহা উক্ত হইয়াছে। ইহা বিনা ইহা অনুপপন্ন—এইরূপ জ্ঞানই উপপাদ্য জ্ঞান। যেমন—রাত্রিভোজন বিনা দিবায় অভুক্ত ব্যক্তির পীনত্ব অনুপপন্ন—এইরূপ জ্ঞানই উপপাদ্য জ্ঞান। এস্থলে রাত্রিভোজন ব্যতীত প্রতি দিবায় অভুক্ত ব্যক্তির পীনত্ব অনুপপন্ন। এই অনুপপন্ন পীনত্বে যে অনুপপন্নত্ব ধর্ম্মটি আছে, তাহা কি? তাহার উত্তরে বলিলেন—তদভাব-ব্যাপকীভূতাভাব-প্রতিযোগিত্বম্। এস্থলে তৎপদের অর্থ—উপপাদক। যেমন—"পীনো দেবদত্তঃ রাত্রিভোজী" এস্থলে তৎপদে উপপাদক রাত্রিভোজনকে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার অভাবের অর্থাৎ রাত্রিভোজনাভাবের ব্যাপকীভূত অভাব হইতেছে দিবাঽভুঞ্জানত্ব সমানাধিকরণ পীনত্বের অভাব: যেহেতু দিবাতে ও রাত্রিতে ভোজন-রহিত পুরুষমাত্রেই দিবা অভুঞ্জানত্ব সমানাধিকরণ পীনত্বের অভাব দেখা যায়। অতএব তদভাবের অর্থাৎ রাত্রিভোজনাভাবের ব্যাপক অভাব হইতেছে দিবা অভুঞ্জানত্ব-সমানাধিকরণ পীনত্বের অভাব। এই অভাবের প্রতিযোগী তাদৃশ পীনত্বে যে প্রতি-যোগিত্ব ধর্ম আছে, তাহাই তদ্গত অনুপপন্নত্ব বা উপপাদ্যত্ব।

এইরূপ সিদ্ধান্তে পূর্বপক্ষীর আপত্তি এই যে, যদি তদভাবের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগিত্বটি উপপাদ্যত্ব হয়, তবে অর্থাপত্তি পৃথক্ প্রমাণ হইবে না; যেহেতু আমরা তদভাবের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগিকেই ব্যতিরেকী অনুমান বলিয়া থাকি। সুতরাং অর্থাপত্তি ব্যতিরেকী অনুমান হইতে অতিরিক্ত নহে। ইহার উত্তরে বলিলেন **—এবমর্থাপত্তেঃ।** অনুব্যবসায় বা সাক্ষী দ্বারা অর্থাপত্তির প্রমাণান্তরত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। তদভাবের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগিটি ব্যতিরেকী হইলেও অনুমান নহে;

তরেভ্যো ভিদ্যতে ইত্যাদৌ গন্ধবত্ত্বমিতর-ভেদং বিনাঽনুপপন্নমিত্যাদি-জ্ঞানস্য করণত্বাৎ। অত এবানুব্যবসায়ো পৃথিব্যামিতরভেদং কল্পয়ামীতি।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র-বিরচিতায়াং
বেদান্ত-পরিভাষায়াম্ অর্থাপত্তি-পরিচ্ছেদঃ

জলাদি হইতে ভিন্ন,) [কারণ তাহাতে গন্ধবত্ত্ব আছে] ইত্যাদি স্থলে ["পৃথিবীর গন্ধবত্ত্ব জলাদির ভেদ বিনা অনুপপন্ন" ইত্যাদি জ্ঞানেরই [জলাদি ভেদ প্রমার] করণত্ব। এই জন্যই 'পৃথিবীতে জলাদির ভেদ কল্পনা করি'—এই অনুব্যবসায় হয়।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য-কৃত-অর্থাপত্তি পরিচ্ছেদের অনুবাদ সমাপ্ত

বিবৃতি

ইহা অনুমান পরিচ্ছেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব ব্যতিরেকী অনুমান প্রমাণ নহে, কিন্তু অর্থাপত্তিই প্রমাণ। উহা উপপাদক কল্পনার করণ পৃথক্ প্রমাণ।

সকল পৃথিবীতেই জলাদির ভেদ আছে। ঐ ভেদের অনুযোগী (অধিকরণ) সকল পৃথিবীর জ্ঞান নাই। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সকল পৃথিবীতে জলাদি-ভেদের প্রত্যক্ষ হয় না। পরন্তু ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞানের দ্বারাই পৃথিবীতে জলাদি-ভেদের অনুমিতি হয়। অতএব ব্যতিরেকী অনুমান অবশ্য স্বীকার্য্য। এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলিলেন—**পৃথিবীতরেভ্যো ভিদ্যতে।** যদি পৃথিবীতে জলাদির ভেদ না থাকিত, পৃথিবী যদি জলাদির স্বরূপ হইত, তবে পৃথিবীতে গন্ধবত্ত্ব অনুপপন্ন হইয়া পড়িত; যেহেতু জলাদিতে গন্ধ থাকে না। উহা একমাত্র পৃথিবীতেই থাকে। সুতরাং গন্ধবত্ত্বের অনুপপত্তি জ্ঞানই অর্থাপত্তি। উহাই পৃথিবীতে জলাদি-ভেদের কল্পনার করণ; ব্যতিরেকি অনুমান করণ নহে। অতএব ব্যতিরেকী অনুমান স্বীকার্য্য নহে।

জলাদির ভেদ ব্যতীত পৃথিবীর গন্ধবত্ত্ব অনুপপন্ন হইলে ঐ গন্ধ-গত অনুপপন্নত্ব হইতেছে তদভাবের (জলাদি-ভেদাভাবের) ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগিত্ব। উহা অর্থাপত্তি হইবে, ব্যতিরেকি অনুমান হইবে না, তাহারই বা প্রমাণ কি ? ইহার উত্তরে বলিলেন—**অত এবানুব্যবসায়ঃ।** যদি পৃথিবীতে জলাদি-ভেদের জ্ঞান অনুমিতি হইত এবং উহার করণ অনুমান হইত, তবে পৃথিবীতে জলাদির ভেদ অনুমিতি করি, এইরূপ অনুব্যবসায় হইত অর্থাৎ অনুব্যবসায় বা সাক্ষী দ্বারা ঐ জ্ঞান অনুমিতি বলিয়া গৃহীত হইত; তাহা কিন্তু হয় না। পরন্তু পৃথিবীতে জলাদির ভেদ কল্পনা করি—এইরূপ অনুব্যবসায় হয়। সুতরাং অর্থাপত্তি অনুমান প্রমাণ নহে। উহা একটি পৃথক্ প্রমাণ।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ-তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ-শ্রীচরণান্তেবাসী শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য কৃত অর্থাপত্তি-পরিচ্ছেদের বিবৃতি সমাপ্ত

বেদান্ত-পরিভাষা

——:(*):——

অনুপলব্ধি-পরিচ্ছেদঃ

ইদানীং ষষ্ঠং প্রমাণং নিরূপ্যতে। জ্ঞানকরণাজন্যাভাবানুভবাসাধারণ-কারণমনুপলব্ধি-রূপ-প্রমাণম্। অনুমানাদি-জন্যাতীন্দ্রিয়াভাবানুভব-হেতাবনুমানাদাবতিব্যাপ্তি-বারণায়াজন্যান্তম্। অদৃষ্টাদৌ সাধারণ-কারণেঽতি-

---

সম্প্রতি ষষ্ঠ প্রমাণ অনুপলব্ধি নিরূপিত হইতেছে। জ্ঞান-রূপ করণের দ্বারা অজন্য অভাবের অনুভবের অসাধারণ কারণ হইতেছে অনুপলব্ধি প্রমাণ। অনুমানাদি প্রমাণ-জন্য অতীন্দ্রিয় অভাবের অনুভব হেতু অনুমান প্রমাণ প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য [লক্ষণে] অজন্যান্ত (অজন্য পর্য্যন্ত পদ) [প্রযুক্ত হইয়াছে।] [অভাব অনুভবের]

বিবৃতি

অভাব-জ্ঞানের অন্যতম হেতু অনুপলব্ধি প্রমাণ। অনুপলব্ধি ব্যতিরেকে ব্রহ্মে দ্বৈতাভাবের বিশেষণরূপে জ্ঞান হইতে পারে না। দ্বৈতাভাবের বিশেষণরূপে জ্ঞান না হইলে দ্বৈতাভাবের দ্বারা উপলক্ষিত ব্রহ্মের নির্বিকল্পক নিশ্চয়রূপ অদ্বৈত-নিশ্চয় হইতে পারে না। ব্রহ্মের নির্বিকল্পক নিশ্চয় না হইলে অবিদ্যা বা অবিদ্যাকার্য্য দ্বৈত প্রপঞ্চ ও তাহার ভ্রমের নিবৃত্তি হইতে পারে না। তাই অর্থাপত্তি প্রমাণ নিরূপণের অনন্তর উদ্দেশ ক্রমানুসারে অদ্বৈত ব্রহ্মনিশ্চয়ের অনুকূল ষষ্ঠ প্রমাণ অনুপলব্ধি নিরূপিত হইতেছে।

অনুপলব্ধি প্রমাণের প্রয়োজন উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি তাহার স্বরূপ ও লক্ষণ নির্ণয় করিতে বলিলেন—**জ্ঞানকরণাজন্য** ইত্যাদি। অভাবের অনুভব দুই প্রকার—জ্ঞানরূপ করণ জন্য অভাবের অনুভব ও জ্ঞানরূপ করণের দ্বারা অজন্য অভাবের অনুভব। যে অভাবানুভবের প্রতি কোন জ্ঞান (ব্যাপ্তি জ্ঞান বা পদ জ্ঞান) করণ। তাহাই জ্ঞানকরণ-জন্য অভাবের অনুভব। যে অভাবানুভবের প্রতি কোন জ্ঞান করণ নহে, তাহাই জ্ঞানকরণাজন্য অভাবের অনুভব। সেই জ্ঞানকরণাজন্য অভাবানুভবের অসাধারণ কারণই অনুপলব্ধি প্রমাণ। তাহার লক্ষণ হইতেছে—জ্ঞানকরণাজন্যাভাবানুভবাসাধারণকারণত্ব অর্থাৎ জ্ঞানরূপ করণের দ্বারা অজন্য অভাবানুভবের অসাধারণ কারণত্বই অনুপলব্ধির লক্ষণ।

যদি অভাবানুভবের অসাধারণ কারণত্ব-মাত্র লক্ষণ হইত, তবে অতীন্দ্রিয় ধর্মাধর্মাদির অভাবানুভবের অসাধারণ কারণ অনুমান, আগম ও অর্থাপত্তিতে অতিব্যাপ্তি হইত; কারণ অনুমানাদিতেও অভাবানুভবের অসাধারণ কারণত্ব আছে। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য অভাবানুভবে 'জ্ঞানকরণাজন্য' এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা হইলে

ব্যাপ্তি-বারণায়াসাধারণেতি। অভাব-স্মৃত্যসাধারণ-হেতু-সংস্কারেঽতিব্যাপ্তি-বারণায়ানুভবেতি বিশেষণম্। ন চাভাবানুমিতি-স্থলেঽপ্যনুপলব্ধ্যৈবাভাবো গৃহ্যতাম্; বিশেষাভাবাদিতি বাচ্যম্; ধর্মাধর্মাদ্যনুপলব্ধি-সত্ত্বেঽপি তদভাবা-নিশ্চয়েন যোগ্যানুপলব্ধেরেবাভাব-গ্রাহকত্বাৎ।

সাধারণ কারণ অদৃষ্টাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য অসাধারণ [পদ প্রযুক্ত হইয়াছে]। অভাব স্মৃতির অসাধারণ হেতু সংস্কারে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'অনুভব' এই বিশেষণ [প্রদত্ত হইয়াছে]। আচ্ছা, অভাবের অনুমিতি স্থলেও অনুপলব্ধির দ্বারাই অভাব গৃহীত হউক; যেহেতু [অনুপলব্ধি গ্রাহ্য অভাব এবং অনুমান গ্রাহ্য অভাবের মধ্যে] কোন বিশেষ নাই, ইহা বলিতে পার না; যেহেতু ধর্ম ও অধর্ম প্রভৃতির অনুপলব্ধি থাকিলেও তাহাদের অভাবের নিশ্চয় হয় না বলিয়া যোগ্যানু পলব্ধিই অভাবের বোধক হইয়া থাকে।

বিবৃতি

আর অতিব্যাপ্তি হয় না; যেহেতু অনুমানাদিতে জ্ঞানকরণাজন্য অভাবানুভবের অসাধারণ কারণত্ব নাই। অনুমানাদি হইতে যে অভাবানুভব জন্মে, তাহার প্রতি জ্ঞানই করণ বলিয়া অনুমানাদিতে জ্ঞানকরণ-জন্য অভাবানুভবের অসাধারণ কারণত্ব আছে। যদি জ্ঞান-করণাজন্য অভাবানুভবের কারণত্ব-মাত্র লক্ষণ হইতে, তাহা হইলে তাদৃশ অভাবানুভবের সাধারণ কারণ অদৃষ্টে তাদৃশ কারণত্ব থাকায় অতিব্যাপ্তি হইত। এইজন্য কারণে 'অসাধারণ' এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। অদৃষ্টাদিতে সাধারণ কারণত্ব থাকিলেও অসাধারণ কারণত্ব নাই বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয় না। যদি তাদৃশ অভাব জ্ঞানের অসাধারণ-কারণত্ব লক্ষণ হইত, তবে অভাব স্মৃতির অসাধারণ কারণ সংস্কারে তাদৃশ অভাব-জ্ঞানের অসাধারণ কারণত্ব থাকায় অতিব্যাপ্তি হইত। এইজন্য অভাব-জ্ঞানের অসাধারণ কারণত্বকে লক্ষণ না বলিয়া অভাবানুভবের অসাধারণ কারণত্বকে লক্ষণ বলা হইয়াছে। সংস্কারে অভাব-জ্ঞানের অসাধারণ-কারণত্ব থাকিলেও অভাবানু-ভবের অসাধারণ-কারণত্ব নাই। যদি জ্ঞানকরণাজন্য অনুভবের অসাধারণ কারণত্ব লক্ষণ হইত, তবে ঘটানুভবের অসাধারণ কারণ চক্ষুরাদিতে অতিব্যাপ্তি হইত। এইজন্য অনুভবে 'অভাব' বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। চক্ষুরাদি ঘটাদির অনুভবের অসাধারণ কারণ হইলেও অভাবানুভবের অসাধারণ কারণ নহে বলিয়া উহাতে অভাবানুভবের অসাধারণ কারণত্ব নাই। এজন্য অতিব্যাপ্তি হয় না।

অনুপলব্ধি যদি অভাবের বোধক হয়, তবে অতীন্দ্রিয় অভাবও অনুপলব্ধি দ্বারা গৃহীত হউক; কারণ অনুমান-বোধ্য অভাব এবং অনুপলব্ধি-বোধ্য অভাবের মধ্যে কোন বিশেষ নাই। অতীন্দ্রিয় অভাব অনুমিতি দ্বারা এবং অন্য অভাব অনুপলব্ধি-

নন্বু কেয়ং যোগ্যানুপলব্ধিঃ ? কিং যোগ্যস্য প্রতিযোগিনোঽনুপলব্ধিঃ ? উত যোগ্যেঽধিকরণে প্রতিযোগ্যনুপলব্ধিঃ ? নাদ্যঃ, স্তম্ভে পিশাচাদি-ভেদস্যাপ্রত্যক্ষত্বাপত্তেঃ। নান্ত্যঃ, আত্মনি ধর্মাধর্মাদ্যভাবস্য প্রত্যক্ষত্বাপত্তেরিতি চেৎ, ন; যোগ্যা চাসাবনুপলব্ধিশ্চেতি কর্মধারয়াশ্রয়ণাৎ। অনুপলব্ধে-

---

আচ্ছা, এই যোগ্যানুপলব্ধিটি কি ? প্রত্যক্ষ-যোগ্য প্রতিযোগীর অনুপলব্ধি কি যোগ্যানুপলব্ধি ? অথবা প্রত্যক্ষ যোগ্য অধিকরণে প্রতিযোগীর অনুপলব্ধি যোগ্যানুপলব্ধি ? প্রথমটি নহে; যেহেতু স্তম্ভে পিশাচাদি-ভেদের অপ্রত্যক্ষত্ব প্রসঙ্গ হইবে। দ্বিতীয়টি নহে; কারণ আত্মাতে ধর্মাদির অভাবের প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হইবে, এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না; কারণ যোগ্যা যে অনুপলব্ধি—এইরূপ কর্মধারয় সমাস গ্রহণ করা

বিবৃতি

দ্বারা গৃহীত হইলে এক অভাবের জ্ঞানের জন্য নানা কারণ কল্পনা-প্রযুক্ত গৌরব হইবে। অতএব সমস্ত অভাব অনুপলব্ধি দ্বারা গৃহীত হউক। এই আপত্তির উত্তরে বলিলেন—**ধর্মাধর্মাদ্যনুপলব্ধি-সত্ত্বেঽপি।** যদি অনুপলব্ধি যাবৎ অভাবের বোধক হইত, তবে স্বপ্নে অনুপলব্ধি আছে বলিয়া অভাবের উপলব্ধি হইত। জাগ্রতে ধর্মাধর্মাদির অনুপলব্ধি আছে বলিয়া তাহাদের অভাবের উপলব্ধি হইত। কিন্তু ধর্মাধর্মাদির অনুপলব্ধি থাকিলেও তাহাদের অভাবের উপলব্ধি হয় না। সুতরাং অনুপলব্ধি যাবতীয় অভাবের বোধক বলা যায় না। অনুপলব্ধি-বিশেষ যোগ্যানুপলব্ধিকেই অভাবের বোধক বলিতে হইবে। জাগ্রতে ধর্মাধর্মাদির অনুপলব্ধি থাকিলেও যোগ্যানুপলব্ধি না থাকায় তদ্-দ্বারা ধর্মাদির অভাবের উপলব্ধি হয় না। কিন্তু অনুমানের দ্বারা তাহাদের অভাবের জ্ঞান হয়।

যোগ্যানুপলব্ধি অভাবের বোধক—ইহা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই যোগ্যানুপলব্ধিটি কি ? তাহা বুঝিতে না পারিয়া পূর্বপক্ষী প্রশ্ন করিলেন—**নন্বু কেয়ং যোগ্যানুপলব্ধিঃ ?** প্রত্যক্ষ-যোগ্য প্রতিযোগীর অনুপলব্ধি কি যোগ্যানুপলব্ধি অথবা প্রত্যক্ষ-যোগ্য অধিকরণে প্রতিযোগীর অনুপলব্ধি কি যোগ্যানুপলব্ধি ? প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে। যদি যোগ্যের অনুপলব্ধি যোগ্যানুপলব্ধি হয় এবং উহাই যদি অভাবের গ্রাহক হয়, তবে স্তম্ভে পিশাচ-ভেদের প্রত্যক্ষ হইবে না; কারণ পিশাচ-ভেদের প্রতিযোগী পিশাচ প্রত্যক্ষ-যোগ্য নহে। সে স্থলে প্রতিযোগী পিশাচের অনুপলব্ধি থাকিলেও ঐ অনুপলব্ধি যোগ্য প্রতিযোগীর অনুপলব্ধি নহে। অথচ পিশাচের ভেদটি প্রত্যক্ষ হয়; অতএব প্রথম পক্ষটি যুক্তি-যুক্ত নহে। দ্বিতীয় পক্ষটিও সঙ্গত নহে। যদি যোগ্যে অনুপলব্ধি যোগ্যানুপলব্ধি হয়। তবে প্রত্যক্ষ যোগ্য আত্মাতে প্রতিযোগী ধর্মাদির-অনুপলব্ধি-রূপ যোগ্যানুপলব্ধি থাকায় তদ্-দ্বারা আত্মাতে ধর্মাভাবাদির প্রত্যক্ষের আপত্তি হইবে। সুতরাং যোগ্যানুপলব্ধি পদটি ষষ্ঠী তৎপুরুষ বা সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসে নিষ্পন্ন নহে।

র্যোগ্যতা চ তর্কিত-প্রতিযোগি-সত্ত্ব-প্রসঞ্জিত-প্রতিযোগিকত্বম্। যস্যাভাবো গৃহ্যতে, তস্য যঃ প্রতিযোগী, তস্য সত্ত্বেনাধিকরণে তর্কিতেন প্রসঞ্জিতমাপাদন-যোগ্যং প্রতিযোগি উপলব্ধি-স্বরূপং যস্যানুপলম্ভস্য তত্ত্বম্, তদনুপলব্ধের্যোগ্যত্বমিত্যর্থঃ। তথাহি স্ফীতালোকবতি ভূতলে যদি ঘটঃ স্যাৎ, তদা

হইয়াছে অর্থাৎ যোগ্যা যে অনুপলব্ধি—এইরূপ কর্মধারয় সমাসে নিষ্পন্ন যোগ্যা অনুপলব্ধি হইতেছে যোগ্যানুপলব্ধি। অনুপলব্ধির যোগ্যতা হইতেছে [প্রতিযোগীর অধিকরণে তর্কিত (আপাদিত) প্রতিযোগি-সত্ত্বের প্রসঞ্জনের দ্বারা প্রসঞ্জিত প্রতিযোগিকত্ব। [ইহার অর্থ :—] যাহার অভাব গৃহীত হয়, তাহার যে প্রতিযোগী, তাহার অধিকরণে তর্কিত (প্রসঞ্জিত) সত্ত্বের দ্বারা প্রসঞ্জিত অর্থাৎ আপাদন-যোগ্য হয় উপলব্ধি-স্বরূপ প্রতিযোগী যে অনুপলব্ধির ; [সেই অনুপলব্ধি হইতেছে তর্কিত-প্রতিযোগিসত্ত্ব-প্রসঞ্জিত-প্রতিযোগিক] তাহার যে ধর্ম তর্কিত-প্রতিযোগি-সত্ত্ব-প্রসঞ্জিত-প্রতিযোগিকত্ব, তাহা হইতেছে অনুপলব্ধির যোগ্যতা। তাহা এইরূপঃ—স্ফীত (প্রচুর) আলোক-যুক্ত ভূতলে

বিবৃতি

সিদ্ধান্তী উত্তরে বলিলেন—**যোগ্যা চাসৌ** ইত্যাদি। এস্থলে যোগ্যানুপলব্ধি পদে "যোগ্য যে অনুপলব্ধি" এইরূপ কর্মধারয় সমাসই আশ্রয় করিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্বোক্ত কোন আপত্তি হইবে না। ইহা পরে স্পষ্ট হইবে। যোগ্য যে অনুপলব্ধি, তাহাই যোগ্যানুপলব্ধি হইলে অনুপলব্ধি-গত যোগ্যতাটি কি, তাহা বলিতে হইবে। তাই বলিলেন—**অনুপলব্ধের্যোগ্যতা চ**। অনুপলব্ধির যোগ্যতা হইতেছে—তর্কিত প্রতিযোগি সত্ত্ব-প্রসঞ্জিত-প্রতিযোগিকত্ব। তর্কিত শব্দের অর্থ—আপাদিত। তর্কিতেন প্রতিযোগি-সত্ত্বেন প্রসঞ্জিতো প্রতিযোগী যস্য অনুপলম্ভস্য—এইরূপ বিগ্রহে নিষ্পন্ন তর্কিত-প্রতিযোগিসত্ত্ব-প্রসঞ্জিত-প্রতিযোগিকত্ব শব্দের অর্থ—যাহার অভাব গৃহীত হয়, তাহার যে প্রতিযোগী, তাহার কোন অধিকরণে তাহার সত্ত্বের আপাদন দ্বারা যে অনুপলব্ধির প্রতিযোগী উপলব্ধির সত্ত্ব আপাদিত হয়, সেই অনুপলব্ধিটি তর্কিত-প্রতিযোগি-সত্ত্ব-প্রসঞ্জিত প্রতিযোগিক। অনুপলব্ধিটি তর্কিত-প্রতিযোগি-সত্ত্ব-প্রসঞ্জিত-প্রতিযোগিক হইলে উহাতে যে তর্কিত-প্রতিযোগি-সত্ত্ব-প্রসঞ্জিত-প্রতিযোগিকত্ব নামক ধর্ম থাকে, তাহাই অনুপলব্ধির যোগ্যতা। তাৎপর্য্য এই যে, প্রতিযোগী ও প্রতিযোগীর ব্যাপ্য ব্যতীত উপলব্ধির যাবতীয় কারণের বিদ্যমান দশাতে যদি কোন স্থানে অভাবের প্রতিযোগীর সত্ত্বের আপাদন দ্বারা সেই প্রতিযোগীর উপলব্ধি আপাদিত হয়, তাহা হইলে সেই অভাবের প্রতি সেই অনুপলব্ধিই হইবে যোগ্যানুপলব্ধি। উজ্জ্বল আলোক-বিশিষ্ট ভূতলে যদি ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট থাকিত, তবে অবশ্যই ঘটের উপলব্ধি হইত, এইরূপ আপাদন সম্ভব বলিয়া তাদৃশ ভূতলে ঘটের যে অনুপলব্ধি, তাহাই যোগ্যানুপলব্ধি ;

ঘটোপলম্ভঃ স্যাদিত্যাপাদন-সম্ভবাৎ তাদৃশ-ভূতলে ঘটাভাবোঽনুপলব্ধি-গম্যঃ, অন্ধকারে তু তাদৃশাপাদনাভাবান্নানুপলব্ধি-গম্যতা। অত এব স্তম্ভে তাদাত্ম্যেন পিশাচ-সত্ত্বে স্তম্ভবৎ প্রত্যক্ষত্বাপত্ত্যা তদভাবোঽনুপলব্ধি-গম্যঃ।

যদি ঘট বিদ্যমান হইত, তবে ঘটের উপলব্ধি হইত—এইরূপ আপাদন সম্ভব বলিয়া তাদৃশ ভূতলে ঘটাভাব অনুপলব্ধি-গম্য। অন্ধকারে কিন্তু তাদৃশ আপাদন হয় না বলিয়া [ঘটাভাবের] অনুপলব্ধি-গম্যতা নাই। এই হেতুই অর্থাৎ তাদৃশ আপাদন স্থলে অনুপলব্ধির যোগ্যতা আছে বলিয়াই স্তম্ভে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে পিশাচ থাকিলে অর্থাৎ এই স্তম্ভটি পিশাচ—এইরূপে স্তম্ভ ও পিশাচ এক হইলে স্তম্ভের ন্যায় পিশাচের প্রত্যক্ষত্বের আপাদন হইত বলিয়া তাহার অভাব (স্তম্ভে পিশাচের ভেদ) অনুপলব্ধি-গম্য। আত্মাতে ধর্ম ও

বিবৃতি

কারণ সেস্থলে ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘটের সত্ত্ব আপাদনের দ্বারা সেই প্রতিযোগী ঘটের উপলব্ধি আপাদিত হইয়াছে। তাই এই অনুপলব্ধি যোগ্যানুপলব্ধি। উহা দ্বারাই উজ্জ্বল আলোক বিশিষ্ট ভূতলে ঘটাভাবের জ্ঞান হয়।

উজ্জ্বল আলোক বিশিষ্ট গৃহে ঘটের অসত্ত্ব দশায় ঘটের অনুপলব্ধি যেমন আছে, অন্ধকারেও সেইরূপ অনুপলব্ধি আছে। তাহা কিন্তু যোগ্যানুপলব্ধি নহে; যেহেতু 'গৃহে যদি ঘট থাকিত, তবে ঘটের উপলব্ধি হইত' এইরূপ উপলব্ধির আপাদন অন্ধকারে সম্ভব নহে; কারণ আলোক না থাকায় অন্ধকারে ঘট থাকিলেও তাহার উপলব্ধি হইতে পারে না। অতএব অন্ধকারে ঘটের অনুপলব্ধি যোগ্যানুপলব্ধি নহে। তাই অন্ধকারে অনুপলব্ধি দ্বারা ঘটাভাবের জ্ঞান হয় না।

যদি যোগ্যানুপলব্ধি অভাবের গ্রাহক হয়, তবে স্তম্ভে পিশাচ-ভেদের যোগ্যানুপলব্ধি দ্বারা বোধ না হউক; যেহেতু পিশাচ-ভেদের প্রতিযোগী পিশাচ অতীন্দ্রিয়। স্তম্ভে পিশাচ থাকিলেও তাহার উপলব্ধির আপাদন সম্ভব নহে। সুতরাং সেস্থলে পিশাচের অনুপলব্ধি যোগ্যানুপলব্ধি নহে। ইহার উত্তরে বলিলেন—**অত এব স্তম্ভে তদাত্ম্যেন।** পূর্বপক্ষী যে এস্থলে উপলব্ধির আপাদন হইতে পারে না বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ পিশাচ স্তম্ভ হইতে ভিন্ন থাকিয়া যদি সংযোগাদি সম্বন্ধে পিশাচে থাকে, তবে তাহার উপলব্ধির আপাদন হয় না, সত্য; কিন্তু পিশাচ যদি স্তম্ভ হইতে ভিন্ন না থাকিয়া স্তম্ভে তাদাত্ম্যে থাকিয়া স্তম্ভের সহিত অভিন্ন হইত, তবে স্তম্ভের ন্যায় তাহারও উপলব্ধি হইত—এইরূপ উপলব্ধির আপাদন সে স্থলেও হইতে পারে। সুতরাং সে স্থলে যে পিশাচের অনুপলব্ধি, তাহা যোগ্যানুপলব্ধি। তাহার দ্বারা স্তম্ভে পিশাচ-ভেদের উপলব্ধি হইবে; কিন্তু পিশাচের অত্যন্তাভাবের উপলব্ধি হইবে না। স্তম্ভে সংযোগ সম্বন্ধে পিশাচ থাকিলেও অতীন্দ্রিয় বলিয়া তাহার উপলব্ধির আপাদন করা যায় না। সুতরাং

আত্মনি ধর্মাধর্ম-সত্ত্বেঽপি তস্যাতীন্দ্রিয়তয়া নিরুক্তোপলম্ভাপাদনাসম্ভবান্ন ধর্মাধর্মাদ্যভাবস্যানুপলব্ধি-গম্যত্বম্। ননূক্ত-রীত্যাঽধিকরণেন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ-স্থলেঽভাবস্যানুপলব্ধি-গম্যত্বং ত্বদভিমতম্। তত্র কৢপ্তেন্দ্রিয়মেবাভাবাকার-বৃত্তাবপি করণম্, ইন্দ্রিয়ান্বয়-ব্যতিরেকানুবিধানাদিতি চেৎ, ন, তৎ-

---

অধর্ম থাকিলেও সেই ধর্মাধর্ম অতীন্দ্রিয় বলিয়া পূর্বোক্ত [ধর্মাধর্মের] উপলব্ধির আপাদন সম্ভব নহে বলিয়া [আত্মাতে] ধর্মাধর্মাদির অভাবের অনুপলব্ধি-গম্যতা নাই।

আচ্ছা, পূর্বোক্ত রীতিতে অধিকরণের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ স্থলে অভাবের অনুপলব্ধি-গম্যত্ব তোমার অভিপ্রেত। সেস্থলে কৢপ্ত (করণরূপে স্বীকৃত) ইন্দ্রিয়ই অভাবাকার বৃত্তিতে করণ হউক ; [অনুপলব্ধি সহকারী কারণ হউক] ; যেহেতু [সেস্থলে অভাব-বৃত্তির প্রতি] ইন্দ্রিয়ের অন্বয়-ব্যতিরেকের অনুবিধান (জনকতা বা বিদ্যমানতা]

বিবৃতি

সেস্থলে পিশাচের অনুপলব্ধি যোগ্যানুপলব্ধি নহে। তাই স্তম্ভে পিশাচের অত্যন্তাভাব থাকিলেও যোগ্যানুপলব্ধি না থাকায় তাহার জ্ঞান হয় না। এইরূপ আত্মাতে ধর্ম ও অধর্ম থাকিলেও সেগুলি অতীন্দ্রিয় বলিয়া তাহাদের উপলব্ধির আপাদন করা যায় না। সুতরাং ধর্মাধর্মের যোগ্যানুপলব্ধি নাই। এই জন্য আত্মাতে ধর্ম ও অধর্মাদির অভাব থাকিলেও অনুপলব্ধি দ্বারা তাহাদের উপলব্ধি হয় না। কিন্তু অনুমানাদি দ্বারা উপলব্ধি হয়।

যোগ্যানুপলব্ধি নিরূপিত হইয়াছে। নৈয়ায়িকগণ এই যোগ্যানুপলব্ধিকে অভাব-প্রমিতির প্রতি করণ বা প্রমাণ বলেন নাই। তাঁহারা ইন্দ্রিয়কেই করণ বা প্রমাণ বলিয়াছেন। তাই তাঁহারা আপত্তি করিতে বলিলেন—**ননূক্তরীত্যা** ইত্যাদি। উক্ত রীতি অনুসারে অধিকরণের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ কালে অর্থাৎ প্রতিযোগী ও তাহার ব্যাপ্য ভিন্ন প্রতিযোগীর যাবতীয় উপলব্ধির কারণ বিদ্যমান থাকিলে অভাবটী অনুপলব্ধি প্রমাণের বেদ্য হয়, ইহা সিদ্ধান্তিগণের সিদ্ধান্ত। ইন্দ্রিয় ও যোগ্যানুপলব্ধি—উভয়ই অভাবাকার বৃত্তির পূর্ববর্ত্তী। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয় প্রমিতির করণ-রূপে কৢপ্ত, অনুপলব্ধি করণ-রূপে কৢপ্ত নহে। কৢপ্তের করণত্ব উপপন্ন হইলে কল্প্যের করণত্ব স্বীকার্য্য নহে। অতএব ইন্দ্রিয়ই অভাবাকার বৃত্তির প্রতি করণ হউক। অভাবাকার বৃত্তির প্রতি ইন্দ্রিয় কারণ না হইলে করণ হইত না। কিন্তু অভাবাকার বৃত্তির প্রতি ইন্দ্রিয়ের অন্বয় ও ব্যতিরেকের অনুবৃত্তি আছে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় থাকিলে অভাবাকার বৃত্তি হয়, না থাকিলে হয় না, এইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা ইন্দ্রিয়ের কারণত্ব সিদ্ধই আছে, কেবল করণত্বমাত্র কল্পনা করিতে হইবে। তাহা হইলে যোগ্যানুপলব্ধিকে পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয় না। তাহাতে প্রমাণ লঘু হয়—এই যদি বলি, না, তাহা বলিতে পারেন না ; কারণ অভাবের

প্রতিযোগ্যনুপলব্ধেরপ্যভাবগ্রহে হেতুত্বেন কৢপ্তত্বেন করণত্ব-মাত্রস্য কল্পনাৎ, ইন্দ্রিয়স্য চাভাবেন সহ সন্নিকর্ষাভাবেনাঽভাব-গ্রহাহেতুত্বাৎ, ইন্দ্রিয়া-

---

আছে—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না; যেহেতু অভাবের বোধে সেই যোগ্যানুপলব্ধিরও কারণত্ব কৢপ্ত বলিয়া তাহার করণত্বমাত্রেরই কল্পনা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সহিত অভাবের সন্নিকর্ষ নাই বলিয়া অভাবের বোধে ইন্দ্রিয়ের কারণত্বই নাই;

বিবৃতি

প্রতিযোগীর অনুপলব্ধিরও অর্থাৎ যোগ্যানুপলব্ধিরও অভাবের প্রমিতির প্রতি কারণত্ব সিদ্ধই আছে বলিয়া কেবল করণত্ব-মাত্রই কল্পিত হইয়াছে অর্থাৎ অভাবাকার প্রমিতিতে ইন্দ্রিয়ের অন্বয়-ব্যতিরেক-বশতঃ তাহার কারণত্ব যেমন সিদ্ধই আছে। তদ্রূপ যোগ্যানুপলব্ধিরও অন্বয়-ব্যতিরেক-বশতঃ কারণত্ব সিদ্ধই আছে। এস্থলে উভয়ের কারণত্ব তুল্য হইলেও নৈয়ায়িক ইন্দ্রিয়কেই করণ বলিয়া কল্পনা করেন। বেদান্তিগণ কিন্তু যোগ্যানুপলব্ধিকেই করণ বলিয়া কল্পনা করেন। ইহাতে অতিরিক্ত কোন কল্পনা নাই বলিয়া গৌরবও নাই।

অভাব প্রমিতির প্রতি যোগ্যানুপলব্ধি ও ইন্দ্রিয়—উভয়েই কারণ, ইহা সত্য। কিন্তু যোগ্যানুপলব্ধির করণত্বে কোন বিনিগমনা নাই; ইন্দ্রিয়ের করণত্বে বিনিগমনা আছে। যোগানুপলব্ধিকে করণ বলিলে অতিরিক্ত একটি প্রমাণ স্বীকার করিতে হয়। ইন্দ্রিয়কে করণ বলিলে অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করিতে হয় না। প্রমাণান্তরের অসিদ্ধিই এস্থলে বিনিগমনা। ইন্দ্রিয়ের করণত্বে এই বিনিগমনা আছে। অতএব অভাব প্রমার প্রতি ইন্দ্রিয়ই করণ; যোগ্যানুপলব্ধি করণ নহে। এই আশঙ্কা করিয়া ইন্দ্রিয়ের করণত্ব খণ্ডন করিতে বলিলেন—**ইন্দ্রিয়স্য** চেত্যাদি। ইন্দ্রিয় যদি অভাব প্রমার প্রতি কারণ হইত, তবে করণও হইতে পারিত, কিন্তু অভাবের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ নাই বলিয়া অভাব প্রমার প্রতি ইন্দ্রিয়ের কারণত্বই সিদ্ধ হয় না। এস্থলে সংযোগ, সমবায় প্রভৃতি সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে পারে না; কারণ উহারা ভাবের সম্বন্ধ, অভাবের সম্বন্ধ নহে। বিশেষ্য-বিশেষণভাবও সেই সন্নিকর্ষ হইতে পারে না; যেহেতু দুইটি সম্বদ্ধ বস্তুরই বিশেষ্য-বিশেষণভাব হয়, অসম্বন্ধের বিশেষ্য-বিশেষণভাব হয় না। এস্থলে দণ্ডাদির ন্যায় ইন্দ্রিয় ও অভাব কোন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ না হওয়ায় তাহাদের বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় সংযুক্ত ভূতলে অভাবটি বিশেষণ হওয়ায় অভাবে যে সংযুক্ত-বিশেষণত্ব আছে; উহাই প্রত্যক্ষের হেতু ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ, ইহা স্বীকার করিলে প্রত্যক্ষ-পক্ষক অনুমানমাত্রের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। যে স্থলে পক্ষ পদার্থটি প্রত্যক্ষ, সেস্থলে অনুমেয় পদার্থটী ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত পক্ষে বিশেষণ হওয়ায় অনুমেয় পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হেতু স্ব-সংযুক্ত-বিশেষণত্ব সন্নিকর্ষ

ন্বয়-ব্যতিরেকয়োরধিকরণ-জ্ঞানাদ্যুপক্ষীণত্বেনাঽন্যথাসিদ্ধেঃ। ননু ভূতলে ঘটো নেত্যাদ্যভাবানুভব-স্থলে ভূতলাংশে প্রত্যক্ষত্বমুভয়বাদি-সিদ্ধমিতি তত্র

ইন্দ্রিয়ের অন্বয়-ব্যতিরেক অধিকরণ জ্ঞানের দ্বারা উপক্ষীণ হওয়ায় অর্থাৎ অধিকরণ জ্ঞানের প্রতি হেতুত্ব নিশ্চয় হওয়ায় অন্য জ্ঞানের প্রতি তাহার হেতুত্ব নিশ্চয় না। তাই অন্যথা সিদ্ধি হইয়াছে অর্থাৎ অভাবানুভবের প্রতি তাহার হেতুত্বের অসিদ্ধি হইয়াছে।

আচ্ছা, "ভূতলে ঘটাভাব" ইত্যাদ্যাকার অভাবের অনুভব স্থলে ভূতলাংশে প্রত্যক্ষত্ব

বিবৃতি

হইয়াছে। অতএব সাধ্যের অনুমিতি না হইয়াই প্রত্যক্ষ হউক; যেহেতু সমান বিষয়ে অনুমিতি সামগ্রী অপেক্ষা প্রত্যক্ষ সামগ্রী বলবান্। সুতরাং পূর্বপক্ষীও স্ব-সংযুক্ত বিশেষণত্বকে প্রত্যক্ষের হেতু ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ বলিতে পারেন না। অন্য কোন সন্নিকর্ষও পূর্বপক্ষী বলেন নাই। অতএব অভাবের সহিত ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হেতু সন্নিকর্ষ না থাকায় অভাব প্রমার প্রতি ইন্দ্রিয়ের কারণত্বই সিদ্ধ হয় না। সুতরাং উহা করণ কিরূপে হইবে? অর্থাৎ কোনরূপেই করণ হইতে পারে না।

অভাব প্রমার প্রতি ইন্দ্রিয়ের যখন অন্বয়-ব্যতিরেক আছে। তখন ইন্দ্রিয় কারণ নহে, অভাবের সহিত ইন্দ্রিয়ের কোন সন্নিকর্ষ নাই, ইহা কিরূপে বলা যায়? ইহার উত্তরে বলিলেন—**ইন্দ্রিয়ান্বয়-ব্যতিরেকয়োঃ।** ইন্দ্রিয়ের এই অন্বয় ও ব্যতিরেকটি অধিকরণ বা তাহার বিশেষণ প্রভৃতির জ্ঞানের প্রতি ইন্দ্রিয়ের কারণত্ব সিদ্ধ করিয়া উপক্ষীণ অর্থাৎ নির্ব্যাপার হওয়ায় আর অভাব জ্ঞানের প্রতি ইন্দ্রিয়ের কারণত্ব সিদ্ধ করিতে পারে না। উহা অভাব জ্ঞানের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ। অভাব প্রমার প্রতি অধিকরণের জ্ঞান, প্রতিযোগীর জ্ঞান এবং যোগ্যানুপলব্ধি কারণ। ইন্দ্রিয়ের এই অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা অধিকরণ জ্ঞানাদির প্রতি অথবা অনুপলব্ধিগত যোগ্যতার প্রতি কারণত্ব সিদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয় থাকিলে অধিকরণাদির জ্ঞান হয়, যোগ্যতা সিদ্ধ হয়, না থাকিলে ঐগুলি হয় না। ঐগুলি না হইলে অভাবের উপলব্ধি হয় না। সুতরাং ইন্দ্রিয় অভাব প্রমার প্রতি জনকের জনক হওয়ায় অন্যথাসিদ্ধ। অতএব ইন্দ্রিয় অভাব প্রমার প্রতি কারণও নহে, করণও নহে; যোগ্যানুপলব্ধিই কারণ ও করণ।

অভাব প্রমার প্রতি যোগ্যানুপলব্ধি করণ, ইহা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু অভাবের উপলব্ধি প্রত্যক্ষ হইলে তাহার করণ ইন্দ্রিয়ই হইবে। প্রত্যক্ষ প্রমার প্রতি ইন্দ্রিয়ের গৌণ করণত্ব সিদ্ধান্তীরও অভিমত। সুতরাং যোগ্যানুপলব্ধি কিরূপে করণ হইবে। এই আশঙ্কা সমর্থন করিবার জন্য পূর্বপক্ষী প্রথমে অভাবোপলব্ধির প্রত্যক্ষত্ব উপপাদন করিতে বলিলেন—**ননু ভূতলে ঘটো ন** ইত্যাদি। যে স্থলে ভূতলে ঘট নাই বা ভূতলে ঘটাভাব আছে বা ভূতলটী ঘটভাব-বিশিষ্ট—এই আকারে ঘটাভাবের

বৃত্তি-নির্গমনস্যাবশ্যকত্বেন ভূতলাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যবৎ তন্নিষ্ঠ-ঘটাভাবাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যস্যাপি প্রমাত্রভিন্নতয়া ঘটাভাবস্য প্রত্যক্ষ-রূপতৈব সিদ্ধান্তেঽপীতি চেৎ, সত্যম্। অভাব-প্রতীতেঃ প্রত্যক্ষত্বেঽপি তৎকরণস্যানুপলব্ধের্মানান্তর-

---

উভয় বাদীর সিদ্ধ (সম্মত)। অতএব সেস্থলে ভূতলাকার বৃত্তির বহির্গমনের আবশ্যকতা আছে বলিয়া ভূতলাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের ন্যায় ভূতল-গত ঘটাভাবাবচ্ছিন্ন চৈতন্যেরও প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত অভিন্নত্ব হেতু অদ্বৈতসিদ্ধান্তেও ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ-রূপত্বই সিদ্ধ হয়, এই যদি বলি। সত্য অর্থাৎ ইহা ঠিক ; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার করণ ইন্দ্রিয় নহে] যেহেতু অভাব প্রতীতি প্রত্যক্ষ হইলেও তাহার করণ অনুপলব্ধির প্রমাণান্তরত্ব

বিবৃতি

অনুভব হয়। সে স্থলে ভূতলাংশে অর্থাৎ ভূতল ও তাহার জ্ঞান যে প্রত্যক্ষ, উহা আমাদের উভয়-বাদীর সম্মত। সেস্থলে ভূতলের প্রত্যক্ষত্ব-নির্বাহের জন্য ভূতলাকার বৃত্তির বহির্গমন ও বহির্গত বৃত্তির বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ আবশ্যক। অন্যথা ভূতল-চৈতন্য, প্রমাতৃ-চৈতন্য ও প্রমাণ-চৈতন্যের অভেদ হইবে না। তাহা না হইলে ভূতল বা তাহার জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইবে না। সুতরাং ভূতলাকার বৃত্তি বহির্গত হইয়া ভূতলের সহিত সংযুক্ত হইলে চৈতন্যের উপাধিগুলির একদেশস্থত্ব হেতু বিষয় ভূতল-চৈতন্যের সহিত প্রমাতৃ-চৈতন্য ও প্রমাণ চৈতন্যের অভেদ হইলে ভূতল ও তাহার জ্ঞানটি যেমন প্রত্যক্ষ হয়। তদ্রূপ ভূতল-গত ঘটাভাবাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিত প্রমাণ চৈতন্য ও প্রমাতৃ-চৈতন্য অভিন্ন হওয়ায় ঘটাভাব ও তাহার উপলব্ধি প্রত্যক্ষ হইবে। ভূতল-গত ঘটাভাবের সহিত ইন্দ্রিয়ের স্ব-সংযুক্ত-বিশেষণত্ব সন্নিকর্ষ আছে। অনুপলব্ধি-জন্য অভাবাকার বৃত্তি বিষয়-সন্নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বহির্গত হইয়া অভাবের সহিত সম্বন্ধ হইলে উপাধিগুলির ভিন্ন-দেশতা না থাকায় প্রমাতৃ-চৈতন্য ও প্রমাণ চৈতন্যের সহিত অভাবরূপ বিষয়-চৈতন্যের অভেদ হইবে। তাহা হইলে অভাব ও তাহার উপলব্ধি প্রত্যক্ষ হইবে। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ই করণ হইবে, যোগ্যানুপলব্ধি করণ হইবে না।

পূর্বপক্ষী নৈয়ায়িক অভাব-জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব আপাদন করিয়া যোগ্যানুপলব্ধির করণত্ব বা প্রমাণান্তরত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। সিদ্ধান্তী যদিও অভাব-প্রতীতির প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করেন না, তথাপি তিনি অভাব প্রতীতির প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করিয়াই যোগ্যানুপলব্ধির প্রমাণান্তরত্ব প্রতিপাদন করিতে বলিলেন—**সত্যম্**। অভাব প্রতীতি প্রত্যক্ষ হয়-হউক, তথাপি তাহার করণ ইন্দ্রিয় নহে ; কারণ বিষয়-সন্নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ই বিষয়াকার বৃত্তির ও তাহার বহির্গতির প্রয়োজক, কেবল ইন্দ্রিয় প্রয়োজক নহে। বিষয় অভাবের সহিত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তির প্রয়োজক কোন সম্বন্ধ না থাকায় ইন্দ্রিয় অভাবাকার বৃত্তির কারণ নহে। যোগ্যানুপলব্ধিই কারণ। সুতরাং যোগ্যানুপলব্ধিকে পৃথক্ প্রমাণ বলিতে হইবে।

ত্বাৎ। ন হি ফলীভূত-জ্ঞানস্য প্রত্যক্ষত্বে তৎ-করণস্য প্রত্যক্ষ-প্রমাণতা-নিয়তত্বমস্তি, দশমস্ত্বমসীত্যাদি-বাক্য-জন্য-জ্ঞানস্য প্রত্যক্ষত্বেঽপি তৎ-করণস্য প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-ভিন্ন-প্রমাণতাভ্যুপগমাৎ। ননু ফল-বৈজাত্যং বিনা কথং প্রমাণ-ভেদ ইতি চেৎ, ন, বৃত্তি-বৈজাত্যমাত্রেণ প্রমাণ-বৈজাত্যোপপত্তেঃ।

আছে। ফলীভূত জ্ঞান (প্রমিতি) প্রত্যক্ষ হইলেও তাহার করণে প্রত্যক্ষ প্রমাণত্বের ব্যাপ্যত্ব নাই অর্থাৎ যেখানে প্রত্যক্ষ প্রমা-করণত্ব, সেখানেই প্রত্যক্ষ-প্রমাণত্ব— এইরূপ ব্যাপ্তি নাই; যেহেতু "দশমস্ত্বম্ অসি" ইত্যাদি বাক্য-জন্য [ফলীভূত] জ্ঞানে প্রত্যক্ষত্ব থাকিলেও তাহার করণে প্রত্যক্ষ প্রমাণত্ব ভিন্ন অন্য প্রমাণত্ব (শব্দ প্রমাণত্ব) স্বীকৃত হইয়াছে। আচ্ছা, ফলীভূত জ্ঞানের বৈজাত্য (ভেদ) ব্যতীত প্রমাণের ভেদ কিরূপে হয়—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না; যেহেতু বৃত্তির বৈজাত্যমাত্রের দ্বারাই ফল-বৈজাত্যের উপপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং ঘটাভাবা-

বিবৃতি

ফলীভূত জ্ঞানটী (অভাব প্রমিতি) প্রত্যক্ষ হইলে তাহার করণ অবশ্যই প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইবে; যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমার করণই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যোগ্যানুপলব্ধি যদি প্রত্যক্ষ অভাব-বোধের করণ হয়, তবে তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই অন্তর্গত হইবে, পৃথক্ প্রমাণ হইবে কেন ? এই আশঙ্কা খণ্ডন করিতে বলিলেন—**ন হি ফলীভূত জ্ঞানস্য**। ফলীভূত জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইলে তাহার করণে প্রত্যক্ষ প্রমাণত্বের ব্যাপ্তি নাই অর্থাৎ যেখানে যেখানে প্রত্যক্ষ-করণত্ব, সেখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণত্ব—এইরূপ নিয়ম বা ব্যাপ্তি নাই, দশমস্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্য-জন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইলেও তাহার করণের প্রত্যক্ষ প্রমাণত্ব নাই, শব্দ প্রমাণত্বই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সুতরাং অভাবের উপলব্ধি প্রত্যক্ষ হইলেও তাহার করণ প্রত্যক্ষ না হইয়া অন্য প্রমাণও হইতে পারে। প্রমার ভেদই প্রমাণ-ভেদের হেতু। ফলের বৈজাত্য অর্থাৎ প্রমার ভেদ না থাকিলে প্রমাণের বৈজাত্য (ভেদ) কিরূপে হইবে ? প্রত্যক্ষ, অনুমিতি প্রভৃতি প্রমাগুলি ভিন্ন বলিয়াই প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণগুলির ভেদ হইয়াছে। অভাবের উপলব্ধি প্রত্যক্ষ হইলে তাহার করণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে ভিন্ন হইবে কেন ? ইহাও বলিতে পারেন না; কারণ প্রমার ভেদ প্রমাণ-ভেদের প্রয়োজক নহে। বৃত্তির ভেদ দ্বারাই প্রমাণের ভেদ উপপন্ন হইতে পারে।

তাৎপর্য্য এই যে, নৈয়ায়িক প্রভৃতির মতে ইন্দ্রিয়, ব্যাপ্তি-জ্ঞান, পদ-জ্ঞান প্রভৃতি মুখ্য প্রমাণ। এই প্রমাণের ভেদ প্রমার ভেদ নিবন্ধনই হইয়া থাকে, ইহা সত্য। কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তীর মতে বৃত্তি মুখ্য প্রমাণ; ইন্দ্রিয়, ব্যাপ্তি-জ্ঞান প্রভৃতি ভাক্ত প্রমাণ। প্রমার ভেদ নিবন্ধন ইন্দ্রিয়াদি ভাক্ত প্রমাণের ভেদ হয় না। বৃত্তির ভেদ নিবন্ধনই ভাক্ত প্রমাণের ভেদ হয়। ভূতলাকার বৃত্তি ইন্দ্রিয়-জন্য; কিন্তু ঘটাভাবাকার বৃত্তি ইন্দ্রিয়-

তথা চ ঘটাভাবাকারা বৃত্তির্নেন্দ্রিয়-জন্যা, ইন্দ্রিয়স্য বিষয়েণাঽসন্নিকর্ষাৎ কিন্তু ঘটানুপলব্ধি-রূপ-মানান্তর-জন্যেতি ভবত্যনুপলব্ধের্মানান্তরত্বম্।

নন্বনুপলব্ধি-রূপ-মানান্তর-পক্ষেঽভাব-প্রতীতেঃ প্রত্যক্ষত্বে ঘটবতি ঘটাভাব-ভ্রমস্যাপি প্রত্যক্ষত্বাপত্তৌ তত্রাপ্যনির্বচনীয়-ঘটাভাবোঽভ্যুপগম্যেত।

কার বৃত্তি ইন্দ্রিয়-জন্য নহে ; যেহেতু বিষয় ঘটাভাবের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ নাই ; কিন্তু ঘটানুপলব্ধিরূপ প্রমাণান্তর জন্য। অতএব অনুপলব্ধির প্রমাণান্তরত্ব সিদ্ধ হইল।

আচ্ছা, অনুপলব্ধি-রূপ প্রমাণান্তর পক্ষে অভাব প্রতীতি প্রত্যক্ষ হইলে ঘটাধিকরণে ঘটাভাব ভ্রমেরও প্রত্যক্ষত্ব প্রসঙ্গ হইলে সেস্থলেও অনির্বচনীয় ঘটাভাব স্বীকার করুন।

বিবৃতি

জন্য নহে ; কারণ ঘটাভাবাদির সহিত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি-হেতু কোন সন্নিকর্ষ নাই। পরন্ত উহা ঘটানুপলব্ধি-রূপ প্রমাণান্তর-জন্য। বিজাতীয় ইন্দ্রিয় ও অনুপলব্ধি হইতে উৎপন্ন হওয়ায় বৃত্তি দুইটী বিজাতীয়। কার্য্য বৃত্তি বিজাতীয় হওয়ায় তাহার কারণ ভাক্ত প্রমাণ অবশ্যই বিজাতীয় হইবে। প্রকৃতস্থলে ইন্দ্রিয়ের সহিত ঘটাভাবের প্রত্যক্ষহেতু সন্নিকর্ষ না থাকায় ঘটাভাবাকার বৃত্তি ইন্দ্রিয় হইতে জন্মে না, যোগ্যানুপলব্ধি হইতেই জন্মে। সুতরাং যোগ্যানুপব্ধিই প্রমাণ, ইন্দ্রিয় প্রমাণ নহে। অতএব অনুপলব্ধি পৃথক্ প্রমাণ।

অনুপলব্ধির প্রমাণান্তরত্ব উপপাদিত হইয়াছে। সম্প্রতি নৈয়ায়িক অদ্বৈত বেদান্তীব তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া প্রকারান্তরে অনুপলব্ধির প্রমাণান্তরত্ব খণ্ডন করিতে বলিলেন—**ননুপলব্ধিরূপ-মানান্তর-পক্ষে** ইত্যাদি। অনুপলব্ধির প্রমাণান্তরত্ব-বাদীর মতে অনুপলব্ধি প্রমাণ জন্য অভাব প্রতীতি প্রত্যক্ষ হইলে ঘট-বিশিষ্ট ভূতলে ঘটাভাব ভ্রমেরও প্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করিতে হইবে। তাহা করিলে ঘট-বিশিষ্ট ভূতলে বস্তুতঃ ঘটাভাব না থাকায় ঘটাভাবের ভ্রম-কালে অনির্বচনীয় ঘটাভাবেরও উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ আপত্তি ইষ্টাপত্তিও নহে অর্থাৎ ঘটাভাবের ভ্রমকালে অনির্বচনীয় ঘটাভাব উৎপন্ন হয়, ইহাও বলা যায় না ; কারণ সেই অনির্বচনীয় ঘটাভাবের উপাদান মায়া হইলে তাহার অভাবত্ব উপপন্ন হইবে না। ভাবরূপ মায়ার উপাদেয় ভাবই হইবে, অভাব হইবে না। অভাব কার্য্য নিরুপাদানক বলিয়া যদি অনির্বচনীয় মায়া অভাবের উপাদান না হয়, তবে মায়া সকল অনির্বচনীয় কার্য্যের উপাদান, ইহা উপপন্ন হয় না।

পূর্বপক্ষীর গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, ভূতলাদিতে বিদ্যমান অভাবের সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ থাকিলে অনুপলব্ধি প্রমাণ-জন্য অভাবের উপলব্ধি প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু ঘট-বিশিষ্ট ভূতলাদিতে অবিদ্যমান ঘটাভাবের যখন ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়, তখন ঐ অভাবের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি অনুপলব্ধি প্রমাণজন্য হইতে পারে না ; কারণ সন্নিহিত বিদ্যমান বিষয়েই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি জন্মায়, অবিদ্যমান বিষয়ে জন্মায় না। ঘট-বিশিষ্ট

ন চেষ্টাপত্তিঃ, তস্য মায়োপাদানকত্বেঽভাবত্বানুপপত্তেঃ, মায়োপাদানকত্বাভাবে মায়ায়াঃ সকল-কার্য্যোপাদানত্বানুপপত্তিরিতি চেৎ, ন, ঘটবতি ঘটাভাব-ভ্রমো ন তৎকালোৎপন্ন-ঘটাভাব-বিষয়কঃ, কিন্তু ভূতল-রূপাদৌ বিদ্যমানো লৌকিকো ঘটাভাবো ভূতলে আরোপ্যতে ইত্যন্যথাখ্যাতিরেব।

ইহা তোমার মতে ইষ্টাপত্তি হইতে পারে না ; যেহেতু সেই অনির্বচনীয় ঘটাভাব মায়োপাদানক হইলে তাহার অভাবত্বের অনুপপত্তি হইবে অর্থাৎ তাহা আর অভাব হইবে না ; [সেই অনির্বচনীয় ঘটাভাব] মায়োপাদানক না হইলে সকল কার্য্যের প্রতি মায়ার উপাদানত্ব অনুপপন্ন হইবে—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না ; যেহেতু ঘটাধিকরণে ঘটাভাবের ভ্রমটি তৎকালোৎপন্ন ঘটাভাব-বিষয়ক নহে। কিন্তু ভূতলের রূপাদিতে বিদ্যমান লৌকিক (ব্যাবহারিক) ঘটাভাব [দোষবশে] ভূতলে আরোপিত হয়। এই হেতু [ঐ ভ্রম] অন্যথাখ্যাতিই ; যেহেতু আরোপ্যের সন্নিকর্ষ স্থলে সর্বত্র

বিবৃতি

ভূতলে দেশান্তরীয় অভাবেরও অনুপলব্ধিজন্য উপলব্ধি হইতে পারে না ; কারণ ভূতলে ঐ অভাবের প্রতিযোগী ঘট বিদ্যমান আছে। প্রতিযোগী থাকিলে অনুপলব্ধি যোগ্য হয় না। প্রতিযোগী ও তাহার ব্যাপ্য ভিন্ন যাবৎ উপলব্ধি জনকের সমবধানই অনুপলব্ধিগত যোগ্যতা। প্রতিযোগী থাকিলে অনুপলব্ধিতে ঐ যোগ্যতা থাকে না। সুতরাং ঘট-বিশিষ্ট ভূতলে ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি যোগ্যানুপলব্ধি দ্বারা হইতে পারে না। তৎকালোৎপন্ন অনির্বচনীয় ঘটাভাব-বিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি দ্বারাও ঐ অভাবের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতে পারে না ; কারণ অনির্বচনীয় অভাবের উপাদান নাই। ভাবরূপ মায়া অভাবের উপাদান হয় না। অন্য কেহও তাহার উপাদান নহে। সুতরাং তৎকালে অনির্বচনীয় অভাব উৎপন্ন হয় না। যদি উপাদান বিনাই অনির্বচনীয় অভাবের উৎপত্তি হয়, তবে মায়ার যাবৎ কার্য্যোপাদনত্ব উপপন্ন হয় না। অতএব ঘট-বিশিষ্ট ভূতলে দেশান্তরীয় অভাবেরই ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে হইবে। যদি অবিদ্যমান অভাবের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে হয়, তবে বিদ্যমান অভাবেরও ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই প্রত্যক্ষ হইবে। তাহা হইলে যোগ্যানুপলব্ধি প্রমাণান্তর হইবে না।

বেদান্তী নিজের প্রকৃত অভিপ্রায় উদ্‌ঘাটন না করিয়া পূর্বপক্ষীর অভিমত অন্যথাখ্যাতি অবলম্বন পূর্বক পূর্বোক্ত আশঙ্কা খণ্ডন করিতে বলিলেন—**ঘটবতি ঘটাভাব-ভ্রম** ইতি। ঘট-বিশিষ্ট ভূতলাদিতে ঘটাভাবের যে ভ্রম হয়, তাহা তৎকালোৎপন্ন অনির্বচনীয় ঘটাভাব-বিষয়ক নহে। কিন্তু ভূতলের রূপাদিতে বিদ্যমান লৌকিক (ব্যাবহারিক সত্য) ঘটাভাব ভূতলে দোষ মহিমায় প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ঘট-বিশিষ্ট ভূতলে ঘটাভাব নাই, কিন্তু ভূতলের রূপাদিতে ঘটাভাব আছে। সেখানে ঘটাভাবের জ্ঞান না হইয়া

আরোপ্য-সন্নিকর্ষ-স্থলে সর্বত্রান্যথাখ্যাতেরেব ব্যবস্থাপনাৎ। অস্তু বা প্রতিযোগিমতি তদভাব-ভ্রমস্থলে তদভাবস্যানির্বচনীয়ত্বম্, তথাপি তদুপাদানং মায়ৈব। ন হ্যুপাদানোপাদেয়য়োরত্যন্ত-সাজাত্যম্, তন্তু-পটয়োরপি তন্তুত্ব-পটত্বাদিনা বৈজাত্যাৎ, যৎকিঞ্চিৎ-সাজাত্যন্তু মায়ায়া ঘটাভাবস্য চ মিথ্যাত্ব-

---

অন্যথাখ্যাতিরই ব্যবস্থা হইয়াছে। অথবা প্রতিযোগীর অধিকরণে তাহার অভাবের ভ্রম স্থলে সেই অভাব অনির্বচনীয় হউক ; তথাপি তাহার উপাদান মায়াই ; যেহেতু উপাদান ও উপাদেয়ের অত্যন্ত সাজাত্য [নিয়ম] নাই ; কারণ তন্তু ও পটের তন্তুত্ব ও পটত্বরূপে বৈজাত্য আছে। [যৎকিঞ্চিৎ সাজাত্য অপেক্ষিত হইলে] মায়া ও ঘটা-

বিবৃতি

তদভাবের অর্থাৎ ঘটের অধিকরণ ভূতলাদিতে ঘটাভাবের জ্ঞান হইতেছে। তদভাবের অধিকরণে তাহার জ্ঞান অন্যথাখ্যাতি বলিয়া এই ঘটাভাবের জ্ঞান অন্যথাখ্যাতি, অনির্বচনীয় খ্যাতি নহে। উহা অনুপলব্ধি প্রমাণ জন্য হইলেও পরোক্ষ নহে। ভূতল-রূপাদিতে বিদ্যমান ঘটাভাবের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযুক্তাভিন্ন-বিশেষণতা সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুতরাং সন্নিকৃষ্ট-বিষয়ে যে প্রমাণ হইতেই জ্ঞান উৎপন্ন হউক না কেন, তাহা প্রত্যক্ষ হইবে, পরোক্ষ হইবে না। কোন স্থলে ভ্রমের বিষয় ব্যাবহারিক সত্য, কোন স্থলে ভ্রমের বিষয় অনির্বচনীয়, ইহা স্বীকার করিলে যে অব্যবস্থা হয়, তাহা নহে। যেস্থলে আরোপ্য সন্নিকৃষ্ট, সেস্থলে সর্বত্র অন্যথাখ্যাতিই উপপাদিত হইয়াছে। যেস্থলে আরোপ্য অসন্নিকৃষ্ট অথচ প্রত্যক্ষ, সেস্থলে অনির্বচনীয় খ্যাতি স্বীকার করিলে কোন অব্যবস্থা হয় না।

সন্নিহিত আরোপ্যের স্থলে অন্যথাখ্যাতি স্বীকার করিলে সর্বত্র অন্যথাখ্যাতি দুর্বার হইয়া পড়িবে। তাহা হইলে অনির্বচনীয় খ্যাতির বিলোপ ঘটিবে, ইহা মনে করিয়া সিদ্ধান্তী নিজের প্রকৃত অভিপ্রায় উদ্‌ঘাটন পূর্বক মায়ার অভাবোপদানত্ব স্বীকার করিয়া পূর্বোক্ত আশঙ্কার সমাধানে বলিলেন—**অস্তু বা** ইত্যাদি। প্রতিযোগি-বিশিষ্ট ভূতলাদিতে প্রতিযোগীর অভাবের ভ্রম কালে প্রতিযোগীর অভাব তৎকালোৎপন্ন অনির্বচনীয় হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। অভাবটি তৎকালোৎপন্ন অনির্বচনীয় হইলেও তাহার উপাদান মায়াই হইবে, অন্য কেহ উপাদান নহে ; কারণ অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে অনির্বচনীয় কার্য্য মাত্রের প্রতি মায়াই উপাদান। উপাদান ও উপাদেয়ের অত্যন্ত সাম্য আবশ্যক নহে। অত্যন্ত বিজাতীয়ে যেরূপ উপাদান উপাদেয়ভাব হয় না ; তদ্রূপ অত্যন্ত সাম্যেও উপাদান উপাদেয়ভাব হয় না। তন্তু ও বস্ত্রে উপাদান উপাদেয় ভাব আছে, কিন্তু অত্যন্ত সাজাত্য নাই ; পরন্তু তন্তুত্ব ও পটত্বরূপে উভয়ের বৈজাত্যই দেখা যায়। উপাদান ও উপাদেয়ের মধ্যে কোনরূপে সাম্য থাকিলেই উপাদান উপাদেয়-ভাব হয়, ইহা স্বীকার করিলেও কোন ক্ষতি নাই। মায়া ও অনির্বচনীয় ঘটাভাবের

ধর্মস্য বিদ্যমানত্বাৎ, অন্যথা ব্যাবহারিকং ঘটাভাবং প্রতি কথং মায়োপাদান-মিতি কুতো নাশঙ্কেথাঃ। ন চ বিজাতীয়য়োরপ্যুপাদানোপাদেয়ভাবে ব্রহ্মৈব জগদুপাদানং স্যাদিতি বাচ্যম্, প্রপঞ্চ-বিভ্রমাধিষ্ঠান-রূপস্য তস্যেষ্টত্বাৎ, পরিণামিত্ব-রূপস্যোপাদানত্বস্য নিরবয়বে ব্রহ্মণ্যনুপপত্তেঃ। তথাচ প্রপঞ্চস্য পরিণাম্যুপাদানং মায়া, ন ব্রহ্মেতি সিদ্ধান্তঃ। ইত্যলমতিপ্রসঙ্গেন।

স চাভাবশ্চতুর্বিধঃ প্রাগভাবঃ প্রধ্বংসাভাবোঽত্যন্তাভাবোঽন্যোন্যাভাব-

---

ভাবের মিথ্যাত্ব ধর্মরূপ যৎকিঞ্চিৎ সাজাত্য বিদ্যমান আছে। অন্যথা (ইহা স্বীকার না করিলে) ব্যাবহারিক ঘটাভাবের প্রতি মায়া কিরূপে উপাদান হয় ? এই আশঙ্কাই বা [পূর্বে] কেন কর নাই ? বিজাতীয় বস্তুদ্বয়েরও উপাদান উপাদেয়ভাব স্বীকার করিলে ব্রহ্মই জগতের উপাদান হউক—ইহা বলিতে পার না; যেহেতু প্রপঞ্চ-বিভ্রমের অধিষ্ঠানত্বরূপ সেই উপাদানত্ব [ব্রহ্মে] ইষ্ট (আমাদের স্বীকৃত)। কিন্তু পরিণামিত্বরূপ উপাদানত্ব নিরবয়ব ব্রহ্মে উপপন্ন হয় না। সুতরাং প্রপঞ্চের পরিণামী উপাদান মায়া, ব্রহ্ম নহে—ইহা [আমাদের] সিদ্ধান্ত। [এ বিষয়ে] অতি বিস্তারের প্রয়োজন নাই।

সেই অভাব চারি প্রকার—প্রাগভাব, প্রধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব।

বিবৃতি

মধ্যে যৎ কিঞ্চিৎ সাজাত্য মিথ্যাত্ব বিদ্যমান আছে। মায়া যেমন মিথ্যা, ঘটাভাবও তদ্রূপ মিথ্যা। ভাবত্ব ও অভাবত্বরূপে উভয়ে বিজাতীয় হইলেও মিথ্যাত্বরূপে উভয়ে সমান। সুতরাং মায়া ঘটাভাবের উপাদান হইতে পারে। যদি বৈজাত্য আছে বলিয়া মায়া তৎকালোৎপন্ন ঘটাভাবের উপাদান না হয়, তবে ব্যাবহারিক ঘটাভাবের প্রতি মায়া কিরূপে উপাদান হয়, এই আশঙ্কাই বা পূর্বে কর নাই কেন ?

বস্তুতঃ ভাব পদার্থই উপাদান বা উপাদেয় হইবে—এই নিয়ম নাই। বিশুদ্ধ ব্রহ্ম ভাব পদার্থ হইয়াও কাহারও উপাদান হন নাই। ধ্বংসাদি অভাব ভাব না হইয়াও উপাদেয় হইয়াছে। সুতরাং ভাবত্ব উপাদানত্ব বা উপাদেয়ত্বের প্রয়োজক নহে। কিন্তু অন্বয়িকারণত্ব উপাদানত্বের এবং সাদিত্ব উপাদেয়ত্বের প্রয়োজক। যাহা কার্য্যাত্মক কারণ, তাহাই অন্বয়ি-কারণ। সুতরাং মায়া ও ঘটাভাব ভাবাভাবরূপে বিজাতীয় হইলেও তাহাদের উপাদান উপাদেয়ভাব হইতে পারে।

যদি দুইটি বিজাতীয়ের উপাদান উপাদেয়-ভাব হয়, তবে লাঘববশতঃ এক ব্রহ্মই উপাদান হউন—এই আপত্তিও ইষ্টাপত্তি; কারণ সিদ্ধান্তে ব্রহ্মও জগতের উপাদান কারণ। প্রপঞ্চ-বিভ্রমের অধিষ্ঠানত্বরূপ উপাদানত্ব ব্রহ্মেও স্বীকৃত হইয়াছে। অবয়বের অন্যথা-ভাবরূপ পরিণাম নিরবয়ব ব্রহ্মে সম্ভব নহে বলিয়া তাঁহাতে পরিণামিত্বরূপ উপাদানত্ব স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং জগৎ প্রপঞ্চের পরিণামী উপাদান মায়া, ব্রহ্ম নহেন।

শ্চেতি। তত্র মৃৎপিণ্ডাদৌ কারণে কার্য্যস্য ঘটাদেরুৎপত্তেঃ পূর্বং যোঽভাবঃ, স প্রাগভাবঃ। স চ ভবিষ্যতীতি প্রতীতি-বিষয়ঃ। তত্রৈব ঘটস্য মুদ্গর-পাতানন্তরং যোঽভাবঃ, স ধ্বংসাভাবঃ। ধ্বংসস্যাপি স্বাধিকরণ-কপাল নাশে নাশ এব। ন চ ঘটোন্মজ্জনাপত্তিঃ, ঘটধ্বংস-ধ্বংসস্যাপি ঘট-প্রতিযোগিক-

---

তন্মধ্যে মৃৎপিণ্ডাদি কারণে কার্য্য ঘটাদির উৎপত্তির পূর্বে [ঘটাদির] যে অভাব, তাহা [ঘটাদির] প্রাগভাব। সেই প্রাগভাব "ভবিষ্যতি" এই প্রতীতির বিষয় হয়। সেই মৃৎপিণ্ডাদি কারণেই ঘটের মুদ্গর প্রহারের পর যে অভাব, তাহা [সেই ঘটের] প্রধ্বংসাভাব। ধ্বংসেরও স্বাধিকরণ (ধ্বংসের অধিকরণ) [উপাদান] কপালের নাশে নাশই হয়। [ইহাতে] ঘটের প্রাদুর্ভাবের আপত্তি নাই ; যেহেতু ঘটধ্বংসের ধ্বংসও

বিবৃতি

অনুপলব্ধি প্রমাণের প্রমেয় অভাবের বিভাগ নির্দেশ করিতে বলিলেন—**স চাভাবঃ।** পূজ্যপাদ নৃসিংহাশ্রমের মতে অভাব তিন প্রকার। তিনি প্রাগভাব স্বীকার করেন নাই। কিন্তু গ্রন্থকারের তাহাতে সম্মতি নাই। তাই তিনি প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব—এই চারি প্রকার অভাব বলিয়াছেন। লোকেও এই চারি প্রকার অভাবের ব্যবহার আছে। তন্মধ্যে কার্য্যের উৎপত্তির পূর্বে মৃৎপিণ্ডাদি উপাদান কারণে কার্য্যের যে অভাব, তাহাই কার্য্যের প্রাগভাব। 'ঘটো ভবিষ্যতি' এই প্রতীতিতে 'ভবিষ্যত্ত্ববান্ ঘট' এইরূপে ঘটে যে ভবিষ্যত্ত্বের বোধ হয়, তাহা হইতেছে প্রাগভাব প্রতি-যোগিত্ব। তাই 'ভবিষ্যতি'—এই প্রতীতিতে প্রাগভাব বিষয় হইয়া থাকে। নৈয়ায়িক-মতে এই প্রাগভাবের লক্ষণ হইতেছে—বিনাশ্যভাবত্ব অর্থাৎ যাহা বিনাশী অভাব, তাহাই প্রাগভাব। তাঁহাদের মতে প্রাগভাব ব্যতীত কোন অভাবের বিনাশ নাই। তাই বিনাশ্যভাবত্ব প্রাগভাবের লক্ষণ হইতে পারে। কিন্তু বেদান্তিমতে সমস্ত অভাবই বিনাশী। সুতরাং তাঁহার মতে এই লক্ষণ হইতে পারে না। বেদান্তি-মতে প্রাগভাবের লক্ষণ হইতেছে—কার্য্যোপাদান-কারণ-কালান্যাবৃত্তিত্বে সতি অনাদিত্বে সতি অভাবত্বম্। অভাবত্বমাত্র লক্ষণ হইলে ধ্বংসাদিতে অতিব্যাপ্তি হইত। এইজন্য অভাবত্বে অনাদিত্ব সমানাধিকরণ বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। অনাদিত্ব সমানাধিকরণ অভাবত্বমাত্র লক্ষণ হইলে অত্যন্তাভাবে অতিব্যাপ্তি হইত। এইজন্য অভাবত্বে অন্যাবৃত্তিত্ব-সমানাধিকরণ বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাগভাব অনাদি, উপাদান কারণ ও কাল ব্যতীত অন্যত্র থাকে না। ঘটের উপাদান-কারণ মৃৎপিণ্ডাদিতে মুদ্গরাদি প্রহারের অনন্তর ঘটের যে অভাব, তাহাই ঘটের ধ্বংসাভাব। 'বিনশ্যতি' এই প্রতীতিতে যে অভাব বিষয় হয়, তাহাই ধ্বংসাভাব। তাহার লক্ষণ—জন্যাভাবত্বম্ অর্থাৎ জন্মায় যে অভাব, তাহাই ধ্বংসাভাব। অন্য তিনটি অভাব জন্মে না বলিয়া তাহাতে ঐ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি নাই।

ধ্বংসত্বাৎ; অন্যথা প্রাগভাব-ধ্বংসাত্মক-ঘটস্য নাশে প্রাগভাবোন্মজ্জনা-

---

ঘট-প্রতিযোগিক ধ্বংস। অন্যথা অর্থাৎ ঘটধ্বংসের ধ্বংস ঘটধ্বংসস্বরূপ বা প্রতিযোগী ঘটের বিরোধিত্ব স্বীকার না করিলে প্রাগভাব ধ্বংসরূপ ঘটের নাশে প্রাগভাবের

বিবৃতি

নৈয়ায়িক-মতে ধ্বংসের উৎপত্তি আছে, কিন্তু বিনাশ নাই। বেদান্তি-মতে ব্রহ্ম ভিন্ন সকল পদার্থ বিনাশী বলিয়া ধ্বংসও বিনাশী। প্রতিযোগীর উপাদানই ধ্বংসের একমাত্র আশ্রয়। তাহার অন্য কেহ আশ্রয় নাই। যাহার উপাদানই একমাত্র আশ্রয়, তাহার উপাদান-নাশে অবশ্যই নাশ হয়। নচেৎ তাহাকে নিরাশ্রয় থাকিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্ম ব্যতীত কেহ নিরাশ্রয় থাকে না। সুতরাং ধ্বংসেরও স্বাধিকরণ কপালাদির নাশে নাশই হইয়া থাকে।

প্রতিযোগীর বিরোধী হইতেছে ধ্বংস। প্রতিযোগীর ধ্বংসের পর ঐ ধ্বংস থাকে বলিয়াই প্রতিযোগীর আবির্ভাব হয় না। যদি বিরোধী ধ্বংসেরও ধ্বংস হয়, তবে বিরোধী না থাকায় প্রতিযোগীর আবির্ভাব হউক। এই আপত্তির সমাধানে বলিলেন—**ন চ ঘটোন্মজ্জনাপত্তিঃ।** ঘটধ্বংসের ধ্বংস হইলে ঘটের প্রাদুর্ভাব হয় না। কেন হয় না? তাহার উত্তরে বলিলেন—**ঘটধ্বংস-ধ্বংস্যাপি** ইত্যাদি। যেহেতু ঘটধ্বংসের ধ্বংসও ঘট-প্রতিযোগিক ধ্বংস অর্থাৎ ঘটধ্বংসের প্রতিযোগী যেমন ঘট, ঘটধ্বংস-ধ্বংসেরও প্রতিযোগী ঘট। ঘটধ্বংস-ধ্বংসের প্রতিযোগী ঘটধ্বংস হয়। ঘট কিরূপে তাহার প্রতি-যোগী হয়, তাহা বুঝিতে হইবে। ঘটের ধ্বংসকালে যেমন কাহারও ঘট প্রতীতি হয় না; পরন্তু ঘট বিনষ্ট এই প্রতীতি হয়। তদ্রূপ ঘট-ধ্বংসের ধ্বংস কালেও কাহারও ঘট প্রতীতি হয় না; পরন্তু ঘট বিনষ্ট এই প্রতীতিই হয়। সুতরাং ধ্বংসের ন্যায় ধ্বংসের ধ্বংসকেও প্রতিযোগীর বিরোধী বলিতে হইবে। এইজন্যই ঘটধ্বংসের ধ্বংসের প্রতি ঘটও প্রতিযোগী হইয়া থাকে। তাই ঘটধ্বংসের ধ্বংসও ঘট-প্রতিযোগিক ধ্বংস। ঘটের বিরোধী ঘট-ধ্বংস কপালাদিতে বিদ্যমান থাকিলে যেমন কপালাদিতে ঘটের প্রাদুর্ভাব হয় না। তদ্রূপ কপালাদির নাশে ঘটের বিরোধী ঘটধ্বংসের ধ্বংস বিদ্যমান থাকিলে উপাদান না থাকায় ঘটের আবির্ভাব হইতে পারে না।

ঘটধ্বংস-ধ্বংসের ঘটধ্বংসই প্রতিযোগী, ঘট প্রতিযোগী নহে, ইহা বলিলে কি ক্ষতি হয়? তাহার উত্তরে বলিলেন—**অন্যথা প্রাগভাব** ইত্যাদি। ঘটের প্রতি ঘটের প্রাগভাব বিরোধী বলিয়া যদি ঘটের উৎপত্তিতে ঘট-প্রাগভাবের নিবৃত্তি আবশ্যক হয়, তবে প্রাগভাব-নিবৃত্তির প্রতি ঐ নিবৃত্তির প্রাগভাব বিরোধী বলিয়া ঐ নিবৃত্তির উৎপত্তির পূর্বে ঐ নিবৃত্তি-প্রাগভাবের নিবৃত্তিও আবশ্যক। ঐরূপ নিবৃত্তি-পরম্পরায় নিবৃত্তি-প্রাগভাবের নিবৃত্তি আবশ্যক হইলে অনবস্থা হয়। এইরূপ অনবস্থা স্বীকার

পত্তিঃ। ন চৈবমপি যত্র ধ্বংসাধিকরণং নিত্যম্, তত্র কথং ধ্বংস-নাশ ইতি বাচ্যম্, তাদৃশমধিকরণং যদি চৈতন্ত-ব্যতিরিক্তম্, তদা তস্ত নিত্যত্বমসিদ্ধম্।

উন্মজ্জন (প্রাদুর্ভাব) প্রসঙ্গ হইবে। এইরূপ হইলেও অর্থাৎ ধ্বংসের ধ্বংস হইলেও যেস্থলে ধ্বংসের অধিকরণ নিত্য, সেস্থলে ধ্বংসের কিরূপে নাশ হয়—ইহা বলিতে পার না; যেহেতু তাদৃশ অধিকরণ যদি চৈতন্য ব্যতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার (সেই

বিবৃতি

করিলে প্রাগভাবের নিবৃত্তি হইতে পারে না বলিয়া প্রতিযোগীর উৎপত্তি হইবে না। তাই কোন কোন সম্প্রদায় প্রাগভাবের নিবৃত্তিকে প্রতিযোগী স্বরূপ বলিয়াছেন। যদি ঘটধ্বংসের ধ্বংস ঘটের বিরোধী না হয়, তবে প্রাগভাবধ্বংসের ধ্বংসও প্রাগভাবের বিরোধী হইবে না। তাহা হইলে প্রাগভাবের নিবৃত্তি প্রতিযোগি-স্বরূপ এই মতে প্রাগ-ভাবের বিরোধী প্রাগভাবের নিবৃত্তি-রূপ ঘটের নাশে প্রাগভাবের প্রাদুর্ভাবে কোন প্রতিবন্ধক না থাকায় প্রাগভাবের আবির্ভাব ও তাহার নাশে পুনরায় ঘটের প্রাদুর্ভাব হইবে। তাহা কিন্তু কখনও হয় না। সুতরাং প্রাগভাব-ধ্বংসের ধ্বংসকে প্রাগভাব-ধ্বংসের ন্যায় প্রাগভাব-প্রতিযোগিক অর্থাৎ প্রাগভাবের বিরোধী বলিতে হইবে। তদ্রূপ ঘট-ধ্বংসের ধ্বংসকেও ঘট-প্রতিযোগিক অর্থাৎ ঘটের বিরোধী বলিতে হইবে। এইজন্য ঘট-ধ্বংসের ধ্বংস হইলে প্রতিযোগী ঘটের প্রাদুর্ভাব হয় না।

ধ্বংসের অধিকরণের নাশই ধ্বংসের নাশক, ইহা উক্ত হইয়াছে। পূর্বপক্ষী ইহাতে আপত্তি করিতে বলিলেন—**ন চৈবমপি যত্র** ইত্যাদি। যদি অধিকরণের নাশে ধ্বংসের নাশ হয়, তবে যেখানে ধ্বংসের অধিকরণ অনিত্য, সেখানে সেই অধিকরণের নাশে তদাশ্রিত ধ্বংসের নাশ হয়, হউক। কিন্তু যেখানে ধ্বংসের অধিকরণ নিত্য, সেখানে সেই ধ্বংসের নাশ হইতে পারে না; কারণ ধ্বংস-নাশের হেতু অধিকরণের নাশ সেখানে নাই; ইহা বলা যায় না। যদি তাদৃশ অধিকরণ চৈতন্য ব্যতিরিক্ত কপালাদি হয়, তবে তাহার নিত্যত্ব অসিদ্ধ। লোকে তাহার অনিত্যত্বই সিদ্ধ আছে। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নাশ্য, ইহা কথিত হইবে। যদি আকাশাদি হয়, তবে তাহার অনিত্যত্ব নৈয়ায়িক সম্মত বা লোকসম্মত না হইলেও শ্রুতি সম্মত। "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে আকাশাদির উৎপত্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। যাহার উৎপত্তি আছে, তাহার বিনাশও আছে। উক্ত শ্রুতির-বিরোধে অনুমানের দ্বারাও আকাশাদির নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না।

অনুমানের দ্বারা আকাশের নিত্যত্ব সিদ্ধ না হউক, কিন্তু তাহার ধ্বংস কিরূপে হইবে? সমবায়ী কারণের নাশে কার্য্য দ্রব্যের নাশ হয়। আকাশের যখন সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ নাই, তখন তাহার ধ্বংস হইতে পারে না। এই আশঙ্কার সমাধানে

ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্তস্য সর্বস্য ব্রহ্মজ্ঞান-নিবর্ত্ত্যতয়া বক্ষ্যমাণত্বাৎ। যদি চ ধ্বংসাধিকরণং চৈতন্যং, তদাঽসিদ্ধিঃ, আরোপিত-প্রতিযোগিক-ধ্বংসস্যাধিষ্ঠানে প্রতীয়মানস্যাধিষ্ঠান-মাত্রত্বাৎ। তদুক্তম্—"অধিষ্ঠানাবশেষো হি নাশঃ কল্পিত-বস্তুনঃ॥" ইতি। এবং শুক্তিরূপ্য-বিনাশোঽপীদমবচ্ছিন্ন-চৈতন্যমেব।

ধ্বংসাধিকরণের) নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না ; যেহেতু ব্রহ্মাতিরিক্ত সকল বস্তুরই ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নিবর্ত্তনীয়ত্ব কথিত হইবে। যদি ধ্বংসের অধিকরণ চৈতন্য হয়, তাহা হইলে অসিদ্ধি অর্থাৎ ধ্বংসের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইবে না ; যেহেতু [চৈতন্যরূপ] অধিষ্ঠানে প্রতীয়মান আরোপিত প্রতিযোগিক-ধ্বংস অধিষ্ঠান-মাত্র স্বরূপ অর্থাৎ অধিষ্ঠান হইতে অতিরিক্ত নহে। কল্পিত বস্তুর নাশ অধিষ্ঠানাবশেষ (অধিষ্ঠান-স্বরূপ), এই উক্তির দ্বারা সুরেশ্বরাচার্য্য কর্তৃক তাহা উক্ত হইয়াছে। এইরূপ শুক্তিরজতের বিনাশও ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্যই।

বিবৃতি

বলিলেন—**ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্তস্য সর্বস্য।** যদি কার্য্য সমূহের সংযোগাদি ক্রমে সৃষ্টি সম্ভব হইত, তবে সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণের নাশ কার্য্য দ্রব্য নাশের হেতু হইত ; কিন্তু বেদান্তি-মতে সংযোগাদি ক্রমে কোন কার্য্যের সৃষ্টি হয় না। সুতরাং সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণের নাশ কার্য্য দ্রব্য নাশের হেতু নহে। আকাশাদির সমবায়ী বা অসমবায়ী কারণ না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। আকাশাদি সমস্ত কার্য্যই ব্রহ্মে কল্পিত। কল্পিত বস্তুমাত্রই অধিষ্ঠান জ্ঞানের নাশ্য। আকাশাদি কার্য্যবর্গের অধিষ্ঠান চৈতন্যের জ্ঞান হইলেই আকাশাদির ধ্বংস হইবে। তখন তদাশ্রিত ধ্বংসও বিনষ্ট হইবে।

আকাশাদি কার্য্যবর্গ অনিত্য হইলেও চৈতন্য অনিত্য নহে। যদি নিত্য চৈতন্য সেই ধ্বংসের অধিকরণ হয়, তবে ঐ নিত্য চৈতন্যাশ্রিত ধ্বংসের ধ্বংস কিরূপে হইবে ? তাহার উত্তরে বলিলেন—**যদি চ** ইত্যাদি। যখন চৈতন্য ধ্বংসের অধিকরণ হয়, তখনও ধ্বংসের অবিনাশিত্ব অসিদ্ধ অর্থাৎ চৈতন্যে যদি ধ্বংস চিরকাল পৃথক্‌ভাবে বিদ্যমান থাকিত, তবে সেই চৈতন্যাশ্রিত ধ্বংসের অবিনাশিত্ব সিদ্ধ হইত। কিন্তু চৈতন্যে ধ্বংস স্ব-স্বরূপে থাকে না, অধিষ্ঠান চৈতন্য-রূপে থাকে। চৈতন্যে সমস্ত বস্তুই আরোপিত। অধিষ্ঠানের জ্ঞান হইলে চৈতন্যে আরোপিত সকল বস্তুরই ধ্বংস হয়। ঐ ধ্বংস অধিষ্ঠান স্বরূপ। অধিষ্ঠান চৈতন্যে প্রতীয়মান আরোপিত-প্রতিযোগিক ঐ ধ্বংসও অধিষ্ঠান চৈতন্য স্বরূপ; উহা অধিষ্ঠান চৈতন্য হইতে অতিরিক্ত নহে। ভগবান্ সুরেশ্বরাচার্য্যও কল্পিত বস্তুর নাশকে অধিষ্ঠান স্বরূপ বলিয়াছেন। ব্যাবহারিক ঘটাদির নাশ যেরূপ অধিষ্ঠান স্বরূপ। এইরূপ প্রাতিভাসিক শুক্তিরজতাদির নাশও অধিষ্ঠান ইদমবচ্ছিন্ন চৈতন্য-স্বরূপ, ইদং চৈতন্য বা ইদং হইতে অতিরিক্ত নহে। ধ্বংসের এই যে অধিষ্ঠান ইদং-স্বরূপতা, ইহাই ধ্বংসের ধ্বংস। সুতরাং ধ্বংস অবিনাশী নহে।

যত্রাধিকরণে যস্য কালত্রয়েঽপ্যভাবঃ, সোঽত্যন্তাভাবঃ। যথা বায়ৌ রূপাত্যন্তাভাবঃ। সোঽপি বিয়দাদিবৎ ধ্বংস-প্রতিযোগ্যেব। ইদমিদং নেতি প্রতীতি-বিষয়োঽন্যোন্যাভাবঃ। অয়মেব বিভাগো ভেদঃ পৃথক্‌ত্বং

যে অধিকরণে যাহার কালত্রয়েই অভাব, সেইটী [তাহার] অত্যন্তাভাব। যেমন—বায়ুতে রূপের অত্যন্তাভাব। সেই অত্যন্তাভাবও আকাশাদির স্থায় ধ্বংসের প্রতিযোগীই অর্থাৎ সেই অত্যন্তাভাবেরও ধ্বংস আছে। "এইটী ইহা নয়" এই প্রতীতির বিষয় [অভাবটী] অন্যোন্যাভাব। এই অন্যোন্যাভাবই বিভাগ, ভেদ ও পৃথক্‌ত্ব এই নামে

বিবৃতি

যাহাতে যাহার তিন কালে অভাব, যাহাতে যে বস্তুটী কোন কালে থাকে না, সেই অভাবই [তাহার] অত্যন্তাভাব। ঐ অত্যন্তাভাবের লক্ষণ হইতেছে—ত্রৈকালিকাভাবত্ব। প্রাগভাব, ধ্বংস ও অন্যোন্যাভাব তিন কাল ব্যাপিয়া থাকে না। প্রতিযোগী উৎপন্ন হইলে প্রাগভাব, অধিকরণের নাশ হইলে ধ্বংস এবং অবিদ্যার নাশ হইলে অন্যোন্যাভাব বা ভেদ থাকে না। কিন্তু যত দিন কাল থাকে, তত দিন অত্যন্তাভাব থাকে। তাই অত্যন্তাভাব ত্রৈকালিক। যেমন বায়ুতে রূপের অভাব। বায়ুতে কোন কালেই রূপ থাকে না। তাই বায়ুতে রূপের অভাবটি রূপের অত্যন্তাভাব। সেই অত্যন্তাভাবও আকাশাদির স্থায় প্রলয় কালে ধ্বংসের প্রতিযোগী হয়। প্রলয়কালে আকাশাদির অধিকরণ বিনষ্ট হইলে আকাশের যেমন নাশ হয়। তদ্রূপ প্রলয় কালে অত্যন্তাভাবের অধিকরণ বিনষ্ট হইলে অত্যন্তাভাবেরও নাশ হয়।

এইটী ইহা নয়—এই প্রতীতির বিষয় যে অভাব, তাহাই অন্যোন্যাভাব। এই অন্যোন্যাভাবটি বিভাগ, ভেদ[১] ও পৃথক্‌ত্ব নামে ব্যপদিষ্ট (ব্যবহৃত) হয়। নৈয়ায়িকগণ পৃথক্‌ত্ব ও বিভাগকে গুণ বলিয়াছেন। কিন্তু বেদান্তি-মতে বিভাগ ও পৃথক্‌ত্ব গুণ নহে। 'এইটি ইহা হইতে বিভক্ত ; এইটি ইহা হইতে অন্য ; এইটি ইহা হইতে পৃথক্'—এইরূপ প্রতীতি সমূহের কোন ভেদ না থাকায় ভেদ, পৃথক্‌ত্ব ও বিভাগ পরস্পর ভিন্ন নহে। যদিও ব্যাকরণের সূত্রানুসারে অন্যার্থক নামের যোগে পঞ্চমী বিভক্তির বিধান থাকায় "এইটী ইহা হইতে পৃথক্." এইরূপ প্রযোগ স্থলে অন্যার্থক পৃথক্ শব্দের যোগে পঞ্চমী হয়, নঞ্ নিপাত অন্যার্থক হইলেও নাম নহে বলিয়া তাহার যোগে পঞ্চমীর প্রাপ্তি না হওয়ায়

১। এই ভেদ দুই প্রকার—স্বরূপ-ভেদ ও ধর্ম-ভেদ। চিৎসুখীতে অন্যোন্যাভাব, বৈধর্ম্য, পৃথক্‌ত্ব ও ভিন্ন-লক্ষণ-যোগিত্ব-ভেদে এই ধর্ম-ভেদ চারি প্রকার উক্ত হইয়াছে (চিৎ,—১৭২ পৃঃ) তন্মধ্যে কোন কোন মীমাংসকমত্ত এই ভেদকে বস্তু স্বরূপ বলিতেন, ইহা বিবরণে উক্ত হইয়াছে (ক, বিঁ ২৭৬ পৃঃ)। বৌদ্ধগণের মতে বৈধর্ম্যই ভেদ। তাঁহাদের মতে ঘট-গত পট-ভেদটী পটের বৈধর্ম্য ঘটত্ব অপেক্ষা অতিরিক্ত নহে। নৈয়ায়িক-মতে এই ভেদটী অন্যোন্যাভাব। বেদান্তি-মতে এই ভেদটী ব্যাবহারিক বা প্রাতিভাসিক, পারমার্থিক নহে। তাই অদ্বৈত সম্প্রদায়ের সমস্ত আচার্য্যই দৃঢ় যুক্তি দ্বারা এই ভেদ খণ্ডন করিয়াছেন।

চেতি ব্যপদিশ্যতে, ভেদাতিরিক্ত-বিভাগাদৌ প্রমাণাভাবাৎ। অয়ঞ্চান্যো-ন্যাভাবোঽধিকরণস্য সাদিত্বে সাদিঃ। যথা ঘটে পট-ভেদঃ। অধিকরণ-স্যানাদিত্বেঽনাদিরেব। যথা জীবে ব্রহ্ম-ভেদঃ, ব্রহ্মণি জীব-ভেদঃ। দ্বি-

---

ব্যবহৃত হয়; যেহেতু ভেদের অতিরিক্ত বিভাগাদিতে প্রমাণ নাই। এই অন্যোন্যাভাবটি [অন্যোন্যাভাবের] অধিকরণ সাদি হইলে সাদি হয়। যেমন—ঘটে পটভেদ; অধি-করণ অনাদি হইলে অনাদি হয়। যেমন—জীবে ব্রহ্মভেদ এবং ব্রহ্মে জীবভেদ। এই

বিবৃতি

"এইটি ইহা নয়" এইরূপ প্রয়োগ স্থলে অন্যার্থক নঞ্ নিপাতের যোগে প্রথমা হয় এবং তজ্জন্য এইটী "ইহা হইতে পৃথক্, এইটি ইহা নয়"—এইরূপ শব্দ প্রয়োগের ভেদ হয়। তথাপি অর্থের ভেদ নাই। যদি শব্দ প্রয়োগের ভেদবশতঃ অর্থের ভেদ হইত, তবে "এইটি ইহা হইতে অন্য, এইটী ইহা নয়"—এইরূপ শব্দ প্রয়োগের ভেদ স্থলে অর্থের ভেদ অবশ্য হইত। কিন্তু এরূপ স্থলে শব্দ প্রয়োগের ভেদ থাকিলেও অর্থের ভেদ কেহ স্বীকার করেন না। সুতরাং বিভাগ ও পৃথকৃত্ব ভেদ হইতে অতিরিক্ত নহে। পদার্থতত্ত্ব নিরূপণে প্রতিভাবতার রঘুনাথ শিরোমণিও পৃথকৃত্বকে ভেদ স্বরূপই বলিয়াছেন। পৃথকৃত্ব ও বিভাগ ভেদ হইতে অতিরিক্ত, ইহাতে কোন প্রমাণও নাই।

নৈয়ায়িক মতে এই অন্যোন্যাভাব নিত্য; বেদান্তি মতে তাহা নিত্য নহে। ইহা উপপাদন করিতে বলিলেন—**অয়ঞ্চান্যোন্যাভাব** ইত্যাদি। অন্যোন্যাভাবের অনুযোগী (অধিকরণ) ও প্রতিযোগী জন্য হইলে অন্যোন্যাভাব জন্য হয়। যেমন—ঘটে পটভেদ বা পটে ঘটভেদ। এখানে ভেদের অনুযোগী ও প্রতিযোগী ঘট ও পট জন্য বলিয়া ঘটগত পটভেদ এবং পটগত ঘটভেদ জন্য। অন্যোন্যাভাবের অনুযোগী ও প্রতিযোগী অনাদি হইলে অন্যোন্যাভাব অনাদি হয়। যেমন—জীবে ব্রহ্ম-ভেদ বা ব্রহ্মে জীব-ভেদ। এখানে ভেদের অনুযোগী ও প্রতিযোগী অনাদি বলিয়া জীবগত ব্রহ্মভেদ বা ব্রহ্মগত জীবভেদ অনাদি। (১) জীব, (২) ঈশ্বর, (৩) শুদ্ধচৈতন্য, (৪) জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, (৫) অবিদ্যা এবং (৬) অবিদ্যা ও চৈতন্যের সম্বন্ধ—এই ছয়টি বেদান্তিমতে অনাদি[১]। এ তদ্ভিন্নই সমস্ত অবিদ্যা কল্পিত বলিয়া সাদি।

অনুযোগী ও প্রতিযোগীর সাদিত্ব ও অনাদিত্ব নিবন্ধন যদি অন্যোন্যাভাব সাদি ও অনাদি হয়। তবে অনুযোগী ও প্রতিযোগীর নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব হেতু অন্যোন্যাভাব নিত্য ও অনিত্য হউক। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন—**দ্বিবিধোঽপি ভেদ** ইত্যাদি। বেদান্তিমতে যদি দুইটি নিত্য বস্তু থাকিত, তবে তাহাদের ভেদ নিত্য হইত। কিন্তু বেদান্তি মতে দুইটি নিত্য বস্তু নাই। দুইটি বস্তু নিত্য না হইলে অনুযোগী ও প্রতিযোগী

১। **জীব ঈশো বিশুদ্ধা চিৎ তথা জীবেশয়োর্ভিদা। অবিদ্যা তচ্চিতোর্যোগঃ ষড়স্মাকমনাদয়ঃ ॥—**

বিধোঽপি ভেদো ধ্বংস-প্রতিযোগ্যেব, অবিদ্যা-নিবৃত্তৌ তৎ-পরতন্ত্রাণাং নিবৃত্ত্যবশ্যম্ভাবাৎ। পুনরপি ভেদো দ্বিবিধঃ—সোপাধিকো নিরুপাধিকশ্চেতি। তত্রোপাধি-সত্তা-ব্যাপ্য-সত্তাকত্বং সোপাধিকত্বম্, তচ্ছূন্যত্বং নিরুপাধিকত্বম্। তত্রাদ্যো যথৈকস্যাকাশস্য ঘটাদ্যুপাধি-ভেদেন ভেদঃ। যথা চৈকস্য সূর্য্যস্য জলভাজন-ভেদেন ভেদঃ। যথা চৈকস্য ব্রহ্মণোঽন্তঃকরণ-

---

দ্বিবিধ ভেদই ধ্বংসের প্রতিযোগীই; যেহেতু অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে অবিদ্যা পরতন্ত্র অর্থাৎ অবিদ্যা-কল্পিত সকল বস্তুরই নিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী।

সেই ভেদ আবার দুই প্রকার—সোপাধিক ভেদ এবং নিরুপাধিক ভেদ। তন্মধ্যে উপাধি-সত্তা-ব্যাপ্য-সত্তাকত্ব অর্থাৎ যে ভেদে উপাধি-সত্তার ব্যাপ্য সত্তা আছে, সেই ভেদটি উপাধি-সত্তা-ব্যাপ্য-সত্তাক, তদ্‌গত উপাধি-সত্তা-ব্যাপ্য-সত্তাকত্ব ধর্মটি হইতেছে সোপাধিকত্ব, তৎ-শূন্যত্ব হইতেছে নিরুপাধিকত্ব। তন্মধ্যে প্রথমটি যথা—এক আকাশের ঘটাদি-রূপ উপাধির ভেদে [ঘটাকাশ, গৃহকাশ ইত্যাদিরূপে] ভেদ। যেমন বা—জলপাত্রের ভেদবশতঃ এক সূর্য্যের ভেদ। যেমন বা এক ব্রহ্মের অন্তঃকরণের

বিবৃতি

নিত্য না হওয়ায় তাহাদের ভেদ নিত্য হয় না। সুতরাং কোন ভেদই নিত্য নহে।

এই ভেদ পুনরায় দুই প্রকার—সোপাধিক ভেদ ও নিরুপাধিক ভেদ। তন্মধ্যে সোপাধিক ভেদ নিরূপণ করিতে বলিলেন—**তত্রোপাধি-সত্তা-ব্যাপ্য-সত্তাকত্বম্**। 'উপাধি-সত্তা-ব্যাপ্যা সত্তা যস্য ভেদস্য'—এইরূপ বিগ্রহে নিষ্পন্ন উপাধি-সত্তা-ব্যাপ্য-সত্তাক শব্দের অর্থ—যে ভেদের সত্তাটি উপাধি-সত্তার ব্যাপ্য, সেই ভেদটি উপাধি-সত্তা-ব্যাপ্য-সত্তাক। তাদৃশ ভেদই সোপাধিক ভেদ। যে ভেদে উপাধি-সত্তা-ব্যাপ্য-সত্তাকত্ব ধর্ম নাই, তাদৃশ ভেদই নিরুপাধিক ভেদ। সেই দুইটি ভেদের মধ্যে প্রথম সোপাধিক ভেদ যেমন—একই আকাশের ঘটাদি উপাধির ভেদে ভেদ। যেমন—একই সূর্য্যের জলপাত্র-ভেদে ভেদ। যেমন—একই ব্রহ্মের অন্তঃকরণের ভেদ হেতু ভেদ। এক মহাকাশের স্বরূপতঃ কোন ভেদ না থাকিলেও ঘটাকাশ ও মঠাকাশের ভেদ সর্বলোক সিদ্ধ। ঘট ও মঠরূপ উপাধির ভেদ হেতুই ঐ আকাশের ভেদ হয়। আকাশের ভেদ নাই; কিন্তু ঘট ও মঠের ভেদ আছে। ঘট ও মঠ আকাশে তাহাদের ভেদকে অর্পণ করিয়া আকাশের উপাধি হইয়া আকাশকে ভিন্ন করিয়াছে। যতকাল আকাশ-ভেদের সত্তা। ততকাল ঘটাদি উপাধির সত্তা। এইজন্য আকাশ-ভেদের সত্তাটি উপাধি সত্তার ব্যাপ্য, উপাধি সত্তাটি ভেদ-সত্তার ব্যাপক। যখন ব্যাপক ঘট ও মঠরূপ উপাধি সত্তার নিবৃত্তি হইবে, তখন আকাশগত ভেদ-সত্তারও নিবৃত্তি হইবে। তাই ঐ আকাশের ভেদটি সোপাধিক ভেদ। সূর্য্যে ভেদ নাই; কিন্তু জলপাত্রের ভেদ আছে। জলপাত্র প্রতিবিম্ব

ভেদাদ্ ভেদঃ। নিরুপাধিক-ভেদো যথা ঘটে পট-ভেদঃ। ন চ ব্রহ্মণ্যপি প্রপঞ্চ-ভেদাভ্যুপগমেঽদ্বৈত-বিরোধঃ, তাত্ত্বিকভেদানভ্যুপগমেন বিয়দাদিবদ-দ্বৈতাব্যাঘাতাৎ, প্রপঞ্চস্যাদ্বৈতে ব্রহ্মণি কল্পিতত্বাঙ্গীকারাৎ। তদুক্তং—সুরে-শ্বরাচার্য্যৈঃ—অক্ষমা ভবতঃ কেয়ং সাধকত্ব-প্রকল্পনে।

কিং ন পশ্যসি সংসারং তত্রৈবাজ্ঞান-কল্পিতম্॥

ভেদবশতঃ ভেদ। নিরুপাধিক ভেদ যেমন—ঘটে পটভেদ। ব্রহ্মেও প্রপঞ্চের ভেদ স্বীকার করিলে অদ্বৈত-বিরোধ (অদ্বৈতের হানি) হয় না; আকাশাদির কল্পনায় যেমন অদ্বৈতের ব্যাঘাত হয় নাই; তদ্রূপ তাত্ত্বিক ভেদ স্বীকার না করায় অদ্বৈতের ব্যাঘাত হয় না; সুরেশ্বরাচার্য্য কর্ত্তৃক তাহা এইরূপে উক্ত হইয়াছে—ব্রহ্মের সাধকত্ব (জগৎ-কারণত্ব) কল্পনায় আপনার এই অসহিষ্ণুতা কেন? সেই ব্রহ্মেই অজ্ঞান-কল্পিত সংসারকে

বিবৃতি

সূর্য্যে তাহাদের ভেদ অর্পণ করিয়া প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকে ভিন্ন করে। যতকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যের ভেদসত্তা, ততকাল পর্য্যন্ত উপাধি জলপাত্রের ভেদ সত্তা। জলপাত্ররূপ উপাধির নিবৃত্তি হইলে সূর্য্যের ভেদেরও নিবৃত্তি হয়। সুতরাং প্রতীয়মান সূর্য্যের ভেদটী সোপাধিক ভেদ। এইরূপ এক ব্রহ্মের কোন ভেদ না থাকিলেও উপাধি অন্তঃকরণের ভেদ হেতু ব্রহ্মে যে ভেদ প্রতীয়মান হয়, তাহাও সোপাধিক ভেদ। নিরুপাধিক ভেদ যেমন—ঘটে পটের ভেদ। ঐ ঘট ও পটের ভেদ সোপাধিক ভেদ নহে; কারণ ঘট ও পটের কোন উপাধি নাই এবং ঐ ভেদে উপাধি-সত্তা-ব্যাপ্য-সত্তাকত্ব ধর্ম নাই। এই জন্য ঘট-পটের ভেদটি নিরুপাধিক ভেদ।

যদি উপাধি ও অধিকরণের নিবৃত্তি ভেদ-নিবৃত্তির হেতু হয়, তবে ব্রহ্মে প্রতীয়মান প্রপঞ্চ-ভেদের নিবৃত্তি হইবে না, যেহেতু অধিকরণ ব্রহ্মের নাশ নাই। প্রপঞ্চের ভেদের নিবৃত্তি না হইলে তাহার বিদ্যমানতা হেতু অদ্বৈত হানি হউক, এই আপত্তিও হইতে পারে না। যদি ঐ ভেদ ব্রহ্মের ন্যায় পারমার্থিক হইত, তবে অদ্বৈত হানি হইত। কিন্তু উহা পারমার্থিক নহে। উহা আকাশাদির ন্যায় অবিদ্যা-কল্পিত। অবিদ্যার নিবৃত্তিতে ঐ ভেদের নিবৃত্তি হয়। এজন্য অদ্বৈতের হানি হয় না।

প্রপঞ্চ কল্পিত হইলে প্রপঞ্চ-প্রতিযোগিক-ভেদ কল্পিত হইত। প্রপঞ্চ কিন্তু কল্পিত নহে। সুতরাং প্রপঞ্চ-প্রতিযোগিক ভেদ কল্পিত হইবে কেন? তাহার উত্তরে বলিলেন—**প্রপঞ্চস্যাদ্বৈতে** ইত্যাদি। ব্রহ্মে প্রপঞ্চও অবিদ্যা-কল্পিত। ইহা আমরা বলিয়াছি। মহামতি সুরেশ্বরাচার্য্য বার্ত্তিকে এইরূপ বলিয়াছেন—ব্রহ্মে জগতের হেতুত্ব স্বীকার করিয়াছি বলিয়া আপনাদের এই অসহিষ্ণুতা কেন? ব্রহ্মে সাধকত্ব ধর্ম স্বীকার করিলে ব্রহ্মের নির্ধর্ম্মকত্ব স্বরূপের হানি হইবে। এই ভয়ে কি আপনাদের এই অসহিষ্ণুতা?

ইতি। অতএব বিবরণেঽবিদ্যানুমানে প্রাগভাব-ব্যতিরিক্তত্ব-বিশেষণম্। তত্ত্ব-প্রদীপিকায়াং চাবিদ্যালক্ষণে ভাবত্ব-বিশেষণং সংগচ্ছতে। এবমুক্তানাং চতুর্বিধানামভাবানাং যোগ্যানুপলব্ধ্যা প্রতীতিঃ। তত্রানুপলব্ধির্মানান্তরম্।

কি দেখিতেছন না? এই হেতুই অর্থাৎ ভাবাতিরিক্ত অভাব আছে বলিয়াই বিবরণে অবিদ্যার অনুমান প্রয়োগে প্রাগভাব ব্যতিরিক্তত্ব বিশেষণ এবং তত্ত্বপ্রদীপিকায় অবিদ্যার লক্ষণে ভাবত্ব বিশেষণ সঙ্গত হয়। এইরূপে উক্ত চতুর্বিধ অভাবের যোগ্যানুপলব্ধি দ্বারা উপলব্ধি হয়। সেই অভাবের অনুভবে যোগ্যানুপলব্ধি একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ।

বিবৃতি

কিন্তু এই ব্রহ্মে যে অবিদ্যা দ্বারা সমস্ত সংসার কল্পিত হইয়াছে, তাহা কি দেখিতে পাইতেছেন না? ব্রহ্মে জগৎ প্রপঞ্চের কল্পনায় যদি আপনাদের অসহিষ্ণুতা দেখা না যায়, তবে প্রপঞ্চের একটি অংশ সাধকত্বের কল্পনায় এই অসহিষ্ণুতা শোভন নহে। জগৎ কল্পিত বলিয়া তাহাতে যেমন ব্রহ্মের নির্ধর্ম্মকত্বের হানি হয় না। তদ্রূপ সাধকত্বও কল্পিত বলিয়া তদ্-দ্বারা ব্রহ্মের নির্ধর্মকত্বের হানি হয় না।

অভাব যদি একটি অতিরিক্ত পদার্থ হইত, তবে তাহার বিভাগের বিচার সঙ্গত হইত। কিন্তু ভাবের অতিরিক্ত অভাব নামক কোন পদার্থ নাই। তাই প্রাচীনগণ বলিয়াছেন—"ভাবান্তরমভাবো হি কয়াচিৎ তু ব্যপেক্ষয়া"। সুতরাং তাহার বিভাগের বিচার ও প্রমাণের বিচার সঙ্গত নহে। মীমাংসক প্রভাকর সম্প্রদায়ের এই আপত্তির উত্তরে বলিলেন—**অত এব বিবরণে**। বেদান্তি-মতে অভাব আছে। এই হেতু অবিদ্যার অনুমানে প্রাগভাব-ব্যতিরিক্তত্ব বিশেষণ এবং প্রত্যক্তত্ত্ব-প্রদীপিকায় অবিদ্যার লক্ষণে ভাবত্ব বিশেষণ সঙ্গত হয়। সুতরাং অভাব আছে। পূর্বে তাহার চারি প্রকার বিভাগ কথিত হইয়াছে। সেই অভাব সমূহের যোগ্যানুপলব্ধি দ্বারাই যথার্থ অনুভব জন্মে; আর কোন প্রমাণের দ্বারা জন্মে না। তাই যোগ্যানুপলব্ধি প্রমাণান্তর।

টিপ্পনী

পূজ্যপাদ নৃসিংহাশ্রম অদ্বৈতদীপিকা গ্রন্থে প্রাগভাব সম্বন্ধে বহু সূক্ষ্ম বিচার করিয়া শেষে প্রাগভাব অস্বীকারই করিয়াছেন। সূক্ষ্মদর্শী রঘুনাথ শিরোমণিও প্রাগভাব স্বীকার করেন নাই। প্রাগভাব সম্বন্ধে আচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও অন্য তিনটি অভাব তাঁহাদের মতে অতিরিক্ত পদার্থ হইলেও বেদান্ত মতে উহা অধিকরণের অতিরিক্ত নহে, অধিকরণেরই স্বরূপ। এইজন্য আচার্য্য মধুসূদন অদ্বৈত-সিদ্ধিতে[১] মিথ্যাত্বাভাবকে সত্যত্ব, কালপরিচ্ছেদাভাবকে নিত্যত্ব এবং দেশ-পরিচ্ছেদাভাবকে বিভুত্ব বলিয়া ব্রহ্মের

১। "অধিকরণাতিরিক্তাভাবানভ্যুপগমেনোক্ত-মিথ্যাত্বাভাব-রূপ-সত্যত্বস্য ব্রহ্মস্বরূপাবিরোধাৎ" পর-প্রকাশ্যত্বাভাবো হি স্বপ্রকাশত্বম্, কালপরিচ্ছেদাভাবো নিত্যত্বম্, দেশ-পরিচ্ছেদাভাবো বিভুত্বম্, বস্তু-পরিচ্ছেদাভাবঃ পূর্ণত্বমিত্যাদি' সি, অ ১৬৩ পৃঃ

স্বতঃ-প্রামাণ্য-নিরূপণম্

এবমুক্তানাং প্রমাণানাং প্রামাণ্যং স্বত এবোৎপদ্যতে জ্ঞায়তে চ। তথা

এইরূপে উক্ত প্রমাণ (প্রমা-) সমূহের প্রামাণ্য (প্রমাত্ব) স্বতঃই উৎপন্ন হয় এবং স্বতঃই

বিবৃতি

প্রমাত্বের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আচার্য্যগণের মধ্যে মত ভেদ দেখা যায়। সাংখ্যগণ প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্বকে স্বতঃ বলেন। নৈয়ায়িক উভয়কেই পরতঃ বলেন। বৌদ্ধ প্রমাত্বকে পরতঃ, অপ্রমাত্বকে স্বতঃ বলেন। বেদবাদী প্রমাত্বকে স্বতঃ, অপ্রমাত্বকে পরতঃ বলেন।[১] সম্প্রতি গ্রন্থকার প্রমাত্বের স্বতস্ত্ব উপপাদন করিতে বলিলেন—**এবমুক্তানাং প্রমাণানাম্** ইত্যাদি। এস্থলে প্র-পূর্ব মা ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অনট্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন প্রমাণ পদের অর্থ—প্রমা। প্রামাণ্য পদের অর্থ—প্রমাত্ব। শাস্ত্রে প্রমা অর্থে প্রমাণ পদের এবং প্রমাত্ব অর্থে প্রামাণ্য পদের বহু প্রয়োগ আছে। পূর্বোক্ত প্রকারে নিরূপিত প্রমাণ সমূহের অর্থাৎ প্রমা-সমূহের প্রামাণ্য (প্রমাত্ব) স্বতঃই উৎপন্ন হয়, স্বতঃই জ্ঞায়মান হয়। যদিও স্বশব্দ আত্মা ও আত্মীয় বাচক। তথাপি স্ব স্ব এর হেতু হয় না বলিয়া এস্থলে স্বশব্দের আত্মীয় অর্থই গ্রহণীয়। স্বতঃ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ আত্মীয় হইতে উৎপন্ন হয়। উৎপত্তিপক্ষে প্রমাত্বের আত্মীয় হয়—দোষাভাব-সহকৃত জ্ঞান-সামান্যের সামগ্রী। জ্ঞপ্তি পক্ষে আত্মীয় হইতেছে দোষাভাব-সহকৃত জ্ঞানগ্রহণের সামগ্রী। যে সামগ্রী হইতে প্রমা জ্ঞান জন্মে, সেই সামগ্রী হইতেই তদ্-গত প্রমাত্বও জন্মে। যে সামগ্রী প্রমাকে দেখে, সেই সামগ্রীই তাহার প্রমাত্বকেও দেখে। প্রমাত্বের এই যে জ্ঞান-সামান্যের সামগ্রী হইতে জন্ম এবং জ্ঞান গ্রাহক সামগ্রী হইতে গ্রহণ, ইহাই প্রমাত্বের স্বতস্ত্ব।

যাদৃশ প্রমাত্বের স্বতস্ত্ব উপপাদিত হইতেছে, তাদৃশ প্রমাত্বের স্বরূপ নিরূপণ করিতে

টিপ্পনী

নির্ধর্মকত্ব উপপাদন করিয়াছেন। যদি অভাব অধিকরণের অতিরিক্ত হইত, তবে ব্রহ্মের নির্ধর্মকত্ব এবং দুঃখনিবৃত্তিরূপ মোক্ষের নিত্যত্ব উপপন্ন হইত না। সুতরাং অভাব অধিকরণ স্বরূপ, ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত। এইরূপ সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও কোন কোন স্থলে আচার্য্যগণ যে অভাব ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অভ্যুপগমবাদ মাত্র বুঝিতে হইবে। পূজ্যপাদ নৃসিংহাশ্রমের বিবরণভাব প্রকাশিকার[২] উক্তি দ্বারাও ইহাই বুঝা যায়।

১। প্রমাণত্বাপ্রমাণত্বে স্বতঃ সাংখ্যাঃ সমাশ্রিতাঃ। নৈয়ায়িকাস্তে পরতঃ সৌগতাশ্চরমং স্বতঃ। প্রথমং পরতঃ প্রাহুঃ প্রামাণ্যং বেদবাদিনঃ। প্রমাণত্বং স্বতঃ প্রাহুঃ পরতশ্চাপ্রমাণতাম্। তা, রক্ষা পৃঃ

২। "অথবা পরাভিমত-প্রাগভাবাশ্রয়ত্ব-জ্ঞান-সমান-বিষয়ত্ব-জ্ঞান-নিবর্ত্ত্যত্ব - জ্ঞান-সমানাশ্রয়ত্ব-বিশিষ্টা-জ্ঞান-সিদ্ধ্যর্থম্"—মা, বি, ভা, ২য় ভাগ ৮৭ পৃঃ। "ভাবাভাব-বিলক্ষণস্যাজ্ঞানস্যাভাব-বিলক্ষণত্ব-মাত্রেণ ভাবত্বোপচারাৎ"—চিৎ, ৫৭ পৃঃ

হি—স্মৃত্যনুভব-সাধারণং সংবাদি-প্রবৃত্ত্যনুকূলং ভবতি তৎ-প্রকারক-জ্ঞানত্বং

জ্ঞায়মান হয়। তাহা এইরূপঃ—স্মৃতি ও অনুভব সাধারণ অর্থাৎ স্মৃতি ও অনুভবে বিদ্যমান সংবাদি-প্রবৃত্তির অনুকূল (জনক) প্রামাণ্য (প্রমাত্ব) হইতেছে তদ্বধিকরণে

বিবৃতি

বলিলেন—**তথাহি স্মৃত্যনুভব** ইত্যাদি। যথার্থ স্মৃতি ও যথার্থ অনুভব সাধারণ (বৃত্তি) সংবাদি-প্রবৃত্তির অনুকূল প্রামাণ্য বা প্রমাত্ব হইতেছে—তদ্বদ্-বিশেষ্যক তৎ-প্রকারক জ্ঞানত্ব। এস্থলে তৎশব্দে জ্ঞানে প্রকারীভূত ধর্মকে বুঝিতে হইবে। যে ধর্মটী জ্ঞানে প্রকার হয়, সেই ধর্মবিশিষ্ট ধর্মী যদি জ্ঞানের বিশেষ্য হয়, তবে সেই জ্ঞানটী তদ্বদ্-বিশেষ্যক তৎ-প্রকারক জ্ঞান হয়। সেই তদ্বদ্-বিশেষ্যক তৎ-প্রকারক জ্ঞানই প্রমা। তদ্গত তদ্বদ্-বিশেষ্যক তৎ-প্রকার জ্ঞানত্বই প্রমাত্ব। যখন ঘটে 'অয়ং ঘটঃ' এইরূপ জ্ঞান হয়, তখন ঐ জ্ঞানে যে ঘটত্বটী প্রকার হয়, সেই ঘটত্ব-বিশিষ্ট ঘটই ঐ জ্ঞানে বিশেষ্য হয় বলিয়া ঘটজ্ঞানটি ঘটত্ববদ্-ঘটবিশেষ্যক ঘটত্ব-প্রকারক জ্ঞান। তাই ঘটজ্ঞানটী প্রমা। তদ্-গত ঘটত্ববদ্ ঘট-বিশেষ্যক ঘটত্ব-প্রকারক জ্ঞানত্বই তদ্-গত প্রমাত্ব। ভ্রমজ্ঞানে যে ধর্মটী প্রকার হয়, সেই ধর্ম-বিশিষ্ট ধর্মী বিশেষ্য হয় না, অন্য ধর্ম বিশিষ্ট ধর্মীই বিশেষ্য হয়। সম্মুখীন ইদং দ্রব্যে যখন 'ইদং রজতং' এইরূপ জ্ঞান জন্মে, তখন ঐ জ্ঞানে রজতত্বটী প্রকার হয়; কিন্তু ঐ রজতত্ববৎ রজত বিশেষ্য হয় না, রজতত্বাভাববৎ ইদংই বিশেষ্য হয়। সুতরাং রজত-জ্ঞানটী রজতত্ব-প্রকারক হইলেও রজতত্ববৎ রজত-বিশেষ্যক নহে। তাই রজত-জ্ঞানটী প্রমা নহে, তদ্-গত জ্ঞানত্বও প্রমাত্ব নহে। যথার্থ অনুভব এবং যথার্থ স্মৃতি তদ্বদ্-বিশেষ্যক তৎ-প্রকারক জ্ঞান। উহাতে তদ্বদ্-বিশেষ্যক তৎ-প্রকারক জ্ঞানত্ব-রূপ প্রমাত্ব আছে বলিয়া প্রমাত্বটী স্মৃতি ও অনুভবে থাকে এবং উহা সংবাদি প্রবৃত্তির জনক বলিয়া সংবাদি-প্রবৃত্তির অনুকূল।

যদিও বেদান্ত-সিদ্ধান্তে তদ্বদ্-বিশেষ্যক তৎ-প্রকারক জ্ঞানত্ব প্রমাত্ব নহে; কারণ ভ্রম-জ্ঞানে প্রমাত্বের আপত্তি হয়। যখন শুক্তিতে 'ইদং রজতং' এইরূপ ভ্রম জ্ঞান উৎপন্ন হয়; তখন রজতাংশে জ্ঞানটি রজতত্ববদ্ রজত-বিশেষ্যক রজতত্ব-প্রকার জ্ঞান। উহাতে তদ্বদ্-বিশেষ্যক তৎপ্রকারক-জ্ঞানত্ব-রূপ প্রমাত্ব আছে। এই হেতু উহা প্রমা হইয়া পড়ে। রজতটি ইদমের বিশেষণ, বিশেষ্যই নহে, ইহা বলা যায় না। যখন "ইদং রজতং" এইরূপ ভ্রম হয়, তখন রজত বিশেষ্য না হইলেও যখন 'রজতম্ ইদং' এইরূপ ভ্রম হয়, তখন রজতই বিশেষ্য হইয়া থাকে। জ্ঞানে যে বৈশিষ্ট্য (সম্বন্ধ) ভাসমান হয়, সেই ভাসমান বৈশিষ্ট্যের অনুযোগী (অধিকরণই) বিশেষ্য হয়, ইহাই নিয়ম। রজত যখন উভয় প্রকার জ্ঞানে ভাসমান রজতত্ব-সংসর্গের অনুযোগী হইয়াছে। তখন রজত অবশ্যই বিশেষ্য হইবে। অন্যথা রজতাংশে জ্ঞানটী নির্বিকল্পক বলিতে হইবে। বস্তুতঃ উহা

প্রামাণ্যম্। তচ্চ জ্ঞান-সামান্য-সামগ্রী-প্রয়োজ্যম্, ন ত্বধিকং গুণমপেক্ষতে, প্রমামাত্রেঽনুগত-গুণাভাবাৎ। নাপি প্রত্যক্ষপ্রমায়াং ভূয়োঽবয়বেন্দ্রিয়-

অর্থাৎ তদ্বদ্-বিশেষ্যক তৎ-প্রকারক জ্ঞানত্ব। তাহা (তাদৃশ প্রামাণ্য বা প্রমাত্ব) জ্ঞান-সামান্য-সামগ্রীর প্রযোজ্য (জন্য); অতিরিক্ত কোন গুণকে কিন্তু অপেক্ষা করে না; যেহেতু প্রমামাত্রে অনুগত গুণের অভাব আছে। প্রত্যক্ষ প্রমাতে বহু অবয়বের

বিবৃতি

নির্বিকল্পক নহে। সুতরাং ভ্রম-জ্ঞানও তদ্বদ্-বিশেষ্যক তৎ-প্রকারক জ্ঞান হওয়ায় প্রমা হইয়া পড়ে। আরও কথা, অবিদ্যাবৃত্তি-রূপ স্মৃতি প্রমা নহে। কিন্তু তাহাও তদ্বদ্-বিশেষ্যক তৎ-প্রকারক জ্ঞান বলিয়া প্রমা হইয়া পড়ে। এজন্য বেদান্তিগণ তদ্বদ্-বিশেষ্যক তৎ-প্রকারক জ্ঞানত্বকে প্রমাত্ব বলেন নাই। গ্রন্থকারও প্রথমে অন্য-প্রকার প্রমাত্বের লক্ষণ বলিয়াছেন। তথাপি নৈয়ায়িক যাদৃশ প্রমাত্বের স্বতস্ত্ব স্বীকার করেন, তাদৃশ প্রমাত্বের স্বতস্ত্ব উপপাদনের জন্য এখানে নৈয়ায়িক সম্মত তাদৃশ প্রমাত্বই গৃহীত হইয়াছে, স্বসম্মত প্রমাত্ব গৃহীত হয় নাই বুঝিতে হইবে।

বস্তুতঃ বেদান্ত-সিদ্ধান্তে অনধিগতাবাধিতার্থ-বিষয়ক-জ্ঞানত্ব বা তদ্বদ্-বিশেষ্যক তৎ-প্রকারক জ্ঞানত্ব—কোনটিই স্বতস্ত্ব বিচারের বিষয় হইতে পারে না; কারণ এইরূপ প্রমাত্ব প্রত্যক্ষের অযোগ্য পদার্থ ঘটিত বলিয়া স্বতোগ্রাহ্য হইতে পারে না। বেদান্ত মতে অজ্ঞাতার্থ-নিশ্চয়ত্ব-রূপ প্রমাত্বই স্বতস্ত্বের যোগ্য।

উক্ত প্রমাত্বের স্বতস্ত্ব উপপাদন করিতে বলিলেন—**তচ্চ জ্ঞানসামান্য** ইত্যাদি। পূর্বোক্ত সেই প্রমাত্ব আত্ম-মনঃ-সংযোগাদি রূপ জ্ঞান-সামান্যের সামগ্রী হইতে উৎপন্ন হয়। নৈয়ায়িক প্রমাত্বকে গুণ-জন্য বলেন, তাহা নিষেধ করিতে বলিলেন—**ন ত্বধিকং গুণমপেক্ষতে**। ঐ প্রমাত্ব নিজের উৎপত্তিতে জ্ঞান-সামান্য সামগ্রীর অতিরিক্ত কোন গুণকে অপেক্ষা করে না; যেহেতু প্রমা-সামান্যের প্রতি অনুগত একটি গুণ নাই। প্রমা-সামান্যের প্রতি অনুগত একটি গুণ না থাকিলেও বিশেষ বিশেষ প্রমাজাতীয়ের প্রতি অনুগত গুণ আছে। যেমন প্রত্যক্ষ প্রমার প্রতি বহু অবয়বের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ, অনুমিতির প্রতি সৎ হেতুর পরামর্শ, উপমিতির প্রতি যথার্থ সাদৃশ্যের জ্ঞান এবং শাব্দ বোধের প্রতি যথার্থ যোগ্যতার জ্ঞান অনুগত গুণ। ঐ সমস্ত অনুগত গুণ হইতেই তৎ-তৎ প্রমাতে প্রমাত্ব উৎপন্ন হউক। নৈয়ায়িকের এই আপত্তির উত্তরে বলিলেন—**নাপি প্রত্যক্ষ-প্রমায়াং।** প্রত্যক্ষ প্রমাতে বহু অবয়বের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ অনুগত গুণ হইতে পারে না; যেহেতু উক্ত গুণ-ব্যতীতই নিরবয়ব রূপ, রসাদি গুণ ও আত্মায় প্রত্যক্ষ প্রমা জন্মে। ইহাদের অবয়ব না থাকায় বহু অবয়বের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ সম্ভবই নহে। যাঁহারা প্রত্যক্ষ প্রমার প্রতি বহু অবয়বের সহিত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষকে

সন্নিকর্ষঃ, রূপাদি-প্রত্যক্ষে চাত্ম-প্রত্যক্ষে চ তদভাবাৎ, সত্যপি তস্মিন্ পীতঃ শঙ্খ ইতি প্রত্যক্ষস্য ভ্রমত্বাৎ। অত এব ন সল্লিঙ্গ-পরামর্শাদিকমপ্যনুমিত্যাদি-প্রমায়াং গুণঃ, অসল্লিঙ্গ-পরামর্শাদি-স্থলেঽপি বিষয়াবাধেনানুমিত্যাদেঃ

সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ অনুগত গুণ নহে; যেহেতু রূপাদি গুণের প্রত্যক্ষে এবং আত্মার প্রত্যক্ষে তাহার (তাদৃশ সন্নিকর্ষরূপ অনুগত গুণের) অভাব আছে, তাদৃশ সন্নিকর্ষ সত্ত্বেও "পীতঃ শঙ্খঃ" এই প্রত্যক্ষ ভ্রম হইয়াছে। এই হেতুই অর্থাৎ এইরূপ ব্যভিচার আছে বলিয়াই অনুমিত্যাদি প্রমাতে যথার্থ-লিঙ্গের পরামর্শ প্রভৃতিও অনুগত গুণ নহে; যেহেতু অযথার্থ লিঙ্গের পরামর্শ স্থলেও বিষয়ের বাধ না থাকিলে অনুমিত্যাদি

বিবৃতি

গুণ না বলিয়া বিশেষণবদ্-বিশেষ্যের সহিত ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষকে গুণ বলেন, তাঁহাদের মতেও উক্ত গুণ বিনাই আত্মার প্রত্যক্ষ প্রমা হইয়া থাকে। নৈয়ায়িক-মতে আত্মার প্রত্যক্ষ প্রমার প্রতি আত্মত্ব-বিশিষ্ট আত্মার সহিত মনোরূপ ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ গুণ। তাহা হইতেই আত্ম-প্রমায় প্রমাত্ব উৎপন্ন হয়; কিন্তু বেদান্তি-মতে মনঃ ইন্দ্রিয় নহে। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমা কালে বিশেষণবদ্-বিশেষ্যের সহিত মনঃ-সন্নিকর্ষ থাকিলেও ইন্দ্রিয়ের সন্নি-কর্ষ নাই। অথচ আত্ম-বিষয়ক প্রত্যক্ষ-প্রমাতে প্রমাত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ বহু অবয়বের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা বিশেষণ-বিশিষ্ট বিশেষ্যের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ রূপ গুণ সত্ত্বেও 'পীতঃ শঙ্খঃ' এইরূপ ভ্রম স্থলে প্রমাত্ব উৎপন্ন হয় না, ভ্রমত্বই উৎপন্ন হয়। দোষের দ্বারা প্রতিবদ্ধ হওয়ায় এস্থলে গুণ প্রমাত্বকে উৎপন্ন করে না, ইহাও বলা যায় না; কারণ তুল্য-বল গুণ ও দোষের মধ্যে গুণটী দোষের দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়, গুণের দ্বারা দোষটী প্রতিরুদ্ধ হয় না, ইহাতে কোন বিনিগমনা নাই। বস্তুতঃ দোষ অধিষ্ঠান ও অধ্যস্তের ভেদ-গ্রহের প্রতিবন্ধক, গুণের প্রতিবন্ধক নহে। সুতরাং 'পীতঃ শঙ্খঃ' এই প্রত্যক্ষে গুণ সত্ত্বেও প্রমাত্ব উৎপন্ন না হওয়ায় এবং গুণাদির প্রত্যক্ষে পূর্বোক্ত গুণ বিনাই প্রমাত্ব উৎপন্ন হওয়ায় প্রত্যক্ষ প্রমা-গত প্রমাত্বের প্রতি পূর্বোক্ত গুণ কারণ নহে।

পর্বতে বহ্নির বিদ্যমানতা এবং ধূমের অবিদ্যমানতা কালে যদি কেহ পর্বতোত্থিত ধূলি-সমূহে ধূম ভ্রম করিয়া "পর্বতো বহ্নিব্যাপ্য-ধূমবান্" এইরূপ পরামর্শ করে, তবে তাহার সেই পর্বতে অবশ্যই বহ্নির অনুমিতি হইবে। এস্থলে অসৎ হেতুর পরামর্শ থাকিলেও অনুমিতির বিষয় বহ্নির বাধ না থাকায় অনুমিতিটি প্রমা হইয়া থাকে। এইরূপ উপমিতি ও শাব্দ বোধ স্থলে যদি বিষয়ের বাধ না থাকে, তবে যথার্থ সাদৃশ্যের জ্ঞান বা যথার্থ যোগ্যতার জ্ঞান না থাকিলেও যথার্থ উপমিতি ও যথার্থ শাব্দবোধ হইয়া থাকে। অতএব যথার্থ হেতুর পরামর্শাদি বিনাই অনুমিত্যাদি জ্ঞানের প্রমাত্ব দেখা যায় বলিয়া অনু-মিত্যাদি প্রমাতে যথার্থ হেতুর পরামর্শ প্রভৃতি গুণ নহে এবং ঐ প্রমাত্বও গুণজন্য নহে

প্রমাত্বাৎ। ন চৈবমপ্রমাপি প্রমা স্যাৎ, জ্ঞানসামান্য-সামগ্র্যা অবিশেষাদিতি বাচ্যম্, দোষাভাবস্যাপি হেতুত্বাঙ্গীকারাৎ। ন চৈবং পরতস্ত্বম্, আগন্তুক-ভাব-কারণাপেক্ষায়ামেব পরতস্ত্বাৎ।

প্রমা হইয়া থাকে। এই হইলে অর্থাৎ প্রামাণ্যটি জ্ঞান-সামান্য-সামগ্রী জন্য হইলে অপ্রমাও প্রমা হউক ; [যে হেতু] সে স্থলে জ্ঞান-সামান্য-সামগ্রীর অবিশেষ আছে অর্থাৎ প্রমাস্থলে যেমন জ্ঞান-সামান্য সামগ্রী আছে, অপ্রমাস্থলেও তদ্রূপ জ্ঞান-সামান্য সামগ্রী আছে। তাহাদের মধ্যে কোন বিশেষ নাই—ইহা বলিতে পার না; যেহেতু দোষাভাবেরও [প্রামাণ্যের প্রতি] হেতুত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এই হইলে অর্থাৎ জ্ঞান-সামান্য সামগ্রী অপেক্ষা দোষাভাবকে প্রমাত্বের হেতু বলিলে [প্রামাণ্যের] পরতন্ত্ব হয় না ; যেহেতু আগন্তুক ভাব কারণের অপেক্ষাতেই পরতন্ত্ব হয়।

বিবৃতি

যদি প্রমাত্বটী গুণ-জন্য না হইয়া কেবল জ্ঞান-সামান্য সামগ্রী-জন্য হয়, তবে অপ্রমা জ্ঞান স্থলে জ্ঞান-সামান্যের সামগ্রী বিদ্যমান থাকায় অপ্রমাতেও প্রমাত্ব উৎপন্ন হউক। এই আপত্তি প্রকাশ করিতে বলিলেন—**ন চৈবমপ্রমাপি প্রমা স্যাৎ।** যদি প্রমাত্বটী গুণ-জন্য না হয়, তবে জ্ঞান-সামান্য সামগ্রী হইতে যখন অপ্রমা উৎপন্ন হইবে, তখন তাহাতে প্রমাত্বও অবশ্যই উৎপন্ন হইবে। তাহা হইলে অপ্রমাও প্রমা হইয়া পড়িবে। ভ্রমস্থলে জ্ঞান সামান্যের সামগ্রীই নাই, ইহা বলিলে ভ্রমটী জ্ঞান হইবে না। যাহা জ্ঞান-সামান্য সামগ্রী হইতে জন্মে না, তাহা জ্ঞান নহে। সুতরাং প্রমাস্থলে যেমন জ্ঞান-সামান্য সামগ্রী আছে, ভ্রম স্থলেও সেইরূপ জ্ঞান-সামান্যের সামগ্রী আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। উভয় স্থলে জ্ঞান-সামান্যের সামগ্রীর মধ্যে যে কোন বিশেষ আছে, তাহাও নহে। অতএব প্রমাত্বকে গুণ-জন্য না বলিলে অপ্রমার প্রমাত্বাপত্তি দুর্বার হইবে।

ভ্রমের জ্ঞানত্ব স্বীকার করিয়া এই আপত্তি পরিহার করিতে বলিলেন—**দোষাভাবস্যাপি।** প্রমাত্বের প্রতি কেবল জ্ঞান-সামান্যের সামগ্রী হেতু নহে, দোষাভাবও হেতু। এইরূপ অপ্রমাত্বের প্রতি কেবল জ্ঞান-সামান্যের সামগ্রী হেতু নহে, দোষও হেতু। যখন দোষাভাব ও জ্ঞান-সামান্যের সামগ্রী থাকে, তখন জ্ঞানে প্রমাত্ব উৎপন্ন হয়। যখন দোষ ও জ্ঞান-সামান্যের সামগ্রী থাকে, তখন জ্ঞানে অপ্রমাত্ব উৎপন্ন হয়।

টিপ্পনী

অপ্রমা জ্ঞান হইলেও তাহাতে প্রমাত্বের উৎপত্তির আপত্তি হয় না ; কারণ মহামতি কুমারিল ভট্ট জ্ঞানমাত্রেরই ঔৎসর্গিক প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন।[১] আচার্য্য মধুসূদন

১। তস্মাদ্ বোধাত্মকত্বেন প্রাপ্তা বুদ্ধেঃ প্রমাণতা। অর্থান্যথাত্ব-হেতুত্থ-দোষজ্ঞানাদপোদ্যতে॥ কা. শ্লো, বা, ৬১ পৃঃ

বিবৃতি

অপ্রমাস্থলে প্রমাত্বের হেতু দোষাভাব নাই বলিয়া অপ্রমাতে প্রমাত্বের প্রসক্তি হয় না।

অপ্রমার জ্ঞানত্ব স্বীকার করিয়াই গ্রন্থকার পূর্বোক্ত আপত্তির পরিহার করিয়াছেন। বেদান্ত-সিদ্ধান্তে অপ্রমা জ্ঞান নহে এবং জ্ঞান-সামান্যের সামগ্রী হইতে জন্যও নহে। যদি ভ্রম জ্ঞানই না হয়, তবে 'আমার ভ্রমজ্ঞান হইয়াছিল' এইরূপ অনুব্যবসায়ে ভ্রম-গত জ্ঞানত্বের প্রতিভাস কেন হয়? তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ভ্রমস্থলে অবিদ্যাবৃত্তি ও অন্তঃকরণ বৃত্তি অভিন্ন হইয়া থাকে। ইদমাকার অন্তকঃকরণ বৃত্তি-নিষ্ঠ জ্ঞানত্ব তদভিন্ন অবিদ্যা-বৃত্তিরূপ ভ্রমে ভাসমান হয়। ভ্রম বস্তুতঃ জ্ঞান নহে; উহা জ্ঞানাভাস। তাই উহাতে জ্ঞানত্ব থাকে না, প্রমাত্বও উৎপন্ন হয় না। বেদান্ত-সিদ্ধান্তে সকল জ্ঞানেরই নিরপবাদ (অবাধিত স্বাভাবিক)প্রামাণ্য। আচার্য্য মধুসূদন অদ্বৈতরত্ন-রক্ষণে এই সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিযাছেন।[১] পূজ্যপাদ চিৎসুখাচার্য্য স্বতস্ত্ব-নিরূপণ প্রসঙ্গে ভাট্টমত অবলম্বন করিয়াই ভ্রম স্থলে প্রামাণ্যের উৎপত্তি ও পরে তাহার নিবৃত্তি সমর্থন করিয়াছেন[২]।

প্রমাত্ব জ্ঞান-সামান্যের সামগ্রীর অতিরিক্ত দোষাভাব-জন্য হইলেও প্রমার পরত্বস্ত প্রসক্ত হয় না। কেন হয় না? তাহার উত্তরে বলিলেন—**আগন্তুকভাব-কারণাপেক্ষা-য়াম্**। এস্থলে আগন্তুক শব্দের অর্থ—জ্ঞানসামগ্রী ভিন্ন অর্থাৎ জ্ঞানত্বের অপ্রয়োজক। ভাব-কারণে 'আগন্তুক' বিশেষণ প্রযুক্ত না হইলে প্রমার পরতন্ত্ব প্রসক্ত হইত; কারণ প্রমা স্ব-গত প্রমাত্বের উৎপত্তিতে অদৃষ্টাদি ভাব কারণকেও অপেক্ষা করে। ভাব-কারণে এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইলে প্রমাত্বের পরতন্ত্ব প্রসক্তি হয় না; কারণ প্রমা অদৃষ্টাদি ভাব-কারণ সাপেক্ষ হইলেও আগন্তুক ভাব-কারণ সাপেক্ষ নহে; যেহেতু অদৃষ্টাদি আগ-ন্তুক নহে। উহাও জ্ঞান-সামগ্রীর অন্তর্গত। কারণে ভাব বিশেষণ প্রযুক্ত না হইলে প্রমার পরতন্ত্ব প্রসক্ত হইত, যেহেতু প্রমা স্ব-গত প্রমাত্বের উৎপত্তিতে আগন্তুক দোষাভাবকে

টিপ্পনী

ও পূজ্যপাদ চিৎসুখাচার্য্য স্থল-বিশেষে ইহা সমর্থন করিয়াছেন[৩]। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, যখন জ্ঞানের সামগ্রী হইতে অপ্রমা জ্ঞান জন্মে, তখন তাহাতে প্রমাত্বও জন্মে। লোকেও তখন তাহাকে যথার্থ বলিয়া বুঝে। কিন্তু তাই বলিয়া জ্ঞানটি প্রমা ও অপ্রমারূপ হইবে না। কারণের দোষজ্ঞান ও বাধজ্ঞানের পূর্বে উহাতে প্রমাত্ব উৎপন্ন হইলেও কারণের দোষ ও বাধের জ্ঞান হইলেই ঐ প্রমাত্বের নিবৃত্তি এবং অপ্রমাত্বের উৎপত্তি হয়। তখন লোকে তাহাকে অপ্রমা বলিয়া বুঝে।

১। অপ্রমায়া অজ্ঞানবিরোধিত্বরূপ-জ্ঞানত্বাভাবেন তজ্জ্ঞানস্য জ্ঞানাগ্রাহকত্বাৎ। অ, রত্ন, ৩৩ পৃঃ।

২। "প্রসক্তস্যাপি প্রামাণ্য-গ্রহণস্য কারণ-দোষাবগম-বাধ-বোধাভ্যামপনয়াৎ" চিৎ ১২৫ পৃঃ

৩। "তস্মাদ্ ভ্রম ইত্যেব মন্তব্যম্। তথাচ গৃহীতেঽপি প্রামাণ্যে দোষাৎ সংশয়োঽস্তু, দোষোচ্ছেদাদেব তু তদুচ্ছেদঃ।" "সত্যম্, গৃহীতমেবতদ্ বাধকাদপনীয়তে"।—চিৎ ১১৯ পৃঃ

জ্ঞায়তে চ প্রামাণ্যং স্বতঃ। স্বতো-গ্রাহ্যত্বং চ দোষাভাবে সতি যাবৎ-

---

প্রামাণ্য স্বতঃ গৃহীত হয়। সেই স্বতো গ্রাহ্যত্ব হইতেছে দোষাভাব সহকৃত যাবৎ

বিবৃতি

অপেক্ষা করে। কারণে ভাব বিশেষণ প্রযুক্ত হইলে এই আপত্তি হয় না; কারণ প্রমা আগন্তুক দোষাভাবকে অপেক্ষা করে, ভাবকে অপেক্ষা করে না। দোষাভাব ভাব নহে। ফল কথা, প্রমা স্বগত প্রমাত্বের উৎপত্তিতে আগন্তুক ভাব কারণকে অপেক্ষা করিলে পরতন্ত্বের প্রসক্তি হইত। উহা যখন কোন আগন্তুক ভাব কারণকে অপেক্ষা করে না, দোষাভাবকে অপেক্ষা করে, তখন পরতন্ত্বের প্রসক্তি হইবে না।

টিপ্পনী

বস্তুতঃ প্রমা দোষাভাবকে অপেক্ষা করিলেও পরতন্ত্বের প্রসক্তি হয় না; কারণ অবিদ্যা, অদৃষ্ট, দোষাভাব প্রভৃতি কার্য্য-মাত্রের সাধারণ কারণ বলিয়া জ্ঞানেরও কারণ। সুতরাং উহা জ্ঞান-সামান্যের সামগ্রী। প্রমা জ্ঞান-সামান্যের সামগ্রীর অতিরিক্ত কোন বস্তুকে আপেক্ষা করিলে পরতঃ হইত; কিন্তু উহা যখন অতিরিক্তকে অপেক্ষা করে না, তখন পরতন্ত্বের আপত্তি হইতে পারে না।

প্রমা আগন্তুক ভাব কারণকে অপেক্ষা করিলে পরতঃ হইবে, অভাব কারণকে অপেক্ষা করিলে পরতঃ হইবে না, ইহাতে কোন বিনিগমনা নাই। প্রাচীন বেদান্তাচার্য্যগণও তাহা বলেন নাই। পরন্তু পূজ্যপাদ চিৎসুখাচার্য্য প্রমার প্রতি দোষাভাবকে প্রমার প্রতিবন্ধক অপ্রমার নিবর্ত্তক-রূপে অন্যথাসিদ্ধই বলিয়াছেন[১]। পরিভাষাকার এই সমস্ত না বলিয়া কেন দোষাভাবকে কারণ বলিলেন, তাহা সুধিগণের চিন্তনীয়।

বস্তুতঃ এই স্বতন্ত্বের স্বরূপ হইতেছে—বিজ্ঞান-সামগ্রী-জন্যত্বে সতি তদতিরিক্তাজন্যত্বম্। বিজ্ঞান-সামগ্রী-জন্যত্ব-সামানাধিকরণ বিজ্ঞান-সামগ্রী-ভিন্নাজন্যত্বই স্বতন্ত্ব। বিজ্ঞানসামগ্রী-জন্যত্ব মাত্র লক্ষণ হইলে পরাভিমত অপ্রমাতে অতিব্যাপ্তি হইত; কারণ অপ্রমাও বিজ্ঞান সামগ্রী-জন্য। উহাতেও বিজ্ঞান-সামগ্রী-জন্যতা আছে। এই জন্য তদতিরিক্তাজন্যত্ব প্রযুক্ত হইয়াছে। অপ্রমা বিজ্ঞান-সামগ্রী-জন্য হইলেও তদতিরিক্তাজন্য নহে; কারণ উহা তদতিরিক্ত দোষ-জন্য। এজন্য উহাতে তদতিরিক্তাজন্যত্ব নাই। তদতিরিক্তাজন্যত্ব মাত্র লক্ষণ হইলে নিত্যে অতিব্যাপ্তি হইত, কারণ নিত্য অজন্য বলিয়া উহাতে তদতিরিক্তাজন্যত্ব আছে। এইজন্য বিজ্ঞান সামগ্রী-জন্যত্ব বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। নিত্যে বিজ্ঞান-সামগ্রী-জন্যতা না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না। ঈশ্বরীয় প্রমাতেও অব্যাপ্তি নাই; কারণ বেদান্ত-মতে ঈশ্বরের জ্ঞান অনিত্য, ইহা উক্ত হইয়াছে।

১। "যত্ত্বনন্যথাসিদ্ধান্বয়-ব্যতিরেকৌ কারণত্বাবেদকৌ স্যাতাম্, তৌ তু বিরোধ্যপ্রমা-প্রতিবন্ধকত্বেনোপক্ষীণৌ ন কারণমাত্রত্বমাবেদয়তঃ"।—চিৎ ১২৪ পৃঃ

স্বাশ্রয়-গ্রাহক-সামগ্রী-গ্রাহ্যত্বম্। স্বাশ্রয়ো বৃত্তিজ্ঞানং তদ্-গ্রাহকং সাক্ষিজ্ঞানং,

প্রমাত্বের গ্রাহক সামগ্রী গ্রাহ্যত্ব। [উহার অর্থ :—] প্রমাত্বের আশ্রয় বৃত্তি জ্ঞান,

বিবৃতি

উৎপত্তিতে প্রমাত্বের স্বতস্ত্ব উপপাদিত হইয়াছে। সম্প্রতি জ্ঞপ্তিতে স্বতস্ত্ব উপপাদন করিতে বলিলেন—**জ্ঞায়তে চ প্রামাণ্যং স্বতঃ**। প্রমাত্ব স্বতঃই (স্বাশ্রয়ের দ্বারাই) গৃহীত হয়। সেই স্বতোগ্রাহ্যত্ব হইতেছে—দোষাভাবে সতি যাবৎ স্বাশ্রয়-গ্রাহক-সামগ্রী-গ্রাহ্যত্বম্ অর্থাৎ দোষাভাব সহকৃত প্রমাত্বাশ্রয় প্রমার যাবতীয় গ্রাহক-সামগ্রী দ্বারা গ্রাহ্যত্বই (ভাস্যত্বই) স্বতোগ্রাহ্যত্ব। এস্থলে যাবতী স্বাশ্রয়স্য প্রমাত্বাশ্রয়স্য প্রমাজ্ঞানস্য গ্রাহক-সামগ্রী ভাসক-সামগ্রী তয়া গ্রাহ্যত্বং ভাস্যত্বম্, এইরূপ বিগ্রহে তৎপুরুষ সমাসে এই পদটি নিষ্পন্ন। এই সমস্ত পদের অর্থ—প্রমাত্বের আশ্রয় প্রমার যাবতীয় ভাসক-সামগ্রী দ্বারা ভাস্যত্ব। যদিও সামগ্রী-গ্রাহ্যত্ব শব্দে সামগ্রী-জন্য জ্ঞান-বিষয়ত্ব বুঝায়, তথাপি সামগ্রী-ভাস্যত্ব অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে ; কারণ বেদান্তমতে সাক্ষীই জ্ঞানের গ্রাহক, তজ্জন্য অপর কোন জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া প্রমা-জ্ঞানকে বিষয় করে না।

পরতস্ত্ব-বাদীর নিকট স্বতস্ত্ব উপপাদন করিতে হইবে। সেই স্বতস্ত্ব যদি স্বাশ্রয়-গ্রাহক-সামগ্রী-গ্রাহ্যত্ব মাত্র হয়, তবে পরতঃ প্রামাণ্যবাদী মুরারিমিশ্রের নিকট সিদ্ধ-সাধন হইবে ; কারণ তাঁহার মতে জ্ঞান-গ্রাহক সামগ্রী অনুব্যবসায়। উহা যখন প্রমা-জ্ঞানকে গ্রহণ করে, তখন তদ্-গত প্রমাত্বকেও গ্রহণ করে। সুতরাং তাঁহার নিকট প্রমাত্বের স্বাশ্রয়-গ্রাহক-সামগ্রী-গ্রাহ্যত্ব সিদ্ধই আছে। এই সিদ্ধসাধন বারণের জন্য সামগ্রীতে যাবৎ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই যাবৎ পদের দ্বারা সাক্ষীকে গ্রহণ করিয়া তদ্গ্রাহ্যত্ব সাধন করিলে সিদ্ধ-সাধন হইবে না ; কারণ মুরারিমিশ্রের মতে সাক্ষি-গ্রাহ্যত্ব সিদ্ধ নহে। দোষাভাব সহকৃতত্ব বিশেষণের প্রয়োজন পরে ব্যক্ত হইবে।

লক্ষ্যে উক্ত লক্ষণ যোজনা করিতে বলিলেন—**স্বাশ্রয়ো বৃত্তিজ্ঞানং**। স্বাশ্রয় হইতেছে—প্রমাত্বের আশ্রয় বৃত্তিজ্ঞান অর্থাৎ বৃত্ত্যভিব্যক্ত চৈতন্য ; কারণ উহাই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক। অজ্ঞানের নিবর্ত্তকই প্রমাত্বের আশ্রয় প্রমা। তদ্ গ্রাহক অর্থাৎ সেই প্রমার গ্রাহক (ভাসক) হইতেছে—সাক্ষি-জ্ঞান। সেই সাক্ষীর দ্বারা বৃত্তিজ্ঞান অর্থাৎ বৃত্ত্যভিব্যক্ত চৈতন্যরূপ প্রমাজ্ঞান ভাসমান হইলে তদ্গত প্রমাত্বও ভাসমান হয়। প্রমাত্বের অবভাসে জ্ঞান-গ্রাহক সামগ্রীর অর্থাৎ সাক্ষীর অতিরিক্ত আর কেহ অপেক্ষিত নহে। ইহা দ্বারা জ্ঞপ্তিতেও নৈয়ায়িকের পরতস্ত্ববাদ খণ্ডিত হইল বুঝিতে হইবে।

প্রমাত্ব যদি স্বতোগ্রাহ্য হয়, তবে অনভ্যাসদশায় উৎপন্ন প্রমাজ্ঞানে প্রমাত্বের সংশয় না হউক ; কারণ সাক্ষীর দ্বারা প্রমার যেমন নিশ্চয় হইয়াছে, তদ্রূপ তদ্গত প্রমাত্বেরও নিশ্চয় হইয়াছে। নিশ্চিত বিষয়ে সংশয় হয় না ; কিন্তু অনভ্যাস দশায় জলজ্ঞানের

তেনাপি বৃত্তিজ্ঞানে গৃহ্যমাণে তদ্গত-প্রামাণ্যমপি গৃহ্যতে। ন চৈবং প্রামাণ্য-সংশয়ানুপপত্তিঃ, তত্র সংশয়ানুরোধেন দোষস্যাপি সত্ত্বেন দোষাভাব-ঘটিত-স্বাশ্রয়-গ্রাহকাভাবেন তত্র প্রামাণ্যস্যৈবাগ্রহাৎ। যদ্বা—যাবৎ

(বৃত্তি দ্বারা অভিব্যক্ত চৈতন্য), তাহার গ্রাহক সাক্ষি জ্ঞান। তৎকর্তৃক বৃত্তিজ্ঞান (প্রমাজ্ঞান) গৃহ্যমাণ হইলে তদ্-গত প্রামাণ্যও তৎকর্তৃকই গৃহ্যমাণ হইয়া থাকে। এই হইলে অর্থাৎ প্রমাত্ব স্বতোগ্রাহ্য হইলে প্রামাণ্য সংশয়ের অনুপপত্তি হয় না ; যেহেতু সেস্থলে সংশয়ের অনুরোধে দোষেরও সত্ত্ব আছে বলিয়া দোষাভাব সহকৃত স্বাশ্রয়ের (প্রমাত্বের আশ্রয় প্রমাজ্ঞানের) গ্রাহকের অভাবহেতু সেস্থলে প্রামাণ্যেরই গ্রহণ

বিবৃতি

অনন্তর 'ইহা জল কিনা, এই জলজ্ঞানটী প্রমা কিনা' এইরূপ সংশয় সকলেরই হইয়া থাকে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে—সাক্ষী যখন জ্ঞানকে গ্রহণ করে, তখন তাহার প্রমাত্বকে গ্রহণ করে না। পরে প্রবৃত্ত্যাদি হেতু দ্বারা তাহার প্রমাত্ব গৃহীত হয়। অতএব প্রমা স্বতোগ্রাহ্য নহে, পরতো গ্রাহ্য। নৈয়ায়িকের এই আপত্তি খণ্ডন করিতে বলিলেন—**ন চৈবং প্রামাণ্যসংশয়ানুপপত্তিঃ**। প্রমাত্ব স্বতোগ্রাহ্য হইলেও প্রমাত্ব সংশয়ের কোন অনুপপত্তি নাই। কেন নাই ? তাহার উত্তরে বলিলেন—**তত্র সংশয়ানুরোধেন**। যে স্থলে প্রমাত্বের সংশয় হয়, সে স্থলে সেই সংশয়ের অনুরোধে দোষের সত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য ; কারণ দোষ ব্যতীত সংশয় জন্মে না। সংশয়ের জনক দোষ আছে বলিয়া দোষাভাব-সহকৃত প্রমাত্বাশ্রয় প্রমার গ্রাহক না থাকায় প্রমার প্রমাত্বই গৃহীত হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, দোষাভাব ও সাক্ষী এই উভয়ই প্রমাত্ব নিশ্চয়ের হেতু। কেবল সাক্ষী প্রমাত্ব-নিশ্চয়ের হেতু নহে। প্রমাত্বের সংশয় স্থলে দোষ আছে, দোষাভাব নাই। প্রমাত্ব-নিশ্চয়ের অন্যতম কারণ দোষাভাব নাই বলিয়া সেখানে প্রমাত্ব-নিশ্চয় হয় না। সংশয়ের প্রতিবন্ধক প্রমাত্ব-নিশ্চয় নাই বলিয়াই প্রমাত্ব-সংশয় হইয়া থাকে।

দোষাভাব প্রমাত্বনিশ্চয়ের হেতু হইলে সিদ্ধান্তীর পূর্বোক্ত সমাধান সঙ্গত হইত ; কিন্তু দোষাভাব প্রমাত্বনিশ্চয়ের হেতু নহে। উহা প্রমাত্বনিশ্চয়ের বিরোধী দোষের প্রতিবন্ধ হেতু। সুতরাং উহা প্রমাত্ব-নিশ্চয়ের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ। উহা কখনই দুইটী বিজাতীয় কার্য্যের কারণ হইতে পারে না। একটী কারণ হইতে ব্যাপার ব্যতীত দুইটী বিজাতীয় কার্য্য কখনই উৎপন্ন হয় না। এক সংস্কার যেমন অনুভবনাশের ও স্মৃতির হেতু হয়, তদ্রূপ এক দোষাভাব বিরোধীর প্রতিবন্ধের ও প্রমাত্বনিশ্চয়ের হেতু হউক, ইহা বলা যায় না ; কারণ অনুভবনাশ ও স্মৃতির এক সংস্কার ব্যতীত অন্য কেহ কারণ হইতে পারে না বলিয়া অগত্যা সংস্কারই উভয় কার্য্যের হেতু হইয়াছে। প্রমাত্ব-নিশ্চয় স্থলে সেরূপ অগতিক হয় নাই। সেখানে জ্ঞান গ্রাহক সাক্ষী বিদ্যমান আছে।

স্বাশ্রয়-গ্রাহক-গ্রাহ্যত্ব-যোগ্যত্বম্। সংশয়-স্থলে প্রামাণ্যস্যোক্ত-যোগ্যতা-সত্ত্বেঽপি দোষবশেনাগ্রহান্ন সংশয়ানুপপত্তিঃ। অপ্রামাণ্যন্তু ন জ্ঞানসামান্য-

---

হয় না। অথবা যাবৎ স্বাশ্রয় গ্রাহক-গ্রাহ্যত্ব-যোগ্যত্বই হইতেছে স্বতস্ত্ব। সংশয় স্থলে উক্ত যোগ্যতা থাকিলেও দোষবশে প্রমাত্বের জ্ঞান না হওয়ায় সংশয়ের অনুপপত্তি হয় না। অপ্রামাণ্য (অপ্রমাত্ব) কিন্তু জ্ঞান-সামান্যের সামগ্রী দ্বারা উৎপাদ্য নহে;

বিবৃতি

উহা প্রমাত্ব নিশ্চয়ের হেতু হইবে। দোষাভাব বিরোধি প্রতিবন্ধের হেতু হউক, প্রমাত্ব-নিশ্চয়ের হেতু হইবে কেন? প্রমাত্বের সংশয় স্থলে জ্ঞান-গ্রাহক ঐ সাক্ষী যখন রহিয়াছে, তখন ঐ সাক্ষী দ্বারা প্রমাত্বের নিশ্চয় হইবে। তাহা হইলে প্রমাত্বের সংশয় কিরূপে হইবে? পূর্বোক্ত সমাধানে পূর্বপক্ষীর এইরূপ অরুচি আছে বুঝিয়া সিদ্ধান্তী পক্ষান্তরে পূর্বোক্ত আপত্তির সমাধান করিতে বলিলেন—**যদ্বা যাবৎ** ইত্যাদি। অথবা স্বতো-গ্রাহ্যত্ব হইতেছে—যাবৎ-স্বাশ্রয়-গ্রাহক-গ্রাহ্যত্ব-যোগ্যত্বম্ অর্থাৎ প্রমাত্বের আশ্রয় প্রমার যাবৎ গ্রাহকের গ্রাহ্যত্ব-যোগ্যতা। প্রমাত্বের সংশয় স্থলে বিরোধী দোষের প্রতিবন্ধকত্ব নিবন্ধন প্রমার গ্রাহক সাক্ষী দ্বারা প্রমাত্বের নিশ্চয় না হইলেও প্রমাত্বে জ্ঞান-গ্রাহক সাক্ষি-গ্রাহ্যতার যোগ্যতা আছে। সুতরাং প্রমাত্বের স্বতস্ত্বহানি হয় নাই। যদি প্রমাত্বের সংশয় স্থলেও তাদৃশ যোগ্যতা আছে, তবে প্রমাত্বের নিশ্চয়ই বা কেন হয় না? তাহার উত্তরে বলিলেন—**সংশয়স্থলে** ইত্যাদি। প্রমাত্বের সংশয় স্থলে প্রমাত্বে স্বাশ্রয়-গ্রাহক-গ্রাহ্যত্ব-যোগ্যতা এবং প্রমাত্ব-নিশ্চয়ের যাবতীয় কারণ থাকিলেও দোষের প্রবল প্রতিবন্ধকতা-হেতু প্রমাত্বনিশ্চয় হয় না। পরন্তু ঐ দোষবশে প্রমাত্বের সংশয় হয়, ইহাতে কোন অনুপপত্তি নাই।

বস্তুতঃ অনভ্যাস-দশায় (অপ্রামাণ্য সন্দেহ কালে) উৎপন্ন জ্ঞানেও প্রমাত্বের নিশ্চয় হইয়া থাকে। কিন্তু পরে দোষের প্রাবল্যবশতঃ প্রমাত্বের সংশয় হয়। দোষ-রহিত নিশ্চয় সংশয়ের বিরোধী হইলেও দোষযুক্ত নিশ্চয় সংশয়ের বিরোধী নহে। অনভ্যাস সংশয়ের প্রতি দোষ হইলেও প্রমাত্ব-নিশ্চয়ের প্রতি দোষ নহে; ফলবলে ইহা কল্পনা করিতে হইবে। তাই শাস্ত্র যুক্তি সংস্কার-সম্পন্ন পুরুষের "আমি স্থূল নহি" এইরূপ সাক্ষাৎকার সত্ত্বেও ভ্রম সংস্কার-রূপ দোষের প্রাবল্যবশতঃ "আমি স্থূল" এইরূপ ভ্রম প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

প্রামাণ্যের স্বতস্ত্ব উপপাদিত হইয়াছে। সম্প্রতি অপ্রামাণ্যের পরতস্ত্ব উপপাদন করিতে বলিলেন—**অপ্রামাণ্যন্তু ন** ইত্যাদি। তদভাববদ্‌-বিশেষ্যক তৎপ্রকারক-জ্ঞানত্বই অপ্রমাত্ব। এস্থলেও তৎপদে জ্ঞানে প্রকারীভূত ধর্মকেই গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন শুক্তিতে "ইদং রজতং" এইরূপ প্রত্যক্ষ হইলে ঐ জ্ঞানে রজতত্ব প্রকার হয় বলিয়া তৎ-

সামগ্রী-প্রযোজ্যম্, প্রমায়ামপ্যপ্রামাণ্যাপত্তেঃ ; কিন্তু দোষপ্রযোজ্যম্। নাপ্য-প্রামাণ্যং যাবৎ স্বাশ্রয়-গ্রাহক-গ্রাহ্যম্, অপ্রামাণ্য-ঘটক-তদভাববত্ত্বাদের্বৃত্তি-

---

যেহেতু [তাহা হইলে] প্রমাতেও অপ্রমাত্বের প্রসঙ্গ হয় ; কিন্তু [উহা] দোষজন্য। অপ্রামাণ্য (অপ্রমাত্ব) যাবৎ স্বাশ্রয় গ্রাহকের (সাক্ষিজ্ঞানের) গ্রাহ্যও নহে ; যেহেতু অপ্রামাণ্যের ঘটক (সম্পাদক) তদভাবাদি বৃত্তিজ্ঞানের (অবিদ্যাবৃত্তির) দ্বারা গৃহীত না হওয়ায় সাক্ষী কর্তৃক [ঐ অপ্রামাণ্য] গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু [উহা]

বিবৃতি

পদে রজতত্বকে গ্রহণ করিতে হইবে। ঐ রজত-জ্ঞানে রজতত্ব প্রকার এবং রজতত্বা-ভাববৎ ইদংটি বিশেষ্য হওয়ায় ঐ জ্ঞানটী তদভাববদ্-বিশেষ্যক তৎ-প্রকারক-জ্ঞান হইয়াছে। ইহাতে যে তদভাববদ্-বিশেষ্যক তৎপ্রকারক-জ্ঞানত্ব আছে, তাহাই অপ্রমাত্ব। এই অপ্রমাত্ব আছে বলিয়াই রজতের জ্ঞানটি অপ্রমা।

এই প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব জ্ঞানেরই ভাব-ভূত ধর্ম। উহা জ্ঞানে স্বতঃই সৎ, কারণের ব্যাপারের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় মাত্র। যদি জ্ঞানে প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব স্বতঃ সৎ না হইত, তবে অসৎ শশবিষাণের ন্যায় উহারা সাধ্য বা উৎপাদ্য হইত না। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"। সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বর কৃষ্ণও সাংখ্য-কারিকায় (৭) ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন—"অসদকরণাৎ" অর্থাৎ অসৎ কার্য্য বা কৃতিসাধ্য হয় না। ইহারা যে সাধ্য নয়, তাহা নহে ; ইহারা সাধ্য। অতএব ইহারা জ্ঞানে স্বতঃই সৎ। জ্ঞানে প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্বের যে স্বতঃ সত্ত্ব, তাহাই প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্বের স্বতস্ত্ব। ইহা সাংখ্যমত।

এই প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব জ্ঞানে স্বতঃ সৎ হইলে এবং মাত্র জ্ঞান-সামান্য সামগ্রীর প্রযোজ্য হইলে প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্বের স্বতস্ত্ব হয়। কিন্তু তাহাতে একটি জ্ঞানে প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্বের স্থিতি ও জ্ঞানসামান্য-সামগ্রীর ব্যাপারের দ্বারা আবির্ভাব স্বীকার করিতে হয়। তাহা কিন্তু সম্ভব নহে। দুইটী বিরুদ্ধ ধর্মের একত্রে স্থিতি ও আবির্ভাব কখনই হয় না। এক অগ্নি যেমন শীতোষ্ণ হয় না ; তদ্রূপ এক জ্ঞানও প্রমাত্ব ও অপ্রমাত্ব বিশিষ্ট হয় না। যদি অপ্রমাত্ব মাত্র জ্ঞান-সামান্য সামগ্রী-প্রযোজ্য হইত, তবে প্রমা স্থলে জ্ঞানসামান্য সামগ্রী বিদ্যমান থাকায় সেখানেও অপ্রমাত্বের আবির্ভাব হইত। তাহা যখন হয় না, তখন স্বীকার করিতে হইবে—অপ্রমাত্ব কেবল জ্ঞান-সামান্য সামগ্রীর প্রযোজ্য নহে ; কিন্তু দোষ-প্রয়োজ্য অর্থাৎ দোষ-জন্য। জ্ঞান-সামান্য সামগ্রীর অতিরিক্ত দোষের দ্বারা অপ্রমাত্ব উৎপন্ন হওয়ায় অপ্রমাত্বের পরতস্ত্বই সিদ্ধ হয়, স্বতস্ত্ব সিদ্ধ হয় না।

উৎপত্তিতে অপ্রমাত্বের পরতস্ত্ব উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি জ্ঞপ্তিতে পরতস্ত্ব উপপাদন করিতে বলিলেন—**নাপ্যপ্রামাণ্যং যাবৎ** ইত্যাদি। অপ্রমাত্বটি জ্ঞানগ্রাহক সামগ্রীর

জ্ঞানানুপনীতত্বেন সাক্ষিণা গ্রহীতুমশক্যত্বাৎ কিন্তু বিসংবাদি-প্রবৃত্ত্যাদি-লিঙ্গকানুমিত্যাদি-বিষয় ইতি পরত এবাপ্রামাণ্যমুৎপদ্যতে জ্ঞায়তে চ।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র-বিরচিতায়াং

বেদান্ত-পরিভাষায়ামনুপলব্ধি-পরিচ্ছেদঃ

বিসংবাদি-প্রবৃত্তি-লিঙ্গক বা নিদ্রাদি দোষ-জন্যত্ব লিঙ্গক অনুমিতি প্রভৃতি জ্ঞানের বিষয় (গ্রাহ্য) হয়। এই হেতু অপ্রামাণ্য পরতঃই উৎপন্ন হয় এবং পরতঃই জ্ঞায়মান হয়।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

শ্রীচরণান্তেবাসী

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য-কৃত-অনুপলব্ধি পরিচ্ছেদের

অনুবাদ সমাপ্ত

বিবৃতি

গ্রাহ্যও নহে। কেন নহে? তাহার উত্তরে বলিলেন—**অপ্রামাণ্য-ঘটক** ইত্যাদি। অপ্রমাত্বের ঘটক (সম্পাদক) তদভাববত্ত্ব ও তদভাববদ্-বিশেষ্যকত্বটি বৃত্তি দ্বারা উপনীত অর্থাৎ বিষয় না হওয়ায় সাক্ষী অপ্রমাত্বকে গ্রহণ করিতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, তদভাববদ্-বিশেষ্যক তৎপ্রকারক জ্ঞানত্বই অপ্রমাত্ব। এই অপ্রমাত্বের শরীরটী তদভাব প্রভৃতি লইয়া গঠিত। তাই তদভাব প্রভৃতি অপ্রমাত্বের ঘটক। যদি তদভাববদ্-বিশেষ্য-বিষয়ক ও তৎপ্রকার-বিষয়ক বৃত্তি হইত এবং ঐ বৃত্তি দ্বারা ঐ বিশেষ্য ও প্রকার অভিব্যক্ত হইত, তবে সাক্ষী যখন ঐ বিশেষ্য ও প্রকারের জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করিত, তখন ঐ জ্ঞানগত তদভাববদ্-বিশেষ্য-তৎ-প্রকারক জ্ঞানত্বকে সাক্ষী দেখিত। তাহা হইলে অপ্রমাত্বও স্বতঃ হইত। কিন্তু শুক্তিতে যখন রজত ভ্রম হয়, তখন ইদংবিষয়ক ও রজত বিষয়ক বৃত্তি হয়। রজতত্বাভাববদ্-বিশেষ্য-বিষয়ক কোন বৃত্তি হয় না। সুতরাং রজতত্বাভাববদ্ বিশেষ্যের বৃত্তি জ্ঞান না হওয়ায় সাক্ষী ইদং-বিশেষ্যক রজতত্ব-প্রকারক জ্ঞানত্বকে গ্রহণ করিলেও রজতত্বাভাবদ্-বিশেষ্যক রজতত্ব-প্রকারক জ্ঞানত্বকে গ্রহণ করে না। তাই অপ্রমাত্ব স্বতোগ্রাহ্য নহে; কিন্তু প্রবৃত্তির বিসংবাদিত্ব নিশ্চয়ের অনন্তর বিসংবাদি প্রবৃত্তি-জনকত্ব অথবা দোষ-জন্যত্ব হেতু দ্বারা অনুমেয় হয়। সেই অনুমানটী এইরূপ—ইদং জ্ঞানম্ অপ্রমা বিসংবাদি-প্রবৃত্তি-জনকত্বাৎ। অথবা বাধক জ্ঞানের দ্বারা অপ্রমাত্বটী গৃহীত হয়। অতএব অপ্রামাণ্য পরতঃ উৎপন্ন এবং পরতঃ জ্ঞেয় হয়।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ-তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ-

শ্রীচরণান্তেবাসী

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য কৃত অনুপলব্ধি-পরিচ্ছেদের

বিবৃতি সমাপ্ত

বেদান্ত-পরিভাষা

—:(*):—

বিষয়-পরিচ্ছেদঃ

এবং নিরূপিতানাং প্রমাণানাং প্রামাণ্যং দ্বিবিধম্—ব্যাবহারিক-তত্ত্বাবেদকত্বং পারমার্থিক-তত্ত্বাবেদকত্বঞ্চেতি। তত্র ব্রহ্ম-স্বরূপাবগাহি-প্রমাণ-ব্যতিরিক্তানাং সর্ব-প্রমাণানামাদ্যং প্রামাণ্যম্, তদ্-বিষয়াণাং ব্যবহার-দশায়াং বাধাভাবাৎ। দ্বিতীয়ন্তু জীব-ব্রহ্মৈক্য-পরাণাং "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসী"দিত্যাদীনাং তত্ত্বমসীত্যন্তানাম্; তদ্-বিষয়স্য জীব-পরৈক্যস্য কালত্রয়াবাধ্যত্বাৎ। তচ্চৈক্যং তত্ত্বং-পদার্থ-জ্ঞানাধীনমিতি প্রথমং তৎপদার্থো লক্ষণ-প্রমাণাভ্যাং নিরূপ্যতে।

পূর্বোক্ত প্রকারে নিরূপিত প্রমাণ সমূহের প্রামাণ্য (প্রমাজনকত্ব বা বোধকত্ব) দুই প্রকার হয়ঃ—ব্যাবহারিক তত্ত্ব-বোধকত্ব এবং পারমার্থিক তত্ত্ব-বোধকত্ব। তন্মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপ-বিষয়ক প্রমাণ ভিন্ন অন্য সমস্ত প্রমাণের প্রথম প্রামাণ্য, যেহেতু সেই সকল প্রমাণের বিষয় সমূহের ব্যবহার দশায় (সংসার কালে) বাধ নাই। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-পর (ঐক্য-তাৎপর্য্যক) "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (হে সৌম্য! এই পরিদৃশ্যমান জগৎ উৎপত্তির পুর্বে সৎ ব্রহ্মস্বরূপ ছিল) এই বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া "তত্ত্বমসি" এই পর্য্যন্ত শ্রুতি বাক্য সমূহের কিন্তু দ্বিতীয় প্রামাণ্য; যেহেতু তাহার বিষয় জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যের কালত্রয়ে বাধ নাই। সেই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য তৎ ও ত্বংপদের জ্ঞানাধীন। এই হেতু লক্ষণ ও প্রমাণের দ্বারা প্রথমে তৎপদার্থ নিরূপিত হইতেছে।

বিবৃতি

জীব ব্রহ্মের ঐক্য-সিদ্ধির অনুকূল প্রমাণের প্রামাণ্য নিরূপণ করিতে বলিলেন—**এবং নিরূপিতানাং প্রমাণানাম্।** পূর্বোক্ত প্রকারে নিরূপিত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সমূহের প্রামাণ্য অর্থাৎ প্রমা-জনকত্ব বা বোধকত্ব দুই প্রকার—ব্যাবহারিক তত্ত্ব-বোধকত্ব ও পারমার্থিক তত্ত্ব-বোধকত্ব। যাহার ব্যবহার কালে বাধ নাই, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানে বাধ হয়, তাহা ব্যাবহারিক তত্ত্ব। যাহার কালত্রয়ে বাধ নাই, তাহাই পারমার্থিক তত্ত্ব। প্রমাণ এই দুই প্রকার তত্ত্বের বোধক। তাই প্রমাণে দুই প্রকার প্রামাণ্য আছে। এই দুই প্রকার প্রামাণ্যের মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপ-বিষয়ক প্রমাণ ভিন্ন সমস্ত প্রমাণের প্রথম প্রামাণ্য অর্থাৎ ব্যাবহারিক তত্ত্ব-বোধকত্বরূপ প্রামাণ্য; কারণ ব্যবহার কালে সেই সমস্ত প্রমাণ-বিষয়ের বাধ নাই; কিন্তু ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইলে ঐ সমস্ত বিষয়য়ের বাধ হয়। তাই ইহারা পারমার্থিক তত্ত্বের বোধক নহে। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি "তত্ত্বমসি ইত্যন্ত" জীব-ব্রহ্মৈক্য বা অখণ্ড চৈতন্য-তাৎপর্য্যক বেদান্ত বাক্য-সমূহের দ্বিতীয় প্রামাণ্য অর্থাৎ

তত্র লক্ষণং দ্বিবিধম্—স্বরূপ-লক্ষণং তটস্থ-লক্ষণঞ্চেতি। তত্র স্বরূপমেব লক্ষণং স্বরূপলক্ষণম্। যথা সত্যাদিকং ব্রহ্ম-স্বরূপ-লক্ষণম্; "সত্যং জ্ঞান-

---

তন্মধ্যে লক্ষণ দুই প্রকার হয় :—স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। তন্মধ্যে স্বরূপই যে লক্ষণ, তাহা স্বরূপ লক্ষণ। যেমন—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ ; যেহেতু

বিবৃতি

পারমার্থিক তত্ত্ব বোধকত্ব-রূপ প্রামাণ্য ; কারণ উক্ত বেদান্ত বাক্যের বিষয় জীব-ব্রহ্মৈক্যের কালত্রয়ে বাধ নাই। সেই জীব-ব্রহ্মের ঐক্যটী বেদান্ত বাক্যের অর্থ। পদার্থের জ্ঞান ব্যতীত বাক্যার্থের বোধ হয় না। সুতরাং জীবব্রহ্মের ঐক্য বোধটি ত্বং ও তৎপদের অর্থ জ্ঞানাধীন। এই জন্য প্রথমে তৎপদের অর্থ লক্ষণ ও প্রমাণের দ্বারা নিরূপিত হইতেছে।

প্রমাণ প্রমেয় পদার্থের স্বরূপমাত্র বুঝাইতে পারে। তাহার ইতর-ব্যাবৃত্ত রূপকে বুঝাইতে পারে না। তাহাতে তাহার সামর্থ্য নাই। অথচ প্রমেয় অন্য সকল পদার্থ হইতে ভিন্ন ও সম্ভাবিত রূপে উপস্থিত না হইলে প্রমাণ তাহার স্বরূপকে বুঝাইতে পারে না। লক্ষণের দ্বারা লক্ষ্য প্রমেয় অন্য সমস্ত পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্তরূপে উপস্থিত হইলে এবং সম্ভাবনা দ্বারা সম্ভাবিত হইলে প্রমাণ নির্বাধে সেই প্রমেয়ের স্বরূপকে প্রতিপাদন করে। সুতরাং প্রমেয় সিদ্ধিতে যথাক্রমে লক্ষণ, সম্ভাবনা[১] ও প্রমাণ—এই তিনটি আবশ্যক।

লক্ষণ ও প্রমাণের মধ্যে লক্ষণ দুই প্রকার—স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। স্বরূপের বোধে স্বরূপ লক্ষণটী প্রধান বলিয়া এবং উপনিষদে স্বরূপ লক্ষণ প্রথমে উক্ত হইয়াছে বলিয়া এস্থলেও প্রথমে স্বরূপ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। এই দুই প্রকার লক্ষণের মধ্যে লক্ষ্যের স্বরূপই লক্ষ্যের স্বরূপ লক্ষণ। যেমন—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। সত্যাদি ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ কেন ? যেহেতু "সত্য জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ" ইত্যাদি শ্রুতি আছে অর্থাৎ এই সমস্ত শ্রুতিতে সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

এই সত্য, জ্ঞানাদি কিরূপে ব্রহ্ম-স্বরূপের বোধক লক্ষণ হয়, তাহা বুঝিতে হইবে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই বাক্যে ব্রহ্ম বিশেষ্য ; সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত—এই তিনটি ব্রহ্মের বিশেষণ। ইহারা বিশেষণ হইলেও প্রধান নহে। যেখানে বিশেষণ প্রধান হয়,

---

১। লক্ষণ ও প্রমাণের দ্বারা বস্তুর সিদ্ধি হয়, ইহাই অধিকাংশ দার্শনিকের মত। কিন্তু বস্তু সম্ভাবিত না হইলে প্রমাণ নির্বাধে বস্তু প্রতিপাদন করিতে পারে না ; কেননা কোন স্থলে পক্ষীর আকাশে বিচরণ অসম্ভাবিত বোধ হইলে সেই অসম্ভাবনা যেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বাধিত হয় ; তদ্রূপ কোন স্থলে নৈসর্গিক উৎপাত জনিত সূর্য্য-মণ্ডলের গর্ত্ত-বিষয়ক অথবা নিপুণ ঐন্দ্রজালিকের প্রাসাদ-ভক্ষণ-বিষয়ক প্রত্যক্ষ বহুবিধ অসম্ভাবনা দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে। এইরূপ জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-বিষয়ক শ্রুতি বহুবিধ অসম্ভাবনা দ্বারা বাধিত হইতে পারে। অতএব বস্তুর সিদ্ধিতে লক্ষণ-প্রমাণের ন্যায় সম্ভাবনাও আবশ্যক তাই পূজ্যপাদ পদ্মপাদাচার্য্য পঞ্চপাদিকায় (১৪৫ পৃঃ) বলিয়াছেন—"সদ্ভাবাতিরেকেণ সম্ভবোঽপি পৃথক্ কথনীয়ঃ।"

মনন্তং ব্রহ্ম" "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাদি"ত্যাদি-শ্রুতেঃ। ননু স্বরূপস্য

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান, অনন্ত (দেশ, কাল ও বস্তুর পরিচ্ছেদ শূন্য) স্বরূপ) ও "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" (ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ—এই জানিয়াছিল) ইত্যাদি [ব্রহ্মের লক্ষণ প্রতিপাদক] শ্রুতি আছে।

বিবৃতি

সেখানে বিশেষণ প্রমাণান্তর সিদ্ধ বিশেষ্যকে সজাতীয় পদার্থান্তর হইতে ব্যাবৃত্ত করে, ব্রহ্ম প্রমাণ সিদ্ধ নহেন, তাঁহার সজাতীয় পদার্থান্তরও নাই। সুতরাং সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত বিশেষণ প্রধান নহে; কিন্তু লক্ষণার্থ-প্রধান। লক্ষণ সজাতীয় ও বিজাতীয়ের ব্যাবর্ত্তক। ব্রহ্মশব্দের নির্বচন (যোগশক্তি) দ্বারা যে মহৎ বস্তু সামান্যতঃ অবিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়াছে, তাহাকে সত্য, জ্ঞান ও অনন্তরূপে বিশেষভাবে জানিতে হইবে। এই বিশেষাবগতির হেতু লক্ষ্যের অসাধারণ ধর্ম লক্ষণ-রূপ বিশেষণ। পরস্পর নিরপেক্ষ এক একটী লক্ষণ-রূপ বিশেষণ "সত্যং ব্রহ্ম, জ্ঞানং ব্রহ্ম, অনন্তং ব্রহ্ম" এইরূপে ব্রহ্মের সহিত বিশেষ্য-বিশেষণভাবে সম্বদ্ধ হয়। তন্মধ্যে সত্য বিশেষণের দ্বারা ব্রহ্মে অসদ্-ব্যাবৃত্তি, চিদ্ বিশেষণের দ্বারা অচিদ্-ব্যাবৃত্তি এবং অনন্ত বিশেষণের দ্বারা অন্তবতের ব্যাবৃত্তি বোধ হয়। যেখানে বিশেষ্য প্রমাণান্তর সিদ্ধ। সেখানে বিশেষণ মাত্র ব্যাবৃত্তি প্রতিপাদন করে। যেমন—নীল উৎপল। এই নীল বিশেষণটি উৎপলে সজাতীয় উৎপলান্তরের ব্যাবৃত্তিমাত্র প্রতিপাদন করে, উৎপলকে প্রতিপাদন করে না; কারণ উহা প্রমাণান্তর সিদ্ধ। কিন্তু ব্রহ্ম প্রমাণান্তর সিদ্ধ নহেন। উনি বেদান্ত বাক্য সিদ্ধ। পরন্তু এই বিশেষ্য ব্রহ্মপদ ব্রহ্মে প্রমাণ নহে। উহা অবিশেষ যৎকিঞ্চিৎ মহতের বোধক হইলেও ব্রহ্ম-স্বরূপের বোধক নহে। সত্যাদি বিশেষণ ব্যাবৃত্তির বোধক, ব্রহ্মেরও বোধক। যদি ব্রহ্ম এই বাক্যের দ্বারা সিদ্ধ না হন, তবে এই লক্ষণ বাক্য লক্ষ্য হীন লক্ষণের বোধক হইবে। তাহা কিন্তু হইতে পারে না। তখন অগত্যা এই বিশেষণগুলি ব্রহ্মশব্দাবগত সেই অবিশেষ মহতের সৎ, চিৎ, আনন্দরূপ প্রতিপাদন করিয়া তাহাতে বিরোধীর ব্যাবৃত্তি প্রতিপাদন করে। সেই অবিশেষ মহৎ ব্রহ্মের সৎ, চিৎ, আনন্দরূপ বিশেষ-স্বরূপ ব্যাবর্ত্তক হইয়া লক্ষণ হইয়াছে। তাই সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ।

যদিও বেদান্ত-সিদ্ধান্তে সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের অন্যতম যে কোন একটি স্বরূপ লক্ষণ হইতে পারে, কেননা ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ সত্য, চিৎ ও আনন্দ নাই, তথাপি অন্যমতে দ্বিতীয় সত্য আছে, ব্রহ্ম জড় কিনা? অন্তবৎ কিনা? এইরূপ সংশয় আছে। এই তিনটী বিশেষণ মিলিত না হইলে সংশয়-নিবর্ত্তক জড়াদি বিলক্ষণ ব্রহ্ম-স্বরূপের বোধ হইতে পারে না। তাই এই তিনটি মিলিতভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ।

ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। পূর্বপক্ষী ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করিতে

স্ববৃত্তিত্বাভাবেন কথং লক্ষণত্বমিতি চেন্ন, স্বস্যৈব স্বাপেক্ষয়া ধর্ম-ধর্মিভাব-কল্পনয়া লক্ষ্য-লক্ষণত্ব-সম্ভবাৎ। তদুক্তম্—

আনন্দো ব্রহ্মানুভবো নিত্যত্বঞ্চেতি সন্তি ধর্মাঃ।
অপৃথক্ত্বেঽপি চৈতন্যাৎ পৃথগিবাবভাসন্তে ইতি॥

আচ্ছা, স্বরূপের স্ববৃত্তি ধর্মত্ব না থাকায় [উহা] কিরূপে লক্ষণ হয়? এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না; যেহেতু নিজেরই নিজের অপেক্ষায় অর্থাৎ ব্রহ্মেরই ব্রহ্মস্বরূপ-ভূত সত্যত্বাদিব অপেক্ষায় ধর্ম-ধর্মিভাব কল্পনা দ্বারা লক্ষ্য-লক্ষণভাব সম্ভব হয়। "আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বঞ্চেতি সন্তি ধর্মাঃ। অপৃথক্ত্বেঽপি চৈতন্যাৎ পৃথগিবাবভাসন্তে॥" (আনন্দ, বিষয়ানুভব (জ্ঞানত্ব) ও নিত্যত্ব—এই তিনটি [ব্রহ্মের] ধর্ম আছে। এই তিনটি [চৈতন্য হইতে] অপৃথক্ (এক) হইলেও পৃথক্ তুল্য (ভিন্নের ন্যায়) ভাসমান হয়)। এই গ্রন্থের দ্বারা [পদ্মপাদাচার্য্য কর্তৃক] তাহা উক্ত হইয়াছে।

বিবৃতি

বলিলেন—**ননু স্বরূপস্য** ইত্যাদি। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ যদি ব্রহ্মের ধর্ম না হইয়া ব্রহ্ম-স্বরূপ হয়, তবে জ্ঞানাদি ধর্মী হইবে। যাহা ধর্মী, তাহা ধর্ম নহে, লক্ষণও নহে; কারণ অসাধারণ ধর্মই লক্ষণ হয়; এক স্বরূপ ধর্ম ও ধর্মী হইতে পারে না। সুতরাং সত্য জ্ঞানাদি-রূপ ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মবৃত্তি ধর্ম না হওয়ায় কিরূপে ব্রহ্মের লক্ষণ হইবে? এই আপত্তির উত্তরে বলিলেন—**স্বস্যৈব স্বাপেক্ষয়া**। একটি বস্তুর যাহা স্বরূপ, তাহা ধর্ম ও ধর্মী বা লক্ষ্য ও লক্ষণ হয় না, সত্য। কিন্তু যদি ঐ স্বরূপ নিজেকে অপেক্ষা করিয়া কোনরূপে ভিন্ন হয়, তবে ঐ স্বরূপের মধ্যে ধর্ম-ধর্মিভাব বা লক্ষ্য-লক্ষণভাব হইতে পারে। যদিও ব্রহ্ম এবং সত্য, জ্ঞানাদি এক। যাহা ব্রহ্ম, তাহাই সত্য, তাহাই জ্ঞান ও তাহাই আনন্দ; তাহাদের পরস্পরের লেশতঃ ভেদ নাই। যদিও সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ পরস্পর ভিন্ন নয়—এক। সত্য চিদ্‌ভিন্ন হইলে জড় হইত। এইরূপ চিৎ সত্য ভিন্ন হইলে মিথ্যা হইত। যদিও ব্রহ্ম গৃহীত হইলে সত্য, জ্ঞান, আনন্দও গৃহীত হয়, তাহাদের মধ্যে লেশতঃ ভেদ ভাসমান হয় না। তথাপি যখন সত্যাকার অন্তঃকরণবৃত্তিতে সর্বব্যাবৃত্ত-রূপ ব্রহ্মের অসত্য-ব্যাবৃত্তাকার আরূঢ় হয়, তখন ব্রহ্মের আকারের ভেদ ভাসমান হয়। এইরূপ চিদাকার অন্তঃকরণবৃত্তিতে অচিদ্-ব্যাবৃত্তাকার আরূঢ় হইলে ব্রহ্মের অন্য একটি আকার ভাসমান হয়। তখন সত্য ও জ্ঞানের মধ্যে যেমন ভেদ কল্পিত হয়; তদ্রূপ ব্রহ্মের সহিতও সত্য, জ্ঞানাদির ভেদ কল্পিত হয়। যেমন কম্বুগ্রীবাদি-বিশিষ্ট ঘটের অভিজ্ঞা ও প্রত্যভিজ্ঞাতে আকারভেদ হইয়া থাকে। এইরূপ ব্রহ্ম স্বস্বরূপ সত্য জ্ঞানাদির অপেক্ষায় ভিন্ন হইলে ধর্ম-ধর্মিভাব কল্পনা প্রযুক্ত লক্ষ্য লক্ষণভাব সম্ভব হয়। পূজ্যপাদ পদ্মপাদাচার্য্য ইহা সমর্থন করিতে পঞ্চপাদিকায় বলিয়াছেন—"আনন্দো বিষয়ানুভবো নিত্যত্বং চেতি

তটস্থ-লক্ষণং নাম যাবল্লক্ষ্য-কালমনবস্থিতত্বে সতি যদ্ ব্যাবর্ত্তকম্, তদেব। যথা গন্ধবত্ত্বং পৃথিবী-লক্ষণম্। মহাপ্রলয়ে পরমাণুষূৎপত্তি-কালে ঘটাদিষু চ গন্ধাভাবাৎ। প্রকৃতে চ জগদ্-জন্মাদি-কারণত্বম্। অত্র জগৎ-পদেন কার্য্য-

---

লক্ষ্যের যাবৎ স্থিতিকাল অবধি অবস্থিত না হইয়া যে ধর্ম ব্যাবর্ত্তক (লক্ষের ভেদক), তাহা তটস্থ লক্ষণ। যেমন—গন্ধবত্ত্বটি পৃথিবীর তটস্থ লক্ষণ; যেহেতু মহাপ্রলয়ে পরমাণুতে এবং উৎপত্তি কালে ঘটাদিতে গন্ধের অভাব আছে। প্রকৃত স্থলে অর্থাৎ ব্রহ্মের স্থলে [তটস্থ লক্ষণ হইতেছে—] জগজ্জন্ম-স্থিতি-লয়-কারণত্ব। এই তটস্থ লক্ষণস্থ

বিবৃতি

সন্তি ধর্মাঃ। অপৃথক্ত্বেঽপি চৈতন্যাৎ পৃথগিবাবভাসন্তে॥” অর্থাৎ চৈতন্যের আনন্দ, জ্ঞান ও নিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম আছে। ইহারা ব্রহ্ম চৈতন্য হইতে অপৃথক্ অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্য স্বরূপ হইলেও ভিন্নের ন্যায় ভাসমান হয়।

লক্ষ্যের যাবৎ স্থিতি কাল, তাবৎ কাল লক্ষ্যে না থাকিয়া যে লক্ষ্যের ব্যাবর্ত্তক হয়, তাহাই তটস্থলক্ষণ। তাহার লক্ষণ হইতেছে—যাবল্লক্ষ্যকালানবস্থিতত্বে সতি ব্যাবর্ত্তকত্বম্। ব্যাবর্ত্তকত্ব মাত্র তটস্থলক্ষণ হইলে ব্যাবর্ত্তক স্বরূপ-লক্ষণে অতিব্যাপ্তি হইত। এই জন্য ব্যাবর্ত্তকে লক্ষ্য কালানবস্থিতত্ব বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। স্বরূপ-লক্ষণে লক্ষ্যকালাবস্থিতত্ব আছে, লক্ষ্যকালানবস্থিতত্ব না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না। লক্ষ্যকালানবস্থিতত্ব সমানাধিকরণ ব্যাবর্ত্তকত্ব মাত্র লক্ষণ হইলে অসম্ভব হইত; কারণ তটস্থলক্ষণ লক্ষ্যে কিছু কাল থাকে বলিয়া তাহাতে লক্ষ্যকালানবস্থিতত্ব নাই। এইজন্য লক্ষ্যকালে ‘যাবৎ’ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। তটস্থ লক্ষণ লক্ষ্যে কিছু কাল থাকিলেও যাবল্লক্ষ্যকাল থাকে না বলিয়া তাহাতে যাবল্লক্ষ্যকালানবস্থিতত্ব ও ব্যাবর্ত্তকত্ব আছে। এজন্য অসম্ভব হয় না।

তটস্থলক্ষণের লৌকিক উদাহরণ যেমন—গন্ধবত্ত্ব পৃথিবীর তটস্থ লক্ষণ। এখানে লক্ষ্য পৃথিবী। পৃথিবী পরমাণু পৃথিবী বলিয়া উহাও লক্ষ্য। এই পৃথিবী পরমাণু নিত্য—চিরকাল থাকে। কিন্তু গন্ধ যাবৎ লক্ষ্যকাল অর্থাৎ চিরকাল থাকে না। জন্য ভাব বস্তু সমূহ যে কালে থাকে না, সেই কালই মহাপ্রলয়কাল। গন্ধ জন্য ভাব বস্তু। সুতরাং পৃথিবী পরমাণুতে অন্য সময়ে উহা থাকিলেও মহাপ্রলয়ে থাকে না। মহাপ্রলয়-বোধক পুরাণাদির বাক্য অর্থবাদ বলিয়া এবং অর্থবাদের স্বার্থে প্রামাণ্য নাই বলিয়া যদি মহাপ্রলয় প্রামাণিক না হয় এবং অপাকজ গন্ধ যাবদ্ দ্রব্যভাবী বলিয়া যদি মহাপ্রলয়ে গন্ধাভাব সিদ্ধ না হয়, তবে নৈয়ায়িকমতে উৎপত্তিকালে ঘটাদিতে গন্ধাভাব আছে। কারণ তাঁহার মতে দ্রব্য সমবায়ী কারণ বলিয়া দ্রব্যের উৎপত্তির পরক্ষণে দ্রব্যে গন্ধাদি গুণ জন্মে। সুতরাং গন্ধ পৃথিবীর যাবৎ স্থিতিকাল থাকে না বলিয়া পৃথিবীর তটস্থ লক্ষণ।

প্রকৃত অর্থাৎ তৎপদার্থ ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ হইতেছে—জগদ্ জন্মাদি-কারণত্ব।

জাতং বিবক্ষিতম্। কারণত্বঞ্চ কর্তৃত্বম্, তেনাবিদ্যাদৌ নাতিব্যাপ্তিঃ। কর্তৃত্বঞ্চ তদুপাদান-গোচরাপরোক্ষ-জ্ঞান-চিকীর্ষা-কৃতিমত্ত্বম্। ঈশ্বরস্য তাবদুপাদান-গোচরাপরোক্ষ-জ্ঞান-সদ্ভাবে চ "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে" ইত্যাদি-শ্রুতির্মানম্। তাদৃশ-চিকীর্ষা-

---

জগৎপদের দ্বারা কার্য্যসমূহ বিবক্ষিত হইয়াছে। কারণত্ব হইতেছে কর্তৃত্ব। এই হেতু অবিদ্যা প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি হয় না। কর্তৃত্বটি হইতেছে কার্য্যের উপাদান বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান, চিকীর্ষা ও কৃতিমত্ত্ব। ঈশ্বরের সেই উপাদান বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানের অস্তিত্বে "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে" (যিনি সামান্যরূপে সমস্ত-বস্তু বিষয়ক জ্ঞানবান্, বিশেষরূপে প্রতি বস্তু-বিষয়ক জ্ঞানবান্, যাঁহার তপস্যাটি জ্ঞানময়, সেই সর্বজ্ঞ হইতে এই কার্য্য ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ, দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি নাম, শুক্ল, নীল, কৃষ্ণ প্রভৃতি রূপ ও ব্রীহি, যব প্রভৃতি অন্ন জন্মে।) ইত্যাদি

বিবৃতি

জন্মাদির আদি পদে স্থিতি ও লয় গ্রহণ করিতে হইবে। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিতে ও "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে ব্রহ্মেই জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের কারণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। যদিও জন্ম-কারণত্ব, স্থিতি-কারণত্ব ও লয়-কারণত্বের যে কোন একটি ব্রহ্মের লক্ষণ হইলে অতিব্যাপ্তি হয় না। তথাপি ঐ কারণত্বগুলি নিমিত্ত কারণেও থাকে বলিয়া ব্রহ্মে উপাদানত্বের সংশয় হয়। তাহার উচ্ছেদ ও ব্রহ্মের উপাদানত্ব বোধের জন্য মিলিত তিনটিই তটস্থ লক্ষণ হইবে।

জগজ্জন্মাদি কারণত্ব ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ হইতে পারে না। যেহেতু জগতের অন্তর্গত অনাদি মায়ার প্রতি তাঁহার কারণত্ব নাই। ইহার উত্তরে বলিলেন—**অত্র জগচ্ছব্দেন।** এই লক্ষণে জগৎ শব্দের কার্য্য-সমূহ এবং কারণত্ব শব্দের কর্তৃত্ব অর্থই বিবক্ষিত। সেজন্য অর্থাৎ এইরূপ অর্থ বিবক্ষিত হওয়ায় জীব, অবিদ্যা প্রধান প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি হয় না : কারণ ইহারা জন্ম, স্থিতি, লয়ের কারণ হইলেও কর্তা নহে। অবিদ্যা ও প্রধান অচেতন বলিয়া এবং জীব সৃষ্টির পূর্বে শরীর রহিত বলিয়া কর্তা হইতে পারে না। অবিদ্যা কারণ হইলে কেন কর্তা হইবে না? কারণ বিশেষই তো কর্তা হইয়া থাকে। তাহার উত্তরে বলিলেন—**কর্তৃত্বঞ্চ।** কর্তৃত্বটি জগতের উপাদান-বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান, চিকীর্ষা ও কৃতিমত্ত্ব। অচেতন অবিদ্যা ও প্রধানের অপরোক্ষ জ্ঞানাদি সম্ভব নহে বলিয়া তাহারা কারণ হইলেও কর্তা নহে। ঈশ্বরে এগুলি আছে বলিয়া তিনিই কর্তা। ঈশ্বরের জগদুপাদান বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানের অস্তিত্বে "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ" ইত্যাদি মুণ্ডকোপনিষৎ প্রমাণ। এই সর্বজ্ঞ শব্দের অর্থ—সামান্যত সমষ্টিরূপে সর্ব-বিষয়ক জ্ঞান-বান্। সর্ববিৎ শব্দের অর্থ—বিশেষতঃ প্রত্যেক পদার্থ-বিষয়ক জ্ঞানবান্। যাঁহাতে

সদ্ভাবে চ—"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়ে"ত্যাদি-শ্রুতির্মানম্। তাদৃশ-কৃতৌ চ "তন্মনোঽকুরুতে"ত্যাদি-শ্রুতি-বাক্যম্। জ্ঞানেচ্ছান্যতম-গর্ভ-লক্ষণ-ত্রিতয়ং বিবক্ষিতম্, অন্যথা ব্যর্থ-বিশেষণতাপত্তেঃ। অত এব জন্ম-স্থিতি-ধ্বংসানামন্যতমস্যৈব লক্ষণে প্রবেশঃ। এবঞ্চ লক্ষণানি নব

শ্রুতি প্রমাণ। [ঈশ্বরের] উপাদান বিষয়ক চিকীর্ষার অস্তিত্বে "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (সেই পরমাত্মা কামনা করিয়াছিলেন—বহু হইব, অর্থাৎ বহুরূপে আবির্ভূত হইব, প্রকৃষ্টরূপে জন্ম গ্রহণ করিব।) ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ। [ঈশ্বরের] উপাদান-বিষয়ক কৃতিমত্ত্বে "তন্মনোঽকুরুত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য প্রমাণ। জ্ঞান, ইচ্ছাদির অন্যতমকে গর্ভে করিয়া অর্থাৎ জ্ঞান, ইচ্ছাদির এক একটিকে গ্রহণ করিয়া [ব্রহ্মের] তিনটি লক্ষণ (জগদুপাদান-বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানবত্ত্ব, জগদুপাদান-বিষয়ক চিকীর্ষাবত্ত্ব, জগদুপাদান-বিষয়ক কৃতিমত্ত্ব) বিবক্ষিত হইয়াছে। অন্যথা অর্থাৎ একটি লক্ষণ বিবক্ষিত হইলে লক্ষণে ব্যর্থ বিশেষণত্ব দোষের আপত্তি হয়। এই হেতুই অর্থাৎ ব্যর্থ-বিশেষণত্ব দোষের আপত্তি হয় বলিয়াই ব্রহ্মের তটস্থ-লক্ষণে জন্ম, স্থিতি ও ধ্বংসের অন্যতমের

বিবৃতি

সামান্যভাবে ও বিশেষভাবে সমষ্টিরূপে ও ব্যষ্টিরূপে সকল পদার্থের অপরোক্ষ জ্ঞান আছে, তাঁহাতে যে কার্য-সমূহ বিষয়কও অপরোক্ষ জ্ঞান আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদিও ব্রহ্মের বাহ্যেন্দ্রিয় বা মনের দ্বারা সর্বজ্ঞত্ব উপপন্ন হয় না। কেননা তাঁহার তাহা নাই; তথাপি স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা তাঁহার সর্বজ্ঞত্ব বুঝিতে হইবে। যদিও সেই স্বরূপজ্ঞান লৌকিক জ্ঞানের ন্যায় সবিষয়ক নহে। তথাপি স্বরূপ-জ্ঞানের সহিত মায়াবৃত্তি দ্বারা বিষয়ের সম্বন্ধ হইলেই তিনি তাহার ভাসক হইয়া সর্বজ্ঞ হন। এইরূপ ঈশ্বরের তাদৃশ চিকীর্ষা সত্ত্বে "সোঽকাময়ত বহু স্যাম্" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ। ঈশ্বরের তাদৃশ কৃমিমত্ত্বে "তন্মনোঽকুরুত" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ। কর্তৃত্বের লক্ষণ বাক্যে জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতির অন্যতম গর্ভ তিনটি লক্ষণই বিবক্ষিত অর্থাৎ এই তিনটির যে কোন একটিকে লক্ষণ শরীরের মধ্যে রাখিয়া জগদুপাদান-গোচর অপরোক্ষ-জ্ঞানবত্ত্বম্, জগদুপাদান-গোচর চিকীর্ষাবত্ত্বম্, জগদুপাদান-গোচর কৃতিমত্ত্বম্ এইরূপ তিনটি কর্তৃত্বের লক্ষণ করিতে হইবে। অন্যথা অর্থাৎ এই তিনটির সমষ্টি লক্ষণ হইলে ঐ লক্ষণকে হেতু করিয়া ইতরভেদের অনুমিতি করিলে লক্ষণ ঘটক অপরোক্ষ জ্ঞান ও চিকীর্ষা-রূপ বিশেষণ ব্যভিচারের বারক না হওয়ায় হেতুতে ব্যর্থ-বিশেষণত্ব দোষের প্রসক্তি হইবে। এইজন্য অর্থাৎ এই ব্যর্থ-বিশেষণত্ব দোষের প্রসক্তি হয় বলিয়া ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণেও জন্ম, স্থিতি ও ধ্বংসের অন্যতমকে লক্ষণে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে জগজ্জন্ম-কর্তৃত্ব, জগৎ-স্থিতি-কর্তৃত্ব ও জগল্লয়-কর্তৃত্ব—এই তিনটি ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ হইবে। অপরোক্ষ জ্ঞানাদির

সম্পদ্যন্তে। ব্রহ্মণো জগজ্জন্মাদি-কারণত্বে চ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তী"ত্যাদি-শ্রুতির্মানম্।

যদ্বা নিখিল-জগদুপাদানত্বং ব্রহ্মণো লক্ষণম্। উপাদানত্বঞ্চ জগদধ্যাসা-

---

নিবেশ হইয়াছে। এইরূপ হইলে নয়টী [ব্রহ্মের তটস্থ] লক্ষণ হয়। ব্রহ্মের জগজ্জন্মাদি কারণত্বে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি" (যে ব্রহ্ম হইতে এই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মাদিস্তম্ভ পর্য্যন্ত ভূতবর্গ জন্মে, যৎকর্তৃক উৎপন্ন হইয়া প্রাণ ধারণ করে ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যাহাতে প্রতিগমন করিতে করিতে একান্ততঃ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়) ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ।

অথবা নিখিল জগতের উপাদানত্ব হইতেছে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। এই উপাদানত্ব

বিবৃতি

অন্যতম কর্তৃত্বের এবং জন্মাদির অন্যতম তটস্থ লক্ষণ হইলে ব্রহ্মর নয়টি তটস্থ লক্ষণ হয়। যেমন—জগজ্জন্মানুকূলা-পরোক্ষ-জ্ঞানবত্ত্বম্, জগজ্জন্মানুকূল-চিকীর্ষাবত্ত্বম্, জগজ্জন্মানুকূল কৃতিমত্ত্বম্। স্থিতি ও লয়ে এইরূপ যোজনা করিলে আর ছয়টি লক্ষণ হয়। ব্রহ্মের জগজ্জন্মাদি কারণত্বে "যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদি তৈত্তিরীয় উপনিষৎই প্রমাণ।

অথবা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ হইতেছে—নিখিল জগদুপাদানত্ব অর্থাৎ নিখিল কার্য্যো-পাদানত্ব। পূর্বোক্ত লক্ষণ অপেক্ষায় ব্রহ্মের এইটি লঘুভূত তটস্থ লক্ষণ। জগতের অন্তর্গত মায়ার উপাদানত্ব ব্রহ্মে না থাকায় অব্যাপ্তি হয়। এইজন্য জগৎপদের কার্য অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে লক্ষণ হইবে—নিখিল কার্য্যোপাদানত্ব। ইহা ব্রহ্মে আছে বলিয়া অব্যাপ্তি হয় না। কার্য্যোপাদানত্বমাত্র লক্ষণ হইলে শুক্তিরজতের উপাদান শুক্তিচৈতন্যে কার্য্যোপাদনত্ব থাকায় অতিব্যাপ্তি হইত। এজন্য কার্য্যে নিখিল বিশেষণ আবশ্যক। শুক্তিচৈতন্য শুক্তিরজতের উপাদান হইলেও নিখিল কার্য্যের উপাদান নহে বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয় না। এস্থলে উপাদানত্ব হইতেছে—জগদধ্যাসা-ধিষ্ঠানত্ব অর্থাৎ নিখিল কার্য্যাধ্যাসের অধিষ্ঠানত্ব। উপাদানত্ব শব্দের এই অর্থ গৃহীত হওয়ায় মায়াতে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না; কারণ মায়াতে নিখিল কার্য্যের পরিণামী উপাদানত্ব থাকিলেও নিখিল কার্য্যাধ্যাসের অধিষ্ঠানত্ব নাই; যেহেতু মায়া জড়, জড়ে অধিষ্ঠানত্ব নাই, চেতনেই অধিষ্ঠানত্ব থাকে। নিখিল কার্য্যাধ্যাসের অধি-ষ্ঠানত্ব হইতেছে—নিখিল কার্য্যাধ্যাসের উপাদান অজ্ঞানের বিষয়ত্ব। ব্রহ্ম নিখিল কার্য্যা-ধ্যাসের উপাদান অজ্ঞানের বিষয় বলিয়া উহাতে নিখিল কার্য্যাধ্যাসের অধিষ্ঠানত্ব আছে।

পূর্বোক্ত লঘু লক্ষণটিও ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ হইতে পারে না; কারণ নিখিল কার্য্যের অন্তর্গত প্রাতিভাসিক রজতাদি কার্য্যের উপাদান অবস্থা অজ্ঞানের অধিষ্ঠানত্ব শুক্ত্যাদি-চৈতন্যে আছে, ব্রহ্মচৈতন্যে নাই। সুতরাং ব্রহ্মচৈতন্যে নিখিল কার্য্যাধ্যাসের অধিষ্ঠানত্ব

ধিষ্ঠানত্বম্, জগদাকারেণ পরিণমমান-মায়াধিষ্ঠানত্বং বা। এতাদৃশমেবো-পাদানত্বমভিপ্রেত্যেদং সর্বং যদয়মাত্মা, সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ. বহু স্যাং প্রজায়েয়ে-ত্যাদি-শ্রুতিষু ব্রহ্ম-প্রপঞ্চয়োস্তাদাত্ম্য-ব্যপদেশঃ। ঘটঃ সন্ ঘটো ভাতি,

হইতেছে জগদধ্যাসের অধিষ্ঠানত্ব অথবা জগদাকারে (আকাশাদি আকারে) পরিণাম-শীল মায়ার অধিষ্ঠানত্ব (মায়া-তাদাত্ম্যবত্ত্ব বা মায়া-বিষয়ত্ব)। এতাদৃশ উপাদানত্বকে উদ্দেশ্য করিয়াই "ইদং সর্বং যদয়মাত্মা", "সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ" "বহু স্যাং প্রজায়েয়" (এই যে আত্মা, ইনিই এই পরিদৃশ্যমান জগৎস্বরূপ, সেই ব্রহ্ম সৎ (বিদ্যমানরূপে প্রতীয়মান ক্ষিতি প্রভৃতি) ও ত্যৎ (পরোক্ষরূপে প্রতীয়মান আকাশাদি) স্বরূপ হইয়াছিলেন, বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে জন্ম লইব) এই সকল শ্রুতিতে ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চের তাদাত্ম্যের (ঐক্যের) ব্যপদেশ (উপদেশ) হইয়াছে। সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের সহিত ঐক্য নিবন্ধন

বিবৃতি

না থাকায় অব্যাপ্তি হয়। এই জন্য পক্ষান্তরে ব্রহ্মের তটস্থ বলিলেন—**জগদাকারেণ পরিণমমান-মায়াধিষ্ঠানত্বং** অর্থাৎ আকাশাদ্যাকারে পরিণমমান মায়ার অধিষ্ঠানত্ব। এই মায়াধিষ্ঠানত্ব হইতেছে মায়া-তাদাত্ম্যবত্ত্ব বা মায়া-বিষয়ত্ব; মায়ার উপাদান অজ্ঞানের বিষয়ত্ব নহে। কেননা অনাদি মায়ার উপাদান অন্য অজ্ঞান নাই। এই লক্ষণের ব্রহ্মে অব্যাপ্তি হয় না; কারণ শুক্ত্যাদি-চৈতন্যে শুক্তিরজতাদির অধিষ্ঠানত্ব থাকিলেও আকাশাদ্যাকারে পরিণমমাণ মায়ার অধিষ্ঠানত্ব নাই, উহা এক ব্রহ্ম চৈতন্যেই আছে।

আকাশাদ্যাকারে পরিণমমান মায়ার অধিষ্ঠানত্বই উপাদানত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে। ঈদৃশ উপাদানত্ব ব্রহ্মে কিরূপে সম্ভব হয়, তাহা প্রমাণ করিতে বলিলেন—**এতাদৃশমেবোপাদানত্ব** ইত্যাদি। এইরূপ উপাদানত্ব অভিপ্রায়েই "ইদং সর্বং যদয়মাত্মা' ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে ব্রহ্ম ও প্রপঞ্চের তাদাত্ম্য উপদিষ্ট হইয়াছে। এই তাদাত্ম্য উপদেশের দ্বারা কিরূপে ব্রহ্মে মায়াধিষ্ঠানত্বের বোধ হয়, তাহা বুঝিতে হইবে। এই শ্রুতিগত ইদংশব্দের দ্বারা পূর্ব বাক্যোক্ত ব্রহ্মাদি ভূতপর্য্যন্ত বস্তু-সমূহ গ্রাহ্য। ইদংশব্দার্থ ব্রহ্মাদি প্রপঞ্চের সহিত আত্মপদ-বাচ্য ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য প্রযুক্ত অভেদ প্রতীয়মান হইতেছে। এই অভেদ ব্রহ্মোপাদেয়ত্ব প্রযুক্ত নহে; কারণ ব্রহ্ম অপরিণামী। মায়ার ন্যায় তাঁহার কোন পরিণাম নাই, উপাদেয়ও নাই। মায়োপাদেয়ত্ব প্রযুক্তও এই অভেদ হইতে পারে না। কারণ অন্যোপাদেয়ের অন্যে তাদাত্ম্য দেখা যায় না; পরন্তু তাহাতে অতিপ্রসঙ্গ হইবে। প্রতীয়মান এই অভেদের অন্য কোন প্রয়োজক না থাকায় অগত্যা মায়াধিষ্ঠানত্বকেই প্রয়োজক বলিতে হইবে। ইদংচৈতন্যে রজতের তাদাত্ম্যাধ্যাসের ন্যায় মায়া-বিষয় ব্রহ্মে মায়োপাদেয় প্রপঞ্চের তাদাত্ম্যাধ্যাস নিবন্ধন উক্ত শ্রুতিতে জগৎ-প্রপঞ্চের সহিত ব্রহ্মের তাদাত্ম্য উপদিষ্ট হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ঘটটী সৎ, ঘটটী

ঘট ইষ্ট ইত্যাদি-লৌকিক-ব্যপদেশোঽপি সচ্চিদানন্দ-রূপ-ব্রহ্মৈক্যাধ্যাসাৎ। নন্বানন্দাত্মক-চিদধ্যাসাদ্ ঘটাদেরিষ্টত্ব-ব্যবহারে দুঃখস্যাপি তত্রাধ্যাসাৎ তস্যা-পীষ্টত্ব-ব্যবহারাপত্তিরিতি চেৎ, ন, আরোপে সতি নিমিত্তানুসরণম্, ন তু

"ঘটটি সৎ, ঘটটি প্রকাশমান, ঘটটি প্রিয়" ইত্যাদি লৌকিক ব্যপদেশও (শব্দ প্রয়োগও) হইয়া থাকে। আচ্ছা, আনন্দ-স্বরূপ চৈতন্যে অধ্যাস নিবন্ধন ঘটাদির ইষ্টত্ব ব্যবহার হইলে দুঃখেরও সেই স্থলে অধ্যাস হেতু ইষ্টত্ব ব্যবহার হউক, এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না। যেহেতু আরোপ হইলে আরোপের কারণের অনুসরণ (অনুসন্ধান

বিবৃতি

প্রকাশমান, ঘটটী প্রিয়—ইত্যাদি লোকিক অভেদ ব্যবহারও সৎ-চিৎ-আনন্দরূপ ব্রহ্মে ঘটাদির তাদাত্ম্যাধ্যাস নিবন্ধন বুঝিতে হইবে। যদি সদ্রূপ ব্রহ্ম ঘটের উপাদান মায়ার অধিষ্ঠান না হইতেন, তবে সতে ঘট-তাদাত্ম্য বা ঘটে সৎ তাদাত্ম্য প্রতীত হইত না। ঘটে যখন সৎ-তাদাত্ম্য প্রতীত হইতেছে, তখন সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মকে ঘটের অধিষ্ঠান স্বীকার করিতেই হইবে। চিৎরূপ ব্রহ্ম যখন ঘটাদির অধিষ্ঠান হন, তখন "ঘটো ভাতি" বা "ঘটঃ প্রকাশত" ইত্যাদি ব্যবহার হয়। ব্রহ্মের আনন্দরূপ অধিষ্ঠান হইলে প্রিয় ব্যবহার হয়। অধিষ্ঠান চৈতন্যের যে রূপটি প্রকাশমান; সেইটী আধার, যে রূপটি অপ্রকাশমান; সেইটী অধিষ্ঠান। ঘটে যখন সৎ-তাদাত্ম্য প্রতীয়মান, তখন ব্রহ্মের সৎ অংশটি আধার; চিৎ ও আনন্দ অংশটি অধিষ্ঠান। অন্যত্রও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

নৈয়ায়িকমতে সদ্-ব্যপদেশের হেতু সত্তা জাতি। ঘটাদি দ্রব্যে সত্তা জাতি সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলিয়া ঘটাদি দ্রব্যের সৎ প্রতীতি ও সদ্-ব্যপদেশ হইয়া থাকে। ইহা কিন্তু স্বীকার্য্য নহে; কারণ সামান্যাদিতে সত্তা জাতি নাই, কিন্তু সামান্যাদির সদ্ব্যপদেশ আছে। দ্রব্য, গুণ ও কর্মে সমবায় সম্বন্ধে এবং সামান্যাদিতে একার্থ সমবায় সম্বন্ধে সত্তা থাকে বলিয়া সামান্যাদির সদ্-ব্যপদেশ হয়, ইহাও বলা যায় না; কারণ বিজাতীয় সম্বন্ধের দ্বারা সমানাকার প্রতীতির নির্বাহ হইতে পারে না। স্বরূপ সত্তা নিবন্ধনও এই সদ্-ব্যপদেশ হইতে পারে না; কারণ স্বরূপ সত্তা অনুগত (একরূপ) নহে। অননুগতের দ্বারা অনুগত প্রতীতি স্বীকার করিলে জাতির উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। সুতরাং সতের অধিষ্ঠানত্ব নিবন্ধনই সদ্-ব্যপদেশ বলিতে হইবে।

চিদধিষ্ঠানত্ব নিবন্ধন ভাতি-ব্যপদেশ, আনন্দাধিষ্ঠানত্ব নিবন্ধন ইষ্ট বা প্রিয়-ব্যপদেশ উক্ত হইয়াছে। ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করিতে বলিলেন—**নন্বানন্দাত্মকচিদধ্যাসাৎ** ইত্যাদি। যদি আনন্দাত্মক চৈতন্যে অধ্যাস হেতু ঘটাদির ইষ্টত্ব ব্যবহার হয়, তবে দুঃখ শোকাদি সেই আনন্দাত্মক ব্রহ্মে অধ্যস্ত হইয়াছে বলিয়া তাহাদেরও ইষ্টত্ব ব্যবহার হউক। কিন্তু দুঃখাদিতে কাহারও ইষ্টত্ব ব্যবহার হয় না। সুতরাং আনন্দাধিষ্ঠানত্ব ইষ্ট-ব্যব-

নিমিত্তমন্তীত্যারোপ ইত্যভ্যুপগমেন দুঃখাদৌ সচ্চিদংশাধ্যাসেঽপ্যানন্দাংশাধ্যাসাভাবাৎ। জগতি নাম-রূপাংশ-দ্বয়-ব্যবহারস্ববিদ্যা-পরিণামাত্মক-নাম-রূপ-সম্বন্ধাৎ। তদুক্তম্—

করে), [আরোপের] কোন একটি নিমিত্ত আছে বলিয়া কিন্তু আরোপ হয় না—এই-রূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে বলিয়া দুঃখাদিতে সৎ ও চিদংশের অধ্যাস হইলেও আনন্দাং-শের অধ্যাস হয় নাই। জগতে নাম ও রূপ এই অংশদ্বয়ের ব্যবহার কিন্তু অবিদ্যার

বিবৃতি

হারের হেতু কিরূপে হইবে? ইচ্ছার বিষয় ইষ্ট বলিয়া ইচ্ছা-বিষয়ত্বই বা ইষ্ট-ব্যবহারের হেতু কেন হইবে না? কেনই বা জ্ঞান-বিষয়ত্ব ভাতি-ব্যবহারের হেতু হইবে না? ইহার উত্তরে বলিলেন—**আরোপে সতি নিমিত্তানুসরণম্।** আরোপ হইলে আরোপ-কারণের অনুসন্ধান কর্ত্তব্য অর্থাৎ কার্য্য দেখিয়া কারণ কল্পনা করিতে হয়। আরোপের কোন একটি কারণ আছে বলিয়া কিন্তু আরোপ হয় না, এই আমরা স্বীকার করি। সেই জন্য দুঃখাদিতে সৎ ও চিদংশের তাদাত্ম্যাধ্যাস হইলেও আনন্দাংশের তাদাত্ম্যাধ্যাস হয় নাই। তাৎপর্য্য এই যে, দুঃখাদিতে যখন সৎ ও ভাতি ব্যবহার হয়, তখন তাহার কারণরূপে দুঃখাদিতে সৎ ও চিদংশের তাদাত্ম্যাধ্যাস অবশ্য স্বীকার্য্য। কেননা কারণ ব্যতীত কোন কার্য্য হয় না। কিন্তু দুঃখাদিতে যখন ইষ্ট-ব্যবহার নাই; তখন বুঝিতে হইবে—দুঃখাদিতে তদ্-ব্যবহারের কারণ আনন্দাংশের তাদাত্ম্যাধ্যাস হয় নাই। কেননা কারণের অভাব বিনা কার্য্যের অভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। ব্রহ্মে দুঃখাদির অধ্যাসমাত্র যদি সৎ, চিৎ ও আনন্দাংশের তাদাত্ম্যাধ্যাসের হেতু হইত, তবে সর্বত্র ব্রহ্মের সকল অংশের তাদাত্ম্যাধ্যাস হইত এবং তন্নিবন্ধন সর্বত্র তত্তৎ-ব্যবহার হইত। কিন্তু তাহা হয় না। দুঃখাদিতে সদ-ব্যবহার থাকিলেও ইষ্ট-ব্যবহার বা ব্যপদেশ হয় না। তখন স্বীকার করিতে হইবে—ব্রহ্মে অধ্যাসমাত্র তত্তৎ ব্যবহারের কারণ তত্তৎ তাদাত্ম্যা-ধ্যাসের হেতু নহে, তাহার তত্তৎ সংস্কারাদি রূপ অন্য হেতুও আছে। ব্রহ্মে দুঃখাদির অধ্যাস হইলেও আনন্দের তাদাত্ম্যাধ্যাসের সেই বিশেষ হেতু না থাকায় দুঃখাদিতে আনন্দের তাদাত্ম্যের অধ্যাস হয় না। সেই জন্য দুঃখাদিতে ইষ্ট-ব্যবহারও হয় না।

ইষ্টাদির ব্যবহার আনন্দাধ্যাস নিবন্ধন হইলে জগতে নাম (ঘট, পটাদি) ও রূপের (আকৃতির) ব্যবহার কিরূপে হইবে? কারণ ব্রহ্মের নাম ও রূপ নাই। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন—**জগতি নামরূপ** ইত্যাদি। জগতের প্রতিটি বস্তুতে যেমন সৎ, প্রকাশ ও প্রিয় ব্যবহার আছে; তদ্রূপ "এইটি ঘট, এইটি পট" এইরূপ নাম এবং এইটি কম্বুগ্রীবাকার, এইটি আতান বিতান আকার—এইরূপ রূপেরও ব্যবহার আছে। তন্মধ্যে জগতে প্রথম তিনটির ব্যবহার সচ্চিদানন্দের তাদাত্ম্যাধ্যাস নিবন্ধন, ইহা পূর্বে উক্ত হই-

অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশ-পঞ্চকম্।
আদ্য-ত্রয়ং ব্রহ্ম-রূপং জগদ্রূপমতো দ্বয়মিতি॥
অথ জগতো জন্ম-ক্রমো নিরূপ্যতে। তত্র সর্গাদ্যকালে পরমেশ্বরঃ

পরিণাম-রূপ নাম ও রূপের সম্বন্ধবশতঃ হইয়া থাকে। [জগতের] সৎ, প্রকাশ, প্রিয়, নাম ও রূপ—এই অংশপঞ্চক আছে। [তন্মধ্যে] প্রথম তিনটী ব্রহ্মস্বরূপ। তাহার পরবর্ত্তী দুইটি জগৎ স্বরূপ—এই গ্রন্থের দ্বারা [বাক্যসুধাকার কর্ত্তৃক] তাহাই উক্ত হইয়াছে।

বিবৃতি

য়াছে। নাম ও রূপের ব্যবহার অবিদ্যার পরিণাম-ভূত নাম ও রূপের তাদাত্ম্য-নিবন্ধন। অবিদ্যা হইতে নাম-রূপাত্মক জগতের উৎপত্তি হইলে জাগতিক প্রতি বস্তুর সহিত তৎ-তৎ নাম ও রূপের তাদাত্ম্য আছে বলিয়া সেই সেই বস্তুর সেই সেই নামে ও সেই সেই আকারে ব্যবহার হয়। বাক্য-সুধাকারও ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন—সৎ প্রকাশ, প্রিয়, রূপ ও নাম—এই পাঁচটি জগতের অংশ (রূপ) আছে। তন্মধ্যে প্রথম তিনটি অধিষ্ঠান ব্রহ্মের রূপ। জগতে সচ্চিদানন্দের তাদাত্ম্য আছে বলিয়া ব্রহ্মের তিনটি রূপ জগতে প্রকাশ পায়। তাই লোকে ইহাকে জগতের রূপ মনে করে। বস্তুতঃ ইহা জগতের রূপ নহে। ইহার পরবর্ত্তী দ্বয় অর্থাৎ নাম ও রূপ—এই দুইটি জগতের রূপ।

এক ব্রহ্ম বিচিত্র জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কর্ত্তা—ইহা বেদ ও তটস্থ লক্ষণ-বাক্যে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এক ব্রহ্ম হইতে কিরূপে বিচিত্র জগতের ক্রমিক সৃষ্টি হইবে? এক হইতে বা একজাতীয় হইতে কখনও বিচিত্র কার্য্যের উৎপত্তি হয় না এবং ক্রমবৎ সহকারী না থাকিলে ক্রমেও হয় না। সুতরাং এক ব্রহ্ম ক্রমিক বিচিত্র জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা হইতে পারেন না। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বিচিত্র জগতের ক্রমিক উৎপত্তি সমর্থন করিতে বলিলেন—**অথ জগতো জন্মক্রমঃ** ইত্যাদি। মীমাংসকের মতে সৃষ্টি ও প্রলয় নাই[১]। যে সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ সৃষ্টি প্রলয় প্রতিপাদন করে, সে

১। বিগ্রহবান্ দেবতাতে কোন প্রমাণ নাই বলিয়া মীমাংসকগণ দেবতা স্বীকার করেন না। দেবতার বিগ্রহ-বিষয়ক যে যে মন্ত্র, ইতিহাস বা পুরাণাদি আছে, সে গুলি অর্থবাদ। তাহার স্বার্থে প্রামাণ্য নাই। সুতরাং মন্ত্রাদির দ্বারাও দেবতা সিদ্ধ হয় না, দেবতা অপ্রামাণিক, ইহা মীমাংসক মত। বেদান্তী ইহাতে বলেন—যে অর্থে যে বাক্যের তাৎপর্য্য, সেইটি সেই বাক্যের মুখ্য অর্থ। বাক্য শক্তি বা লক্ষণা দ্বারা সেই অর্থকে প্রতিপাদন কর, অন্য অর্থকে প্রতিপাদন করে না; ইহা ঠিক। কিন্তু যদি সেই বাক্য হইতে অন্য একটী অর্থের প্রতীতি হয় এবং ঐ অর্থ যদি প্রমাণান্তরের দ্বারা সিদ্ধ বা প্রমাণিক হয়, তবে তাহাতেও সেই বাক্যের অবান্তর তাৎপর্য্য কল্পিত হইবে এবং তখন সেই বাক্য সেই অর্থেও প্রমাণ হইবে। যেমন "বজ্রহস্তঃ পুরন্দরঃ" এই অর্থবাদ বাক্য হইতে বিগ্রহবান্ দেবতার বোধ হইতেছে; কিন্তু এই বাক্যের প্রাশস্ত্যেই তাৎপর্য্য বলিয়া প্রাশস্ত্যই মুখ্য অর্থ হইলেও প্রতীয়মান বিগ্রহবৎ দেবতা প্রমাণীভূত স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদি দ্বারা সিদ্ধ বলিয়া তাহাতেও ঐ অর্থ-বাদ বাক্যের অবান্তর তাৎপর্য্য কল্পিত হইবে। এইরূপ কল্পনার নামই দেবতাধিকরণ ন্যায়। উক্ত ন্যায় বা অবান্তর তাৎপর্য্য বলে ঐ অর্থবাদ বাক্য হইতেও দেবতার বিগ্রহ সিদ্ধ হইবে।

সৃজ্যমান-প্রপঞ্চ-বৈচিত্র্য-হেতু-প্রাণি-কর্ম-সহকৃতোঽপরিমিতানিরূপিত-শক্তি-বিশেষ-বিশিষ্ট-মায়াসহিতঃ সন্ নাম-রূপাত্মক-নিখিল-প্রপঞ্চং প্রথমং বুদ্ধাবাকলয্য ইদং করিষ্যামীতি সঙ্কল্পয়তি। "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়ে"তি "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়ে"ত্যাদি-শ্রুতেঃ। ততঃ আকাশাদীনি পঞ্চ-

---

অনন্তর জগতের জন্মক্রম নিরূপিত হইতেছে। সেই জগতের সৃষ্টিতে সৃষ্টির প্রথম কালে পরমেশ্বর সৃজ্যমান প্রপঞ্চের বৈচিত্র্যের হেতু প্রাণিবর্গের কর্মসমূহ সহকৃত ও অপরিমিত অচিন্ত্য শক্তি-বিশেষ বিশিষ্ট মায়ার সহিত মিলিত হইয়া নাম ও রূপাত্মক সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চকে বুদ্ধিতে সঙ্কলন (আলোচনা) করিয়া "এই করিব" এই সঙ্কল্প করেন; যেহেতু "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" এবং "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ আছে। সেই সঙ্কল্পের অনন্তর তন্মাত্র-পদ-বাচ্য অপঞ্চী-

বিবৃতি

সমস্তই অর্থবাদ। অর্থবাদের স্বার্থে প্রামাণ্য নাই। বেদান্তী দেবতাধিকরণ ন্যায়ে ঐ সকল শাস্ত্রের সৃষ্টি ও প্রলয়ে অবান্তর তাৎপর্য্য কল্পনা করিয়া সৃষ্টি প্রলয় সমর্থন করেন। তাই তটস্থ লক্ষণ নিরূপণের অনন্তর জগতের জন্ম-ক্রম নিরূপিত হইতেছে। 'জন্ম-ক্রম' শব্দের দ্বারা সৃষ্টির ক্রমিকত্ব উক্ত হইয়াছে। প্রাণিকর্ম সহকৃত গ্রন্থের দ্বারা ক্রমিক সৃষ্টির হেতু, মায়া সহিত গ্রন্থের দ্বারা বৈচিত্র্যের হেতু বিচিত্রোপাদান, বুদ্ধাবাকলয্য গ্রন্থের দ্বারা সৃষ্টির চেতন কর্তৃকত্ব উক্ত হইয়াছে।

সৃষ্টির প্রথমে পরমেশ্বর সৃজ্যমান প্রপঞ্চের বৈচিত্র্যের হেতু জীবসমূহের কর্মের সহিত ও অপরিমিত ও অচিন্ত্য শক্তিবিশেষ সমন্বিত মায়ার সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব সৃষ্টির অনুরূপ নাম-রূপাত্মক সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চকে মায়াবৃত্তিতে বিষয় করিয়া 'ইহা করিব, ইহা হইব'—এইরূপ সঙ্কল্প করেন; যেহেতু "তদৈক্ষত—বহু স্যাং প্রজায়েয়" এই শ্রুতিতে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের সঙ্কল্প পূর্বক সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে।

বস্তুতঃ এক ঈশ্বর হইতে বিচিত্র জগতের ক্রমিক সৃষ্টি হয় নাই। এই বিচিত্র জগতের ক্রমিক সৃষ্টির প্রতি জীবের ক্রমিক কর্মই কারণ। ঐ কর্ম জড় বলিয়া ফল দানে সমর্থ নহে। তাই ঈশ্বর জীব-কৃত ফলদানোন্মুখ ক্রমিক কর্মের অধিষ্ঠাতা হইয়া জীব-সমূহের কর্মফল ভোগের জন্য অবিদ্যা সহায়ে ক্রমিক বিচিত্র জগতের সৃষ্টি করেন।

ঈশ্বরের এই সঙ্কল্পের অনন্তর অবিদ্যা হইতে শব্দতন্মাত্রাদি পদবাচ্য অপঞ্চীকৃত অর্থাৎ ভূতান্তরের দ্বারা অসংসৃষ্ট—শুদ্ধ আকাশাদি পাঁচটী ভূত ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে প্রথমে আকাশ, পরে যথাক্রমে বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে অপঞ্চীকৃত আকাশের বাচক শব্দ—শব্দতন্মাত্র; জলের—রস-তন্মাত্র; পৃথিবীর—গন্ধ-তন্মাত্র বাচকশব্দ। শব্দ-বিশেষ উদাত্তাদি, স্পর্শবিশেষ কোমল কঠিনাদি, রূপবিশেষ

ভূতান্যপঞ্চীকৃতানি তন্মাত্র-পদ-বাচ্যান্যুৎপদ্যন্তে। তত্রাকাশস্য শব্দো গুণঃ, বায়োস্তু শব্দ-স্পর্শৌ। তেজসস্তু শব্দ-স্পর্শ-রূপাণি, অপাং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-

কৃত আকাশাদি পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ কিন্তু শব্দ ও স্পর্শ, তেজের গুণ কিন্তু শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, পৃথিবীর

বিবৃতি

শুক্ল-কৃষ্ণাদি, রসবিশেষ মধুরাদি এবং গন্ধবিশেষ সুগন্ধাদি যথাক্রমে অপঞ্চীকৃত আকাশাদিতে থাকে না। এই জন্য এইগুলি তন্মাত্র বলিয়া কথিত হয়। এই আকাশাদিতে শব্দাদিগুণের সামান্যমাত্র আছে, বিশেষ নাই[১]। এজন্য এগুলি অবিশেষ বলিয়াও কথিত হয়। অবিশেষ হেতু ইহা প্রত্যক্ষ-যোগ্য নহে। এজন্য উহারা সূক্ষ্ম ভূত নামেও প্রসিদ্ধ।

আরম্ভবাদী নৈয়ায়িকের মতে আকাশের অবয়ব বা সমবায়ী কারণ নাই। সেই হেতু আকাশের উৎপত্তি নাই। বিবর্ত্তবাদী বেদান্তীর মতে ঈশ্বরাধিষ্ঠিত অজ্ঞানই আকাশাদি প্রপঞ্চের উপাদান। ঐ উপাদান অজ্ঞান হইতেই আকাশাদি প্রপঞ্চের উৎপত্তি হয়। সমান জাতীয়ই উপাদান হইবে, বিজাতীয় হইবে না—এইরূপ নিয়ম নাই; কারণ বিজাতীয় সূত্র ও উর্ণা হইতে কম্বলের উৎপত্তি দেখা যায়।

এই পাঁচটি অপঞ্চীকৃত ভূতের মধ্যে আকাশের গুণ সামান্যাত্মক শব্দ। বায়ুর—সামান্যাত্মক শব্দ ও স্পর্শ। এইরূপ তেজের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। যখন আকাশ উৎপন্ন হয়, তখনই আকাশে সামান্যাত্মক শব্দ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ শব্দাদি বিশিষ্ট ভূতেরই উৎপত্তি হয়। নৈয়ায়িকের ন্যায় পরে গুণ উৎপন্ন হয় না। যদিও আকাশের গুণগুলি সামান্যাত্মক বলিয়া উপলব্ধি হয় না; তথাপি তন্মাত্র কার্য্য স্থূল ভূতে ঐ সকল গুণের উপলব্ধি হয় বলিয়া তাহার উপাদানেও ঐ গুণ স্বীকার্য্য। অন্যথা উপাদেয়ে ঐ গুণের আবির্ভাব হইত না, অসৎ কার্য্যবাদেরও আপত্তি হইত।

এক অবিদ্যা হইতে আকাশ ও বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে আকাশে একটি গুণ এবং উত্তর উত্তর ভূতে এক একটি গুণের বৃদ্ধি কেন হয়, তাহা বুঝিতে হইবে। প্রথমে জীবের কর্মানুসারে অপরিমিত শক্তি সমন্বিত অবিদ্যার একদেশ শব্দগুণ যুক্ত আকাশরূপে পরিণত হয়। আকাশ ভাবাপন্ন অবিদ্যার একদেশই অর্থাৎ ঐ আকাশের একদেশই শব্দ স্পর্শগুণযুক্ত বায়ুরূপে পরিণত হয়। আকাশের গুণ শব্দের অনুপ্রবেশ জন্য বায়ুতে একটি গুণের বৃদ্ধি হয়। উপাদান আকাশের পরিণামের বৈচিত্র্য নিবন্ধনই শব্দ ও স্পর্শগুণ যুক্ত বায়ুব আবির্ভাব হয়। এইরূপে পূর্ব পূর্ব ভূতের একদেশ উত্তর উত্তর ভূতের উপাদান হওয়ায় পূর্ব পূর্ব ভূতগণের উত্তর উত্তর ভূতে অনুপ্রবেশ হেতু এক

১। "অন্তে শব্দজাত্যভেদেঽপি সতি বিশেষা উদাত্তানুদাত্ত-স্বরিতানুনাসিকাদয়স্তত্র ন সন্তি, তস্মাচ্ছব্দ-তন্মাত্রম্।" তস্য তস্য গুণস্য সামান্যমেবাত্র ন বিশেষ ইতি তন্মাত্রাণ্যেতেঽবিশেষাঃ"—ক, যুক্তি ১৪০ পৃঃ

রসাঃ, পৃথিব্যাস্ত শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাঃ, ন তু শব্দস্যাকাশমাত্র-গুণত্বম্, বায়্বাদাবপি তদুপলম্ভাৎ। ন চাসৌ ভ্রমঃ, বাধকাভাবাৎ। ইমানি ভূতানি ত্রিগুণ-মায়া কার্য্যাণি ত্রিগুণানি। গুণাঃ সত্ত্ব-রজস্তমাংসি। এতৈশ্চ সত্ত্ব-গুণোপেতৈঃ পঞ্চ-ভূতৈর্ব্যস্তৈর্যথাক্রমং শ্রোত্র-ত্বক্-চক্ষু-রসন-ঘ্রাণাখ্যানি

কিন্তু শব্দ ও স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। শব্দ কিন্তু আকাশমাত্রের গুণ নহে; যেহেতু বায়ু প্রভৃতিতে তাহার উপলব্ধি আছে। এই উপলব্ধি ভ্রম নহে; যেহেতু [তাহার] বাধক নাই। এই ভূতগুলি ত্রিগুণাত্মক মায়ার কার্য্য ত্রিগুণ। গুণগুলি হইতেছে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই সত্ত্ব-গুণ প্রধান আকাশাদি পাঁচটি ব্যস্ত (পরস্পর নিরপেক্ষ এক একটি) [অপঞ্চীকৃত] ভূতের দ্বারাই যথাক্রমে শোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, রসনা ও ঘ্রাণ নামক পাঁচটি

বিবৃতি

একটি গুণের বৃদ্ধি হয়। যদি আকাশভাবাপন্ন অজ্ঞানের সমগ্রই বায়ুরূপে পরিণত হইত, তবে বায়ুর উৎপত্তিতে আকাশের, তেজের উৎপত্তিতে বায়ুর উচ্ছেদ হইয়া যাইত। এইরূপ উত্তর উত্তর ভূতের উৎপত্তিতে পূর্ব পূর্ব ভূতের উচ্ছেদ হইলে পৃথিবীমাত্র অবশেষ থাকিত; আর কোন ভূতই থাকিত না। কিন্তু অন্যান্য সমস্ত ভূতই আছে। সুতরাং সর্বত্র একদেশেরই পরিণাম স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে উত্তর উত্তর ভূতের অপেক্ষায় পূর্ব পূর্ব ভূতের পুরাণাদি-কীর্ত্তিত মহত্ত্বও উপপন্ন হয়।

নৈয়ায়িক মতে শব্দ একমাত্র আকাশের গুণ। বেদান্তী সেই মত খণ্ডন করিতে বলিলেন—**ন তু শব্দস্যাকাশমাত্রগুণত্বম্।** শব্দ আকাশমাত্রের গুণ নহে; যেহেতু স্থূল বায়ু প্রভৃতিতে শব্দের উপলব্ধি হয়। পঞ্চদশীতে বিভিন্ন ভূতের বিভিন্ন শব্দ উক্ত হইয়াছে[১]। আকাশের একদেশ যখন বায়ুর উপাদান, তখন উপাদান আকাশের গুণ শব্দ উপাদেয় সূক্ষ্ম বায়ুতে উৎপন্ন হইবে; নচেৎ স্থূল বায়ুতে শব্দের উপলব্ধি হইত না। স্থূল বায়ু প্রভৃতিতে শব্দের উপলব্ধি ভ্রান্ত নহে; কারণ তাহার বাধক নাই।

অপঞ্চীকৃত ভূত সৃষ্টির অনন্তর ভৌতিক ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি প্রতিপাদন করিতে বলিলেন—**এতৈশ্চ সত্ত্বগুণোপেতৈঃ।** সত্ত্বগুণ প্রধান এই আকাশাদি পাঁচটী ভূতের এক একটি দ্বারা যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, রসনা ও ঘ্রাণ নামধেয় পাঁচটি ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। বুদ্ধি অর্থাৎ অন্তঃকরণের জ্ঞানোৎপত্তিতে এই ইন্দ্রিয়গুলি দ্বার স্বরূপ বলিয়া ঐ ইন্দ্রিয়-গুলিকে বুদ্ধীন্দ্রিয় বা জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। প্রকাশ সত্ত্বগুণের কার্য্য। ইন্দ্রিয়গুলি প্রকাশের অনুকূল। তাই ইন্দ্রিয়গুলি সত্ত্বপ্রধান ভূত হইতে উৎপন্ন হয়। ভূতগুলি ত্রিগুণাত্মক হইলেও জীবের ভোগ-প্রদ কর্মবশে কখনও সত্ত্বপ্রধান, কখনও রজঃপ্রধান, কখনও তমঃ-

---

১। "প্রতিধ্বনির্বিয়চ্ছব্দো বায়ৌ বীসীতি শব্দনম্. অনুষ্ণাশীত-সংস্পর্শো বহ্নৌ ভুগুভুগু-ধ্বনিঃ। উষ্ণঃ-স্পর্শঃ প্রভারূপং জলে বুলুবুলু-ধ্বানঃ।" "ভূমৌ কড়কড়াশব্দঃ—নি, পঞ্চ ৩৮-৩৯ পৃঃ

পঞ্চেন্দ্রিয়াণি জায়ন্তে। এতৈরেব চ সত্ত্বগুণোপেতৈঃ পঞ্চভূতৈর্মিলিতৈর্মনো-বুদ্ধ্যহঙ্কার-চিত্তানি জায়ন্তে। শ্রোত্রাদীনাং পঞ্চানাং ক্রমেণ দিগ্‌-বাতার্ক-বরুণাশ্বিনোঽধিষ্ঠাতৃ-দেবতাঃ, মনআদীনাং ক্রমেণ চন্দ্র-চতুর্মুখ-শঙ্করাচ্যুতা

ইন্দ্রিয় জন্মে। এই সত্ত্ব-গুণ প্রধান মিলিত [অপঞ্চীকৃত] পাঁচটি ভূতের দ্বারা মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত জন্মে। শ্রোত্রাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের যথাক্রমে দিক্‌, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মনঃ প্রভৃতির যথাক্রমে চন্দ্র, চতুর্ম্মুখ, ব্রহ্মা,

বিবৃতি

প্রধান হয়। যখন যে গুণটি প্রধান, তখন সেই গুণটি অঙ্গী, অন্য দুইটী অঙ্গ (অপ্রধান)। গুণের এই অঙ্গাঙ্গিভাবে কোন প্রতিবন্ধক নাই বলিয়া প্রধান গুণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিরোধী গুণগুলি যখন সম-প্রধান থাকে, তখন পরস্পর পরস্পরের কার্য্যের সমান প্রতিবন্ধক হয় ; তাই তখন কোন কার্য্য উৎপন্ন হয় না[১]। এই পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয়ের যথাক্রমে কর্ণবিবর, সর্বদেহ, চক্ষুর্গোলক, নাসিকাগ্র ও রসনাগ্র—এই পাঁচটি অধিষ্ঠান (অবস্থান স্থান)। কর্ণ-বিবর সত্ত্বেও বধিরের শব্দ-গ্রহণ, চক্ষুর্গোলক সত্ত্বেও অন্ধের রূপ-গ্রহণ হয় না। এইজন্য অধিষ্ঠানমাত্র ইন্দ্রিয় নহে। অধিষ্ঠানের অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় আছে। এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা ন্যায়দর্শনে ইন্দ্রিয়-পরীক্ষার প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

এই সত্ত্বগুণ-প্রধান অপঞ্চীকৃত পাঁচটি ভূতের সমষ্টি হইতে মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত নামক চারিটি অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ ঐ ভূত সমষ্টি হইতে একটিই অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়, ব্যাপার ভেদে একই অন্তঃকরণ ভিন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হয় মাত্র। যদি অন্তঃকরণটি একটি ভূত হইতে উৎপন্ন হইত, তবে উহা পাঁচটি ইন্দ্রিয়-বিষয়ের গ্রাহক হইত না। পাঁচটি ইন্দ্রিয়-বিষয়ের গ্রাহক হয় বলিয়াই অন্তঃকরণ পাঁচটি ভূতের সমষ্টি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

অচেতন ইন্দ্রিয়ের স্বভাবতঃ কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় না ; চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইলে প্রবৃত্তি হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে শ্রোত্রাদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের যথা-ক্রমে দিক্‌, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ ও অশ্বিনীকুমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুবালোপনিষদে কিন্তু পৃথিবী ঘ্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া আম্নাত হইয়াছে। মনঃ প্রভৃতি চারিটি অন্তঃকরণের চন্দ্র, চতুর্মুখ, শঙ্কর ও বিষ্ণু—অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইন্দ্রিয়ের

১। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণ প্রতি ক্ষণে পরিণামশীল এবং সর্বদাই স্ব স্ব কার্য্যের উৎপাদনে উন্মুখ ; কিন্তু প্রবল প্রধানীভূত গুণের দ্বারা অভিভূত হইয়া আছে বলিয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য প্রধান গুণের কার্য্যকালে অপ্রধান গুণের কার্য্য হয় না। তাই সাংখ্য-সম্প্রদায় সংরক্ষক ঈশ্বর কৃষ্ণ সাংখ্য-কারিকায় (১২) বলিয়াছেন—"অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়-জনন-মিথুন-বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ"। কিন্তু যখন ঐ গুণগুলি সাম্য অবস্থায় সমানভাবে প্রধান থাকে, তখন সকলেই তুল্য-বল বলিয়া কেহ কাহাকেও অভিভূত করিতে পারে না বলিয়া গুণ-প্রধানভাব হয় না। তাই সাম্যাবস্থায় কোন কার্য্য উৎপন্ন হয় না। যোগদর্শনের ২।১৮ সূত্রে গুণ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জ্ঞাতব্য।

অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাঃ। এতৈরেব রজোগুণোপেতৈঃ পঞ্চভূতৈর্যথাক্রমং বাক্-পাণি-পাদ-পায়ূপস্থাখ্যানি কর্মেন্দ্রিয়াণি জায়ন্তে। তেষাঞ্চ ক্রমেণ বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্র-মৃত্যু-প্রজাপতয়োঽধিষ্ঠাতৃ-দেবতাঃ। রজোগুণোপেতৈঃ পঞ্চভূতৈর্মিলিতৈঃ পঞ্চ বায়বঃ প্রাণাপান-ব্যানোদান-সমানাখ্যা জায়ন্তে। তত্র প্রাগ্-গমনবান্

শঙ্কর ও অচ্যুত অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই রজোগুণ-প্রধান অপঞ্চীকৃত আকাশাদি পাঁচটি [ব্যস্ত] ভূতেরই দ্বারা যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু (গুহ্য-দ্বার) ও উপস্থ নামক কর্মেন্দ্রিয়গুলি জন্মে। তাহাদের যথাক্রমে বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মৃত্যু ও প্রজাপতি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই রজোগুণ-প্রধান মিলিত [অপঞ্চীকৃত] আকাশাদি পঞ্চ ভূতের দ্বারা প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান নামক পাঁচটি বায়ু জন্মে। তন্মধ্যে উদ্গমন

বিবৃতি

সদ্-ব্যবহার করিলে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অনুগ্রহ অক্ষুন্ন থাকে। ইন্দ্রিয়ের অসদ্ব্যবহারে দেবতার অনুগ্রহ অল্প হইতে অল্পতর হইতে থাকে। তখন ইন্দ্রিয় নিস্তেজ ও দুর্বল হইয়া বিষয় গ্রহণে অসমর্থ হয়।

এই রজোগুণ প্রধান অপঞ্চীকৃত আকাশাদি পঞ্চভূতের এক একটি হইতে যথাক্রমে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ নামক পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। রজোগুণের কার্য্য ক্রিয়া। তাই কর্মেন্দ্রিয়গুলি রজোগুণ-প্রধান ভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য—বচন, পাণীন্দ্রিয়ের কার্য্য—আদান, পাদেন্দ্রিয়ের কার্য্য গমন, পায়ুর কার্য্য—উৎসর্গ, উপস্থের কার্য্য—আনন্দ।

কর্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান সর্বদেহ। সাংখ্যাদির মতে কর্মেন্দ্রিয় ভৌতিক না হইলেও সর্বদেহ ব্যাপী। কাশ্মীরী শৈব দার্শনিক অভিনব গুপ্তপাদ প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিণীতে[১] ইহার সর্বদেহ ব্যাপিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাই ছিন্ন-পাণি ব্যক্তি বাহু দ্বারা আদান ও ছিন্ন-পাদ ব্যক্তি জানু দ্বারা বিহরণ করে। বাহু দ্বারা যে আদান, তাহা পাণিরই আদান, জানুদ্বারা যে বিহরণ, তাহা পাদেরই বিহরণ। তবে পঞ্চাঙ্গুলিরূপ পাণিতে কর্মের পূর্ণ বৃত্তি লাভ হয় বলিয়া পঞ্চাঙ্গুলি পাণীন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান বলিয়া কথিত হয়। অন্যান্য ইন্দ্রিয় স্থলেও এইরূপ জানিবে।

নৈয়ায়িক মতে উপলব্ধির সাধনই ইন্দ্রিয়। কর্মেন্দ্রিয় উপলব্ধির সাধন নহে বলিয়া ইন্দ্রিয় নহে। বস্তুতঃ উপলব্ধির সাধন হইলে ইন্দ্রিয় হইবে, নচেৎ হইবে না, এমন নিয়ম নাই। পরন্তু যাস্ক নিরুক্তে[২] ইন্দ্রের (আত্মার) অনুমাপক হেতু-বিশেষকে ইন্দ্রিয়

১। "সর্বদেহব্যাপকানি চ কর্মেন্দ্রিয়াণ্যহঙ্কারবিশেষাত্মকানি। তেন ছিন্নহস্তো বাহুভ্যামাদদানঃ পাণিনৈবাদত্তে। এবমন্যৎ? কেবলং তত্তৎ-স্ফুট-পূর্ণ-বৃত্তিলাভ-স্থানত্বাৎ পঞ্চাঙ্গুলিরূপমধিষ্ঠানমস্যোচ্যতে"—প্র, বি, ৩।১।১১।

২। "ইন্দ্রিয়নিত্যং বচনমিতি—নিরুক্ত ১৬ পৃঃ। "ইন্দ্র আত্মা। স যেন ঈয়তে লিঙ্গ্যতে অনুমীয়তে

বায়ুঃ প্রাণো নাসাদি-স্থানবর্ত্তী, অর্বাগ্-গমনবানপানঃ পায্বাদি-স্থানবর্ত্তী, বিশ্বগ্-গতিমান্ ব্যানোঽখিল-শরীর-বর্ত্তী, ঊর্ধ্বগমনবানুৎক্রমণ-বায়ুরুদানঃ কণ্ঠ-স্থানবর্ত্তী। অশিত-পীতান্নাদি-সমীকরণ-করঃ সমানো নাভি-স্থানবর্ত্তী।

পূর্বক বহির্নির্গমনবান্ বায়ু হইতেছে প্রাণ—নাসাদি-স্থানবর্ত্তী। অধোগমনবান্ বায়ুটি অপান—পায়ু প্রভৃতি স্থানবর্ত্তী। সকল দিকে গতিমান্ বায়ুটি ব্যান—সমস্ত শরীরবর্ত্তী। ঊর্ধ্বগমনবান্ উৎক্রমণ (উদ্‌গিরণ) বায়ুটি উদান—কণ্ঠস্থানবর্ত্তী। ভুক্ত ও পীত অন্ন ও জলাদির সমীকরণ-কর (একীকরণ-কারী) বায়ুটি সমান—নাভিস্থানবর্ত্তী। সেই

বিবৃতি

বলিয়া বাগাদির ইন্দ্রিয়ত্ব সমর্থন করিয়াছেন। শ্রুতি স্মৃতিতেও[১] বাক্, পাণি প্রভৃতির ইন্দ্রিয়ত্ব উক্ত হইয়াছে। সুতরাং চক্ষুঃ শ্রোত্রাদির ন্যায় বাক্, পাণি প্রভৃতিও ইন্দ্রিয়।

রজোগুণ-প্রধান অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের সমষ্টি হইতে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান নামক পাঁচটি বায়ু উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ একই প্রাণ উৎপন্ন হয়, তবে ব্যাপার-ভেদে তাহা ভিন্ন নামে ভিন্নের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। পঞ্চদশীতে ইহা সুস্পষ্ট উক্ত হইয়াছে[২]। প্রাণের সাহায্যে সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়ের পূর্ণবৃত্তি লাভ হয়। প্রাণ না হইলে কর্মেন্দ্রিয়ের পূর্ণ বৃত্তিলাভ হয় না। এইজন্যই পঞ্চভূতের সমষ্টি হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে। এই পাঁচটি বায়ুর মধ্যে যে বায়ু উর্দ্ধগতিমান্, তাহা প্রাণ। ঐতরেয় উপনিষদে নাসিকা, প্রশ্নোপনিষদে মুখ ও নাসিকা,[৩] কোন কোন স্মৃতিতে[৪] হৃদয় প্রাণ-স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ফলকথা, হৃদয় হইতে নাসিকা পর্য্যন্ত স্থানই প্রাণস্থান। তন্মধ্যে হৃদয়ই মূলস্থান। তাই হৃদয়চ্ছেদে সদ্যঃ প্রাণের বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। যে বায়ু অধোগতিমান্, সেই অপান। উহা পায়ু প্রভৃতি স্থানে থাকে। পরন্তু ঐতরেয় শ্রুতিতে[৫] নাভিপ্রদেশ অপান স্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অপান যদি পায়ু প্রদেশ-মাত্র-বৃত্তি হয়, তবে উক্ত শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়। এইজন্য নাভি হইতে পায়ু পর্য্যন্ত প্রদেশকেই অপান স্থান বলিতে হইবে। যে বায়ুর সকল দিকে গতি আছে, তাহাই ব্যান। সমস্ত

চাত্মসাবাত্মা কর্ত্তা, যস্তেদং করণং, নাকর্ত্তৃকং করণমস্তীতি তদিন্দ্রিয়মিতি।" "কিং তৎ? বচনম্, উচ্যতে-ঽনেনেতি বচনং বাক্যম্"—নি; বৃ ১৬ পৃঃ।

১। "দশেমে পুরুষে প্রাণাঃ আত্মৈকাদশ" বৃঃ ৩।৯।৪। "বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি যানীমান্যেতান্যস্য রশ্ময়ঃ কর্মেন্দ্রিয়াণ্যস্য হয়া"—মৈ, উ, ২।৯। "শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা-নাসিকে চ যথাক্রমম্। পায়ূপস্থং হস্তপাদং বাক্ চেতীন্দ্রিয়সংগ্রহঃ"॥—ম, পু ৩।১৯

২। তৈঃ সর্বৈঃ সহিতৈঃ প্রাণো বৃত্তিভেদাৎ স পঞ্চধা। প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদান-ব্যানৌ চ তে পুনঃ॥—পঞ্চ, তত্ত্ববি, ২২

৩। বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ।—ঐ, উ, ২।৪। "পায়ূপস্থেঽপানং চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখ-নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে।—প্র, উ—৩।৫। ৪। হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ। উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্বশরীরগঃ॥ ৫। "মৃত্যুরপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশৎ"—ঐ, উ,—২।৪

তৈশ্চ তমোগুণোপেতৈরপঞ্চীকৃত-ভূতৈঃ পঞ্চীকৃতানি ভূতানি জায়ন্তে। "তাসাঞ্চ ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণী"তি শ্রুতেঃ পঞ্চীকরণোপলক্ষণা-

---

তমোগুণ-প্রধান আকাশাদি অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের দ্বারা পঞ্চীকৃত পঞ্চ ভূত জন্মে; যেহেতু "তাসাঞ্চ ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি" (সেই এই আমি সেই তেজঃ, জল ও অন্নরূপ তিন দেবতার এক এককে ত্রিবৃৎ (ভূতত্রয়াত্মক) করিব) এই (ত্রিবৃৎ করণ)

বিবৃতি

শরীর ব্যাপিয়া ব্যান অবস্থান করে। মৈত্রায়ণী উপনিষদে[১] ব্যান সর্বশরীরবর্ত্তী বলিয়া আম্নাত হইয়াছে। উর্ধ্বগতিমান্ উৎক্রমণকর বায়ুই উদান। জীবের দেহ হইতে বহির্গমনের নাম উৎক্রমণ। প্রশ্নোপনিষদে[২] উদান বায়ু জীবের লোকান্তর প্রাপ্তির হেতু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু মৈত্রায়ণী উপনিষদে[৩] উদানের উদ্‌গিরণ হেতুত্ব উক্ত হইয়াছে। স্থতরাং উৎক্রমণের উদ্‌গিরণ অর্থও হইবে। ফলকথা, উদান উৎ-ক্রমণ ও উদ্‌গিরণের হেতু বলিলে শ্রুতি বিরোধ হয় না। এই উৎক্রমণ ও উদ্‌গিরণ কণ্ঠসাধ্য বলিয়া উদান কণ্ঠ-প্রদেশবর্ত্তী। ভুক্ত ও পীত অন্ন-পানাদির সমীকরণ-কারী বায়ুই সমান। সমীকরণ করে বলিয়াই ইহার নাম সমান। ইহা নাভি-স্থানবর্ত্তী।

সেই তমোগুণ প্রধান অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে পঞ্চীকৃত (স্ব ও স্বেতর ভূতের দ্বারা গঠিত) স্থূল পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়। স্থূল ভূতগুলি গুরু ও আবরণ স্বভাব। এইজন্য উহারা তমঃপ্রধান ভূত হইতে উৎপন্ন হয়। ভোগ্য ও ভোগায়তন শরীর ব্যতিরেকে জীবের ভোগ হইতে পারে না বলিয়া অপঞ্চীকৃত ভূতগুলি জীবের কর্মবশে স্ব ও স্বেতর ভূতের সংমিশ্রণে স্থূল হইয়া পঞ্চীকৃত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে আকাশ ও বায়ুর সৃষ্টি উক্ত হয় নাই, কেবল অগ্ন্যাদি ভূতত্রয়ের সৃষ্টি ও ত্রিবৃৎকরণ উক্ত হইয়াছে। স্থতরাং আকাশ ও বায়ুর সৃষ্টি এবং পঞ্চীকরণ কিরূপে সম্ভব হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন—**তাসাঞ্চ ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং**। যেহেতু এই শ্রুতিপাঠ্য ত্রিবৃৎ করণটী পঞ্চীকরণের উপলক্ষণ, সেই হেতু পঞ্চভূতের সৃষ্টি ও পঞ্চীকরণ সম্ভব। তাৎপর্য্য এই যে, ছান্দোগ্যে আকাশ ও বায়ুর সৃষ্টি উক্ত হয় নাই, কিন্তু অপর তিনটী ভূতের সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে। এজন্য সেখানে ত্রিবৃৎ-করণই উক্ত হইয়াছে। পরন্তু তৈত্তিরীয় উপনিষদে অগ্ন্যাদির সৃষ্টির পূর্বে আকাশ ও বায়ুর সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে। তৈত্তিরীয়ের সহিত ছন্দোগ্যের একবাক্যতা করিলে ছন্দোগ্য শ্রুতিতে আকাশ ও বায়ু উপলক্ষণ হইবে; অন্যথা দুইটী শ্রুতি বিরুদ্ধার্থক হইয়া অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। এইরূপে

১। "যেনৈতাঃ শিরা অনুব্যাপ্তা এষ বাব স ব্যানঃ"—মৈ, উ—২।৭। ২। "অথৈকয়োর্ধ্ব উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপমুভাভ্যাং মনুষ্যলোকং—প্র, উ—৩।৭। ৩। "অথ যোঽয়ং পীতাশীতমুদ্‌গিরতি নিগিরতীতি চৈষ বাব স উদান"—মৈ, উ—২।৭।

র্থত্বাৎ। পঞ্চীকরণ-প্রকারস্ত্বেথম্—আকাশমাদৌ দ্বিধা বিভজ্য তয়োরেকং ভাগং পুনশ্চতুর্দ্ধা বিভজ্য তেষান্তু চতুর্ণামংশানাং বায়্বাদিষু চতুর্ষু ভাগেষু যোজনম্। এবং বায়ুং দ্বিধা বিভজ্য তয়োরেকং ভাগং পুনশ্চতুর্দ্ধা বিভজ্য তেষাং চতুর্ণামংশানামাকাশাদিষু যোজনম্। এবং তেজআদীনামপি। তদেবমেকৈকভূতস্যার্দ্ধং স্বাংশাত্মকম্, অর্দ্ধান্তরং চতুর্ভূতময়মিতি পৃথিব্যাদিষু স্বাংশাধিক্যাৎ পৃথিব্যাদি-ব্যবহারঃ। তদুক্তম্—"বৈশেষ্যাৎ তু তদ্বাদস্তদ্বাদ" ইতি।

শ্রুতিটি পঞ্চীকরণের উপলক্ষণার্থক। সেই পঞ্চীকরণ প্রকার এইরূপ—প্রথমে আকাশকে সমান দুই ভাগে ভাগ করিয়া সেই দুইটি ভাগের একটি ভাগকে পুনরায় চারিভাগে ভাগ করিয়া সেই চারিটি অংশের বায়ু প্রভৃতি চারিটি ভূতের অর্দ্ধাংশে যোগ [হইতেছে পঞ্চীকরণ।] এইরূপ বায়ুকে সমান দুই ভাগে ভাগ করিয়া সেই দুই ভাগের এক ভাগকে পুনরায় সমান চারিভাগে ভাগ করিয়া সেই চারি অংশের আকাশাদি চারিটি ভূতের অর্দ্ধাংশে যোগ [হইতেছে পঞ্চীকরণ ।] তেজঃ প্রভৃতিরও এইরূপ [পঞ্চীকরণ]। সেই পঞ্চীকরণ এইরূপ হইলে এক একটি ভূতের অর্দ্ধাংশ নিজাংশ-স্বরূপ, অপর অর্দ্ধাংশটি চারিটি ভূত-স্বরূপ। এইজন্য পৃথিবী প্রভৃতিতে নিজাংশের আধিক্য-হেতু পৃথিবী প্রভৃতি ব্যবহার হয়। "বৈশেষ্যাৎ তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ" (আধিক্যবশতঃ পৃথিবী প্রভৃতি নাম পৃথিবী প্রভৃতি নাম) এই বেদান্ত সূত্রের দ্বারা তাহা উক্ত হইয়াছে।

বিবৃতি

আকাশ ও বায়ু উপলক্ষণ হইলে ত্রিবৃৎকরণও পঞ্চীকরণের উপলক্ষণ হইবে। তাহা হইলে উক্ত শ্রুতি-দ্বয়ের বিরোধ হইবে না। পঞ্চীকরণ পক্ষে আকাশ ও বায়ুর মধ্যে অগ্ন্যাদি ভূতত্রয়ের অনুপ্রবেশ হইলেও তাহাদের অবিভাবন হেতু প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি নাই; অন্যথা ত্রিবৃৎকরণ পক্ষে অগ্নি ও জলে গন্ধের অনুপ্রবেশ হেতু গন্ধবত্ত্বের প্রত্যক্ষত্বের আপত্তি অপরিহার্য্য হইবে। আকাশ ও বায়ু যদি পঞ্চীকৃত না হয়, তবে তাহার ব্যবহারও হইবে না। এই পঞ্চীকরণে শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ আছে। সুতরাং ইহা স্বীকার্য্য।

পাঁচটি ভূতের পরস্পর সংমিশ্রণে যদি পঞ্চীকরণ হয়, তবে অপঞ্চীকৃত ভূত হইতে একটী পঞ্চীকৃত ভূত উৎপন্ন হউক, পাঁচটি উৎপন্ন হইবে কেন? পূর্বপক্ষী পঞ্চীকরণের স্বরূপ না বুঝিয়া এই আশঙ্কা করিয়াছেন। সিদ্ধান্তী তাহার স্বরূপ নির্দেশ করিতে বলিলেন—**পঞ্চীকরণ-প্রকারস্ত্বেথম্।** জীবের ভোগ-প্রদ কর্মবশে প্রথমে আকাশাদি পাঁচটি ভূত সমান দুইভাগে বিভক্ত হয়। প্রতি ভূতের দ্বিতীয় ভাগটী পুনরায় সমান চারিভাগে বিভক্ত হয়। আকাশের এই ক্ষুদ্র চারি ভাগের এক এক ভাগ আকাশ-ব্যতিরিক্ত অন্য চারিটি ভূতের অর্দ্ধাংশের সহিত মিলিত হয়। এইরূপ প্রত্যেক ভূতের ক্ষুদ্র চারিভাগ তদ ব্যতিরিক্ত অন্য চারিটি ভূতের অর্দ্ধাংশের সহিত মিলিত

তৈশ্চাপঞ্চীকৃত-ভূতৈর্লিঙ্গ-শরীরং পরলোক-যাত্রা-নির্বাহকং মোক্ষ-পর্য্যন্তং স্থায়ি মনো-বুদ্ধিভ্যামুপেতং জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক-কর্মেন্দ্রিয়-পঞ্চক-প্রাণাদি-পঞ্চক-সংযুক্তং জায়তে। তদুক্তম্—

পঞ্চ-প্রাণ-মনো-বুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়-সমন্বিতম্।
অপঞ্চীকৃত-ভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগ-সাধনম্॥

সেই অপঞ্চীকৃত ভূতসমূহের দ্বারা পরলোক যাত্রার নির্বাহক মোক্ষপর্য্যন্ত স্থায়ী মনঃ ও বুদ্ধি-সমন্বিত ঘ্রাণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক, বাগাদি কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চক ও প্রাণাদি পঞ্চক-সংযুক্ত লিঙ্গ শরীর জন্মে। "পঞ্চ-প্রাণ-মনো-বুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়-সমন্বিতম্। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগ-সাধনম্"॥ (পঞ্চ প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি ও দশেন্দ্রিয় সমন্বিত অপঞ্চীকৃত ভূত হইতে উৎপন্ন সূক্ষ্ম শরীর [জীবের] ভোগের সাধন—) এই গ্রন্থের দ্বারা তাহা উক্ত

বিবৃতি

হইলে প্রতিটি ভূতের প্রথম অর্দ্ধাংশ সেই ভূতস্বরূপ, অন্য অর্দ্ধাংশটি অন্য চারিভূত স্বরূপ হয়। দুইটী অর্দ্ধাংশ মিলিত হইলে প্রতিটী পঞ্চ-ভূতময় হয়। প্রতিটি ভূত পঞ্চ-ভূতময় হইলেও যে ভূতে যাহার অংশ অধিক আছে। সে ভূত সেই নামে ব্যবহৃত হয়। যেমন, পৃথিবীতে পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ আছে, অন্য চারিভূতের অর্দ্ধাংশের এক এক চতুর্থাংশ আছে। পৃথিবীতে পৃথিবীর অংশ অধিক বলিয়া পৃথিবী ব্যবহার হয়। মহর্ষি বাদরায়ণও "বৈশেষ্যাৎ তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ" এই সূত্রে তাহাই বলিয়াছেন।

স্মৃতি ও পুরাণে পরলোকে এবং দেশনাশ ও দেহান্তর-প্রাপ্তির মধ্যবর্ত্তী কালে জীবের নানারূপ ভোগ বর্ণিত হইয়াছে। ঐ ভোগ নির্বাহের জন্য তদুপযোগী দেহের সৃষ্টি প্রতি-পাদন করিতে বলিলেন—**তৈশ্চাপঞ্চীকৃতভূতৈঃ**। সেই অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে ইহ ও পর লোকে ভোগ-নির্বাহক মোক্ষপর্য্যন্ত স্থায়ী মনঃ ও বুদ্ধিযুক্ত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ সমন্বিত লিঙ্গ শরীর উৎপন্ন হয়। ইহাতে শাস্ত্র প্রমাণও প্রদর্শিত হইয়াছে।

টিপ্পনী

এই সূক্ষ্ম শরীর যদি মোক্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, তবে তাহার জন্ম হইতে পারে না। প্রথম সৃষ্টিতে ঐ লিঙ্গ শরীর উৎপন্ন হয়, ইহা বলা যায় না; কারণ সৃষ্টির প্রাথম্য নাই। জীব, জীবের সংসার ও সৃষ্টি প্রবাহ অনাদি। যদি মধ্যবর্ত্তী কোন একটি সৃষ্টিতে ঐ লিঙ্গ শরীর উৎপন্ন হয়, তবে তৎপূর্ব যাবৎ সৃষ্টিতে ঐ জীবের লিঙ্গ শরীর না থাকায় ভোগ নাই বলিতে হইবে। ভোগ না হইলে সৃষ্টি হইবে না। তাহা হইলে সৃষ্টি প্রলয় প্রবাহের অনাদিত্ব ভঙ্গ হইবে। কতকগুলি জীবের এই সৃষ্টিতে, কতকগুলি জীবের পূর্ব সৃষ্টিতে কতকগুলি জীবের তৎপূর্ব সৃষ্টিতে লিঙ্গ শরীর উৎপন্ন হয়, এইরূপ কল্পনায় কোন প্রমাণ নাই, বিনিগমনাও নাই। প্রাকৃত প্রলয়ে লিঙ্গ শরীরের উপাদান অপঞ্চীকৃত ভূতের

ইতি। তচ্চ দ্বিবিধম্—পরমপরঞ্চেতি। পরং হিরণ্যগর্ভ-লিঙ্গ-শরীরম্। অপরমস্মদাদি-লিঙ্গশরীরম্। তত্র হিরণ্যগর্ভলিঙ্গশরীরং মহত্তত্ত্বম্। অস্মদাদি-লিঙ্গ-শরীরমহঙ্কার-তত্ত্বমিত্যাখ্যায়তে। এবং তমোগুণ-যুক্তেভ্যঃ পঞ্চীকৃত-

---

হইয়াছে। সেই লিঙ্গ শরীর দুই প্রকার :—পর (সমষ্টি) লিঙ্গ শরীর, অপর (ব্যষ্টি) লিঙ্গ শরীর। তন্মধ্যে হিরণ্যগর্ভের লিঙ্গ শরীরটি পর (সমষ্টি) লিঙ্গ-শরীর। আমাদের লিঙ্গ শরীরটি অপর লিঙ্গ-শরীর। তন্মধ্যে হিরণ্যগর্ভের লিঙ্গ শরীরটি মহত্তত্ত্ব এবং আমাদের

বিবৃতি

যদি মরণে স্থূলদেহের ন্যায় লিঙ্গ শরীরেরও নাশ হইত, তবে মরণানন্তর জীবের ভোগ-নির্বাহের জন্য দেহান্তর সৃষ্ট হইত। সেই দেহান্তরের নাশে পুনরায় দেহান্তরের সৃষ্টি করিতে হইত, তাহাতে অনবস্থা হইত। পরন্তু ঐরূপ অনন্ত দেহান্তরের সৃষ্টিতে কোন প্রমাণও নাই। যদি এই দেহের মোক্ষেও নাশ না হইত, তাহা হইলে জীবের ভোগের উচ্ছেদ ও মোক্ষ হইত না। তাই ইহা মোক্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী। মনঃ ও বুদ্ধ্যাদি রহিত দেহের দ্বারা জীবের ভোগ হয় না। তাই লিঙ্গ-শরীর মনঃ প্রভৃতির সহিত সমন্বিত। স্থূল-দেহের ন্যায় ইহার স্থৌল্য নাই, প্রত্যক্ষও হয় না। তাই ইহা সূক্ষ্ম শরীর নামেও প্রসিদ্ধ।

এই সূক্ষ্ম শরীর দুই প্রকার—পর ও অপর। তন্মধ্যে আদি জীব হিরণগর্ভের লিঙ্গ-শরীরটী পর। আমাদের লিঙ্গ শরীরটী অপর। এস্থলে পর শব্দের অর্থ—সমষ্টি। অপর শব্দের অর্থ—ব্যষ্টি। তন্মধ্যে হিরণ্যগর্ভের লিঙ্গ শরীরটি শাস্ত্রান্তরে মহত্তত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ; কারণ বেদান্ত সিদ্ধান্তে মহৎ-তত্ত্ব নামে কোন তত্ত্ব নাই। "ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ"—এই সূত্রে সাংখ্য-সম্মত মহত্তত্ত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। যদিও বেদান্ত-দর্শনের "আনুমানিকাধি-করণে" হিরণ্য গর্ভের বুদ্ধিটি মহত্তত্ত্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তথাপি তাঁহার লিঙ্গশরীর সেই বুদ্ধি ঘটিত বলিয়া লোকে মহত্তত্ত্ব নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের সূক্ষ্ম-

টিপ্পনী

লয়েও যদি লিঙ্গ শরীরের লয় না হয়, তবে তাহার অন্য কেহ উপাদান হইবে অথবা সে অনাদি হইবে। কিন্তু উহার কোনটি স্বীকার্য্য নহে। কেননা লিঙ্গ শরীরের অন্যো-পাদানত্বে কোন প্রমাণ নাই, অনাদি হইলে তাহার বিনাশ হইবে না। সুতরাং এস্থলে মোক্ষশব্দের প্রলয় অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। প্রতি সৃষ্টিতে লিঙ্গ শরীর অপঞ্চীকৃত ভূত হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার লয়ে বিনষ্ট হয়। মধ্যে তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। এইরূপে মোক্ষ পর্য্যন্ত তাহার উৎপত্তি বিনাশ হইতে থাকে। সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন হইয়া চরম দেহনাশের পূর্ব পর্য্যন্ত জীবের সহিত সম্বন্ধ হইয়া থাকে। চরম দেহনাশের পর তাহা থাকে না, উৎপন্নও হয় না। এই তাৎপর্য্যেই মোক্ষপর্য্যন্ত স্থায়ী উক্ত হইয়াছে। মোক্ষ শব্দের মোক্ষ শ্রেয়ঃ অথবা প্রলয় অর্থ শ্রেয়ঃ, তাহা সুধিগণ বিচার করিয়া দেখুন।

ভূতেভ্যো ভূম্যন্তরীক্ষ-স্বর্মহর্জনস্তপঃ-সত্যাখ্যস্যোর্ধ্ব-লোক-সপ্তকস্যাতল-পাতাল-বিতল-সুতল-তলাতল-রসাতল-মহাতলাখ্যাধোলোক-সপ্তকস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য জরায়ুজাণ্ডজ-স্বেদজোদ্ভিজ্জাখ্যানাং চতুর্বিধ-স্থূল-শরীরাণাং চোৎপত্তিঃ। তত্র জরায়ুজানি জরায়ুভ্যো জাতানি মনুষ্য-পশ্বাদি-শরীরাণি, অণ্ডজান্যণ্ডেভ্যো

লিঙ্গ-শরীরটি অহঙ্কার তত্ত্ব বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এইরূপ তমোগুণ-প্রধান পঞ্চীকৃত ভূত সমূহ হইতে পৃথিবী লোক, অন্তরিক্ষ লোক, স্বর্গলোক, মহর্লোক, জন-লোক, তপোলোক ও সত্যলোক নামক উর্ধ্বলোক সপ্তক এবং অতল, পাতাল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল ও মহাতল নামক অধোলোক সপ্তক স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডের ও জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ নামক চতুর্বিধ স্থুল শরীরের উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে জরায়ুজগুলি হইতেছে জরায়ু হইতে উৎপন্ন মনুষ্য, পশু প্রভৃতির শরীর। অণ্ডজগুলি

বিবৃতি

শরীরটী শাস্ত্রান্তর প্রসিদ্ধ অহঙ্কারতত্ত্ব। ব্যষ্টিভূত মনঃটী অহঙ্কার-স্বরূপ বলিয়া সেই মনোঘটিত সূক্ষ্ম শরীরটি অহঙ্কার নামে প্রসিদ্ধ।

ভূত-সৃষ্টির অনন্তর ভৌতিক সৃষ্টি নিরূপণ করিতে বলিলেন—**এবং তমোগুণ-যুক্তেভ্যঃ** ইতি। এইরূপ তমোগুণ-প্রধান পঞ্চীকৃত ভূত হইতে চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড এবং জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ নামক চতুর্বিধ দেহ উৎপন্ন হয়।[১] তন্মধ্যে জরায়ুজ, অণ্ডজ ও স্বেদজ শরীর লোক প্রসিদ্ধ। ভূমি ভেদ করিয়া যাহারা উৎপন্ন হয়, তাহারা উদ্ভিজ্জ বৃক্ষাদি। বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, ওষধিগুলি জীবের পাপফল ভোগের আয়তন বলিয়া শরীর। ছান্দোগ্য উপনিষদে ও মনু সংহিতাতে বৃক্ষাদি ভোগের আয়তন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মহাভারতে বৃক্ষ শরীরে চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে।[২] বৃক্ষায়ুর্বেদে বৃক্ষ-শরীরের রোগ, চিৎকিসা ও আরোগ্যোপায় বর্ণিত হইয়াছে। বৃক্ষ-শরীর প্রাণবৎ না হইলে তাহার রোগ ও চিকিৎসা সম্ভব হইতে না। সুতরাং বৃক্ষাদিও শরীর।

১। ছাদোগ্য উপনিষদের "তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্"—এই বাক্যে ভৌতিক শরীর তিন প্রকার উক্ত হইয়াছে।

স্বেদজ শরীরের অন্তর্ভাব অঙ্গীকার করিয়াই ছান্দোগ্য উপনিষদের "তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্" এই বাক্যে ত্রিবিধ শরীর উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তাই ছান্দোগ্যভাষ্যে ভগবৎ-পাদও বলিয়াছেন—"স্বদেজ-সংশোকজয়োরণ্ডজোদ্ভিজ্জয়োরেব যথাসম্ভবমন্তর্ভাবঃ"।

২। প্রশস্তপাদাচার্য্য, ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধর ভট্ট, তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র, ন্যায়বিন্দুকার ধর্ম-কীর্ত্তি প্রভৃতির মতে বৃক্ষাদি শরীর নহে। কিন্তু কিরণাবলীকার উদয়নাচার্য্য দৃঢ় যুক্তিদ্বারা বৃক্ষাদির সজীবত্ব সমর্থন করিয়াছেন। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীকার বিশ্বনাথও উক্ত মতই সমর্থন করিয়াছেন। জৈন সম্প্রদায়ও বৃক্ষকে স্থাবর জীব বলিয়া তাহাদের একটিমাত্র ইন্দ্রিয় (ত্বক্) বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।১১।১), বৃক্ষায়ুর্বেদে, মহাভারতে (শান্তি পর্ব ১৮৪ অঃ) ও মনুসংহিতায় (২।৯) বৃক্ষাদির শরীরত্ব, চক্ষুঃ, কর্ণাদি ইন্দ্রিয় ও সুখ-দুঃখ এবং রোগাদি বর্ণিত হইয়াছে।

জাতানি পক্ষি-পন্নগাদি-শরীরাণি, স্বেদজানি তু স্বেদাদ্ জাতানি যূক-মশকাদীনি, উদ্ভিজ্জানি তু ভূমিমুদ্ভিদ্য জাতানি বৃক্ষাদীনি, বৃক্ষাদীনামপি পাপফল-ভোগায়তনত্বেন শরীরত্বম্।

অত্র পরমেশ্বরস্য পঞ্চ-তন্মাত্রাত্যুৎপত্তৌ সপ্তদশাবয়বোপেত-লিঙ্গ-শরীরোৎপত্তৌ হিরণ্য-গর্ভ-স্থূল-শরীরোৎপত্তৌ চ সাক্ষাৎ কর্তৃত্বম্, ইতর-নিখিল-প্রপঞ্চোৎপত্তৌ হিরণ্য-গর্ভাদি-দ্বারা, "হন্তাঽহমিমাস্তিস্রো দেবতা-ঽনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণী"তি শ্রুতেঃ। হিরণ্য-

---

হইতেছে অণ্ড হইতে উৎপন্ন পক্ষী, পন্নগ প্রভৃতির শরীর। স্বেদজগুলি হইতেছে স্বেদ হইতে উৎপন্ন যূক (যোঁক) মশক প্রভৃতির শরীর। ভূমি ভেদ করিয়া উৎপন্ন বৃক্ষ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ শরীর। পাপফল ভোগের আয়তন বলিয়া বৃক্ষাদিরও শরীরত্ব আছে।

পূর্বোক্ত সৃষ্ট পদার্থ সমূহের মধ্যে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তিতে, সপ্তদশ অবয়ব-যুক্ত লিঙ্গ শরীরের উৎপত্তিতে এবং হিরণ্যগর্ভের স্থূল শরীরের উৎপত্তিতে [ঈশ্বরের] সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব, অন্যান্য যাবতীয় প্রপঞ্চের উৎপত্তিতে হিরণ্যগর্ভাদি দ্বারা [পরম্পরায়] কর্তৃত্ব; যেহেতু "হন্তাঽহমিমাস্তিস্রো দেবতাঽনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" (আমি সৎস্বরূপ পূর্বোক্ত তেজঃ প্রভৃতি তিন দেবতায় জীবস্বরূপে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ (আকৃতি) সৃষ্টি করিব) এই শ্রুতি প্রমাণ আছে। হিরণ্যগর্ভ হইতেছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু

বিবৃতি

ব্রহ্মে নিখিল জগতের কর্তৃত্ব উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহা উপপন্ন না, কারণ ঘট-পটাদি ভৌতিক বস্তুর কর্তৃত্ব জীবের আছে, ব্রহ্মের নাই। ব্রহ্ম জীবও নহেন। ইহার উত্তরে বলিলেন—**অত্র পরমেশ্বরস্য** ইত্যাদি। পূর্বোক্ত সৃষ্ট পদার্থ সমূহের মধ্যে পঞ্চতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়, সপ্তদশ অবয়বযুক্ত লিঙ্গশরীর ও হিরণ্যগর্ভের স্থূল শরীরের উৎপত্তিতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব। এই সকলের সৃষ্টিতে অবিদ্যা ব্যতীত ঈশ্বরের আর কোন দ্বার নাই, রূপান্তরও নাই। তাই তিনি এই সকলের সাক্ষাৎ কর্তা। অন্য সকল প্রপঞ্চের উৎপত্তিতে হিরণগর্ভ বা বিরাট্ প্রভৃতির দ্বারা কর্তা। অর্থাৎ ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভরূপে, বিরাড়্রূপে বা প্রজাপতি প্রভৃতি-রূপে কর্তা; যেহেতু "হন্তাঽহমিমা-স্তিস্রো দেবতা" ইত্যাদি ছান্দোগ্য উপনিষদে ঈশ্বরেরই জীবরূপে সৃষ্টি-কর্তৃত্ব উক্ত হইয়াছে। এই শ্রুতির আত্মশব্দের দ্বারা জীব-ব্রহ্মের অভেদ এবং তৃতীয়া দ্বারা জীবের দ্বারত্ব, অহং কর্তৃপদ দ্বারা ব্রহ্মের কর্তৃত্ব উক্ত হইয়াছে। সুতরাং জীবের কর্তৃত্বও ঈশ্বরেরই কর্তৃত্ব। অতএব ব্রহ্মের নিখিল জগৎ-কর্তৃত্বে কোন অনুপপত্তি নাই। আচ্ছা, শরীরদ্বয়ের সম্বন্ধ বিনা স্থূল শরীরের সৃষ্টি দেখা যায় না। ঈশ্বর শরীর রহিত হইয়া কিরূপে স্থূল শরীরের কর্তা হইবেন? এস্থলে এইরূপ আপত্তিও হইতে পারে না;

গর্ভো নাম মূর্ত্তিত্রয়াদন্যঃ প্রথমো জীবঃ, "স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত।" "হিরণ্যগর্ভ সম-বর্ত্ততাগ্রে" ইত্যাদি-শ্রুতেঃ। এবং ভূত-ভৌতিক-সৃষ্টি-র্নিরূপিতা।

ইদানীং প্রলয়ো নিরূপ্যতে। প্রলয়ো নাম ত্রৈলোক্য-বিনাশঃ। স চ চতুর্বিধো নিত্যঃ প্রাকৃতো নৈমিত্তিক আত্যন্তিকশ্চেতি। তত্র নিত্যঃ প্রলয়ঃ সুষুপ্তিঃ; তস্যাঃ সকল-কার্য্য-প্রলয়-রূপত্বাৎ। ধর্মাধর্ম-পূর্বসংস্কারাণাঞ্চ

ও রুদ্ররূপ মূর্ত্তি-ত্রয় হইতে ভিন্ন প্রথম জীব; যেহেতু "স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদি-কর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত" (যে হিরণ্যগর্ভ মনু প্রভৃতির সৃষ্টির পূর্বে জন্মিয়াছেন, তিনি প্রথম শরীরী, তিনিই পুরুষ, তিনি ভূতবর্গের আদি-কর্ত্তা প্রথমে জন্মিয়াছেন) ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ আছে। এইরূপে ভূত-ভৌতিক সৃষ্টি নিরূপিত হইল।

সম্প্রতি প্রলয় নিরূপিত হইতেছে। প্রলয় হইতেছে ভূরাদি লোকত্রয়ের বিনাশ (নিজ কারণে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান)। সেই প্রলয় চারি প্রকার—নিত্য প্রলয়, প্রাকৃত প্রলয়, নৈমিত্তিক প্রলয় ও আত্যন্তিক প্রলয়। তন্মধ্যে নিত্য প্রলয় হইতেছে সুষুপ্তি; যেহেতু তাহা সকল কার্য্যের লয় স্বরূপ। তখন (সুষুপ্তিকালে) ধর্ম, অধর্ম ও পূর্ব-

বিবৃতি

কারণ সৃষ্টি শরীর-সাধ্য—এইরূপ নিয়ম নাই। শরীর সম্বন্ধ বিনাই দ্রোণ, দ্রৌপদী প্রভৃতির শরীর সৃষ্টি হইয়াছে। শরীর সম্বন্ধ বিনাই কচ্ছপীর অণ্ডধারণ আজও দেখা যায়। এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা যুক্তিদীপিকায় (৩৯) দ্রষ্টব্য।

জগতের জন্ম নিরূপিত হইয়াছে। সম্প্রতি প্রলয় নিরূপণ করিতে বলিলেন—**ইদানীং প্রলয়ো নিরূপ্যতে।** যদিও জন্মের পরে স্থিতির নিরূপণ কর্ত্তব্য; কেননা জন্মের পরে স্থিতি। তথাপি তাহা সুপ্রসিদ্ধ বলিয়া এবং তৎ ও ত্বংপদার্থের নিরূপণে বা ব্রহ্মের অভিন্ন-নিমিত্তোপাদনতা নিরূপণে তাহার উপযোগিতা নাই বলিয়া তাহা নিরূপিত হয় নাই। কারণে সূক্ষ্মরূপে অবস্থানের নাম লয়। ত্রৈলোক্যের বিনাশই প্রলয়। যদিও নিত্য ও নৈমিত্তিক প্রলয়ে সকল কার্য্যের নাশ নাই; ধর্ম, অধর্ম ও পূর্ব-সংস্কার বিদ্যমান থাকে, তথাপি ত্রৈলোক্যের নাশ আছে। তাই ত্রৈলোক্য-নাশই প্রলয়ের সাধারণ স্বরূপ। এই প্রলয় চারিপ্রকার—নিত্য-প্রলয়, প্রাকৃত-প্রলয়, নৈমিত্তিক-প্রলয় ও আত্যন্তিক প্রলয়। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরণাদিতে এই চারি প্রকার প্রলয়ের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে নিত্য প্রলয়—সুষুপ্তি; যেহেতু সুষুপ্তিটি সকল কার্য্যের লয়-স্বরূপ। ছান্দোগ্য উপনিষদে ও বিষ্ণুপুরাণে সুষুপ্তিতে সকল কার্য্যের লয় উক্ত হইয়াছে।

যদি সুষুপ্তিতে সকল কার্য্যের নাশ হয়। তবে জাগরণে সুখ-দুঃখাদির অনুভব ও ঘট-পটাদির স্মরণ কিরূপে হয়? যেহেতু তাহাদের কারণ ধর্মাধর্ম ও পূর্ব-সংস্কারের

তদা কারণাত্মনাঽবস্থানম্। তেন সুপ্তোত্থিতস্য ন সুখ-দুঃখাদ্যনুপপত্তিঃ। ন বা স্মরণানুপপত্তিঃ। ন চ সুষুপ্তাবন্তঃকরণস্য বিনাশেন তদধীন-প্রাণাদি-ক্রিয়ানুপপত্তিঃ, বস্তুতঃ শ্বাসাদ্যভাবেঽপি তদুপলব্ধেঃ পুরুষান্তর-বিভ্রম-মাত্র-

সংস্কার সমূহের কারণরূপে (সূক্ষ্মরূপে-অবিদ্যারূপে) অবস্থান হয়। সেই হেতু [জাগ্রতে] সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির সুখ, দুঃখাদির অনুপপত্তি বা স্মরণের অনুপপত্তি নাই। সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণের বিনাশ-হেতু তদধীন (অন্তঃ-করণাধীন) প্রাণাদি ক্রিয়ার অনুপপত্তিও নাই ; যেহেতু [সুষুপ্তিতে সকলের লয় শ্রুতি-সিদ্ধ বলিয়া] বস্তুতঃ শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া না থাকিলেও পুরুষান্তরের সুষুপ্ত পুরুষের শরীরের উপলব্ধির ন্যায় তাহার উপলব্ধিও ভ্রম-

বিবৃতি

সুষুপ্তিতে নাশ হইয়াছে, ইহার উত্তরে বলিলেন—**ধর্মাধর্ম-পূর্বসংস্কারাণাম্।** নিত্য প্রলয় সুষুপ্তিতে ধর্মাধর্ম ও পূর্বসংস্কার কারণরূপে অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। তাহাদের সাবশেষ লয় হয়, নিরবশেষ লয় হয় না। সেইজন্য সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির সুখ-দুঃখাদির অনুভব ও ঘট-পটাদির স্মরণে কোন অনুপত্তি নাই। জাগ্রদ্ ভোগপ্রদ কর্মবশে ধর্মাধর্ম ও পূর্ব সংস্কারের পুনরাবির্ভাব প্রযুক্ত সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির সুখ দুঃখাদির অনুভব ও ঘট-পটাদির স্মরণ হইয়া থাকে।

যদি সুষুপ্তিতে শরীরের লয় হয়, তবে জাগরণে শরীরের প্রত্যভিজ্ঞা হইবে না। যেহেতু জাগ্রতে অপূর্ব নূতন শরীর উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার পুনরাবির্ভাব কোথাও দেখা যায় না। এ আপত্তিও এস্থলে হইতে পারে না ; কারণ নিরবশেষ বিনষ্টের পূর্বরূপে পুনরাবির্ভাব অসম্ভব হইলেও সাবশেষ বিনষ্টের পূর্বরূপে আবির্ভাব অসম্ভব নহে। শ্রুতি-স্মতি প্রভৃতিতে ইহা উক্ত হইয়াছে[১]। যদি জাগরণে অপূর্ব দেহের সৃষ্টি হয় ; তবে কৃতকর্মের ফলভোগ বিনা নাশ ও অকৃতকর্মের অভ্যাগম প্রসক্ত হইবে, স্মরণেরও উপপত্তি হইবে না। সুতরাং সুষুপ্তিতে যাহার নাশ হয়, জাগরণে তাহারই পুনরাবির্ভাব হয়।

সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণের লয় হইলে অন্তঃকরণাধীন প্রাণাদির ক্রিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসেরও কোন অনুপপত্তি নাই। কেন নাই ? অন্তঃকরণাধীন শ্বাসাদি ক্রিয়া অন্তঃকরণের লয়ে কিরূপে হইতে পারে ? প্রথমতঃ বিবরণোক্ত দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ অবলম্বন করিয়া ইহার উত্তর দিতে বলিলেন—**বস্তুতঃ শ্বাসাদ্যভাবেঽপি** ইত্যাদি। বস্তুতঃ শ্বাসাদি ক্রিয়া

১। "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্ব"—শু, য, সং ১১।১। "ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ ভবন্তি, তদা ভবন্তি"—ছা, উ ৬।৯।৩। "ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ দেবেষু দৃষ্টয়ঃ। শর্বর্য্যন্তে প্রসূতানাং তান্যেবৈভ্যো দদাত্যজঃ॥ যথর্ত্তুষ্বৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে। দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু॥ যথা-ভিমানিনোঽতীতাস্তুল্যাস্তে সাম্প্রতৈরিহ। দেবা দেবৈরতীতৈর্হি রূপৈর্নামভিরেব চ॥ বি, পু ১।৫

ত্বাৎ, সুষুপ্ত-শরীরোপলম্ভবৎ। ন চৈবং সুষুপ্তস্য পরেতাদবিশেষঃ, সুষুপ্তস্য হি লিঙ্গ-শরীরং সংস্কারাত্মনাঽত্রৈব বর্ত্ততে, পরেতস্য তু লোকান্তর ইতি বৈলক্ষণ্যাৎ। যদ্বা—অন্তঃকরণস্য দ্বে শক্তী জ্ঞান-শক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিশ্চেতি।

মাত্র স্বরূপ। এইরূপ হইলেও অর্থাৎ সুষুপ্তিতে শ্বাসাদি ক্রিয়ার অভাব হইলে সুষুপ্ত পুরুষের মৃত পুরুষ হইতে অবিশেষ (অভেদ) হয় না; যেহেতু সুষুপ্ত পুরুষের লিঙ্গ শরীর এই লোকেই সংস্কাররূপে (সূক্ষ্মরূপে) থাকে, মৃত ব্যক্তির লিঙ্গ শরীর লোকান্তরে থাকে—এই প্রভেদ আছে। অথবা অন্তঃকরণের দুইটি শক্তি—জ্ঞান শক্তি ও ক্রিয়া-

বিবৃতি

না থাকিলেও অন্য জাগ্রৎ পুরুষ যে সুষুপ্তের শ্বাসাদি ক্রিয়া উপলব্ধি করে, তাহা সুষুপ্ত পুরুষের স্বশরীরের উপলব্ধির ন্যায় ভ্রমমাত্র। তাৎপর্য্য এই যে, স্বতঃপ্রমাণ শ্রুতি যখন সুষুপ্তিতে সকলের লয় এবং জাগরণে সেই সকলের পুনরাবির্ভাব বলিয়াছেন, তখন সুষুপ্তিতে শ্বাসাদি নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যদি সুষুপ্তিতে জীবের শ্বাসাদি থাকিত, তবে জীব সাক্ষী দ্বারাই তাহার সত্তা সিদ্ধ হইত। জীবসাক্ষী দ্বারা যখন তাহার সত্তা সিদ্ধ হইতেছে না। তখন কোন প্রমাণের দ্বারা তাহার সত্তা হইবে? তবে যে যখন যে বস্তুকে দেখে, তখনই সেই বস্তুটি তাহার অবিদ্যা দ্বারা সৃষ্ট হয়। তাহার পুর্বে বা পরে সেই বস্তুর অস্তিত্বে কোনই প্রমাণ নাই। দর্শনের পুর্বে ও পরে সেই বস্তু না থাকিলেও তাহার যে সেই বস্তু বিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞা হয়, তাহাও দীপাদি-প্রত্যভিজ্ঞার-ন্যায় ভ্রান্ত। ভ্রান্তির সাধক বাধক যে নাই, তাহা নহে। প্রতিভাস-মাত্র শরীরত্বই তাহার বাধক রহিয়াছে। তাহার প্রতিভাস-মাত্র শরীরত্বও অসিদ্ধ নহে। ব্রহ্মাতিরিক্ত সকল বস্তুর মিথ্যাত্বের দ্বারা তাহার প্রতিভাস-মাত্র শরীরত্বও সিদ্ধ আছে। সুতরাং সুষুপ্তিতে শ্বাসাদির উপলব্ধি ভ্রান্তি।

সুষুপ্তিতে শ্বাসাদি ক্রিয়ার লয় অঙ্গীকার করিলে মৃত ও সুষুপ্তের অবিশেষ (ঐক্য) হয় না; কারণ সুষুপ্তের লিঙ্গশরীর সূক্ষ্মরূপে ইহলোকেই থাকে। মৃতের কিন্তু স্বস্বরূপে লোকান্তরে থাকে, এই বৈলক্ষণ্য আছে। যদিও মৃত ও সুষুপ্তের স্থূল দেহের অভাব সমান, তথাপি তাহারা এক হইবে না। কোন একরূপে দুইটী বস্তু সমান হইলে তাহাদের যদি অভেদ হয়, তবে স্বপ্ন ও জাগ্রতের বিশেষজ্ঞানের সাম্যে অভেদ প্রসঙ্গ হইবে। যদি বাহ্যেন্দ্রিয় ব্যাপারের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব-দ্বারা স্বপ্ন ও জাগরণের ভেদ হয়। তবে লিঙ্গ শরীরের উদ্ভব ও অভিভবের দ্বারা মৃত ও সুষুপ্তের ভেদ হইবে। সুপ্ত ও মৃত জীবের উদ্ভব ও অভিভবের ভেদ থাকিলেও জীবোপাধি লিঙ্গশরীরের ভেদ না থাকায় ভেদ হয় না।

সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদ অবলম্বনে সুপ্ত পুরুষের শ্বাসাদি ক্রিয়া উপপাদন করিতে বলিলেন—**যদ্বা—অন্তঃকরণস্য** ইত্যাদি। অন্তঃকরণের দুইটী শক্তি—জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি।

তত্র জ্ঞানশক্তি-বিশিষ্টান্তঃকরণস্য সুষুপ্তৌ বিনাশো ন ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্টস্যেতি প্রাণাদ্যবস্থানমবিরুদ্ধম্। "যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি অথাস্মিন্ প্রাণ একধা ভবতি। অথৈনং বাক্ সর্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি। সতা সৌম্য! তদা সম্পন্নো ভবতি, স্বমপীতো ভবতী"ত্যাদি-শ্রুতিরুক্ত-সুষুপ্তৌ মানম্।

প্রাকৃত-প্রলয়স্তু কার্য্য-ব্রহ্ম-বিনাশ-নিমিত্তকঃ সকল-কার্য্য-নাশঃ। যদা

শক্তি। তন্মধ্যে সুষুপ্তিতে জ্ঞান-শক্তি-বিশিষ্ট অন্তঃকরণের বিনাশ হয়, ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্ট অন্তঃকরণের বিনাশ হয় না। এই হেতু প্রাণাদির অবস্থান বিরুদ্ধ নহে। "যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যতি অথাস্মিন্ প্রাণ একধা ভবতি অথৈনং বাক্ সর্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি সতা সৌম্য! তদা সম্পন্নো ভবতি, স্বমপীতো ভবতি" (যখন সুপ্ত পুরুষ কোন স্বপ্ন দর্শন করেন না, অনন্তর (স্বপ্নদর্শনের নিবৃত্তিতে) প্রাণে (ব্রহ্মে) অভিন্ন হন, অনন্তর (জীবের ব্রহ্মের সহিত ঐক্যের অনন্তর) সমস্ত নামের সহিত বাক্ এই ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়, হে সৌম্য! (শ্বেতকেতো!) তখন (সুষুপ্তিকালে) সদ্ ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ (একীভূত) হয়, স্বস্বরূপ প্রাপ্ত হয়) ইত্যাদি শ্রুতি উক্ত সুষুপ্তিতে প্রমাণ।

প্রাকৃত প্রলয় কিন্তু কার্য্য ব্রহ্ম হিরণ্য-গর্ভের বিনাশ নিমিত্তক সকল কার্য্যের নাশ।

বিবৃতি

সত্ত্বাংশ-প্রধান অপঞ্চীকৃত ভূত সমূহের সমবায় হইতে চিত্ররূপের ন্যায় জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়া শক্তিবিশিষ্ট একটি স্বচ্ছ দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। সেই স্বচ্ছ দ্রব্যের জ্ঞানশক্তি-প্রধান অংশটি অন্তঃকরণ। ক্রিয়াশক্তি-প্রধান অংশটি প্রাণ। সেই দুই শক্তির মধ্যে সুষুপ্তিতে জাগৎ ও স্বাপ্ন ভোগপ্রদ কর্মের বিনাশ ও সৌষুপ্ত অনুভব জনক কর্মের উদয় হেতু জ্ঞানশক্তি-বিশিষ্ট অন্তঃকরণের লয় হইলেও শ্বাসাদি ক্রিয়াজনক কর্মের নাশ না হওয়ায় প্রাণরূপ ক্রিয়াশক্তি বিশিষ্ট অন্তঃকরণের লয় হয় না। এইরূপ ধর্মাধর্ম, শরীর প্রভৃতিরও লয় হয় না। তাই বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহে[১] সুষুপ্তিটি অন্তঃকরণের লয়-স্বরূপ উক্ত হইয়াছে। সিদ্ধান্ত বিন্দুতেও আচার্য্য মধুসূদন তাহাই বলিয়াছেন। ইহাতে ঐ সকল লয় শ্রুতির সহিত বিরোধ হয় না; কারণ ঐ শ্রুতিগুলির গৌণ লয়েই তাৎপর্য্য। দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদেই সর্বলয় মুখ্য। সুতরাং সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদে প্রাণাদির অবস্থান বিরুদ্ধ নহে এবং সুষুপ্তিতে প্রাণাদির লয় না হওয়ায় শ্বাসাদিক্রিয়াও দৃষ্ট-নষ্ট-স্বরূপ নহে। সকল কার্য্যের লয়-স্বরূপ এই সুষুপ্তিতে "যদা সুপ্ত" ইত্যাদি কৌষীতকী উপনিষৎ প্রমাণ।

কার্য্য ব্রহ্ম হিরণ্য-গর্ভের বিনাশের নিমিত্তক সকল কার্য্যের নাশই প্রাকৃত প্রলয়। এস্থলে প্রকৃতি হইতেছে—আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি-বিশিষ্ট অজ্ঞান। যখন কার্য্যবর্গের

১। "সুষুপ্তেরন্তঃকরণ-লয়রূপত্বান্ন তত্র তৎসম্ভাবঃ"—বি প্র, সং ৬২ পৃঃ "স্বপ্নাবস্থাজ্ঞানস্যৈবান্তঃকরণ-লয়সহিতস্য সুষুপ্তি-রূপত্বাৎ"—কা, সি, বি ৪০৮ পৃঃ

তু প্রাগেবোৎপন্ন-ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কারস্য কার্য্য-ব্রহ্মণো ব্রহ্মাণ্ডাধিকার-লক্ষণ-প্রারব্ধ-কর্ম-সমাপ্তৌ বিদেহ-কৈবল্যাত্মিকা পরম-মুক্তিস্তদা তল্লোক-বাসিনা-মপ্যুৎপন্ন-ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কারাণাং ব্রহ্মণা সহ বিদেহ-কৈবল্যম্, "ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতি-সঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদ"মিতি শ্রুতেঃ। এবং তল্লোক-বাসিভিঃ সহ কার্য্য-ব্রহ্মণি মুচ্যমানে তদধিষ্ঠিত-ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বর্ত্তি-নিখিল-লোক-তদন্তর্বর্ত্তি-স্থাবরাদীনাং ভৌতিকানাং ভূতা-

যখন কিন্তু প্রলয়ের পূর্বেই কার্য্য ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মাণ্ড ভোগ-প্রমাণক প্রারব্ধ কর্মের সমাপ্তিতে বিদেহ কৈবল্যরূপ পরম মুক্তি হয়, তখন উৎপন্ন-ব্রহ্মসাক্ষাৎকার তল্লোকবাসী জীবগণেরও কার্য্য ব্রহ্মের সহিত বিদেহ কৈবল্য হয়; যেহেতু "ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্" ॥ (পরম পুরুষ হিরণ্যগর্ভের মুক্তিকালে প্রলয় উপস্থিত হইলে সেই কৃতাত্মা (আত্মসাক্ষাৎকারবান্) তল্লোকবাসী জীবগণ কার্য্য ব্রহ্মের সহিত পরমপদ ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হন) এই শ্রুতি (স্মৃতি) প্রমাণ আছে।

এইরূপে সেই সত্যলোকবাসী জীবগণের সহিত কার্য্য ব্রহ্ম হিরগর্ভের মুক্তি হইলে তাঁহার দ্বারা অধিষ্ঠিত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সকল লোক ও তাহার অন্তর্বর্ত্তী ঘটপটাদি

বিবৃতি

অজ্ঞানরূপে অবস্থান হয়, তখন প্রাকৃত প্রলয় হয়। প্রলয়ের পূর্বে যখন কার্য্য ব্রহ্ম হিরণ্য-গর্ভের মুক্তিহেতু ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার ও ব্রহ্মাণ্ড ভোগজনক প্রারব্ধ কর্মের সমাপ্তিতে বিদেহ কৈবল্যরূপ মুক্তি হয়। তখন হিরণ্যগর্ভ লোকবাসী ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ জীবসমূহেরও হিরণ্যগর্ভের সহিত বিদেহ কৈবল্য হয়; যেহেতু "ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে" ইত্যাদি স্মৃতিতে হিরণ্যগর্ভের মুক্তি সময়ে প্রলয় উপস্থিত হইলে তল্লোকবাসী ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ জীব-সমূহের পরম মুক্তি উক্ত হইয়াছে। সত্যলোকবাসী যে সমস্ত জীবের ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয় নাই, তাঁহাদের বিদেহ কৈবল্য হইবে না। কিন্তু যতকাল ব্রহ্মলোক থাকিবে, ততকাল তাঁহারা ব্রহ্মলোকে থাকিবেন। তাহার পর তাঁহাদের সেখান হইতে অবতরণ হইবে, ইহাও ইহা দ্বারা সূচিত হইল। সেই সত্যলোক-বাসী জীবগণের সহিত কার্য্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের মুক্তি হইলে সেই হিরণ্যগর্ভাধিষ্ঠিত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী চতুর্দশ ভুবন, সেই চতুর্দশ ভুবনের অন্তর্বর্ত্তী স্থাবর বৃক্ষাদির এবং ভূত ও ভৌতিকের উপাদান অজ্ঞানে লয় হয়। আচ্ছা, উপাদানের বিদ্যমান-দশায় উপাদেয়ের নাশ উপাদানেই আশ্রিত হয়। প্রাকৃত প্রলয়ে অজ্ঞানেরও লয় শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। অতএব অজ্ঞানে সেই সকলের লয় কিরূপে হইবে? এস্থলে এরূপ আপত্তি হয় না; কারণ অজ্ঞানের সত্ত্ববোধক শ্রুতির সহিত একবাক্যতাবশতঃ উদাহৃত শাস্ত্র অজ্ঞানের ভাক্ত লয় প্রতিপাদন করে,

জীনাঞ্চ প্রকৃতৌ মায়ায়াং লয়ো ন তু ব্রহ্মণি, বাধ-রূপ-বিনাশস্যৈব ব্রহ্ম-নিষ্ঠত্বাৎ। অতঃ প্রাকৃত-প্রলয় ইত্যুচ্যতে।

কার্য্য-ব্রহ্মণো দিবসাবসান-নিমিত্তকস্ত্রৈলোক্য-মাত্র-প্রলয়ো নৈমিত্তিক-প্রলয়ঃ। ব্রহ্ম-দিবসশ্চতুর্যুগ-সহস্র-পরিমিত-কালঃ, "চতুর্যুগ-সহস্রং তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে" ইতি বচনাৎ। প্রলয়-কালো দিবসকাল-পরিমিতঃ,

---

স্থাবর ভৌতিক ও পৃথিব্যাদি ভূতবর্গের মায়ারূপ প্রকৃতিতে লয় হয়; ব্রহ্মে কিন্তু লয় হয় না; যেহেতু বাধরূপ বিনাশেরই ব্রহ্ম-নিষ্ঠতা আছে। এই হেতু অর্থাৎ এই লয় প্রকৃতিতে হয় বলিয়া প্রাকৃত প্রলয় বলিয়া কথিত হয়।

কার্য্য ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভের দিবসের অবসান নিবন্ধন ত্রৈলোক্য মাত্রের লয় হইতেছে নৈমিত্তিক প্রলয়। এক সহস্র চতুর্যুগ পরিমিত কাল হইতেছে কার্য্য ব্রহ্মের দিবস; যেহেতু "চতুর্যুগ-সহস্রং তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে" (চতুর্যুগ-সহস্র কিন্তু ব্রহ্মের দিন কথিত হয়।) এই স্মৃতিবচন প্রমাণ আছে। কার্য্য ব্রহ্মের দিবস কালের পরিমিত কাল হইতেছে প্রলয়

বিবৃতি

মুখ্য লয় প্রতিপাদন করে না। বিসদৃশ পরিণাম রহিত হইয়া অজ্ঞানের যে অবস্থিতি, তাহাই অজ্ঞানের ভাক্ত লয়। অনাদি অজ্ঞানের যখন উপাদান নাই, তখন তাহার মুখ্য লয় হইতে পারে না। অজ্ঞান ও ব্রহ্ম উভয় যখন উপাদান, তখন ব্রহ্মেই বা সকল কার্য্যের লয় কেন হইবে না? তাহার উত্তরে বলিলেন—**ন তু ব্রহ্মণি**। ব্রহ্মে কিন্তু লয় হয় না; কারণ বাধ-রূপ লয়ই ব্রহ্মে হয়। প্রকৃতিতে এই লয় হয় বলিয়া ইহার নাম প্রাকৃত প্রলয়।

কার্য্য ব্রহ্ম বিরাট্ প্রজাপতির দিবসের অবসান জন্য ভূরাদি লোকত্রয়ের প্রলয়ই নৈমিত্তিক প্রলয়। এই প্রলয়ে মহঃ প্রভৃতি লোকের লয় হয় না। বিষ্ণু পুরাণে মহঃ প্রভৃতি লোকের স্থিতিই উক্ত হইয়াছে। কার্য্য ব্রহ্মের দিবস হইতেছে—চতুর্যুগ সহস্র পরিমিত কাল। পুরাণে এই পরিমিত কালকেই ব্রহ্মদিবস বলা হইয়াছে। মনুষ্যের একবৎসরে দেবতাদের এক অহোরাত্র। তাদৃশ অহোরাত্রানুসারে পক্ষ মাসাদি ক্রমে দেবতাদের বার হাজার বৎসরে একটি চতুর্যুগ হয়। তন্মধ্যে চারি হাজার দৈববর্ষে সত্য যুগ, তিন হাজার দৈববর্ষে ত্রেতা, দুই হাজার দৈববর্ষে দ্বাপর, এক হাজার দৈব বর্ষে কলিযুগ হয়। সত্যযুগের পূর্ব ও উত্তর সন্ধি আট শত বৎসর, ত্রেতার পূর্ব ও উত্তর সন্ধি ছয়শত বৎসর। এইরূপ দ্বাপর ও কলির পূর্বোত্তর সন্ধি যথাক্রমে চারি ও দুই সহস্র বৎসর। এই পরিমিত কালই এক চতুর্যুগ। এইরূপ এক সহস্র চতুর্যুগ ব্রহ্মের দিবস। কার্য্য ব্রহ্মের এই দিবস পরিমিত কালই প্রলয় কাল। আচ্ছা, কার্য্য ব্রহ্মের রাত্রি-পরিমিত কালই প্রলয় কাল, ইহা মনুতে উক্ত হইয়াছে[১]। দিবস পরিমিত কাল কিরূপে প্রলয় কাল হয়?

১। যদা স দেবো জাগর্ত্তি তদেদং চেষ্টতে জগৎ। যদা স্বপিতি শান্তাত্মা তদা সর্বং নিমীলতি॥ মনু ১।৫২

রাত্রিকালস্য দিবস-তুল্যত্বাৎ। প্রাকৃত-প্রলয়ে নৈমিত্তিক-প্রলয়ে চ পুরাণ-বচনানি প্রমাণানি।

দ্বিপরার্দ্ধে ত্বতিক্রান্তে ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
তদা প্রকৃতয়ঃ সপ্ত কল্প্যন্তে প্রলয়ায় হি॥
এষ প্রাকৃতিকো রাজন্ প্রলয়ো যত্র লীয়তে।

ইতি বচনং প্রাকৃত-প্রলয়ে মানম্।

এষ নৈমিত্তিকঃ প্রোক্তঃ প্রলয়ো যত্র বিশ্বসৃক্।
শেতেঽনন্তাসনে নিত্যমাত্মসাৎকৃত্য চাখিলম্॥

ইতি বচনং নৈমিত্তিক-প্রলয়ে মানম্।

তুরীয়-প্রলয়স্তু ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-নিমিত্তকঃ সর্ব-মোক্ষঃ। স চৈক-জীববাদে

কাল; যেহেতু রাত্রি কালটি দিবসকালের তুল্য। প্রাকৃত প্রলয় ও নৈমিত্তিক প্রলয়ে পুরাণ বচনগুলি প্রমাণ।

"দ্বিপরার্দ্ধে ত্বতিক্রান্তে ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। তদা প্রকৃতয়ঃ সপ্ত কল্প্যন্তে প্রলয়ায় হি॥ এষ প্রাকৃতিকো রাজন! প্রলয়ো যত্র লীয়তে।" (পরমেষ্ঠী ব্রহ্মের পরার্দ্ধ-দ্বয় (পূর্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ) অতিক্রান্ত হইলে তখন সাতটি প্রকৃতি (মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র) প্রলয়ের যোগ্য হয়। যে প্রলয়ে সকল কার্য্যের লয় হয়, হে রাজন্! ইহা প্রাকৃত প্রলয়।) এই পুরাণ বচন প্রাকৃত প্রলয়ে প্রমাণ। "এষ নৈমিত্তিকঃ প্রোক্তঃ প্রলয়ো যত্র বিশ্বসৃক্। শেতেঽনন্তাসনে নিত্যমাত্মসাৎ কৃত্য চাখিলম্॥" (যে প্রলয়ে বিরাট ভূরাদি লোকত্রয়কে আত্মসাৎ করিয়া অনন্ত শয্যায় নিত্য (দিবস কালের তুল্য দীর্ঘকাল) শয়ন করেন, ইহা নৈমিত্তিক প্রলয় কথিত হইয়াছে।) এই পুরাণ বচন নৈমিত্তিক প্রলয়ে প্রমাণ।

তুরীয় (চতুর্থ আত্যন্তিক) প্রলয় কিন্তু ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-নিমিত্তক সর্বমোক্ষ। সেই

বিবৃতি

তাহার উত্তরে বলিলেন—**রাত্রিকালস্য দিবসতুল্যত্বাৎ।** রাত্রিকালটি দিবস-কালের তুল্য, ইহা মনু বলিয়াছেন[১]। সুতরাং দিবসকাল প্রলয়কাল বলিলে রাত্রিপরিমিত কাল যে প্রলয় কাল, তাহা বুঝা যায়। তবে দিবস-কালের পরিমাণ পুরাণে যেরূপ স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে, রাত্রিকালের পরিমাণ স্পষ্ট উক্ত হয় নাই। তাই দিবস কালকে প্রলয় কাল বলা হইয়াছে। প্রাকৃত প্রলয় ও নৈমিত্তিক প্রলয়ে উদাহৃত পুরাণ বাক্য প্রমাণ। বেদে প্রলয় উক্ত হইলেও তাহার ভেদ স্পষ্ট উক্ত হয় নাই। পুরাণে তাহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। তাই এস্থলে পুরাণ বচন প্রমাণরূপে উক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার নিমিত্তক সর্বমোক্ষই তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ আত্যন্তিক প্রলয়। এস্থলে

১। "দৈবিকানাং যুগানান্তু সহস্রং পরিসংখ্যয়া। ব্রাহ্মমেকমহর্জ্ঞেয়ং তাবতী রাত্রিমেব চ॥ মনু ১।৭২

যুগপদেব, নানাজীব-বাদে ক্রমেণ, "সর্বে একীভবন্তী"ত্যাদি-শ্রুতেঃ। তত্রাদ্যাস্ত্রয়োঽপি প্রলয়াঃ কর্মোপরম-নিমিত্তাঃ। তুরীয়স্তু জ্ঞানোদয়-

সর্ব-মোক্ষ এক জীববাদে যুগপৎই হয় ; নানা জীববাদে ক্রমে হয় ; যেহেতু "সর্বে একীভবন্তি" (সমস্ত পদার্থ একীভূত (পরমাত্ম স্বরূপ হয়) ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ আছে। এই এই চারিটি প্রলয়ের মধ্যে প্রথম তিনটি প্রলয়ই কর্মের নিবৃত্তি-নিমিত্তক। চতুর্থ প্রলয়

বিবৃতি

অবিদ্যা ও তৎকার্য্য সমূহের লয়ই সর্বমোক্ষ। আত্যন্তিক প্রলয়ে অবিদ্যারও লয় হয়। তাই পরমাত্মাতে সকলের লয় হয়। বিবরণ-মতে অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। জীবের উপাধি অবিদ্যা এক বলিয়া জীবও এক। এই বাদই একজীব-বাদ। এ সম্বন্ধে নানা মত ভেদ আছে। কেহ মনে করেন—জীব এক। সজীব শরীরও এক। অন্য শরীরগুলি নির্জীব। যতকাল অবিদ্যা, ততকাল তাহার স্বপ্নদর্শনের ন্যায় যাবতীয় ব্যবহার চলিতে থাকে। বদ্ধ, মুক্তাদি ভেদ-ব্যবহার কিন্তু কল্পিত। অন্যে ইহাতে বিরোধ লক্ষ্য করিয়া বলেন—হিরণ্যগর্ভই একমাত্র মুখ্য জীব। তাঁহার প্রতিবিম্ব-রূপ অন্য সমস্ত জীবই জীবাভাস। এই জীবাভাসগুলি সংসারী। মুখ্য জীব সংসারী নহেন ; কারণ উপাধি প্রতিবিম্বের পক্ষপাতী, বিম্বের পক্ষপাতী নহে। অন্যে ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলেন—একই জীব অবিশেষে সকল শরীরে অধিষ্ঠান করে। এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা "অদ্বৈতসিদ্ধি" ও সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহে দ্রষ্টব্য। এই একজীববাদে সেই এক জীবের তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যুগপৎ সকলের অজ্ঞান ও তৎকার্য্যের নাশ হয় বলিয়া যুগপৎ মোক্ষ হয়।

এই একজীব বাদে বদ্ধ-মুক্ত ব্যবস্থা হয় না, শ্রুতি ও সূত্রাদির সহিত বিরোধও হয়। তাই এক সম্প্রদায় অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে জীব বলেন। এই মতে জীবোপাধি অন্তঃকরণ নানা বলিয়া জীবও নানা। নানাজীব বাদে প্রথমে একের তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের এক অংশ বিনষ্ট হয়। পরে অন্যের তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের আর এক অংশ নষ্ট হয়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে অজ্ঞানের এক এক দেশ নষ্ট হইতে হইতে শেষ জীবের তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের শেষ অংশ নষ্ট হয়। তখন সমগ্র অজ্ঞান ও তৎকার্য্যের নাশ বা সর্ব মোক্ষ হয়। অজ্ঞান নিরংশ নহে, সাংশ। জীবন্মুক্তের অজ্ঞানের আবরণ-শক্তিমৎ অংশ বিনষ্ট হইলেও বিক্ষেপ-শক্তিমৎ অংশ বিদ্যমান থাকে ; নচেৎ তাঁহাদের অজ্ঞান-নিমিত্তক ব্যবহার হইত না। যুগপৎ সকলের তত্ত্বজ্ঞানের সাধন লাভ হয় না বলিয়া যুগপৎ সকলের তত্ত্বজ্ঞান হয় না, ক্রমে ক্রমে হয়। তাই নানা জীববাদে ক্রমে ক্রমে সর্বমোক্ষ হয়। এই আত্যন্তিক প্রলয়ে "সর্ব একীভবন্তি" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ।

প্রথম তিনটি প্রলয় অর্থাৎ নিত্য, প্রাকৃত ও নৈমিত্তিক প্রলয় কর্মের উপরম-নিমিত্তক। তন্মধ্যে স্থুল শরীরাভিমানী ব্যষ্টি জীবের স্বপ্ন ও জাগ্রদ্ ভোগ-প্রদ কর্মের

নিমিত্তোঽজ্ঞানেন সহৈবেতি বিশেষঃ। এবং চতুর্ব্বিধ-প্রলয়ো নিরূপিতঃ।

তস্যেদানীং ক্রমো নিরূপ্যতে। ভূতানাং ভৌতিকানাঞ্চ ন কারণ-লয়-ক্রমেণ লয়ঃ, কারণ-লয়-সময়ে কার্য্যাণামাশ্রয়মন্তরেণাবস্থানানুপপত্তেঃ, কিন্তু সৃষ্টিক্রমবিপরীত-ক্রমেণ, তত্তৎকার্য্যনাশে তত্তজ্জনকাদৃষ্ট-নাশস্যৈব প্রয়োজক-

---

কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের উদয়-নিমিত্তক অজ্ঞানের সহিত সকল কার্য্যের লয়—এই বিশেষ (প্রভেদ)। এইরূপে চতুর্ব্বিধ প্রলয় নিরূপিত হইল।

সম্প্রতি সেই প্রলয়ের ক্রম নিরূপিত হইতেছে। ভূত ও ভৌতিক-বর্গের কারণ-লয় ক্রমে লয় হয় না; যেহেতু কারণের-লয়কালে অনাশ্রিত কার্য্যের অবস্থান উপপন্ন হয় না। কিন্তু সৃষ্টি ক্রমের বিপরীত ক্রমে লয় হয়; যেহেতু সেই সেই কার্য্যের নাশে সেই সেই কার্য্যের জনক অদৃষ্টের নাশের প্রয়োজকত্ব আছে বলিয়া উপাদান-নাশের প্রয়োজকত্ব

বিবৃতি

উপরমই নিত্য প্রলয়ের নিমিত্ত। সমষ্টি স্থূল শরীরাভিমানী বিরাট্ পুরুষের জাগ্রদ্-ভোগ-প্রদ কর্ম্মের উপরম নৈমিত্তিক প্রলয়ের নিমিত্ত। হিরণ্যগর্ভের প্রারব্ধ কর্ম্মের উপরম প্রাকৃত প্রলয়ের নিমিত্ত। তুরীয় প্রলয় কিন্তু ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-নিমিত্তক। প্রথম তিনটি প্রলয়ে অজ্ঞানের সহিত সকল কার্য্যের নাশ হয় না। তুরীয় প্রলয়ে কিন্তু অজ্ঞানের সহিত সকল কার্য্যের নাশ হয়, ইহাই প্রভেদ। এইরূপে চারি প্রকার প্রলয় নিরূপিত হইল।

প্রলয় ও তাহার কারণ নিরূপিত হইয়াছে। সম্প্রতি তাহার ক্রম নিরূপিত হইতেছে। অজ্ঞানের লয়ে তৎকার্য্য অপঞ্চীকৃত ভূতের লয়, তাহার লয়ে তৎকার্য্য পঞ্চীকৃত ভূতের লয়, তাহার লয়ে তৎ-কার্য্য ভৌতিকের লয়। ইহাই কারণ লয় ক্রম। এই ক্রমে ভূত ও ভৌতিকের লয় হয় না। কেন হয় না? যেহেতু আশ্রয় বিনা কার্য্যের অবস্থান উপপন্ন হয় না। বর্ত্তমান কার্য্য উপাদানে আশ্রিত হইয়াই বর্ত্তমান থাকে, অনাশ্রিত বা অন্যাশ্রিত হইয়া বর্ত্তমান থাকে না। যদি উপাদান-নাশের পর ক্ষণে কার্য্যের নাশ হয়, তবে উপাদান নাশ ক্ষণে কার্য্যের আশ্রয় উপাদান না থাকায় কার্য্য অনাশ্রিত হইয়া পড়ে। অথচ অনাশ্রিত কার্য্যের একটি ক্ষণে স্থিতি যুক্ত-যুক্ত নহে। সুতরাং কারণ-লয় ক্রমে কার্য্যের লয় হইতে পারে না। কিন্তু তাহার বিপরীত ক্রমে কার্য্যের লয় হয়। প্রথমে ভৌতিকের পঞ্চীকৃত ভূতে লয়, তাহাদের অপঞ্চীকৃত ভূতে এবং অপঞ্চীকৃত ভূতের অব্যাকৃত অজ্ঞানে লয় হয়। ইহাই সৃষ্টি-ক্রমের বিপরীত ক্রম। সেই সেই কার্য্যনাশের প্রতি সেই সেই কার্য্যের উপভোগ জনক অদৃষ্টের নাশই প্রয়োজক, উপাদানের নাশ প্রয়োজক নহে। উপাদান সত্ত্বেও যখন উপাদেয়ের নাশ হয়, তখন উপাদান নাশ উপাদেয় নাশের প্রতি হেতু হইতে পারে না। কার্য্য দ্রব্য নাশের প্রতি উপাদান নাশ

তয়োপাদান-নাশস্যাপ্রয়োজকত্বাৎ; অন্যথা ন্যায়মতেঽপি মহাপ্রলয়ে পৃথিবী-পরমাণু-গত-রূপ-গন্ধ-রসাদেরবিনাশাপত্তেঃ। তথা চ পৃথিব্যা অপ্‌সু, অপাং তেজসি, তেজসো বায়ৌ, বায়োরাকাশে, আকাশস্য জীবাহঙ্কারে, তস্য হিরণ্যগর্ভাহঙ্কারে, তস্য চাবিদ্যায়ামিত্যেবংরূপ এব প্রলয়ঃ। তদুক্তং বিষ্ণু-পুরাণে—

জগৎ-প্রতিষ্ঠা দেবর্ষে! পৃথিব্যপ্‌সু প্রলীয়তে।
তেজস্যাপঃ প্রলীয়ন্তে তেজো বায়ৌ প্রলীয়তে॥
বায়ুশ্চ লীয়তে ব্যোম্নি তচ্চাব্যক্তে প্রলীয়তে।
অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নিষ্কলে চ প্রলীয়তে॥

ইতি। এবংবিধ-প্রলয়-কারণত্বং তৎপদার্থস্য ব্রহ্মণস্তটস্থ-লক্ষণম্।

নাই। অন্যথা অর্থাৎ উপাদান-নাশকে কার্য্যমাত্রের নাশক বলিলে ন্যায়মতেও মহাপ্রলয়ে রূপ, রস, গন্ধাদির অবিনাশের আপত্তি হইবে। সুতরাং পৃথিবীর জলে, জলের তেজে, তেজের বায়ুতে, বায়ুর আকাশে, আকাশের জীবাহঙ্কারে, জীবাহঙ্কারের হিরণ্যগর্ভ অহঙ্কারে, হিরণ্যগর্ভের অহঙ্কারের অবিদ্যায় লয় হয়। এই প্রকারই প্রলয়। "জগৎ-প্রতিষ্ঠা দেবর্ষে! পৃথিব্যপ্‌সু প্রলীয়তে। তেজস্যাপঃ প্রলীয়ন্তে তেজো বায়ৌ প্রলীয়তে। বায়ুশ্চ লীয়তে ব্যোম্নি তচ্চাব্যক্তে প্রলীয়তে। অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নিষ্কলে চ প্রলীয়তে॥" (হে দেবর্ষে! জগতের অধিষ্ঠান স্বরূপা পৃথিবী জলে প্রলীন হয়। জল তেজে প্রলীন হয়। তেজঃ বায়ুতে প্রলীন হয়। বায়ু-আকাশে প্রলীন হয়। সেই আকাশ অব্যক্তে (অজ্ঞানে) প্রলীন হয়। হে ব্রহ্মন্! অব্যক্ত নিষ্কল পুরুষে (শুদ্ধ ব্রহ্মে) প্রলীন হয়।) বিষ্ণুপুরাণে এই বচন দ্বারা তাহা উক্ত হইয়াছে। এইরূপ প্রলয়-কারণত্ব হইতেছে তৎপদার্থ ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ।

বিবৃতি

হেতু হইলেও কার্য্য-সামান্য নাশের প্রতি উপাদাননাশ হেতু নহে। অনুগত নানা হেতু কল্পনা করা অপেক্ষা বরং এক অদৃষ্টের নাশকেই হেতু বলা উচিত। অন্যথা অর্থাৎ কার্য্যমাত্র নাশের প্রতি উপাদাননাশ হেতু হইলে ন্যায়মতেও মহাপ্রলয়ে পৃথিবী পরমাণুগত রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি গুণের অবিনাশের আপত্তি হইবে; কারণ নৈয়ায়িক মতে ঐ সমস্ত গুণের উপাদান পৃথিবী পরমাণুর নাশ নাই। সুতরাং সৃষ্টি-ক্রমের বিপরীত ক্রমেই কার্য্যের প্রলয়। এইরূপ প্রলয়ে পুরাণ বচন প্রমাণ। এবং বিধ প্রলয়কারণত্বই তৎপদার্থ ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ।

বস্তুতঃ নিত্য প্রলয়াদি তিনটি প্রলয়ে সৃষ্টি ক্রমের বিপরীত ক্রমে কার্য্যের লয় হয়। আত্যন্তিক প্রলয়ে কিন্তু সৃষ্টি-ক্রমেই লয় হয়। সেখানে জগৎকারণ অবিদ্যার উচ্ছেদে জগৎ কার্য্যের উচ্ছেদ হইয়া থাকে। শুদ্ধ ব্রহ্মাকার বৃত্তি হইতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে

ননু বেদান্তৈর্ব্রহ্মণি জগৎকারণত্বেন প্রতিপাদ্যমানে সতি সপ্রপঞ্চং ব্রহ্ম স্যাৎ, অন্যথা সৃষ্টিবাক্যানামপ্রামাণ্যাপত্তেরিতি চেন্ন, ন হি সৃষ্টিবাক্যানাং সৃষ্টৌ তাৎপর্য্যম্, কিন্ত্বদ্বয়ে ব্রহ্মণ্যেব। তৎপ্রতিপত্তৌ কথং সৃষ্টেরুপযোগঃ? ইথম্। যদি সৃষ্টিমনুপন্যস্য প্রপঞ্চস্য নিষেধো ব্রহ্মণি প্রতিপাদ্যেত, তদা

আচ্ছা, বেদান্ত সমূহ কর্তৃক ব্রহ্ম জগৎ-কারণত্বরূপে প্রতিপাদ্যমান হইলে ব্রহ্ম সপ্রপঞ্চ (সবিশেষ—পারমার্থিক ধর্মবান্) হউক। অন্যথা অর্থাৎ ব্রহ্ম-ধর্ম জগৎ-কারণত্ব প্রভৃতি অপারমার্থিক হইলে [বেদান্তের] সৃষ্টি বাক্যসমূহের অপ্রামাণ্যের আপত্তি হইবে—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না; যেহেতু সৃষ্টি বাক্য-সমূহের সৃষ্টিতে তাৎপর্য্য নাই; কিন্তু অদ্বয় ব্রহ্মেই তাৎপর্য্য। অদ্বয় ব্রহ্মের বোধে সৃষ্টির উপযোগ কিরূপে হয়? এই প্রকারে হয়ঃ—যদি সৃষ্টির উপন্যাস অর্থাৎ ব্রহ্মে প্রপঞ্চের উৎপত্তি প্রদর্শন

বিবৃতি

অজ্ঞান ও অজ্ঞান-কার্য্যের যুগপৎ উচ্ছেদ হয় বলিয়া কার্য্যের নিরাশ্রয়ত্ব প্রসঙ্গ হয় না।

জগৎ কারণত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। পূর্বপক্ষী ইহাতে আপত্তি করিতে বলিলেন—**ননু বেদান্তৈর্ব্রহ্মণি**। ব্রহ্মের লক্ষণ এই জগৎ কারণত্ব যদি বেদান্ত প্রমাণের প্রতিপাদ্য হয়, তবে তাহা পারমার্থিক হইবে। অবাধিত অর্থের প্রমার করণই প্রমাণ। সুতরাং প্রমাণ প্রতিপাদ্য অর্থ অবাধিত বলিয়া পারমার্থিক; বেদান্ত প্রমাণের দ্বারা যখন জগৎকারণত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। তখন তাহাও পারমার্থিক। তাহা হইলে ব্রহ্ম নির্বিশেষ (নির্ধর্ম্মক) হইবেন না, সবিশেষ অর্থাৎ পারমার্থিক ধর্ম বিশিষ্ট হইয়া পড়িবেন। অন্যথা অর্থাৎ ব্রহ্ম-ধর্ম জগকারণত্ব অপারমার্থিক হইলে সৃষ্টি-প্রতিপাদক বেদান্তগুলি অপারমার্থিক অর্থের বোধ-জনক হওয়ায় অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। এই আপত্তি খণ্ডন করিতে বলিলেন—**ন হি সৃষ্টিবাক্যানাম্**। যে বাক্য হইতে যে যে অর্থের বোধ হয়, সে সকলই সেই বাক্যের অর্থ হয় না। তাহা যদি হইত, তবে 'বিষং-ভুঙ্ক্ষ্ব' বাক্যের বিষ-ভোজনও বাক্যার্থ হইত। বস্তুতঃ যাহা বাক্যের তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থ, তাহাই বাক্যার্থ। "যৎ-পরঃ শব্দঃ স এব তস্যার্থঃ"—এই শাবর-ভাষ্য হইতে ইহা বুঝা যায়। অজ্ঞাত এবং সপ্রয়োজন অর্থই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থ। সৃষ্টি তাহা নহে; উহা লোকাবগত। সৃষ্টিজ্ঞানে কোন প্রয়োজন নাই; সুতরাং উহা নিষ্প্রয়োজন। অতএব বেদান্ত বাক্যের সৃষ্টিতে তাৎপর্য্য নাই; কিন্তু অদ্বয় ব্রহ্মেই তাৎপর্য্য। অতাৎপর্য্যে শাস্ত্র অপ্রমাণ হইলেও তাৎপর্য্যার্থে অপ্রমাণ নহে।

অদ্বয় ব্রহ্মের বোধে সৃষ্টির উপযোগিত্ব সিদ্ধ হইলে সৃষ্টি বাক্যের অদ্বয় ব্রহ্মে তাৎপর্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু অদ্বয় ব্রহ্মের বোধে সৃষ্টির উপযোগিত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে? তাহার উত্তরে বলিলেন—**ইত্থং**। এই প্রকারে সিদ্ধ হইবে। যদি ব্রহ্মে প্রপঞ্চের

ব্রহ্মণি প্রতিষিদ্ধস্য প্রপঞ্চস্য বায়ৌ প্রতিষিদ্ধস্য রূপস্যেব ব্রহ্মণোঽন্যত্রাবস্থান-শঙ্কায়াং ন নির্বিচিকিৎসমদ্বিতীয়ত্বং প্রতিপাদিতং স্যাৎ। ততঃ সৃষ্টি-বাক্যাদ্ ব্রহ্মোপাদেয়ত্ব-জ্ঞানে সত্যুপাদানং বিনা কার্য্যস্যান্যত্র সত্তাব-শঙ্কায়াং নিরস্তায়াং "নেতি নেতী"ত্যাদিনা ব্রহ্মণ্যপি তস্যাসত্ত্বোপপাদনেন প্রপঞ্চস্য তুচ্ছত্বাবগমে নিরস্ত-নিখিল-দ্বৈত-বিভ্রমমখণ্ডং সচ্চিদানন্দৈকরসং ব্রহ্ম সিধ্য-

---

না করিয়া ব্রহ্মে প্রপঞ্চের নিষেধ প্রতিপাদিত হইত, তবে বায়ুতে প্রতিষিদ্ধ রূপের অন্যত্র অবস্থানের ন্যায় ব্রহ্মে প্রতিষিদ্ধ প্রপঞ্চের ব্রহ্ম হইতে অন্য স্থানে অবস্থানের আশঙ্কা হইলে নিঃসন্দিগ্ধরূপে অদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপাদিত হইত না। সেই হেতু অর্থাৎ ব্রহ্মে প্রপঞ্চ-সৃষ্টি প্রদর্শিত হইলে সৃষ্টি-বাক্য হইতে [জগতের] ব্রহ্মোপাদেয়ত্বের জ্ঞান হইলে উপাদান ব্যতীত কার্য্যের অন্যত্র বিদ্যমানত্ব-শঙ্কা নিবৃত্ত হইলে "নেতি নেতি" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মেও তাহার অসত্ত্বের উপপাদনের দ্বারা প্রপঞ্চের তুচ্ছত্ববোধ হইলে নিখিল দ্বৈত প্রপঞ্চের ভ্রমরহিত অখণ্ড সৎ, চিৎ ও আনন্দঘন ব্রহ্মের নিশ্চয় হয়। এই হেতু

বিবৃতি

সৃষ্টি না দেখাইয়া "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মে প্রপঞ্চের নিষেধ প্রতিপাদিত হইত। তবে ব্রহ্মে প্রতিসিদ্ধ প্রপঞ্চের বায়ুতে প্রতিসিদ্ধ রূপের ন্যায় অন্যত্র অবস্থানের আশঙ্কা হইত; কারণ প্রপঞ্চ যদি ব্রহ্মে ও অন্যত্র অর্থাৎ কোথাও না থাকে, তবে প্রপঞ্চটি আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক হইবে। তাহা হইলে ব্রহ্মে তাহার নিষেধ হইবে না; কারণ অলীকের নিষেধ হয় না। অথচ ব্রহ্মে নিষেধ হইতেছে; সুতরাং প্রপঞ্চ অলীক নহে। বায়ুতে রূপ নাই বলিলে যেমন পৃথিবীতে আছে বুঝা যায়। তদ্রূপ ব্রহ্মে প্রপঞ্চ না থাকিলে অন্যত্র আছে বুঝা যাইবে। যাহাতে আছে, তাহা প্রপঞ্চের ন্যায় সত্য হইবে, কেননা তাহাদের মিথ্যাত্ব-সিদ্ধির কোন উপায় নাই। তাহা হইলে উক্ত নিষেধ শ্রুতি দ্বারা অসন্দিগ্ধভাবে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব প্রতি-পাদিত হইতে পারিবে না। যেহেতু সত্য প্রপঞ্চের আশ্রয়ও প্রপঞ্চ রহিয়াছে। অত এব সৃষ্টিবাক্যের দ্বারা প্রপঞ্চে ব্রহ্মোপাদেয়ত্বের জ্ঞান হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের উপা-দান—এইরূপ জ্ঞান হইলে উপাদান ব্যতীত প্রপঞ্চ কার্য্যের অন্যত্র আশ্রিতত্বের শঙ্কা নিরস্ত হইবে। তখন "নেতি নেতি" বা "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা উপাদান ব্রহ্মে জগৎ প্রপঞ্চের অসত্ত্ব প্রতিপাদিত হইলে তাহার মিথ্যাত্ব বোধ হইবে। তখন "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা নিখিল দ্বৈত বিভ্রম রহিত সচ্চিদানন্দ-রূপ অখণ্ড ব্রহ্মের নিশ্চয় হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, দ্বৈতাভাবের দ্বারা উপলক্ষিত ব্রহ্মের নির্বিকল্পক নিশ্চয়ই [illegible]ত-নিশ্চয়। উপলক্ষিত বুদ্ধিটী বিশিষ্ট বুদ্ধি পূর্বক। বিশিষ্ট বুদ্ধি না হইলে উপলক্ষিত বুদ্ধি হয় না। সুতরাং দ্বৈতাভাবোপলক্ষিত বুদ্ধির পূর্বে দ্বৈতা-

তীতি পরম্পরায়া সৃষ্টি-বাক্যানামদ্বিতীয়ে ব্রহ্মণ্যেব তাৎপর্য্যম্। উপাসনা-প্রকরণ-পঠিত-সগুণ-ব্রহ্ম-বাক্যানামুপাসনাবিধ্যপেক্ষিত-গুণারোপমাত্র-পর-

---

সৃষ্টিবাক্য-সমূহের পরম্পরায় অদ্বৈত ব্রহ্মে তাৎপর্য্য। উপাসনা প্রকরণে পঠিত সগুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য-সমূহের উপাসনা বিধিতে অপেক্ষিত গুণের আরোপমাত্রে

বিবৃতি

ভাববিশিষ্ট বুদ্ধি আবশ্যক। দ্বৈতাভাববিশিষ্ট বুদ্ধিটি অভাববুদ্ধি। সুতরাং উহা দ্বৈতবিশিষ্ট বুদ্ধি পূর্বক হইবে; কারণ দ্বৈতাভারের প্রতিযোগী দ্বৈতের প্রসক্তি না হইলে দ্বৈতাভাবের বিশিষ্ট বুদ্ধি হইতে পারে না। দ্বৈতবিশিষ্ট বুদ্ধিটি সৃষ্টি বাক্য ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে হইতে পারে না। অতএব সৃষ্টি বাক্য দ্বারা প্রথমে ব্রহ্মে দ্বৈতবত্ত্বের বোধ হইলে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা দ্বৈতবত্ত্ব কালে দ্বৈতাভাবের বোধ হইলে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইবে। তখন "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা নির্বাধে দ্বৈতাভাবোপলক্ষিত ব্রহ্মের নির্বিকল্প নিশ্চয় হইবে। অতএব সৃষ্টি বাক্য সমূহের পরম্পরায় অর্থাৎ দ্বৈতবত্ত্ববুদ্ধি দ্বারা অদ্বৈত ব্রহ্মেই তাৎপর্য্য।

সৃষ্টি-বাক্যের অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তাৎপর্য্য হউক। কিন্তু তাহাতেও ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব-সিদ্ধি হইতে পারে না। উপাসনা প্রকরণে যে সমস্ত বাক্য দ্বারা উপাস্য সগুণ ব্রহ্মের যে সমস্ত গুণ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই গুণগুলি উপাসনাবিধিতে অপেক্ষিত। উপাসনাবিধি দ্বারা যাদৃশ গুণ-বিশিষ্ট উপাস্য দেবতার উপাসনা বিহিত হইয়াছে। ঐ উপাসনা দ্বারা উপাসক তাদৃশ গুণ-বিশিষ্ট দেবতাস্বরূপ হইবেন। উপাসনার ফল তাদ্ভাব্য বা তৎস্বরূপত্ব প্রাপ্তি। যদি ঐ গুণগুলি মিথ্যা হয়, তবে উপাসনা নিরর্থক হইবে এবং উপাসনা-বিধিও মিথ্যার্থক বলিয়া অপ্রমাণ হইবে। সুতরাং উপাসনাবিধির অপেক্ষিত উপাস্য দেবতার গুণগুলি বাস্তব বলিতে হইবে। যদি দ্বিতীয় বাস্তব থাকে, তাহা হইলে অদ্বয় ব্রহ্মের সিদ্ধি কিরূপে হইবে? ইহার উত্তরে বলিলেন—**উপাসনাপ্রকরণপঠিত** ইত্যাদি। ছান্দোগ্যে "ওঁমিত্যেতদক্ষরমুপাসীত" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা উপাসনা বিধান করিয়া, "য এষ অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা উপাস্য দেবতার গুণ কীর্তন করিয়া, "সমস্তস্য খলু সাম্ন উপাসনম্" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা উপাসনাবিশেষ বিধান করায় "য এষ' ইত্যাদি বাক্যটি উপাসনা প্রকরণে পঠিত হইল। উপাসনা প্রকরণে পঠিত সগুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক এই সমস্ত বাক্যের উপাসনাবিধির অপেক্ষিত গুণের আরোপেই অর্থাৎ আরোপিত গুণেই তাৎপর্য্য। উপাসনাবিধির বিষয় উপাসনার স্বরূপ সিদ্ধির জন্য উপাসনাবিধি উপাস্যকে অপেক্ষা করে, কিন্তু তাহার তাত্ত্বিকত্বকে অপেক্ষা করে না। উপাস্য বা উপাস্য গুণের তাত্ত্বিকত্ব না থাকি[illegible]বাচং ধেনুমুপসীত" ইত্যাদির ন্যায় উপাসনা হইতে পারে। সুতরাং সগুণ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বাক্য-সমূহের

ত্বম্ ; ন গুণ-পরত্বম্। নির্গুণ-প্রকরণ-পঠিতানাং সগুণ-বাক্যানাং তু নিষেধ-বাক্যাপেক্ষিত-নিষেধ্য-সমর্পকত্বেন বিনিয়োগ ইতি ন কিঞ্চিদপি বাক্যমদ্বিতীয়-ব্রহ্ম-প্রতিপাদনেন বিরুধ্যতে।

তদেবং স্বরূপ-তটস্থ-লক্ষণ-লক্ষিতং তৎপদবাচ্যমীশ্বরচৈতন্যং মায়াপ্রতিবিম্বিতমিতি কেচিৎ। তেষাময়মাশয়ঃ—জীব-পরমেশ্বর-সাধারণ-চৈতন্যমাত্রং

তাৎপর্য্য, পরন্তু তাত্বিক গুণে তাৎপর্য্য নহে। নির্গুণ ব্রহ্ম-প্রকরণে পঠিত সগুণ ব্রহ্মের প্রতিপাদক বাক্য-সমূহের কিন্তু নিষেধ বাক্যের অপেক্ষিত নিষেধ্য প্রতিযোগীর বোধকত্বরূপে উপযোগিতা আছে। এই হেতু কোন বেদবাক্যই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রতিপাদনের সহিত বিরুদ্ধ হয় না।

এই প্রকারে স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত তৎপদের বাচ্য সেই ঈশ্বর চৈতন্য হইতেছেন মায়া-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য—ইহা কেহ কেহ (সংক্ষেপশারীরক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ) বলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই ঃ—জীব ও পরমেশ্বর

বিবৃতি

বাস্তব গুণে তাৎপর্য্য নাই, অদ্বয় ব্রহ্মেই তাৎপর্য্য। যে সমস্ত সগুণ বাক্যের ফলশ্রুতি নাই, তাদৃশ অফল সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্যগুলি ফলবৎ উপাসনার অঙ্গরূপে অন্তঃকরণ-শুদ্ধ্যাদি দ্বারা অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞানের উপকারক। যে সমস্ত বাক্যের ফলশ্রুতি আছে। তাদৃশ সফল বাক্যগুলি বৈরাগ্যের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের উপকারক। স্থতরাং ঐ সমস্ত বাক্যেরও নির্গুণ ব্রহ্মেই তাৎপর্য্য।

"নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীৎ" এই বাক্যে নির্গুণ ব্রহ্মের প্রস্তাব করিয়া "মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ" এইরূপ মূর্ত্তত্বাদি গুণ-বোধক বাক্য পঠিত হইয়াছে। স্থতরাং মূর্ত্তামূর্ত্তবাক্য নির্গুণ ব্রহ্ম-প্রকরণে পঠিত। এই সকল বাক্যগুলির কিন্তু নিষেধ বাক্যের অপেক্ষিত নিষেধ্য প্রতিযোগীর প্রতিপাদকত্বরূপে উপযোগিতা আছে। উক্ত নিষেধ বাক্যের দ্বারা ব্রহ্মে পদার্থ সামান্যের নিষেধ প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রসক্তের নিষেধ হয়, অপ্রসক্তের নিষেধ হয় না। অতএব ব্রহ্মে নিষেধ্য প্রতিযোগীর প্রসক্তি আবশ্যক। সেই প্রসক্তি সগুণ বাক্যের দ্বারাই হয়। স্থতরাং সগুণ বাক্য নিষেধের অপেক্ষিত নিষেধ্যের বোধকরূপে ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগী বা অঙ্গ। অতএব এই সকল বাক্যেরও অদ্বয় ব্রহ্মেই তাৎপর্য্য। কোন বাক্যই অদ্বয় ব্রহ্ম-বোধক বাক্যের বিরোধী নহে। কর্মকাণ্ডীয় বাক্যগুলিও নিষেধ্যের বোধকরূপে ব্রহ্মজ্ঞানের উপযোগী।

ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ পূর্বোক্ত প্রকারে নিরূপিত হইয়াছে। কেহ কেহ অর্থাৎ সংক্ষেপ শারীরক সম্প্রদায় মনে করেন—সেই স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ লক্ষিত ঈশ্বর চৈতন্য হইতেছেন মায়া প্রতিবিম্বিত চৈতন্য। দর্পণে মুখের প্রতিবিম্বের ন্যায়

বিম্বম্। তস্যৈব বিম্বস্যাবিদ্যাত্মিকায়াং মায়ায়াং প্রতিবিম্বমীশ্বরচৈতন্যম্, অন্তঃকরণেষু প্রতিবিম্বং জীবচৈতন্যম্; "কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বর" ইতি শ্রুতেঃ। এতন্মতে জলাশয়গত-শরাবগত-সূর্য্যপ্রতিবিম্বয়োরিব

সাধারণ চৈতন্যমাত্র হইতেছেন বিম্ব। সেই বিম্বেরই অবিদ্যারূপ মায়াতে প্রতিবিম্ব চৈতন্য হইতেছেন ঈশ্বর চৈতন্য; অন্তঃকরণে প্রতিবিম্ব চৈতন্য হইতেছে জীবচৈতন্য; যেহেতু "কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ" (এই চৈতন্য কার্য্যোপাধি (অন্তঃ-করণোপাধিক) হইলে জীব, অবিদ্যারূপ কারণোপাধিক হইলে ঈশ্বর হন।)—এই শ্রুতি প্রমাণ আছে। এই মতে জলাশয়স্থ জলগত এবং শরাবস্থ জলগত সূর্য্য প্রতিবিম্বদ্বয়ের

বিবৃতি

অনাদি মায়ায় শুদ্ধ নিরুপাধিক চৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব, ঐ প্রতিবিম্ব চৈতন্যই ঈশ্বর। জড়ের প্রতিবিম্ব জড় হইলেও চেতনের প্রতিবিম্ব চেতন হয়, তাই তিনি চেতন। এই প্রতিবিম্ব অনাদি বলিয়া তিনিও অনাদি। যদিও সর্ব-মুক্তির পূর্বে মায়া-সম্বন্ধ রহিত শুদ্ধ চৈতন্য নাই; তথাপি মায়ার নিবৃত্তিতে যে চৈতন্য শুদ্ধ নিরুপাধিক হন, তাহাকেই বর্ত্তমানে শুদ্ধ নিরুপাধিক চৈতন্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

ইঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, দর্পণ-রূপ উপাধিতে যতক্ষণ মুখের প্রতিবিম্ব, ততক্ষণ গ্রীবাস্থ মুখ বিম্ব ও দর্পণস্থ মুখ প্রতিবিম্ব। দর্পণ-রূপ উপাধির নিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বের নিবৃত্তি হইলে যেমন গ্রীবাস্থ বা দর্পণস্থ মুখ মুখমাত্র—বিম্বও নহে, প্রতিবিম্বও নহে। উহা যেমন উভয় মুখ সাধারণ; তদ্রূপ জীব ও পরমেশ্বর সাধারণ বিম্বত্ব-ধর্মরহিত শুদ্ধ নিরুপাধিক চৈতন্যমাত্র অবিদ্যায় প্রতিবিম্বের উদয়ে বিম্ব হন। সেই বিম্ব চৈতন্যের অবিদ্যারূপ মায়াতে যে প্রতিবিম্ব, তাহাই ঈশ্বর। একই মুখের বিভিন্ন দর্পণে যেমন বিভিন্ন প্রতিবিম্ব হয়, তদ্রূপ সেই বিম্বত্ব ধর্ম-রহিত শুদ্ধ চৈতন্যের অন্তঃকরণ সমূহে যে প্রতিবিম্ব, তাহাই জীব চৈতন্য; যেহেতু "কার্য্যোপাধিরয়ং" ইত্যাদি বাক্য জীবকে কার্য্য অন্তঃকরণোপাধিক এবং ঈশ্বরকে কারণ অবিদ্যোপাধিক বলিয়াছেন। এই শ্রুতি মূলেই জীব ও ঈশ্বরের ঈদৃশ স্বরূপ কল্পিত হইয়াছে। যদিও "জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া চাবিদ্যা চ" এই শ্রুতিতে জীব কারণোপাধিক বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হয়, তথাপি এস্থলে মায়া পদ মায়া-তাৎপর্য্যক নহে। উহা মায়া-কার্য্য অন্তঃকরণ-তাৎপর্য্যক। অন্যথা বিরোধবশতঃ উভয় শ্রুতির অপ্রামাণ্য প্রসঙ্গ হইবে।

জলাশয়স্থ জলগত এবং শরাবস্থ জলগত সূর্য্য প্রতিবিম্বের স্বরূপতঃ কোন ভেদ না থাকিলেও উপাধির ভেদ-নিবন্ধন যেমন ভেদ হয়, তদ্রূপ নিরুপাধিক চৈতন্যের স্বরূপতঃ কোন ভেদ না থাকিলেও এবং উভয়ের প্রতিবিম্বত্বে কোন বিশেষ না থাকিলেও প্রতি-বিম্বের উপাধি অবিদ্যা ও অন্তঃকরণের ভেদ নিবন্ধন জীব ও ঈশ্বরের ভেদ কল্পিত হয়।

জীবপরমেশ্বরয়োর্ভেদঃ। অবিদ্যাত্মকোপাধের্ব্যাপকতয়া তদুপাধিকেশ্বরস্যাপি ব্যাপকত্বম্, অন্তঃকরণস্য পরিচ্ছিন্নতয়া তদুপাধিকজীবস্যাপি পরিচ্ছিন্নত্বম্।

এতস্মিন্মতেঽবিদ্যাকৃত-দোষা জীব ইব পরমেশ্বরেঽপি স্যুঃ, উপাধেঃ প্রতিবিম্ব-পক্ষপাতিত্বাদিত্যস্বরসাদ্ বিম্বাত্মকমীশ্বর-চৈতন্যমিত্যপরে। তেষামযমাশয়ঃ—একমেব চৈতন্যং বিম্বত্বাক্রান্তমীশ্বর-চৈতন্যম্, প্রতিবিম্বত্বাক্রান্তং

ভেদের ন্যায় জীব ও ঈশ্বরের ভেদ [জানিবে] অবিদ্যারূপ উপাধির ব্যাপকত্বহেতু অবিদ্যোপাধিক ঈশ্বরের ব্যাপকত্ব। অন্তঃকরণের পরিচ্ছিন্নত্বহেতু তদুপাধিক জীবেরও পরিচ্ছিন্নত্ব।

এইমতে জীবের ন্যায় অর্থাৎ জীবের অন্তঃকরণরূপ উপাধিকৃত কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি দোষগুলি জীবে যেমন ভান হয়, তদ্রূপ অবিদ্যা-কৃত অসর্বজ্ঞত্ব, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি দোষগুলি পরমেশ্বরেও ভান হইবে; যেহেতু উপাধির প্রতিবিম্ব-পক্ষপাতিত্ব আছে এই অস্বরস (অসামঞ্জস্য) হেতু বিম্বরূপ চৈতন্যই ঈশ্বরচৈতন—ইহা অন্যে (বিবরণকার) বলেন। তাঁহাদের এই অভিপ্রায়:—একই চৈতন্য বিম্বত্ব ধর্ম-বিশিষ্ট হইলে ঈশ্বর

বিবৃতি

পরিচ্ছিন্ন জড়ের প্রতিবিম্ব উপাধি অপেক্ষা অল্প পরিমাণ হইলেও অপরিচ্ছিন্ন চেতনের প্রতিবিম্ব উপাধি অপেক্ষা অল্পপরিমাণ হয় না। তাহা যদি হইত, তবে অন্তঃকরণ-ব্যাপী জীবের উপলব্ধি হইত না; ব্যাপক অবিদ্যাতে চেতনের প্রতিবিম্ব ব্যাপক বলিয়া ঈশ্বর সর্বব্যাপক। অন্তঃকরণে প্রতিবিম্ব অন্তঃকরণ-ব্যাপী হইলেও অন্তঃকরণটী অব্যাপক বলিয়া সেই প্রতিবিম্বও অব্যাপক। তাই জীব সর্বব্যাপী নহে।

বিবরণকার পূর্বোক্ত-মতে দোষ দেখাইয়া নিজ মত ব্যক্ত করিতে বলিলেন—**এতস্মিন্মতেঽবিদ্যাকৃত** ইত্যাদি। অন্তঃকরণে প্রতিবিম্ব-রূপ জীব-চৈতন্যে যেমন অন্তঃকর-কৃত কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বাদি দোষের প্রতিভাস হয়। তদ্রূপ অবিদ্যা-প্রতিবিম্ব ঈশ্বর-চৈতন্যে অবিদ্যাকৃত অসর্বজ্ঞত্বাদি প্রতিভাত হউক। উপাধির দোষ উপাধিতে প্রতিভাত হউক, উপধেয়ে প্রতিভাত হইবে কেন? যেহেতু উপাধি প্রতিবিম্বের পক্ষপাতী, প্রতিবিম্বেই কার্য্যবিশেষ জন্মায়। পূর্বমতে এই অসামঞ্জস্য আছে বলিয়া বিবরণকার বিম্ব চৈতন্যকেই ঈশ্বর বলেন। নিরুপাধিক চৈতন্যে স্বভাবতঃ বিম্বত্বাদি কোন ধর্ম নাই। যখন ঐ নিরুপাধিক চৈতন্যের অবিদ্যাতে প্রতিবিম্ব হয়, তখন তিনি বিম্বত্ব ধর্ম-যুক্ত ঈশ্বর।

বিবরণকারের অভিপ্রায় এই যে, একই চৈতন্য বিম্বত্ব বিশিষ্ট হইলে ঈশ্বর চৈতন্য, প্রতিবিম্বত্ব ধর্মযুক্ত হইলে জীবচৈতন্য হন। যদিও এক কখনও বিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয় হয় না; তথাপি উপাধি নিবন্ধন ঐ একটি ভিন্নের ন্যায় ভাসমান হইয়া বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব প্রাপ্ত হয়। উপাধি-নিবন্ধন এই বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব হয় বলিয়া উহা ঔপাধিক, স্বাভাবিক নহে। এক জীববাদে এই বিম্ব-প্রতিবিম্ব কল্পনার উপাধি অবিদ্যা। বস্তুভূত দ্বিতীয় কেহ নাই;

জীব-চৈতন্যম্। বিম্ব-প্রতিবিম্ব-কল্পনোপাধিশ্চৈক-জীববাদেঽবিদ্যা, অনেক-জীববাদেঽন্তঃকরণান্যেব। অবিদ্যান্তঃকরণোপাধি-প্রযুক্তো জীব-পর-ভেদঃ। উপাধি-কৃত-দোষাশ্চ প্রতিবিম্বে জীবে এব বর্ত্তন্তে, ন তু বিম্বে পরমেশ্বরে, উপাধেঃ প্রতিবিম্ব-পক্ষপাতিত্বাৎ। এতন্মতে চ গগন-সূর্য্যস্য জলাদৌ ভাসমান-প্রতিবিম্ব-সূর্য্যস্যেব জীব-পরয়োর্ভেদঃ।

ননু গ্রীবাস্থ-মুখস্য-দর্পণ-প্রদেশ ইব বিম্ব-চৈতন্যস্য পরমেশ্বরস্য জীব-

---

চৈতন্য এবং প্রতিবিম্বত্ব ধর্মযুক্ত হইলে জীব-চৈতন্য হয়। এক জীববাদে বিম্ব-প্রতিবিম্ব কল্পনার উপাধি হইতেছে অবিদ্যা। অনেক জীববাদে কিন্তু অন্তঃকরণগুলিই বিম্ব-প্রতিবিম্ব কল্পনার উপাধি। অবিদ্যা ও অন্তঃকরণ রূপ উপাধির [ভেদ] নিবন্ধন জীব ও ঈশ্বরের ভেদ। উপাধিকৃত দোষগুলি প্রতিবিম্ব জীবেই আছে, কিন্তু বিম্বরূপ ঈশ্বরে নাই; যেহেতু উপাধি প্রতিবিম্বের পক্ষপাতী। এই মতে গগনগত সূর্য্য ও জলাধিতে ভাসমান প্রতিবিম্ব সূর্য্যের ন্যায় জীব ও পরমেশ্বরের ভেদ [জানিবে।]

আচ্ছা; গ্রীবাস্থ মুখের দর্পণ-দেশে অভাবের ন্যায় বিম্ব-চৈতন্য পরমেশ্বরের জীব

বিবৃতি

অবস্তু-ভূত এক অবিদ্যা বিদ্যমান বলিয়া উহাই উপাধি। অনেক জীববাদে অন্তঃকরণই উপাধি। একই চৈতন্য বিম্ব-প্রতিবিম্বভাব প্রাপ্ত হইয়া জীব ও ঈশ্বর হইলে প্রতিবিম্বই জীব হইবে, বিম্ব জীব হইবে না; যেহেতু উপাধি প্রতিবিম্বের পক্ষপাতী। যদি বিম্বই জীব হইত, তবে উপাধি অবিদ্যা বা অন্তঃকরণ জীবে অসর্বজ্ঞত্ব ব্যবহার জন্মাইত না; কিন্তু সে জীবেই অসর্বজ্ঞত্ব ব্যবহার জন্মায়, ঈশ্বরে জন্মায় না, ঈশ্বর অসর্বজ্ঞও নহেন; অতএব প্রতিবিম্বকেই জীব বলিতে হইবে। জীব ও ঈশ্বর বস্তুতঃ এক হইলেও অবিদ্যা ও অন্ত-করণ-রূপ উপাধির ভেদ প্রযুক্ত জীব ও ঈশ্বরের ভেদ হয়। এক জীববাদে অবিদ্যা-প্রতি-বিম্ব জীব, বিম্ব ঈশ্বর। তাই অবিদ্যা-নিবন্ধন জীব ও ঈশ্বরের ভেদ। নানা জীববাদে অন্তঃকরণ ও তৎসংস্কার দ্বারা অবচ্ছিন্ন অজ্ঞান প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। তাই নানা জীববাদে তাদৃশ অজ্ঞান নিবন্ধন জীব ও ঈশ্বরের ভেদ। প্রতিবিম্ববাদে যে দোষ পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা বিবরণমতে নাই; কারণ উপাধি-কৃত দোষ প্রতিবিম্ব জীবে উৎপন্ন হয়। বিম্ব ঈশ্বরে উৎপন্ন হয় না; যেহেতু উপাধি প্রতিবিম্বের পক্ষপাতী।

বিম্ব প্রতিবিম্ব-দেশের বাহিরে থাকে, ইহা গ্রীবাস্থ মুখাদিতে দেখা যায়। বিম্বই যদি ঈশ্বর হন, তবে তিনি জীব-প্রদেশের বাহিরে থাকিবেন। তাহা হইলে তিনি সর্বান্তর্য্যামী না হউন, এই আপত্তি করিতে বলিলেন—**ননু গ্রীবাস্থ-মুখস্য** ইত্যাদি। যে বিম্ব হয়, সে প্রতিবিম্ব প্রদেশে থাকে না। যেমন গ্রীবাস্থ মুখ দর্পণ প্রদেশে থাকে না। তদ্রূপ বিম্ব পরমেশ্বর প্রতিবিম্ব জীবের উপাধি অন্তঃকরণ প্রদেশে থাকিবেন না। অতএব ঈশ্বর

প্রদেশেঽভাবাৎ তস্য সর্বান্তর্য্যামিত্বং ন স্যাদিতি চেন্ন, সাভ্র-নক্ষত্রস্যাকাশস্য জলাদৌ প্রতিবিম্বিতত্বেঽপি বিম্বভূত-মহাকাশস্যাপি জলাদি-প্রদেশ-সম্বন্ধ-দর্শনেন পরিচ্ছিন্ন-বিম্বস্য প্রতিবিম্ব-দেশাসম্বন্ধেঽপ্যপরিচ্ছিন্ন-ব্রহ্ম-বিম্বস্য প্রতিবিম্ব-প্রদেশ-সম্বন্ধাবিরোধাৎ। ন চ নীরূপস্য ব্রহ্মণো ন প্রতিবিম্বসম্ভবঃ, রূপবত এব তথাত্ব-দর্শনাদিতি বাচ্যম্, নীরূপস্যাপি রূপস্য প্রতিবিম্ব-দর্শনাৎ।

প্রদেশে অভাবহেতু তাঁহার সর্বান্তর্য্যামিত্ব না হউক—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না; যেহেতু মেঘ ও নক্ষত্রের সহিত মহাকাশ জলাদিতে প্রতিবিম্বিত হইলেও বিম্বভূত মহাকাশেরও জলাদি প্রদেশে সম্বন্ধ-দর্শন অর্থাৎ অবস্থান দেখা যায় বলিয়া পরিচ্ছিন্ন বিম্বের প্রতিবিম্ব দেশে সম্বন্ধ না থাকিলেও অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম-বিম্বের প্রতিবিম্ব-দেশের সহিত সম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই। নীরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সম্ভব নহে; যেহেতু রূপবানেরই তথাভাব (প্রতিবিম্বভাব) দেখা যায়—ইহা বলিতে পার না; যেহেতু

বিবৃতি

সর্বান্তর্য্যামী ও সর্বোপাদান না হউন। যিনি সকলের মধ্যে থাকেন না, তিনি সর্বান্তর্য্যামী হইতে পারেন না। যিনি সকল উপাদেয়ের মধ্যে থাকেন না; তিনি সর্বোপাদান হইতে পারেন না। বাহিরে বিদ্যমান রাজা যেমন প্রজাবর্গের নিয়ন্তা, ঈশ্বর সেরূপ নিয়ন্তা হইতে পারেন না। যদি তিনি রাজার ন্যায় বাহিরে থাকিয়া নিয়ন্তা হইতেন, তবে প্রজার ন্যায় জীব তাঁহার নিয়ম কদাচিৎ লঙ্ঘন করিত; কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ম কেহ লঙ্ঘন করে না। "যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠান্" ইত্যাদি বেদে সর্বান্তর্য্যামীর অন্তরে অবস্থান উক্ত হইয়াছে। সুতরাং ঈশ্বরকে সারথির ন্যায় মধ্যে থাকিয়া নিয়ন্তা হইতে হইবে। বিম্ব ঈশ্বর হইলে তাহা সম্ভব নহে।

এইরূপ আশঙ্কা খণ্ডন করিতে বলিলেন—**সাভ্রনক্ষত্রস্যাকাশস্য** ইত্যাদি। মেঘ ও নক্ষত্র যুক্ত মহাকাশ জলাদিতে প্রতিবিম্বিত হইলেও বিম্বভূত মহাকাশের জলাদির মধ্যেও অবস্থিতি দেখা যায়। অতএব পরিচ্ছিন্ন বিম্ব প্রতিবিম্ব-প্রদেশে না থাকিলেও অপরিচ্ছিন্ন বিভু বিম্ব প্রতিবিম্ব-প্রদেশের মধ্যেও থাকিবে, ইহাতে কোন বিরোধ নাই। অন্যথা তাহার বিভুত্ব উপপন্ন হইবে না।

এই প্রতিবিম্ববাদে অবচ্ছেদ বাদীর আপত্তি এই যে, রূপবতেরই রূপবতে প্রতিবিম্ব নিয়ম দেখা যায়। ব্রহ্মের রূপ নাই। সুতরাং তাঁহার প্রতিবিম্ব সম্ভব নহে। অতএব চৈতন্যের প্রতিবিম্ব জীব হইতে পারে না। অগত্যা অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যকেই জীব বলিতে হইবে। কিন্তু অবচ্ছেদবাদীর এই আপত্তি বিচার-সহ নহে; যেহেতু নীরূপ রূপাদিরও প্রতিবিম্ব হয়। সুতরাং রূপবতে রূপবতেরই প্রতিবিম্ব, এ নিয়ম হইতে পারে না। নীরূপ দ্রব্যের প্রতিবিম্ব হয় না—এইরূপ নিয়ম হইলেও কোন ক্ষতি নাই; কারণ ব্রহ্মে দ্রব্যের লক্ষণ নাই বলিয়া তিনি দ্রব্য নহেন। নীরূপ দ্রব্যের প্রতিবিম্ব না হইলে

ন চ নীরূপস্য দ্রব্যস্য প্রতিবিম্বাভাব-নিয়মঃ, আত্মনো দ্রব্যত্বাভাবস্যোক্তত্বাৎ, "এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ"॥ "যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিন্না বহুধৈকোঽনু-গচ্ছন্নি"ত্যাদি-বাক্যেন ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বাভাবানুমানস্য বাধিতত্বাচ্চ। তদেবং তৎপদার্থো নিরূপিতঃ।

ইদানীং ত্বংপদার্থো নিরূপ্যতে। এক-জীববাদেঽবিদ্যা-প্রতিবিম্বো জীবঃ। অনেক-জীববাদে ত্বন্তঃকরণ-প্রতিবিম্বঃ। স চ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপাবস্থা-ত্রয়বান্। তত্র জাগ্রদ্-দশা নামেন্দ্রিয়জন্য-জ্ঞানাবস্থা, অবস্থান্তরে ইন্দ্রিয়া-

---

নীরূপ রূপেরও প্রতিবিম্ব দেখা যায়। নীরূপ দ্রব্যের প্রতিবিম্বাভাবের নিয়মও অর্থাৎ নীরূপ দ্রব্যের প্রতিবিম্ব হয় না—এই নিয়মও নাই; যেহেতু আত্মার দ্রব্যত্বাভাব (অদ্রব্যত্ব) [পূর্বেই] উক্ত হইয়াছে। "এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥" (প্রতি ভূতে বর্ত্তমান একই ভূতাত্মা (পরমাত্মা) জলচন্দ্রের ন্যায় এক-রূপে ও বহু-রূপে দৃশ্য হন)। "যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।" (এক প্রকাশ-স্বরূপ সূর্য্য এক হইয়া যেমন বিভিন্ন জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া বহু প্রকার হন) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ব্রহ্মে প্রতিবিম্বভাবের অনুমান বাধিত হয়। এই প্রকারে সেই তৎপদার্থের শক্য ও লক্ষ্য অর্থ নিরূপিত হইল।

সম্প্রতি ত্বং পদের অর্থ নিরূপিত হইতেছে। এক জীববাদে অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। অনেক জীববাদে কিন্তু অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। সেই জীব জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়-বিশিষ্ট। তন্মধ্যে জাগ্রদ দশার নাম ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞানাবস্থা। অবস্থান্তর স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে ইন্দ্রিয় না থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় না।

বিবৃতি

অদ্রব্যের প্রতিবিম্বে কোন বাধা নাই। "ব্রহ্ম ন প্রতিবিম্বতে অচাক্ষুষত্বাৎ, গন্ধবৎ—এইরূপ অনুমানের দ্বারাও ব্রহ্মে প্রতিবিম্বের অভাব সিদ্ধ হয় না; কারণ "এক এব হি ভূতাত্মা" ইত্যাদি বহু শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মে প্রতিবিম্বের অভাব সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং উক্ত অনুমানটী আগম-বাধিত অনুমানাভাস। উহা দ্বারা প্রতিবিম্বাভাব সিদ্ধ হয় না।

তৎপদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। সম্প্রতি ত্বং পদার্থ নিরূপিত হইতেছে। একজীব-বাদে অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। উপাধি অবিদ্যা এক বলিয়া জীবও এক। অনেক জীববাদে উপাধি অন্তঃকরণ অনেক বলিয়া তৎপ্রতিবিম্বিত জীব-চৈতন্যও অনেক। সেই জীব জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ তিনটি অবস্থাবান্। সুবালোপনিষদে তুরীয়াবস্থা জীবের চতুর্থ অবস্থা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানাবস্থাই তুরীয়াবস্থা। তত্ত্বজ্ঞানের পরে জীবের জীবত্ব নিবৃত্তি হয়, পূর্বে হয় না বলিয়া উহাও জীবাবস্থা।

ভাবান্নাতিব্যাপ্তিঃ। ইন্দ্রিয়-জন্য-জ্ঞানং চান্তঃকরণ-বৃত্তিঃ, স্বরূপ-জ্ঞানস্যা-নাদিত্বাৎ।

সা চান্তঃকরণ-বৃত্তিরাবরণাভিভবার্থেত্যেকং মতম্। তথা হি—অবিদ্যো-পহিত-চৈতন্যস্য জীবত্ব-পক্ষে ঘটাদ্যধিষ্ঠান-চৈতন্যস্য জীব-রূপতয়া জীবস্য সর্বদা ঘটাদি-ভান-প্রসক্তৌ ঘটাদ্যবচ্ছিন্ন-চৈতন্যাবরকমজ্ঞানং মূলাবিদ্যা-

---

[এস্থলে] ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান হইতেছে অন্তঃকরণের বৃত্তি ; যেহেতু স্বরূপ জ্ঞান অনাদি।

সেই অন্তঃকরণ-বৃত্তি আবরণাভিব-ফলক অর্থাৎ অন্তঃকরণ-বৃত্তির ফল আবরণের অভিভব—ইহা একটি মত। তাহা এইরূপ :—অবিদ্যোপহিত চৈতন্যের জীবত্ব পক্ষে ঘটাদির অধিষ্ঠান-চৈতন্য জীবস্বরূপ বলিয়া জীবের [নিকট] সর্বদা ঘটাদির প্রকাশ প্রসক্ত হইলে ঘটাদি দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক মূলাবিদ্যা-পরতন্ত্র (মূলাবিদ্যার

বিবৃতি

এই অবস্থাসমূহের মধ্যে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানাবস্থা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞানযোগ্য অবস্থাই জাগ্রৎ অবস্থা। জাগ্রতে অনুভবের অভাবকালে বা ঔদাসীন্য কালে ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান না থাকিলেও তদ্‌যোগ্যতা আছে বলিয়া অব্যাপ্তি হয় না। অবস্থান্তর স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে জ্ঞান থাকিলেও ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞানাবস্থা নাই। স্বপ্নে ইন্দ্রিয় থাকিলেও তাহার ব্যাপার না থাকায় ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানাবস্থা নাই। সুষুপ্তিতে ইন্দ্রিয় নাই বলিয়া তজ্জন্য জ্ঞানাবস্থা নাই। এজন্য এই দুই অবস্থাতে জাগ্রৎ-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না। যদিও ইন্দ্রিয়-জন্য কোন জ্ঞান নাই ; কারণ চৈতন্যাত্মক স্বরূপ জ্ঞান নিত্য, ইন্দ্রিয়-জন্য নহে। তথাপি এস্থলে অন্তঃকরণ-বৃত্তিকেই ইন্দ্রিয়-জন্য জ্ঞান বলিতে হইবে।

নৈয়ায়িক প্রভৃতি অন্তঃকরণ বৃত্তি স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই বিষয়ের জ্ঞান হয়। কিন্তু বেদান্তিমতে অন্তঃকরণবৃত্তি ব্যতীত বিষয়ের জ্ঞান হয় না। কেন হয় না, তাহা নিরূপণ করিতে বলিলেন—**সা চান্তঃকরণ-বৃত্তিঃ**। সেই অন্তঃকরণ-বৃত্তিটি আবরণ-অভিভবার্থা অর্থাৎ অন্তঃকরণ-বৃত্তির প্রয়োজন—আবরণের অভিভব, ইহা একটি মত। ইহা দ্বারা অন্য মতের অস্তিত্ব সূচিত হইল। তাহা পরে ব্যক্ত হইবে। এখন আবরণের অভিভবটি কথিত হইতেছে।

অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব, এই মতে জীব ও অবিদ্যা উভয়ই ব্যাপক। সুতরাং ঘটাদি-দেশেও এই অবিদ্যা আছে। ঘটাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের উপাধি ঘটাদি এবং জীব-চৈতন্যের উপাধি অবিদ্যার ভিন্নদেশত্ব না থাকায় ঘটাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও জীবচৈতন্য এক হইয়াছে। উভয় চৈতন্য এক হইলে ঘটাদির সহিত ঘটাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের ন্যায় ঘটা-দির ভাসক জীব চৈতন্যের সর্বদা সম্বন্ধ হেতু সর্বদা ঘটাদির অবভাস প্রসক্ত হইবে। যাহাতে সর্বদা ঘটাদির অবভাস না হয়, তজ্জন্য ঘটাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরক একটী অজ্ঞান

পরতন্ত্রমবস্থাপদবাচ্যমভ্যুপগন্তব্যম্। এবং সতি সর্বদা ন ঘটাদের্ভানপ্রসঙ্গঃ, অনাবৃত-চৈতন্যস্যৈব ভান-প্রয়োজকত্বাৎ। তস্য চাবরণস্য সদাতনত্বে কদাচিদপি ঘটাদি-ভানং ন স্যাদিতি তদ্-ভঙ্গে বক্তব্যে তদ্ভঙ্গ-জনকং ন চৈতন্যমাত্রম্, তদ্ভাসকস্য তদনিবর্ত্তকত্বাৎ। নাপি বৃত্ত্যুপহিতং চৈতন্যম্, পরোক্ষস্থলেঽপি তন্নিবৃত্ত্যাপত্তেরিতি পরোক্ষ-ব্যাবৃত্ত-বৃত্তিবিশেষস্য তদুপহিত-চৈতন্যস্য বাঽবরণ-ভঙ্গ-জনকত্বমিত্যাবরণাভিভবার্থা বৃত্তিরুচ্যতে।

সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন) অবস্থাপদবাচ্য অজ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে সর্বদা ঘটাদি প্রকাশের আপত্তি হইবে না ; যেহেতু অনাবৃত চৈতন্যই ভানের প্রয়োজক। সেই আবরণ সদাতন হইলে কখনও ঘটাদির প্রকাশ হইবে না। এইজন্য সেই আবরণের নাশ অবশ্য স্বীকার্য্য হইলে চৈতন্যমাত্র সেই আবরণনাশের জনক নহে, যেহেতু তাহার ভাসকের (আবরণ-সাধকের) তন্নিবর্ত্তকত্ব নাই। বৃত্ত্যুপহিত চৈতন্যও তাহার নাশক নহে ; যেহেতু পরোক্ষস্থলে তাহার নিবৃত্তির আপত্তি হইবে। অতএব পরোক্ষ ভিন্ন বৃত্তিবিশেষের অর্থাৎ অপরোক্ষ বৃত্তির অথবা সেই অপরোক্ষ বৃত্তি দ্বারা উপহিত চৈতন্যের আবরণ-নাশকত্ব [বলিতে হইবে]। এইজন্য বৃত্তি আবরণাভিব-ফলক কথিত হয়।

বিবৃতি

স্বীকার করিতে ইইবে। এই অজ্ঞানটি এলাচিদানার ন্যায় মূলাবিদ্যার সহিত অভিন্ন অবস্থা-পদবাচ্য অর্থাৎ অবস্থা নামক অজ্ঞান। মূলাজ্ঞানের দ্বারা ঘটাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য আবৃত হইলে সংসার কালে সেই আবরণ নাশের সম্ভাবনা না থাকায় ঘটাদির অবভাস হইত না। এইজন্য ঘটাদি-চৈতন্যের আবরক-রূপে অবস্থা অজ্ঞান স্বীকৃত হইয়াছে। এই অবস্থা অজ্ঞানের দ্বারা ঘটাদি-চৈতন্য আবৃত থাকায় জীবের নিকট সর্বদা ঘটাদির প্রকাশ প্রসক্ত হয় না। অবস্থা অজ্ঞানের সেই আবরণ যদি সদাতন হয়, তবে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ সত্ত্বেও প্রতিবন্ধক আবরণ আছে বলিয়া কখনই ঘটাদির অবভাস হইবে না। অতএব সেই আবরণের নাশ অবশ্য স্বীকার্যা। চৈতন্যমাত্র অর্থাৎ সাক্ষিচৈতন্য সেই আবরণের নাশক নহে ; যেহেতু সে সেই আবরণের সাধক, সে তাহার নিবর্ত্তক হয় না। যদি সে নিবর্ত্তক হইতে, তবে আবরণের সিদ্ধি হইত না। পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বৃত্তি সাধারণ বৃত্ত্যুপহিত চৈতন্যও ঐ আবরণের নাশক নহে[১]। কেন নহে? পরোক্ষ স্থলেও বৃত্ত্যুপহিত চৈতন্যের বিদ্যমানতাহেতু আবরণের নাশ এবং ঘটাদি বিষয়ের প্রকাশ প্রসক্ত হইবে। অতএব পরোক্ষ স্থলেও ঘটাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আবরণ স্বীকার করিতে হইবে।

১। বস্তুতঃ পরোক্ষ বৃত্তি দ্বারা অভানাপাদক অজ্ঞানের আবরণ বিনষ্ট না হইলেও অসত্ত্বাপাদক অজ্ঞানের আবরণ বিনষ্ট হয়। এই জন্যই অনুমিত্যাদি স্থলে পর্বতে বহ্নি আছে জানি ; কিন্তু কি প্রকার, তাহা জানি না —এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। আচার্য্য মধুসূদন প্রতিকর্ম ব্যবস্থাতে ইহা ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন— বিষয়াবচ্ছিন্নাভানাবরণতৎকার্য্যসদ্ভাবেঽপি প্রমাত্রাবচ্ছিন্নাসত্ত্বাবরণনিবৃত্ত্যাঽনুমানাদৌ ব্যবহারোপপত্তিরিতি।

সম্বন্ধার্থা বৃত্তিরিত্যপরং মতম্। তত্রাপ্যবিদ্যোপাধিকোঽপরিচ্ছিন্নো জীবঃ। স চ ঘটাদি-প্রদেশে বিদ্যমানোঽপি ঘটাদ্যাকারাপরোক্ষ-বৃত্তিবিরহ-দশায়াং ন ঘটাদিকমবভাসয়তি, ঘটাদিনা সম্বন্ধাভাবাৎ। তত্তদাকার-বৃত্তি-দশায়ান্তু ভাসয়তি, তদা সম্বন্ধ-সত্ত্বাৎ। নম্ববিদ্যোপাধিকস্যাপরিচ্ছিন্ন-জীবস্য স্বত এব সমস্ত-বস্তু-সম্বন্ধস্য বৃত্তি-বিরহদশায়াং সম্বন্ধাভাবাভিধানমসঙ্গতম্। অসঙ্গত্ব-দৃষ্ট্যা চ সম্বন্ধাভাবাভিধানে বৃত্ত্যনন্তরমপি সম্বন্ধো ন স্যাদিতি চেৎ ?

বৃত্তি সম্বন্ধ-ফলক অর্থাৎ বৃত্তির ফল হইতেছে প্রকাশক চৈতন্যের সহিত প্রকাশ্য বিষয়ের সম্বন্ধ—ইহা অন্য মত। সেই মতেও জীব অবিদ্যোপাধিক ও অপরিচ্ছিন্ন। সেই জীব-চৈতন্য ঘটাদি দেশে বিদ্যমান হইলেও ঘটাদ্যাকার অপরোক্ষ বৃত্তির অভাব কালে ঘটাদির সহিত [সেই জীব-চৈতন্যের] সম্বন্ধ না থাকায় ঘটাদিকে প্রকাশ করে না। ঘটাদ্যাকার বৃত্তিকালে কিন্তু ঘটাদির সহিত সম্বন্ধ থাকায় ঘটাদিকে প্রকাশ করে।

আচ্ছা, অবিদ্যোপাধিক অপরিচ্ছিন্ন স্বভাবতঃ সমস্ত বস্তুর সহিত সম্বন্ধ জীবের বৃত্তির অভাবকালে সম্বন্ধাভাবের কথা সঙ্গত নহে। অসঙ্গত্বদৃষ্টিতে সম্বন্ধাভাবের কথা হইলে

বিবৃতি

বৃত্ত্যুপহিত চৈতন্য ও আবরণ যখন একত্র আছে, তখন বৃত্ত্যুপহিত চৈতন্য আবরণের নাশক নহে। অতএব পরোক্ষভিন্ন বৃত্তিবিশেষকে অর্থাৎ অপরোক্ষ বৃত্তিকে বা তদুপহিত প্রমা-চৈতন্যকে ঐ আবরণের নাশক বলিতে হইবে। বৃত্তি জড় বলিয়া আবরণের নাশক হইতে পারে না। এইজন্য পক্ষান্তরে তদুপহিত চৈতন্যকে নাশক বলা হইয়াছে। তৃণ, তূলাদির ভাসক সৌরালোক স্বভাবতঃ তৃণ, তূলাদির দাহক না হইলেও সূর্য্যকান্তা-বচ্ছেদে যেমন স্ব-ভাস্য তৃণ, তূলাদির দাহক হয়; তদ্রূপ অবিদ্যা ও তৎকার্য্যের ভাসক সাক্ষিচৈতন্য স্বভাবতঃ তাহার নাশক না হইলেও বৃত্ত্যবচ্ছেদে তাহার নাশক হয়। এই জন্য অন্তঃকরণবৃত্তি আবরণাভিভবার্থা নামে কথিত হয়।

সম্বন্ধার্থা বৃত্তি, ইহাও অপর একমত। বিষয়ের সহিত জীব চৈতন্যের সম্বন্ধ সংঘটনই বৃত্তির প্রয়োজন। এই মতেও জীব অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিত ও অপরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ ব্যাপক। সেই অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিত অপরিচ্ছিন্ন জীব সর্বগত বালয়া ঘটাদি দেশে বিদ্যমান থাকিলেও ঘটাদ্যাকার অপরোক্ষবৃত্তির অভাবকালে ঘটাদিকে প্রকাশ করে না; কারণ ঘটাদি বিষয়ের সহিত জীবের সম্বন্ধ নাই। তত্তৎ বিষয়াকার বৃত্তি কালে ঘটাদি বিষয়কে প্রকাশ করে। তখন ঘটাদি বিষয়ের সহিত জীবের সম্বন্ধ আছে।

পূর্বপক্ষী সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া আপত্তি করিতে বলিলেন—**নম্ববিদ্যোপাধিকস্য** ইত্যাদি। অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত অপরিচ্ছিন্ন ব্যাপক জীবের সর্বদা সমস্ত বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ আছে। 'বৃত্তির অভাবকালে সম্বন্ধ নাই' এই উক্তি সঙ্গত নহে।

উচ্যতে। ন হি বৃত্তিবিরহ-দশায়াং জীবস্য ঘটাদিনা সহ সম্বন্ধ-সামান্যং নিষেধামঃ। কিং তর্হি? ঘটাদিভান-প্রয়োজকং সম্বন্ধ-বিশেষম্। স চ সম্বন্ধ-বিশেষো বিষয়স্য জীব-চৈতন্যস্য চ ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব-লক্ষণঃ কাদাচিৎ-কস্তদাকার-বৃত্তি-নিবন্ধনঃ। তথা হি—তৈজসমন্তঃকরণং স্বচ্ছ-দ্রব্যত্বাৎ স্বত এব জীব-চৈতন্যাভিব্যঞ্জন-সমর্থম্। ঘটাদিকং তু ন তথা, অস্বচ্ছ-দ্রব্যত্বাৎ। স্বাকার-বৃত্তি-সংযোগ-দশায়াস্তু বৃত্ত্যভিভূত-জাড্য-ধর্মকতয়া বৃত্ত্যুৎপাদিত-

বৃত্তির পরেও সম্বন্ধ হইতে পারে না—এই যদি বলি। বলিতেছি—বৃত্তির অভাবকালে ঘটাদির সহিত জীবের সম্বন্ধ-সামান্যের নিষেধ করি না। তবে কি? ঘটাদি প্রকাশের হেতু সম্বন্ধ-বিশেষকেই নিষেধ করি। বিষয় ও জীব চৈতন্যের সেই সম্বন্ধ-বিশেষ হইতেছে বিষয়াকার বৃত্তি-জন্য কাদাচিৎক ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব। তাহা এইরূপ:—স্বচ্ছ দ্রব্যত্বহেতু তৈজস অন্তঃকরণ স্বভাবতঃই জীব-চৈতন্যের অভিব্যঞ্জনে সমর্থ। ঘটাদি কিন্তু সেই প্রকার নহে অর্থাৎ চৈতন্যের অভিব্যঞ্জনে সমর্থ নহে; যেহেতু ঘটাদি অস্বচ্ছ দ্রব্য। ঘটাদ্যাকার বৃত্তির সংযোগকালে কিন্তু ঘটাদি বিষয়ের জাড্য ধর্ম বৃত্তি দ্বারা অভিভূত

বিবৃতি

যদি অসঙ্গত্ব দৃষ্টিতে সম্বন্ধ নাই বল, তবে বৃত্তির অনন্তরও সম্বন্ধ হইবে না। সিদ্ধান্তী ইহার উত্তরে বলেন যে, বৃত্তির অভাব কালে ঘটাদির সহিত জীবের কোন সম্বন্ধ নাই, ইহা আমরা বলি না। তবে কি? ঘটাদির প্রকাশের প্রয়োজক সম্বন্ধ নাই, এই বলি। ঘটাদি বিষয়ের সহিত জীবের সর্বগতত্ব নিবন্ধন যে সম্বন্ধ, তাহা যদি প্রকাশের প্রয়োজক হইত, তবে সর্বদাই ঘটের প্রকাশ হইত; কিন্তু সর্বদা ঘটের প্রকাশ হয় না। সুতরাং সে সম্বন্ধ প্রকাশের প্রয়োজক নহে। তদ্‌ভিন্ন বিশেষ সম্বন্ধকেই প্রকাশের প্রয়োজক বলিতে হইবে। জীব ও বিষয়ের ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক ভাবরূপ (জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ত্বরূপ) সেই বিশেষ সম্বন্ধটি তত্তদ্ বিষয়াকার বৃত্তি নিবন্ধন কদাচিৎ হয়। বিষয়ের সহিত জীবের সর্বগতত্ব নিবন্ধন যে সম্বন্ধ, তাহা জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ত্ব-রূপ নহে; কারণ বৃত্তির অভাবকালে জীব জ্ঞাতা নহে, বিষয়ও জ্ঞেয় নহে। সর্বগত জীবের গ্রামব্যাপী সম্বন্ধ থাকিলেও জীবগত গতি-ক্রিয়া দ্বারা জীবে যেমন গ্রামব্যাপী বিশেষ সম্বন্ধ জন্মে, তদ্রূপ অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপ জ্ঞান-ক্রিয়া দ্বারা জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ভাব-লক্ষণ বিষয়ব্যাপী বিশেষ সম্বন্ধ জন্মে; কারণ ক্রিয়া নিজ আশ্রয়েই অতিশয় জন্মায়, ইহাই নিয়ম। এই বিশেষ সম্বন্ধের প্রয়োজক বৃত্তিটি কদাচিৎ বলিয়া সম্বন্ধটীও কদাচিৎ হয়।

তত্তদাকার বৃত্তিটী কিরূপে ঐ বিশেষ সম্বন্ধের সংঘটক হয়, তাহা বলা আবশ্যক। অন্তঃকরণটি পঞ্চভূতের কার্য্য পাঞ্চভৌতিক হইলেও তেজঃপ্রধান পঞ্চভূতের পরিণাম বলিয়া তৈজস। পঞ্চভূতের স্বচ্ছস্বভাব সত্ত্বাংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বচ্ছ। উহা স্বচ্ছ দ্রব্য

চৈতন্যাভিব্যঞ্জন-যোগ্যতাশ্রয়তয়া চ বৃত্ত্যুদয়ানন্তরং চৈতন্যমভিব্যনক্তি। তদুক্তং বিবরণে—"অন্তঃকরণং হি স্বস্মিন্নিব স্বসংসর্গিণ্যপি ঘটাদৌ চৈতন্যাভিব্যক্তি-যোগ্যতামাপাদয়তী"তি। দৃষ্টং চাস্বচ্ছ-দ্রব্যস্যাপি স্বচ্ছ-দ্রব্য-সম্বন্ধ-দশায়াং প্রতিবিম্ব-গ্রাহিত্বম্। যথা কুড্যাদের্জলাদি-সংযোগ-দশায়াং মুখাদি-প্রতিবিম্ব-গ্রাহিতা। ঘটাদেরভিব্যঞ্জকত্বং চ তৎপ্রতিবিম্ব-গ্রাহিত্বম্।

হওয়ায় এবং বৃত্তি দ্বারা উৎপাদিত চৈতন্যাভিব্যঞ্জন যোগ্যতার আশ্রয় হওয়ায় বৃত্তির উৎপত্তির অনন্তর [ঘটাদি বিষয়] চৈতন্যকে অভিব্যক্ত করে। "অন্তকরণং হি স্বস্মিন্নিব স্বসংসর্গিণ্যপি ঘটাদৌ চৈতন্যাভিব্যক্তিযোগ্যতামাপাদয়তি" (বৃত্তিমৎ অন্তঃকরণ নিজেতে যেমন চৈতন্যাভিব্যক্তি-যোগ্যতা আপাদন করে, তদ্রূপ নিজ সম্বন্ধী ঘটাদি বিষয়ে চৈতন্যাভিব্যক্তি-যোগ্যতা আপাদন করে।) বিবরণে প্রথম বর্ণকের এই গ্রন্থে তাহা উক্ত হইয়াছে। স্বচ্ছ দ্রব্যের সম্বন্ধ কালে অস্বচ্ছ দ্রব্যেরও প্রতিবিম্ব-গ্রাহিত্ব দেখা যায়। যেমন—জলাদি স্বচ্ছ দ্রব্যের সম্বন্ধ কালে কুড্যাদির (দেওয়াল প্রভৃতির) মুখাদির প্রতিবিম্বগ্রাহিত্ব দেখা যায়। ঘটাদির চৈতন্যাভিব্যঞ্জকত্ব হইতেছে ঘটাদির চৈতন্য-প্রতি-

বিবৃতি

বলিয়া স্বভাবতঃ জীবচৈতন্যের অভিব্যক্তিতে সমর্থ। এস্থলে অভিব্যক্তি হইতেছে—প্রতিবিম্ব গ্রহণ। ঘটাদি বিষয় কিন্তু অস্বচ্ছ বলিয়া অভিব্যক্তিতে সমর্থ নহে। কিন্তু বিষয়াকার বৃত্তির উৎপত্তির অনন্তর সেই অস্বচ্ছ ঘটাদি বিষয়ের সহিত সেই বৃত্তির সংযোগ হইলে ঐ বৃত্তি দ্বারা ঘটাদি বিষয়-গত জাড্য ধর্মের অভিভব হয় এবং চৈতন্যের অভিব্যঞ্জন যোগ্যতা (প্রতি-বিম্বগ্রহণ-যোগ্যতা) উৎপন্ন হয়। তাৎপর্য্য এই যে, ঘটাদি বিষয়ের সহিত তদাকার অন্তঃকরণ-বৃত্তির সম্বন্ধ হইলে ঐ অন্তঃকরণবৃত্তি ঘটাদি বিষয়ে অস্বচ্ছতা অভিভব করিয়া স্বচ্ছতা আধান করে। তখন ঘটাদি বিষয় প্রতিবিম্ব গ্রহণে যোগ্য হইয়া চৈতন্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে। বিবরণকারও বলিয়াছেন—অন্তঃকরণ নিজের ন্যায় স্বসম্বন্ধী বিষয়েও চৈতন্যাভিব্যক্তির যোগ্যতা আধান করে। লোকেও স্বচ্ছ দ্রব্যের সম্বন্ধকালে অস্বচ্ছ দ্রব্যেরও প্রতিবিম্ব-গ্রাহিত্ব দেখা যায়। যেমন স্বচ্ছ জলাদির সংযোগকালে কুড্যাদির প্রতিবিম্ব-গ্রাহিতা। ঘটাদি বস্তু অন্তঃকরণ-বৃত্তির সহিত সংযুক্ত হইলে স্বাবচ্ছিন্ন চৈতন্যাবরণের নিবৃত্তির সহায়ক-রূপে চৈতন্যের অভিব্যঞ্জক হয়; কুড্যাদি মাত্র প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, চৈতন্যের অভিব্যঞ্জক হয় না; কারণ তাহার সহিত অন্তঃ-করণ-বৃত্তির সম্বন্ধ নাই। এজন্য উহা চিদভিব্যঞ্জকের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। তাই এস্থলে ঘটাদির অভিব্যঞ্জকত্ব হইবে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব-গ্রাহিত্ব। ঘটাদি চৈতন্যের অভিব্যঞ্জক হইলে অভিব্যক্ত হইতে পারে না; কারণ এক বস্তুতে বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ হয় না। তাই ঘটাদির প্রতিবিম্ববত্ত্বকেই অভিব্যক্তত্ব বলিতে হইবে। তাহা

চৈতন্যাভিব্যঞ্জকত্বঞ্চ তত্র প্রতিবিম্বিতত্বম্। এবংবিধাভিব্যঞ্জকত্ব-সিদ্ধ্যর্থমেব বৃত্তেরপরোক্ষ-স্থলে বহির্নিগমনাঙ্গীকারঃ।

পরোক্ষ-স্থলে তু বহ্ন্যাদের্বৃত্তিসংযোগাভাবেন চৈতন্যানভিব্যঞ্জকতয়া নাপরোক্ষত্বম্। এতন্মতে বিষয়াণামপরোক্ষত্বং চৈতন্যাভিব্যঞ্জকত্বমিতি দ্রষ্টব্যম্। এবং জীবস্যাপরিচ্ছিন্নত্বেঽপি বৃত্তেঃ সম্বন্ধার্থত্বং নিরূপিতম্।

বিম্ব-গ্রাহিত্ব। চৈতন্যের অভিব্যক্তত্ব হইতেছে সেই ঘটাদিতে প্রতিবিম্বিতত্ব। এই প্রকার অভিব্যঞ্জকত্ব সিদ্ধির জন্যই অপরোক্ষ স্থলে বৃত্তির বহির্গমন অঙ্গীকার করা হইয়াছে। পরোক্ষ স্থলে কিন্তু বহ্ন্যাদি বিষয়ের বৃত্তির সহিত সংযোগ না থাকায় চৈতন্যের অভিব্যঞ্জকত্ব নাই; এইজন্য বহ্ন্যাদি বিষয়ের অপরোক্ষত্ব নাই। এই মতে বিষয়-সমূহের অপরোক্ষত্ব হইতেছে চৈতন্যাভিব্যঞ্জকত্ব—ইহা জানিবে। জীবের অপরিচ্ছিন্নত্ব পক্ষেও বৃত্তির সম্বন্ধার্থত্ব এই প্রকারে নিরূপিত হইল।

বিবৃত্তি

হইলে আর বিরোধ হইবে না; কারণ প্রতিবিম্বগ্রাহিত্ব ও প্রতিবিম্ববত্ত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। বিষয়ের এই চিৎপ্রতিবিম্ব-গ্রাহিত্ব বিনা বিষয়ের প্রকাশ সম্ভব নহে। তাই এই প্রতিবিম্ব-গ্রাহিত্বটী বিষয়-প্রকাশের প্রয়োজক। বিষয় চিৎপ্রতিবিম্ব গ্রহণ করিলে জীব বিষয়ের ব্যঞ্জক (প্রকাশক) এবং বিষয় জীবের ব্যঙ্গ (প্রকাশ্য) হয়। তাই প্রতিবিম্ব-গ্রাহিত্বটী বিষয় ও জীবচৈতন্যের ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক-ভাব-রূপ সম্বন্ধ। উহা অন্তঃকরণ-বৃত্তির অধীন বলিয়া বৃত্তি সম্বন্ধার্থা হইয়াছে। অন্তঃকরণ-বৃত্তি যদি অন্তঃকরণে থাকে, তবে বিষয়ের জাড্যাভিভব ও চিদ্-ব্যঞ্জকত্ব সিদ্ধ হয় না; যেহেতু কার্য্য ও কারণ ব্যধিকরণ হইয়াছে। তাই অপরোক্ষ স্থলে ঘটাদি বিষয়ের এবংবিধ ব্যঞ্জকত্ব সিদ্ধির জন্য বৃত্তির বিষয় দেশে গমন অঙ্গীকৃত হইয়াছে। অন্তঃকরণ-বৃত্তি বহির্গত হইয়া বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে জড় বিষয়ের জাড্য অভিভূত হয় এবং বিষয়ের চিৎ-প্রতিবিম্ব গ্রহণের যোগ্যতা জন্মে[১]। পরোক্ষ স্থলে অনুমেয় বহ্ন্যাদির সহিত অন্তঃকরণের পরিণাম বৃত্তির সম্বন্ধ নাই বলিয়া বহ্ন্যাদি বিষয় চৈতন্যের অভিব্যঞ্জক অর্থাৎ জাড্যের অভিভবরূপ চিৎ-প্রতিবিম্ব-গ্রহণের যোগ্য হয় না, এই জন্য বহ্ন্যাদি বিষয় প্রত্যক্ষ হয় না। সম্বন্ধার্থা বৃত্তি—এই মতে বিষয়-গত চৈতন্যাভিব্যঞ্জকত্বই প্রত্যক্ষত্ব বুঝিতে হইবে। যদিও পূর্বে প্রমাতৃ-চৈতন্যাভিন্নত্বকে বিষয়-গত প্রত্যক্ষত্ব বলা হইয়াছে। তথাপি প্রতিবিম্ববাদে বিষয় চিদ্-ব্যঞ্জক অর্থাৎ চিৎ-প্রতিবিম্ব-গ্রাহী হইলে প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত অভিন্ন হয়, নচেৎ হয় না। এইজন্য এখানে চিদভিব্যঞ্জকত্বকে প্রত্যক্ষত্ব বলা হইয়াছে। জীব অপরিচ্ছিন্ন হইলেও বৃত্তির সম্বন্ধার্থত্ব এইরূপ নিরূপিত হইল।

১। পরিণাম-সংসর্গাদাপন্ন-জাড্যাভিভব-লক্ষণ-যোগ্যত্বমুচ্যতে—ক, বি, ৩৬০ পৃঃ

ইদানীং পরিচ্ছিন্নত্ব-পক্ষে সম্বন্ধার্থত্বং নিরূপ্যতে। তথা হি—অন্তঃকরণোপাধিকো জীবঃ, তস্য চ ঘটাদ্যনুপাদানতা ঘটাদি-দেশাসম্বন্ধাৎ। কিন্তু ব্রহ্মৈব ঘটাদ্যুপাদানম্, তস্য মায়োপহিত-চৈতন্যস্য সকল-ঘটাদ্যন্বয়িত্বাৎ। অত এব ব্রহ্মণঃ সর্বজ্ঞতা। তথা চ জীবস্য ঘটাদ্যধিষ্ঠান-ব্রহ্মচৈতন্যাভেদমন্তরেণ ঘটাদ্যবভাসাসম্ভবে প্রাপ্তে তদবভাসায় ঘটাদ্যধিষ্ঠান-ব্রহ্ম-চৈতন্যাভেদ-সিদ্ধ্যর্থং ঘটাদ্যাকারা বৃত্তিরিষ্যতে। নন্বু বৃত্ত্যাপি কথং প্রমাতৃ-বিষয়-চৈতন্যয়োরভেদঃ সম্পাদ্যতে? ঘটান্তঃকরণ-রূপোপাধি-ভেদেন তদবচ্ছিন্ন-

---

সম্প্রতি পরিচ্ছিন্নত্ব পক্ষে বৃত্তির সম্বন্ধার্থত্ব নিরূপিত হইতেছে। তাহা এইরূপ :—অন্তঃকরণোপাধিক অর্থাৎ অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য হইতেছে জীব। ঘটাদি বিষয়ের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ না থাকায় সেই জীব-চৈতন্য ঘটাদির উপাদান নহেন। কিন্তু ব্রহ্মই অর্থাৎ মায়া-প্রতিবিম্বিত ঈশ্বর চৈতন্যই) ঘটাদির উপাদান ; যেহেতু সেই মায়োপহিত ঈশ্বর-চৈতন্যের সকল ঘটাদির সহিত অন্বয়িত্ব (অন্বয়—সম্বন্ধ) আছে। এই হেতুই অর্থাৎ সেই ঈশ্বর চৈতন্যের সকল কার্য্যের সহিত অন্বয় আছে বলিয়াই ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব। তাহা হইলে অর্থাৎ ঈশ্বর-চৈতন্য ঘটাদির উপাদান হেতু প্রকাশক হইলে ঘটাদির অধিষ্ঠান ঈশ্বর-চৈতন্যের সহিত জীবের অভেদ ব্যতীত ঘটাদির অবভাস অসম্ভব হইলে সেই ঘটাদির অবভাসের জন্য ঘটাদির অধিষ্ঠান ঈশ্বর-চৈতন্যের সহিত [জীবের] অভেদ সিদ্ধির নিমিত্ত ঘটাদ্যাকার বৃত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। আচ্ছা, বৃত্তিদ্বারাই বা কিরূপে প্রমাতৃ-চৈতন্য ও বিষয় চৈতন্যের অভেদ সম্পাদিত হয়? যেহেতু ঘট ও অন্তঃকরণ রূপ উপাদির ভেদ আছে বলিয়া

বিবৃতি

সম্প্রতি জীবের পরিচ্ছিন্নত্ব মতে বৃত্তির সম্বন্ধার্থত্ব নিরূপিত হইতেছে। পরিচ্ছিন্ন জীবের সহিত বিষয়ের অভেদ-সম্বন্ধ সম্পাদনই বৃত্তির প্রয়োজন। জীবের পরিচ্ছিন্নত্ব মতে জীব অন্তঃকরণোপাধিক অর্থাৎ অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। সেই অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত জীব-চৈতন্যের অন্তঃকরণ দেশে সম্বন্ধ আছে, ঘটাদি দেশে সম্বন্ধ নাই। তাই তিনি ঘটাদির প্রতি উপাদান নহেন। কিন্তু মায়োপহিত ঈশ্বরই ঘটাদির উপাদান ; কারণ তিনি ব্যাপক ; ঘটাদি সকল বস্তুতেই তাঁহার সম্বন্ধ আছে। তাঁহার অবিদ্যার আবরণ নাই। তাই তিনি সকলের অবভাসক সর্বজ্ঞ। যদি মায়োপহিত চৈতন্য সকলের অবভাসক হন, জীব যদি অবভাসক না হয়, তবে জীবের বিষয়-জ্ঞান কিরূপে হয়, তাহা বক্তব্য। জীব-চৈতন্যের সহিত ঘটাদ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভেদ ব্যতিরেকে জীবের নিকট ঘটাদির অবভাস সম্ভব নহে ; কারণ ভাস্য ঘটাদির সহিত ভাসক জীব-চৈতন্যের কোন সম্বন্ধ নাই ; ঘটাদির অধিষ্ঠান ও ভাসক ঈশ্বর চৈতন্যের সহিত অভেদও নাই। অতএব জীবের নিকট ঘটাদি বিষয়ের অবভাস সিদ্ধির জন্য এবং ঘটাদির অধিষ্ঠান ঈশ্বর চৈতন্যের

চৈতন্যয়োরভেদাসম্ভবাদিতি চেন্ন, বৃত্তের্বহির্দেশ-নির্গমনাঙ্গীকারেণ বৃত্ত্যন্তঃ-করণ-বিষয়াণামেকদেশস্থত্বেনোপধেয়-ভেদাভাবস্যোক্তত্বাৎ। এবমপরোক্ষ-স্থলে মত-ভেদেন বৃত্তের্বিনিয়োগঃ।

ইন্দ্রিয়াজন্য-বিষয়-গোচরাপরোক্ষান্তঃকরণ-বৃত্ত্যবস্থা স্বপ্নাবস্থা। জাগ্র-দবস্থা-ব্যাবৃত্ত্যর্থম্—ইন্দ্রিয়াজন্যেতি। অবিদ্যা-বৃত্তিমত্যাং সুষুপ্তাবতিব্যাপ্তি-

---

সেই উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যদ্বয়ের অভেদ অসম্ভব—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না; যেহেতু বৃত্তির বহির্দেশে নির্গমন অঙ্গীকৃত হওয়ায় বৃত্তি, অন্তঃকরণ ও বিষয়রূপ উপাধিগুলির একদেশস্থ হেতু উপধেয় চৈতন্যদ্বয়ের ভেদের অভাব পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। অপরোক্ষ স্থলে মতভেদে বৃত্তির বিনিযোগ এই প্রকার [জানিবে]।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অজন্য বিষয়-বিষয়ক অন্তঃকরণ বাসনা-নিমিত্তক অপরোক্ষ বৃত্তিবিশেষ-রূপ অবস্থা হইতেছে স্বপ্নাবস্থা। জাগ্রৎ অবস্থায় [স্বপ্নলক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'ইন্দ্রিয়াজন্য' এই পদ [অপরোক্ষ বৃত্তির বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে]। অবিদ্যাবৃত্তি-

বিবৃতি

সহিত অভেদ সিদ্ধির জন্য ঘটাদ্যাকার অন্তঃকরণ বৃত্তি স্বীকার্য্য। এই বৃত্তি দ্বারা জীব ও অধিষ্ঠান-চৈতন্যের অভেদ-সিদ্ধি হইলে জীবের নিকট বিষয়ের অবভাস সিদ্ধি হইবে। বৃত্তি দ্বারা এই অভেদ যেরূপে সিদ্ধ হয়, তাহা মূলে ও পূর্বে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে।

জাগ্রৎ অবস্থা উক্ত হইয়াছে। সম্প্রতি স্বপ্ন ও সুষুপ্তি উক্ত হইতেছে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অজন্য বিষয়-বিষয়ক প্রত্যক্ষ অন্তঃকরণ-বৃত্তিমৎ অবস্থাই স্বপ্নাবস্থা। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নাই; সুতরাং তৎপূর্বক অন্তঃকরণ বৃত্তি সম্ভব নহে। স্বাপ্ন বস্তু-বিষয়ক অন্তঃকরণ বৃত্তি হয় না, অবিদ্যাবৃত্তি হয়। অতএব মূলে অন্তঃকরণবৃত্ত্যবস্থা শব্দের অর্থ হইবে—অন্তঃকরণগত বাসনা নিমিত্তক বৃত্ত্যবস্থা। যে কালে বা যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের কোন ব্যাপার নাই; অথচ অন্তঃকরণ-গত বাসনা-নিমিত্তক স্বাপ্ন বস্তু-বিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি হয়; সেই কাল বা অবস্থাই স্বপ্নকাল বা স্বপ্নাবস্থা। যদি বিষয়-বিষয়ক অপরোক্ষ বৃত্তিমৎ অবস্থামাত্র লক্ষণ হইত, তবে প্রত্যক্ষ ভ্রম কালীন জাগ্রদ্ দশাতে অতিব্যাপ্তি হইত; কারণ সেই অবস্থাটি বিষয়-বিষয়ক অন্তঃকরণ-বাসনা-নিমিত্তক প্রত্যক্ষ বৃত্ত্যবস্থা। এইজন্য বৃত্তিতে 'ইন্দ্রিয়াজন্য' বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। ভ্রম-কালীন জাগ্রদবস্থাটি ইন্দ্রিয়-জন্য বৃত্ত্যবস্থা; ইন্দ্রিয়াজন্য বৃত্ত্যবস্থা নহে, ভ্রমে ইন্দ্রিয়জন্য ইদমাকার বৃত্তি হইয়া থাকে। এই জন্য অতিব্যাপ্তি হয় না, ইহাই মূলকারের বক্তব্য। কিন্তু অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণ ধর্মের জ্ঞান কালীন জাগ্রদ্-দশাটি ইন্দ্রিয়াজন্য বৃত্ত্যবস্থা; কারণ অন্তঃকরণাদি-বিষয়ক ইন্দ্রিয়-জন্য বৃত্তি হয় না। সুতরাং এই বিশেষণের দ্বারাও অতিব্যাপ্তি বারণ হয় না। তাই ইন্দ্রিয়াজন্য কথার অর্থ হইবে—ইন্দ্রিয়-জন্য ব্যাপারের অভাবযোগ্য-কালীন। তাহা হইলে

বারণায়—অন্তঃকরণেতি। সুষুপ্তির্নামাবিদ্যা-গোচরাঽবিদ্যাবৃত্ত্যবস্থা। জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োরবিদ্যাকার-বৃত্তেরন্তঃকরণ-বৃত্তিত্বান্ন তত্রাতিব্যাপ্তিঃ।

অত্র কেচিন্মরণ-মূর্চ্ছয়োরবস্থান্তরত্বমাহুঃ। অপরে সুষুপ্তাবেব তয়োরন্ত-

---

বিশিষ্ট সুষুপ্তিতে [এই স্বপ্ন-লক্ষণের] অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য 'অন্তঃকরণ' এই পদ [বৃত্তির বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে]। সুষুপ্তির নাম হইতেছে অবিদ্যা-বিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি-বিশেষ-রূপ অবস্থা। জাগ্রৎ ও স্বপ্নে অবিদ্যা-বিষয়ক বৃত্তিটি অন্তঃকরণ বৃত্তি-স্বরূপ অর্থাৎ অহঙ্কারাদি বিশিষ্ট-বিষয়ক বৃত্তি স্বরূপ বলিয়া জাগ্রৎ ও স্বপ্নে [এই সুষুপ্তি-লক্ষণের] অতিব্যাপ্তি হয় না।

এই জীবাবস্থা সমূহের মধ্যে কেহ কেহ (শঙ্করভাষ্যাবলম্বিগণ) মরণ ও মূর্চ্ছাকে অবস্থান্তর বলেন। অন্যান্য আচার্য্যগণ সুষুপ্তিতেই মরণ ও মূর্চ্ছার অন্তর্ভাব বলেন।

বিবৃতি

অতিব্যাপ্তি হয় না; কারণ ঐ অবস্থাটি ইন্দ্রিয়-জন্য ব্যাপারের যোগ্য কালীন অবস্থা। যদি ইন্দ্রিয়াজন্য বৃত্ত্যবস্থামাত্র লক্ষণ হইত, তবে সুষুপ্তি তাদৃশ অবস্থা স্বরূপ বলিয়া তাহাতে অতিব্যাপ্তি হইত। এইজন্য বৃত্তিতে 'অন্তঃকরণ' বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। সুষুপ্তি ইন্দ্রিয়াজন্য বৃত্ত্যবস্থা হইলেও অন্তঃকরণ বাসনা-নিমিত্তক বৃত্ত্যবস্থা নহে। সুষুপ্তির প্রতি অন্তঃকরণের বাসনা হেতু নহে, কর্মের উপরমই তাহার হেতু।

অবিদ্যা-বিষয়ক অবিদ্যাবৃত্ত্যবস্থাই সুষুপ্তি। অবিদ্যাবৃত্ত্যবস্থামাত্র লক্ষণ হইলে স্বপ্ন ও জাগ্রতে অতিব্যাপ্তি হইত। স্বপ্নে স্বাপ্ন বস্তু-বিষয়ক অবিদ্যা-বৃত্তি এবং জাগ্রতে শুক্তি রজতাদি ও সুখাদি বিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি আছে। এইজন্য অবিদ্যাবৃত্তিতে 'অবিদ্যা-গোচর' বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। জাগ্রতে ও স্বপ্নে অবিদ্যাতিরিক্ত-বিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি হয় বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয় না। বস্তুতঃ বৃত্তিতে অবিদ্যা বিশেষণটী স্পষ্টার্থ। অবিদ্যা-বিষয়ক অবিদ্যাবৃত্তি ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তি হয় না; সুতরাং অবিদ্যা-বিষয়ক বৃত্ত্যবস্থাই সুষুপ্তি। অবিদ্যাপদটি সুখ ও সাক্ষীর উপলক্ষণ। সুষুপ্তিতে সুখাকার, সাক্ষ্যাকার ও অজ্ঞানাকার অবিদ্যাবৃত্তি হয়। আচার্য্য মধুসূদন সিদ্ধান্তবিন্দুতে ইহা সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন[১]। যদি সুষুপ্তিতে এতৎত্রিতয়াকার বৃত্তি না হইত। তবে সুপ্তোত্থিতের 'আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানি না"—এরূপ সুখ, সাক্ষী ও অজ্ঞানের স্মরণ হইত না। এইরূপ স্মরণ যখন হয়, তখন সুষুপ্তিতে এতৎ ত্রিতয়ের জ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য্য।

জীবের তিনটি অবস্থা উক্ত হইয়াছে। মত-বিশেষে জীবের অন্য অবস্থাও আছে। ইহা দেখাইতে বলিলেন—**অত্র কেচিৎ**। এস্থলে পুজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তিগণ প্রয়োজন, লক্ষণ ও নিমিত্তের ভেদহেতু স্মরণ ও মূর্চ্ছাকে জীবের অবস্থান্তর বলেন।

১। "সাক্ষ্যাকারং সুখাকারমবস্থাজ্ঞানাকারঞ্চাবিদ্যায়া বৃত্তিত্রয়মভ্যুপেয়তে"—কা, সি, বিন্দু ৪১৭ পৃঃ

র্ভাবমাহুঃ। তত্র তয়োরবস্থাত্রয়ান্তর্ভাব-বহির্ভাবয়োস্তত্ত্বংপদার্থনিরূপণে উপ-যোগাভাবান্ন তত্র যত্যতে। তস্য মায়োপাধ্যপেক্ষয়ৈকত্বম্, অন্তঃকরণো-পাধ্যপেক্ষয়া নানাত্বং ব্যবহ্রিয়তে। এতেন—জীবস্যাণুত্বং প্রত্যুক্তম্, "বুদ্ধে-র্গুণেনাত্ম-গুণেন চৈবারাগ্রমাত্রো হ্যবরোপি দৃষ্টঃ" ইত্যাদৌ জীবস্য বুদ্ধিশব্দ-

---

সেই দুইটি মতের মধ্যে তৎ ও ত্বং পদার্থের নিরূপণে সেই মরণ ও মূর্চ্ছার অবস্থাত্রয়ে অন্তর্ভাব ও বহির্ভাবের কোন উপযোগ না থাকায় [এখানে] সেই অন্তর্ভাব ও বহি-র্ভাবের প্রতিপাদনে যত্ন করা হইতেছে না। মায়া-রূপ উপাধির অপেক্ষায় সেই জীব এক, অন্তঃকরণ-রূপ উপাধির অপেক্ষায় নানা (অনেক) ব্যবহার হয়। ইহা দ্বারা অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ-হেতু দ্বারা জীবের অণুত্ব খণ্ডিত হইল; যেহেতু "বুদ্ধের্গুণেনাত্ম-গুণেন চৈবারাগ্র-মাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ" (বুদ্ধিরূপ উপাধির পরিচ্ছিন্নত্ব গুণের দ্বারা আরার (তীক্ষ্নমুখ সূচীবিশেষের) অগ্রের পরিমাণের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম দৃষ্ট হইলেও নিজের অপরিচ্ছিন্নত্ব গুণের দ্বারা অবরও (অপরিচ্ছিন্নও) দৃষ্ট হন) ইত্যাদি-শ্রুতিতে বুদ্ধি-

বিবৃতি

সুষুপ্তির প্রয়োজন—শ্রম-নিবৃত্তি। মূর্চ্ছা বা মোহের প্রয়োজন—শরীর বিসর্জন। যদিও মোহ হইলেই শরীর বিসর্জন হয় না, তথাপি মোহ না হইলেও মরণ হয় না। সুতরাং মরণের জন্যই মোহ। সুষুপ্তির কারণ—শ্রমাদি। মোহের কারণ—মুষলাঘাত প্রভৃতি। সুষুপ্তির লক্ষণ—প্রসন্ন-বদনতা। মোহের লক্ষণ—মুখ নেত্রাদির বিকার। অন্যে বলেন—সুষুপ্তিতেই মরণ ও মূর্চ্ছার অন্তর্ভাব। বিশেষজ্ঞানের অভাবই সুষুপ্তি। মরণ ও মূর্চ্ছাতে যখন বিশেষজ্ঞানের অভাব আছে। তখন উহারা সুষুপ্তি হইতে অতিরিক্ত নহে। এস্থলে তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থের নিরূপণে মরণ ও মূর্চ্ছার অবস্থাত্রয়ে অন্তর্ভাব বা বহি-র্ভাবের কোন উপযোগিতা নাই বলিয়া মূলকার তাহার প্রতিপাদনে যত্ন করেন নাই।

মায়া-রূপ উপাধির অপেক্ষায় জীবের একত্ব, অন্তঃকরণ-রূপ উপাধির অপেক্ষায় জীবের নানাত্ব ব্যবহার হয়। ইহা দ্বারা মাধ্ব-বেদান্তীর অভিমত জীবের অণুত্ববাদ খণ্ডিত হইল। যদিও "বালাগ্র-শতভাগস্য" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের অণুত্ব উক্ত হইয়াছে; তথাপি তাহা জীবের স্বাভাবিক নহে; যেহেতু "বুদ্ধের্গুণেনাত্ম-গুণেন" ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বুদ্ধি-শব্দ-বাচ্য অন্তঃকরণের পরিচ্ছিন্নত্ব গুণ-রূপ উপাধি নিবন্ধন ব্যাপক জীবের অণুত্ব উক্ত হইয়াছে। শ্রুতিতে যখন বুদ্ধি-গুণের দ্বারা অণুত্ব এবং আত্ম-গুণের দ্বারা অবরত্ব (ব্যাপকত্ব) উক্ত হইয়াছে। তখন বিভুত্বকে স্বাভাবিক এবং অণুত্বকে ঔপাধিক বলিতে হইবে। বুদ্ধির গুণের দ্বারা অবরত্ব, আত্ম-গুণের দ্বারা আরাগ্রমাত্রত্ব (অণুত্ব)—এইরূপ ব্যুৎক্রমে শ্রুতি-বাক্যের অন্বয় করিয়াও আত্মার স্বাভাবিক অণুত্ব সমর্থন করা যায় না; কারণ বুদ্ধির অবরত্ব-গুণ নাই। বিশেষ, ক্রমান্বয় সম্ভব হইলে

বাচ্যান্তঃকরণ-পরিমাণোপাধিকস্য পরমাণুত্ব-শ্রবণাৎ। স চ জীবঃ স্বয়ং-প্রকাশঃ, স্বপ্নাবস্থামধিকৃত্যা"ত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতি"রিতি শ্রুতেঃ। অনুভব-রূপশ্চ, "প্রজ্ঞান-ঘন এবে"ত্যাদি-শ্রুতেঃ। অনুভবামীতি ব্যবহারস্য

শব্দ-বাচ্য অন্তঃকরণের পরিমাণোপাধিক জীবের পরমাণুত্ব শ্রুত হইতেছে অর্থাৎ পূর্বোক্ত শ্রুতিতে জীবের যে পরমাণুত্ব শ্রুত হইতেছে, তাহা তাঁহার স্বাভাবিক নহে, বুদ্ধি-শব্দ-বাচ্য অন্তঃকরণের পরমাণু-রূপ পরিমাণোপাধিক, অন্তঃকরণের সূক্ষ্ম পরিমাণই তদ-ভিন্ন আত্মাতে ভাসমান হইয়া থাকে। সেই জীব স্বয়ং প্রকাশ; যেহেতু [জীবের] স্বপ্নাবস্থার উপক্রমের পর "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ" এই শ্রুতি প্রমাণ আছে। সেই জীব অনুভবরূপ (জ্ঞান-স্বরূপ); যেহেতু "প্রজ্ঞান ঘন এব" (জ্ঞান-ঘনই) ইত্যাদি

বিবৃতি

ব্যুৎক্রমে অন্বয় করণীয় নহে এবং ব্যাপকত্ব বোধক বহু শ্রুতির সহিত বিরোধও আছে। জীবের উৎক্রান্তি, গতি প্রভৃতি দ্বারাও জীবের ব্যাপকত্ব হানি হয় না; কারণ বুদ্ধিগত উৎক্রমণ প্রভৃতি বুদ্ধি দ্বারা উপহিত আত্মাতে প্রতিভাত হয়, ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন।

সেই জীব স্বয়ং প্রকাশ। অবেদ্যত্ব-সমানাধিকরণ অপরোক্ষ-ব্যবহার-যোগ্যত্বই স্বয়ং প্রকাশের লক্ষণ। ফল-ব্যাপ্যত্বই[১] বেদ্যত্ব। যাহা অবেদ্য ও অপরোক্ষ ব্যবহারের যোগ্য, তাহাই স্বয়ং প্রকাশ। জড় ঘটাদি অপরোক্ষ-ব্যবহারের যোগ্য হইলেও অবেদ্য নহে। উহাতে ফল-ব্যাপ্যত্ব-রূপ বেদ্যত্ব আছে; তাই ঘটাদি স্বয়ং-প্রকাশ নয়। অতীত, অনাগত ও নিত্যানুমেয় ধর্মাধর্মাদিতে অবেদ্যত্ব থাকিলে অপরোক্ষ-ব্যবহার যোগ্যত্ব নাই। ঐগুলি অপরোক্ষ-ব্যবহারের যোগ্য নহে; তাই ঐগুলিও স্বয়ং প্রকাশ নহে। স্বয়ং-প্রকাশ-রূপ আত্মাতে যোগ্যতা-রূপ ধর্ম স্বীকার করিলেও আত্মার নির্ধর্মকত্বের হানি হয় না; কারণ এই যোগ্যতাটী গুণবত্ত্বাত্যন্তাভাবানধিকরণত্বের ন্যায়[২] যোগ্যতাত্যন্তা-ভাবানধিকরণত্ব-স্বরূপ। অনধিকরণত্বটী আত্ম-স্বরূপের অতিরিক্ত নহে। এজন্য আত্মার সধর্মকত্ব প্রসঙ্গ হয় না। মোক্ষেও আত্মাতে এই স্বরূপ থাকে বলিয়া স্বপ্রকাশত্বের হানি হয়

১। বিষয়াকার বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বা ভগ্নাবরণক চৈতন্যের তাদাত্ম্যই ফল-ব্যাপ্যত্ব। জড়ের আবরণ ও অপ্রকাশ আছে। বৃত্তিব্যাপ্তি দ্বারা ঐ আবরণের নিবৃত্তি ও ফলব্যাপ্তি দ্বারা প্রকাশ উৎপন্ন হয়। এই জন্য জড়ে বৃত্তিব্যাপ্তি ও ফলব্যাপ্তি আবশ্যক। কিন্তু সদা প্রকাশমান আত্মাতে প্রকাশের উৎপত্তি নাই বলিয়া ফলব্যাপ্তি স্বীকৃত হয় নাই। তাই পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—"ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃদ্ভির্নিরাকৃতম্"।

২। যদি গুণবত্ত্বটি দ্রব্যের লক্ষণ হয়, তবে ন্যায়-বৈশেষিক মতে উৎপত্তির পরে দ্রব্যে গুণ উৎপন্ন হয় বলিয়া উৎপত্তিকালীন দ্রব্যে গুণবত্ত্ব না থাকায় অব্যাপ্তি হয়। এজন্য ন্যায়-লীলাবতীকার বল্লভাচার্য্য গুণবত্ত্ব শব্দের বিবক্ষিত অর্থ বলিয়াছেন—গুণবত্ত্বাত্যন্তাভাবানধিকরণত্ব। গুণবত্ত্বের অত্যন্তাভাব গুণাদিতেই থাকে, দ্রব্যে গুণ উৎপন্ন হয় বলিয়া দ্রব্যে থাকে না, এইজন্য দ্রব্যে গুণবত্ত্বের অত্যন্তাভাবের অনধিকরণত্ব সকল সময়ে থাকে বলিয়া অব্যাপ্তি হয় না। এইরূপ অপরোক্ষ ব্যবহার যোগ্যত্বটীও তাদৃশ ব্যবহার-যোগ্যতার অত্যন্তাভাবের অনধিকরণত্বরূপ হইলে কোন দোষ হয় না; কারণ অনধিকরণত্বটি অধিকরণত্বাভাব-স্বরূপ এবং অভাবটি অধিকরণ স্বরূপ বলিয়া ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভাব নাই।

বৃত্তি-প্রতিবিম্বিত-চৈতন্যমাদায়োপপদ্যতে। এবং ত্বংপদার্থো নিরূপিতঃ।

অধুনা তত্ত্বংপদার্থয়োরৈক্যং মহাবাক্য-প্রতিপাদ্যমভিধীয়তে। নন্বু নাহমী-শ্বর ইত্যাদি-প্রত্যক্ষেণ, কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্ব-সর্বজ্ঞত্বরূপ-বিরুদ্ধধর্মাশ্রয়ত্বাদি-লিঙ্গেন "দ্বা সুপর্ণে"ত্যাদি-শ্রুত্যা, "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।

শ্রুতি প্রমাণ আছে। "অনুভবামি" এই ব্যবহার কিন্তু বৃত্তি প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে গ্রহণ করিয়া উপপন্ন হয়। এই প্রকারে ত্বং পদার্থ নিরূপিত হইল।

সম্প্রতি মহাবাক্যের প্রতিপাদ্য তৎ ও ত্বং পদার্থের ঐক্য অভিহিত হইতেছে। আচ্ছা, "আমি ঈশ্বর ভিন্ন" ইত্যাদি প্রত্যক্ষের দ্বারা, কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্ব ও সর্বজ্ঞত্বরূপ বিরুদ্ধ-ধর্মের আশ্রয়ত্বাদি লিঙ্গের দ্বারা, "দ্বা সুপর্ণা" (দুইটি সুপর্ণ) ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা এবং "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর

বিবৃতি

না। পরমাত্মা স্বপ্রকাশ হইলেও জীব স্বপ্রকাশ নহে, ইহা বলা যায় না; কারণ শ্রুতিতে জীবের স্বপ্নাবস্থার প্রস্তাব করিয়া ঐ অবস্থাতে জীবকে স্বয়ংপ্রকাশ বলা হইয়াছে।

যে জ্ঞান-রূপ, সে স্বপ্রকাশ হয়। জীব জ্ঞান-রূপ নহে, জ্ঞান-গুণবান্। সুতরাং জীব স্বপ্রকাশ হইতে পারে না, ইহা বলা যায় না; কারণ সেই জীব জ্ঞান-রূপ। "প্রজ্ঞাঘন এব" ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে জীবকে প্রজ্ঞান-ঘন অর্থাৎ জ্ঞানময় বলা হইয়াছে। 'অনু-ভবামি'—এইরূপ অনুভবের আশ্রয়রূপে যে আত্মার বোধ হয়, তাহা বৃত্তি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে গ্রহণ করিয়া উপপন্ন হইবে। যদিও আত্মা অনুভব-রূপ, অনুভবের আশ্রয় নহেন; কেননা এক অনুভব আধার ও আধেয় হয় না। তথাপি আত্মার 'অনুভবামি"—এইরূপ অনুভবাশ্রয়ত্ব অনুপপন্ন নহে। আধেয় অনুভবটি বৃত্তি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য। উহা চিদ্রূপ আত্মা হইতে ভিন্ন। কাহার মতে বিম্ব ও প্রতিবিম্ব বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও উপাধির বিদ্যমানতা দশায় ভিন্নই থাকে। সুতরাং চিদ্রূপ আত্মা বৃত্তি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যাত্মক জ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন। এইরূপে ত্বংপদার্থ নিরূপিত হইল।

বাক্যার্থ-জ্ঞানের প্রতি পদার্থের জ্ঞান কারণ। তাই প্রথমে তৎপদ ও ত্বংপদের অর্থ নির্ণীত হইয়াছে। অধুনা তত্ত্বমসি মহাবাক্যের প্রতিপাদ্য জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রতি-পাদিত হইতেছে। ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্য গ্রাহক লিঙ্গযুক্ত বাক্যই মহাবাক্য। চারিটি বেদের চারিটি মহাবাক্যের [১] প্রতিপাদ্য—জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য। পূর্বপক্ষী নৈয়ায়িক ইহাতে আপত্তি করিতে বলিলেন—**নন্বু নাহমীশ্বর** ইত্যাদি। 'আমি ঈশ্বর নহি, আমি মনুষ্য' ইত্যাদি প্রত্যক্ষের দ্বারা, কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব-রূপ বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয়ত্ব হেতু দ্বারা, "দ্বা

১। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মঠাম্নায়ে চারি বেদের চারিটি মহাবাক্যের স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। অনু-সন্ধিৎসু পাঠক তাহা দেখিলে এ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে"॥ ইত্যাদি-স্মৃত্যা চ জীব-পর-ভেদস্যাবগতত্বেন তত্ত্বমস্যাদি-বাক্য"মাদিত্যো যূপো" "যজমানঃ প্রস্তর" ইত্যাদি-বাক্যবদুপচরিতার্থমেবেতি চেন্ন, ভেদ-প্রত্যক্ষস্য সম্ভাবিত-করণ-দোষস্যা-

---

উচ্চতে॥ (ক্ষর ও অক্ষর—এই দুই পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ। সমস্ত ভূত (সকল বিকার) হইতেছে ক্ষর। আর কূটস্থ (মায়ায় অবস্থিত) পুরুষটি অক্ষর) ইত্যাদি স্মৃতি দ্বারা জীব ও পরমেশ্বরের ভেদ অবগত হওয়ায় তত্ত্বমস্যাদি বাক্য "আদিত্যো যূপঃ" (যূপটি আদিত্য অর্থাৎ আদিত্য সদৃশ উজ্জ্বল) "যজমানঃ প্রস্তর" (যজমানই প্রস্তর —শ্রুক্‌ধারক পাষাণবিশেষ) ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় উপচরিতার্থকই (লাক্ষণিকার্থকই) [হউক] এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না ; যেহেতু সম্ভাবিত-করণ-দোষ ভেদ প্রত্যক্ষটি অসম্ভাবিত-দোষ বেদ-জন্য জ্ঞানের দ্বারা বাধ্যমান হইয়া থাকে। অন্যথা

বিবৃতি

সুপর্ণা" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা এবং "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে" ইত্যাদি স্মৃতি দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ভেদ বোধ আছে। জ্যেষ্ঠ ও উপজীব্য প্রত্যক্ষের বিরোধে, জীবো নেশ্বরঃ বিরুদ্ধ-ধর্মাশ্রয়ত্বাৎ দহন-তুহিনবৎ ইত্যাদি অনুমান-বিরোধে, জীব ও ব্রহ্মের ভেদ-বোধক বেদ ও স্মৃতির বিরোধে তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অভেদে তাৎপর্য্য হইতে পারে না। "আদিত্যো যূপঃ" "যজমানঃ প্রস্তরঃ" ইত্যাদি বেদ যেমন প্রত্যক্ষ বিরোধে স্বার্থ আদিত্য ও যূপের এবং যজমান ও প্রস্তরের অভেদকে পরিত্যাগ করিয়া উপচরিতার্থক হইয়াছে ; তদ্রূপ তত্ত্বমসি বাক্য উপচরিতার্থকই (অন্যার্থকই) হউক। সিদ্ধান্তী ইহার উত্তরে বলিলেন—**ভেদ-প্রত্যক্ষস্য**। ভেদ-বিষয়ক প্রত্যক্ষে চক্ষুরাদি-করণের দোষ সম্ভাবিত। যে সদোষ চক্ষুরাদি করণ হইতে 'আমি অন্ধ, আমি খঞ্জ' প্রত্যক্ষ হইতেছে। সেই চক্ষুরাদি করণ হইতে ভেদ প্রত্যক্ষও হইতেছে ; সুতরাং উহা দোষমূলক হইতে পারে। প্রত্যক্ষে দোষ সম্ভাবিত, অপৌরুষেয় বেদে কিন্তু দোষের সম্ভাবনা নাই। অতএব অসম্ভাবিত-দোষ শ্রুতি অপেক্ষা সম্ভাবিত-দোষ প্রত্যক্ষ দুর্বল। দুর্বল প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রবল শ্রুতির বাধ বা উপচরিতার্থতা হইতে পারে না। পরন্তু শ্রুতিবাক্য-জন্য জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বাধিত হইবে। যদি প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষত্ব জাতিনিবন্ধন প্রবল হইত, তবে চন্দ্রের ক্ষুদ্রত্ব-গ্রাহী প্রত্যক্ষের দ্বারা চন্দ্রের মহত্ত্বগ্রাহী জ্যোতিঃশাস্ত্রের বাধ হইত এবং প্রত্যক্ষ গৃহীত অল্পত্বই তাত্ত্বিক হইত। তাহা কিন্তু হয় না ; সুতরাং প্রত্যক্ষ জাতিনিবন্ধন প্রবল নহে। উপজীব্য-রূপেও প্রবল নহে। প্রত্যক্ষ কোন স্থলে উপজীব্য হইলেও মহাবাক্য-বেদ্য জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যে উপ-জীব্য নহে। যে প্রমাণান্তরের উপজীব্য অর্থাৎ অপেক্ষিত যাবতীয় অর্থের গ্রাহক হয়, সে তাহার উপজীব্য হয়। এস্থলে ভেদ প্রত্যক্ষ মহাবাক্যের অপেক্ষিত কোন অর্থেরই গ্রাহক নহে। যদি ঐক্যটি ভেদের অভাব হইত, তবে ঐ প্রত্যক্ষ ঐক্যের অপেক্ষিত

সম্ভাবিত-দোষ-বেদ-জন্য-জ্ঞানেন বাধ্যমানত্বাৎ, অন্যথা চন্দ্রগতাধিক-পরিমাণ-গ্রাহি-জ্যোতিঃশাস্ত্রস্য চন্দ্রপ্রদেশ-গ্রাহি-প্রত্যক্ষেণ বাধাপত্তেঃ, পাক-রক্তে ঘটে রক্তোঽয়ং ন শ্যাম ইতিবৎ "সবিশেষণে হী"তি ন্যায়েন জীব-পর-ভেদ-গ্রাহি-প্রত্যক্ষস্য বিশেষণীভূত-ধর্মভেদ-বিষয়ত্বাচ্চ। অত এব নানুমানমপি

অর্থাৎ সদোষ প্রত্যক্ষ প্রবল হইলে চন্দ্র-গত ন্যূন পরিমাণের গ্রাহক প্রত্যক্ষের দ্বারা চন্দ্র-গত অধিক পরিমাণের গ্রাহক জ্যোতিঃশাস্ত্রের বাধের আপত্তি হইবে এবং পাক-রক্ত ঘটে "রক্তোঽয়ং ন শ্যাম" (এইটি রক্ত, শ্যাম নয়) এই প্রত্যক্ষের ন্যায় "সবিশেষণে হি" (সবিশেষণ বিষয়ে বিধি-নিষেধ বিশেষ্যে বাধিত হইলে বিশেষণে অন্বিত হয়) এই ন্যায়ানুসারে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ-গ্রাহক প্রত্যক্ষ বিশেষণীভূত জীবত্ব ও ঈশ্বরত্বরূপ

বিবৃতি

ভেদের গ্রাহক হইয়া শ্রুতির উপজীব্য হইত। কিন্তু ঐক্য ভেদাভাব নহে। ভেদের অভাব ঐক্য হইলে ঐক্যের অভাব ভেদ হইবে। উহাতে অন্যোন্যাশ্রয় হয়। এজন্য স্বরূপকেই ঐক্য বলিতে হইবে। আচার্য্য মধুসূদনও অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে স্বরূপকেই ঐক্য বলিয়াছেন[১]। যথাকথঞ্চিৎ অপেক্ষামাত্রে যদি প্রত্যক্ষ উপজীব্য হইত, তবে "নেদং রজতং" এই বাধের প্রতি "ইদং রজতং" এই প্রত্যক্ষও উপজীব্য হইত; কিন্তু তাহা হয় না। অতএব প্রত্যক্ষ যথাকথঞ্চিৎ অপেক্ষামাত্রেও উপজীব্য নহে এবং উপজীব্য-রূপেও প্রবল নহে। পরীক্ষিত প্রমাণই সকল প্রমাণ অপেক্ষা প্রবল। পরীক্ষিতত্ব-রূপেই তাহাদের প্রাবল্য। সেই পরীক্ষা হইতেছে প্রবৃত্তির সংবাদ, বিসংবাদের অভাব এবং দোষাভাব প্রভৃতি। প্রকৃত ভেদের প্রত্যক্ষে সেই পরীক্ষা নাই। সেখানে দোষের সম্ভাবনা ও বহু বিসংবাদ আছে। সুতরাং ঐ প্রত্যক্ষ কোনরূপেই প্রবল নহে। কিন্তু তাই বলিয়া যে ঐ প্রত্যক্ষ সর্বথা অপ্রমাণ, তাহাও নহে। পাক-রক্ত ঘটে "অয়ং রক্তঃ, ন শ্যামঃ" এইরূপ প্রত্যক্ষ যেমন রক্তত্ব-বিশিষ্ট ও শ্যামত্ব-বিশিষ্ট ঘটের ভেদকে বিষয় করে না বা তাহাতে প্রমাণ হয় না; কারণ "যে ঘটটী শ্যাম, সেইটী রক্ত" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা তাহার ঐক্যই সিদ্ধ আছে। পরন্তু তাহার ধর্ম রক্তত্ব ও শ্যামত্বের ভেদকে বিষয় করিয়া তাহাতে প্রমাণ হয়। তদ্রূপ বিশেষ্যে অন্বয়ের বাধ থাকিলে বিশেষণ-বিশিষ্ট বিশেষ্যে বিধি বা নিষেধ কেবল বিশেষণে অন্বিত হয়—এই নিয়ম অনুসারে জীব ও ব্রহ্মের ভেদগ্রাহী "নাহং ব্রহ্ম" এই প্রত্যক্ষ জীবত্ব-বিশিষ্ট ও ঈশ্বরত্ব-বিশিষ্টের ভেদকে বিষয় করে না; কারণ পরীক্ষিত প্রমাণ শ্রুতিদ্বারা ঐ ভেদ বাধিত হইয়াছে।

১। "নন্বৈক্যমাত্ম-স্বরূপম্, উতান্যৎ? নাদ্যঃ একতর-পরিশেষাদ্যাপত্তেঃ, সাপেক্ষত্বৈক্যস্য নিরপেক্ষাত্মত্বাযোগাচ্চ। নান্ত্যঃ। সত্যত্বেঽদ্বৈতহানেঃ, মিথ্যাত্বে তত্ত্বমসীত্যাদেরতত্ত্বাবেদকতাপত্তেরিতি চেন্ন, আত্মমেবানবদ্যম্" সি, অ ৮২৯ পৃঃ

প্রমাণম্, আগম-বিরোধাৎ, মেরু-পাষাণময়ত্বানুমানবৎ। নাপ্যাগমান্তর-বিরোধঃ; তৎপরাতৎপর-বাক্যয়োস্তৎপর-বাক্যস্ত বলবত্বেন লোকসিদ্ধ-ভেদানুবাদি-দ্বা সুপর্ণাদি - বাক্যাপেক্ষয়োপক্রমোপসংহারাভবগতাদ্বৈত-তাৎপর্য্য-

---

ধর্মের ভেদ বিষয়ক হইয়া থাকে। এই জন্যই অর্থাৎ পরীক্ষিত প্রমাণ শব্দের অপেক্ষায় অপরীক্ষিত প্রমাণ শব্দের দুর্বলত্ব হেতু অনুমানও প্রমাণ অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের ভেদ-সাধক নহে; যেহেতু মেরুর পাষাণময়ত্ব অনুমানের ন্যায় আগম বিরোধ আছে। 'দ্বা সুপর্ণা' ইত্যাদি বেদের সহিতও বিরোধ নাই; যেহেতু তৎ-পর ও অতৎ-পর বাক্যদ্বয়ের মধ্যে তৎ-পর বাক্য বলবান্ হয় বলিয়া লোকসিদ্ধ ভেদের অনুবাদক "দ্বা সুপর্ণা" প্রভৃতি বাক্যের অপেক্ষায় উপক্রম-উপসংহারাদি তাৎপর্য্য-গ্রাহক লিঙ্গের দ্বারা "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যের অদ্বৈতে তাৎপর্য্য গৃহীত হওয়ায় অদ্বৈত-তাৎপর্য্যক "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি

বিবৃতি

কিন্তু তাহার বিশেষণ জীবত্ব ও ঈশ্বরত্বের ভেদকে বিষয় করিয়া তাহাতেই প্রমাণ হইবে।

পরীক্ষিত শব্দ অপেক্ষা অপরীক্ষিত অনুমান দুর্বল বলিয়া পূর্বোক্ত অনুমানও জীব ও ঈশ্বরের ভেদে প্রমাণ (সাধক) নহে; যেহেতু ঐ অনুমানটি মেরুর পাষাণময়ত্ব অনুমান বা নর-শিরঃ-কপালের শৌচত্ব অনুমানের ন্যায় আগম-বিরোধী[১]। "মধ্যে পৃথিব্যামদ্রীন্দ্রো ভাস্বান্ মেরুর্হিরন্ময়ঃ" এই আগমের দ্বারা মেরুর হিরন্ময়ত্ব-নিশ্চয় কালে যদি কেহ "মেরুঃ পাষাণময়ঃ পর্বতত্বাৎ বিন্ধ্যাদিবৎ" এইরূপ অনুমান করে। অথবা "নারং স্পৃষ্ট্বাস্থি" ইত্যাদি আগমের দ্বারা নরাস্থির অশুচিত্ব নিশ্চয় কালে যদি কেহ "নর-শিরঃ-কপালং শুচি প্রাণ্যঙ্গত্বাৎ শঙ্খবৎ" এইরূপ অনুমান করে, তবে ঐ অনুমান আগম-বাধিত-বিষয়ক বলিয়া যেমন অপ্রমাণ; তদ্রূপ পূর্বোক্ত ভেদগ্রাহী অনুমান বাধিত ভেদ-বিষয়ক বলিয়া অপ্রমাণ। অতএব অপ্রমাণ অনুমানের দ্বারা মহাবাক্য বাধিত বা উপচরিতার্থক হইতে পারে না।

ভেদ-গ্রাহী আগমান্তরের সহিত ঐক্য-গ্রাহী মহাবাক্যের কোন বিরোধ নাই। দুইটী বাক্যের মধ্যে যে বাক্যের স্বার্থে তাৎপর্য্য, সেই বাক্যটি তৎ-পর বা তদর্থ-তাৎপর্য্যক। যাহার স্বার্থে তাৎপর্য্য নাই, অন্যার্থে তাৎপর্য্য আছে, সেইটি অতৎ-পর। তৎপর বাক্যটি অতৎপর বাক্য অপেক্ষা শীঘ্র অর্থ-বোধক। এজন্য তৎপর বাক্যটি অতৎ-পর বাক্য অপেক্ষা প্রবল। জীব ও ঈশ্বরের ভেদটি লোক-সিদ্ধ জ্ঞাত। "দ্বা সুপর্ণা"

১। আগমের দ্বারা শঙ্খাস্থির (শঙ্খের) শুচিত্ব জ্ঞান করিয়া কোন ব্যক্তি মনুষ্য কপালকে দেখিয়া অনুমান প্রয়োগ করিতেছেন—এই মনুষ্য কপালটি শুচি; যেহেতু উহা প্রাণীর অঙ্গ বলিয়া উহাতে প্রাণ্যঙ্গত্ব আছে। যাহাতে প্রাণ্যঙ্গত্ব থাকে, তাহা শুচি। যেমন শঙ্খ। যে আগমের দ্বারা প্রাণ্যঙ্গ শঙ্খের শুচিত্ব নিশ্চয় হইয়াছে, তজ্জাতীয় আগমান্তরের দ্বারা প্রতিবাদীর নরাস্থির অশুচিত্ব নিশ্চয় আছে। এখন তাহার নিকট এই অনুমানটি যেমন আগম-বিরোধী, তদ্রূপ আত্মার ভেদানুমানও আগম-বিরোধী।

বিশিষ্টস্য তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যস্য প্রবলত্বাৎ। ন চ জীবপরৈক্যে বিরুদ্ধ-ধর্মাশ্রয়ত্বানুপপত্তিঃ, শীতস্যৈব জলস্যৌপাধিকৌষ্ণ্যাশ্রয়ত্ববৎ স্বভাবতো নির্গুণস্যৈব তস্যান্তঃকরণাদ্যৌপাধিক-কর্তৃত্বাদ্যাশ্রয়ত্ব-প্রতিভাসোপপত্তেঃ। যদি চ জলাদাবৌষ্ণ্যমারোপিতম্, তদা প্রকৃতেঽপি তুল্যম্। ন চ সিদ্ধান্তে কর্তৃত্বস্য

বাক্যেরই বলবত্ত্ব আছে। জীব ও ব্রহ্ম এক হইলে বিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয়ত্বেরও অনুপপত্তি নাই; যেহেতু শীতল জলের ঔপাধিক (অগ্নিসংযোগরূপ উপাধি জন্য) উষ্ণতার আশ্রয়ত্বের ন্যায় স্বভাবতঃ নির্গুণ সেই ঈশ্বরে অন্তঃকরণাদি-রূপ উপাধি-গত কর্তৃত্বাদির আশ্রয়ত্বের প্রতিভাস উপপন্ন হইয়া থাকে। যদি জলাদিতে ঔষ্ণ্য আরোপিত হয়, তবে প্রকৃত স্থলেও অর্থাৎ আত্মাতেও কর্তৃত্ব আরোপিত হইবে। অদ্বৈত সিদ্ধান্তে

বিবৃতি

ইত্যাদি বাক্য সেই ভেদের অনুবাদক। তাই ঐ ভেদে তাহার তাৎপর্য্য থাকিতে পারে না। বিশেষ, তাৎপর্য্য গ্রাহক লিঙ্গও উহাতে নাই। মহাবাক্য কিন্তু তাহা নহে। তাহার অর্থ জীব-ব্রহ্মের ঐক্য সর্বদাই অজ্ঞাত। ছয়টী তাৎপর্য্য-গ্রাহক লিঙ্গের দ্বারা ঐ অর্থে ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং মহাবাক্যটী তৎপর অর্থাৎ ঐক্য-পর। "দ্বা সুপর্ণা" বাক্যটী অতৎপর। তাই উহা তৎপর মহাবাক্য অপেক্ষা দুর্বল। অতএত দুর্বল "দ্বা সুপর্ণা" শ্রুতি দ্বারা প্রবল মহাবাক্য বাধিত বা উপচরিতার্থক হইতে পারে না। এই শ্রুতির ন্যায় ভেদগ্রাহী স্মৃতিও দুর্বল বলিয়া মহাবাক্যের বিরোধী নহে।

জীব ও ঈশ্বর এক হইলে বিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয় হইবেন না। কিন্তু তাঁহারা বিরুদ্ধ সর্বজ্ঞত্ব ও অসর্বজ্ঞত্ব ধর্মের আশ্রয়। এই বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয়ত্ব ভেদ বিনা অন্য কোন প্রকারে উপপন্ন হয় না। সুতরাং বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয়ত্বের অনুপপত্তি রূপ অর্থাপত্তি দ্বারা যে ভেদ সিদ্ধ হইবে, তাহাও নহে। ঐ অনুপপত্তি সিদ্ধ হইলে তবে তদ্দ্বারা ভেদ সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু ঐ অনুপপত্তি সিদ্ধ নহে। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সত্ত্বেও বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয়ত্বের অনুপপত্তি নাই; অন্য প্রকারে বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয়ত্বের উপপত্তি হইতে পারে। স্বভাবতঃ শীতল জলে ঔষ্ণ্য না থাকিলেও অগ্নির সংযোগ-রূপ উপাধি নিবন্ধন "উষ্ণং জলং" এই-রূপে জলে যেমন ঔষ্ণ্যের আশ্রয়ত্বের প্রতিভাস হয়। তদ্রূপ ঈশ্বর স্বভাবতঃ নির্ধর্মক হইলেও অন্তঃকরণ বা মায়ারূপ উপাধি নিবন্ধন ঈশ্বরে কর্তৃত্বাশ্রয়ত্বের প্রতিভাস উপপন্ন হইবে। যদি অন্যথাখ্যাতির প্রসঙ্গ-ভয়ে জলাদিতে অগ্নি-গত ঔষ্ণ্যের সংসর্গমাত্রের আরোপ না হইয়া ঔষ্ণ্যেরই আরোপ হয়, তবে আত্মাতেও অন্তঃকরণ-গত বা মায়া-গত কর্তৃত্ব-সংসর্গের আরোপ না হইয়া কর্তৃত্বেরই আরোপ হইবে। আত্মাতে কর্তৃত্বের আরোপ স্বীকার করিলেও জবাকুসুম-গত লৌহিত্যের ন্যায় সত্য ও মিথ্যা কর্তৃত্ব দ্বয়ের প্রতিভাস হইবে না; কারণ ধর্মী দুইটী এক হওয়ায় দুইটি ধর্মের ভেদ ভাসমান হয় না।

ক্বচিদপ্যভাবাদারোপ্য-প্রমাহিত-সংস্কারাভাবে কথমারোপ ইতি বাচ্যম্, লাঘবেনারোপ্যবিষয়ক-সংস্কারত্বেনৈব তস্য হেতুত্বাৎ। ন চ প্রাথমিকারোপে কা গতিঃ, কর্ত্তৃত্বাদ্যধ্যাস-প্রবাহস্যানাদিত্বাৎ।

তত্র তত্ত্বম্পদ-বাচ্যয়োর্বিশিষ্টয়োরৈক্যাযোগ্যত্বেঽপি লক্ষ্য-স্বরূপয়োরৈক্য-

---

কর্ত্তৃত্ব কোন স্থলে না থাকায় আরোপ্য-বিষয়ক প্রমাজ্ঞান-জন্য সংস্কার না থাকায় কিরূপে আরোপ হয়—ইহা বলিতে পার না; যেহেতু আরোপ্য-বিষয়ক প্রমাসংস্কার অপেক্ষা আরোপ্য-বিষয়ক সংস্কার লঘু বলিয়া আরোপ্য-বিষয়ক সংস্কার আরোপ্য-বিষয়ক সংস্কারত্ব রূপেই [আরোপের প্রতি] হেতু হয়। প্রাথমিক আরোপে গতি কোন নাই, তাহা নহে; যেহেতু কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অধ্যাস প্রবাহের অনাদিত্ব আছে। সেই "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য স্থলে তৎ ও ত্বং পদের বাচ্য বিশিষ্ট পদার্থদ্বয়ের ঐক্যর যোগ্যতা না থাকিলেও

বিবৃতি

আত্মাতে কর্ত্তৃত্বের আরোপ উক্ত হইয়াছে। পূর্বপক্ষী ইহাতে আপত্তি করিতে বলিলেন—**"ন চ সিদ্ধান্তে"** ইত্যাদি। আরোপের প্রতি আরোপ্য-বিষয়ক প্রমা-সংস্কার কারণ। সিদ্ধান্তে পারমার্থিক কর্ত্তৃত্বটি আত্মা বা অন্তঃকরণ কোনখানে নাই; কেননা ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্তই অপারমার্থিক। কর্ত্তৃত্ব যদি অপারমার্থিক হয়, তবে তাহার প্রমা-জ্ঞান বা প্রমা সংস্কার হইবে না। প্রমা সংস্কার না হইলে তাহার আরোপ কিরূপে হইবে? সিদ্ধান্তী ইহার উত্তরে বলেন যে, আরোপ্য-বিষয়ক প্রমা-সংস্কার অপেক্ষা আরোপ্য-বিষয়ক সংস্কারটি লঘু। লাঘবশতঃ সেই আরোপ্য-বিষয়ক সংস্কারটী আরোপ্য-বিষয়ক সংস্কারত্ব-রূপে আরোপের প্রতি হেতু। স্থতরাং আরোপের পূর্বে আরোপ্য-বিষয়ক সংস্কার থাকায় আরোপ হইবে, ইহাতে কোনই অনুপপত্তি নাই।

প্রাথমিক আরোপের গতি কি হইবে? আরোপের অনন্তর আরোপ্য-বিষয়ক সংস্কার হইলে ঐ সংস্কার নিবন্ধন তৎপরবর্ত্তী আরোপ হইতে পারে। কিন্তু প্রাথমিক আরোপের পূর্বে তদ্-বিষয়ক সংস্কার হইতে পারে না। তাহা না হইলে প্রাথমিক আরোপ হইবে না। ফলে কোন আরোপই হইতে পারিবে না। বস্তুতঃ আরোপের প্রাথম্য থাকিলে এই আপত্তি সঙ্গত হইত; কিন্তু কর্ত্তৃত্বাদির অধ্যাসের প্রাথম্য নাই। প্রবাহ-ক্রমে ইহারা অনাদি। তন্মধ্যে যে কর্ত্তা নয়, সে ভোক্তা নয়। তাই ভোক্তৃত্বের অধ্যাস কর্ত্তৃত্বের অধ্যাসকে অপেক্ষা করে। উহা ভোক্তৃত্বাধ্যাসের পূর্ববর্ত্তী। যাহার রাগ বা দ্বেষ নাই, সে কর্ত্তা হয় না। তাই কর্ত্তৃত্বাধ্যাস রাগ-দ্বেষের অধ্যাসকে অপেক্ষা করে। উহা কর্ত্তৃত্বাধ্যাসের পূর্ববর্ত্তী। ভোক্তা না হইলে ভোগ্য বিষয়ে রাগ বা দ্বেষ জন্মে না। তাই রাগ-দ্বেষের অধ্যাস ভোক্তৃত্বের অধ্যাসকে অপেক্ষা করে। উহা রাগ-দ্বেষাধ্যাসের পূর্ববর্ত্তী। এইরূপ পূর্ব পূর্ব অধ্যাস উত্তর উত্তর অধ্যাসের প্রতি বীজাঙ্কুরের ন্যায় কারণ

মুপপাদিতমেব। অত এব তৎপ্রতিপাদক-তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যানামখণ্ডার্থত্বম্, সোঽয়মিত্যাদি-বাক্যবৎ। ন চ কার্য্যপরাণামেব প্রামাণ্যম্, "চৈত্র! পুত্রস্তে জাত" ইত্যাদৌ সিদ্ধেঽপি সঙ্গতি-গ্রহাৎ। এবং সর্বপ্রামাণাবিরুদ্ধং শ্রুতি-স্মৃতীতিহাস-পুরাণপ্রতিপাদ্যং জীবপরৈক্যং বেদান্তশাস্ত্রস্য বিষয় ইতি সিদ্ধম্।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র-
বিরচিতায়াং বেদান্ত-পরিভাষায়াং
বিষয়পরিচ্ছেদঃ

লক্ষ্য স্বরূপদ্বয়ের ঐক্য উপপাদিতই হইয়াছে। এই হেতুই অর্থাৎ লক্ষ্যদ্বয়ের ঐক্য প্রতি-পাদিত হইয়াছে বলিয়াই "সোঽয়ং দেবদত্ত" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় সেই ঐক্যের প্রতি-পাদক তত্ত্বমস্যাদি বাক্যসমূহের অখণ্ডার্থকত্ব সম্ভব হইয়াছে। কার্য্য-তাৎপর্য্যক বেদবাক্য সমূহেরই প্রামাণ্য, তাহা নহে; যেহেতু "চৈত্র! তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে" ইত্যাদি স্থলে সিদ্ধ (কৃতির অসাধ্য) পুত্রাদি পদার্থে শক্তি জ্ঞান [নিবন্ধন সিদ্ধপর বাক্যও প্রমাণ] হইয়া থাকে। এইরূপে সমস্ত প্রমাণের অবিরুদ্ধ শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণের প্রতিপাদ্য জীব ও ঈশ্বরের ঐক্যই বেদান্তশাস্ত্রের বিষয়, ইহা সিদ্ধ হইল।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ শ্রীচরণান্তেবাসী
শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য-কৃত-বিষয়-পরিচ্ছেদের অনুবাদ সমাপ্ত

বিবৃতি

হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কোন অধ্যাসেরই প্রাথম্য নাই। সুতরাং তৎপূর্বে আরোপ্য-বিষয়ক সংস্কার থাকায় কর্তৃত্বের আরোপ বা অধ্যাস হইবে।

তত্ত্বমসি মহাবাক্যে তৎপদ ও ত্বং পদের বাচ্য সর্বজ্ঞত্ব-বিশিষ্ট ও অসর্বজ্ঞত্ব-বিশিষ্টের ঐক্য সম্ভব না হইলেও মহাবাক্যের লক্ষ্য স্বরূপ-দ্বয়ের ঐক্য পূর্বেই উপপাদিত হইয়াছে। সেইজন্য সেই ঐক্য প্রতিপাদক তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য "সোঽয়ম্" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় অখণ্ডার্থক। কার্য্য-পর বেদবাক্যেরই প্রামাণ্য, সিদ্ধ-পর বেদ-বাক্যের প্রামাণ্যই নাই, তাহা নহে। "চৈত্র! পুত্রস্তে জাতঃ" ইত্যাদি স্থলে কৃতির অসাধ্য পুত্রাদিতে পুত্রাদি-পদের শক্তি জ্ঞান যখন হইতে পারে এবং তদর্থে যদি তাহা প্রমাণও হইতে পারে; তখন কৃতির অসাধ্য সিদ্ধ-তাৎপর্য্যক বেদবাক্যেরও তদর্থে শক্তি জ্ঞান হয়, প্রামাণ্যও আছে; ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে সমস্ত প্রমাণের অবিরুদ্ধ শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণের প্রতিপাদ্য জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য বেদান্ত শাস্ত্রের বিষয়, ইহা সিদ্ধ হইল।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ-তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ-শ্রীচরণান্তেবাসী
শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য কৃত বিষয়-পরিচ্ছেদের বিবৃতি সমাপ্ত

বেদান্ত-পরিভাষা

—:(*):—

প্রয়োজন-পরিচ্ছেদঃ

ইদানীং প্রয়োজনং নিরূপ্যতে। যদবগতং সৎ স্ববৃত্তিতয়েষ্যতে, তৎ

সম্প্রতি প্রয়োজন নিরূপিত হইতেছে। যাহা জ্ঞাত হইয়া স্ব সম্বন্ধিত্ব-রূপে অর্থাৎ ইহা আমার হউক—এইরূপে ইচ্ছার বিষয় হয়, তাহা প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন দুই

বিবৃতি

বেদান্তের বিষয় জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য নিরূপিত হইয়াছে। সম্প্রতি তাহার ফল নিরূপণ করিতে বলিলেন—**ইদানীং প্রয়োজনম্।** জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন বলিতে হইবে। তাই প্রথমে প্রয়োজনের স্বরূপ নির্দেশ করিতে বলিলেন—**যদবগতং সৎ**। স্বস্মিন্ বৃত্তির্যস্য—এইরূপ বিগ্রহে নিষ্পন্ন স্ববৃত্তি শব্দের অর্থ—নিজেতে স্থিতি যাহার, সে হইতেছে স্ববৃত্তি অর্থাৎ স্বসম্বন্ধী—আত্মসম্বন্ধী। স্বেন বৃত্তিঃ—এইরূপ বিগ্রহে নিষ্পন্ন স্ববৃত্তি শব্দের অর্থ—স্ব-স্বরূপে স্থিতি। যাহা আত্ম-বৃত্তি বা আত্ম-সম্বন্ধি-রূপে প্রমিত হইয়া আত্ম-সম্বন্ধি-রূপে ইচ্ছার বিষয় হয় এবং যাহা স্ব-স্বরূপে প্রমিত হইয়া সেইরূপে ইচ্ছার বিষয় হয়। তাহাই প্রয়োজন। "এই আমার সুখ," "এই আমার দুঃখাভাব"—এইরূপে যে সুখ ও দুঃখাভাবকে আত্ম-সম্বন্ধি-রূপে নিজ আত্মাতে যথার্থ জানিয়া "আমার এই সুখ হউক, দুঃখ না হউক" এইরূপে আত্ম-সম্বন্ধি-রূপে তাহাকে পাইতে ইচ্ছা করে; সে সুখ সুখত্ব-রূপে এবং দুঃখাভাব দুঃখাভাবত্বরূপে প্রয়োজন। নিরতিশয় মোক্ষরূপ ব্রহ্ম-সুখ আত্ম-স্বরূপ বলিয়া আত্ম-সম্বন্ধি-রূপে ইচ্ছার বিষয় না হইলেও "আমি ব্রহ্মস্বরূপ হই" এইরূপ স্ব-স্বরূপ-রূপে ইচ্ছার বিষয় হয় বলিয়া মোক্ষ-রূপ ব্রহ্মসুখও প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের লক্ষণ হইতেছে—স্ববৃত্তিতয়া স্বাত্মকতয়া বা প্রমিতত্বে সতি তত্তয়েচ্ছা-বিষয়ত্বম্। ইচ্ছা-বিষয়ত্বমাত্রকে লক্ষণ বলিলে "উপকার করিয়া পরের সুখ উৎপাদন করি" এইরূপ ইচ্ছার বিষয় পরকীয় সুখে ইচ্ছা-বিষয়ত্ব থাকায় অতিব্যাপ্তি হয়। এইজন্য "স্ববৃত্তিতয়া" বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। পরকীয় সুখ ইচ্ছার বিষয় হইলেও আত্ম-সম্বন্ধি-রূপে অর্থাৎ আমার হউক—এইরূপে ইচ্ছার বিষয় হয় নাই বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয় না। "স্বসম্বন্ধিতয়া ইচ্ছাবিষয়ত্ব" মাত্র লক্ষণ হইলে রাজসুখে অতিব্যাপ্তি হইত; কারণ "রাজসুখ আমার হউক" এইরূপে রাজসুখও আত্মসম্বন্ধিতয়া ইচ্ছার বিষয় হয়। এইজন্য "স্বসম্বন্ধিতয়া প্রমিতত্বে সতি" বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। "এই আমার রাজসুখ" এইরূপে রাজসুখ আত্ম-সম্বন্ধিরূপে প্রমিত না হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হয় না। 'স্ববৃত্তিতয়া প্রমিতত্বে সতি'

প্রয়োজনম্। তচ্চ দ্বিবিধং—মুখ্যং গৌণঞ্চেতি। তত্র সুখদুঃখাভাবৌ মুখ্যে প্রয়োজনে। তদন্যতর-সাধনং গৌণং প্রয়োজনম্। সুখং চ দ্বিবিধং—সাতিশয়ং নিরতিশয়ং চেতি। তত্র সাতিশয়ং সুখং বিষয়ানুষঙ্গ-জনিতান্তঃকরণ-বৃত্তি-তারতম্য-কৃতানন্দলেশাবির্ভাব-বিশেষঃ, "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি

প্রকার মুখ্য ও গৌণ! তন্মধ্যে সুখ ও দুঃখের অভাব—এই দুইটি মুখ্য প্রয়োজন। সেই দুইটির অন্যতরের সাধন—গৌণ প্রয়োজন। সুখ দুই প্রকার—সাতিশয় (তারতম্যযুক্ত) ও নিরতিশয়। তন্মধ্যে সাতিশয় সুখ হইতেছে বিষয়-সম্বন্ধ (বিষয়-জ্ঞান) জনিত অন্তঃকরণ-বৃত্তির তারতম্য-কৃত আনন্দলেশের আবির্ভাব (প্রকাশ) বিশেষ;

বিবৃতি

না বলিয়া 'জ্ঞাতত্বে সতি' বলিলে অনিষ্টকে ইষ্ট বুঝিয়া "আমার হউক" এই ইচ্ছা করিলে সেই অনিষ্টে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইত; কারণ সেই অনিষ্টটী ইষ্টরূপে স্বসম্বন্ধিরূপে জ্ঞাত হইয়াছে। তাই "জ্ঞাতত্বে সতি" না বলিয়া "প্রমিতত্বে সতি" বলিতে হইবে। তাদৃশ অনিষ্ট স্বসম্বন্ধিতয়া জ্ঞাত ও ঈপ্সিত হইলেও প্রমিত হয় নাই; এজন্য অতিব্যাপ্তি হয় না। স্বসম্বন্ধিতয়া প্রমিতত্বমাত্র লক্ষণ হইলে রাজদণ্ডে অতিব্যাপ্তি হইত; কারণ উহা আত্মসম্বন্ধিত্বরূপে প্রমিত হইয়াছে। এইজন্য বিশেষ্য ইচ্ছা-বিষয়ত্ব প্রযুক্ত হইয়াছে। রাজ-দণ্ড স্বসম্বন্ধি-রূপে ইচ্ছার বিষয় নহে বলিয়া অতিব্যাপ্তি হয় না।

সেই প্রয়োজন দুই প্রকার—মুখ্য ও গৌণ। তন্মধ্যে সুখ ও দুঃখাভাব মুখ্য প্রয়োজন। ইহার অন্যতরের সাধন হইতেছে গৌণ প্রয়োজন। যেমন মোক্ষ-সুখের প্রতি শ্রবণাদি গোণ প্রয়োজন। যাহা অন্যেচ্ছার অনধীন ইচ্ছার বিষয়, তাহাই মুখ্য। যাহা অন্যেচ্ছার অধীন ইচ্ছার বিষয়, তাহাই গৌণ। সাধন-সাধ্য সুখে বা দুঃখাভাবে ইচ্ছা হইয়াছে বলিয়া তাহার সাধনে ইচ্ছা হয়, নচেৎ হইত না। অতএব সাধনেচ্ছাটি ফলেচ্ছার অধীন। তাই সাধনেচ্ছাটি অন্যেচ্ছাধীন ইচ্ছা, তাহার বিষয় সাধনটি গৌণ প্রয়োজন। সুখ বা দুঃখাভাবের ইচ্ছাটি অন্য কোন ইচ্ছার অধীন নয়। তাই সুখেচ্ছা বা দুঃখাভাবের ইচ্ছা অন্যেচ্ছার অনধীন ইচ্ছা। তাহার বিষয় সুখ ও দুঃখভাব মুখ্য প্রয়োজন।

এই সুখ দুই প্রকার—সাতিশয় সুখ ও নিরতিশয় সুখ। তন্মধ্যে বিষয়-সম্বন্ধ-জনিত অন্তঃকরণ-বৃত্তির তারতম্য-নিবন্ধন আনন্দাংশের আবির্ভাব বিশেষই সাতিশয় সুখ। প্রিয় বিষয়ের অনুভব হইলে ঐ অনুভব-জন্য যে অন্তঃকরণ-বৃত্তি জন্মে, তাহাতে চৈতন্যের আনন্দাংশের প্রতিবিম্ব হয়। ঐ আনন্দপ্রতিবিম্ববৎ অন্তঃকরণ বৃত্তিই সুখ। বিষয়ের তারতম্য জন্য বিষয়ানুভবের তারতম্য। বিষয়ানুভবের তারতম্য নিবন্ধন অন্তঃকরণ বৃত্তির তারতম্য। অন্তঃকরণ বৃত্তির তারতম্য হেতু আনন্দাংশ প্রতিবিম্বের তারতম্য। আনন্দ প্রতিবিম্ব অল্প হইলে অল্প সুখ, অধিক হইলে অধিক সুখ।

মাত্রামুপজীবন্তী”তি শ্রুতেঃ। নিরতিশয়-সুখং চ ব্রহ্মৈব, “আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ” “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মে”ত্যাদি-শ্রুতেঃ। আনন্দাত্মক-ব্রহ্মপ্রাপ্তিশ্চ মোক্ষঃ শোকনিবৃত্তিশ্চ, “ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি” “তরতি শোকমাত্মবিদি”-ত্যাদি-শ্রুতেঃ। ন তু লোকান্তরাবাপ্তিঃ, তজ্জন্য-বৈষয়িকানন্দো বা, তস্য কৃতকত্বেনানিত্যত্বে মুক্তস্য পুনরাবৃত্ত্যাপত্তেঃ।

যেহেতু “এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি (অন্যান্য ভূতবর্গ এই আনন্দময় ব্রহ্মেরই আনন্দলেশ আশ্রয় করে) এই শ্রুতি প্রমাণ আছে। ব্রহ্মই নিরতিশয় সুখ ; যেহেতু “আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ” (ব্রহ্ম আনন্দ—এই জানিয়াছিলেন), “বিজ্ঞান-মানন্দং ব্রহ্ম” (ব্রহ্ম চিৎ ও আনন্দস্বরূপ) ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ আছে। আনন্দাত্মক ব্রহ্ম-স্বরূপের প্রাপ্তি এবং শোকের নিবৃত্তি হইতেছে মোক্ষ ; যেহেতু “ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি” (ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হন), “তরতি শোকমাত্মবিৎ” (আত্মবিৎ শোককে (দুঃখ সমূহকে) নিবৃত্তি করেন) ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ আছে। লোকান্তর অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদি লোকের প্রাপ্তি অথবা সেই লোকান্তর প্রাপ্তি জন্য বৈষয়িক আনন্দ কিন্তু মুক্তি নহে ; যেহেতু তাহার কার্য্যত্ব হেতু অনিত্যত্ব হইলে মুক্ত পুরুষের পুনরাবৃত্তির আপত্তি হয়।

বিবৃতি

সুখের ন্যূনাধিক্য বা উৎকর্ষাপকর্ষই সুখের তারতম্য। এই তারতম্য বা উৎকর্ষাপকর্ষ যুক্ত সুখই সাতিশয় সুখ। ইহাতে শ্রুতি প্রমাণ। “এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি” ইত্যাদি শ্রুতি স্রক্-চন্দনাদি বিষয়কে ব্রহ্মের আনন্দাংশের আশ্রয় বলিয়াছেন। বৈষয়িক আনন্দ বস্তুতঃ ব্রহ্মানন্দ। জড় বিষয় স্বভাবতঃ আনন্দ নহে, আনন্দকরও নহে। ব্রহ্মের আনন্দাংশ পাইয়াই সে আনন্দ ও আনন্দকর হয়। যে যেরূপ আনন্দ পায়, সে সেরূপ আনন্দ দেয়। বেদে শতানন্দ ব্রাহ্মণে আনন্দের এই উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সুস্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মই নিরতিশয় সুখ। এই সুখ অপেক্ষা অধিক সুখ না থাকায় ইহা নিরতিশয়। ব্রহ্মের আনন্দময়ত্বে “আনন্দো ব্রহ্মে”তি এই শ্রুতি প্রমাণ। শ্রুতি ব্রহ্মকে আনন্দময় বলিয়াছেন।

সুখ ও দুঃখাভাবের ন্যায় মোক্ষও মুখ্য প্রয়োজন। তাহাও বলা আবশ্যক। কিন্তু মোক্ষটি সুখ বা দুঃখাভাবের অতিরিক্ত নহে। সেই আনন্দময় ব্রহ্ম স্বরূপের প্রাপ্তি (স্ফুরণ) এবং শোকের (অবিদ্যার) নিবৃত্তি—এই উভয়ই মোক্ষ। জীব ব্রহ্ম স্বরূপ হইলেও অবিদ্যা দ্বারা আবৃত বলিয়া নিজের সেই ব্রহ্ম স্বরূপকে জানিতে পারে না। তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে জীবের নিকট সেই ব্রহ্ম-স্বরূপের প্রকাশ হয়। ঐ ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশই ব্রহ্ম-প্রাপ্তি। উহাই মোক্ষ। অন্যরূপ প্রাপ্তি এখানে সম্ভব নহে। এইরূপ মুক্তিতে শ্রুতিই প্রমাণ। “ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি” ইত্যাদি শ্রুতিতে যখন ব্রহ্ম-প্রাপ্তি ও অবিদ্যা-নিবৃত্তি ব্রহ্ম-জ্ঞানের ফল বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তখন ব্রহ্ম-

নন্বু তন্মতেঽপ্যানন্দাবাপ্তেরনর্থনিবৃত্তেশ্চ সাদিত্বে তুল্য-দোষঃ, অনাদিত্বে মোক্ষমুদ্দিশ্য শ্রবণাদৌ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেরিতি চেন্ন, সিদ্ধস্যৈব ব্রহ্ম-রূপস্য মোক্ষস্যাসিদ্ধত্ব-ভ্রমেণ তৎসাধনে প্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ। অনর্থনিবৃত্তিরপ্যধিষ্ঠান-

---

আচ্ছা, তোমার মতেও আনন্দ প্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তির সাদিত্ব (সাধ্যত্ব—কার্য্যত্ব) হইলে তুল্য দোষ হয় অর্থাৎ আনন্দ প্রাপ্তি ও দুঃখ-নিবৃত্তির কার্য্যত্ব নিবন্ধন অনিত্যত্ব হইলে তাহার বিনাশে পূর্বের ন্যায় মুক্ত পুরুষের পুনরাবৃত্তির আপত্তি সমানই হয়। আর অনাদিত্ব হইলে মোক্ষকে উদ্দেশ্য করিয়া [তাহার সাধন] শ্রবণ মননাদিতে প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হয়—এই যদি বলি ; না—তাহা বলিতে পার না ; যেহেতু ব্রহ্মরূপ মোক্ষ সিদ্ধই, তাহার অসিদ্ধত্বভ্রমে মোক্ষ-সাধন শ্রবণাদিতে প্রবৃত্তির উপপত্তি হইয়া

বিবৃতি

প্রাপ্তি ও অবিদ্যা-নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলিতে হইবে। কেননা ব্রহ্মজ্ঞানের ফল মোক্ষ ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

যদিও স্মৃতিতে পাঁচ প্রকার মুক্তি কথিত হইয়াছে। তথাপি বৈকুণ্ঠ লোকাদি প্রাপ্তি-রূপ লোকান্তর প্রাপ্তি মুখ্য মুক্তি নহে ; কারণ তাহা কর্ম জন্য অনিত্য। কর্মের ক্ষয় হইলে কর্ম জন্য লোকান্তর প্রাপ্তির ক্ষয় হইবে। তখন সেই মুক্তি-প্রাপ্ত জীবের পুনরাবৃত্তির আপত্তি হইবে। কিন্তু শ্রুতি মুক্তের পুনরাবৃত্তি নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং সালোক্যাদি চারিটি মুখ্য মুক্তি নহে। মুখ্য মুক্তির ন্যায় এই সকল মুক্তিতে বাহ্য দুঃখ নাই বলিয়া উহারা গৌণ মুক্তি। এই কারণে ঐ লোকান্তর প্রাপ্তি-জন্য আনন্দের প্রাপ্তিও মুক্তি নহে। লোকান্তর প্রাপ্তি-জন্য বৈষয়িক আনন্দ সাধনাধীন বলিয়া স্বর্গাদি সুখের ন্যায় সাতিশয়। সাতিশয় সুখ মুক্তি নহে। নিরতিশয় সুখই মুক্তি। ব্রহ্মসুখ ব্যতীত অন্য কোন সুখই নিরতিশয় নহে। সুতরাং ব্রহ্ম-প্রাপ্তিই মুক্তি।

ইহাতে পূর্বপক্ষী আপত্তি করিতে বলিলেন—**নন্বু তন্মত** ইত্যাদি। যদি সিদ্ধান্তীর মতে আনন্দের প্রাপ্তি ও অনর্থের নিবৃত্তি সাদি হয়, তবে তুল্য দোষ অর্থাৎ সাদি হইলে কার্য্যত্ব-নিবন্ধন অনিত্য হইবে। অনিত্যের ক্ষয় হইলে মুক্তের পুনরাবৃত্তি হইবে। যদি এই ভয়ে অনাদি হয়, তবে মোক্ষের উদ্দেশ্যে শ্রবণ, মননাদিতে প্রবৃত্তি উপপন্ন হইবে না ; কারণ অনাদির কেহ সাধন হয় না। সিদ্ধান্তী ইহার উত্তরে বলিলেন—**সিদ্ধস্যৈব ব্রহ্মরূপস্য**। ব্রহ্ম-রূপ মোক্ষ সাদি নহে, অনাদি। উহা সিদ্ধই আছে। তবে সিদ্ধে অসিদ্ধত্ব ভ্রমে শ্রবণাদিকে তাহার সাধন মনে করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়। যে বেদান্ত শ্রবণ করিয়াছে, তাহার সিদ্ধত্ব-জ্ঞান থাকিলেও "নাহং ব্রহ্ম" এই প্রত্যক্ষের বিরোধে তাদৃশ সিদ্ধত্ব-জ্ঞানে তাহার প্রমাণ্য-নিশ্চয় না হওয়ায় অসিদ্ধত্ব ভ্রম হইতে পারে।

বস্তুতঃ কেবল ব্রহ্মস্বরূপের প্রাপ্তি বা কেবল অবিদ্যার নিবৃত্তি মুক্তি নহে। অবিদ্যা-

ভূত-ব্রহ্মস্বরূপতয়া সিদ্ধৈব। লোকেঽপি প্রাপ্ত-প্রাপ্তি-পরিহৃত-পরিহারয়োঃ প্রয়োজনত্বং দৃষ্টমেব। যথা স্বহস্ত-গত-বিস্মৃত-সুবর্ণাদৌ তব হস্তে সুবর্ণমিত্যাপ্তোপদেশাদপ্রাপ্তমিব প্রাপ্নোতি। যথা বা বলয়িত-চরণায়াং স্রজি সর্পত্ব-ভ্রমবতঃ পুংসো "নায়ং সর্প" ইত্যাপ্ত-বাক্যাৎ পরিহৃতস্যৈব সর্পস্য

থাকে। অনর্থ (দুঃখ) নিবৃত্তিও অধিষ্ঠান ভূত ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া সিদ্ধই। লোকেও প্রাপ্তের প্রাপ্তি এবং পরিহৃতের পরিহারের প্রয়োজনত্ব দেখাই যায়। যেমন—স্বহস্ত-গত অথচ বিস্মৃত সুবর্ণাদি বিষয়ে "তোমার হাতে সুবর্ণ" এইরূপ আপ্ত পুরুষের বাক্য হইতে সেই সুবর্ণকে অপ্রাপ্ত সুবর্ণের তুল্য পাইয়া থাকে। যেমন বা—বলয়িত-চরণ (বেষ্টিত চরণ) পুষ্পমালাতে সর্পত্ব ভ্রমবান্ [ভীত] পুরুষের "এইটি সাপ নয়—পুষ্পমালা"

বিবৃতি

নিবৃত্তি উপলক্ষিত ব্রহ্মের প্রাপ্তিই মুক্তি। কেবল ব্রহ্ম-স্বরূপ নিত্য বলিয়া শ্রবণাদির অসাধ্য হইলেও উপলক্ষণ অবিদ্যানিবৃত্তি শ্রবণাদি সাধ্য বলিয়া তদুপলক্ষিত ব্রহ্মস্বরূপের প্রাপ্তিও শ্রবণাদি সাধ্য। সুতরাং শ্রবণাদিতে প্রবৃত্তির অনুপপত্তি নাই।

অনর্থ-নিবৃত্তিও সাধ্য নহে; যাহাতে তাহার ক্ষয়ে মুক্তের পুনরাবৃত্তির আপত্তি হইতে পারে। উহাও অধিষ্ঠান ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া সিদ্ধই, অসিদ্ধ নহে। রজত ভ্রমের নিবৃত্তি যেরূপ জ্ঞাত শুক্তি-স্বরূপ। অবিদ্যার নিবৃত্তিও জ্ঞাত ব্রহ্মস্বরূপ ; কারণ নিবৃত্তি বা ধ্বংস অধিকরণের অতিরিক্ত নহে ; উহা অধিকরণস্বরূপ। ধ্বংস অধিকরণ-স্বরূপ হইলেই "যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে সমস্ত দ্বৈত প্রপঞ্চ-প্রবিলয়ের আত্ম-স্বরূপত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা ঐ সমস্ত শ্রুতির মুখ্যার্থ হইতে পাবে। নচেৎ প্রপঞ্চ-লয় শ্রুতি উপচরিতার্থক হইয়া পড়িবে। অজ্ঞান-নিবৃত্তি স্বরূপতঃ সাধ্য হইলেও জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত আত্মস্বরূপরূপে সাধ্য নহে। এজন্য তাহার উচ্ছেদ হয় না এবং তাহার উচ্ছেদকও কেহ নাই। চরম বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া বিষের ন্যায় অজ্ঞান ও তৎকার্য্যকে বিনষ্ট করিয়া নিজেকেও বিনষ্ট করিয়াছে। তখন ব্রহ্মব্যতীত দ্বিতীয় কেহ নাই, যে তাহার উচ্ছেদক হইতে পারে। সুতরাং অজ্ঞান-নিবৃত্তি জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত ব্রহ্মস্বরূপেই অবস্থান করে।

ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা অজ্ঞান-নিবৃত্তি সিদ্ধ হইলেও যে প্রয়োজন হইবে না, এমন নহে। সাধ্য যেরূপ প্রয়োজন, সিদ্ধও সেইরূপ প্রয়োজন। লোকেও প্রাপ্ত-প্রাপ্তি এবং পরিহৃত পরিহারের প্রয়োজনত্ব প্রসিদ্ধ আছে। যেমন স্বহস্তগত সুবর্ণাদির বিস্মৃতিকালে সুবর্ণের অপ্রাপ্তি জন্য দুঃখিত ব্যক্তির "তোমার হাতেই সুবর্ণ—এই উপদেশ হইতে অপ্রাপ্ত সুবর্ণের প্রাপ্তি ন্যায় হস্তগত সুবর্ণের প্রাপ্তি হয়। এই প্রাপ্তি যেমন প্রয়োজন। অথবা পাদ-বেষ্টিত মালাতে সর্পভ্রমকারী ভীত ব্যক্তির 'এইটি সাপ নয়, মালা' এই আপ্তবাক্য হইতে পরিহৃত সর্পেরই পরিহার হয়। এই পরিহার যেমন প্রয়োজন। এইরূপ প্রাপ্ত

পরিহারঃ প্রসিদ্ধঃ। এবং প্রাপ্তস্যাপ্যানন্দস্য প্রাপ্তিঃ, পরিহৃতস্যাপ্যনর্থস্য নিবৃত্তির্মোক্ষঃ প্রয়োজনম্।

স চ জ্ঞানৈক-সাধ্যঃ, "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽ-

---

এইরূপ আপ্ত পুরুষের বাক্য হইতে পরিহৃত সর্পেরই পরিহার প্রসিদ্ধ আছে। এইরূপ প্রাপ্ত আনন্দেরই প্রাপ্তি এবং নিবৃত্ত দুঃখেরই নিবৃত্তি-রূপ মোক্ষ প্রয়োজন।

সেই মোক্ষ একমাত্র জ্ঞানসাধ্য যেহেতু "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (সেই আত্মাকে জানিয়াই মৃত্যুকে (জন্ম-মরণ প্রবাহরূপ সংসারকে)

বিবৃতি

আনন্দের (ব্রহ্ম-স্বরূপের) প্রাপ্তি এবং পরিহৃত অনর্থের (অবিদ্যার) নিবৃত্তিও প্রয়োজন।

সেই মোক্ষ একমাত্র জ্ঞান সাধ্য ; যেহেতু "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" ইত্যাদি শ্রুতি একমাত্র জ্ঞানকেই অজ্ঞান-নিবৃত্তির উপায় বলিয়াছেন। লোকেও রজ্জু সর্পাদির ভ্রম স্থলে অধিষ্ঠানের সাক্ষাৎকারমাত্রেই অজ্ঞান ও তৎকার্য্যের নিবৃত্তি দেখা যায়। এই অজ্ঞান-নিবৃত্তি কোন কর্মকে অপেক্ষা করে না এবং কর্মের বিলম্ব প্রযুক্ত অজ্ঞানাদির নিবৃত্তিতে বিলম্বও হয় না। সুতরাং মোক্ষ একমাত্র জ্ঞান-সাধ্য।

ইহা দ্বারা জ্ঞান-কর্ম সমুচ্চয়-বাদ খণ্ডিত হইল বুঝিতে হইবে। অজ্ঞানের সহিত জ্ঞানের বিরোধ, কর্মের বিরোধ নাই ; সুতরাং জ্ঞান-কর্মের সমুচ্চয় অজ্ঞান-বিরোধী নহে। দ্রব্য-দেবতা, পূজ্য-পূজক, উপাস্য-উপাসক প্রভৃতির ভেদ থাকিলে কর্ম হয়। নচেৎ হয় না। তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে ভেদ নিবৃত্ত হইলে কর্মও নিবৃত্ত হইবে। সুতরাং জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়ই হইতে পারে না। কর্মের ফল সাধ্য—প্রাপ্তি, উৎপত্তি, বিকৃতি ও সংস্কৃতি। জ্ঞানের ফল—সিদ্ধ ব্রহ্মের প্রাপ্তি ও অবিদ্যার নিবৃত্তি। সুতরাং জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়ের ফল মোক্ষ হইতে পারে না। বিশেষ, শ্রুতি ও স্মৃতি কর্মের মোক্ষ-কারণতা নিষেধ করিয়াছেন। মোক্ষ কর্ম-সাধ্য হইলে তাহার অনিত্যত্ব হেতু ক্ষয় হইলেই মুক্তের অপুনরাবৃত্তি ব্যাহত অর্থাৎ সংসার প্রসঙ্গ হইবে। অতএব জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় হইতে মোক্ষ হয় না। যে সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতিতে সমুচ্চিত জ্ঞান-কর্মের মোক্ষ-সাধনত্ব প্রতীত হয় ; যুক্তি-যুক্ত বহু শ্রুতি-স্মৃতির বিরোধে তাহাদের মোক্ষ সাধনত্বে তাৎপর্য্য গৃহীত হইবে না, প্রযাজাদি যাগের ন্যায় মোক্ষোপকারকত্বেই তাৎপর্য্য গৃহীত হইবে। কর্ম হইতে ধর্মের উৎপত্তি, তাহা হইতে পাপের নিবৃত্তি, তাহা হইতে সংসারের অসারত্ব ও দুঃখ-রূপত্বের বোধ, তাহা হইতে সংসারে বৈরাগ্য, তাহা হইতে সংসার ত্যাগের ইচ্ছা, তাহা হইতে সংসার ত্যাগের উপায় অন্বেষণ, তাহার পর শ্রবণাদিকে তাহার সাধন-রূপে জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান ও তদ্দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ—এইরূপে কর্ম পরম্পরায় ব্যবধানে মোক্ষের সাধন হইলেও সাক্ষাৎ সাধন নহে। সুতরাং মোক্ষ জ্ঞানমাত্র সাধ্য।

য়নায়ে”তি শ্রুতেঃ, অজ্ঞাননিবৃত্তের্জ্ঞানৈক-সাধ্যত্ব-নিয়মাচ্চ। তচ্চ জ্ঞানং ব্রহ্মাত্মৈক্য-গোচরম্, “অভয়ং বৈ জনক! প্রাপ্তোঽসি তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মী”তি শ্রুতেঃ, “তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যোত্থং জ্ঞানং মোক্ষস্য সাধন”মিতি নারদীয়-বচনাচ্চ। তচ্চ জ্ঞানমপরোক্ষ-রূপম্, পরোক্ষত্বেঽপরোক্ষভ্রম-নিবর্ত্তকত্বানুপপত্তেঃ। তচ্চাপরোক্ষজ্ঞানং তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যাদিতি কেচিৎ, মনন-নিদিধ্যাসন-সংস্কৃতান্তঃকরণাদেবেত্যপরে।

অতিক্রম করে, গন্তব্য প্রাপ্তির জ্ঞান ভিন্ন অন্য পথ (উপায়) নাই) এই শ্রুতি প্রমাণ আছে এবং অজ্ঞাননিবৃত্তির জ্ঞানৈক-সাধ্যত্ব নিয়মও আছে অর্থাৎ একমাত্র অধিষ্ঠানতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের দ্বারাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, ইহা দেখা যায়। সেই জ্ঞানটি হইতেছে ব্রহ্মাত্মৈক্য-বিষয়ক; যেহেতু “অভয়ং বৈ জনক! প্রাপ্তোঽসি তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মি” (হে জনক! তুমি নিশ্চয়ই সেই অভয় (ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হইয়াছ, আমি ব্রহ্ম—এই প্রকারেই সেই আত্মাকে জানিয়াছ) এই শ্রুতি ও “তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যোত্থং জ্ঞানং মোক্ষস্য সাধনং” (তত্ত্বমস্যাদি-বাক্য জনিত জ্ঞান মোক্ষের সাধন) এই নারদ স্মৃতির বচনও প্রমাণ আছে। সেই জীব-ব্রহ্মের ঐক্য বিষয়ক জ্ঞান অপরোক্ষরূপ, পরোক্ষ হইলে [তাহার] প্রত্যক্ষ-ভ্রমের নিবর্ত্তকত্ব উপপন্ন হইবে না। সেই অপরোক্ষ জ্ঞান তত্ত্বমস্যাদি বাক্য হইতে হয়—ইহা কেহ কেহ [বিবরণ সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ] বলেন। মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা সংস্কৃত অন্তঃকরণ হইতে হয়, ইহা অন্যে [ভামতীসম্প্রদায়ের কেহ কেহ] বলেন।

বিবৃতি

যে বিষয়ের জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ হয়, সেই জ্ঞানটী হইতেছে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-বিষয়ক জ্ঞান; যেহেতু “অভয়ং বৈ জনক” ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-বিষয়ক জ্ঞানকেই মোক্ষের সাধন বলিয়াছেন। যাহার যে বিষয়ের অজ্ঞান, তাহারই সেই বিষয়ের জ্ঞান হইলেই সেই বিষয়েরই অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, ইহাই নিয়ম। জীবের যখন ঐক্য-বিষয়ক অজ্ঞান আছে, তখন ঐক্য-বিষয়ক জ্ঞানই তাহার নিবর্ত্তক হইবে। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-বিষয়ক জ্ঞানই মোক্ষের সাধক। মোক্ষের সাধক সেই জ্ঞানটী প্রত্যক্ষরূপ। যদি ঐ ঐক্য জ্ঞান পরোক্ষ হয়, তবে তাহা প্রত্যক্ষ অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইতে পারিবে না; কারণ পরোক্ষ জ্ঞান প্রত্যক্ষ অজ্ঞানের নিবর্ত্তক নহে। আপ্ত-বাক্যাদি দ্বারা পরোক্ষ দিক্-তত্ত্বের জ্ঞান হইলেও দিগ্ভ্রমের নিবৃত্তি দেখা যায় না; সুতরাং ব্রহ্মাত্মৈক্য-বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক, মোক্ষের জনক। সেই অপরোক্ষ জ্ঞান তত্ত্বমস্যাদি বাক্য হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা বিবরণকার বলেন। ভামতীকার বলেন—মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা সংস্কৃত অন্তঃকরণ হইতেই ঐ অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

তত্র পূর্বাচার্য্যাণাময়মাশয়ঃ—সংবিদাপরোক্ষ্যং ন করণবিশেষ-নিবন্ধনম্, কিন্তু প্রমেয়বিশেষ-নিবন্ধনমিত্যুপপাদিতম্। তথা চ ব্রহ্মণঃ প্রমাতৃ-জীবাভিন্নতয়া তদ্গোচরং শব্দজন্যং জ্ঞানমপ্যপরোক্ষম্। অত এব প্রতর্দনাধিকরণে প্রতর্দনং প্রতি "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমুপাস্স্ব"ইতীন্দ্র-প্রোক্ত-বাক্যে প্রাণ-শব্দস্য ব্রহ্ম-পরত্বে নিশ্চিতে সতি 'মামুপাস্স্বে'ত্যস্মচ্ছব্দা-

---

সেই দুই মতের মধ্যে পূর্বাচার্য্যের এই অভিপ্রায় :—জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব করণবিশেষ ইন্দ্রিয়-নিবন্ধন নহে; কিন্তু প্রমেয়বিশেষ (প্রত্যক্ষ বিষয়) নিবন্ধন, ইহা [পূর্বে] উপপাদিত হইয়াছে। তাহা হইলে অর্থাৎ জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব প্রত্যক্ষ-বিষয়-নিবন্ধন হইলে ব্রহ্মের [প্রত্যক্ষ] প্রমাতা জীবের সহিত অভিন্নত্ব হেতু তদ্-বিষয়ক (ব্রহ্ম-বিষয়ক) শব্দ-জন্য জ্ঞানও অপরোক্ষ। এই হেতুই অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিষয়-বিষয়ক শাস্ত্র-জন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় বলিয়াই [বেদান্ত-দর্শনের] প্রতর্দনাধিকরণে ইন্দ্রের প্রতি "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমুপাস্স্ব" (আমি প্রজ্ঞান প্রাণ (ব্রহ্ম); আয়ুষ্মন্! সেই অমৃত (ব্রহ্মরূপ) আমাকে উপাসনা কর) এই ইন্দ্রপ্রোক্ত বাক্যে প্রাণশব্দের ব্রহ্মপরত্ব নিশ্চিত হইলে

বিবৃতি

এই উভয়মতের মধ্যে বিবরণকারের অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নিবন্ধন নহে; কিন্তু প্রমেয়-বিশেষ (প্রত্যক্ষ-বিষয়) নিবন্ধন। ইহা প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে। জ্ঞান-গত প্রত্যক্ষত্ব বিষয়-বিশেষ নিবন্ধন হইলে প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞান তত্ত্বমস্যাদি বাক্য-জন্য হইলেও প্রত্যক্ষ হইবে। বাক্য-জন্য পরোক্ষ জ্ঞান হয়, প্রত্যক্ষ জ্ঞান কেন হইবে? যেহেতু ব্রহ্ম প্রমাতা জীবের সহিত অভিন্ন অপরোক্ষ। প্রত্যক্ষ জীব-চৈতন্যের সহিত অভিন্ন ব্রহ্ম-চৈতন্য স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষ হইলেও অবিদ্যাবৃত বলিয়া তাহার প্রত্যক্ষ-রূপ প্রকাশিত হয় না। "অহং ব্রহ্ম" এইরূপ ব্রহ্মাকার বৃত্তি উৎপন্ন হইলেই অবিদ্যা ও বৃত্তি প্রভৃতি ব্রহ্মের যাবতীয় উপাধি নিবৃত্ত হয়। তখন আত্মার অপরোক্ষ ব্রহ্মরূপ প্রকাশ পায়। সুতরাং অপরোক্ষ ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞান বাক্য জন্য হইলেও প্রত্যক্ষ হইবে। শব্দ-জন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় বলিয়াই "প্রতর্দনাধিকরণে" শাস্ত্র-দৃষ্টি শব্দের দ্বারা "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞান উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের প্রতর্দনাধিকরণের বক্তব্য এই যে, ইন্দ্র প্রতর্দনকে বলিয়াছেন—"প্রাণোঽস্মি"—(আমি প্রাণ)। এইরূপ ইন্দ্রপ্রোক্ত বাক্যে প্রাণ শব্দ কি বায়ুপর অথবা দেবতাপর অথবা জীবপর অথবা ব্রহ্মপর? এইরূপ সন্দেহ করিয়া প্রতর্দন উপক্রমাদি দ্বারা ব্রহ্মপরত্ব নিশ্চয় করেন। কিন্তু তাহাতে আপত্তি এই যে, ইন্দ্র যখন প্রতর্দনের নিকট নিজেকে প্রাণ বলিয়া উপদেশ করিতেছেন, তখন প্রাণ কিরূপে ব্রহ্ম হইবে? ইন্দ্র দেবতা ও বক্তা। তিনি প্রাণ-স্বরূপ হইলে ঐ প্রাণ ব্রহ্ম হইতে পারেন না; কারণ ব্রহ্ম শরীর না থাকায় দেবতা ও

নুপপত্তিমাশঙ্ক্য তদুত্তরত্বেন প্রবৃত্তে "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববদ্"ইতি সূত্রে শাস্ত্রীয়া দৃষ্টিঃ শাস্ত্রদৃষ্টিরিতি তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যজন্যমহং ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞানং শাস্ত্রদৃষ্টিশব্দেনোক্তমিতি।

অন্যেষাং ত্বেবমাশয়ঃ—করণবিশেষ-নিবন্ধনমেব জ্ঞানানাং প্রত্যক্ষত্বম্, ন বিষয়বিশেষ-নিবন্ধনম্, একস্মিন্নেব সূক্ষ্মবস্তুনি পটুকরণাপটুকরণয়োঃ প্রত্যক্ষ-ত্বাপ্রত্যক্ষত্ব-ব্যবহার-দর্শনাৎ। তথা চ সংবিৎ-সাক্ষাত্ত্বে ইন্দ্রিয়-জন্যত্বস্যৈব

"মাম্ উপাস্স্ব" (আমাকে উপাসনা কর) এইরূপ অস্মৎ শব্দ প্রয়োগের অনুপপত্তি আশঙ্কা করিয়া তাহার উত্তররূপে প্রবৃত্ত "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ" (বামদেবের ন্যায় শাস্ত্রদৃষ্টি অনুসারে উপদেশ) এই সূত্রে "শাস্ত্রীয়া দৃষ্টি শাস্ত্রদৃষ্টি"—এইরূপ ব্যুৎপত্তিতে নিষ্পন্ন শাস্ত্রদৃষ্টি শব্দের দ্বারা তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যজন্য "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞান উক্ত হইয়াছে।

অন্য [ভামতী সম্প্রদায়ের] আচার্য্যগণের কিন্তু এই অভিপ্রায় :—করণবিশেষ (ইন্দ্রিয়) নিবন্ধনই জ্ঞান-সমূহের প্রত্যক্ষত্ব, বিষয়-বিশেষ নিবন্ধন নহে ; যেহেতু একই সূক্ষ্ম বস্তুতে পটু-করণ (সূক্ষ্ম বস্তু গ্রহণে সমর্থ ইন্দ্রিয়বান্ পুরুষের প্রত্যক্ষত্ব ও অপটুকরণ পুরুষের অপ্রত্যক্ষত্বের ব্যবহার দেখা যায়। তাহা হইলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-নিবন্ধন জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব হইলে জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্বে ইন্দ্রিয়-জন্যত্বেরই প্রয়োজকত্ব আছে বলিয়া শব্দ-জন্য

বিবৃতি

বক্তা নহেন। অথচ প্রাণ দেবতা ও বক্তা। সুতরাং প্রাণশব্দ ব্রহ্মপর নহে। অতএব প্রতর্দনের প্রতি ইন্দ্রের "মামুপাস্স্ব"—আমাকে উপাসনা কর—এইরূপ অস্মৎ শব্দের প্রয়োগ যুক্তি-যুক্ত হয় না। যদি প্রাণ ব্রহ্ম না হইতেন, তবে ইন্দ্রের প্রাণাত্মতার উপদেশ ঠিক হইত। প্রাণ ব্রহ্ম হইলে অপ্রাণ অব্রহ্ম ইন্দ্রের প্রাণরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে আত্মোপদেশ যুক্তি-যুক্ত নহে। এই আশঙ্কার উত্তর-রূপে যে "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ" সূত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই সূত্রে "শাস্ত্রীয়া দৃষ্টিঃ" এই বিগ্রহে নিষ্পন্ন প্রত্যক্ষ বাচক শাস্ত্রদৃষ্টি শব্দের দ্বারা তত্ত্বমস্যাদি বাক্য-জন্য "আমি ব্রহ্ম" এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানই উক্ত হইয়াছে। ইন্দ্রের তত্ত্বমস্যাদি বাক্য হইতে "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ ব্রহ্মাত্মতার সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি যখন নিজেকে ব্রহ্ম-রূপ দেখিতেছেন, প্রাণই যখন ব্রহ্ম ; তখন তিনি নিজেকে বামদেবের ন্যায় প্রাণরূপে উপদেশ করিতে পারেন। যদি বাক্য জন্য জ্ঞান পরোক্ষ হইত, তবে প্রত্যক্ষ বাচক দৃষ্টি শব্দের দ্বারা উপদেশ হইত না। অতএব অপরোক্ষ বিষয়ক বাক্য-জন্য জ্ঞানও অপরোক্ষ।

ভামতীকারের অভিপ্রায় এই যে, অনুমিত্যাদি জ্ঞানটি ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি-রূপ করণ-বিশেষ নিবন্ধন হইলেও প্রত্যক্ষ হয় নাই। সুতরাং ইন্দ্রিয়-রূপ করণ-বিশেষ নিবন্ধনই জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়, বিষয়-নিবন্ধন প্রত্যক্ষ হয় না। কেন হয় না? যেহেতু লিপি, রেখা

প্রয়োজকতয়া ন শব্দজন্য-জ্ঞানস্যাপরোক্ষত্বম্। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারেঽপি মনন-নিদিধ্যাসন-সংস্কৃতং মন এব করণম্, "মনসৈবানুদ্রষ্টব্য"মিত্যাদি-শ্রুতেঃ। মনোঽগম্যত্ব-শ্রুতিশ্চাসংস্কৃত-মনো-বিষয়া। ন চৈবং ব্রহ্মণ ঔপনিষদত্বানুপপত্তিঃ, অস্মদুক্তমনসো বেদজন্য-জ্ঞানানন্তরমেব প্রবৃত্ততয়া বেদোপজীবিত্বাৎ,

---

জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব নাই। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেও মনন এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা সংস্কৃত মনঃই করণ; যেহেতু "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" (মনেরই দ্বারা পশ্চাদ্ দ্রষ্টব্য) এই শ্রুতি প্রমাণ আছে। মনের অগম্যত্ব-বোধক শ্রুতি কিন্তু অসংস্কৃত মনো-বিষয়ক অর্থাৎ অসংস্কৃত মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না। এইরূপ হইলেও অর্থাৎ ব্রহ্ম-মনোগম্য হইলেও ব্রহ্মের ঔপনিষদত্বের অনুপপত্তি হয় না; যেহেতু আমাদের কথিত মনের (সংস্কৃত মনের) বেদজন্য পরোক্ষ জ্ঞানের অনন্তরই প্রবৃত্তি হইয়াছে বলিয়া বেদোপজীবিত্ব (বেদাধীনত্ব বা বেদপূর্বকত্ব)

বিবৃতি

প্রভৃতি একই সূক্ষ্ম বিষয়ে পটুকরণ ব্যক্তির "এইটি দেখিতেছি" বলিয়া প্রত্যক্ষ ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু অপটুকরণ ব্যক্তির এইরূপ ব্যবহার দেখা যায় না। পরন্তু এইটি দেখিতেছি না—এইরূপ অপ্রত্যক্ষ ব্যবহার দেখা যায়। যদি বিষয়-বিশেষ নিবন্ধন জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইত, তবে একই বিষয়ে উভয়েরই প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইত, একজনের হইত না। অথচ একজনেরই প্রত্যক্ষ হইতেছে। অতএব বিষয়-বিশেষ নিবন্ধন জ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্বে ইন্দ্রিয়-জন্যত্বই প্রয়োজক। অতএব শব্দ-জন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে। অন্য বিষয়ের সাক্ষাৎকারে মনোরূপ ইন্দ্রিয় যেমন করণ; ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেও ইন্দ্রিয়ই করণ। পরন্তু আমাদের এখন ইন্দ্রিয় আছে বলিয়াই যে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইবে, তাহা নহে; কারণ অসংস্কৃত মনঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে করণ নহে। মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা সংস্কৃত মনঃই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে করণ; যেহেতু "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের মনোবেদ্যত্ব উক্ত হইয়াছে এবং এবকারের দ্বারা অন্য-বেদ্যত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। কতিপয় শ্রুতিতে ব্রহ্মের মনোবেদ্যত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া যে শব্দই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে করণ হইবে, তাহা নহে। মনো-বেদ্যত্ব শ্রুতির সহিত বিরোধ, করণান্তর কল্পনা ও শব্দ-বেদ্যত্বের নিষেধবশতঃ মনের অগম্যত্ব-বোধক শ্রুতি অন্যার্থক অর্থাৎ অসংস্কৃত মনের অগম্যত্বের বোধক হইবে। ব্রহ্ম মনো-বেদ্য হইলেন বলিয়া যে তাঁহার ঔপনিষদত্বের অনুপপত্তি হইবে, তাহা নহে। বেদ-জন্য ব্রহ্ম-বিষয়ক পরোক্ষ বোধের অনন্তরই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের করণ সংস্কৃত মনের ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে প্রবৃত্তি হয়, তৎপূর্বে হয় না। সুতরাং সংস্কৃত মনঃ বেদাধীন অর্থাৎ বেদপূর্বক বলিয়া ব্রহ্মের ঔপনিষদত্বের অনুপপত্তি হয় না। বেদ-বোধ্যত্ব শ্রুতির বিরোধে মনো-বেদ্যত্ব শ্রুতির বাধবশতঃ মনের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-করণত্ব যে সিদ্ধ হইবে না, তাহা

বেদানুপজীবি-মানান্তর-গম্যত্বস্যৈব বেদগম্যত্ব-বিরোধাৎ। শাস্ত্রদৃষ্টি-সূত্রমপি ব্রহ্মবিষয়ক-মানস-প্রত্যক্ষস্য শাস্ত্র-প্রয়োজ্যত্বাদুপপদ্যতে। তদুক্তম্—

অপি সংরাধনে সূত্রাচ্ছাস্ত্রার্থ-ধ্যানজা প্রমা।
শাস্ত্রদৃষ্টির্মতা তাস্তু বেত্তি বাচস্পতিঃ পরমিতি ॥

আছে। বেদ-গম্যত্বের সহিত বেদের অনুপজীবী (বেদনিরপেক্ষ) প্রমাণ-গম্যত্বেরই বিরোধ, [বেদোপজীবী প্রমাণগম্যত্বের বিরোধ নাই।) শাস্ত্র-দৃষ্টি সূত্রও ব্রহ্ম-বিষয়ক মানস প্রত্যক্ষের শাস্ত্র-প্রযোজ্যত্ব আছে বলিয়া উপপন্ন হয়। "অপি সংরাধনে সূত্রাচ্ছাস্ত্রার্থ-ধ্যানজা প্রমা। শাস্ত্রদৃষ্টির্মতা তাস্তু বেত্তি বাচস্পতিঃ পরম্ ॥" (বেদান্ত শাস্ত্রার্থের ধ্যানজন্য প্রমাই শাস্ত্রদৃষ্টি অভিমত। "অপি চ সংরাধনে" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বাচস্পতিই কেবল তাহা জানেন) এই গ্রন্থের দ্বারা [কল্পতরুকার অমলানন্দ কর্তৃক] তাহা উক্ত হইয়াছে।

বিবৃতি

নহে; কারণ বেদানুপজীবী অর্থাৎ বেদ-নিরপেক্ষ প্রমাণান্তরের সহিত বেদ-বোধ্যত্ব শ্রুতির বিরোধ আছে। যে প্রমাণ বেদকে অপেক্ষা না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্মানুভবে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সহিত বেদ বোধ্যত্ব শ্রুতির বিরোধ এবং তদ্ দ্বারা তাহার বাধ হয়। মনঃ কিন্তু বেদ-নিরপেক্ষ নহে, বেদ সাপেক্ষ। সুতরাং বেদ-বোধ্যত্ব শ্রুতির সহিত মনো-বেদ্যত্ব শ্রুতির বিরোধ নাই, বাধও নাই। অতএব মনো-বেদ্যত্ব শ্রুতি দ্বারা মনের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-করণত্ব সিদ্ধ হয়।

জ্ঞানের প্রত্যক্ষত্ব ইন্দ্রিয়-বিশেষ নিবন্ধন হইলে যে শাস্ত্র-দৃষ্টি সূত্র অসঙ্গত হয়, তাহা নহে। ব্রহ্ম-বিষয়ক মানস প্রত্যক্ষ শাস্ত্র-প্রযোজ্য বলিয়া শাস্ত্র-দৃষ্টি সূত্রও উপপন্ন হইবে। এই সূত্রে শাস্ত্র-দৃষ্টি শব্দের দ্বারা শাস্ত্র-জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান উক্ত হয় নাই; কিন্তু শাস্ত্র-প্রযোজ্য প্রত্যক্ষ উক্ত হইয়াছে। ইন্দ্রের শাস্ত্র-জন্য পরোক্ষ ব্রহ্মবোধের অনন্তর মনোজন্য ব্রহ্মাত্মতার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। তাই তিনি নিজেকে প্রাণরূপে উপদেশ করিয়াছিলেন। শাস্ত্র-পূর্বক মনো-বেদ্যত্বের সহিত শাস্ত্রবেদ্যত্বের বিরোধও নাই, বাধ্য-বাধক-ভাবও নাই। ভগবৎপাদ অমলানন্দ কল্পতরুতে ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন—শাস্ত্র-দৃষ্টি শাস্ত্র-জন্য প্রত্যক্ষ প্রমা নহে; কিন্তু বেদান্তার্থের ধ্যান-জন্য প্রমা। ইহাই সূত্রকারের অভিপ্রেত। ইহা "অপিচ সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্" এই সূত্রের দ্বারা বুঝা যায়। এই সূত্রের বক্তব্য এই যে, ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা প্রত্যক্ষ না হইলেও অপ্রামাণিক নহেন। যোগিগণ ধ্যানকালে ইহাঁকে প্রত্যক্ষ করেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতি দ্বারা ইহা জানা যায়। এই সূত্রে ভক্তি ধ্যানাদি-কালীন ব্রহ্ম-দর্শনের শ্রবণাদি দ্বারা সংস্কৃত মনোজন্যত্ব উক্ত হওয়ায় শাস্ত্র পূর্বক মনোজন্য প্রমাকে শাস্ত্রদৃষ্টি বলিতে হইবে। অতএব মনই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের করণ।

তচ্চ জ্ঞানং পাপ-ক্ষয়াদ্ ভবতি। স চ কর্মানুষ্ঠানাদিতি পরম্পরয়া কর্মণা-মুপযোগঃ। অত এব "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেনে"ত্যাদি-শ্রুতিঃ, "কষায়ে কর্মভিঃ পক্বে ততো জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে" ইত্যাদি-স্মৃতিশ্চ সংগচ্ছতে। এবং শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনান্যপি

সেই ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান পাপক্ষয় হইতে হয়। সেই পাপক্ষয় [নিত্য ও নৈমিত্তিক] কর্মের অনুষ্ঠান হইতে হয়। অতএব [মোক্ষের প্রতি] কর্মসমূহের পরম্পরায় উপযোগ (কারণতা) আছে। এই হেতু অর্থাৎ কর্মের পরম্পরায় উপযোগিতা আছে বলিয়াই "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" (ব্রাহ্মণগণ সেই এই পরমাত্মাকে বেদাধ্যয়নের দ্বারা, যজ্ঞের দ্বারা এবং শরীরের অনাশক তপস্যা দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন।) এই শ্রুতি ও "কষায়ে কর্মভিঃ পক্বে ততো জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে" (কর্মসমূহ কর্তৃক পাপ-রূপ কষায় নিবৃত্ত হইলে সেই শ্রবণাদি হইতে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে) ইত্যাদি স্মৃতিও উপপন্ন হয়। এইরূপ শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনও

বিবৃতি

তত্ত্বমস্যাদি বাক্য বা সংস্কৃত মনঃ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের করণ হইলেও যাহাদের তাদৃশ করণ আছে, তাহাদের সকলেরই যে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইয়া যাইবে, তাহা নহে। ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের প্রতিবন্ধক পাপ থাকিলে ব্রহ্মানুভব উৎপন্ন হয় না। পাপক্ষয় হইতে সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয়। সেই পাপক্ষয়ও নিত্য এবং নৈমিত্তিক কর্মের অনুষ্ঠান হইতে হয়। এইজন্য কর্ম পরম্পরায় মোক্ষের কারণ। প্রথমতঃ শাস্ত্রের দ্বারা কর্মজ্ঞান, তাহা হইতে কর্মের অনুষ্ঠান, তাহা হইতে পাপক্ষয়-রূপ চিত্তশুদ্ধি। তাহা হইতে বিষয়ের দোষ-দর্শন, তাহা হইতে ঐহিক ও পারলৌকিক ফলের ভোগে বৈরাগ্য, তাহা হইতে শ্রবণাদি জন্মে। এইরূপে কর্ম পরম্পরায় মোক্ষের কারণ হইলে "তমেতং বেদানুবচনেন" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "কষায়ে কর্মভিঃ পক্বে" ইত্যাদি স্মৃতিও সঙ্গত হয়। এই শ্রুতি তৃতীয়ার্থের বেদনে অন্বয় দ্বারা যজ্ঞাদির জ্ঞান-সাধনত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। যদিও ইচ্ছার বিশেষণ বেদন শব্দতঃ অপ্রধান; অপ্রধানে যজ্ঞাদির করণরূপে অন্বয় অনুচিত; তথাপি বেদনটি সাধ্য ও পুরুষার্থ বলিয়া অর্থতঃ প্রধান। সুতরাং তাহার সহিত যজ্ঞাদির অন্বয় হইতে পারে। "অশ্বেন জিগমিষতি" ইত্যাদি স্থলে শব্দতঃ অপ্রধান গমনাদিতে অশ্বাদির অন্বয় ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ। বেদনে যজ্ঞাদির করণ-রূপে অন্বয় হইলে যজ্ঞাদি জ্ঞানের সাধন হয়; কিন্তু কর্ম প্রমাণ নহে বলিয়া উহা সাক্ষাৎ জ্ঞানের সাধন হইতে পারে না। সুতরাং পরম্পরায় যজ্ঞাদিকে জ্ঞানের সাধন বলিতে হইবে। যদি তাহাও না হয়, তবে শ্রুতির অর্থ ব্যাহত হইবে। অতএব যজ্ঞাদি কর্ম পরম্পরায় জ্ঞান সাধন।

এইরূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনও জ্ঞানের সাধন; যেহেতু বৃহদারণ্যকের মৈত্রেয়ী

জ্ঞান-সাধনানি, মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য" ইতি দর্শনমনূদ্য তৎ-সাধনত্বেন "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য" ইতি শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাস-নানাং বিধানাৎ। শ্রবণং নাম বেদান্তানামদ্বিতীয়ে ব্রহ্মণি তাৎপর্য্যাবধারণা-নুকূলা মানসী ক্রিয়া। মননং নাম শব্দাবধারিতেঽর্থে মানান্তর-বিরোধ-শঙ্কায়াং তন্নিরাকরণানুকূল-তর্কাত্মক-জ্ঞান-জনকো মানস-ব্যাপারঃ। নিদি-ধ্যাসনং নামানাদি-দুর্বাসনয়া বিষয়েষ্বাকৃষ্যমাণস্য চিত্তস্য বিষয়েভ্যোঽপকৃষ্যা-ত্মবিষয়ক-স্থৈর্য্যানুকূলো মানস-ব্যাপারঃ।

ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন; যেহেতু [বৃহদারণ্যকের] মৈত্রেয়ী ব্রহ্মণে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য (অরে! মৈত্রেয়ী! আত্মাকে দর্শন কর] এই গ্রন্থের দ্বারা আত্ম-দর্শনকে (আত্ম-সাক্ষাৎকারকে) উদ্দেশ্য করিয়া তাহার সাধনরূপে "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ (শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন কর্ত্তব্য) এই গ্রন্থের দ্বারা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধান হইয়াছে। শ্রবণ হইতেছে বেদান্তবাক্য সমূহের অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের অনুকূল [বিচাররূপ] মানসী ক্রিয়া। মনন হইতেছে বেদান্ত নির্নীত বিষয়ে প্রমাণান্তরের বিরোধের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে সেই বিরোধ নিবৃত্তির অনুকূল তর্করূপ জ্ঞানের জনক মানস ক্রিয়া। নিদিধ্যাসন হইতেছে অনাদি দুর্বাসনাবশতঃ বিষয়-সমূহে আকৃষ্যমাণ চিত্তকে বিষয়সমূহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আত্মবিষয়ক স্থৈর্য্যের অনুকূল মানস ব্যাপার।

বিবৃতি

ব্রাহ্মণে "আত্মা বাঽরে দ্রষ্টব্য" এই বাক্যে দর্শনের অনুবাদ করিয়া "শ্রোতব্য" ইত্যাদি দ্বারা তাহার সাধনরূপে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বিহিত হইয়াছে। দর্শন বস্তু-তন্ত্র, পুরুষ-তন্ত্র নহে বলিয়া বিধেয় হয় না; সুতরাং দ্রষ্টব্যটি অনুবাদ, বিধি নহে। শ্রবণাদি জ্ঞান নহে। উহা মনের ব্যাপার-বিশেষ বলিয়া পুরুষ-তন্ত্র। এজন্য উহারা বিধেয় হইতে পারে। তাই শ্রোতব্য প্রভৃতি বিধি। যদিও শ্রবণাদির দর্শন-সাধনত্ব সাক্ষাৎ বেদার্থ নহে। তথাপি দর্শনের উদ্দেশ্যে শ্রবণাদি বিহিত হওয়ায় তাহাদের দর্শন-সাধনত্ব অর্থাৎ বুঝা যায়। মানবোপপুরাণে শ্রবণাদির দর্শন হেতুত্ব স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে।

ভামতীকারের মতে শ্রবণ জ্ঞান। তাই তাঁহার মতে শ্রোতব্য বিধি নহে। কিন্তু বিবরণ মতে শ্রবণ হইতেছে বেদান্তবাক্য সমূহের অদ্বৈত ব্রহ্মে তাৎপর্য্য নির্ণয়ের অনু-কূল মানস বিচার। উহা মানস ক্রিয়া, জ্ঞান নহে। তাই তাঁহার মতে শ্রোতব্য বিধি। মনন হইতেছে—বাক্যের দ্বারা নিশ্চিত অর্থ বিষয়ে প্রমাণান্তর বিরোধের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে সেই প্রমাণান্তর বিরোধ নিবৃত্তির অনুকূল তর্করূপ জ্ঞানের জনক মানস ক্রিয়া। নিদিধ্যাসন হইতেছে অনাদি বিষয় বাসনা দ্বারা বিষয়ে আকৃষ্যমাণ চিত্তের বিষয় হইতে প্রত্যাকর্ষণ করিয়া আত্মবিষয়ক স্থৈর্য্যের অনুকূল মানস ক্রিয়া।

তত্র নিদিধ্যাসনং ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎ কারণম্, "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়া"মিত্যাদি-শ্রুতেঃ। নিদিধ্যাসনে চ মননং হেতুঃ, অকৃত-মননস্যার্থ-দার্ঢ্যাভাবেন তদ্বিষয়ক-নিদিধ্যাসনাযোগাৎ। মননে চ শ্রবণং হেতুঃ, শ্রবণাভাবে তাৎপর্য্যানিশ্চয়েন শাব্দজ্ঞানাভাবেন শ্রুতার্থ-বিষয়ক-যুক্তত্বাযুক্তত্ব-নিশ্চয়ানুকূল-মননাযোগাৎ। এতানি ত্রীণ্যপি জ্ঞানোৎপত্তৌ কারণানীতি কেচিদাচার্য্যা ঊচিরে।

তন্মধ্যে নিদিধ্যাসন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎ কারণ; যেহেতু "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্" (ধ্যান-যোগ-পরায়ণ সেই মনীষিগণ নিজশক্তি) (পরমাত্ম-শক্তি) অবিদ্যা দ্বারা আবৃত পরমাত্মাকে দর্শন করিয়াছিলেন ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ আছে। নিদিধ্যাসনে কিন্তু মনন হেতু; যেহেতু অকৃত-মনন পুরুষের নিদিধ্যাসন বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয় নাই বলিয়া তদ্বিষয়ক নিদিধ্যাসন সম্ভব হয় না। মননে কিন্তু শ্রবণ হেতু; যেহেতু শ্রবণের অভাবে তাৎপর্য্যের নিশ্চয় না হওয়ায় শাব্দ নিশ্চয়ও (বাক্যার্থ নিশ্চয়ও) হয় না। অতএব শ্রুত অর্থবিষয়ক যুক্তত্ব অযুক্তত্ব-নিশ্চয়ের অনুকূল মনন সম্ভব হয় না। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—এই তিনটি ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উৎপত্তিতে কারণ, ইহা কোন কোন আচার্য্য (ভামতীকারের সম্প্রদায়) বলিয়াছেন।

বিবৃতি

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—এই তিনটি জ্ঞানের কারণ হইলেও সকলে মিলিতভাবে কারণ নহে; কেননা সকলের যুগপৎ অনুষ্ঠান সম্ভব নহে। একের অনুষ্ঠান কালে অন্যের বিনাশ হয় বলিয়া সকলের সমুচ্চয় হইতে পারে না। সুতরাং তিনটী জ্ঞান সাধনের মধ্যে নিদিধ্যাসনই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎ কারণ; যেহেতু "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্" ইত্যাদি শ্রুতিতে ধ্যানরূপ নিদিধ্যাসনের দর্শন-হেতুত্ব উক্ত হইয়াছে। নিদিধ্যাসনের প্রতি মনন হেতু। অতি গম্ভীর বেদান্ত বাক্যার্থে প্রমাণান্তরের বিরোধ ও অসম্ভাবনার উদয় হইলে বেদান্তবাক্য হইতে স্বার্থ নিশ্চয় হয় না। বেদান্তার্থ নিশ্চিত না হইলে তদ্বিষয়ে নিদিধ্যাসন হইতে পারে না। মননের দ্বারা প্রমাণান্তরের বিরোধ ও অসম্ভাবনা দূরীভূত হইলে বেদান্ত বাক্য হইতে স্বার্থ নিশ্চয় হয়। তখন তদ্বিবিষয়ে নিদিধ্যাসন সম্ভব হয়। তাই মনন নিদিধ্যাসনের হেতু। মননের প্রতি শ্রবণ হেতু। তাৎপর্য্য নির্ণয়ানুকূল বিচারাত্মক শ্রবণ না হইলে তাৎপর্য্য নিশ্চয় না হওয়ায় বেদান্ত-বাক্যার্থের নিশ্চয় হয় না। বাক্যার্থ নিশ্চিত না হইলে তদ্-বিষয়ক যুক্তাযুক্তত্ব নিশ্চয়ের অনুকূল মনন হইতে পারে না। তাই শ্রবণ মননের হেতু। এই তিনটি সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় জ্ঞানের উৎপত্তিতে কারণ, ইহা ভামতীকার বলেন।

বিবরণকার কিন্তু এই বলেন—শ্রবণ প্রধান। মনন ও নিদিধ্যাসন কিন্তু শ্রবণের

অপরে তু—শ্রবণং প্রধানম্। মনন-নিদিধ্যাসনয়োস্তু শ্রবণাৎ পরাচী-নয়োরপি শ্রবণ-ফল-ব্রহ্মদর্শন-নিবর্ত্তকতয়াঽঽরাদুপকারকতয়াঽঙ্গত্বমিত্যাহুঃ।

অপরে (বিবরণাচার্য্য) কিন্তু এই বলেন যে, শ্রবণটি [ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে] প্রধান (সাক্ষাৎ কারণ)। মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের পরবর্ত্তী হইয়াও কিন্তু শ্রবণের ফল ব্রহ্ম-দর্শনের নির্বাহকত্ব নিবন্ধন আরাৎ উপকারকত্ব হেতু [শ্রবণের প্রতি] অঙ্গ।

বিবৃতি

পর-কালীন হইলেও শ্রবণের অঙ্গ। পূর্ব-কালীনই অঙ্গ হইবে, উত্তর-কালীন অঙ্গ হইবে না, এরূপ নিয়ম নাই। উত্তর-কালীন ঈড়া-ভক্ষণাদিরও অঙ্গত্ব প্রসিদ্ধ আছে। "ন্যায়-প্রকাশে" প্রধান কর্মের স্থিতির প্রতি উত্তরাঙ্গের উপযোগ উক্ত হইয়াছে। সুতরাং উত্তর-কালীন মনন ও নিদিধ্যাসনের শ্রবণাঙ্গত্ব বিরুদ্ধ নহে। মনন ও নিদিধ্যাসন কেন অঙ্গ, তাহার হেতু বলিলেন—**শ্রবণ-ফল-ব্রহ্ম-দর্শন-নিবর্ত্তকতয়া**। শ্রবণের ফল ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের সম্পাদকত্ব হেতু মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গ। বেদান্ত-বাক্য হইতে ব্রহ্ম-বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াও অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনা দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইলে স্থির হয় না। মননাত্মক তর্কের দ্বারা অসম্ভাবনা নিবৃত্ত হইলে নিদিধ্যাসনের দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা উৎপন্ন হইলে সেই জ্ঞান স্থির হয়। সুতরাং মনন ও নিদিধ্যাসন স্থির ব্রহ্ম-জ্ঞানের সম্পাদক। এই হেতু তাহারা শ্রবণের অঙ্গ। মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের কিরূপ অঙ্গ ? তাহার উত্তর বলিলেন—**আরাদুপকারকতয়া**। অঙ্গ দুই প্রকার—সিদ্ধ-রূপ ও সাধ্য-(ক্রিয়া) রূপ। তন্মধ্যে জাতি, দ্রব্য, সংখ্যা প্রভৃতি সিদ্ধ-রূপ। ক্রিয়া-রূপ অঙ্গ দুই প্রকার—সন্নিপত্য উপকারক এবং আরাৎ উপকারক। কর্মাঙ্গ দ্রব্যাদির উদ্দেশ্যে বিধীয়মান প্রোক্ষণ, পেষণ প্রভৃতি কর্ম সন্নিপত্য উপকারক। দ্রব্যাদিকে উদ্দেশ্য না করিয়া প্রধান কর্মের নিকটে বিধীয়মান প্রযাজাদি কর্ম আরাদুপকারক। প্রোক্ষণাদি যেমন যাগের করণ দ্রব্যাদির উপকারক। মনন ও নিদিধ্যাসন কিন্তু সেরূপ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কারের করণ শ্রবণের উপকারক নয়, কারণ উহারা শ্রবণগত কোন ফল উৎপন্ন করে না। কিন্তু জীবের উপকারক ; কারণ উহারা জীব-গত অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনার নিবর্ত্তক এবং প্রধান শ্রবণের সন্নিধিতে উপদিষ্ট। এই হেতু মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের সামীপ্যোপকারক অঙ্গ।

মননাদির সেই অঙ্গত্ব পূর্বমীমাংসাদর্শনের তৃতীয়াধ্যায়ে নিরূপিত শ্রুতি, লিঙ্গাদি-প্রমাণ ষট্‌ক-বোধ্য শেষত্ব-রূপ নহে। পূর্ব মীমাংসার তৃতীয়াধ্যায়ে যে শেষত্ব বা অঙ্গত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহারই সংক্ষিপ্ত নাম তার্ত্তীয় শেষত্ব বা তার্ত্তীয়াঙ্গত্ব। এই অঙ্গত্বের বোধক ছয়টি প্রমাণ—শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা। তন্মধ্যে শ্রুতি হইতেছে—সাধ্য-সাধনত্বাদির বাচক বিভক্ত্যাদি। লিঙ্গ হইতেছে—শব্দের অর্থ

তদপ্যঙ্গত্বং ন তার্ত্তীয়-শেষত্ব-রূপম্, তস্য শ্রুত্যাদ্যন্যতম প্রমাণ-গম্যস্য প্রকৃতে শ্রুত্যাদ্যভাবেঽসম্ভবাৎ। তথা হি—ন ব্রীহিভির্যজেতেতি দধ্না জুহোতীত্যাদাবিব মনন-নিদিধ্যাসনয়োরঙ্গত্বে কাচিৎ তৃতীয়া শ্রুতিরস্তি। নাপি বর্হির্দেব-

---

সেই অঙ্গত্বও তার্ত্তীয় (মীমাংসাদর্শনের তৃতীয়াধ্যায়গত] শেষত্ব-রূপ নহে; যেহেতু প্রকৃত স্থলে (মনন-নিদিধ্যাসন স্থলে) অঙ্গত্ব বোধক শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্যাদি প্রমাণ না থাকায় শ্রুত্যাদ্যন্যতম প্রমাণ-বোধ্য সেই অঙ্গত্ব সম্ভব নহে। সেই অসম্ভব এইরূপ :—"ব্রীহিভির্যজেত" এই শ্রুতি (ব্রীহিসমূহের দ্বারা যাগ কর্ত্তব্য) "দধ্না জুহোতি" (দধি দ্বারা হোম কর্ত্তব্য) ইত্যাদি শ্রুতির ন্যায় মনন ও নিদিধ্যাসনের অঙ্গত্বে [প্রমাণরূপ] কোন তৃতীয়া শ্রুতি নাই। 'বর্হির্দেবসদনং দামি" (দেবগণের আবাসস্থান কুশকে ছেদন করি) ইত্যাদি

বিবৃতি

প্রকাশ সামর্থ্য। বাক্য হইতেছে—সাধ্য ও সাধনত্বাদির বাচক দ্বিতীয়াদি বিভক্তির অভাবকালে বস্তুতঃ অঙ্গ ও অঙ্গীর সহোচ্চারণ। শেষ ও শেষীর পরস্পর আকাঙ্ক্ষাই প্রকরণ। সমানদেশত্বই স্থান। যৌগিক শব্দই সমাখ্যা। এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা "ন্যায় প্রকাশ" প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

এই ছয়টী প্রমাণের দ্বারা যে অঙ্গত্বের বোধ হয়, তাহার নাম তার্ত্তীয়াঙ্গত্ব। প্রকৃত স্থলে সেই অঙ্গত্বের বোধক কোন প্রমাণ নাই। যেমন "ব্রীহিভির্যজেত" এই বাক্যে ব্রীহি—প্রকৃতি শ্রুতি, তৃতীয়া—বিভক্তি শ্রুতি; যজ্ ধাতু—প্রকৃতি শ্রুতি এবং আখ্যাত—বিধি বা বিভক্তি শ্রুতি। তন্মধ্যে আখ্যাতের অর্থ—ভাবনা বা উৎপাদনা। এই ভাবনার 'কিং, কেন কথং' অর্থাৎ সাধ্য, সাধন ও ব্যাপার-রূপ তিন প্রকার আকাঙ্ক্ষা আছে। যেমন—কি উৎপাদন, কাহার দ্বারা উৎপাদন এবং কি প্রকারে উৎপাদন। তন্মধ্যে এস্থলে "কিং ভাবয়েৎ" এইরূপ সাধ্যাকাঙ্ক্ষা হইলে সন্নিহিত প্রকৃত্যর্থ যাগ ভাবনার সহিত অন্বিত হইলে সাধ্যাকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়। কিন্তু "কেন ভাবয়েৎ" এই করণাকাঙ্ক্ষা থাকে। ব্রীহি করণরূপে যাগের সহিত অন্বিত হইলে করণাকাঙ্ক্ষার নিবত্তি হয়। "দধা জুহোতি" স্থলে এই প্রকার অন্বয় করিয়া আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিতে হইবে। এস্থলে তৃতীয়া বিভক্তি যেমন ব্রীহির যাগ-করণত্ব-রূপ যাগাঙ্গত্ব এবং দধির হোম-করণত্ব-রূপ হোমাঙ্গত্বের বোধক, তদ্রূপ মনন ও নিদিধ্যাসনের উত্তর অঙ্গত্ব বোধক তৃতীয়া বিভক্তি নাই। সুতরাং শ্রুতি দ্বারা মনন ও নিদিধ্যাসনের শ্রবণাঙ্গত্ব বোধ হয় না। দর্শ পুর্ণমাস প্রকরণে "বর্হির্দেব-সদনং দামি" ইত্যাদি মন্ত্র পঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার 'এই মন্ত্রের দ্বারা ইহা কর্ত্তব্য' এইরূপ কোন বিনিযোজক শ্রুতি নাই। অথচ এই মন্ত্র কাহারও দ্বারা কোন কার্য্যে বিনিযুক্ত না হইলে অক্রিয়ার্থক হইয়া অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। সুতরাং ইহার একটি বিনিযোজক কল্পনা করিতে হইবে।

সদঙ্গং দাত্রমিত্যাদি-মন্ত্রাণাং বর্হিঃখণ্ডন-প্রকাশন-সামর্থ্যবৎ কিঞ্চিল্লিঙ্গমস্তি। নাপি প্রদেশান্তর-পঠিতস্য প্রবর্গ্যস্যাগ্নিষ্টোমে প্রবৃণক্তীতি বাক্য-বচ্ছ্রবণানু-বাদেন মনন-নিদিধ্যাসন-বিনিয়োজকং কিঞ্চিদ্ বাক্যমস্তি। নাপি দর্শপৌর্ণ-মাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেতেতি বাক্যাবগত-ফলসাধনভাক-দর্শপৌর্ণমাস-প্রকরণে প্রযাজাদীনামিব ফল-সাধনত্বেনাবগতস্য শ্রবণস্য প্রকরণে মনন-নিদিধ্যাসনয়োরাম্নানম্।

মন্ত্র সমূহের [অঙ্গত্বে] যেমন কুশচ্ছেদন প্রকাশ-সামর্থ্য-রূপ লিঙ্গ প্রমাণ আছে, তদ্রূপ [মনন ও নিদিধ্যাসনের অঙ্গত্বে [অর্থ-প্রকাশ-সামর্থ্য-রূপ কোন লিঙ্গ প্রমাণও নাই। প্রদেশান্তরে (ভিন্ন প্রকরণে পঠিত) প্রবর্গ্যের (প্রবর্গ্য নামক কর্মের) অঙ্গত্বে যেমন "অগ্নিষ্টোমে প্রবৃণক্তি" (অগ্নিষ্টোমে প্রবর্গ্য কর্ম করিবে) এই বাক্য প্রমাণ আছে, তদ্রূপ শ্রবণের উদ্দেশ্য মনন ও নিদিধ্যাসনের বিনিযোজক কোন বাক্য প্রমাণও নাই। দর্শ-পৌর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" (দর্শ-পৌর্ণমাস নামক যাগ দ্বারা স্বর্গ উৎপাদন কর) এই বাক্যের দ্বারা ফলসাধনত্বরূপে অবগত দর্শ-পৌর্ণমাস যাগের প্রকরণে প্রযাজাদির উপদেশ যেমন প্রযাজাদির দর্শপৌর্ণমাস যাগের অঙ্গত্বে প্রমাণ; তদ্রূপ ফলসাধন-স্বরূপে অবগত শ্রবণের প্রকরণে মনন ও নিদিধ্যাসনের আম্নান (উপদেশ) নাই।

বিবৃতি

এস্থলে অন্য কোন বিনিযোজক না থাকায় অর্থ প্রকাশ সামর্থ্যরূপ লিঙ্গই বিনিযোজক হইবে। মন্ত্রের কুশচ্ছেদন-রূপ অর্থের প্রকাশ-সামর্থ্য থাকায় ঐ সামর্থ্যরূপ লিঙ্গই মন্ত্রের কুশচ্ছেদনাঙ্গত্বের বোধক হয়। বিনা মন্ত্রে কুশচ্ছেদন অপূর্বের জনক নহে বলিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্বক ছেদন কর্তব্য। তাই মন্ত্র কুশচ্ছেদনের অঙ্গ। প্রকৃত স্থলে মনন ও নিদিধ্যাসনের অঙ্গত্বে কোন লিঙ্গ নাই; সুতরাং লিঙ্গও প্রমাণ নহে। প্রকরণান্তরে পঠিত প্রবর্গ্য নামক কর্মের অগ্নিষ্টোমের অঙ্গত্বে অগ্নিষ্টোম প্রকরণ পঠিত "প্রবৃণক্তি" (প্রবর্গ্যাখ্যং কর্ম কুর্য্যাৎ) এই বাক্য যেমন প্রমাণ। এস্থলে অগ্নিষ্টোম ও প্রবর্গ্যের সাধ্য-সাধনত্ব বা অঙ্গাঙ্গিত্বের বোধক কোন বিভক্তি নাই অথচ অগ্নিষ্টোম ও প্রবর্গ্যের সহোচ্চারণ আছে। অন্য প্রকরণে পঠিত প্রবর্গ্য যদি অগ্নিষ্টোমের অঙ্গ না হইত, তবে অগ্নিষ্টোমে তাহার সহোচ্চারণ নিরর্থক হইত। কিন্তু উহা নিরর্থক নহে। অতএব সহোচ্চারণরূপ বাক্যই প্রবর্গ্যের অগ্নিষ্টোমাঙ্গত্ব বুঝাইতেছে। তদ্রূপ প্রকৃত স্থলে শ্রবণের উদ্দেশ্যে মনন ও নিদিধ্যাসনের বিনিযোজক অর্থাৎ অঙ্গত্ববোধক কোন বাক্য নাই। সুতরাং বাক্যও অঙ্গত্বে প্রমাণ নহে। কৃষ্ণযজুর্বেদ সংহিতার প্রথম কাণ্ডে দর্শ-পৌর্ণমাস প্রকরণে "দর্শ-পৌর্ণমাসাভ্যাং যজেত" এই বাক্যের দ্বারা দর্শ-পৌর্ণমাসের স্বর্গ ফল-সাধনত্ব বোধ হইয়াছে। সেই দর্শপৌর্ণমাস প্রকরণে প্রযাজ নামক পাঁচ প্রকার যাগ

ননু দ্রষ্টব্য ইতি দর্শনানুবাদেন শ্রবণে বিহিতে সতি ফলবত্ত্যা শ্রবণ-প্রকরণে তৎসন্নিধাবাম্নাতয়োর্মনন-নিদিধ্যাসনয়োঃ প্রযাজন্যায়েন প্রকরণা-দেবাঙ্গত্বেতি চেন্ন, "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্" ন্নিত্যাদি-শ্রুত্যন্তরে ধ্যানস্য দর্শন-সাধনত্বেনাবগতস্যাঙ্গাকাঙ্ক্ষায়াং প্রযাজ-ন্যায়েন শ্রবণ-মননয়োরেবাঙ্গ-

---

আচ্ছা, 'দ্রষ্টব্য' এইরূপে দর্শনের উদ্দেশ্যে শ্রবণ বিহিত হইলে ফলবৎ শ্রবণের প্রকরণে শ্রবণের নিকটে উপদিষ্ট মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রযাজ ন্যায়ানুসারে প্রকরণ হইতেই অঙ্গত্ব সিদ্ধ হয়—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না; যেহেতু "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্" ইত্যাদি অন্য শ্রুতিতে দর্শন সাধনত্বরূপে অবগত ধ্যানের

বিবৃতি

দর্শের পূর্বাঙ্গরূপে বিহিত হইয়াছে। যেমন "সমিধো যজতি" ইত্যাদি। কিন্তু উক্ত বাক্যে ফল উক্ত না হওয়ায় "সমিদ্ যাগের দ্বারা কি উৎপাদন করিব"—এইরূপ সাধ্যাকাঙ্ক্ষা আছে। দর্শপৌর্ণমাস বাক্যেও "দর্শপৌর্ণমাসের দ্বারা কি প্রকারে স্বর্গ উৎপাদন করিব"—এইরূপ কথংভাবাঙ্ক্ষা অর্থাৎ ইতিকর্ত্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা আছে। এই উভয়া-কাঙ্ক্ষারূপ প্রকরণকেই প্রযাজাদির অঙ্গত্ব বোধক বলিতে হইবে। প্রযাজাদি অঙ্গ হইলে দর্শ-পৌণমাসের ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষা ও প্রযাজাদির সাধ্যাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইবে। প্রকৃত স্থলে ফল-সাধনরূপে অবগত শ্রবণের প্রকরণে মনন ও নিদিধ্যাসন আম্নাত হয় নাই। যদি শ্রবণ ফলবৎ হইত, তবে তৎসন্নিহিত অফল মননাদি তাহার অঙ্গ হইত; কিন্তু শ্রোতব্য বাক্যে ফলবোধক কোন পদ না থাকায় শ্রবণ ফলবৎ নহে। সুতরাং মননাদি ফলবানের সন্নিহিত না হওয়ায় অঙ্গ হইবে না এবং উভয়ের আকাঙ্ক্ষাও নাই। মননাদির সাধ্যাকাঙ্ক্ষা হইলেও ফলহীন শ্রবণের "কি প্রকারে শ্রবণ ফল উৎপন্ন করিব" এই ইতিকর্ত্তব্যতাকাঙ্ক্ষা হইবে না। সুতরাং প্রকরণও মননাদির অঙ্গত্বে প্রমাণ নহে।

পূর্বপক্ষী ইহাতে আপত্তি করিতে বলিলেন—**ননু দ্রষ্টব্য** ইত্যাদি। দ্রষ্টব্য এই বাক্যের দ্বারা দর্শনের উদ্দেশ করিয়া শ্রোতব্য এই বাক্যের দ্বারা শ্রবণ বিহিত হওয়ায় বুঝা যায়; শ্রবণের ফল আত্মদর্শন। যদি তাহা না হইত, তবে আত্মদর্শনের উদ্দেশ্যে শ্রবণ বিহিত হইত না; সুতরাং শ্রবণ ফলবৎ। সেই ফলবৎ শ্রবণের প্রকরণে তাহার সন্নিধিতে মনন ও নিদিধ্যাসন পঠিত হইয়াছে। শ্রবণ বাক্যে যেমন "শ্রবণ কি প্রকারে করিব" এইরূপ ইতিকর্ত্তব্যতার আকাঙ্ক্ষা আছে। তদ্রূপ মননাদিরও "মননাদি দ্বারা কি উৎপাদন করিব"—এইরূপ সাধ্যাকাঙ্ক্ষাও আছে। প্রযাজাদি ন্যায়ে এই উভয়াকাঙ্ক্ষা-রূপ প্রকরণ হইতে মননাদির অঙ্গত্ব বোধ হউক? ইহার উত্তরে বলিলেন—"**তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্**" ইত্যাদি। উক্ত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে ধ্যানের আত্ম-সাক্ষাৎকার সাধনত্ব বোধ হইয়াছে। যদিও ধ্যানের প্রযাজাদিন্যায়ে আত্ম-দর্শন-রূপ ফলের

ত্বাপত্তেঃ। ক্রম-সমাখ্যে চ দূরনিরস্তে। কিঞ্চ প্রযাজাদিষঙ্গত্ব-বিচারঃ স-প্রয়োজনঃ। পূর্বপক্ষে বিকৃতিষু ন প্রযাজাদ্যনুষ্ঠানম্। সিদ্ধান্তে তু তত্রাপি তদনুষ্ঠানমিতি। প্রকৃতে তু শ্রবণং ন কস্যচিৎ প্রকৃতিঃ, যেন মনন-নিদিধ্যা-

---

অঙ্গের আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইলে প্রযাজ ন্যায়ে শ্রবণ ও মননেরই ধ্যানাঙ্গত্ব প্রসক্ত হইবে। [মনন ও নিদিধ্যাসনের শ্রবণাঙ্গত্বে] ক্রম-প্রমাণ ও সমাখ্যা-প্রমাণ তো দূরেই নিরস্ত হইয়াছে। আরও কথা, প্রযাজাদিতে অঙ্গত্বের বিচার সফল। [সেই বিচারের এই ফল :—] পূর্বপক্ষে বিকৃতি কর্ম সমূহে প্রযাজাদির অনুষ্ঠান হইবে না। সিদ্ধান্তে কিন্তু প্রযাজাদির অনুষ্ঠান হইবে। প্রকৃত দ্রষ্টব্য-বাক্যে কিন্তু শ্রবণ কাহারও প্রকৃতি নয়, যাহাতে

বিবৃতি

সহিত সাধনত্ব-রূপে অন্বয় হয় না ; কারণ দর্শ-পৌর্ণমাস বাক্যে ফল-বোধক স্বর্গকাম পদ আছে, ধ্যান-বাক্যে ফল-বোধক কোন পদ নাই। তথাপি সিদ্ধ-সাধ্য ন্যায়ে ফলের সহিত ধ্যানের অন্বয় হইতে পারে। জন্যত্ব-রূপে অসিদ্ধ এবং জ্ঞাতত্ব-রূপে সিদ্ধ ফল থাকিলেই সাধনের বিধান দেখা যায়। দর্শন জন্যত্ব-রূপে অসিদ্ধ, জ্ঞাতত্ব-রূপে সিদ্ধ। সুতরাং তাহাতে ধ্যানের সাধনত্ব-রূপে অন্বয় হইতে পারে। তাহা হইলেই ধ্যানের দর্শন-সাধনত্ব বোধ হইবে। ধ্যান কি প্রকারে দর্শনের সাধন—এইরূপ অঙ্গের আকাঙ্ক্ষা হইলে প্রযাজ-ন্যায়ে শ্রবণ-মননেরই ধ্যানাঙ্গত্ব প্রসঙ্গ হইবে। ফলবৎ ধ্যানের সন্নিধিতে যখন অফল শ্রবণ মনন অম্নাত হইয়াছে, তখন শ্রবণ-মননই ধ্যানের অঙ্গ হইবে। শ্রবণ মনন যে ফলবৎ, তাহা নহে। সিদ্ধ দর্শনের সাধনের আকাঙ্ক্ষা হইলে নিদিধ্যাসন পদ-বাচ্য ধ্যানের সাধনত্ব-রূপে দর্শনে অন্বয় হইলে দর্শনের সাধনাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হওয়ায় শ্রবণ-মননের তাহাতে সাধনত্ব-রূপে অন্বয় হইতে পারে না ; তাই শ্রবণ মনন অফল। সুতরাং উহা ধ্যানেরই অঙ্গ হইয়া পড়ে। অতএব প্রকরণ হইতেও মনন ও নিদিধ্যাসনের শ্রবণাঙ্গত্ব সিদ্ধ হয় না। ক্রম ও সমাখ্যা দূরে চলিয়া গিয়াছে অর্থাৎ পূর্বোক্ত চারিটির অঙ্গত্ববোধের যৎকিঞ্চিৎ সম্ভাবনা থাকিলেও স্থান ও সমাখ্যার সেই সম্ভাবনাটুকুও নাই। অতএব অঙ্গত্বের জ্ঞাপক প্রমাণ না থাকায় মনন ও নিদিধ্যাসনের অঙ্গত্বটী তার্ত্তীয় অঙ্গত্ব নহে।

আরও কথা, প্রযাজাদিতে অঙ্গত্ব-বিচারের প্রয়োজন আছে। পূর্বপক্ষে অর্থাৎ প্রযাজাদির অঙ্গত্বাভাবপক্ষে দর্শপৌর্ণমাস যাগের বিকৃতি সৌর্য্য-যাগে প্রযাজাদির অনুষ্ঠান হইবে না। "প্রকৃতিবৎ বিকৃতিঃ কর্ত্তব্যা"—এই অতিদেশ অনুসারে প্রকৃতির অঙ্গগুলি বিকৃতিতে অনুষ্ঠেয়। প্রযাজাদি দর্শ-পৌর্ণমাসের অঙ্গ না হইলে দর্শাদির বিকৃতিতে তাহার অনুষ্ঠানের প্রাপ্তি নাই। সিদ্ধান্তে অর্থাৎ প্রযাজাদি দর্শাদির অঙ্গ হইলে তাহার বিকৃতিতে পূর্বোক্ত অতিদেশ অনুসারে তাহার অনুষ্ঠান প্রাপ্তি হইবে। প্রকৃত 'দ্রষ্টব্য' বাক্যে কিন্তু শ্রবণ কাহারও প্রকৃতি নহে। যাহাতে শ্রবণের বিকৃতিতে মনন ও

মননয়োস্তত্রানুষ্ঠানমঙ্গত্ব-বিচারফলং ভবেৎ। তস্মান্ন তার্ত্তীয়-শেষত্বং মনন-নিদিধ্যাসনয়োঃ। কিন্তু যথা ঘটাদি-কার্য্যে মৃৎপিণ্ডাদীনাং প্রধানকারণতা, চক্রাদীনাং সহকারি-কারণতেতি প্রাধান্যাপ্রাধান্য-ব্যপদেশঃ। তথা শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনানামপীতি মন্তব্যম্। সূচিতং চৈতদ্ বিবরণাচার্য্যৈঃ—শক্তি-তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট-শব্দাবধারণং প্রমেয়াবগমং প্রত্যব্যবধানেন কারণং ভবতি, প্রমাণস্য প্রমেয়াবগমং প্রত্যব্যবধানাৎ। মনন-নিদিধ্যাসনে তু চিত্তস্য প্রত্যগাত্ম-প্রবণতাসংস্কার-পরিনিষ্পন্ন-তদেকাগ্রবৃত্তি-কার্য্য-দ্বারেণ ব্রহ্মানুভব-হেতুতাং প্রতিপদ্যেতে ইতি ফলং প্রত্যব্যবহিত-কারণস্য তাৎপর্য্যবিশিষ্ট-শব্দাবধারণস্য ব্যবহিতে মনন-নিদিধ্যাসনে তদঙ্গে অঙ্গীক্রিয়েতে ইতি।

মনন ও নিদিধ্যাসনের শ্রবণের বিকৃতিতে অনুষ্ঠান অঙ্গত্ব-বিচারের ফল হইতে পারে। অতএব মনন ও নিদিধ্যাসনের তার্ত্তীয় অঙ্গত্ব নাই; কিন্তু যেমন ঘটাদি কার্য্যে মৃৎ-পিণ্ডাদির প্রধান কারণতা এবং চক্র প্রভৃতির সহকারি কারণতা—এইরূপ প্রধান ও অপ্রধানভাবের ব্যবহার আছে। সেইরূপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য ব্যবহার আছে, [এই অপ্রধানত্বই অঙ্গত্ব] ইহা জানিবে। 'শক্তি ও তাৎপর্য্য বিশিষ্ট শব্দের শ্রবণ প্রমেয়ের অববোধের প্রতি অব্যবধানে কারণ হয়; যেহেতু প্রমেয় বোধের প্রতি প্রমাণের ব্যবধান থাকে না। মনন ও নিদিধ্যাসন কিন্তু প্রত্যগাত্ম-প্রবণতা-রূপ সংস্কারের দ্বারা সমুৎপন্ন তদ্‌বিষয়ক ঐকাগ্র্য-বৃত্তিরূপ কার্য্যের দ্বারা ব্রহ্মানুভবের প্রতি হেতুত্ব প্রাপ্ত হয়। এই হেতু ফলের প্রতি (ব্রহ্মানুভবের প্রতি) অব্যবহিত কারণ শক্তি ও তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট শব্দ-শ্রবণের প্রতি ব্যবহিত মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার অঙ্গ—[বলিয়া] অঙ্গীকার করা হইয়াছে'—বিবরণের এই গ্রন্থের দ্বারা তাহা সূচিত হইয়াছে।

বিবৃতি

নিদিধ্যাসনের অনুষ্ঠান অঙ্গত্ব-বিচারের ফল হইতে পারে। অতএব শ্রবণের প্রতি মনন ও নিদিধ্যাসনের তার্ত্তীয় অঙ্গত্ব নাই। কিন্তু ঘটাদি কার্য্যের প্রতি যেমন আশ্রয় ও সহভাবী বলিয়া পিণ্ডের প্রধান কারণতা, চক্রাদির সহকারি-কারণতা—এইরূপ প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যের ব্যপদেশ আছে। সেইরূপ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য ব্যপদেশ আছে। শ্রবণাদি তিনটির মধ্যে দর্শনের প্রতি শ্রবণ প্রধান কারণ, মনন ও নিদিধ্যাসন অপ্রধান কারণ। উহাদের যে অপ্রধানত্ব, তাহাই তাহাদের অঙ্গত্ব।

দর্শনের প্রতি শ্রবণ প্রধান, মনন ও নিদিধ্যাসন অপ্রধান—এইরূপ একতর পক্ষ গ্রহণে যে কোন বিনিগমনা নাই, তাহা নহে; বিনিগমনাও আছে। মূলোক্ত বিবরণ-বাক্যের দ্বারা তাহা সূচিত হইয়াছে। শ্রবণ অব্যবধানে ব্রহ্মানুভবের কারণ। তাই সে প্রধান। মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যবধানে কারণ, তাই তাহারা অপ্রধান।

শ্রবণাদিষু চ মুমুক্ষুণামধিকারঃ, কাম্যে কর্মণি ফলকামস্যাধিকারিত্বাৎ। মুমুক্ষায়াঞ্চ নিত্যানিত্য-বিবেকস্যেহামুত্রার্থ-ফলভোগ-বিরাগস্য শমদমোপ-রতি-তিতিক্ষা-সমাধান-শ্রদ্ধানাং বিনিয়োগঃ। অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ শমঃ। বহিরিন্দ্রিয়-নিগ্রহো দমঃ। বিক্ষেপাভাব উপরতিঃ। শীতোষ্ণাদি-দ্বন্দ্ব-সহনং তিতিক্ষা। চিত্তৈকাগ্র্যং সমাধানম্। গুরু-বেদান্ত-বাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা। অত্রোপরম-শব্দেন সন্ন্যাসোঽভিধীয়তে। তথা চ সংন্যাসিনামেব শ্রবণাদাব-

---

শ্রবণাদিতে মুমুক্ষুগণের অধিকার; যেহেতু কাম্য কর্মে ফলকামীর অধিকারিত্ব আছে। মুমুক্ষাতে নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেকের, ঐহিক ও আমুষ্মিক (পারত্রিক) ফল-ভোগে বৈরাগের, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধি ও শ্রদ্ধার বিনিয়োগ (সাধনত্ব) আছে। অন্তরিন্দ্রিয়ের (অন্তঃকরণের) নিগ্রহ (ব্যাপার নিবৃত্তি) হইতেছে শম। বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ হইতেছে দম। বিক্ষেপের অভাব হইতেছে উপরতি। শীত উষ্ণ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের সহন হইতেছে তিতিক্ষা বা সহিষ্ণুতা। চিত্তের ঐকাগ্র্য হইতেছে সমাধান। গুরুবাক্য ও বেদান্ত বাক্য সমূহে বিশ্বাস হইতেছে শ্রদ্ধা। এস্থলে উপরম শব্দের দ্বারা সন্ন্যাস অভিহিত হয়। তাহা হইলে সন্ন্যাসিগণেরই

বিবৃতি

প্রকৃত অধিকারীর কৃত কর্ম ফল প্রদান করে, অনধিকারীর কৃত কর্ম ফল প্রদান করে না। তাই শ্রবণাদির প্রকৃত অধিকারী কে, তাহা বক্তব্য। মুমুক্ষুগণেরই শ্রবণাদিতে অধিকার। মনুষ্যমাত্রের শাস্ত্রে অধিকার আছে বলিয়া যে শ্রবণাদিতে সকলের অধিকার, তাহা নহে। ফলের সাধনতার জ্ঞান ফলের সাধনে প্রবৃত্তি উৎপাদন করিয়া ফল-কামীকেই ফল-সাধনেই অধিকার প্রদান করে, অন্যকে অধিকার দেয় না, অন্যত্রও অধিকার দেয় না। যেমন কাম্য কর্মের বিধি কাম্য ফলকামীকেই কাম্য কর্মে অধিকার দেয়। সেইরূপ মোক্ষ-সাধন শ্রবণের বিধি মোক্ষ-কামীকেই শ্রবণাদিতে অধিকার প্রদান করে। অতএব সকলের শ্রবণাদিতে অধিকার নাই, মুমুক্ষুগণেরই অধিকার। মুমুক্ষাতে নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক, ঐহিক ও পারত্রিক বিষয় ভোগে বৈরাগ্য, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধার বিনিযোগ অর্থাৎ সাধনত্ব আছে। নিত্যত্ব কোন এক স্থানে আছে, যেখানে আছে, সেইটী সুখ। অনিত্যত্বও কোনখানে আছে, যেখানে আছে, সেইটী দুঃখ—এইরূপ নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব ধর্মের ও তাহার ধর্মীর সামান্য-রূপে যে নিশ্চয়, তাহাই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক। উহা বিশুদ্ধ চিত্তের হয়, অন্যের হয় না। এই নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক হইতে বিষয়ের দোষ-দর্শন জন্য ঐহিক ও পার-লৌকিক বিষয়ের ভোগে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। তাদৃশ বৈরাগ্য হইতে যথাক্রমে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। ঐগুলি উৎপন্ন হইলেই জীবের

ধিকার ইতি কেচিৎ। অন্যে তূপরম-শব্দস্য সংন্যাস-বাচকত্বাভাবাদ্ বিক্ষেপাভাবমাত্রস্য গৃহস্থেষ্বপি সম্ভবাজ্জনকাদেরপি ব্রহ্ম-বিচারস্য শ্রূয়মাণত্বাৎ সর্বাশ্রম-সাধারণং শ্রবণাদি-বিধানমিত্যাহুঃ।

শ্রবণাদিতে অধিকার—ইহা [ভাষ্য সম্প্রদায়ের] কেহ কেহ বলেন। অন্যে [বার্ত্তিক সম্প্রদায়ের] কেহ কেহ এই বলেন—উপরম শব্দের সন্ন্যাস-বাচকত্ব না থাকায়, গৃহস্থ পুরুষেরও বিক্ষেপাভাব সম্ভব বলিয়া এবং জনকাদিরও ব্রহ্মবিচার শোনা যায় বলিয়া সর্বাশ্রম-সাধারণ অর্থাৎ সকল আশ্রমের জন্য শ্রবণাদির বিধান।

বিবৃতি

মুমুক্ষা জন্মে। তাই বৃহদারণ্যকে "শান্তো দান্ত" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, সমাহিত ও শ্রদ্ধালুর প্রতি আত্ম-জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে।

এস্থলে উপরতি শব্দের অর্থ বিষয়ে মতভেদ আছে। ভাষ্যানুবর্ত্তিগণ বলেন—উক্ত বৃহদারণ্যক বাক্যে উপরম শব্দের দ্বারা সন্ন্যাস অভিহিত হয়। উহা শ্রবণাধিকারের হেতু। সন্ন্যাস-বিষয়ক বিধি-বাক্যে ব্রাহ্মণের গ্রহণ আছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সন্ন্যাস বিহিত এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সন্ন্যাস নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসিগণেরই শ্রবণাদিতে অধিকার, অন্যের নাই। বার্ত্তিকানুবর্ত্তিগণ বলেন—উপরম শব্দ সন্ন্যাসের বাচক নহে। উহা বিক্ষেপাভাবের বাচক। গৃহস্থেও উহা সম্ভব হইতে পারে। রাজর্ষি জনকাদিরও ব্রহ্ম বিচার শাস্ত্রে দেখা যায়। অতএব সকল আশ্রমের জন্যই শ্রবণাদির বিধান হইয়াছে।

টিপ্পনী

"জায়মানো হ বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভি ঋর্ণবা জায়তে" (তৈঃ ৬।৩।১০) ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায়—মনুষ্য গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেই দেব ঋণ, পিতৃ-ঋণ ও মনুষ্য ঋণের সহিত সম্বন্ধ হইয়া ঋণী হয়। পূর্বোক্ত ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়াই মোক্ষে মনোনিবেশ কর্ত্তব্য, ইহা মনু বলিয়াছেন[১]। ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ঋষি ঋণ হইতে, যজ্ঞাদি দ্বারা দেব ঋণ হইতে, পুত্রের দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রবণ, মননাদির অনুষ্ঠান করিলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, নচেৎ জন্মে না। কিন্তু কেহ যদি বৈরাগ্যবশতঃ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করে, তবে তাহার এই ঋণত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ হয় না, গৃহস্থাশ্রমের পূর্বেও পূর্বোক্ত ঋণত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ হয় না, ইহাও শাস্ত্রের দ্বারা জানা যায়। এই জন্যই জাবালোপনিষদে বলিয়াছেন—"যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা"। সুতরাং গৃহস্থাশ্রমের পূর্বে বা পরে শ্রবণ, মননাদির অনুষ্ঠান করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়। ফল কথা শ্রবণ, মননাদির প্রকৃত অধিকারী যে কোন আশ্রমে

১। ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ। অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ। অধীত্য বিধিবদ্ বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্মতঃ। ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥ অনধীত্য দ্বিজো বেদাননুৎপাদ্য তথা সুতান্। অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥ মনু ৬।৩৫-৩৭

সগুণোপাসনমপি চিত্তৈকাগ্র্য-দ্বারা নির্বিশেষ-ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-হেতুঃ।

তদুক্তম্—　　নির্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্ত্তুমনীশ্বরাঃ।
যে মন্দাস্তেঽনুকম্প্যন্তে সবিশেষ-নিরূপণৈঃ॥
বশীকৃতে মনস্তেষাং সগুণ-ব্রহ্মশীলনাৎ।
তদেবাবির্ভবেৎ সাক্ষাদপেতোপাধিকল্পনম্॥

সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাও চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের হেতু। "নির্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্ত্তুমনীশ্বরাঃ। যে মন্দাস্তেঽনুকম্প্যন্তে সবিশেষ-নিরূপণৈঃ॥ বশীকৃতে মনস্তেষাং সগুণ-ব্রহ্ম-শীলনাৎ। তদেবাভির্ভবেৎ সাক্ষাদপেতোপাধি-কল্পনম্॥ (যে সমস্ত অধম ব্যক্তিগণ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ করিতে অক্ষম ; তাঁহারা সবিশেষ ব্রহ্ম-নিরূপণের দ্বারা অনুগৃহীত হন। এই অধম ব্যক্তিগণের সগুণ ব্রহ্মের অনুশীলন দ্বারা মনঃ বশীকৃত হইলে সমস্ত উপাধি-কল্পনা-রহিত সেই পর ব্রহ্ম সাক্ষাৎ আবির্ভূত হন।) [কল্পতরু-কারের] এই উক্তি দ্বারা তাহা উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা অচিরাদি মার্গে কার্য্য-ব্রহ্মের

টিপ্পনী

থাকিয়া শ্রবণাদি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, ইহা শাস্ত্রের দ্বারা সরলভাবে বুঝা যায়। প্রাচীনগণের কাহারও কাহারও এই মত ছিল।

কিন্তু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্র (৩।৪।২০) ও ছন্দোগ্যাপনিষদের ভাষ্যে (২।৩) এই মত খণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসীরই মুক্তি সমর্থন করিয়াছেন। তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদের (২।১৩) "ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি" এই শ্রুতির ব্রহ্মসংস্থ শব্দের সন্ন্যাসী অর্থই বিচার পূর্বক সমর্থন করিয়াছেন। সন্ন্যাসীই তত্ত্বজ্ঞান পূর্বক মোক্ষলাভ করেন ; অন্যান্য আশ্রমি-গণের পুণ্য লোক হয়, মোক্ষলাভ হয় না, ইহা ছান্দোগ্য-বাক্যের দ্বারাও অবশ্য বুঝা যায় ; কিন্তু পরবর্তী বার্ত্তিককার প্রভৃতি আচার্য্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের এই মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, যখন তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন এবং ইহা যখন সকলের সম্মত, তখন সন্ন্যাসও যে মোক্ষে অবশ্য অপে-ক্ষিত, ইহা কখনই শ্রুতির সিদ্ধান্ত হইতে পারে না; কারণ অধিকারি-বিশেষ সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়াও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন। মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির তত্ত্বজ্ঞান যে জন্মিয়াছিল, ইহা উপনিষদের দ্বারাই বুঝা যায়। গৃহস্থাশ্রমী যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন, ইহা ধর্মসংহিতাকারও বলিয়াছেন[১]। এজন্য শঙ্কর মত সর্বাদৃত হয় নাই। এ সম্বন্ধে বহু সূক্ষ্ম বিচার আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ভামতী, কল্পতরু, কল্পতরু পরিমল প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিলে তাহা জানিতে পারিবেন।

১। ন্যায়াগতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ। শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে"॥ যা, অ ১০৫ "বেদশাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞো যত্র কুত্রাশ্রমে বসন্। ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" মনু ১২।১০২

ইতি। সগুণোপাসকানাং চার্চিরাদি-মার্গেণ ব্রহ্মলোকং গতানাং তত্রৈব শ্রবণাদ্যুৎপন্ন-তত্ত্বসাক্ষাৎকারাণাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষঃ। কর্মবতাং ধূমাদি-মার্গেণ পিতৃলোকং গতানামুপভোগেন কর্মক্ষয়ে সতি পূর্বকৃত-সুকৃত-দুষ্কৃতানুসারেণ ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্তেষু পুনরুৎপত্তিঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—রমণীয়-চরণা রমণীয়াং যোনিমাপদ্যন্তে কপূয়চরণাঃ কপূয়াং যোনিমিতি। প্রতিষিদ্ধানুষ্ঠায়িনাস্তু রৌরবাদি-নরকবিশেষেষু তত্তৎ-পাপোচিতং তীব্র-দুঃখমনুভূয় শ্ব-শূকরাদিষু তির্য্যগ্-যোনিষু স্থাবরাদিষু চোৎপত্তিরিত্যলং প্রসঙ্গাগত-প্রপঞ্চেনেতি।

লোকে গমন করিয়াছেন এবং সেইখানেই শ্রবণাদি দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন করিয়াছেন, সেই সমস্ত সগুণ উপাসকগণের কার্য্য-ব্রহ্মের সহিত মোক্ষ হয়। কর্মবান্ (ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম-জন্য অদৃষ্টবান্) ধূমাদি মার্গে পিতৃলোকগত পুরুষগণের ফলোপভোগের দ্বারা কর্ম ক্ষয় হইলে পূর্বজন্ম-কৃত [সঞ্চিত] পাপ ও পুণ্য অনুসারে ব্রহ্মাদি হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত স্থানে পুনরুৎপত্তি হয়। সেইরূপ শ্রুতি হইতেছে—"রমণীয়-চরণা রমণীয়াং যোনিমাপদ্যন্তে কপূয়-চরণা কপূয়াং যোনিম্।" (সৎকর্মকারিগণ উৎকৃষ্ট দেহ প্রাপ্ত হন। নিন্দিত কর্ম-কারিগণ নিন্দিত [কুক্কুরাদি] দেহ প্রাপ্ত হন। নিষিদ্ধ কর্মকারিগণের কিন্তু রৌবব প্রভৃতি নরক বিশেষগুলিতে সেই সেই পাপের উচিত তীব্র দুঃখ অনুভব করিয়া কুকুর, শূকর প্রভৃতি নীচ যোনিতে এবং স্থাবরাদি সমূহে পুনরায় উৎপত্তি হয়। প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত বিষয়ের (পরলোকে গতিদ্বয়ের) বিস্তার নিষ্প্রয়োজন।

বিবৃতি

শ্রবণাদি যেমন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের হেতু, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাও চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন দ্বারা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারের হেতু। পূজ্যপাদ অমলানন্দ কল্পতরুতে ইহা উপপাদন করিয়াছেন। "য এষ অন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিহিত উপাসনাই সগুণ উপাসনা। এই উপাসনা মানস ক্রিয়াবিশেষ বলিয়া উহা ব্রহ্মানুভবের সাক্ষাৎ হেতু না হইলেও একাগ্রতাদি উৎপন্ন করিয়া তদ্ দ্বারা ব্রহ্মানুভবের হেতু হয়। যাহাদের দুর্বাসনাবশে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় নাই, শ্রবণাদি সাধন ও উপাসনার উৎকর্ষ নাই, তাহাদের উপাস্য প্রাপ্তি হয়, ব্রহ্মানুভব হয় না। যাঁহাদের উপাসনার উৎকর্ষ আছে, তাঁহারা অর্চিরাদিক্রমে কার্য্য ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া সেখানে শ্রবণাদি দ্বারা ব্রহ্মের অনুভব করেন। সগুণ ব্রহ্মোপাসকের এইরূপে ব্রহ্মানুভব হইলে কার্য্য ব্রহ্মের সহিত মোক্ষ হয়।

ক্রম-মুক্তির হেতু সগুণ উপাসনা ব্রহ্মানুভবের হেতু হইয়াছে বলিয়া ক্রম-মুক্তির হেতু সৎ কর্মও যে ব্রহ্মানুভবের হেতু হইবে, তাহা নহে। সৎকর্মকারী ব্যক্তিগণের ধূমাদি মার্গে পিতৃলোক প্রাপ্তির অনন্তর ফলোপভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হইলে পূর্বকৃত সৎ কর্ম ও অসৎ কর্ম অনুসারে ব্রহ্মাদি হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত স্থানে পুনরুৎপত্তি হয়।

নির্গুণ-ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবতস্তু ন লোকান্তর-গমনম্, "ন তস্য প্রাণা উৎ-ক্রামন্তী"তি শ্রুতেঃ। কিন্তু যাবৎ প্রারব্ধক্ষয়ং সুখ-দুঃখেঽনুভূয় পশ্চাদপ-বৃজ্যতে। ননু "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে" ইত্যাদি-শ্রুত্যা "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন" ইতি স্মৃত্যা চ জ্ঞানস্য সকল-কর্ম-নাশ-হেতুত্ব-নিশ্চয়ে সতি প্রারব্ধকর্মাবস্থানমনুপপন্নমিতি চেন্ন, "তস্য

নির্গুণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারীর কিন্তু লোকান্তরে গমন নাই; যেহেতু "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" (আত্মসাক্ষাৎকারীর প্রাণ (বাক্ প্রভৃতি) উৎক্রমণ করে না) এই শ্রুতি প্রমাণ আছে। কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় পর্য্যন্ত সুখ ও দুঃখ অনুভব করিয়া [চরম দেহ-নাশের] পরে মুক্ত হন। আচ্ছা, "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরা বরে" ইত্যাদি শ্রুতি ও "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব কর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুনঃ।" এই স্মৃতি দ্বারা জ্ঞানের সর্বকর্ম-নাশকত্ব নিশ্চয় হইলে প্রারব্ধ কর্মের অবস্থান উপপন্ন হয় না—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না; যেহেতু "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ

বিবৃতি

নিষিদ্ধ পাপ কর্ম-কারী ব্যক্তিগণের রৌরবাদি নরক-বিশেষে সেই সেই পাপ কর্মোচিত তীব্র দুঃখ-ভোগের অনন্তর সেই সেই কর্মোচিত কুকুর, শূকর প্রভৃতি তির্য্যক্ যোনিতে বা স্থাবরাদিতে উৎপত্তি হয়। জীবের তৃতীয় প্রকার গতিও বৃহদারণ্যকে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে আগত বিষয়ের বিস্তৃত বিচারে কোন ফল নাই।

সগুণ ব্রহ্মোপাসকের লোকান্তর প্রাপ্তি পূর্বক মুক্তি হয় বলিয়া যে নির্গুণ ব্রহ্মো-পাসকের লোকান্তর প্রাপ্তিপূর্বক মুক্তি হইবে, তাহা নহে। নির্গুণ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারবান্ ব্যক্তির কিন্তু লোকান্তরে গতি নাই; যেহেতু "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিতে তাঁহাদের উৎক্রান্তি নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় পর্য্যন্ত সুখ ও দুঃখ অনুভব করিয়া চরম দেহের নাশের পর মুক্তি হয়। উপভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হয় না বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান হইলেও প্রারব্ধ কর্ম-বলে তখনও দেহ থাকে এবং অবিদ্যালেশ বলে ঐ দেহ দ্বারা সুখ-দুঃখের অনুভব হয়। বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যার নাশ হইলেও নিবৃত্তসর্প-ভ্রমের সংস্কারবশে যেমন ভয়, কম্পাদি কিছুক্ষণ থাকে, দণ্ড-সংযোগের নাশেও যেমন চক্রের ভ্রমণ কিছু কাল থাকে। তদ্রূপ অবিদ্যার নাশেও তাহার সূক্ষ্মাবস্থারূপ লেশ থাকে এবং তদ্বলে তাঁহার দেহাদির প্রতীতি ও ব্যবহার হইয়া থাকে।

তত্ত্বজ্ঞান কর্মের নাশক হইলে আরব্ধ-ফল প্রারব্ধ কর্মেরও নাশ হওয়া উচিত। তত্ত্ব-জ্ঞানের পরে তাহার অবস্থান যুক্তি-যুক্ত নহে। "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ" ইত্যাদি স্মৃতি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের সকল কর্মের নাশকত্ব নিশ্চয় হইলে প্রারব্ধ কর্মের অবস্থান কিরূপে উপপন্ন হয়? এই আপত্তি করিতে বলিলেন—

তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" ইত্যাদি-শ্রুত্যা "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম"ত্যাদি-স্মৃত্যা চোৎপাদিত-কার্য্য-কর্ম্ম-ব্যতিরিক্তানাং সঞ্চিত-ক্রিয়মাণ-কর্ম্মণামেব জ্ঞান-বিনাশ্যত্বাবগমাৎ ।

সাঞ্চতং দ্বিবিধং—সুকৃতং দুষ্কৃতং চেতি। তথা চ শ্রুতিঃ—তস্য পুত্রা দায়মুপয়ন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যামিতি ।

ননু ব্রহ্মজ্ঞানাদ্ মূলাজ্ঞাননিবৃত্তৌ তৎকার্য্য-প্রারব্ধকর্ম্মণোঽপি নিবৃত্তেঃ

সম্পৎস্যে" (তত্ত্বজ্ঞানবান্ পুরুষের তাবৎ কালই বিলম্ব, যাবৎকাল বিমুক্ত না হন্। অনন্তর সৎসম্পত্তি (ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি ব্রহ্ম হইয়া থাকে) ইত্যাদি শ্রুতি ও "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম" ইত্যাদি স্মৃতি দ্বারা যে কর্ম কার্য্য অর্থাৎ জাতি, আয়ু ও ভোগ উৎপাদন করিয়াছে, তদ্ভিন্ন সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্মসমূহেরই জ্ঞান-নাশ্যত্ব বোধ হইয়া থাকে।

সঞ্চিত কর্ম দুই প্রকার :—সৎ কর্ম ও অসৎ কর্ম। সেইরূপ শ্রুতি হইতেছে "তস্য পুত্রা দায়মুপয়ন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্" (বিদ্যাবানের পুত্রগণ ধন গ্রহণ করে, সুহৃদ্গণ সৎ কর্ম গ্রহণ করে এবং শত্রুগণ অসৎ কর্ম গ্রহণ করে।

আচ্ছা, ব্রহ্ম-জ্ঞান হইতে মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে সেই মূলাজ্ঞানের কার্য্য প্রারব্ধ

বিবৃতি

"ননু ক্ষীয়ন্তে চাস্য ইত্যাদি। সিদ্ধান্তী তাহার উত্তরে বলিলেন—**তস্য তাবদেব।** "তস্য তাবদেব চিরং" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা এবং "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম" ইত্যাদি স্মৃতি দ্বারা আরব্ধ-কার্য্য প্রারব্ধ কর্ম ব্যতীত অনারব্ধ কার্য্য সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্মেরই জ্ঞান-নাশ্যত্ব নিশ্চয় হইয়াছে। যদি সমস্ত কর্মের উপভোগের দ্বারা ক্ষয় হইত, তবে মোক্ষ কথা উচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত অসংখ্যেয় কর্মের অতি দীর্ঘকাল-স্থায়ী একটি শরীরের দ্বারা উপভোগ হইতে পারে না। কতকগুলি কর্মের উপভোগের দ্বারা নাশ হইলেও অবশিষ্ট সঞ্চিত কর্মসমূহের এবং ঐহিক ক্রম-বর্দ্ধমান কর্মসমূহের ক্রমে ক্রমে উপভোগের জন্য শরীর প্রবাহ চলিতে থাকিলে তাহার উচ্ছেদ কোন কালেই হইতে পারিবে না। যদি সমস্ত কর্ম জ্ঞান-নাশ্য হইত ; তবে তত্ত্বজ্ঞানীর শ্রুতি স্মৃতি সিদ্ধ দেহ-ধারণ ও পরিত্যাগ উপপন্ন হইত না এবং শ্রুতি-শ্রুত মোক্ষপ্রাপ্তির বিলম্বও উপপন্ন হইত না। অতএব জ্ঞানের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম ব্যতীত সমস্ত কর্মের নাশ বলিতে হইবে। তাহা হইলে কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ হইবে না।

সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম দুই প্রকার—পুণ্য কর্ম ও পাপ কর্ম ; যেহেতু "তস্য পুত্রা" ইত্যাদি শ্রুতিতে সুকৃত ও দুষ্কৃত ভেদে দুই প্রকার কর্ম উক্ত হইয়াছে।

তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা প্রারব্ধ কর্মের নাশ হয় না, ইহা উক্ত হইয়াছে। পূর্বপক্ষী ইহাতে আপত্তি করিতে বলিলেন—**ননু ব্রহ্মজ্ঞানাৎ** ইত্যাদি। ব্রহ্ম-জ্ঞান হইতে মূলাজ্ঞানের

কথং জ্ঞানিনো দেহধারণমিতি চেন্ন, অপ্রতিবদ্ধ-জ্ঞানস্যৈবাজ্ঞান-নিবর্ত্তকতয়া প্রারব্ধ-কর্মরূপ-প্রতিবন্ধক-দশায়ামজ্ঞান-নিবৃত্তেরনঙ্গীকারাৎ।

কর্মের নিবৃত্তি হওয়ায় কিরূপে জ্ঞানিগণের দেহ ধারণ হয়—এই যদি বলি। না—বলিতে পার না; যেহেতু অপ্রতিবদ্ধ জ্ঞানেরই অজ্ঞান নিবর্ত্তকত্ব আছে বলিয়া প্রারব্ধ কর্ম-রূপ প্রতিবন্ধকের বিদ্যমানতা-দশায় অজ্ঞানের নিবৃত্তি অঙ্গীকৃত হয় নাই।

বিবৃতি

নিবৃত্তি হইলে সেই মূলাজ্ঞানের কার্য্য প্রারব্ধ কর্মেরও নিবৃত্তি হইবে। সমস্ত কর্মই যখন অজ্ঞান কার্য্য, তখন কতকগুলি কর্মের নাশ হইবে, কতকগুলির হইবে না, ইহা যুক্তি-যুক্ত নহে। সুতরাং অজ্ঞান নাশে সকল কর্মের নাশ অবশ্যই বলিতে হইবে। দেহ ধারক কর্মের নাশ হইলে দেহেরও তখনই নাশ হইবে। তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানীর দেহ ধারণ কিরূপে উপপন্ন হইবে? সিদ্ধান্তী ইহার উত্তরে বলিলেন—**অপ্রতিবদ্ধ-জ্ঞানস্যৈব।** জ্ঞানমাত্রই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক নহে; কিন্তু অপ্রতিবদ্ধ জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক। প্রারব্ধ কর্ম তত্ত্বজ্ঞানের ফলোৎপত্তিতে প্রতিবন্ধক। সেই জন্য তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বা প্রারব্ধ কর্মের নিবৃত্তি স্বীকৃত হয় নাই। প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় পর্য্যন্ত অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হইলে তত্ত্বজ্ঞানীর দেহধারণ উপপন্ন হইতে পারে।

টিপ্পনী

মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা এই সংসারের মূল নিদান। উহার উচ্ছেদ বিনা জন্ম-মরণ প্রবাহের উচ্ছেদ হয় না। এই জন্ম-মরণ প্রবাহের প্রতিজন্মে যে অনন্ত কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, তাহার ক্ষয় না হইলে মুক্তি হইতে পারে না। যদি তত্ত্বজ্ঞানীর রাগাদি ক্লেশ উচ্ছিন্ন হওয়ায় আর জন্ম গ্রহণ করিতে না হয়, তাহা হইলে তাঁহার পূর্বকৃত কর্মের বৈফল্যের আপত্তি হয়; কেননা তিনি যে সমস্ত কর্মের ফল ভোগ করেন নাই, তাহার ভোগের স্থান না থাকায় ব্যর্থই হইবে। তাহা কিন্তু হইতে পারে না; কারণ কর্মের ফল অবশ্য ভোক্তব্য। এইজন্য নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন—তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি চরম দেহেই তাঁহার পূর্বকৃত সমস্ত কর্মের ফলভোগের জন্য যোগবলে কায়ব্যূহ নির্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার অবশ্য ভোক্তব্য সমস্ত কর্মফল ভোগ করিয়া মুক্তিলাভ করেন।

কিন্তু অনন্ত জন্মের অনন্ত সঞ্চিত কর্মরাশির কেবল ভোগের দ্বারা ক্ষয় স্বীকার করিলে অসংখ্য কায়ব্যূহ স্বীকার করিতে হইবে, ভোগকালও অতিদীর্ঘ হইবে এবং শ্রুতিও বিরুদ্ধ হইবে। এই জন্য শ্রুতিমর্য্যাদার সংরক্ষক বেদান্তিগণ শ্রুতি অনুসারে অনারব্ধ-কার্য্য সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ সমস্ত কর্ম তত্ত্বজ্ঞান-নাশ্য বলিয়াছেন। সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ যাবতীয় কর্মের তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বিনাশ হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞানের পরে তাহার ফল-ভোগের সম্ভাবনা নাই এবং তাহার বৈফল্য শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্ত বলিয়া তাহায় বৈফল্যের

নন্বেবমপি তত্ত্বজ্ঞানাদেকস্য মুক্তৌ সর্ব-মুক্তিঃ স্যাৎ, অবিদ্যায়া একত্বেন তন্নিবৃত্তৌ কচিদপি সংসারাযোগাদিতি চেন্ন, ইষ্টত্বাদিত্যেকে।

অপরে ত্বেতদ্-দোষ-পরিহারায়েবেন্দ্রো মায়াভিরিতি বহুবচন-শ্রুত্যনু-

---

আচ্ছা, এইরূপ হইলে অর্থাৎ অপ্রতিবদ্ধ জ্ঞানের অজ্ঞান নাশকত্ব স্বীকার করিলেও তত্ত্বজ্ঞান হইতে একজনের মুক্তি হইলে সকলের মুক্তি হউক; যেহেতু অবিদ্যার একত্ব নিবন্ধন তাহার নিবৃত্তি হইলে কোন পুরুষে আর সংসার সম্বন্ধ হইতে পারে না। অর্থাৎ সকলেই মুক্ত হউক—এই যদি বলি। না—তাহা বলিতে পার না; যেহেতু [তাহা] ইষ্ট (অভিপ্রেত), ইহা কেহ কেহ (একাজ্ঞানবাদী আচার্য্যগণ) বলেন।

অন্যে (ভামতী সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ) কিন্তু এই বলেন যে, এই সর্বমুক্তির আপত্তি-

টিপ্পনী

আপত্তি অনিষ্টাপত্তিও নহে। মহর্ষি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের ত্রয়োদশ সূত্রে এই সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন। গৌতম সূত্রের ভাষ্যে মহামতি বাৎস্যায়নও অপবর্গ পরীক্ষা প্রকরণে এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি" ইত্যাদি শাস্ত্রে আরব্ধ-কার্য্য প্রারব্ধ কর্মেরই কেবল ভোগনাশ্যত্ব উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। উহা তত্ত্বজ্ঞান-নাশ্য নহে। যদি উহাও তত্ত্বজ্ঞান-নাশ্য হইত, তবে উপদেষ্টার অভাব হইত। যে বদ্ধ তত্ত্বজ্ঞ নয়, সে তত্ত্বের উপদেষ্টা হইতে পারে না। যে তত্ত্বজ্ঞ, তিনিও উপদেষ্টা হইতে পারেন না; যেহেতু তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের পরেই কর্ম্মক্ষয় জন্য দেহেন্দ্রিয়াদির বিনাশ হইয়াছে। অত এব তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের তত্ত্বোপদেশের জন্য কিছু কাল দেহ ধারণ আবশ্যক। মহর্ষি বাদরায়ণ ব্রহ্ম-সূত্রে (৪।১।১৯) এই সিদ্ধান্তই ঘোষণা করিয়াছেন।

অপ্রতিবদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞানের নাশক, ইহা উক্ত হইয়াছে। পূর্বপক্ষী ইহাতে আপত্তি করিতে বলিলেন—**নন্বেবমপি তত্ত্বজ্ঞানাৎ** ইত্যাদি। তত্ত্বজ্ঞান অজ্ঞানের নাশক হইলে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা একের মুক্তি হইলে যুগপৎ সকলেরই মুক্তি হউক; কারণ অজ্ঞান একটি। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা উহার নিবৃত্তি হইলে কোন পুরুষেরই সংসারিত্ব সম্ভব নহে; কারণ সংসারের হেতু অজ্ঞান নাই; ইহা কিন্তু স্বীকার্য্য নহে; যেহেতু আমাদের যথা-পূর্ব সংসারিত্ব রহিয়াছে। সিদ্ধান্তী বিবরণের মতানুসারে ইহার উত্তরে বলিলেন—**ইষ্টত্বাদিত্যেকে।** একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি আমাদের অভিপ্রেত, ইহা বিবরণকার বলেন। যাহা ইষ্ট বা অভিপ্রেত, তাহার আপত্তি হয় না। এই এক-জীববাদে বদ্ধ মুক্ত ব্যবস্থা কিরূপে হয়, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে।

ভামতী সম্প্রদায় এই সর্ব মুক্তি দোষ পরিহারের জন্য অবিদ্যার নানাত্ব স্বীকার করেন। অবিদ্যার নানাত্ব "ইন্দ্রো মায়াভি" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

গৃহীতমবিদ্যায়া নানাত্বমঙ্গীকর্ত্তব্যমিত্যাহুঃ। অন্যে ত্বেকৈবাবিদ্যা। তস্যা এবাবিদ্যায়া জীব-ভেদেন ব্রহ্মস্বরূপাবরণ-শক্তয়ো নানা। তথা চ যস্য ব্রহ্ম-জ্ঞানম্, তস্য ব্রহ্মস্বরূপাবরণ-শক্তিবিশিষ্টাঽবিদ্যানাশো ন ত্বন্যং প্রতি ব্রহ্ম-স্বরূপাবরণ-শক্তিবিশিষ্টাবিদ্যানাশ ইত্যভ্যুপগমান্নৈকমুক্তৌ সর্ব্বমুক্তি-প্রসঙ্গঃ। অত এব চ "যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণামিত্যস্মিন্নধিকরণেঽধিকারি-পুরুষাণামুৎপন্ন-ব্রহ্মজ্ঞানানামিন্দ্রাদীনাং দেহধারণানুপপত্তিমাশঙ্ক্যাধিকারা-পাদক-প্রারব্ধ-কর্ম্মসমাপ্ত্যনন্তরং বিদেহ-কৈবল্যমিতি সিদ্ধান্তিতম্। তদুক্তমা-চার্য্য-বাচস্পতিমিশ্রৈঃ—

রূপ দোষের পরিহারের জন্য "ইন্দ্রো মায়াভিঃ" এই বহুবচন শ্রুতি দ্বারা সমর্থিত অবিদ্যার নানাত্বই স্বীকার্য্য। অপরে (বিবরণ পন্থিগণ) কিন্তু এই বলেন—একই অবিদ্যা। সেই অবিদ্যারই জীবভেদে ব্রহ্মস্বরূপের আবরণ শক্তি নানা। তাহা হইলে যাহার ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার ব্রহ্মস্বরূপের আবরণ শক্তি বিশিষ্ট অবিদ্যার নাশ হয়, কিন্তু অন্যের প্রতি ব্রহ্ম-স্বরূপের আবরণ শক্তি-বিশিষ্ট অবিদ্যার নাশ হয় না—এই স্বীকার করায় একের মুক্তিতে সকলের মুক্তির আপত্তি হয় না। এই হেতুই অর্থাৎ একের অবিদ্যার আবরণশক্তির নাশ হইলেও অন্যের হয় না বলিয়াই "যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্" (তত্তৎ অধিকারে (পরমেশ্বরের নির্দিষ্ট কার্য্যে) নিযুক্ত ব্যক্তিগণের অধিকার পর্য্যন্ত (অবধি) অব-স্থিতি) এই অধিকরণে অধিকারী পুরুষ উৎপন্ন-ব্রহ্মজ্ঞান (যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে) ইন্দ্রাদির দেহ ধারণের অনুপপত্তি আশঙ্কা করিয়া অধিকার-সম্পাদক প্রারব্ধ কর্ম্মের সমাপ্তির অনন্তর বিদেহ কৈবল্য হয়, ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। "উপাসনাদি-সংসিদ্ধি-

বিবৃতি

বিবরণ সম্প্রদায় কিন্তু এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রতি জীবের অবিদ্যা কল্পনায় প্রমাণ নাই, প্রয়োজনও নাই; পরন্তু গৌরবও হয়। সুতরাং অবিদ্যা এক। কিন্তু সেই এক অবিদ্যার জীবভেদে ব্রহ্ম-স্বরূপের আবরণ শক্তি নানা। সুতরাং যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান, তাঁহারই ব্রহ্মস্বরূপের আবরণ শক্তি-বিশিষ্ট অবিদ্যার নাশ হয়, অন্যের প্রতি কিন্তু নাশ হয় না। এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় একের মুক্তিতে সকলের মুক্তির আপত্তি হয় না। যদিও এই মতে যাবৎ সর্ব্বমুক্তি না হয়, তাবৎ শক্তিমাত্রের নাশ হয়, অবিদ্যার নাশ হয় না; যেহেতু অবিদ্যা এক, তথাপি শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন এক বলিয়া অবিদ্যার নাশ উক্ত হইয়াছে।

একের আবরণশক্তি বিনষ্ট হইলেও অন্যের আবরণ শক্তি বিনষ্ট না হওয়ায় "যাবদা-ধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্" এই অধিকরণে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক লোক-স্থিতি হেতু বেদ-প্রবর্ত্তনাদি অধিকারে নিযুক্ত ব্রহ্ম-জ্ঞানবান্ ইন্দ্রাদি আধিকারিক পুরুষগণের ব্রহ্ম-জ্ঞান-জন্য অবিদ্যার নাশহেতু দেহ-ধারণের অনুপপত্তি আশঙ্কা করিয়া অধিকার সম্পাদক

উপাসনাদি-সংসিদ্ধি-তোষিতেশ্বর-চোদিতম্।
অধিকারং সমাপ্যৈতে প্রবিশন্তি পরং পদমিতি ॥

এতচ্চৈকমুক্তৌ সর্বমুক্তিরিতি পক্ষে নোপপদ্যতে। তস্মাদেকাবিদ্যাপক্ষেঽপি প্রতিজীবমাবরণভেদোপগমেন ব্যবস্থোপপাদনীয়া। তদেবং ব্রহ্মজ্ঞানান্মোক্ষঃ। স চানর্থ-নিবৃত্তির্নিরতিশয়-ব্রহ্মানন্দাবাপ্তিশ্চেতি সিদ্ধং প্রয়োজনম্।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র-বিরচিতায়াং
বেদান্ত-পরিভাষায়াং প্রয়োজন-পরিচ্ছেদঃ

তোষিতেশ্বর-চোদিতম্। অধিকারং সমাপ্যৈতে প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥ (এই তত্ত্বজ্ঞানবান্ আধিকারিক পুরুষগণ উপসনা-সিদ্ধি দ্বারা তোষিত ঈশ্বর কর্তৃক বিহিত অধিকার সমাপ্ত করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হন।) এই গ্রন্থের দ্বারা বাচস্পতি মিশ্র কর্তৃক তাহা উক্ত হইয়াছে। ইহা একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি—এই পক্ষে উপপন্ন হয় না। অতএব এক অবিদ্যা পক্ষেও প্রতি জীবে আবরণভেদ স্বীকার করিয়া বদ্ধ মুক্তাদি ব্যবস্থা উপপাদন করিতে হইবে। অতএব এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়। সেই মোক্ষ হইতেছে অনর্থের নিবৃত্তি ও নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দের প্রাপ্তি। অত এব প্রয়োজন সিদ্ধ হইল।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায়-যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ পূজ্যপাদ শিষ্য
শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য-কৃত-বেদান্ত পরিভাষার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত

বিবৃতি

প্রারব্ধ কর্মের সমাপ্তির অনন্তর স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ-লয় রূপ বিদেহ কৈবল্য হয়, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র তাহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন—উপাসনাদির সিদ্ধি দ্বারা পরিতোষিত ঈশ্বর কর্তৃক বিহিত অধিকার সমাপ্ত করিয়া আধিকারিক পুরুষগণ পরম পদ (মুক্তি) প্রাপ্ত হন। ইহা দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানীর অধিকার সমাপ্তি পর্য্যন্ত স্থিতি প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা বুঝা যায়—তাঁহাদের অজ্ঞান আছে। একের মুক্তিতে সর্বমুক্তি—এই পক্ষে ইহা অর্থাৎ "যাবদধিকারাধিকরণ" উপপন্ন হয় না; কারণ সকলের মুক্তি হইলে আধিকারিক পুরুষগণের মুক্তি হইবে। তাহা হইলে তাঁহাদের অধিকার সমাপ্তি যাবৎ অবস্থান হইতে পারে না। অতএব এক অবিদ্যা পক্ষেও প্রতি জীবের প্রতি আবরণ ভেদ স্বীকার করিয়া বদ্ধ মুক্তাদি ব্যবস্থা উপপাদন করিতে হইবে। অতএব এইরূপ (পূর্বোক্তরূপ) ব্রহ্মজ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়। সেই মোক্ষ হইতেছে অনর্থের নিবৃত্তি ও নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দের প্রাপ্তি। প্রয়োজন সিদ্ধ হইল।

ইতি শ্রীমন্মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্তীর্থ পূজ্যপাদ-শিষ্য
শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য-কৃত বেদান্ত-পরিভাষার বিবৃতি সমাপ্ত

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ

বিবৃতি-ধৃত-গ্রন্থানুক্রমণিকা

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	গ্রন্থ	গ্রন্থকার
অদ্বৈত-দীপিকা	(নৃসিংহাশ্রম)	তত্ত্বদীপনম্	(অখণ্ডানন্দ)
অদ্বৈত-রত্নরক্ষণম্	(মধুসূদন)	তত্ত্বচিন্তামণি	(গঙ্গেশোপাধ্যায়)
অদ্বৈত-সিদ্ধি	(মধুসূদন)	তত্ত্বশুদ্ধি	(জ্ঞানঘন)
আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র	(আপস্তম্ব)	তন্ত্রবার্ত্তিকম্	(কুমারিলভট্ট)
ইষ্ট-সিদ্ধি	(বিমুক্তাত্মা)	তর্কতাণ্ডবম্	(ব্যাসতীর্থ)
ঋক্‌সংহিতা	(ঈশ্বর-কর্ত্তৃক)	তাৎপর্য্যটীকা	(বাচস্পতি)
কণাদসূত্র	(মহর্ষি-কণাদ)	তার্কিকরক্ষা	(বরদরাজ)
কল্পতরু	(অমলানন্দ)	তৈত্তিরীয়োপনিষদ্	(ঈশ্বর-কর্ত্তৃক)
কল্পতরু-পরিমল	(অপ্পয়দীক্ষিত)	নিরুক্তম্	(যাস্ক)
কাব্যপ্রকাশ	(মম্মট)	নিরুক্তব্যাখ্যা	(দুর্গাচার্য্য)
কিরণাবলী	(উদয়নাচার্য্য)	ন্যায়কন্দলী	(শ্রীধরাচার্য্য)
কূর্ম্মপুরাণম্	(মহর্ষি ব্যাস)	ন্যায়কুসুমাঞ্জলি	(উদয়নাচার্য্য)
কেবলান্বয়িদীধিতি	(রঘুনাথ)	ন্যায়দর্শন	(মহর্ষি গৌতম)
কৌষীতক্যুপনিষদ্	(ঈশ্বর-কর্ত্তৃক)	ন্যায়ামৃত	(ব্যাসতীর্থ)
খণ্ডনভূষামণি	(রঘুনাথ)	ন্যায়ামৃত-প্রকাশ	(শ্রীনিবাসাচার্য্য)
গূঢ়ার্থ-দীপিকা	(মধুসূদন)	ন্যায়রত্নাবলী	(ব্রহ্মানন্দ)
চরকসংহিতা	(চরকমুনি)	ন্যায়বার্ত্তিকম্	(উদ্দ্যোতকর)
চিৎসুখী	(চিৎসুখাচার্য্য)	পঞ্চদশী	(বিদ্যারণ্য)
ছান্দোগ্যোপনিষদ্	(ঈশ্বর-কর্ত্তৃক)	পঞ্চপাদিকা	(পদ্মপাদাচার্য্য)
ছান্দোগ্যভাষ্যম্	(শঙ্করাচার্য্য)	পরাশরসংহিতা	(পরাশর)
ছান্দোগ্যভাষ্যটীকা	(আনন্দপূর্ণ)	পরিশুদ্ধি-প্রকাশ	(বর্দ্ধমানোপাধ্যায়)
জাবালোপনিষদ্	(ঈশ্বর-কর্ত্তৃক)	পাণিনিসূত্র	(পাণিনি)
জৈমিনিসূত্র	(মহর্ষি-জৈমিনি)	প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিণী	(অভিনবগুপ্ত)
টুপ্‌টীকা	(ভট্ট কুমারিল)	প্রমাণমালা	(আনন্দ বোধ)
তত্ত্বকৌমুদী	(বাচস্পতি)	প্রমাণ সমুচ্চয়	(দিঙ্‌নাগ)
তত্ত্ববৈশারদী	(বাচস্পতি)	প্রশ্নোপনিষৎ	(ঈশ্বর-কর্ত্তৃক)

গ্রন্থ	গ্রন্থকার	গ্রন্থ	গ্রন্থকার
প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য	(শঙ্করাচার্য্য)	রামায়ণ	(বাল্মীকি)
বিন্দুসন্দীপন	(পুরুষোত্তম)	লঘুচন্দ্রিকা	(ব্রহ্মানন্দ)
বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিক	(সুরেশ্বরাচার্য্য)	বাক্যপদীয়	(ভর্ত্তৃহরি)
ব্রহ্মসিদ্ধি	(মণ্ডনাচার্য্য)	বার্ত্তিকসূত্রম্	(কাত্যায়ন)
ব্রহ্মসূত্র	(বাদরায়ণ)	বিবরণম্	(স্বপ্রকাশানুভব)
ব্রহ্মসূত্রভাষ্য	(শঙ্করাচার্য্য)	বিবরপ্রমেয়সংগ্রহ	(বিদ্যারণ্য)
ভগবদ্গীতা	(মহর্ষি-ব্যাস)	বিবরণভাবপ্রকাশিকা	(নৃসিংহাশ্রম)
ভামতী	(বাচস্পতি)	বিষ্ণুসংহিতা	(বিষ্ণু)
ভাষ্যবার্ত্তিক	(নারায়ণসরস্বতী)	শব্দশক্তিপ্রকাশিকা	(জগদীশ)
ভেদধিক্কার	(নৃসিংহাশ্রম)	শাবরভাষ্য	(শবরস্বামী)
মৎস্যপুরাণ	(মহর্ষি ব্যাস)	শাস্ত্রদীপিকা	(পার্থসারথি)
মনুসংহিতা	(মনু)	শুশ্রুতসংহিতা	(শুশ্রুতাচার্য্য)
মহাভারত	(মহর্ষি ব্যাস)	শ্রীমদ্ভাগবত	(মহর্ষি ব্যাস)
মানমেয়োদয়	(নারায়ণ)	শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্	(ঈশ্বর-কর্ত্তৃক)
মানবোপপুরাণ	(অজ্ঞাত-কর্ত্তৃক)	শ্লোকবার্ত্তিক	(কুমারিল)
মুণ্ডকোপনিষদ্	(ঈশ্বর-কর্ত্তৃক)	সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ	(অপ্পয়দীক্ষিত)
মৈত্রায়ণ্যুপনিষদ্	(ঈশ্বর-কর্ত্তৃক)	সিদ্ধান্তবিন্দু	(মধুসূদন)
যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা	(যাজ্ঞবল্ক্য)	সুবালোপনিষৎ	(ঈশ্বর-কর্ত্তৃক)
যুক্তিদীপিকা	(অজ্ঞাতকর্ত্তৃক)	সূর্য্যসিদ্ধান্ত	(ভাস্করাচার্য্য)
যোগসূত্র	(পতঞ্জলি)	সংক্ষেপ-শারীরক	(সর্বজ্ঞাত্মমুনি)

অশুদ্ধি-সংশোধন

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	১৩	চতুবির্ধ	চতুর্বিধ
৭	১৮	চিৎমুখ	চিৎসুখ
৮	৩৪	বিষরের	বিষয়ের
১০	৩১	অনুভূত	অনুদ্ভূত
১৫	২৭	নাগার্জন	নাগার্জুন
১৬	৩০	১।	২।
১৯	১৪	ত্বোচার	ত্বোপচার
১৯	৩২	এতস্মাজ	এতস্মাজ্
২৫	৩৩	বিয়য়	বিষয়
২৬	১০	ন্যজত্বাৎ	জন্যত্বাৎ
২৬	৩৩	স্বাবিচ্ছিন্ন	স্বাবচ্ছিন্ন
২৭	১৮	ইন্দ্রিয়ত্ব	ইন্দ্রিয়
২৯	২৯	ত্যানব	ত্যানিব
৩৮	৩২	চেতন্যে	চৈতন্যে
৪৭	৯	„	„
৪৮	৯	সম্বন্ধ	সম্বদ্ধ
৫৪	৩	**বৃত্ত্যপ**	**বৃত্ত্যুপ**
৫৪	৯	বৃত্ত্যুপ	বৃত্ত্যুপ
৫৫	৩	**চেতন্যা**	**চৈতন্যা**
৫৫	২০	তদাকা	তত্তদা
৫৬	২৯	সপ্রতি	সম্প্রতি
৫৭	১২	থাকার	থাকায়
৫৮	১৯	চেতন্যে	চৈতন্যে
৬০	৬	**বৃত্ত্যু**	**বৃত্ত্যু**
৬০	২৩	তাহারও	তাহার
৬১	১৫	বৃত্ত্যু	বৃত্ত্যু
৬৬	১৫	চেতন	চৈতন্য
৬৬	১৩	„	„
৬৮	১৭	বিষয়কত্বে	বিষয়ত্বে
৭৬	২৫	ঘটিত্ব	ঘটিতত্ব
৮০	২৫	চৈতন্য	চৈতন্যং
৯১	৩৪	সস্কার	সংস্কার
৯২	২৬	পুরুষ	পুরুষঃ
৯৫	৩	**মামো**	**নামো**
৯৯	১৮	প্রাতিসি	প্রাতিভাসি
১০১	২৩	ইমম	ইদম
১০২	২৫	ইমব	ইদমব
১০৫	১৫	বৃত্ত্য	বৃত্ত্যু
১০৮	২	**স্তরীর**	**স্তরীয়**
১০৯	২	**গস্তক**	**গন্তুক**
১০৯	৯	পুর্বাপু	পূর্বানু
১১০	১৫	ত্রাভ্য	ত্রাভ্যু
১১২	১২	যদি	যদি
১১২	৩২	চেতন্য	চৈতন্য
১১৩	১২	পুরাব	পুরোব
১১৭	১৮	তুলা	তূলা
১১৯	৩০	বচ্ছিন্ন	অবচ্ছিন্ন
১২৪	১৫	র্বে হ	র্বে উক্ত হ
১২৫	৩২	ক্লপ্ত	কৢপ্ত
১২৬	৪	জন্য	অজন্য
১২৬	২	**শস্কুলী**	**শষ্কুলী**
১২৬	৮	পরম্প	পরম্পা
১২৮	১৮	শস্কুলী	শষ্কুলী

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩২	৩২	তাবদ	তাবদ্
১৩৫	৫	উদ্যোত	উদ্দ্যোত
১৩৭	৬	উদ্দ্যোত	উদ্দ্যোত
১৩৮	১৩	স্মাত	স্মৃতি
১৪৫	১৯	লঘূভূ	লঘুভূ
১৫৪	২০	আহে	আছে
১৫৬	৩	দিগৈযৈ	দিগেযৈ
১৫৬	৫	হেতূ	হেতু
১৫৭	১১	স্তভাব	স্তাভাব
১৫৭	৩১	রূদ্ধ	রুদ্ধ
১৭০	১৫	ভট	ভট্ট
১৭০	৩১	স্তাববে	স্তবিবে
১৭২	৮	কুস্মাৎ	কস্মাৎ
১৭২	১৩	বিষত্ব	বিষয়ত্ব
১৭৩	১৮	রাাভন্ন	রাভিন্ন
১৭৮	২৬	স্রুতি	শ্রুতি
১৮২	২	বৃত্তি	বৃত্তিঃ
১৮৯	১০	শত্রগৃ	শক্রগৃ
২০৮	১৬	থাকত	থাকিত
২০৯	৪	যোগ	যোগি
২০৯	২০	বণগু	বর্ণগু
২১০	৪	তস্মাৎ	তস্মাৎ
২১০	২২	বণের	বর্ণের
২২৬	৩০	তাদশ	তাদৃশ
২৫৯	৩	সরূপ	স্বরূপ
২৬৭	১	ঈষ্টত্ব	ইষ্টত্ব
২৭২	৫	র্ব্যস্তে	র্ব্যস্তৈ
২৭৫	২৬	নি, বৃ	বে, নি
২৯১	৯	নিষ্ফলে	নিষ্কলে
২৯৬	৪	ত্তিাবম্ব	ত্তিবিম্ব
২৯৬	৪	তস্মতে	তস্মতে
৩০৮	৩২	ইান্দ্রয়া	ইন্দ্রিয়া
৩৩৩	৩	নিবর্ত্ত	নির্বর্ত্ত
৩৩৩	১২	নিবর্ত্ত	নির্বর্ত্ত